মাসিক উন্নতি

CUTM CENTRAL '56

কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

১৬শ বর্ষ | বৈশাখ ১৩৪৮ | ১ম সংখ্যা

758.3
·0013

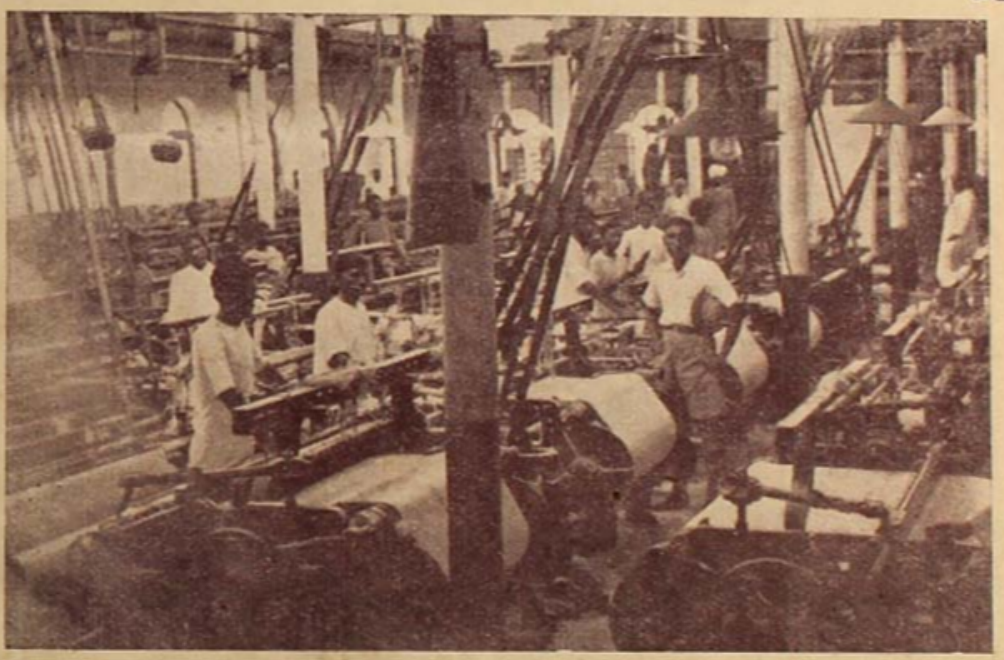

বঙ্গেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা (ডাক মাশুল ।৵০ আনা স্বতন্ত্র) প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

সম্পাদক শ্রী বিনয়কুমার সরকার

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

A monthly journal, in **Bengali**, on economics (theoretical and applied), the applications of industrial research and scientific inventions for social welfare and material progress.

The object of the journal is to function as an organ of banking, foreign trade, money market, insurance, industrialization, agricultural enterprises, railway and shipping economics, public finance, economic legislation, national health, technical education, rural reorganization, municipal administration and other civic interests.

Edited by Prof. Dr. Geog. h.c. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Section 1. deals with the *wealth of Bengal*, profession by profession. The data are furnished by the reports of correspondents specially employed for the purpose. The standard of life prevailing among cultivators, artisans, fishermen, boatmen, leather-workers, weavers, shopkeepers, merchants, land-owners, exporters, importers, industrial workers, sailors, clerks, directors and founders of modern industries, banks and other business establishments—all classes of the Bengali population,—is the main theme of these statistical and objective investigations.

Section 2. deals with agricultural, manufacturing and *commercial activities of India* (excluding Bengal, but including the Indian states).

Section 3. deals with the *economic developments of the world*. It seeks to interpret the movement in foreign finance, industries and commerce to the Indian businessmen and economists. India's opportunities for co-operation with foreigners in all spheres of international trade and investment constitute likewise a special subject of study. The facts of world-economy involving, as they do, the intimate interdependence of India and the other countries in regard to economic functions and material welfare are placed before the readers in the form of a regular news-service.

Section 4. deals with the movements and pronouncements of the world's prominent bankers, captains of industry, engineers, chemists, experts in technical, commercial and agricultural education, statisticians, economists, finance-ministers and so forth. The *programmes of learned societies*, businessmen's associations, and bankers' institutes etc. fall within this section.

Section 5. is given over to *interviews* with specialists on problems of applied economics and economic thought.

In all these sections *Arthik Unnati*, although a monthly, intends to acquire the dynamic character of a weekly or even a daily newspaper.

Special Features:

1. A tabular statement of the contents (with occasional synopsis) of the economic, financial, export-import, statistical and allied journals in the Indian and foreign languages including *French*, *German*, *Italian*, and whenever possible, *Russian*, *Japanese* and *Turkish*.
2. Review of books.
3. A serial announcement of Indian and foreign books on economics, banking, commerce, technical education and all other branches of material and social welfare.

N.B. About *fifty per cent* of the monthly devotes itself to **essays and discussions of permanent value** bearing on the methods and problems of the economic sciences. **Bengali translation** or summaries of the views and theories of foreign economists of the present or preceding generations form a marked characteristic of this journal.

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

Managing Director, Bangeswari Cotton Mills, Ltd., Calcutta.

CONTENTS OF THE APRIL-MAY NUMBER, 1941.

Section 1. Wealth of Bengal : National Oil Mill at Nalchhiti (Barisal). Barisal Education Board. River Problem in Bengal. Encrochment on Fishermen's Rights. A College at Noakhali. Scarcity of Rice in Birbhum. Exhibition of Breeding Bulls at Narayangunj. Vagrant Bill. Population of Bengal. (pp. 1-9)

Section 2. Economic India: Increased Price of Matches. in India. Rubber Articles and Sand Paper made in India. in India. (pp. 10-11).

Section 3. World Economy: Import and Export of Gold in U. S. A. Industrial Loan Corporation in U. S. A. New York Banks. Index Number of Wages In American Firms. Export of Sisal from East Indies. (pp. 12-14).

Section 4. Men, Institutions and Movements: Evolution of Sociology and the Present Society. Dr. Narendra Nath Law's Presidential Address at a Meeting of the Bengal National Chamber of Commerce. (pp. 15-17).

Section 5. Interview: A Social Service Institution. (pp. 18-20).

Section 6. World of Journals: *The Indian Journal of Economics*, January (1941.) Issue Summarised. (pp. 21-23).

Section 7. Reviews: Essays in Monitory Theory. The Location of Industry and Depressed Area. (pp. 24-25).

Section 8. Bibliography: 14 books announced. p. 26.

Articles:

(1) Foreign Exchange.
By Nagendra Nath Chaudhury, M.A., (N. W. University, U. S. A.).

(2) Economic India during the War.
By Madhusudan Mazumdar. B. M. E. (Michigan), M. S. (Illinois).

Works By Nagendra Nath Chaudhury, M. A.

(North-Western University, Chicago). Secretary, "International Bengal" Institute.

আর্থিক সমাজ ও সমস্যা, ২৬০ পৃষ্ঠা,—২৲

The Tragedies of Modernism, 280 pages—Rs. 3

Studies in Economic Dialectrics, 270 pages—Rs. 2-8-0

—বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্বরহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বৎসরকাল সুপরিচালিত, বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্বরহৎ আদিম প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	টাকার
মোট সংস্থান	৫৬ লক্ষের
বীমা তহবিল	
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)	১ ,, ৯৭ ,, ,,

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র যেমন নিরাপদ তেমন লাভজনক

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায়—১৮৲ আজীবন বীমায়—১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসমন্বিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১১১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ঃ—নলচিটী স্যাণ্ডস্যান অয়েল মিল। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। বঙ্গদেশের নদী-সমস্যা। পল্লীর মৎস্যজীবী। পল্লীর মৎস্যজীবীদের অভাব-অভিযোগ। নোয়াখালী কলেজ। বীরভূমে অন্নসমস্যা নারায়ণগঞ্জে বৃষ-প্রদর্শনী। ভিখারী বিল। আদমশুমারী। (১-৯)

আর্থিক ভারতঃ—দিয়াশলাইয়ের মূল্যবৃদ্ধি। ভারতের নূতন অস্ত্রাগার। ভারতে প্রস্তুত রবারের জিনিষ ও পিরিষ কাগজ। ভারতবর্ষে গোলাগুলির উৎপাদন-বৃদ্ধি (১০-১১)

দুনিয়ার ধনদৌলতঃ—মার্কিণ সাম্রাজ্য হইতে স্বর্ণ আমদানি-রপ্তানি। মার্কিণরাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লোন কর্পোরেশন। নিউইয়র্কের ব্যাঙ্ক। আমেরিকার ফার্মের মাহিনার হার এবং তাহার ইণ্ডেক্স নম্বর। ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে শিশল রপ্তানি (১২-১৪)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘঃ—সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবিকাশ ও আধুনিক সমাজ। বেঙ্গল স্যাণ্ডস্যান চেম্বার অব্ কমার্সের সভা (১৫-১৭)

মোলাকাৎঃ ১৮

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলীঃ

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম এ (আমেরিকা) ২১

যুদ্ধকালীন আর্থিক ভারত

শ্রীমধুসূদন মজুমদার, বি এল ই

(মিশিগান), এম এস (ইলিনয়) ৩১

P 24,084

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কর্তৃক ভূমিকা লিখিত
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান

(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং
রসারোড, কলিকাতা।
১৩৩৮ সন।
মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া দেখা উচিত।
সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০

প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বৎসরকাল সুপরিচালিত, বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ আপিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)	
নূতন বীমা	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	টাকার
মোট সংস্থান	৫৬ লক্ষের
বীমা তহবিল	
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)	১ ,, ৯৭ ,, ,,

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র যেমন নিরাপদ তেমন লাভজনক

—বোনাস—

প্রতি বৎসর	প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায়—১৮৲	আজীবন বীমায়—১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে [illegible] বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বৈভবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ঃ—পাট-সমস্যা তাহার সমাধান। সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষার সুযোগ। (৩৭-৪১)

আর্থিক ভারতঃ—মধ্যভারত রাজ্যে খাদ্যপরিস্থিতির অনুসন্ধান। মধ্যভারতে বাঁশের চাষ। ভারতের প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান। সহর ও মফঃস্বলের লোকসংখ্যার অনুপাত। রেলওয়ের আয়। (৪২-৪৪)

দুনিয়ার ধনদৌলতঃ—ব্রিটেনের মুদ্রাস্ফীতি। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ে সঞ্চয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ে সাধারণ জীবনে খরচা। যুদ্ধের সময়ে এক খাদ্যের পরিবর্ত্তে অন্য খাদ্যের ব্যবহার। সোভিয়েটে ক্রমিক পাটচাষ। (৪৫-৪৮)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘঃ—ছাত্র-সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য কমিটীর কার্য্য। স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য কমিটীর কার্য্য-নির্ব্বাহে পাটের ব্যবহার (৪৯-৫৩)

মোলাকাৎ ৪৯

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলীঃ

ক্ষতিষ্ণু হিন্দু

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম, এ

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ (আমেরিকা) ৬৩

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান

(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং

রসারোড, কলিকাতা।

১৯৩৮ সন।

মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ প্রাঞ্জলভাবে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া রাখা উচিত।

সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৹

প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্বরহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বৎসরকাল সুপরিচালিত, বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্বরহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)	
নূতন বীমা	১ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	টাকার
মোট সংস্থান	৫৬ লক্ষের
বীমা তহবিল	
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)	১ .. ৯৭ ,, .

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র যেমন নিরাপদ তেমন লাভজনক

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায়—১৮৲ আজীবন বীমায়—১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—পশ্চিম মেদিনীপুরের বনাঞ্চল। কলিকাতায় নলকূপ। বন্যার চাষ। আক ও আদার রোগ। বরিশাল মিউনিসিপালিটীর ইতিহাস। (১০-১৩)

আর্থিক ভারত ঃ—প্রধান প্রধান বন্দর ও ব্যবসায়-কেন্দ্র। এডেন। করাচী। রেলওয়ে বোর্ডের বাৎসরিক রিপোর্ট। (১৪-১৬)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—আমেরিকায় জমি খরিদ। মার্কিণ দেশে তামাক। চীনদেশে অহিফেন। চীনের লৌহ ও ইস্পাত। চীনের নূতন চায়ের বাজার। যুক্তরাজ্য হইতে পশমের রপ্তানি। ফরাসী দেশের রপ্তানি। ফরাসী উৎপাদনশক্তির উপর গত যুদ্ধের প্রভাব। ইংলণ্ডে বেকার। ইংলণ্ডে ইন্‌শিওর্ড বেকারের সংখ্যা। (১৭-৮০)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—স্যার তেজবাহাদুরের অভিভাষণ। আদিম অধিবাসীদের উন্নতি-প্রচেষ্টা। পাট গবেষণার লেবরেটরী। বিমান যুদ্ধে নিহত কালীপ্রসাদ চৌধুরী। (৮১-৮৪)

মোলাকাৎ ৮৫

পত্রিকা-জগৎ ৮৮

সমালোচনা ৯০

গ্রন্থপঞ্জী ৯২

প্রবন্ধাবলী ঃ

(১) বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম এ

পূর্ব্ব ইয়োরোপে কৃষি-সংস্কার
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ

(৩) ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য
অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান
(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং
বনারোড, কলিকাতা।
১৩৬ সন।
মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া দেখা উচিত।
সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০

প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Italian Economy and Culture

By

Dr. M. Moulik, D.Sc. Pol. (Rome)

Price Rs. 3/- only

Modern Review: Dr. Moulik handa his material with ease and assurance and deserves the gratitude of all who want to understand modern Italy.

Indian Journal of Political Science: It convicts us of our ignorance concerning Italian culture and makes us wish that Italian writers were better known in India. It provokes us into thinking about Italy's future in the world of to-morrow.

Science and Culture: The author is already well-known by his various journalistic contributions on matters relating to contemporary Europe, and this volume will enhance his reputation.

CONFLICTING TENDENCIES IN INDIAN ECONOMIC THOUGHT

BY SHIB CHANDRA DUTT, M.A., B.L.

Price Rupees Five.

The Hindu (Madras): "Taking Mahatma Gandhi as the typical Indian economist and Prof. Benoy Kumar Sarkar as the representative exponent of modern industrialism in India advocating modern methods of economic development as a whole-hogger, Mr. Dutt proceeds to examine the various economic problems of the country in the light of the two fundamentally conflicting ideals. * * * It is a valuable contribution to the study of economic thought."

Weltwirtschaftliches Archiv (Jena): "We understand from Dutt that Indian economics is less the science of the distribution of wealth than the science of the combating of poverty."

Prof. P. T. Homan (Cornell, U.S.A.), Author of *Modern Economic Thought*: "I was especially glad to see an extended treatment of Sarkar's writings. I was of course aware of the tendencies you analyze but had never before run on to any clear statement and contrast of them."

Prof. Henri See (Paris): "It is a very interesting volume. I have experienced great pleasure in reading it and derived much profit also. I am reviewing it in the *Revue Historique*."

Nankai Social and Economic Quarterly, Tientsin (China): "Affords highly illuminating comparative lessons for students of oriental economies, particularly in China, where the need for industrialization has lately become a common and universal cry."

Economic Journal (London): "Mr. Dutt has provided his readers with a very useful bibliography of the increasing number of books and journals dealing with economic questions which are being published by Indian writers since the close of the nineteenth century. Though Mr. Dutt is obviously in sympathy with the modernist views of Professor Sarker he has, so far as we can judge, furnished a fair presentation of the doctrines enunciated by Mahatma Gandhi."

By Narendra Nath Roy

1. HOW TO DETECT COUNTERFEIT COINS & FORGED NOTES Price Two Annas

2. টাকার কথা—মূল্য ১৲ 3. ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—মূল্য ।/০

By Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A.,

Presidency Girls' College Calcutta, Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

1. THE MESSAGES OF DANTE. Annas Four

2. HERDER'S DOCTRINE OF THE NATIONAL SOUL. Annas Four

3. সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল্য ।০

4. SARKARISM

The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and His Conquests.

Annas Eight.

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—নদীয়ায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য। যশোহরে গ্রামোন্নতির কার্য্য। ভাঙ্গা বাঙ্গনের কদর। বিদ্যাসর গৃহ ভস্মীভূত। আদমসুমারীতে সাঁওতালদের বিক্ষোভ। বাংলার জনস্বাস্থ্য। আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা। হস্ত-চালিত তাঁত-শিল্প। (১০১-১০৩)

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতীয় বীমার উন্নতি। জীবনবীমার অ্যাসেট্স্। বীমা কোম্পানীর আয়-ব্যয়। ভারতের পাটের কারবার। আমেরিকার বালিজ্য। ভারতীয় আয়-কর হইতে বাণিজ্যের গতি নির্ণয়। দেশীয় তুলার ব্যবহার। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন। যুদ্ধঋণিত ট্যাক্স। (১০৪-১০৬)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—জাপানে জন-সংখ্যার চাপ বৃদ্ধি। নিউজিল্যাণ্ডের ঋণ। ফ্রেঞ্চের অর্থকষ্ট। ব্রিটেনে নারী শ্রমিকের সংখ্যা-বৃদ্ধি। পৃথিবীর বৃহত্তম বোমারু বিমান। আমেরিকার কলকারখানাতে শ্রমিকের মজুরী ও কার্য্যকাল। অক্টোবর মাসে আমেরিকায় উৎপন্ন ফসল। (১০৭-১০৯)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বোম্বাইয়ের সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। বেঙ্গল ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের সভায় ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার বক্তৃতা। পণপ্রথা নিয়ন্ত্রণ বিল। (১১০-১১৬)

মোলাকাৎ ১১৭

পত্রিকা-জগৎ ১২০

সমালোচনা ১২৩

গ্রন্থপঞ্জী ১২৬

প্রবন্ধাবলী ঃ

ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য
অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(২) ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও ঘটনা
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল ১৩০

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান
(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং
বসারোড, কলিকাতা।
১৩৩৮ সন।
মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া দেখা উচিত।
সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০

প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Italian Economy and Culture

By

Dr. M. Moulik, D.Sc. Pol. (Rome)

Price Rs. 3/- only

Modern Review: Dr. Moulik hands his material with ease and assurance and deserves the gratitude of all who want to understand modern Italy.

Indian Journal of Political Science: It convicts us of our ignorance concerning Italian culture and makes us wish that Italian writers were better known in India. It provokes us into thinking about Italy's future in the world of to-morrow.

Science and Culture: The author is already well-known by his various journalistic contributions on matters relating to contemporary Europe, and this volume will enhance his reputation.

CONFLICTING TENDENCIES IN INDIAN ECONOMIC THOUGHT

By SHIB CHANDRA DUTT, M.A., B.L.

Price Rupees Five.

The Hindu (Madras): "Taking Mahatma Gandhi as the typical Indian economist and Prof. Benoy Kumar Sarkar as the representative exponent of modern industrialism in India advocating modern methods of economic development as a whole-hogger, Mr. Dutt proceeds to examine the various economic problems of the country in the light of the two fundamentally conflicting ideals. * * * It is a valuable contribution to the study of economic thought."

Weltwirtschaftliches Archiv (Jena): "We understand from Dutt that Indian economics is less the science of the distribution of wealth than the science of the combating of poverty."

Prof. P. T. Homan (Cornell, U.S.A.), Author of *Modern Economic Thought*: "I was especially glad to see an extended treatment of Sarkar's writings. I was of course aware of the tendencies you analyze but had never before run on to any clear statement and contrast of them."

Prof. Henri See (Paris): "It is a very interesting volume. I have experienced great pleasure in reading it and derived much profit also. I am reviewing it in the *Revue Historique*."

Nankai Social and Economic Quarterly, Tientsin (China): "Affords highly illuminating comparative lessons for students of oriental economics, particularly in China, where the need for industrialization has lately become a common and universal cry."

Economic Journal (London): "Mr. Dutt has provided his readers with a very useful bibliography of the increasing number of books and journals dealing with economic questions which are being published by Indian writers since the close of the nineteenth century. Though Mr. Dutt is obviously in sympathy with the modernist views of Professor Sarker he has, so far as we can judge, furnished a fair presentation of the doctrines enunciated by Mahatma Gandhi."

By Narendra Nath Roy

1. **HOW TO DETECT COUNTERFEIT COINS & FORGED NOTES** Price Two Annas
2. টাকার কথা—মূল্য ১৲ 3. ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—মূল্য ৷৵০

By Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A.,

Presidency Girls' College Calcutta, Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

1. **THE MESSAGES OF DANTE.** Annas Four
2. **HERDER'S DOCTRINE OF THE NATIONAL SOUL.** Annas Four
3. সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল্য ।৹
4. **SARKARISM**

The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and His Conquests.

Annas Eight.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—সমবায় বিভাগের কার্যকর্ম। নূতন ব্যবস্থা। সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। সংঘজীবী সমিতি। মহিলা প্রতিষ্ঠান। গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি। কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। দুগ্ধ সঙ্ঘ। শিল্প-সঙ্ঘ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি। বাঙ্গলার আর্থিক দুর্গতি। (১৩৩-১৩৭)

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতীয় বন্দর: বেদি। ওখা। পোরবন্দর। ভবনগর। সুরাট। (১৩৮-১৪০)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—মার্কিণ দেশে চাষ আবাদ। মার্কিণদেশে যুদ্ধের সময়ে আর্থিক বাড়তি। মার্কিণদেশে পনীর উৎপাদন। মার্কিণদেশে মাংসাহার। চীনে চায়ের চাহিদা। চীনদেশে যুদ্ধের সাহায্য। (১৪১-১৪৩)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—নিখিল-বঙ্গ জমীদারি কর্ম্মচারী সম্মেলন। সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সভা। (১৪৪-১৪৭)

মোলাকাৎ ১৪৮

পত্রিকা-কুশল

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলী ঃ

ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও ঘটনা

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল ১৫৮

আর্থিক উন্নতির পরদেশ বন

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান

(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং
রসারোড, কলিকাতা।
১৯৩৮ সন।
মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ সরলভাবে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া দেখা উচিত।
সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০

প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Italian Economy and Culture

By

Dr. M. Moulik, D.Sc. Pol. (Rome)

Price Rs. 3/- only

Modern Review: Dr. Moulik hands his material with ease and assurance and deserves the gratitude of all who want to understand modern Italy.

Indian Journal of Political Science: It convicts us of our ignorance concerning Italian culture and makes us wish that Italian writers were better known in India. It provokes us into thinking about Italy's future in the world of to-morrow.

Science and Culture: The author is already well-known by his various journalistic contributions on matters relating to contemporary Europe, and this volume will enhance his reputation.

CONFLICTING TENDENCIES IN INDIAN ECONOMIC THOUGHT

By SHIB CHANDRA DUTT, M.A., B.L.

Price Rupees Five.

The Hindu (Madras): "Taking Mahatma Gandhi as the typical Indian economist and Prof. Benoy Kumar Sarkar as the representative exponent of modern industrialism in India advocating modern methods of economic development as a whole-hogger, Mr. Dutt proceeds to examine the various economic problems of the country in the light of the two fundamentally conflicting ideals. * * * It is a valuable contribution to the study of economic thought."

Weltwirtschaftliches Archiv (Jena): "We understand from Dutt that Indian economics is less the science of the distribution of wealth than the science of the combating of poverty."

Prof. P. T. Homan (Cornell, U.S.A.), Author of *Modern Economic Thought*: "I was especially glad to see an extended treatment of Sarkar's writings. I was of course aware of the tendencies you analyze but had never before run on to any clear statement and contrast of them."

Prof. Henri See (Paris): "It is a very interesting volume. I have experienced great pleasure in reading it and derived much profit also. I am reviewing it in the *Revue Historique*."

Nankai Social and Economic Quarterly, Tientsin (China): "Affords highly illuminating comparative lessons for students of oriental economics, particularly in China, where the need for industrialization has lately become a common and universal cry."

Economic Journal (London): "Mr. Dutt has provided his readers with a very useful bibliography of the increasing number of books and journals dealing with economic questions which are being published by Indian writers since the close of the nineteenth century. Though Mr. Dutt is obviously in sympathy with the modernist views of Professor Sarker he has, so far as we can judge, furnished a fair presentation of the doctrines enunciated by Mahatma Gandhi."

By Narendra Nath Roy

1. **HOW TO DETECT COUNTERFEIT COINS & FORGED NOTES** Price Two Annas
2. টাকার কথা—মূল্য ১৲ 3. ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—মূল্য ।/০

By Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A.,

Presidency Girls' College Calcutta, Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

1. **THE MESSAGES OF DANTE.** Annas Four
2. **HERDER'S DOCTRINE OF THE NATIONAL SOUL.** Annas Four
3. সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল্য ।০
4. **SARKARISM**

The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and His Conquests.
Annas Eight.

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ। পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা। শ্রেণী-বিভাগ কেন্দ্র। কলিকাতায় চাউলের বাজার দর। চাউল সম্বন্ধে পল্লীর মন্তব্য। (১৬৫-১৬৮)

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে তূলার দ্রব্যের উৎপাদন। ভারতে মাথাপিছু কাপড়ের খাদন ও ছাড়-সূতের উৎপাদন। ভারতীয় বন্দর : মারমুগাও। বোম্বে। ভারতে মোটর শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব। ইণ্ডিয়ান রেশিন টুল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ। কেরোসিন ও পেট্রোলের দর সামান্য বৃদ্ধি। ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার কম্বল। সমরপ্রদর্শনী দল। ভারতে কার্পাসজাত বস্ত্রাদির আমদানি। (১৬৯-১৭২)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—ফরাসী, ব্রিটিশ ও বেলজিয়ামের উপনিবেশসমূহে তূলার উৎপাদন। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় রেড সিডের অবস্থা। আমেরিকার ক্যাশন্যাল ডিফেন্স। ব্রাজিলে শ্রমিকদের বেনিফিট্ গ্রাণ্ট। স্পেনে তূলার কারখানায় মজুরির ব্যবস্থা। চীনদেশের টুঙস্টেন বা উল্‌ফ্রাম। চীনে ১৯৭০ সনে শূকরের ব্রিসল্ রপ্তানি। (১৭৩-১৭৪)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বাঙলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশন। ইয়োরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা। ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ। (১৭৬-১৭৮)

মোলাকাৎ ঃ—সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান। (১৭৯-১৮০)

পত্রিকা-জগৎ ১৮৪

সমালোচনা ১৮৭

গ্রন্থপঞ্জী ১৮৯

প্রবন্ধাবলী ঃ

(১) দেশরক্ষা বাহিনীতে ভারতীয়দের অবস্থা
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ

বঙ্গদেশে বারিপাত, মৃত্যুহার ও পাটের দরের তারতম্যের তরঙ্গগতি
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস সি, বি এ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান
(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং
রসারোড, কলিকাতা।
১৯৩৮ সন।
মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া দেখা উচিত।

সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৹

প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Italian Economy and Culture

By

Dr. M. Moulik, D.Sc. Pol. (Rome)

Price Rs. 3/- only

Modern Review: Dr. Moulik hands his material with ease and assurance and deserves the gratitude of all who want to understand modern Italy.

Indian Journal of Political Science: It convicts us of our ignorance concerning Italian culture and makes us wish that Italian writers were better known in India. It provokes us into thinking about Italy's future in the world of to-morrow.

Science and Culture: The author is already well-known by his various journalistic contributions on matters relating to contemporary Europe, and this volume will enhance his reputation.

CONFLICTING TENDENCIES IN INDIAN ECONOMIC THOUGHT

By SHIB CHANDRA DUTT, M.A., B.L.

Price Rupees Five.

The Hindu (Madras): "Taking Mahatma Gandhi as the typical Indian economist and Prof. Benoy Kumar Sarkar as the representative exponent of modern industrialism in India advocating modern methods of economic development as a whole-hogger, Mr. Dutt proceeds to examine the various economic problems of the country in the light of the two fundamentally conflicting ideals. * * * It is a valuable contribution to the study of economic thought."

Weltwirtschaftliches Archiv (Jena): "We understand from Dutt that Indian economics is less the science of the distribution of wealth than the science of the combating of poverty."

Prof. P. T. Homan (Cornell, U.S.A.), Author of *Modern Economic Thought*: "I was especially glad to see an extended treatment of Sarkar's writings. I was of course aware of the tendencies you analyze but had never before run on to any clear statement and contrast of them."

Prof. Henri See (Paris): "It is a very interesting volume. I have experienced great pleasure in reading it and derived much profit also. I am reviewing it in the *Revue Historique*."

Nankai Social and Economic Quarterly, Tientsin (China): "Affords highly illuminating comparative lessons for students of oriental economics, particularly in China, where the need for industrialization has lately become a common and universal cry."

Economic Journal (London): "Mr. Dutt has provided his readers with a very useful bibliography of the increasing number of books and journals dealing with economic questions which are being published by Indian writers since the close of the nineteenth century. Though Mr. Dutt is obviously in sympathy with the modernist views of Professor Sarker he has, so far as we can judge, furnished a fair presentation of the doctrines enunciated by Mahatma Gandhi."

By Narendra Nath Roy

1. HOW TO DETECT COUNTERFEIT COINS & FORGED NOTES Price Two Annas
2. টাকার কথা—মূল্য ১৲ 3. ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—মূল্য ৵০

By Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A.,

Presidency Girls' College Calcutta, Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

1. THE MESSAGES OF DANTE. Annas Four
2. HERDER'S DOCTRINE OF THE NATIONAL SOUL. Annas Four
3. সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল্য ।০
4. SARKARISM

The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and His Conquests.

Annas Eight.

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা। বস্ত্র-মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার। নোয়াখালী টীনার সার্ভিস। মফঃস্বলের হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়। বাংলার গ্রাম। (১৯৭-২০০)

আর্থিক ভারত ঃ—তৈলবীজ। ভারতীয় নগরও বন্দরের অর্থকথা: রেল ও সমুদ্র সংযোগ। বন্দর পরিচালনার কার্য্য। বোম্বে বন্দরটী কেমন? (২০১-২০৪)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—গ্রেট ব্রিটেনে বেকার। গ্রেটব্রিটেনে ইন্‌সিওর্ড আনএম্‌প্লয়েড্। গ্রেট ব্রিটেনে রোজগার। মার্কিণ দেশে ন্যাশন্যাল ডিফেন্স প্রোগ্রাম। মার্কিণদেশে শিল্প ও কারখানাজাত দ্রব্যাদি। ব্রাজিলের বৈদেশিক বাজার। মার্কিণদেশ হইতে পণ্য রপ্তানি। (২০৫-২০৮)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—ইণ্ডিয়ান বেকারী এসোসিয়েশন। লিবিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্ব। টেলিফোন কোম্পানীর শেয়ার। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়। বিক্রয়কর আইনের প্রতিবাদ। দর্শন ও বর্ত্তমান যুগ। পুলিশের কার্য্য বিবরণী। (২০৯-২১২)

মোলাকাৎ ঃ—সমাজ-তত্ত্বে কথা ও কাজ। (১১৩-২১৯)

পত্রিকা-জগৎ ২২০

সমালোচনা ২২৩

গ্রন্থপঞ্জী ২২৬

প্রবন্ধাবলী ঃ

ল্যাপল্যাণ্ডের সমাজ-কথা

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান

(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং
রমানাথ, কলিকাতা।
১৯৩৮ সন।
মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ সরলভাবে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া দেখা উচিত।
সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৬৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৹

প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Italian Economy and Culture

By

Dr. M. Moulik, D.Sc. Pol. (Rome)

Price Rs. 3/- only

Modern Review: Dr. Moulik hands his material with ease and assurance and deserves the gratitude of all who want to understand modern Italy.

Indian Journal of Political Science: It convicts us of our ignorance concerning Italian culture and makes us wish that Italian writers were better known in India. It provokes us into thinking about Italy's future in the world of to-morrow.

Science and Culture: The author is already well-known by his various journalistic contributions on matters relating to contemporary Europe, and this volume will enhance his reputation.

CONFLICTING TENDENCIES IN INDIAN ECONOMIC THOUGHT

By SHIB CHANDRA DUTT, M.A., B.L.

Price Rupees Five.

The Hindu (Madras): "Taking Mahatma Gandhi as the typical Indian economist and Prof. Benoy Kumar Sarkar as the representative exponent of modern industrialism in India advocating modern methods of economic development as a whole-hogger, Mr. Dutt proceeds to examine the various economic problems of the country in the light of the two fundamentally conflicting ideals. * * * It is a valuable contribution to the study of economic thought."

Weltwirtschaftliches Archiv (Jena): "We understand from Dutt that Indian economics is less the science of the distribution of wealth than the science of the combating of poverty."

Prof. P. T. Homan (Cornell, U.S.A.), Author of *Modern Economic Thought*: "I was especially glad to see an extended treatment of Sarkar's writings. I was of course aware of the tendencies you analyze but had never before run on to any clear statement and contrast of them."

Prof. Henri See (Paris): "It is a very interesting volume. I have experienced great pleasure in reading it and derived much profit also. I am reviewing it in the *Revue Historique*."

Nankai Social and Economic Quarterly, Tientsin (China): "Affords highly illuminating comparative lessons for students of oriental economics, particularly in China, where the need for industrialization has lately become a common and universal cry."

Economic Journal (London): "Mr. Dutt has provided his readers with a very useful bibliography of the increasing number of books and journals dealing with economic questions which are being published by Indian writers since the close of the nineteenth century. Though Mr. Dutt is obviously in sympathy with the modernist views of Professor Sarker he has, so far as we can judge, furnished a fair presentation of the doctrines enunciated by Mahatma Gandhi."

By Narendra Nath Roy

1. **HOW TO DETECT COUNTERFEIT COINS & FORGED NOTES** Price Two Annas

টাকার কথা—মূল্য ১৲ 3. ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—মূল্য ৷৵০

By Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A.,

Presidency Girls' College Calcutta, Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

1. **THE MESSAGES OF DANTE.** Annas Four
2. **HERDER'S DOCTRINE OF THE NATIONAL SOUL.** Annas Four
3. সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল্য ।৹
4. **SARKARISM**

The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and His Conquests.
Annas Eight.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—পাট ও শণে প্রস্তুত দ্রব্য। জলপ্লাবনে মেদিনীপুরের অবস্থা। ইণ্ডিয়ান ক্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ। (২৩১-২৩৩)

আর্থিক ভারত ঃ—কাপড়ের কলের কার্যকাল বৃদ্ধি। ভারতীয় বন্দর—বোম্বে। মাদ্রাজের। টেলিচেরি। নাহী। (২৩৪-২৩৭)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—চীনদেশের শিল্পজাত দ্রব্য। ফ্রান্সে রুগ্ন অসমর্থ মজুর। চেকোশ্লোভাকিয়ার রুগ্ন অসমর্থ মজুর। চীন হইতে ধাতু রপ্তানি। (২৩৮-২৪০)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—নোয়াখালীর কড়বহা সম্বন্ধে করাচিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর বর্ণনা। যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা ব্যবস্থা। বাংলার জনস্বাস্থ্য : রোগ নিবারণ। জন্ম-মৃত্যু। ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা। প্রসূতি-কল্যাণ। (২৪১-২৪৪)

মোলাকাৎ ঃ—সমাজ-বিজ্ঞানে প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলতা। (২৪৪-২৪৯)

পত্রিকা-জগৎ ২৫০

সমালোচনা ২৫৩

গ্রন্থপঞ্জী ২৫৬

প্রবন্ধাবলী ঃ

(১) বঙ্গদেশে বারিপাত, মৃত্যুহার ও পাটের দরের তারতম্যের তরঙ্গ-গতি
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস্ সি, বি এল্

(২) ভারতের দ্বৈধ কারবার
শ্রীকালাচাঁদ চক্রবর্তী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কর্তৃক ভূমিকা লিখিত
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান
(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং
ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩৩৮ সন।
মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া রাখা উচিত।
সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৷০

প্রকাশক—চক্রবর্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Italian Economy and Culture

By

Dr. M. Moulik, D.Sc. Pol. (Rome)

Price Re. 3/- only

Modern Review: Dr. Moulik hands his material with ease and assurance and deserves the gratitude of all who want to understand modern Italy.

Indian Journal of Political Science: It convicts us of our ignorance concerning Italian culture and makes us wish that Italian writers were better known in India. It provokes us into thinking about Italy's future in the world of to-morrow.

Science and Culture: The author is already well-known by his various journalistic contributions on matters relating to contemporary Europe, and this volume will enhance his reputation.

CONFLICTING TENDENCIES IN INDIAN ECONOMIC THOUGHT

By SHIB CHANDRA DUTT, M.A., B.L.

Price Rupees Five.

The Hindu (Madras): "Taking Mahatma Gandhi as the typical Indian economist and Prof. Benoy Kumar Sarkar as the representative exponent of modern industrialism in India advocating modern methods of economic development as a whole-bogger, Mr. Dutt proceeds to examine the various economic problems of the country in the light of the two fundamentally conflicting ideals. * * * It is a valuable contribution to the study of economic thought."

Weltwirtschaftliches Archiv (Jena): "We understand from Dutt that Indian economics is less the science of the distribution of wealth than the science of the combating of poverty."

Prof. P. T. Homan (Cornell, U.S.A.), Author of *Modern Economic Thought*: "I was especially glad to see an extended treatment of Sarkar's writings. I was of course aware of the tendencies you analyze but had never before run on to any clear statement and contrast of them."

Prof. Henri See (Paris): "It is a very interesting volume. I have experienced great pleasure in reading it and derived much profit also. I am reviewing it in the *Revue Historique*."

Nankai Social and Economic Quarterly, Tientsin (China): "Affords highly illuminating comparative lessons for students of oriental economics, particularly in China, where the need for industrialization has lately become a common and universal cry."

Economic Journal (London): "Mr. Dutt has provided his readers with a very useful bibliography of the increasing number of books and journals dealing with economic questions which are being published by Indian writers since the close of the nineteenth century. Though Mr. Dutt is obviously in sympathy with the modernist views of Professor Sarker he has, so far as we can judge, furnished a fair presentation of the doctrines enunciated by Mahatma Gandhi."

By Narendra Nath Roy

1. **HOW TO DETECT COUNTERFEIT COINS & FORGED NOTES** Price Two Annas

টাকার কথা—মূল্য ১৲ 3. ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—মূল্য ৶৹

By Professor Subodh Krishna Ghoshal, M.A.,

Presidency Girls' College Calcutta, Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

1. **THE MESSAGES OF DANTE.** Annas Four
2. **HERDER'S DOCTRINE OF THE NATIONAL SOUL.** Annas Four
3. সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল্য ।৹
4. **SARKARISM**

The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and His Conquests.
Annas Eight.

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—মেদিনীপুরে পল্লী-উন্নয়ন : রাস্তাঘাট। জল-সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা। শিক্ষা। কৃষিকার্য্য। গোল আলুর চাষে বাংলা ও ভারত। (২৬৩-২৬৭)

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতের লোকসংখ্যা। বৃটিশ ভারত ও করদ রাজ্যসমূহের জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের সংখ্যা। ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা। ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা। (২৬৮-২৭০)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—দুনিয়ার পেট্রল। দুনিয়ায় পাটের চাহিদা। ব্রাজিলে পাটের ব্যবসা। আর্জ্জেন্টিনায় পাটের অবস্থা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাটকর। পাটের শ্রেণী-বিভাগ। মার্কিণ দেশের আমদানি ও রপ্তানির বহর। রপ্তানির আধিক্য। মার্কিণ দেশের বাণিজ্যিক লোকসান। যুদ্ধে বিনষ্ট বাণিজ্য-জাহাজ। ফ্রান্সের পতনের পর ব্রাজিলের বিদেশী বাজার। (২৭১-২৭৫)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—মুসলিম সাহিত্য পরিষদে বিনয় সরকারের বক্তৃনিষ্ঠা। নারীর অভিযোগ। ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘ। (২৭৬-২৭৯)

মোলাকাৎ ২৮০

পত্রিকা-জগৎ ২৮৩

সমালোচনা ২৮৫

গ্রন্থপঞ্জী ২৮৬

প্রবন্ধ ঃ

বঙ্গদেশে বারিপাত, মৃত্যুহার ও পাটের দরের তারতম্যে তরঙ্গগতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস সি, বি এল ২৮৭

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক লিখিত

অভিজ্ঞান
(নভেল)

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং
রমারোড, কলিকাতা।
১৯৩৮ সন।
মূল্য ৸০ আনা।

দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যদি পাঠ করিতে চান "অভিজ্ঞান" পড়ুন। ইহাতে অপরাধতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা অতি সহজ গল্পচ্ছলে দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী মনীষীদের প্রগতি দর্শন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক
শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ প্রণীত

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়িয়া দেখা উচিত।
সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০

প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্বরহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৪ বৎসরকাল সুপরিচালিত বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্বরহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ সুবিধাজনক বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা	প্রায় ৩ কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৩ ,, ৫৭ ,, ,, ,,
মোট সম্পত্তি	৪ ,, ৫ ,, ,, ,,
দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)	২ ,, ২৫ ,, ,, ,,

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র যেমন নিরাপদ তেমন লাভজনক

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

NEW ECONOMIC AND SOCIOLOGICAL WORKS

1. Labour Legislation in British India (Pankaj Mukherjee) Rs. 3/-
2. Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought (Shib Dutt) Rs. 5/-
3. La Politica Finanziaria Britannica in India (Dr. Moni Moulik) Rs. 5/-
4. The Economics and Law of Central Banking (Prof. Sachin Dutt). Ans. -/8/-
5. The Messages of Dante (Prof. Subodh Ghoshal). Ans. -/4/-
6. The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar, Edited by Prof. Baneswar Dass with the collaboration of Fourteen Scholars and with a Foreword by Dr. Narendra Nath Law. Rs. 12/-

Economic Dialectics (Nagen Chaudhury). Rs. 2/.
Italian Economy and Culture (Dr. Moni Moulik). Rs. 3/-
Principles of Civics, Part I. (Prof. Sachin Dutt). Re. 1-4-0
Herder's Doctrine of National Soul (Ghoshal) Ans. -/4/-

CHUCKERVERTTY CHATTERJEE & Co. Ltd.
15, College Square, Calcutta.

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—সুতা, কাপড় ও কাগজের দুর্মূল্যতা। কেরোসিন তৈল বিভ্রাট। গ্রামে ফিরিয়া যাও। চাউলের দর-নিয়ন্ত্রণ। খাসিয়া ও জৈন্তিয়ায় নূতন রাজস্বের হার। (২৯৫-২৯৭)

আর্থিক ভারত ঃ—কাগজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। ব্রহ্মে চাউল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা। বিহার জেলে বন্দীদের শিক্ষা। ভারতের আমদানি। কারখানা-নির্মাণ সম্পর্কে নির্দেশাবলী। লৌহ ও ইস্পাত। ত্রিবাঙ্কুরের বাণিজ্য। কাথিওয়াড় ষ্টেটের বৈদেশী বাণিজ্য। ফ্রান্সিসের বাণিজ্য। (২৯৮-৩০১)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বুলগেরিয়ায় শিশু-মঙ্গল সমিতি। শিশুদের জন্য কি কি বিষয়ে খরচা করা হয়? বুলগেরিয়ায় গৃহস্থের সেবায় দানের পরিমাণ। বার্ম্মা রোডে ম্যালেরিয়া নাশ। (৩০২-৩০৩)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বঙ্গীয় অর্থনৈতিক তদন্ত-বোর্ডের কার্য্যবিবরণী। এন্টিস্-বিরোধী শক্তি-সঙ্ঘ। হুগলী জেলায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যাবলী। (৩০৪-৩০৬)

মোলাকাৎ ৩০৭

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ

(১) জাতীয়তাবাদের জনক জার্ম্মাণ মনীষী ফিখ্‌টে
শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস, এম এ

(২) শক্তি-ব্যবস্থায় প্রোবেশন-রীতি
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল্ ৩১৭

(৩) দুনিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ ও বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সুধীবর্গের লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ

১। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র (বিনয় সরকার):—প্রথম ভাগ ২।০, দ্বিতীয় ভাগ ৫৲। ২। ধনদৌলতের রূপান্তর (বিনয় সরকার) ১।০। ৩। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (বিনয় সরকার) ২।০। ৪। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি (বিনয় সরকার) ২৲। ৫। নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন (বিনয় সরকার):—প্রথম ভাগ ২।০, দ্বিতীয় ভাগ ২৲। ৬। বাড়্‌তির পথে বাঙ্গালী (বিনয় সরকার) ৩।০। ৭। দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক (ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ও জিতেন সেনগুপ্ত) ১৸০। ৮। টাকাকড়ি (রবি ঘোষ) ১।০। ৯। টাকার কথা (নরেন রায়) ১৲। ১০। ধনবিজ্ঞানে সাকুল্যেতি (শিব দত্ত) ২৲। ১১। বাংলায় ধনবিজ্ঞান (বিনয় সরকার ও অন্যান্য লেখকগণ) প্রথম ভাগ ৪।০, দ্বিতীয় ভাগ ৩৲। ১২। সমাজ-বিজ্ঞান (বিনয় সরকার ও অন্যান্য লেখকগণ) ৩৲। ১৩। মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা (নগেন চৌধুরী) ২৲। ১৪। ফরাসী মনীষীদের প্রগতি-দর্শন (প্রফুল্ল বিশ্বাস) ৷০।

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৪ বৎসরকাল সুপরিচালিত বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ সুবিধাজনক বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

—আর্থিক পরিচয়—

নূতন বীমা	প্রায় ৩ কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৫৭
মোট সম্পত্তি	৪
দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)	১ ১৫ ,, ,, ,,

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র যেমন নিরাপদ তেমন লাভজনক

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

NEW ECONOMIC AND SOCIOLOGICAL WORKS

1. Labour Legislation in British India (Pankaj Mukherjee) Rs. 3/-
2. Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought (Shib Dutt) Rs. 5/.
3. La Politica Finanziaria Britannica in India (Dr. Moni Moulik) Rs. 5/-
4. The Economics and Law of Central Banking (Prof. Sachin Dutt). Ans. -/8/-
5. The Messages of Dante (Prof. Subodh Ghoshal). Ans. -/4/-
6. The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar, Edited by Prof. Baneswar Dass with the collaboration of Fourteen Scholars and with a Foreword by Dr. Narendra Nath Law. Rs. 12/-
7. Economic Dialectics (Nagen Chaudhury). Rs. 2/.
8. Italian Economy and Culture (Dr. Moni Moulik). Rs. 3/-
9. Principles of Civics, Part I. (Prof. Sachin Dutt). Re. 1-4-0
10. Herder's Doctrine of National Soul (Ghoshal) Ans. -/4/-

CHUCKERVERTTY CHATTERJEE & Co. Ltd.
15, College Square, Calcutta.

সূচী

বাংলার সম্পদ্ঃ—বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি। কলিকাতায় চুরি ও চোরাই মাল। বাজার-দর বিভ্রাট। কলিকাতায় নলকূপ। (৩২৭-৩৩০)

আর্থিক ভারতঃ—কোচিন বন্দর। অন্নাভাবের প্রাদেশিক হিসাব। ডাক্তারী দ্রব্য তৈরীর উন্নতি। ভারতে লৌহ-উৎপাদন। মেশিনারি ও মিল ওয়ার্ক। ভারতে কেরোসিন আমদানি। মোটর গাড়ী আমদানি। মোটর, শব্দনি বাস্, ভ্যান প্রভৃতি আমদানি। (৩৩১-৩৩৫)

দুনিয়ার ধনদৌলতঃ—চীনের কো-অপারেটিভ মুভ্‌মেণ্ট। গ্রীসের মেটারনিটি মুভ্‌মেণ্ট। বিভিন্ন দেশের ধান চাষের বিবরণ। বিভিন্ন দেশে গম আমদানি ও রপ্তানি। (৩৩৬-৩৩৮)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘঃ—মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ। কলিকাতায় শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। পরিব্রাজক চিত্তরঞ্জন দাস। (৩৩৯-৩৪৪)

মোলাকাৎঃ—সমাজ-বিজ্ঞানে ভবিষ্যদ্বাণী

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলীঃ

(১) ভারতের বিদেশী ও স্বদেশী ঋণ
শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস, এম এ

(২) দুনিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ ও বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সুধীবর্গের লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ

১। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র (বিনয় সরকার):—প্রথম ভাগ ২।০, দ্বিতীয় ভাগ ৪৲। ২। ধনদৌলতের রূপান্তর (বিনয় সরকার) ১৷০। ৩। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (বিনয় সরকার) ২।০। ৪। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি (বিনয় সরকার) ২৲। ৫। নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন (বিনয় সরকার):—প্রথম ভাগ ২৷০, দ্বিতীয় ভাগ ২৲। ৬। বাড়্‌তির পথে বাঙালী (বিনয় সরকার) ৩।০। ৭। দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক (ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ও জিতেন সেনগুপ্ত) ১৸০। ৮। টাকাকড়ি (রবি ঘোষ) ১৷০। ৯। টাকার কথা (নরেন রায়) ১৲। ১০। ধনবিজ্ঞানে সাকুল্যেতি (শিব দত্ত) ২৲। ১১। বাংলার ধনবিজ্ঞান (বিনয় সরকার ও অন্যান্য লেখকগণ) প্রথম ভাগ ৪৷০, দ্বিতীয় ভাগ ৩৲। ১২। সমাজ-বিজ্ঞান (বিনয় সরকার ও অন্যান্য লেখকগণ) ৩৲। ১৩। মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা (নগেন চৌধুরী) ২৲। ১৪। ফরাসী মনীষীদের প্রগতি-দর্শন (প্রফুল্ল বিশ্বাস) ।০।

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্বরহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ও সংসরকার সুপরিচালিত বাঙালীর আপিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ সুবিধাজনক বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা	প্রায় ৩ কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৩ ৫৭
মোট সম্পত্তি	৪
দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)	১ ১৫ ,, ,, ,,

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র যেমন নিরাপদ তেমন লাভজনক

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

NEW ECONOMIC AND SOCIOLOGICAL WORKS

Labour Legislation in British India (Pankaj Mukherjee) Rs. 3

Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought (Shib Dutt) Rs. 5/-

La Politica Finanziaria Britannica in India (Dr. Moni Moulik) Rs. 5

The Economics and Law of Central Banking (Prof. Sachin Dutt). Ans. -/8/-

The Messages of Dante (Prof. Subodh Ghoshal). Ans. -/4/-

The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar, Edited by Prof. Banesvar Dass with the collaboration of Fourteen Scholars and with a Foreword by Dr. Narendra Nath Law Rs. 12/-

Economic Dialectics (Nagen Chaudhury). Rs. 2

Italian Economy and Culture (Dr. Moni Moulik). Rs. 3/-

Principles of Civics, Part I. (Prof. Sachin Dutt). Re. 1-4-0

Herder's Doctrine of National Soul (Ghoshal) Ans. -/4/-

CHUCKERVERTTY CHATTERJEE & Co. Ltd.

15, College Square, Calcutta.

সূচী

বাংলার সম্পদ্ঃ—যুদ্ধকালীন আর্থিক দায়। বাঙ্গলায় সরকার জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক। সহরের সঙ্কটময় অবস্থা। (৩৩১-৩৬১)

আর্থিক ভারতঃ—কারখানাদ্বারা বাধ্যতামূলক বীমা। ভারতে সামরিক বুট উৎপাদন। সবুজ চা। (৩৬২-৩৬৯)

দুনিয়ার ধনদৌলতঃ—অধিকৃত রাজ্যে জার্মাণীর মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং। মার্কিণ দেশে আবাদী উৎপন্নের মূল্যহার। আমেরিকায় মজুরদের আয়। শ্রমিকদের (কৃষি সম্পর্কিত নহে) মাথাপিছু আয়। চীনের জাতীয় রিলিফ কমিশন। চীনে পণ্যমূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি রোধের চেষ্টা। বুলগেরিয়ায় ভীষণ বন্যা। (৩৬৫-৩৬৯)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘঃ—কলিকাতায় গমের অভাব। কিং জর্জ রাজকীয় সামরিক স্কুলগুলির প্রসার। ভারতের জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প। বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি। লড়াইয়ের বিপদে বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। (৩৭০-৩৭৩)

মোলাকাৎঃ—বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন। (৩৭৪-৩৭৭)

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা ৩৮০

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধঃ

দুনিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ ও বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সুধীবর্গের লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ

১। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র (বিনয় সরকার)ঃ—প্রথম ভাগ ২।০, দ্বিতীয় ভাগ ৮৲। ২। ধনদৌলতের রূপান্তর (বিনয় সরকার) ১।০। ৩। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (বিনয় সরকার) ২।০। ৪। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি (বিনয় সরকার) ২৲। ৫। নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন (বিনয় সরকার) :—প্রথম ভাগ ২।০, দ্বিতীয় ভাগ ২৲। ৬। বাড়্তির পথে বাঙালী (বিনয় সরকার) ৩।০। ৭। দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক (ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ও জিতেন সেনগুপ্ত) ১৸০। ৮। টাকাকড়ি (রবি ঘোষ) ১।০। ৯। টাকার কথা (নরেন রায়) ১৲। ১০। ধনবিজ্ঞানে সাবুয়েহি (শিব দত্ত) ২৲। ১১। বাংলার ধনবিজ্ঞান (বিনয় সরকার ও অন্যান্য লেখকগণ) প্রথম ভাগ ৪।০, দ্বিতীয় ভাগ ৩৲। ১২। সমাজ-বিজ্ঞান (বিনয় সরকার ও অন্যান্য লেখকগণ) ৩৲। ১৩। মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা (নগেন চৌধুরী) ২৲। ১৪। ফরাসী মনীষীদের প্রগতি-দর্শন (প্রফুল্ল বিশ্বাস) ।০।

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

বৈশাখ—১৩৪৮

আর্থিক উন্নতি

১৬শ বর্ষ—১ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডাশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্ত স্বামি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

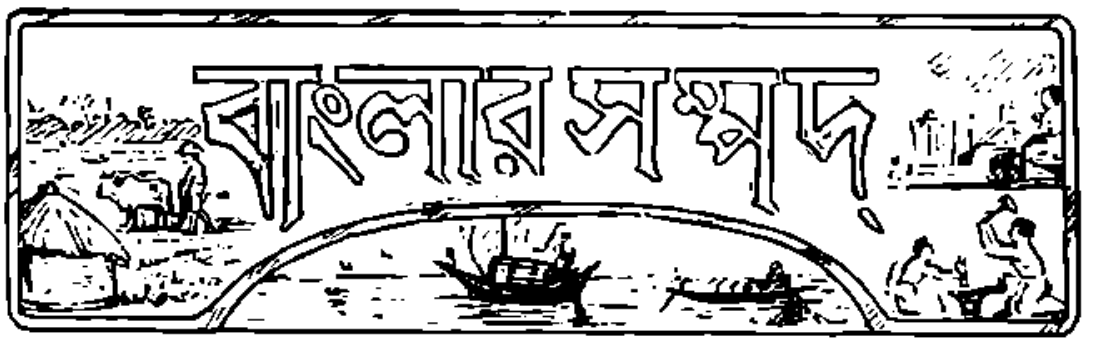

নলছিটী ন্যাশন্যাল অয়েল মিল

জনসাধারণ "তেলকল" বলিতে তিল ও সরিষার তৈল তৈয়ারীর কারখানাই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু তৈলকলের সাহায্যে আরও নানা রকমের তৈল এবং বিভিন্ন প্রকারের তৈলজাত মাল প্রস্তুত হয়, ইহা অনেকেরই হয়ত জানা নাই।

যেমন খনিতে তৈল থাকে, সকল জীবদেহে চর্ব্বি থাকে, সেইরূপ সকল উদ্ভিজ্জ বীজেই কম-বেশী তৈল থাকে। ইহা সৃষ্টির বিধান। যে বীজে বেশী মাত্রায় তৈল থাকে উহা হইতেই তৈল নিষ্কাষণ করা যায়। এই-সকল তৈল প্রস্তুত করিবার কার্য্য নূতন নহে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশের গ্রাম্য গৃহস্থেরা নানাবিধ আগাছা বীজের তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া মত প্রচার করিয়াছেন, এইসকল তৈল ব্যাবহারিক জীবনে অনেক রকমের কাজে লাগান যায়।

মহাভারতের জতুগৃহের কথা কে না জানে? সেই জতুর ঘর "তৈলক" এক প্রকার দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। জতুগৃহ প্রস্তুত করিতে তৈলমণ্ড প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উহারই নাম ছিল "তৈলকত্ত্ব"। এইসব তৈলক্ত দ্রব্য বা মণ্ড ছাঁচে ফেলিয়া নানা রকমের জিনিস-পত্র তৈয়ারী করা চলে। সেলুলয়েড, গাটাপার্চা প্রভৃতি এই জতুরই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে এইরূপ উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে অনাদৃত অনেক তৈল-বীজেরও একটা প্রয়োজন ও বাজার-দর হইবে।

নলছিটী অয়েল মিল এইরূপ নানাপ্রকার তৈল অর্থাৎ গ্রীজ এবং তৈলজ দ্রব্য অয়েল ক্লথ প্রভৃতি প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

আমরা আশা করি দি বরিশাল ন্যাশন্যাল অয়েল মিল কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টা, কর্ম্মদক্ষতা এবং উৎসাহে কোম্পানী ক্রমোন্নতি লাভ করিবে।

(কাশীপুরনিবাসী)

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

বরিশাল জেলার সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাইট সিলেক্‌শন হইয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত ৭টী ওয়ন্টেনিং স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন স্থলে এখনও ঘর প্রস্তুত হয় নাই। আসবাবপত্র সরবরাহ এবং উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব দৃষ্ট হইতেছে। অভাব অনটনের দিনে স্থানীয় লোকে ঘর ও আসবাবপত্র দিতে অক্ষম।

এই জেলার প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া বোর্ড প্রাইমারী স্কুল ছিল। উক্ত প্রাইমারী স্কুলের ঘরগুলি ও শিক্ষকগণ বর্ত্তমানে শিক্ষা বোর্ডের অধীন আছে। এই বোর্ড প্রাইমারী স্কুলগুলি যোগ্য শিক্ষক ও উপযুক্তসংখ্যক ছাত্রদ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

(কাশীপুরনিবাসী)

বঙ্গদেশের নদী-সমস্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরকালে পূর্ত্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয় জানাইয়াছেন যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের নদী-সম্পর্কিত গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য একটী কমিটী গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এজন্য এককালীন ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ও বার্ষিক ৯৮ হাজার টাকা ব্যয় ধার্য্য করা হইয়াছে। কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক বঙ্গভূমির অধিবাসিগণের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ঘোষণার গুরুত্ব খুব বেশী বলিয়াই আমরা মনে করি। দীর্ঘকাল যাবৎ নানাবিধ নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কারণে বঙ্গদেশের ছোটবড় নদীসমূহের অধিকাংশই হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে এই প্রদেশের স্বাভাবিক সেচ-ব্যবস্থারই যে কেবল বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে তাহা নহে, প্রদেশের জনস্বাস্থ্যের অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় হাজা-মজা নদীসমূহের সংস্কার সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রদেশের উপরোক্ত বিবিধ শোচনীয় অবস্থার প্রতীকার যে মোটেই সম্ভবপর হইতে পারে না, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, বিলম্ব হইলেও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট যে প্রদেশের হাজা-মজা নদীসমূহের সংস্কারসাধন-সমস্যাকে দেশের প্রকৃত সমস্যারূপে গ্রহণ করিয়া উহার প্রতীকারোপায় অনুসন্ধানে যত্নবান হইয়াছেন, ইহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

নদীসমূহ দেশের আভ্যন্তরীণ পয়ঃপ্রণালীস্বরূপ। ইহার উপরই দেশের জনস্বাস্থ্যের উৎকর্ষাপকর্ষ একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে। তদুপরি এই প্রদেশের কৃষিকার্য্যও স্বাভাবিক সেচ-ব্যবস্থার উপরই সমধিক নির্ভরশীল। সুতরাং এই প্রদেশের ছোটবড় নদীসমূহের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণ ও হাজা-মজা নদীসমূহের সংস্কারবিধানের প্রয়োজন কত অধিক, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশের নদী-সম্পর্কিত সমস্যাকে সাধারণতঃ দুই অংশে ভাগ করা চলে, যথা—(১) ছোটবড় নদীসমূহের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণ ও হাজা-মজা নদীসমূহের সংস্কারসাধন, এবং (২) বড় বড় নদীসমূহের গতি ও স্রোত নিয়ন্ত্রণ। এই প্রসঙ্গে ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণ যেসকল সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। উত্তরবঙ্গের প্লাবনের করুণ কাহিনী আজও দেশবাসীর স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। তখন হইতেই নদীসমূহের প্লাবন-নিয়ন্ত্রণের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং ডক্টর মেঘনাদ সাহা নদীর প্লাবন-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে নদী-সম্পর্কিত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করা

হয়; কিন্তু তখন গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, কিম্বা আকৃষ্ট হইয়া থাকিলেও, যে কারণেই হউক, গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। অধ্যাপক রাধা-কমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কয়েকটী প্রবন্ধে বঙ্গদেশের নদী-সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা করেন। অধ্যাপক রাধা-কমল মুখোপাধ্যায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েট রুশিয়ার নদী-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট রুশিয়ায় ভ্রমণকালে নদী-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। অথচ এদেশের গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ যাহা সাধারণভাবে অন্যান্যের ও বিশেষভাবে কৃষির এবং সংখ্যাহিসাবে তিন কোটি লোকের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে, তাহার সম্মুখীন হইয়াও নদনদীর স্বাভাবিক দুর্গতি ও পুনরুন্নতির আশা পোষণ করিয়া, অলস ও উদাসীনভাবে এই ভাগ্যবিপর্য্যয়কে মানিয়া লইতেছেন।"

বঙ্গদেশে নদীর সহিত কৃষির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। নদী যেখানে প্রবহমান, সেখানে ভূমি উর্ব্বর, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, কৃষকের অবস্থা সচ্ছল এবং বাণিজ্য ক্রমপ্রসারশীল; আর নদী যেখানে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে কিম্বা বিলুপ্ত, সেখানে ভূমি অনুর্ব্বর, জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর, কৃষকের আর্থিক দুর্গতির সীমা নাই, এবং বাণিজ্য সঙ্কোচনশীল। এইদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, বঙ্গদেশের দুই-তৃতীয়াংশই আজ দুর্গত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নদীসমূহ হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে, কিম্বা হাজিয়া মজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, অথচ কৃত্রিম উপায়ে সেচের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, নদীসমূহের অধি-কাংশই হাজিয়া মজিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কেবল কৃষিরই অবনতি ঘটিতেছে তাহা নহে, আবহাওয়ার অবস্থা দূষিত হইয়া পড়ায় নানারোগেরও প্রাবল্য ঘটিয়া দেশবাসীর জীবনীশক্তি ও জনসংখ্যা হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার নদী-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান সম্ভবপর হইতেছে না, তেমনি উহার অভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নততর অবস্থা অর্থাৎ বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে হইলে, বঙ্গের লক্ষ লক্ষ কৃষকপরিবার ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র-শ্রেণীকে রক্ষা করিতে হইলে, এবং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন দ্বারা দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিতে হইলে, গভর্ণমেণ্টকে যে সর্ব্বাগ্রে নদীসম্পর্কিত সমস্যারই সমুখীন হইতে হইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

(ঢাকা প্রকাশ)

পদ্মার মৎস্যজীবী

গত ভাদ্র মাসে (১৩৪৭ সন) ঢাকা সদর মহকুমা, বিক্রমপুর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ২৬টী বিভিন্ন গ্রামের মৎস্যজীবীদের শতাধিক প্রতিনিধি মালিকান্দা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নিকট উপস্থিত হন, এবং পদ্মানদীর পারে হাজার মৎস্যজীবিগণ যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করেন ও জুলুম সহ্য করেন, তাহা বিবৃতি করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, একটী স্থায়ী "পদ্মা মৎস্যজীবী সমিতি" গঠন করা হইবে, এবং ঐ সমিতির মারফৎ মৎস্যজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আইনসঙ্গতভাবে সমস্ত অসুবিধা ও অভিযোগ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সেই সময়ই একটী অস্থায়ী সমিতি গঠন করা হয়। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করার জন্য অস্থায়ী সমিতি গত ৭ই পৌষ (১৩৪৭ সন) মালিকান্দা আশ্রমে পদ্মা মৎস্যজীবী সম্মেলনের আয়োজন করেন। বিক্রম-পুরের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত ভাগবৎ তালুকদার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে (১) স্থায়ী 'পদ্মা মৎস্যজীবী-সমিতি' গঠন করিয়া তাহা গভর্ণমেণ্টের ট্রেড্ ইউনিয়ন আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করার সিদ্ধান্ত, (২) সমিতির নিয়মাবলী এবং (৩) পদ্মানদীর মৎস্যজীবীদের কয়েকটী প্রধান অভিযোগ বিবৃত করিয়া ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পাঠাইবার জন্য একটী "স্মারকলিপি" গৃহীত হয় ও

আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় :—সভাপতি—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর মেম্বার। সহঃ সভাপতি—ডাঃ সুরেশচন্দ্র বানার্জ্জী, এম এল এ, ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় (প্রধান শিক্ষক মালিকান্দা জাতীয় বিদ্যালয়)। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, মালিকান্দা, মেঘুলা (ঢাকা)। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দাস। সদস্য—ডাগবং তালুকদার, সভাপতি, মুন্সীগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটী। সতীশচন্দ্র ঘোষ। অমূল্যপ্রসাদ চন্দ—সম্পাদক, কংগ্রেস আডিয়ল বিল কমিটী। ফেলুরাম দাস, বতিলাল দাস, যোগেন্দ্র চন্দ্র রাজবংশী, যদুনাথ রাজবংশী, অনুকূলাল দাস, শশীমোহন রাজবংশী, রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস, রাসবিহারী রাজবংশী, দেবেন্দ্রনাথ রাজবংশী, রাজেন্দ্রচন্দ্র হালদার, গোপালচন্দ্র দাস, অধরচন্দ্র মালো।

কার্য্যকরী সমিতির দশটি সভ্যপদ শূন্য রাখা হইয়াছে; গোয়ালন্দ, চাঁদপুর এবং ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য জেলার যে সমস্ত মৎস্যজীবী পদ্মায় মাছ মারে ক্রমে তাহাদের প্রতিনিধি লইয়া তাহা পূরণ করা হইবে। যেসকল মৎস্যজীবী প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছুক, তাহারা নিয়মাবলীর জন্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের নিকট পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাইবেন।

পদ্মার মৎস্যজীবীদের অভাব অভিযোগ

গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ নাইল দীর্ঘ এবং গড়ে ৪ মাইল প্রস্থ আনুমানিক ৪০০ বর্গ মাইল বিস্তীর্ণ পদ্মানদীর জলা নিম্নলিখিত ৮টি জলকরে বিভক্ত :—(১) গোয়ালন্দ হইতে বাগুটা, (২) বাগুটা (কাজলপুর) হইতে কর্ণসোনা—ভগবানচর, (৩) ভগবানচর হইতে রাজখাড়া ঘুঘুধর খাল, (৪) রাজখাড়া হইতে বাঘড়া সাঁতারচালা, (৫) বাঘড়া হইতে পাইকাড়া-লৌহজঙ্গ (৬) পাইকাড়া হইতে হাসাইল (কালাপানি নামে পরিচিত), (৭) হাসাইল হইতে চরবাইনাল এবং (৮) পলেশ্বরী-মেঘনা-পদ্মা। এই ৮টি জলকর হইতে রাজসাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল ও ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার ৪০ হাজার মৎস্যজীবী তাহাদের জীবিকা সংগ্রহ করে। এই ৮টি জলকরের মধ্যে তিনটির মালিক গবর্ণমেণ্ট, একটি ৬০ বৎসরের জন্য জনৈক স্থানীয় তালুকদারের নিকট পত্তন দেওয়া হইয়াছে এবং অপর দুইটি ও বাকীগুলি তাহাদের মালিক কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নীলামে এক বা একাধিক ব্যক্তি বা সমবায়-সমিতির নিকট অস্থায়িভাবে ইজারা দেওয়া হয়।

খাজনা—(ক) জিরাতি খাজনা :—ইহা অনেকটা জমির মোতের খাজনার মত পুরুষানুক্রমে চলে এবং স্থায়ী হইবার কথা। মাছ মারিলেও ইহা দিতে হয়, না মারিলেও দিতে হয়। ৮টি জলার মধ্যে অন্ততঃ ২টি জলায় জিরাতী খাজনার প্রচলন আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। দুইটি জলায়ই জিরাতীর হার এক নয়। আবার একই জলায় বিভিন্ন মৎস্যজীবীর নিকট বিভিন্ন হারে জিরাতী নেওয়া হয়। জনপ্রতি বার্ষিক ছয় আনা ছয় পাই হইতে এক টাকা দুই আনা, এমন কি, তিন টাকা পর্য্যন্ত জিরাতী লওয়া হইয়াছে। (খ) ভাসান খাজনা :—এই খাজনা পুরুষানুক্রমে দিতে হয় না। ইহা অস্থায়ী। মৎস্যজীবিগণ বিভিন্ন জলায় মাছ ধরিতে গেলে ঐ সমস্ত জলায় ইজারাদারগণ যাহার নিকট হইতে যাহা সম্ভব তাহাই আদায় করে। এক বৎসর যে মৎস্যজীবী ভাসান খাজানা ২৲ টাকা দিবে, পর বৎসরও সেই জলাতেই যে সেই ব্যক্তির নিকট ২৲ টাকাই লওয়া হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সম্ভবতঃ তাহার নিকট বেশীই দাবী করা হইবে, এবং তাহা দিতে অস্বীকার করিলে জলায় মাছ মারা নিষিদ্ধ হইবে। ভাসান খাজানার সম্বন্ধেও জিরাতীর ন্যায়ই এই কথা বলা চলে যে, বিভিন্ন জলায় বিভিন্ন হারে ইজারাদারের খেয়ালমত ভাসান খাজানা নেওয়া হয়। তিনটি জলায় পূর্ব্বে যেখানে গড়ে সাংলা জালের (একটী নৌকা ও দুইটী লোক) বার্ষিক ভাসান খাজানা ছিল ৩।০, সেখানে সেই সাংলা জালে বর্ত্তমানে ভাসান খাজানা নেওয়া হয় ৮৶০ হিসাবে। প্রতি "ছান্দী"তে

১।১০ জন লোক থাকে। এই হিসাবেই ছান্দীর ভাসান খাজানা ধার্য্য হওয়ার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতে বেশীই নেওয়া হয়। গত বৎসর ছান্দী প্রতি বিভিন্ন জলায় বার্ষিক ৩০৲ হইতে ৪৫৲ টাকা পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে। সুতরাং সাংসার অনুপাতে মাথা গুণতি লোক হিসাবে ছান্দীর খাজনার হার বেশী; যাহাদের নিকট হইতে জিরাতী লওয়া হয় তাহারা ভাসান খাজানা দেয় না। কিন্তু মোট মৎস্যজীবী সংখ্যার অনুপাতে জিরাতীর সংখ্যা এত নগণ্য যে, ইহা বলা চলে যে, মৎস্যজীবিগণকে অস্থায়ী, অনির্দ্দিষ্ট এবং ইজারাদারদের খামখেয়ালীর উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হয়। একটি জলার ছান্দীর খাজানা ও সেই জলার জিরাতীর অনুপাতে বার্ষিক ৪।০ টাকা মাত্র। (গ) ভাগ—জিরাতী ও ভাসান খাজানা ব্যতীতও ইজারাদারগণ ইলিশ ব্যতীত অন্য মাছের জন্য বিভিন্ন জলায় ।৶০ হইতে ৷৵০ পর্য্যন্ত মৃত মাছের ভাগ আদায় করেন। (ঘ) তোলা—(১) একটি জলায় গত বৎসর হইতে তোলার প্রচলন করা হইয়াছে। এই তোলা যাহারা মাছ মারে তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় না—বেপারিদের নিকট হইতে লওয়া হয়। কিন্তু বেপারিগণ মৎস্যজীবীদের নিকট হইতে মাছ কিনিবার সময় তোলা কাটিয়া রাখিয়া দাম দেয়। ফলে মৎস্যজীবীদের একবার জিরাতী বা ভাসান খাজানা প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ার পরও পুনরায় মাছ প্রতি ৫ পয়সা হিসাবে পরোক্ষভাবে তোলা দিতে হইয়াছে। (২) এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়, যে ক্ষেত্রে ইজারাদার কর্ত্তৃক জিরাতী, ভাসান, ভাগ বা তোলা লওয়ার পরও জলার জমিদার মাছ লইয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, (১) মৎস্যজীবীদের জলার উপর কোনরূপ স্বত্ব নাই এবং (২) খাজানার কোন নির্দ্দিষ্ট হার বা নিয়ম নাই। কাহারও নিকট হইতে যৎসামান্য লওয়া হয়, কাহারও নিকট হইতে অধিক হারে লওয়া হয়, এবং এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে একেবারেই লওয়া হয় না।

খোঁটাগাড়ি—জালটানার সময় জলার তীরে মাটির উপর খোঁটা গাড়িতে হয়, অথবা দাঁড়াইয়া কাম করিতে হয়, কিম্বা বিশ্রামের সময় নৌকা খোঁটার সহিত বাঁধিতে হয়। ইহাকেই 'খোঁটাগাড়ি' বলে। কিছুকাল পূর্ব্বেও এই খোঁটাগাড়ির জন্য জলার সংলগ্ন ভূমির মালিক বা জোতদার কাহাকেও মৎস্যজীবীদের কিছু দিতে হইত না। কিন্তু অধুনা খোঁটাগাড়ির জন্য জুলুম আরম্ভ হইয়াছে, এবং ক্রমেই ইহা বৃদ্ধি পাইতেছে। সংশ্লিষ্ট জমির জোতদার বা জমিদার যাহার নিকট যাহা সম্ভব তাহাই আদায় করিয়া লইতেছে।

প্রতিকারের পন্থা—উপরে খাজানা ও খোঁটাগাড়ি সম্বন্ধে যে সমস্ত জুলুম ও অভিযোগের কথা বিশ্লেষণ হইয়াছে তাহা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন থাকিলে এই প্রকার জুলুম হইতে পারিত না। অতীতে গত তিন বৎসরে তিনবার আইন-সভার তিনজন বে-সরকারী সদস্য মৎস্যজীবীদের এইরূপ জুলুমের হাত হইতে রক্ষার জন্য তিনটি আইনের খসড়া পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মৎস্যজীবীদের সমস্যাটির প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব না দেওয়ায় এবং আইনের খসড়াগুলির বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী না হওয়ায় কিছুই ফল নাই।

এই সম্মেলন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে—তিনি যেন মৎস্যজীবীদের সমস্যার প্রতি মনোযোগী হইয়া অবিলম্বে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া বর্ত্তমান জুলুমের অবসান করেন। (১) জলার উপর মৎস্যজীবীদের অধিকার দেওয়া, (২) নির্দ্দিষ্ট খাজানার হার বাঁধিয়া দেওয়া, (৩) খাজানা ব্যতীত অন্য সমস্তপ্রকার আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং (৪) খোঁটাগাড়ি সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া দেওয়া আশু প্রয়োজন। এই সমস্যা শুধু পদ্মার ৫০,০০০ মৎস্যজীবীর সমস্যাই নয়, সম্ভবতঃ ইহা বাঙ্গলার সমস্ত অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের সমস্যা। আশা করা যাইতেছে, এই সম্মেলন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সহিত মৌখিক আলোচনা করিলে সমস্যাটি কত গুরুতর তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

(ঢাকা প্রকাশ)

নোয়াখালী কলেজ

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী নোয়াখালী টাউন হলে খান বাহাদুর মৌলভী আজিজুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে নোয়াখালী হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। নোয়াখালী সদর সব ডিভিশনে একটী সেকেণ্ড গ্রেড্ ইণ্টারমিডিয়েট আর্ট কলেজ স্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, আগামী জুলাই সেসনেই মাইজদীতে একটী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হউক। মাইজদীতে নোয়াখালীর হেড্ কোয়ার্টার স্থাপনের জন্য গভর্ণমেণ্ট যেসমস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা বর্ত্তমান সময় খালি পড়িয়া আছে। সভার মতে ঐ গৃহেই প্রস্তাবিত কলেজের স্থান সঙ্কুলান হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব দ্বারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও এম, এল, সি, খান বাহাদুর মৌলভী রেজাকুল হাসনার চৌধুরী সাহেবকে মাইজদীতে কলেজ স্থাপনের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত ঘর ইত্যাদি এবং কলেজ স্থাপনের অনুমতি গ্রহণের জন্য ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। উপরোক্ত কার্য্যে খান বাহাদুর সাহেবকে সাহায্য করার নিমিত্ত জেলার সমস্ত এম, এল, এ মহোদয়গণকে অনুরোধ করা হয়।

বীরভূমে অন্নসমস্যা

অনাবৃষ্টির জন্য এবার বীরভূম জেলার ½ অংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। রাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মিঃ বি, পি, সিংহ ও তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন, আই, সি, এস, মহোদয় উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। তাহার ফলে সরকার পরীক্ষামূলক রিলিফ কার্য্যের জন্য ২০০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। পুকুর, খাল, জলা ইত্যাদির পঙ্কোদ্ধারের জন্য আরও ৭৫০০০৲ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরও ২৫০০০৲ টাকা ঐ সকল জলসেচ উন্নতিকল্পে মঞ্জুর করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য জেলার কালেক্টরকে আরও ৫০০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আরও ২০০০৲ টাকা অনশন-ক্লিষ্ট বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কষ্ট-নিবারণার্থ দেওয়া হইয়াছে। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য আরও ২৫০০০৲ টাকা ও স্থানে স্থানে নলকূপ, ইন্দারা, পাতকুয়া প্রভৃতি খনন করিয়া স্থাপনের জন্য আরও ৫০০০০৲ টাকা সাহায্যস্বরূপে সরকার বাহাদুর মঞ্জুর করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ বৃষ-প্রদর্শনী

সরকারী পশুবিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দাউদপুর ইউনিয়নে একটি ষাঁড়-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীতে ২টি সরকারী ষাঁড় ও তাহাদের ১৫০টি সন্তানসন্ততি এবং ২১টি দেশী গাভী ও ৩টি দেশী ষাঁড় আনা হইয়াছিল। এ স্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ১৫ মাসের অধিকবয়স্ক সরকারী বৃষের বাছুরগুলি দেশী ষাঁড় অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে দেখা যায়।

বাঙ্গলার পশুপালন-বিভাগের বিশেষজ্ঞ মিঃ ক্রাক্ব গলিপ সমবেত লোকজনকে সম্বোধন করিয়া ভাল ষাঁড় ও হাঁস মোরগ পালন করিতে এবং পাটের পরিবর্ত্তে গো-মহিষাদির পাদ্য জন্মাইতে বলেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, যাহারা পশুপালন বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিবে, তাহাদিগকে ছোট ছোট মোরগ দেওয়া যাইবে। পশুপালন বিভাগের অফিসারও উক্ত বিষয়ের উপর জোর দিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীর সভাপতি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, স্লাড্লার আই, সি, এস, উৎকৃষ্ট পশুর মালিকদের মধ্যে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গলা-সরকারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং যুদ্ধ-পরিস্থিতি-সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

(পরবর্ত্তী)

তিথারী বিল

তিথারী (ডেগ্র্যাণ্ট) বিলের পাণ্ডুলিপির অর্থ নৈতিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কলিকাতার মেয়র মিঃ

এ আর সিদ্দিকী এবং ডাঃ আর আমেদ তাঁহাদের রিপোর্টে এই মর্ম্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে, কলিকাতার মধ্যে নিরাশ্রয়দিগকে একত্রিত করার নিমিত্ত একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং সেখান হইতে ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার পরে তাহাদিগকে নগরের উপকণ্ঠস্থিত প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় অনাথাশ্রমে এবং এই প্রকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই সম্পর্কে তাঁহারা আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অনাথ ও নিরাশ্রয়ের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত রেফিউজ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে প্রারম্ভে অনাথ গ্রহণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রিপোর্টে উক্ত হয় যে, গত লোকগণনা অনুসারে কলিকাতার ভিখারী ও নিরাশ্রয়গণের সংখ্যা প্রায় ৫০০০ বলিয়া নির্ণীত হয়। এই বিলটি আইনে পরিণত হইলে উহাদের শতকরা ২৫ জনকে সহর হইতে তাহাদিগের পূর্ব্ব বাসস্থানে সরাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাও হিসাব করা হইয়াছে যে, উহাদিগের মধ্যে কর্ম্মঠগণকে নগরীর শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে এবং বিভিন্ন কলকারখানা, ডক, রেল, কর্পোরেশন ও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের কার্য্যে অথবা গৃহস্থ বাটীতে চাকরের কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। উপরোক্ত ব্যবস্থার পরেও প্রায় ২৫০০ জন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবার প্রয়োজন হইবে; তন্মধ্যে প্রায় ২০০০ জনকে রেফিউজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনফার্ম্মারী, গোবরা কুষ্ঠ হাসপাতাল, মুক্তি ফৌজ, খাদিমুলইনসান ও অন্যান্য উপযোগী প্রতিষ্ঠানে রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বক্রী ৫০০ জনকে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় অনাথালয়ে রাখা যাইতে পারে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, এইসকল ব্যক্তি সাধারণত বৃদ্ধ অথবা বিকলাঙ্গ এবং সর্ব্বপ্রকার শারীরিক পরিশ্রমে অক্ষম হইবে।

নগরীর উপকণ্ঠে ৫০০ ভিখারীর বাসোপযোগী একটি অনাথালয় স্থাপনের আনুমানিক ব্যয় নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অনাথালয়ের জন্য পাঁচটি শেড এবং একটি অফিস বাটি নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। ইহার জন্য আনুমানিক ১,৩৫,০০০৲ খরচ হইতে পারে (জমি—৫০,০০০৲, গৃহাদি—৮০,০০০৲ এবং সরঞ্জাম—৫,০০০৲)। এই প্রতিষ্ঠানটিকে চালাইতে বাৎসরিক অনুমান ৭৭,৯৪০৲ (কর্ম্মচারীদের মাহিনা—১২,৯৪০৲ ও ঔষধাদি—৬৫,০০০৲) খরচ হইতে পারে।

তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গৃহাদি নির্ম্মাণের এবং বাৎসরিক খরচের অর্দ্ধেক সরকারের এবং অর্দ্ধেক কর্পোরেশনের বহন করা উচিত।

ইহাও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে রাখা হইবে, তাহাদিগকেও অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন; এই সাহায্যের পরিমাণ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বাবদ ১১,০০০৲ টাকার অধিক হইবে না। কারণ প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণের নিকট হইতেও সাহায্য সংগ্রহ করিবে; এই সম্পর্কে তাঁহারা এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই বাবদ সরকার এবং কলিকাতা কর্পোরেশন প্রত্যেককে ২৫,০০০৲ হিসাবে বাৎসরিক সাহায্য করিলে প্রাপ্ত মোট ৫০,০০০৲ টাকায় কার্য্য চলিতে পারে। বিলটিতে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় অনাথালয়ের অভিভাবক বোর্ড সম্পর্কে তাঁহারা বলেন যে, সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য সংগ্রহ করাও ঐ বোর্ডের অন্যতম কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত এবং অন্যান্য উৎসবে হিন্দু ও মুসলমানগণ ভিখারীদিগকে খাওয়াইয়া থাকেন; কিন্তু সহরে ভিখারী না থাকিলে এই জাতীয় সাহায্য হইতে বোর্ডের প্রকৃত আয় হইতে পারে। তাঁহারা আশা করেন যে, বিধিমত চেষ্টা করিলে এই বাবদ বাৎসরিক ২৫,০০০৲ আয় হইতে পারে।

আদমসুমারী

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই লোকগণনার কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই লোকগণনার কাজ প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে পারস্যে, মিশরে ও চীন রাজ্যে লোকগণনার ব্যবস্থা হইত। বাইবেল পাঠে জানা যায় যে, রাজা ডেভিড্ সৈন্যবল স্থির করার উদ্দেশ্যে ইস্রাইলদিগের মধ্যে

লোকগণনার প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও লোকগণনার ব্যবস্থা ছিল। ভারতেও ইংরেজগণই প্রথমে লোকগণনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন নাই। প্রাচীন ভারতে হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালেও লোকগণনার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বকালে নিয়মিতভাবে লোকগণনার কার্য্য সম্পন্ন হইত। এজন্য স্বতন্ত্র বিভাগ ও গণনাকারী নিযুক্ত হইত। তখন গণনার বিষয় ছিল, কে কোন্ বর্ণের, কাহার কি গোত্র, প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জীবিকার সংস্থান কি এবং কাহার আয় ও ব্যয় কত—ইত্যাদি। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনে লোকগণনার বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তখন ঐ দেশবাসী জনসাধারণের প্রতিরোধের ফলে লোকগণনার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই। ইহার কতক বৎসর পর ইংলণ্ডে লোকগণনার কার্য্য চলিতে থাকে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে লোকগণনার কাজ আরম্ভ হয়, এবং তদবধি প্রতি ১০ বৎসর পর পর ইহা চলিয়া আসিতেছে। ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আদম-সুমারীর কাজ আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বেও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে লোকগণনার কাজ সম্পন্ন হয়, তবে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্রভাবে তাহা করিয়াছিলেন।

নিম্নে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন জাতির লোকসংখ্যার বিবরণ প্রদত্ত হইল—

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে

হিন্দু	১,৭২,৪৮,৩০৪
মুসলমান	১,৬৬,৮১,৮৫৬
বৌদ্ধ	৮০,৫৭৮
খৃষ্টান	৬৩,৪৮৪
উপজাতীয়, জৈন, শিখ, ইহুদী, পার্শী, কনফিউসিয়াসের অনুবর্ত্তী ও অন্যান্য ধর্ম্মের	২,৮৪,৩০৬
মোট	৩,৪৩,৬৮,৪৫৮

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

হিন্দু	১,৭৬,৩৩,২৭৩
মুসলমান	১,৮১,২২,২৩৬
বৌদ্ধ	১,৫৪,১০৬
খৃষ্টান	৭২,১২৮
উপজাতীয়, জৈন, পার্শী, ইহুদী ইত্যাদি	২,৬৪,৬৩৩
মোট	৩,৬৩,১৮,০৭৬

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে

হিন্দু	
মুসলমান	
বৌদ্ধ	১,৮৮,৮২৯
খৃষ্টান	৮১,২১৫
উপজাতীয়	৩,৬৩,৮০২
জৈন	৪,৬৮৬
শিখ	৪১০
ইহুদী	১,৪১৪
পার্শী	১৭৮
কনফিউসিয়সের অনুবর্ত্তী	১৫
অন্যান্য	৩,৮৪২
মোট	৩,২০,২২,২৫৮

১৯০১ খৃষ্টাব্দে

হিন্দু	১,২৬,৩৮,৪৯২
মুসলমান	২,১৭,৪১,৩২৯
বৌদ্ধ	২,১০,৫০২
খৃষ্টান	১,০৬,৩১৬
উপজাতীয়	৪,৩২,৬৯৫
জৈন	৪,৮৫৯
শিখ	২৫৮
ইহুদী	১,৯১৩
পার্শী	৩৫৪
কনফিউসিয়সের অনুবর্ত্তী	৭৮
মোট	৪,২১,৪৪,০১২

১৯১১ খৃষ্টাব্দে

হিন্দু	
মুসলমান	
বৌদ্ধ	
খৃষ্টান	
উপজাতীয়	
জৈন	
শিখ	
ইহুদী	
পার্শী	
কন্‌ফিউসিয়াসের অনুবর্ত্তী	১,০৫৮
মোট	৪,৪৪,৮৩,০৭৭

১৯২১ খৃষ্টাব্দে

হিন্দু	২,০২,০৬,২০৮
মুসলমান	২,৫২,১০,৮০২
বৌদ্ধ	২,৭৫,৭৫৯
খৃষ্টান	১,৪২,১২২
উপজাতীয়	৮,৩৩,০৬২
জৈন	১৩,৩৬৯
শিখ	২,৩৮০
পার্শী	৭৭০
কন্‌ফিউসিয়াসের অনুবর্ত্তী	১,৪৪৩
মোট	৫,৬৬,২৫,৫৩৬

হিন্দু	
মুসলমান	
বৌদ্ধ	
খৃষ্টান	১,৮০,৩৮০
উপজাতীয়	৫,২৮,০৩৭
জৈন	১,১৬৭
শিখ	৭,৩২০
ইহুদী	১,৮৬৭
পার্শী	১,৪২০
কন্‌ফিউসিয়াসের অনুবর্ত্তী	১,৪৪৭
অন্যান্য	২০২
মোট	৭,০১,১৪,০০২

১৮৭২ খৃঃ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকগণনায় হিন্দুজাতির উপশাখা বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও উপজাতীয়-দিগকে যেমন পৃথক পৃথক ভাবে দেখান হইয়াছে, তদ্রূপ মুসলমানগণের মধ্যে সিয়া, সুন্নী, মোমিন, অহর প্রভৃতি পৃথক ও স্বতন্ত্র শাখা থাকা সত্ত্বেও উহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে না দেখাইয়া কেবল মাত্র মুসলমানরূপে দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও উপজাতীয়গণ প্রকৃত-প্রস্তাবে হিন্দুজাতিরই অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং সংশোধন করিলে বঙ্গদেশের হিন্দুর সংখ্যা নিম্নরূপ দাঁড়ায় :—

সাল	লোকসংখ্যা
১৮৭২	১,৭৩,৩৮,৮৮২
১৮৮১	১,৭৭,৮৮,৩৭৯
১৮৯১	১,৯০,৩৭,৮৭৭
১৯০১	২,০২,৯৩,৯০৬
১৯১১	২,১৩,৫৯,৯৫০
১৯২১	২,১৩,৩১,৪৭৮
১৯৩১	২,২৪,৩০,৯৬২

দিয়াশলাইয়ের মূল্যবৃদ্ধি

একখানি সরকারী প্রেস-নোটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পূর্ব্বের আদেশ বাতিল হইয়া গিয়া গত ১লা মার্চ্চ হইতে দিয়াশলাইয়ের মূল্য ৮০ কাঠীর বাক্স তিন পয়সা ও ৪০ কাঠীর বাক্স দুই পয়সা ধার্য্য হইল। এখন হইতে ৮০ কাঠী বাক্সের এক গ্রোসের মূল্য ৩৷৵০ আনা, এক ডজনের মূল্য ।০ আনা ও তিন বাক্সের মূল্য ৵০ আনা নির্দ্ধারিত হইল, এবং ৪০ কাঠী বাক্সের এক গ্রোস ৩৷৹ আনা, এক ডজন ।১৫ পয়সা ও তিন বাক্স ৵৫ পয়সায় পাওয়া যাইবে।

ভারতের নূতন অস্ত্রাগার

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে অতিশয় দ্রুতগতিতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইতেছে। এইগুলিকে মজুদ রাখিবার জন্য উপযুক্ত অস্ত্রাগার প্রয়োজন। এমন স্থানে অস্ত্রাগার নির্ম্মাণ করিতে হইবে যেন তাহা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং প্রয়োজনানুসারে সহজেই সেখান হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র প্রেরণ করা চলে। ভারতবর্ষের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষের কোনও এক গুপ্তস্থানে আমার এমনই একটি অস্ত্রাগার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, সেখানে অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করিবার ও পাহারা দিবার যে সকল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ।

ভারত সরকারের পূর্ব্বপ্রকাশিত পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষের কোনও এক গুপ্তস্থানে পার্ব্বত্য আবেষ্টনের মধ্যে এই বিরাট অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা ও অস্ত্রাগার তৈয়ারি হইতেছে। এক বৎসর পূর্ব্বেও এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে দালানকোঠা বা চাষবাস কিছু ছিল না, কিন্তু আজ এইখানে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও আধুনিকতম অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কারখানাটি এখনও একেবারে সম্পূর্ণ হয় নাই, তবে ইতিমধ্যেই তাহাতে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যে দিকেই যাই, কেবল দালানের ভিত্তি-খনন হইতেছে, রাস্তা তৈরি হইতেছে, কোথাও বা দালান অনেকটা গাঁথা হইয়া গিয়াছে। ২০ হাজার কুলি নাকি এই কাজের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে।

অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমাকে কারখানার মাঝামাঝি এক উঁচু জায়গায় লইয়া যাওয়া হইল। এখান হইতে সমস্ত কারখানাটার একটা চমৎকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড় এবং উপত্যকার যতটা পর্য্যন্ত এই অস্ত্র কারখানার সীমা বিস্তৃত, সমস্তটাই ১২ ফুট উঁচু রেলিং দিয়া ঘেরা হইয়াছে। কেহ যে বাহির হইতে চুপে চুপে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবে, তাহার জো নাই। দূরে দূরে পাহাড়ের উপর বহু পাহারার ঘাঁটিও দেখা গেল। ঐগুলি হইতে অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানাটির উপর দৃষ্টি রাখা চলে। অস্ত্রাগারগুলি পাহাড়ের গায়ে বেশ সুকৌশলে সন্নিবেশিত। গাছপালা বড় হইয়া উঠিলে এগুলিকে আকাশ হইতে একরূপ দেখাই যাইবে না। শুনিলাম, এই অস্ত্রাগারগুলি এমনভাবে তৈয়ারি যে বোমা পড়িলেও ইহাদের কোনও ক্ষতি হইতে পারিবে না। এগুলি হইতে অনেকটা দূরে অনেকগুলি ছোট ছোট দালান। এগুলিতে গোলাগুলি তৈয়ারী হইবে।

অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আগুন লাগিবার সঙ্কেত ধ্বনি হইল। কিন্তু শীঘ্রই থামিয়া গেল। শুনিলাম, কারখানায় এমকলের যে ব্যাপক ব্যবস্থা করা

হইয়াছে, আমাকে তাহার পরিচয় দিবার জন্যই সঙ্কেত-ধ্বনি করা হইয়াছে। দালানের ভিতরকার তাপ একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার উপরে গেলে আপনা হইতে সঙ্কেতধ্বনি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ হ্রাসের ব্যবস্থাও আছে।

অতঃপর আমি একটি অস্ত্রাগারের অভ্যন্তরে নীত হইলাম। ইস্পাতের মত একটা ধরতা পার হইয়া ভিতরে ঢুকিলাম। কংক্রিটের প্রস্তুত বিশাল কক্ষ; চতুর্দ্দিকের দেওয়াল ধবধবে শাদা,—উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। যেদিকেই তাকাই দেখি, ফিকা হলুদ রঙের এরোপ্লেনের বোমা থাকে থাকে সাজান রহিয়াছে। এই-গুলির অধিকাংশই নারাত্মক রকম শক্তিশালী। তদ্ভিন্ন বিভিন্ন অস্ত্রাগারগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র মজুদ আছে। প্রত্যেকটির মধ্যেই গাড়ী যাইবার জন্য রেল লাইন আছে এবং গাড়ী বোঝাই করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া প্রতিটিতেই লাইনের নিকট একটি করিয়া প্লাটফর্ম্ম আছে।

ভারতবর্ষের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা যে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে এইখানে আসিলে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

(প্রত্যক্ষদর্শী)

ভারতে প্রস্তুত রবারের জিনিষ ও শিরিষ কাগজ

সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় রবারে প্রস্তুত বিবিধ সামগ্রীর কতকগুলি ভারতবর্ষের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এইসকল কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের কারখানায় শিরিষ কাগজ প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের নমুনাও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

ভারতবর্ষে গোলাগুলির উৎপাদন-বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানাগুলিতে উৎপন্ন কামানের গোলা, বন্দুকের কার্ত্তুজ, ছোট বোমা, রাইফেল, বন্দুকের সঙ্গীণ, শ্বাস প্রশ্বাস সহজ করিবার গ্যাসের আধার প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চ্যাটফিল্ড্ কমিটি ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রগুলির গোলাগুলির পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ উৎপাদনের এক পরিকল্পনা প্রায় প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে। এই বৎসরের মাঝা-মাঝি কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সম্প্রতি লাহোরের প্রদর্শনীতে বিভিন্ন অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা হইতে প্রাপ্ত ২৮১ প্রকারের নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সামরিক বিভাগে ব্যবহৃত বহু জিনিষের ডুয়িং ও বিশেষ বিবরণ সহ কারখানাগুলির বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রদর্শনীর ফলে মোট ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার ১৭টী অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। * ৬০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিল।

মার্কিণ সাম্রাজ্য হইতে স্বর্ণ আমদানি-রপ্তানি

দেশের নাম	অক্টোবর		সেপ্টেম্বর		জানুয়ারী-অক্টোবর	
	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি
বেলজিয়াম				×	৯৭৭	
ফ্রান্স				×	×	
হাঙ্গারী				×	২৪১,৭৭৮	
ইতালি				×	১১,৮৭৩	
নেদারল্যাণ্ড				×	৪৩,৯৩৫	
নরওয়ে					৬৩,২৫৩	
পর্তুগাল					৩৩,৪০৫	
স্পেন					৩৫,৭৪৪	
সুইডেন					১৬১,৪৮৯	
সুইজারল্যাণ্ড					৯০,৩২০	
ইউনাইটেড্ কিংডম					৬৩২,০৬১	১৩
ইউ, এস্, এস্, আর					৩০,৮৫১	×
যুগোস্লোভিয়া					১৬,৩১০	×
ক্যানাডা					২,২৭৯,৩২০	১৬৮
মেক্সিকো	৫৪৪				২৮,৯২৫	×
সেণ্ট্রাল আমেরিকা	১,৩৬৫				৭,৯৪৬	×
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বার্মুডা	৭২				৫,৭৬১	×
আর্জেনটিনা	১৯,৯৮৩				৩৭,৮৪১	৪,৭৮১
বলিভিয়া	×				৫৫	৫

দেশের নাম	১৯৪০					
	অক্টোবর		সেপ্টেম্বর		জানুয়ারী-অক্টোবর	
	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি
ব্রেজিল	৪১৪				১০,৭০৮	
চিলি	৭				৮,৬৪৪	
কলাম্বিয়া	৭৪				২১,১৮৪	
ইকোয়েডার					২,৪৭০	
পেরু					৮,৪৯৭	
ভেনেজুয়েলা					৭,২০১	
অষ্ট্রেলিয়া					৭৪,৩৯২	
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া	×				৬০,৩৭৩	
নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিজ	৬২৫				২০,৫৮৩	
চায়না এবং হংকং	১১,৮১৫				২৫,৩৪৩	
জাপান	২,৬৭৩		১৩,২২৮		৮৬,২৯১	×
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	৬,৭০৪		৩,৭৬৪		৩২,০৭৮	৩
সাউথ আফ্রিকা	৬৮৬		৭,৮৭৪	×	১৭৬,৭৬৪	×
অন্যান্য দেশ	×	১	৭১৮	×	৮,২৩০	৭
মোট	৩২,৯৮১	১৭	৩৩৪,১১৩	১৩	৪,২৪২,১৭৬	৪,২৮৬

মার্কিণরাজ্যে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লোন কর্পোরেশন"

উট্টা নামক ষ্টেটে লোন সম্বন্ধে একটী আইন পাশ হইয়াছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লোন দিবার জন্য যেসব কর্পোরেশন হইবে তাহারা যদি উক্ত আইনটীর সাহায্য করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে উহাদের মজুত পুঁজি যেখান চাই নিম্নলিখিতভাবে—

৫০,০০০ ডলার (নিম্নপক্ষে) এবং ১০০,০০০ ডলার (নিম্নপক্ষে) নগরের কমবেশী অনুপাতে। ৫০% নগদ টাকায় জমা রাখা চাই এবং বক্রী টাকা মাসিক ১০% হিসাবে দিতে হইবে।

ভার্জিনিয়া

ভার্জিনিয়াতে আইন হইয়াছে যে, যে ব্যাঙ্ক অন্ততঃ পক্ষে ৫০,০০০ ডলার জমা দিতে পারিবে না তাহাকে ব্যাঙ্কের "চার্টার" দেওয়া হইবে না। যে সকল ব্যাঙ্কের চার্টার দেওয়া হইয়াছে তাহাদের অন্তর্গত লোকসংখ্যা যদি ২৫,০০০এর অধিক হয় তাহা হইলে ৫০,০০০ ডলার অপেক্ষাও অধিক জমা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিউইয়র্কের ব্যাঙ্ক

যদি কোন ব্যাঙ্ক ইনকরপোরেটেড হইতে চায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের ক্যাপিটাল ঠিক হওয়া চাই নিম্নপক্ষে—

২৫,০০০ ডলার যেখানে ২,০০০ গ্রামের অধিক নাই।

৫০,০০০ „ গ্রাম বা নগরের সংখ্যা ২০০০ হইতে ৩০,০০০ আছে।

„ ৩০,০০০ নগরের অধিক আছে।

আমেরিকার ফার্মের মাহিনার হার এবং তাহার ইণ্ডেক্স নম্বর

বৎসর	ফার্মের মাহিনার হার				ওয়েটেড্ এভারেজ রেট	ইণ্ডেক্স নম্বর
	প্রতি মাসে		প্রতি দিনে		(প্রতি মাসে)	(১৯১০-১৪ = ১০০)
	খাওয়া সমেত (ডলার)	বিনা খাওয়ায় (ডলার)	খাওয়া সমেত (ডলার)	বিনা খাওয়ায় (ডলার)	(ডলার)	(ডলার)
১৯৩৮	২৭·৭২	৩৫·৬৩	১·৩১	১·৫৮	৩০·৬১	১২৪
১৯৩৯	২৭·৪৭	৩৫·৮৫	১·৩০	১·৫৬	৩০·৬১	১২৪
১৯৩৯	২৪·৮৬	৩৪·৯২	১·২০	১·৫৩	২৯·০৩	১১৭
জানুয়ারী	২৭·০৮	৩৫·৪২	১·২৩	১·৩৫	৩০·০৩	১২১
এপ্রিল	২৮·১৮	৩৬·২৬	১·৩৬	১·৪৯	৩১·২৩	১২৬
জুলাই	২৮·২৮	৩৬·১৩	১·৩৫	১·৫১	৩১·১৩	১২৬
অক্টোবর						
১৯৪০						
জানুয়ারী	২৫·৩৩	৩৫·২৭	১·২২			৯৯
এপ্রিল	২৭·৪৫	৩৬·৪১	১·২৬			১২৪
জুলাই	২৯·০১	৩৭·১৮	১·২৭			১২৯
অক্টোবর	২৮·৭৭	৩৬·৮৯	১·৩৯			১২৯

ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে শিশল রপ্তানি

শক্ত দড়ির জন্য যে কাইবার ব্যবহার হয় তন্মধ্যে শিশলের নামই উল্লেখযোগ্য। সুমাত্রার পূর্ব্ব উপকূল হইতে এই বৎসরের প্রথম চারি মাসে ১১,৪৩৭,২৩১ কিলোগ্রাম শিশল রপ্তানি করা হইয়াছে। উক্ত সংখ্যা "টেক্সটাইল এ মেটিরিয়াল বুলেটিন" হইতে জানা যায়। তাহার মধ্যে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে গিয়াছে—৯,১৮৩, ৭৪৯ কিলোগ্রাম; ৮৯৪,১৪৬ কিলোগ্রাম ইতালীতে; ৬১৪,৫৪০ কিলোগ্রাম নরওয়েতে পাঠান হইয়াছে। ৪৪৭,২৪১ কিলোগ্রাম পাঠান হইয়াছে নরওয়েতে; ৩৫৬,৩৯৮ কিলোগ্রাম পাঠান হইয়াছে নেদারল্যাণ্ডে; ৯৮,০২৬ কিলোগ্রাম পাঠান হইয়াছে মিশরে; ১৩২,৩৬৯ কিলোগ্রাম ফ্রান্সে পাঠান হইয়াছে; ১১০,৭৯২ কিলোগ্রাম পাঠান হইয়াছে অন্যান্য দেশে।

জাভা এবং মাদুরা হইতে জানুয়ারী-মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৭,৫৯২,৯৫৫ কিলোগ্রাম রপ্তানি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩,৪৭০,৩১৭ কিলোগ্রাম ইউনাইটেড ষ্টেট্সে পাঠান হইয়াছে।

বাহামা হইতে ১৯৩৯ সনে মাত্র ১১৫টন রপ্তানি করা হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবিকাশ ও আধুনিক সমাজ

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে কলেজ হলে ইউনিয়নের তৃতীয় বার্ষিক সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে অধ্যাপক এন সি ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে এবং অধ্যাপক বিনয় সরকার 'আধুনিক সমাজ' সম্বন্ধে সম্মিলনে বক্তৃতা করেন।

ডাঃ ভূপেন দত্ত বলেন, মানুষের সমষ্টিগত ঐক্যের মূলে যেসকল কারণ রহিয়াছে তন্মধ্যে, অর্থনীতি ও সামাজিক চুক্তি অন্যতম। সামাজিক চুক্তির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রধান। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালের সামাজিক রীতি ও আচার ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়া আধুনিক আইনে পরিণত হইয়াছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রাচীন সমাজ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং সহজ অবস্থা হইতে ক্রমে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অর্ব্বাচীন যুগের পর সাম্যতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, ক্রমে তাহা বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে জাতীয়তার অভ্যুদয়। এখন তাহা এশিয়াতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বেদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। উপনিষদে তাহা এক-মেবাদ্বিতীয়ংএ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে দায়ভাগ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ভারতের অন্যান্য দেশে মিতাক্ষরা ও সমষ্টিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। সামাজিক শাসন ব্যবস্থা দ্বারা মানুষকে সংহত ও সুসম্বদ্ধ করিতে হইবে ইহাই জগতের আধুনিক দাবী। প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা শুনিতে পাই। বর্ত্তমান যুগে এক জাতির সহিত অপর জাতি ঘনিষ্ঠতর সংস্রবে আসিতেছে। তাহার ফলে বৈশিষ্ট্য লোপ পাইতেছে এবং মানবজাতির অগ্রগতি এক পথে প্রবাহিত হইতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তবে আমরাও মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারিব।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন—পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের সমাজ ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ তাহাই সমাজের আসল কথা। লোকে-লোকে লেন-দেন লইয়া সমাজ। কি পরিবার, কি ধর্ম্মব্যবস্থা, কি ভাষা, কি আর্থিক কারবার, কি আইন-কানুন, কি রাষ্ট্র,—সমাজের সব-কিছুই আন্তর্মানুষিক সম্বন্ধ বা যোগাযোগ ছাড়া আর কিছু নয়। গুরু-গম্ভীর ভাবে যাহাকে মানুষের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলা হয় তাহাকেই মূল ও বস্তুনিষ্ঠ ভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্গত করা হইয়া থাকে। এইসকল সৃষ্টি বা সংস্কৃতি ও মানুষে-মানুষে লেনদেনের আসল কথা কতকগুলা লোক বা দলের উপর স্রষ্টা বা সৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রভাব। ইহাকে স্রষ্টাদের দিগ্‌বিজয় বা সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বলা চলিতে পারে। সৃষ্টিমাত্রই বিজয়লাভ, আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদির কারণ। যেখানে নতুন-কিছুর সৃষ্টি সেখানেই দিগ্‌বিজয় ও সাম্রাজ্য কায়েম। যে-কোনো দেশের যে-কোনো যুগের যে-কোনো সমাজই এইরূপ দিগ্‌বিজয় বা সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি। দুনিয়ার বর্ত্তমান সমাজসমূহ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ভবিষ্যতেও যাহারা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিবে, তাহারা সমাজকে পরিচালিত করিবে

বর্ত্তমান জগতের সমাজসমূহে অনেকগুলা বিপ্লবসাম্রাজ্য চলিতেছে। ভারতে, এশিয়ায় এবং ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র ডেমক্রেসি বা গণ-তন্ত্রের দিগ্‌বিজয় চলিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই গণতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত। ইহা একটা বিপুল আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য।

আজকাল বিজ্ঞানও সমাজের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কলকারখানার বিস্তার হওয়াতে ধন-তন্ত্রবাদ দেখা দিয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি-স্বরূপ সমাজতন্ত্র বা শ্রেণী-সংঘর্ষের উদ্ভব হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই চারপ্রকার ভাবপ্রবণ সাম্রাজ্য-নিষ্ঠা বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক সমাজেই কার্য্যকরী। বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্মের প্রভাবও বেশ-কিছু লক্ষিত হয়। ইয়োরামেরিকার লোকেরাও যুদ্ধের সময় ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকে। এশিয়ায় আর ভারতে তো ধর্ম্মের ডাক যখন-তখন শোনা যায়।

এই চার-পাঁচ রকমের ভাব-প্রধান বা আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য ছাড়া সেকালের মতন একালের সমাজেও সামরিক এবং রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্য ও দিগ্‌বিজয় বেশ-কিছু প্রতাপশালী।

অধ্যাপক সরকারের মতে প্রাচীনকালে অশোকের সময় হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে এশিয়ার সর্ব্বত্র ভারতীয় নর-নারীর সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান যুগেও স্বামী বিবেকানন্দের দৌলতে এশিয়ার এবং ইয়োরামেরিকার বিংশশতাব্দীর ভারতীয় সাম্রাজ্য সুরু হইয়াছে। তবে এই সাম্রাজ্যের বর্ত্তমানে শৈশব মাত্র চলিতেছে। যাহাকে পুষ্ট করিবার জন্য ভারতের সাংস্কৃতিশীল বিদ্যা-কলার ধুরন্ধরদের ব্রতবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সভা

২৬শে মার্চ্চ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্‌ কমার্সের অফিসে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্‌ কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ লাহা বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, রাজনীতিক অচল অবস্থা ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে না। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা এখনও চলিতেছে এবং প্রকৃত পক্ষে উহার জন্যই দেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভারতের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে। যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা মহৎ প্রস্তাব নহে; ভারতের কোন দলই এমন কি নরমপন্থীদিগের মধ্যেও অনেকেই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। বৃটিশ-রাজনীতিকগণকেই অচল অবস্থার অবসান ঘটাইয়া ভারতের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতের যে সম্প্রদায় ভাল এবং মন্দ সময়ে বৃটিশ সরকারের সহিত সকল প্রকার সম্ভবপর সহযোগিতা করিতে বিলম্ব করেন নাই এবং যে প্রস্তাব দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সেইরূপ প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন, বোম্বাইএ নেতৃ সম্মিলনের কার্য্যপদ্ধতি দ্বারা বৃটিশ সরকার সেই শ্রেণীর লোকের মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই অবস্থাকে আর অধিককাল স্থায়ী হইতে দেওয়া উচিত নহে। এই জটিলতা দূর করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, সেইরূপ উপায় উদ্ভাবনের শুভবুদ্ধির অভাব দেশে ঘটিবে না। আমার মনে হয়, বোম্বাইট হল হইতেই এই চেষ্টা আরম্ভ হওয়া উচিত। মিঃ আমেরী সময়োচিত কার্য্য করিবেন বলিয়া আশা করি। অধিক বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান জটিল অবস্থা দূর করা উচিত। কারণ শান্তির সময়েই ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়।

দেশের অর্থনীতিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ডাঃ লাহা দুঃখ করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষ বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। যেসকল দেশে ভারতবর্ষ দ্রব্য রপ্তানি করিত যুদ্ধের জন্য সেই সকল দেশে রপ্তানি করিতে পারা যাইতেছে না। ইংলণ্ড ব্যতীত কেবল একটি মাত্র দেশে ভারতবর্ষ এখন দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারে, সেই দেশ হইতেছে আমেরিকা। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা নাই। ভারত সরকার কিছুদিন হইতে শিল্প

সম্বন্ধীয় গবেষণার কার্যে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন ইহা স্বীকার করিয়া ডাঃ লাহা বলেন যে, দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার কোন নির্দিষ্ট নীতির অনুসরণ করেন নাই। যুদ্ধের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার যাহা করিয়াছেন, দেশের সাধারণ শিল্পের উন্নতির জন্য তাহা করেন নাই। তিনি ভারতের ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করেন।

অতঃপর ডাঃ লাহা সরকারের কর-ধার্যের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে ডাঃ লাহা বলেন, আমি উহা উপলব্ধি করি যে, যুদ্ধের জন্য সরকারের অর্থাভাব ঘটিয়াছে। দেশে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া আমি ইহা বলিতে পারি না যে, যতদূর মিতব্যয়িতার সহিত শাসনকার্য পরিচালন করা যাইত সরকার সেইভাবে শাসনকার্য পরিচালন করিতেছেন। সরকারের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনের জন্যই করের হার বৃদ্ধি করা সমর্থন করা যাইতে পারে না।

কেন্দ্রীয় পরিষদে ফিনান্স বিল সম্বন্ধে আলোচনার সময় এক অসতর্ক মুহূর্তে বাণিজ্য-সচিব যুদ্ধের পর ভারতীয় শিল্পসমূহ যাহাতে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে তজ্জন্য কাঁচা মাল শিল্পসমূহের কাজে লাগাইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থ-সচিবের বাজেট বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া ডাঃ লাহা বলেন, যুদ্ধের অবস্থার জন্য দেশে যে উন্নতি হইয়াছে অর্থ-সচিব তাহার উল্লেখ করেন, কিন্তু যাহারা যুদ্ধের জন্য বহু টাকার জিনিষের বায়না পাইয়াছে, সেই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই সচ্ছলতা সীমাবদ্ধ।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল

[মিস্ স্যামুয়েল "স্বাস্থ্য নিকেতন" নামক মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারীর সহিত লেখকের যে আলোচনা হইয়াছিল তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া গেল। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বাগবাজারে অবস্থিত। সমাজ-সেবার দিক্ হইতে যে যে প্রতিষ্ঠান নীরবে কার্য্য করিয়া চলিতেছে তাহাদের পরিবেক্ষণে সহায়তার জন্য ডাঃ ত্রিগুণ বিশ্বাসের নিকট লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। রেড্ ক্রস্ সোসাইটীর হইতে ডাঃ বিশ্বাস এই সমস্ত সমাজ-মঙ্গল বিষয়ে অকান্ত সাহায্য করিয়াছেন। মিস্ স্যামুয়েলের সেবায় ও যত্নে বহু জননী জীবন লাভ করিয়াছে ও তাঁহাদের সন্তান সুস্থ সবল হইয়া উঠিয়াছে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান সহস্রাধিক হইলেও আমাদের অভাব মিটিবে বলিয়া বোধ হয় না।

প্রঃ—কবে এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হইয়াছে ?

উঃ—১৯৩৭ সনের মে মাসে।

প্রঃ—আপনার এই প্রতিষ্ঠানটী পরিচালনার জন্য কত জন সেবিকা বা লোক আবশ্যক হয় ?

উঃ—আমি আছি তা ছাড়া আর একজন শিক্ষিত ধাত্রী থাকিলে ভাল হয়, কারণ অনেক সময়ে এত ভীড় হইয়া পড়ে যে, সকলকে সমানভাবে দেখা কঠিন হয়।

প্রঃ—বর্ত্তমানে কয়জন কর্ম্মী আপনাদের এখানে আছেন ?

উঃ—এখন একজন হেল্থ ভিজিটার ও একজন মাত্র সহকারিণী আছেন। ইহা ছাড়া ঝি ও দরোয়ান লইয়া আরও তিন জন আছে।

প্রঃ—ইহার আয় মাসিক কত টাকা হয় বলিতে পারেন ?

উঃ—আজ্ঞা না, উহা আমাদের সেক্রেটারি মহাশয় জানেন।

প্রঃ—আপনাদের এখানে সেক্রেটারী কি রকম ? এখানকার কন্‌ষ্টিটিউসন কি ?

উঃ—এখানে একটী কমিটী আছে। তাহাতে একজন প্রেসিডেন্ট আছেন। তাহা ছাড়া সেক্রেটারী ইত্যাদিও আছেন।

:—আপনারা রেড্ ক্রস সোসাইটীর কাছে দান পাইয়া থাকেন ?

উঃ—রেড্ ক্রস সোসাইটী বিশেষভাবে দান করিয়া থাকে।

প্রঃ—ইহা ছাড়া আর কেউ কি কিছু দেয় জানেন ?

উঃ—কর্পোরেশন থেকেও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

প্রঃ—আপনাদের প্রতিষ্ঠানটী চালাবার জন্য কি রকম খরচা পড়ে ?

উঃ—১। ষ্টাফের মাহিনা, ২। বাড়ী ভাড়া, ৩। ইলেক্‌ট্রিক্ খরচা, ৪। চাকর, ঝি ইত্যাদির মাহিনা, ৫। দুধ ও খাবার, ৬। ঔষধ, ৭। চিনি ইত্যাদি।

প্রঃ—কত পরিমাণ দুধ আপনারা দৈনিক বিতরণ করেন ?

উঃ—খাঁটী দুগ্ধ ৵১ সের এবং স্কিম্‌ড্ দুগ্ধ ৵১ সের মাত্র।

প্রঃ—প্রত্যেক জননীকে কত পরিমাণ দুধ দিতে হয় ?

উঃ—নিরূপণে ৮ আউন্স করিয়া খাঁটী দুধ দিতে হয়।

প্রঃ—প্রত্যেক শিশুকে কত পরিমাণে দিতে হয় ?

উঃ—খুব ছোট থেকে ৬ আউন্স দেওয়া হয় এবং ক্রমশঃ

বাড়াইয়া ৮ আউন্স এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১২ আউন্স পর্য্যন্ত দিতে হয়।

প্রঃ—দুধ ছাড়া আর কি দিয়া থাকেন ?

উঃ—সুজি সিদ্ধ, আলু, ডাল প্রভৃতি, কাঁচা আনাজ সিদ্ধ, সপ্তাহে একদিন খিচুড়ি প্রভৃতি মা ও শিশুকে দিতে হয়।

প্রঃ—আর কি দেন ?

উঃ—ফলের রস দিই।

প্রঃ—ফলের দাম তো খুব বেশী। আপনাদের স্বল্প আয়ে কি করিয়া এত দেন ?

উঃ—যাহা সচরাচর সুবিধায় পাওয়া যায় সেই রকমের ফলের রস দিয়া থাকি,—যেমন টোম্যাটো, কমলা লেবু, পাতিলেবুর রস ইত্যাদি।

ঃ—আচ্ছা আর কি হইলে আপনার মনে হয় যে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হয় ?

উঃ—আরও যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহা হইলে টোনিক কোস অথবা মেটলির সুপ দিলে খুব ভাল ফল হয়।

ঃ—খাদ্য ছাড়া আর কি কি বিষয়ে দৈনিক খরচা হইয়া থাকে ?

উঃ—পরিবার তেল ছেলেদের মাখাইবার জন্য, কেরোসিন তেল, কাঠ প্রভৃতি চুলায় আগুন দিবার জন্য, এবং কয়লাও আবশ্যক হয়। তোয়ালে, সাবান—গায়ে মাখা এবং কাপড় কাচা, কারণ শিশুদের এখানে স্নান পর্য্যন্ত করাইয়া দিতে হয়।

প্রঃ—প্রত্যহ কতজন জননী আপনার এই প্রতিষ্ঠানে আসিয়া থাকে ?

উঃ—মোট পঁচিশজন।

প্রঃ—প্রত্যহ কতজন শিশু আপনাদের সাহায্য পাইয়া থাকে ?

উঃ—মোট পঁচিশজন।

প্রঃ—ইহারা কি কেবল মাত্র দুধই পাইবার জন্য আসে ?

উঃ—আজ্ঞা হ্যাঁ, দুধ পাইতেই আসে তবে কোন অসুখ হ'লেও আমাদের দেখায় এবং ঔষধ গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রঃ—যে দিন ডাঃ বিশ্বাস আসেন সে দিন কত জন বাহিরের লোক আসে (অর্থাৎ যাহারা রেওলার নয়) ?

উঃ—নূতন লোক প্রায় ২ হইতে ১০ জন পর্য্যন্ত আসে এবং "রি-ভিজিটর" (অর্থাৎ যাহারা একবার বা দুইবার পূর্ব্বে আসিয়াছেন) ২৫ জন।

ঃ—আপনারা যে দুধ দেন তাহা কি যে আসিয়া চাহে তাহাকেই দেন ?

উঃ—না, আমাদের সে রকম দেবার ক্ষমতা নাই। কারণ যাহারা আমাদের অফিসের তালিকাভুক্ত তাহাদেরই আরও দিতে পারিলে ভাল হয়।

ঃ—কি রকম জননী বা শিশু হইলে আপনাদের এখানে সাহায্য পাইতে পারে ?

উঃ—"এ্যান্টিনেট্যাল মাদার" বা গর্ভাবস্থায় যেসকল মাতা আমাদের কথামত কাজ করে এবং এখানে আসিয়া নাম লিখাইয়া যায় ও নিয়ম মত আসা যাওয়া করে তাহাদের ও তাহাদের শিশুদের আমরা নিশ্চয় সাহায্য করি। ইহা ছাড়া যদি প্রসব হইবার অল্প দিন পরেই কেহ আমাদের আশ্রয়ে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে আমরা তাহাকেও সাহায্য দিয়া থাকি।

প্রঃ—"এ্যান্টিনেট্যাল কেসকে" আপনারা এত প্রশ্রয় দেন কেন ?

উঃ—আমাদের কার্ডগুলি দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে এইসকল মাতার সন্তানগণ কত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

প্রঃ—(কার্ডগুলি দেখিয়া) এগুলির দ্বারা আপনার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। আচ্ছা ডাঃ বিশ্বাস কোন কোন রোগ সাধারণতঃ দেখিয়া থাকেন ?

উঃ—সাধারণতঃ জননীর প্রসব সম্বন্ধে যে যে রোগ হয় ও তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যাহা দেখা আবশ্যক তাহা দেখেন এবং শিশুদের লিভার, চোখ, পেটের

অসুখ, রোগা হ'য়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়েও ডাঃ বিগার বিশেষ মনোযোগ দেন। প্রস্রাব পরীক্ষা করেন, রক্তের চাপ পরীক্ষা করিয়া থাকেন ও অনেক ক্ষেত্রে ইন্‌জেক্‌সন প্রভৃতিও দেন।

প্রঃ—এ্যাটিনেটাল মাদারের শিশু বাস্তবিক ওজনে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে কি রকম আমাকে কার্ড থেকে দেখাতে পারেন?

উঃ—রেখাঙ্কের দ্বারা প্রকাশিত প্রত্যেক শিশুর ওজন লক্ষ্য করিয়া দেখুন। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩ হইতে ৭ আউন্স পর্য্যন্ত ওজনের উন্নতি দেখা যাইবে।

প্রঃ—বলিতে পারেন কি কেন বিভিন্ন শিশুর ওজনের তফাৎ হয়?

উঃ—সংসারের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ছেলের শরীর অধিকাংশ সময়েই নির্ভর করে।

প্রঃ—সাধারণতঃ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্য হারায় কেন? আপনার মনে হয় কোন কারণটী সব চেয়ে বড়?

উঃ—দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং আমাদের ডাক্তারদের অনিয়মিত চিকিৎসা। অনেক ছেলেকে ইন্‌ক্যাণ্টাইল লিভার বলিয়া ঔষধ খাওয়াইতে দেখিয়াছি কিন্তু আমরা এখানে খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়াছি।

প্রঃ—আপনার সেণ্টারে কি প্রসব করান হয়?

উঃ—না, আমাদের এখানে প্রসবের কোন ব্যবস্থা নাই।

প্রঃ—আপনার এখানে শিশু রাখিবার ব্যবস্থা আছে কি?

উঃ—দুঃস্থ পিতামাতার শিশু যদি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে আমরা এখানে রাখিয়া দিনরাত পর্য্যবেক্ষণ করি ও চিকিৎসা করি।

প্রঃ—ঔষধপত্র হিসাবে বেশীর ভাগ কি কি ব্যবহার করেন?

উঃ—"ফেরাস সালফেট্", "ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্" এবং কড্‌লিভার অয়েল।

প্রঃ—ইহার জন্য কি আপনারা দাম গ্রহণ করেন?

উঃ—না, আমরা কিছুর জন্যই মূল্য নিই না।

প্রঃ—আপনি এইসকল মাতাকে কোথা থেকে পান? আমাদের দেশের মেয়েরা তো এরকম প্রতিষ্ঠান খুঁজিয়া বাহির করার মত সময় ও অবকাশ পায়ই না। উপরন্তু তাহারা লজ্জায় আসিতে পারে না।

উঃ—আমার কর্ত্তব্য হইল এই পাড়ার প্রত্যেক দরিদ্রের বাড়ী গিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি এবং তাহাদের কি ভাবে থাকিতে হয় তাহা শিখাই।

প্রঃ—ইহা ছাড়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আর কিছু আছে?

উঃ—যে সকল জননী আসেন আমি প্রায়ই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা ক্লাস করি এবং ছবি প্রভৃতির দ্বারা সব বুঝাইয়া দিয়া থাকি।

প্রঃ—আপনি বলিলেন শিশুদের স্নান করাইয়া দেন। কেন? তাহাদের মাতারাই তো স্নান করাইতে পারে।

উঃ—খোলার বাড়ীতে যাহারা থাকে তাহাদের যে কি দারিদ্র্য এবং কত অভাব তাহা আপনার ধারণা নাই। সেখানে এত জলাভাব যে শিশুকে স্নান করানো দূরে থাক অধিকাংশ সময়ে তাহারা কাপড় কাচার জলও পায় না। কাজেই তাহাদের শিশুদের আমরা এখানে বেশিং টবে সপ্তাহে দু'তিন দিন স্নান করাই।

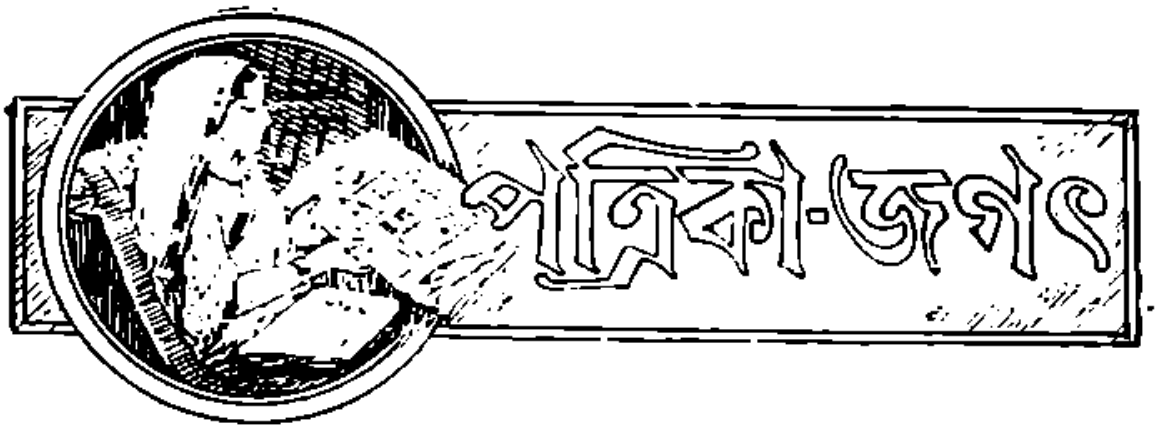

"দি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ইকনমিক্স্"

(জানুয়ারী, ১৯৪১)

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্রাতীয় মাহিনা এবং আয়ের গঠন।

২। "টেড সাইক্ল্" নীতির সরল ব্যাখ্যা।

বিলাতে ভূমি রায়ের প্রতিরোধ এবং তদ্‌বিষয়ে ভারতের শিক্ষা।

৩। মিঃ কিন্‌সের সুদতত্ত্বের উপর চিন্তা।

৪। দি নেগেটিভ্ বেট অব ইন্টারেষ্ট।

৫। খাদকের উদ্বৃত্ত নীতি।

৬। আসামে কো-অপারেটিভের কার্য্যাবলী।

উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিলাতে ভূমিক্ষয়ের প্রতিরোধ এবং তদ্‌বিষয়ে ভারতের শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটী আমাদের প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। উক্ত প্রবন্ধের লেখক বি, মুখার্জ্জি। ইনি লাক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ের রিডার। এই প্রবন্ধটীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে: (১) কৃষককে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন; (২) প্রজা-স্বত্বের অবস্থা; (৩) গবেষণার প্রাধান্য; (৪) রাষ্ট্রের সাহায্য; (৫) বনানীকরণ বা রিএফরেসটেসন; (৬) কৃষির উন্নততর প্রণালী; (৭) কণ্টুর ষ্ট্রিপ ক্রপিং; (৮) টেরেসে চাষ আবাদ; (৯) রোটেসন; (১০) চেক্ ড্যাম্স্; (১১) বন্য জন্তুর সংরক্ষণ; (১২) পুষ্করিণী ও চোবা; (১৩) তীরের জমির ক্ষয়; (১৪) উইণ্ডব্রেক্; (১৫) রিটিট ক্রম ক্রপ্ লাইন।

খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিলেও এ বিষয় লইয়া একখানি পুস্তক রচনা করা যায়; কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে লেখক যেভাবে সমস্ত জিনিষটী পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় আছে।

ভূমির ক্ষয় বন্ধ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার দরকার বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। ক্ষয় কেন হয়, কিভাবে হয় এবং তাহা নিবারণ করা কিভাবে যায় প্রভৃতি বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। লেখকের মতে সংরক্ষণ-প্রণালী বিদ্যালয়ে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারে, মেলায় ও চাষীদের বাড়ীতে প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে চাষী আবাদ করে আবার জমির উৎকর্ষ সাধনও করে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চাষী। সমস্ত দেশব্যাপী "ডিমনস্ট্রেসন ফার্ম" এবং "এগ্রোসান সেণ্টার" খোলা আবশ্যক।

যদি চাষীদের জমির উপরে স্বত্ব স্থির না থাকে তাহা হইলে তাহারা সংরক্ষণ-প্রণালী কোনও দিনই অনুসরণ করিতে পারে না। অল্পকালের জন্য জমি ইজারা দেওয়ায় উহার ক্ষতি করা ছাড়া কোনও কালে উহার উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে না। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের যে মালিক তাহারই উপর সংরক্ষণ ব্যাপার ন্যস্ত হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিশেষ চাষীর জমির জন্য যে রাষ্ট্র অংশ বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না তাহা অতি সত্য। অথচ যদি কোন লোকের বা তাহার বংশধরগণের উপকারে না আসে বা ভোগে না আসে তাহা হইলে কেনই বা সে ভূমির ক্ষয় সংরক্ষণ করিবার জন্য খরচা ও পরিশ্রম করিবে?

P24, 084

মার্কিণ দেশে এমন আইন হইয়াছে যে তদ্দ্বারা যখনই কেহ ভূমি ক্রয় করিবে তাহার চুক্তির সহিত ভবিষ্যতে জমির সংরক্ষণ বিষয় উল্লিখিত থাকিবে। ১৯২৭ সন হইতে হাউটনের ফেডারাল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক এবং পরে অন্যান্য ফেডারাল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কসমূহ সংরক্ষণের জন্য ঋণ দিবারও ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

কি কি ভাবে সংরক্ষণ করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে গবেষণা করিয়া নির্দ্দেশ দিতে হইবে যে কিরূপে সব স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূমির সংরক্ষণ করা যায়। সমগ্র ভারতে ভূমির যে কিরূপ ক্ষয় হয় বা হইয়া আসিতেছে সে বিষয়ে একটা সংখ্যা নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। ভূমি-ক্ষয়ের মাপযোকের জন্য একটা যন্ত্র গঠন করা উচিত। ভূমি সংরক্ষণ বিষয়ক যে বিজ্ঞান তাহা এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। অন্যান্য দেশে যে যে ভাবে ভূমিক্ষয় নিবারণ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে তাহা ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনাও বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর দেখিতে হইবে উহাদের মধ্যে কোনটী আমাদের মাটীতে প্রযোজ্য। যে যে দ্রব্য ভূমিতে উৎপাদিত করিতে হইবে তাহারই উপর সাধারণতঃ নির্ভর করে ভূমির কোন অংশ অধিক ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং কোন অংশ ক্ষয় হয় না। আবাদের ঘোরফের (ক্রপ রোটেসন) দ্বারা খানিকটা সংরক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, একথা সত্য। শস্যগুলিকে খুব সাবধানে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে। এক শ্রেণীর শস্যকে বলা যাইবে ভূমি গঠনকারী ও অন্য শ্রেণীকে ভূমিক্ষয়-কারী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সেই সম্বন্ধে যে তথ্যে বৈজ্ঞানিকেরা উপনীত হইবেন তাহা সমস্ত চাষী মহলে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংরক্ষণ প্রণালীর বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা যে যে তথ্যে উপনীত হইবেন তাহা সমুদয় দেশীয় ভাষায় ছাপা হইয়া সকলের মধ্যে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। আমেরিকায় উইস্‌কনসিন, মক্কিয়া, মিসৌরি, নেভাডা, কলাম্বিয়া, কর্ণেল, মিচিগান প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিক্ষয় ও সংরক্ষণ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা হইয়া থাকে।

অবশ্য এত বড় একটা বিষয়ে রাষ্ট্র যে নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়া থাকিবে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। তবে মনে হইতে পারে যে, এ বিষয়ে যে ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হইবে তাহা খুবই বেশী। কিন্তু যতটুকু পরিমাণেই ব্যয় করা যাউক না কেন, ইহা সত্য যে উক্ত ব্যয় দ্বারা যথার্থ "ইকনমি" করতলগত করা সম্ভবপর। ইহা বাস্তবিক পক্ষে বাঁচাইবার জন্যই খরচ করা। এ বিষয়ে আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের কার্য্যতৎপরতা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ফেডারাল গভর্ণমেণ্ট "সয়েল কন্‌সারভেসন সার্ভিস" নামক একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাহারা সংরক্ষণের ভিন্ন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রতি বৎসর কোটী কোটী ডলার খরচা করিয়া থাকে। সয়েল কন্‌সারভেসন সার্ভিসের প্রস্তাব অনুসারে অর্দ্ধ বিলিয়ন একর জমির জন্য কোর কোর ডলার খরচা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ইহা বহু ইরোসান সেণ্টার খুলিয়াছে এবং সেই সকল সেণ্টারে ক্রমান্বয়ে ক্ষয় বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। সেই একটা সব চেয়ে ভাল ক্ষয় নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, তখনই তাহা সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইতেছে। বক্তৃতা, প্রদর্শনী, প্রচার কার্য্যের দ্বারা লোকমত গঠন করার ব্যবস্থা ইহারা করিয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ২২১ জন সিভিলিয়ান কন্‌সারভেসন কোর আছে, যাহারা ক্ষয় নিবারণ, রিএফরেস্‌-টেসন এবং অগ্নি নিবারণ করিয়া থাকে।

সংরক্ষণের আর একটী উপায় হইল চাষ আবাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যদি বৃষ্টিকে কোন রকমে বশে আনা যায় এবং জলের তোড় খানিকটা শাসন করা যায় তাহা হইলে যে পরিমাণ পলী ভাসিয়া চলিয়া যায় তাহা মাটীর উপরেই স্থিতিলাভ করিতে পারে। জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য নদীর স্রোত যাহাতে আরও পরিষ্কারভাবে বাহিত হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বন্যা নিবারণের জন্য সকল রকম প্রণালীর অনুসরণ করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। যদি জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বন্যা নিবারিত

হইতে পারে। মাটীর "অর্গানিক ম্যাটার" পাথিব অভাবগুলি মোচন করিতে পারিলে ইহার ক্ষয় বন্ধ হওয়াই সম্ভব। খুব গভীরভাবে যদি লাঙ্গল দেওয়া হয় তাহা হইলে মাটী বিশোষ্ত হওয়া খানিকটা বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি ঘুস চাষ করা হয় তাহা হইলে স্বাভাবিক ভাবেই মাটী খোঁড়া হয় এবং ভারি মাটী ধীরে ধীরে ছিদ্রযুক্ত হইয়া জল সঞ্চয় করিতে পারে। ভূমির ক্ষয় আজও নিবারণ করা যায় যদি চাষের সময় লক্ষ্য রাখা যায় যাহাতে মাটী খোঁড়ার সহিত অর্থাৎ লাঙ্গলের সহিত পূর্ব্বের ফসলের বর্জ্যগুলি মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। ফসলের শেষে যে সব জিনিষ আমরা ফেলিয়া দিয়া থাকি তাহা যদি মাটীর সহিত মিশাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে ভূমির ক্ষয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

১। "এসেস্ ইন মনিটারি থিওরি" ডি. এইচ, রবার্টসন কর্তৃক লিখিত ; পি, এস, কিং কর্তৃক প্রকাশিত ; পৃঃ ২৩৪, মূল্য ১১ শিলিং ৬ পেন্স।

"টাকার নীতি" সম্বন্ধে রবার্টসনের রচনাগুলি ১৯২৬ হইতে ১৯৩৯ মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং তাহাই উক্ত পুস্তকখানিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আধুনিক বক্তৃতা, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত লেখা এবং পুস্তক সমালোচনাগুলিও ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচনাগুলি যে যে বিষয়ে লিখিত হইয়াছে সেই সেই বিষয়-বস্তুসমূহ কেবলমাত্র যে অর্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌দের পক্ষেই বেশ ভাল তাহা নহে সাধারণের পক্ষেও ইহা বোধগম্য। আর্থিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চিন্তাধারার যে বিভিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাই প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের অন্তর্নিহিত এমন কোন তথ্যের বিকট অসামঞ্জস্য অথবা সম্পূর্ণ মিলন দেখান হয় নাই।

"ট্রেড্ সাইক্‌ল্" সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তাহার একটা কোন বিশেষ প্যাটার্ণ বা নমুনা নাই। তাহার নিমিত্ত কোন একটী মাত্র কারণ বা ব্যাখ্যাও সম্ভবপর নহে। "স্পেকুলেশন", "ডিমাস স্পাইরাল", উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উপাদানের অভাব, অথবা কোন একটী বিশেষ ধরণের বাণিজ্যে বহু টাকার সমাবেশ ইত্যাদি কোনটীই একক ভাবে আর্থিক অবনতির কারণ বলিয়া মনে করা যায় না। আমাদের চিন্তা করা দরকার কি ভাবে ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যবসাদারদের আর্থিক সাহায্য ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া আনিতেছে এবং তাহা এখন কেবল মাত্র "ফিদ্‌ক্যাল ইনসট্রুমেণ্ট" হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহার পরিণতি হিসাবে কলকারখানা এবং সামাজিক বিভাগবণ্টন নিদারুণ পরিবর্ত্তনের পথে ধাবিত হইতেছে। লেখক ইহার সহিত আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, কি ভাবে লোকসংখ্যার চাপ ধীর অথচ প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের স্থায়িত্ব কিরূপ চোরাবালির উপরে রহিয়াছে। আধিক রহস্যের ঘনবনানীর মধ্যে পথ অন্বেষণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে রবার্টসনের একাদশ প্রবন্ধটী এবং তাহার সহিত অষ্টম ও দশমটী।

রবার্টসন বাস্তবিক পক্ষে কিন্‌সের নিকটে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে মনে হয় না যে কিন্‌স্ যথার্থ "সুদের হার" বিষয়টিকে ঠিক্ ঠিক্ টাকাকড়ির তথ্যের মধ্যে আনিতে পারিয়াছেন। রবার্টসন ঠিকই বলিয়াছেন যে, উৎপাদন এবং পরিমিত ব্যয় দুইটিই সুদের হারকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিতেছে। রবার্টসন মনে করেন যে, "লঙটার্ম" হিসাবে যে চুক্তি হইয়া থাকে তাহার প্রাধান্য বেশী হইয়া যাইতেছে বলিয়া "শর্টটার্ম" সুদের হারের অপেক্ষা "লঙটার্ম" সুদের হার সঙ্কটচক্রের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। লেখক বলেন যে, "বুম্" বা উত্থিতি বা "স্লম্প" ধাবিতি বাজার যে হয় তাহার জন্য দায়ী হইতেছে সুদের হার নহে কিন্তু এমন কোন একটা অবস্থা যাহাতে মানবের উচ্চাশার পতিরোধ করিয়া থাকে।

"দি ট্রিটিস্", "দি জেনারাল থিওরি" প্রভৃতির উপর রবার্টসন যথেষ্ট আলোকপাত করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন। বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য লেখক কয়েকটী বিষয়ের সংজ্ঞা সম্বন্ধে লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন যেমন—সেভিংস্ এবং ইনভেষ্টমেণ্ট। সমাজের অন্তর্গত যে পরিবর্ত্তন আর্থিক পরিবর্ত্তনের জন্য সাধিত হইয়াছে তাহা যেভাবে লেখক দেখাইয়াছেন, এই স্বল্প স্থানে সেই সুমার্জ্জিত আলোচনার সমালোচনা করা দুঃসাহসের কাজ।

"দি লোকেশান অব ইনডাষ্ট্রি এণ্ড দি ডিপ্রেসড্ এরিয়াস" এস্, আর ডেনিসন কর্ত্তৃক লিখিত; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯; পৃঃ ২১৬; মূল্য ১০ শিলিং মাত্র।

কলকারখানা স্থাপন সম্বন্ধে অর্থবিজ্ঞানে বহু আলোচনা ও সমালোচনা হইয়া গিয়াছে এবং তাহার প্যাটার্ণ যে কি হইলে অন্যান্য সকল সমস্যার সহিত খাপ খাইয়া চলিতে পারে ইহা লইয়াও গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন শুধো আসিয়া পৌছান যায় নাই। যাঁহারা ১৯২০ সনের অর্থবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন কোন্ কোন্ জিনিষ বর্ত্তমান থাকিলে দোকান পসারের দিক্ হইতে সুবিধা সুযোগ ঘটিতে পারে তাহারই একটা তালিকামাত্র। ওয়েবার একখানি পুস্তক ১৯০৯ সনে জার্ম্মাণিতে প্রকাশ করেন। তাহা ইংলণ্ডে বহুদিন যাবৎ অপরিচিত ছিল। ১৯২৯ সনে সেই পুস্তকখানি কেডারিক সাহেব প্রথম ইংরাজীতে তর্জ্জমা করেন। ইংলণ্ডে কিন্তু সেই যুগে "জেনারিলিজেসন" বা শ্রেণীবিন্যাসের দিকে একটা ঝোঁক পড়ে। সেই জন্য ওয়েবারের পুস্তকখানি ঠিক বিশিষ্ট অবস্থার "প্যাটার্ণ" হিসাবে গণ্য হইতে পারিল না।

প্রঃ ডেনিসন ওয়েবারের বইখানির যে ভ্রান্তি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই ইহা এই বিষয়ের প্রতিকূল সমালোচনা বলা চলে। এমন কি অনেক স্থলে এমন হয় যে ওয়েবারের বইখানি যদি কাছে না থাকে তাহা হইলে ডেনিসনকে বুঝিতেও পারা যায় না। ওয়েবারের এ্যানালিসিস লেখক পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার স্কুলে প্রকাশিত করিয়াছেন। ওয়েবার বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন "টেক্‌নিক্যাল ইউনিট", "টন মাইল্‌স্" প্রভৃতি বিষয়ে।

ওয়েবারের লেখার মধ্যে আরও কয়েকটী স্থলে আপত্তি করা চলে। কাঁচামালের বিভাগ বা শ্রেণীকরণ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট ভ্রান্তি আছে। তিনি কাঁচামালকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—প্রথম সর্ব্বত্র যে কাঁচা মাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর দ্বিতীয় নির্দ্দিষ্ট স্থান বা পরিমাণের কাঁচা মাল। যে সমস্যার উদ্ভব হইতে দেখা যায় তাহা হইল উক্ত উভয় বিভাগের সংমিশ্রণ। আর একটী বিষয় আমাদের নজরে পড়ে যে, ওয়েবার নির্দ্দিষ্ট ও জানা বাজার সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তদ্বিষয়ে ঐ ধরণের খুবই কম দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মেট্রোপলিটান বাজার, যেমন লণ্ডন বা অন্যান্য রাজধানীতে দেখা যায় এবং রপ্তানি বাজার, যেমন ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি অতি অল্প স্থলেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বহু বিস্তৃত বাজারে কতকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদকের আবির্ভাব হয় এবং তাহারাই বাজার রাখে। "লোকেসন" নির্ণয় করিবার যাহা প্রণালী তাহা হইল যে কোন উপায়ে সন্ধান লইতে হইবে যে কোন্ স্থানে খাদ্যের সঙ্গন অধিক হয় যাহারা আবার উক্ত প্রকারের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে প্রস্তুত। সেই স্থানই "লোকেসনের" পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজার নির্ভর করে কেবল একমাত্র যে খরিদ্দারের জনতার উপরে তাহা নহে, কিন্তু উৎপাদকের অবস্থার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। এখনই বাজারের যে অবস্থা আছে ঠিক তাহাই একমাত্র উহার মাপকাঠি নহে, বাজারের কি অবস্থা হইতে পারে তাহার উপরেও মাপকাঠি নির্ভর করিয়া থাকে। ওয়েবার তাঁহার অন্যান্য সমসাময়িক লেখকদের মত একই ভুল করিয়াছেন যে, কলকারখানার যে সমস্যা তাহার সহিত ফার্ম্মের কথা মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রফেসর ডেনিসনের লেখায় অতীতের যেসব তথ্য তাহা হয়তো কিছু কিছু কর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের স্থলে নূতন তথ্যের আবির্ভাব হয় নাই।

১। "ওয়ার টাইম্ ইকনমিক্স্" আর ওয়াকার কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; মেলবোর্ন, ১৯৪০; পৃঃ ১৭১; মূল্য ৫ শিলিং।

২। "ফিজিং দি নেশন ইন্ পিস্ এণ্ড ওয়ার"; জি ওয়ালওয়ার্থ কর্তৃক লিখিত এলেন এণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৪৬৮; মূল্য ১৮ শিলিং।

৩। "ফুড্ প্রোডাক্শন ইন ওয়েষ্টার্ণ ইয়োরোপ"; পি এল্ ইয়েটস্ কর্তৃক লিখিত; লঙম্যান্স্ গ্রীণ্ এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৪৭২; মূল্য ১৫ শিলিং।

৪। "প্লেনানিজ ইন্ভাষ্ট্রি"; জি সি এলেন কর্তৃক লিখিত; ইন্স্টিটিউট্ অব প্যাসিফিক্ রিলেশন্স্ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক; ১৯৪০; পৃঃ ১২৪; মূল্য ১·০০ ডলার।

৫। "কো-অপারেশন টু দি ফিনিস্"; এইচ এইচ ব্যাক্কেন কর্তৃক লিখিত; ম্যাডিসন কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ২২০; মূল্য ২·৫০ ডলার।

৬। "প্রোডাক্টিভিটি, ওয়েজেস এণ্ড ন্যাশন্যাল ইনকাম" এস বেল কর্তৃক লিখিত; ব্রুকিং ইন্স্টিটিউসন কর্তৃক প্রকাশিত; ওয়াশিংটন ডি সি কর্তৃক; ১৯৪০; পৃঃ ৩৪৪; মূল্য ৩·০০ ডলার।

৭। "ফেডারাল রেগুলেটরি এ্যাক্সন এণ্ড কণ্ট্রোল"; এফ এ ব্ল্যাক্লি এণ্ড গুট্ম্যান কর্তৃক লিখিত; ব্রুকিং ইন্স্টিটিউসন কর্তৃক প্রকাশিত; ওয়াশিংটন; পৃঃ ৩৫৬; মূল্য ৩·০০ ডলার।

৮। "দি ফেডারাল ইন্কাম ট্যাক্স"; আর জি ব্ল্যাকি এবং সি ম্যাডিস্ কর্তৃক লিখিত; লঙম্যান্স্ গ্রীন কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০ পৃঃ ৬৪০; মূল্য ৭·৫০ ডলার।

৯। "এপ্লায়েড জেনারাল ষ্ট্যাটিস্টিক্স" এফ্ ই এষ্টন এবং ডি ক্ষে কাউডেন কর্তৃক লিখিত; প্রেনটিস্ হল কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০ পৃঃ ৯৪৪; মূল্য ৪·০০ ডলার।

"কর্পোরেট সাইজ্ আনিং পাওয়ার"; ডাবলিউ এল্ ক্রাম কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; কেম্ব্রিজ; ১৯৪০; পৃঃ ৪১৮; মূল্য ২১ শিলিং; ৬ পেন্স।

১১। "পাবলিক্ পলিসি" সি জে ফ্রেডারিক এবং ই এস্ ম্যাসন কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; কেম্ব্রিজ; ১৯৪০; পৃঃ ৩৯১; মূল্য ২০ শিলিং।

১২। "গভর্ণমেণ্ট এণ্ড বিসনেস"; এফ্ পি হস্ কর্তৃক লিখিত; ম্যাক্গ্রহিল্ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক এবং লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৪৫৪; মূল্য ২৮ শিলিং।

১৩। "দি ইংলিশ ব্যাঙ্কিংসেন লজ"; এল্ এ হার্পার কর্তৃক লিখিত; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৯; পৃঃ ৫০৩; মূল্য ২৫ শিলিং।

১৪। "দি ইকনমিক লাইফ অব প্রিমিটিভ্ পিপ্ল্স্"; এম্ জে হার্সকোভিট্স্ কর্তৃক লিখিত; "নফ" কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩০; পৃঃ ৪৯২; মূল্য ৬·৫০ ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ (নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা)

বিনিময়-বাজার

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বৈদেশিক বিনিময় বাজারের উল্লেখ করা হইয়াছে। উন্নত পাশ্চাত্য দেশের বিনিময়-বাজার সঙ্কীর্ণ স্থান নহে, উহা বহু ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কারের সমবায়ে গঠিত। ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কারদিগের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা বিনিময় সংক্রান্ত সংবাদের আদান-প্রদান চলিতেছে। টেলিফোন দ্বারা তাঁহারা পরস্পর হইতে বিনিময় বিষয়ক সকল প্রকার সংবাদ অবগত হইতেছেন। বিনিময়-বাজারের দালালরাও অনবরত ব্যাঙ্কারদিগের নিকট সংবাদ সরবরাহ করিতেছে। এইরূপে বিনিময়-বাজারের ব্যাঙ্কারগণ বাজারের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতেছেন। সুপ্রতিষ্ঠিত বিনিময়-বাজারে একই শ্রেণীর বিল দুই ব্যাঙ্কার কর্ত্তৃক দুই প্রকার মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, কার্য্যতঃ প্রায়ই এরূপ দেখা যায় না। তবে যদি কখন বিনিময়-বাজারে কোন কারণে প্রবল চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে, তবে ঐরূপ ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ ঐরূপ ঘটে না। কোন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হারে কোন এক শ্রেণীর বিল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবামাত্র ঐ সংবাদ অবিলম্বে বাজারের সকল বিনিময় ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রচারিত হয়। ফলে বাজারের সর্ব্বত্র বিনিময়-হারের সমতা রক্ষিত হয়। নিউ ইয়র্কের কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের মধ্যস্থ ব্যবধান অর্দ্ধ মাইল হইলেও বিনিময়-ব্যাপারে একই সময়ে তাহাদিগের মধ্যে যে সাম্য লক্ষিত হয় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিনিময়-বাজারের সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিনিময়-হারের উঠা-নামা ঘটে,—বোধ হয় যেন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ একই ঘরে পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিনিময়ের কার্য্য করিতেছেন।

বিনিময়-বাজারে দালাল

বিনিময়-বাজারে দুই শ্রেণীর দালাল দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর দালাল ব্যাঙ্কারদিগের পক্ষে মহাজনী বিলের (ব্যাঙ্কার্স বিল) সংস্রবে কমিশনে কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর দালালের সংখ্যা খুব হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ব্যাঙ্কারদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব হেতু বিনিময় হারের বিভিন্নতা একরূপ লোপ পাওয়ায়, পূর্ব্বে বিনিময় হারের বৈষম্যের সুযোগে কমিশনে কাজ করিয়া দালালদিগের লাভবান হইবার যে সুযোগ ছিল তাহা একরূপ লোপ পাইয়াছে। অপর শ্রেণীর দালাল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যবসায়িক বিলের সংস্রবে কাজ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর দালাল কোন কোন ব্যবসায়ী অপেক্ষা তাহার অনুকূলে অধিক কাজ করিতে পারে, সুতরাং উহাদের প্রয়োজনীয়তা থাকায় উহারা লোপ পাইবে না। সকল ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসায়িক বিলের সংস্রবে দালালের প্রয়োজন হয় না। যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর বিদেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কের নামে বিল রচনা করে এবং যাহার বিল বিনিময়ের বাজার খুব সুপরিচিত, সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যথাসম্ভব উচ্চ মূল্যে বিল বিনিময় করা কঠিন হয় না। কিন্তু যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সুপরিচিত নহে, অথবা যে প্রতিষ্ঠান সর্ব্বদা বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে না, সুতরাং সর্ব্বদা বিদেশের ব্যাঙ্ক কি প্রতিষ্ঠানের নামে বিল রচনা করে না, সে প্রতিষ্ঠানের কথা স্বতন্ত্র। যথাসম্ভব উচ্চহারে বিলের বিনিময়ের জন্য সে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দালালের খুব প্রয়োজন রহিয়াছে।

নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিনিময় বাজার। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানের ব্যাঙ্কগুলি নিউইয়র্কের ঘনিষ্ঠ সংস্রব রক্ষা করিয়া থাকে। কার্য্যতঃ নিউইয়র্ক বিনিময় বাজারেই যুক্তরাষ্ট্রের সকল স্থানের বিনিময় হার স্থির হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসায়ীরা ঐ পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিবার সংস্রবে যে-সকল বিল রচনা করে সেগুলি ঐ অঞ্চলের ব্যাঙ্কগুলিতে প্রবিষ্ট হয়। এইসকল ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বিলের উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের বিল (মহাজনী বিল) রচনা করে এবং সেগুলি বিক্রয়ের জন্য নিউইয়র্ক বিনিময় বাজারের শরণাপন্ন হয়। পেন্‌সিলভেনিয়া অঞ্চলের শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানির সংস্রবেও একইভাবে বহুপরিমাণ ব্যবসায়িক বিল সৃষ্ট হয় এবং ঐগুলির অধিকাংশ পিটস্‌বার্গ ও ফিলাডেলফিয়ার ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক ক্রীত হয়। এইসকল ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িক বিলগুলির উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের বিল রচনা করে, এবং প্রধানতঃ নিউইয়র্কের বাজারেই উহা বিক্রয় করিয়া থাকে। নিউইয়র্ক-বিনিময়-বাজারের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানের প্রধান ব্যাঙ্কগুলির ঘনিষ্ঠ সংস্রব রহিয়াছে, এবং শেষোক্ত ব্যাঙ্কগুলি বিনিময়-হার সম্বন্ধে নিউইয়র্ক বিনিময়-বাজারের অনুসরণ করিয়া থাকে।

মার্কিণ ও য়ুরোপীয় মুদ্রার বাজার

ব্যাঙ্কের মূলধন আবদ্ধ করিয়া রাখায় লাভ নাই, উহা খাটাইতে পারিলেই লাভ দাঁড়ায়। য়ুরোপের অনেক বড় ব্যাঙ্কের হস্তে সকল সময়েই এরূপ বিপুল অর্থ মজুত থাকে, যাহা খাটান আবশ্যক। এই অর্থ খাটাইবার পক্ষে মার্কিণ মুদ্রার বাজারে যে পরিমাণ সুযোগ আছে, তাহা য়ুরোপে নাই। যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ হইলেও য়ুরোপের সঞ্চিত মহাজনী মূলধন এদেশের মহাজনী মূলধন অপেক্ষা অধিক। লণ্ডন যে পরিমাণ "স্বীকৃত" বিনিময়-বিল ডিস্কাউণ্ট করিতে, অথবা যে পরিমাণ স্বল্পনিয়োগী ঋণ দান করিতে সমর্থ, তাহা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নহে। যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত নূতন দেশ। এই বিরাট দেশের সর্ব্বপ্রকার আর্থিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই অর্থের প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কসমূহের বহুপরিমাণ অর্থ ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। সুতরাং য়ুরোপ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের টাকার বাজারে সুদের হার অপেক্ষাকৃত অধিক। এই অবস্থায় ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, যখন য়ুরোপে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি না থাকে তখন য়ুরোপের মূলধন ক্রমাগত যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার বাজারে ন্যস্ত হইবে। ঐ দেশে অল্পকালের জন্য (৬০ দিন হইতে ৬ মাস) অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে দায়িত্ব-সম্পন্ন খাতককে টাকা ধার দেওয়া য়ুরোপের বৃহত্তর মহাজনী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে খুবই লাভজনক।

য়ুরোপের মুদ্রার বাজার এবং মার্কিণ মুদ্রার বাজারের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, য়ুরোপ ক্রমাগতঃ যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণদান করিতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র অবিরত ঋণ গ্রহণ করিতেছে। যে হারে বিদেশে টাকা খাটান হয় তাহার পরিমাণ দ্বারা ঋণের পরিমাণ প্রভাবান্বিত হয় সন্দেহ নাই; তথাপি সারা বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার পরিমাণ বহু শত কোটি ডলার দাঁড়ায়। এমন কি, কখন কখন এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও য়ুরোপের হারের (মনি-রেট) মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তখন ঋণ-পরিশোধের সময়ে ঋণ পরিশোধের পরিবর্ত্তে ঋণের মিয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লওয়া হয়। য়ুরোপীয় উত্তমর্ণেরা সন্তোষের সহিত উহাতে স্বীকৃত হন। যুক্তরাষ্ট্রের অধমর্ণরা মনে করেন, সমান, এমন কি কিছু বেশী খরচায় বিদেশী ঋণ গ্রহণ করা ভাল, কেন না তাহা হইলে জরুরি প্রয়োজনের সময় ঋণ-প্রাপ্তির পথ খোলা থাকিবে।

তবে কখন কখন আমেরিকায় স্বল্প-মিয়াদী ঋণের এতই প্রাচুর্য্য ঘটে যে, আমেরিকার মুদ্রা বিদেশে প্রেরিত হয়। কিন্তু আমেরিকা হইতে প্রেরিত ঋণের পরিমাণ খুব বেশী হয় না। ইহার একটি কারণ এই যে, মার্কিণ ব্যাঙ্কারগণ সাধারণতঃ বৈদেশিক বিনিময়ের অবস্থার সহিত এত সুপরিচিত নহে যে, বিদেশে অপেক্ষাকৃত বেশী সুদে টাকা খাটাইবার সুযোগ গ্রহণ করিবার মত চেষ্টা করিবে

দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে টাকা ধার দিয়া লাভজনক ব্যবসায় পরিচালনার পক্ষে লেন-দেন-বিষয়ক যে সুব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত আবশ্যক তাহা এখন পর্য্যন্ত আমেরিকায় বিকাশ লাভ করে নাই।

কিভাবে আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন কার্য্য সাধিত হয় তাহা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব। তবে এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অধমর্ণ (অথবা অধমর্ণের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যাঙ্ক) বিদেশীয় উত্তমর্ণ ব্যাঙ্কের নামে ৬০ অথবা ৯০ দিনের ড্রাফ্‌ট রচনা করিয়া ঋণ গ্রহণ কার্য্য সমাধা করে। যদি ভারতের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক লণ্ডনের কোন ব্যাঙ্ক হইতে ১০,০০০ পাউণ্ডের ঋণ গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে, তবে ভারতীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে লণ্ডন ব্যাঙ্কের নামে ১০,০০০ পাউণ্ডের দীর্ঘ মিয়াদী ড্রাফ্‌ট রচনা করা আবশ্যক হইবে। এই ড্রাফ্‌ট কলিকাতা অথবা বোম্বাইয়ের বিনিময় বাজারে বিক্রয় দ্বারা ভারতীয় টাকার হিসাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাউণ্ডের মূল্য পাওয়া যাইবে।

কিন্তু যদি অধমর্ণ তাহার দেশের মুদ্রায় বিদেশীয় উত্তমর্ণ ব্যাঙ্কের নামে রচিত দীর্ঘকালীন ড্রাফ্‌ট সহজে তাহা হাতে রূপান্তরিত করিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে বিল রচনা দ্বারা ঋণ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়া বৃথা। ভারতের অধমর্ণ লণ্ডনের উত্তমর্ণের নামে দীর্ঘ মিয়াদী বিল রচনা দ্বারা সহজে আবশ্যক ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। লণ্ডনে এই বিল "স্বীকৃত" হইবার পর তথাকার ডিস্কাউণ্টের বাজারে উহা ভাঙ্গাইয়া লইবার পক্ষে বাধা নাই। লণ্ডনের ডিস্কাউণ্টের বাজার প্রসিদ্ধ। লণ্ডনের মত অন্যান্য স্থানে ডিস্কাউণ্টের বাজার এত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। যে স্থানে ডিস্কাউণ্টের বাজার সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, সেই স্থানে ব্যাঙ্কের নামে বিল রচনা করিয়া ঋণ গ্রহণ করা চলে না, কেন না যথোচিত ডিস্কাউণ্টের বাজারের অভাবে বিল "স্বীকৃত" হইবার পর উহা ডিস্কাউণ্ট করিয়া নগদ অর্থ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় অধমর্ণের দেশের কোন ব্যাঙ্ক অধমর্ণের রচিত বিল ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবে না। যে স্থানে ডিস্কাউণ্টের বাজার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিদেশীয় অধমর্ণদের দীর্ঘকালীন বিল সহজে ডিস্কাউণ্ট করা চলিতে পারে, পৃথিবীর মুদ্রার বাজারে কেবলমাত্র সেইসকল স্থান আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

ভারতের ঋণ দানের শক্তি নাই, ডিস্কাউণ্টের বাজারও নাই। ঋণদানের ক্ষমতা থাকিলেও ডিস্কাউণ্টের উপযুক্ত বাজার না থাকায় ভারত আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রার বাজারে উত্তমর্ণরূপে দাঁড়াইতে পারিত না। এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রার বাজারে বেশীর ভাগ অধমর্ণরূপেই কার্য্য করিতেছে। তথায় ডিস্কাউণ্টের বাজার লণ্ডনের ন্যায় এত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, এতদ্ব্যতীত তথায় আন্তর্জ্জাতিক ঋণদানের জন্য বাড়তি অর্থের অভাব।

আন্তর্জ্জাতিক ঋণ ও অবাধ স্বর্ণ-বাজার

ব্যাঙ্কিং মূলধন বিদেশে ন্যস্ত করার সম্বন্ধে এস্থলে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য। বিষয়টি এই যে, যেসকল দেশে অবাধ সোণার বাজার রহিয়াছে কেবলমাত্র সেই-সকল দেশে নিরাপত্তার সহিত উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় ঋণদান কার্য্য চলিতে পারে। একথা হইতেছে না যে, সোণা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক; প্রকৃত কথা এই যে, যদি কোন দেশ হইতে বিদেশে অবাধে সোণা প্রেরণ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে সেই দেশে বিনিময়ের হার অত্যন্ত অধিক হইতে পারে; ইহার ফলে অধমর্ণ ঋণ-পরিশোধ দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, অথবা তাহার পক্ষে ঋণ-পরিশোধ অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে।

উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। পৃথিবীর মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বাপেক্ষা অবাধ সোণার বাজার রহিয়াছে। যে বিদেশীয় ব্যাঙ্ক বিদেশীয় মুদ্রায় নিউইয়র্কে ঋণদান করে নাই, সেই উত্তমর্ণ ব্যাঙ্ককে অথবা নিউইয়র্কে যে অধমর্ণ ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে ঋণ-পরিশোধের কালে বিনিময়-হারের সম্বন্ধে খুব বড় একটা ঝুঁকি লইতে হয় না। বিনিময়ের হার এত বেশী

হইতে পারে যে, অধমর্ণের পক্ষে ঋণ-পরিশোধের খরচা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু যতদিন বিদেশে স্বর্ণ প্রেরণের পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, ততদিন বিনিময় হার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। ঋণ-পরিশোধের সময় উপস্থিত হইলে অধমর্ণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদেশীয় মুদ্রা প্রেরণের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। ঋণ-পরিশোধ কার্য্য দুই ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে—(১) ব্যাঙ্কারের ড্রাফ্‌ট প্রেরণ দ্বারা, অথবা (২) বিদেশীয় মুদ্রায় যে পরিমাণ সোণা আছে (টাঁকশালের হিসাবে) তদনুসারে ঋণের সমতুল্য সোণার পরিমাণ স্থির করিয়া তাহা প্রেরণ দ্বারা। মার্কিণ অধমর্ণ ধীরভাবে হিসাব করিয়া দেখিবেন, উল্লিখিত কোন্ পন্থা অবলম্বন দ্বারা তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ডলারের খরচায় ঋণ-পরিশোধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। যে পন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, ডলার এবং বিদেশীয় মুদ্রার মধ্যে সোণার যে নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রহিয়াছে তদনুসারে ঋণের সমতুল্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ডলার হিসাব করিয়া এবং ইহার সহিত বিদেশে সোণা প্রেরণ করিবার খরচা ধরিয়া যে মোট ব্যয় হইতে পারে, মার্কিণ অধমর্ণের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় আবশ্যক নহে। কিন্তু বিনিময় হারের বৃদ্ধিহেতু বিনিময় বিল ক্রয় করিয়া বিদেশীয় ঋণ-পরিশোধ করিতে অধমর্ণের পক্ষে যদি ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কারগণ অবিলম্বে বিদেশে স্বর্ণ প্রেরণ করিয়া তথায় নূতন আমানত সৃষ্টি করিবে, এবং এই আমানতের উপর অপেক্ষাকৃত অল্প হারে অধমর্ণদিগকে বিনিময়-বিল বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। মার্কিণ ব্যাঙ্কার যদি অবাধে বিদেশে সোণা প্রেরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে বিনিময় হারের এতই উচ্চতা ঘটিতে পারে যে, মার্কিণ অধমর্ণ বিনিময় বিল ক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ সোণার বাজার থাকায় বিদেশে সোণা পাঠাইতে অসুবিধা হয় না এবং তথায় বিনিময়-হারও অত্যন্ত উচ্চ হইতে পারে না। এই কারণে বিদেশের ব্যাঙ্কিং মূলধন অনবরত যুক্তরাষ্ট্রে ন্যস্ত হইতেছে। বিদেশীয় ব্যাঙ্কারদিগের মনে এ সন্দেহ নাই যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিনিময়-হারের অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটিবে এবং মার্কিণ অধমর্ণেরা ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ হইবে। যেখানে অবাধ সোণার বাজার নাই, সেখানে বিদেশীয় ব্যাঙ্কারগণ ঋণদান করিতে কুণ্ঠিত।

কিন্তু যদি অধমর্ণ দেশে সোণার মূল্য নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে সোণার মূল্য-বৃদ্ধির ফলে অধমর্ণ দেশের ব্যাঙ্ক উত্তমর্ণ দেশে স্বর্ণ রপ্তানি করিবার উপযোগিতা দেখিতে পায় না। এই অবস্থায় উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার অধমর্ণের পক্ষে এত অধিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে যে, তাহার পক্ষে ঋণ-পরিশোধের ব্যয় ক্ষমতার অতীত হইতে পারে। যে দেশে ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব অসম্ভব নহে, তথায় বিদেশীয় উত্তমর্ণ ঋণদান কার্য্যে সাধারণতঃ অগ্রসর হইতে চাহে না। এরূপ অবস্থায় অধমর্ণও নিতান্ত বিপন্ন না হইলে বিদেশীয় ঋণ গ্রহণ দ্বারা নিজ গলায় ফাঁসির রজ্জু পরিতে চাহে না।

উল্লিখিত কারণে কোন দেশে বিদেশীয় ঋণের সুদের হার শতকরা ৬৲ এবং নিকটবর্ত্তী অপর কোন দেশে শতকরা ৪৲ হইয়া থাকে।

যুদ্ধকালীন আর্থিক ভারত*

শ্রীমধুসূদন মজুমদার, বি এস্ ই (মিশিগান), এম এস (ইলিনয়)

যুদ্ধের পূর্বে অনেকেরই শিল্প-প্রচেষ্টার যে সামান্য ইচ্ছা ছিল আজ যুদ্ধের সময়ে তাহা অন্তর্হিত হইতেছে। আমার এসম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। এই সাময়িক বিরতির কারণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি তাই এই প্রবন্ধের সূচনা।

প্রথম কথা আমি মূলধনী নহি। ব্যবসায় করিতে মূলধন ছাড়া আর যা-কিছু ব্যক্তি বা সঙ্ঘবিশেষের থাকা দরকার তাহা আমার আছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে আমার একমাত্র সহায় হইতেছে জনসাধারণ এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা।

কিছুদিন পূর্বে "দেশী পণ্যের বেচাকেনা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন দেশে কংগ্রেসের "শিল্পপরিকল্পনা" চলিতেছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য ব্যতীত ইহার অপমৃত্যু বা অকাল মৃত্যু যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই কার্যতঃ হইল দেখিতেছি।

আটমাস পূর্বে শিল্প পরিলক্ষ্য প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম বিদেশী মূলধন নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া আমাদের শিল্পোন্নতির আশা দুরাশামাত্র। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান। কাজেই এখানে প্রথমেই শিক্ষার ভিতর দিয়া শিল্পের সংস্কার গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশের কত অংশ শিল্প-প্রধান এবং কত অংশ কৃষিপ্রধান অথবা কৃষি এবং শিল্পের সমন্বয় কি রূপে হইবে তাহা সরকারের স্থির করা প্রয়োজন।

তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু আজ ইউরোপে মহাযুদ্ধের মাঝখানে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ভারতের ভবিষ্যৎ অতিশয় সুস্পষ্ট। ভবিষ্যৎ বলিতে আমি শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎই বুঝিতেছি। শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে সন্দেহ নাই, দশ বৎসর পূর্বেও এই ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার কতটুকু মূল্য তাহা বর্তমানে ইউরোপখণ্ড বাহিরের জগতকে বুঝাইয়া দিতেছে। আজ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সমান্তরালে পাশাপাশি চলে না।

যুদ্ধের সময়ে স্বাধীন দেশের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীন দেশের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধিকতর পরিমাণে বজায় থাকে। সমষ্টির জন্য ব্যক্তির স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত যুদ্ধের সময়ই বিশেষভাবে প্রকট হয়। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রাচ্যের আদর্শস্থানীয়।

পাশ্চাত্যের ডেমোক্র্যাটিক বা গণ-নিষ্ঠ সরকার শান্তির সময়েও এই আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন। সমষ্টির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জনই তাঁহাদের কর্মনীতির মূল আদর্শ। সেই জন্য সেখানে আজকাল কূট রাজনীতির সহিত অর্থনীতি এবং সমাজনীতি একাকীভূত হইয়া গিয়াছে। গড়িয়া উঠিয়াছে ন্যাশন্যালিজম বা জাতিত্ববোধ। সুতরাং সেখানে শিল্পকলা, স্বাস্থ্য উদ্যান, খেলাধূলা, ব্যক্তিগত উন্নতি অবনতি সমস্তই একমাত্র জাতিত্ববোধের অঙ্গীভূত। 'জাতির জন্য নিজেকে ভুলিতে হইবে' যুদ্ধ বা বিপদের সময়ে পাশ্চাত্য জাতির এই বৈশিষ্ট্য আমাদের রাজনীতি বা সমাজনীতির দিক্ হইতে একটা জরুরি শিক্ষার বিষয়। দুঃখের কথা ঠিক সেই সময়েই আমাদের দেশ নানা শ্রেণীর রাষ্ট্রধুরন্ধরদের কার্যের ফলে নানাভাবে ধর্মে, রাজনীতিতে, প্রজানীতিতে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে।

যাহাই হউক, ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া লাভ নাই।

---

* বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে পঠিত ও আলোচিত (২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১)।

যুগ যুগান্তের ঘটনাবলীর ফলস্বরূপ সমাজ বা রাষ্ট্র বিপ্লবে বা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সুতরাং বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়া গেলেই ইতিহাসে সুবিজ্ঞ হওয়া যায়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা পরাধীন, নখদন্তবিহীন কৃপমণ্ডুক মাত্র। ক্রমবিকাশের স্তরবিন্যাসে আমাদের স্থান অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক নীচে।

ভারতকে স্বাধীন দেশ রূপে গণ্য করিতে বৃটিশ সরকার একেবারেই নারাজ। আমরাও বহুদিন পরপদানত থাকিয়া ইহাতেই এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, দেশ স্বাধীন হইলে যেসমস্ত দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে তাহার ভয়ে পরাধীনতাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি এবং এই ভাবেই ইহার মূল্য বাড়াইয়া দিতেছি। কূটনীতির প্রচার বিভাগও এই জুজুর ভয়কেই বড় করিয়া দেখাইয়া ছেলের ঘুম পাড়াইতেছে। বর্ত্তমানে আমাদের ভারতীয় শিল্পীদের চিন্তার বিষয় হইতেছে "ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্স" ও রোজার্স মিশন। যুদ্ধে সরবরাহের জন্য ভারতে গোলাবারুদ তৈয়ারী হইতেছে। পঙ্গু ভারত-শিল্পের নয় বড় "হাত" বাহির হইয়াছে। সেই হাতের রস যোগাইতে অন্য সব অঙ্গ অধিকতর পঙ্গু হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনের নামে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছাড়িয়া "হাত" বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্স ভারতের কাঁচামাল নিয়া অষ্ট্রেলিয়াতে বসিয়া বিমান তৈয়ারী করিবে স্থির করিয়াছে! ভারতের আমদানি রপ্তানি একরূপ বন্ধ। বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানি বাড়িয়াই চলিয়াছে। সরকারের মতে ভারতীয় বণিকদের স্বার্থরক্ষণার্থই নাকি ইহা হইতেছে। রোজার্স মিশন বিলাত-ভারতে গুরুশিষ্যের আদান-প্রদান করিতেছে। যুদ্ধে যোগ দিক আর না দিক বিদেশীর নিকট ভারত শিশু-ভারতই বটে। রাষ্ট্রবিদ্যায়, পররাষ্ট্র-বিদ্যায় ভারত শিশু; বাণিজ্যে, রাজনীতিতে, প্রজানীতিতে ভারত শিশু; যন্ত্র নির্ম্মাণে ভারত শিশু; সৈন্যদলে, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে, রণকৌশলে, ভারত শিশু। বিদেশীর শরণাপন্ন থাকিয়া দেড়শত বৎসরেও ভারত শিশুই থাকিয়া গেল।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সএ সুর উঠিয়াছে ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নাই। আর এখন যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে আমদানি করাও সম্ভব নয়। কাজেই খনিজ সম্পদগুলিকে ভূগর্ভের অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার ভার ভারতের উপর থাক অর্থাৎ ভারত কাঁচামাল দিবে, পাকামাল তৈয়ারী করিবে অষ্ট্রেলিয়া এবং সাউথ আফ্রিকা! ভারতের শিল্পকল্পনার মূলে এমন সজ্ঞবদ্ধভাবে কুঠারাঘাত করিবার অর্থ হয়তো কংগ্রেসের জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনা কমিটির ঔদ্ধত্যকে খর্ব্ব করা।

যুদ্ধে প্রস্তুত হওয়ার অজুহাতে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতের ছাত্রশিল্পীরা বিলাতে যাইবে; বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞেরা আসিয়া ভূগর্ভ-সঞ্চিত কাঁচামাল তুলিবার কারখানাগুলিতে প্রভুত্ব করিবে। বহির্ব্বাণিজ্য অন্তর্ব্বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিবে। বিলাতী মূলধনে দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য পরিপুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং দেশী মূলধনীর সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ বিলাতী মূলধনই ভারতের খনিজ-সম্পদ্ আহরণের পক্ষে যথেষ্ট। দেশবাসী এবং কংগ্রেসের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সেইজন্যই যুদ্ধে প্রয়োজনীয় জিনিষ ভারতকে জোগাইতে হইতেছে। যুদ্ধে প্রয়োজনীয় জলযান, এরোপ্লেন, মোটর গাড়ী বা রেলএঞ্জিন তৈয়ারী করার উপযুক্ত ব্যবস্থা ভারতে নাই। নূতন কারখানা স্থাপনের যন্ত্রপাতি এখন পাওয়া যাইবে না। কাজেই ভারতের রণসম্ভার বলিতে বুঝায় খনিজ ধাতু, তেল ইত্যাদি কাঁচামাল এবং মহিষ, বলদ ইত্যাদি রসদ। এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ এই যুদ্ধ মানুষে মানুষে নহে যন্ত্রে যন্ত্রে। সৈন্য বা পাইলট অথবা ভারতের লোকবলেরও প্রয়োজন হইবে না। যাহারা সৈন্যদলে যোগ দিয়াছে তাহাদেরই সরঞ্জাম নাই। ডানকার্ক হইতে যেমন বৃটিশসৈন্য "হা এরোপ্লেন, হা এরোপ্লেন" করিয়া ফিরিয়া আসিল, আমরা যদি কোনদিন ইংরেজের হইয়া মরিতে যাই তবে হয়ত "হা অন্ন, হা অন্ন" করিয়াই মরিব।

এই সঙ্কটজনক সময়ে ভারতীয় শিল্পী এবং মূলধনীর গবেষণার প্রচুর খোরাক মিলিয়াছে। আমাদের কর্তব্য কি, আমরা তুলাশিল্পী, পাটশিল্পী, তেল, সাবান, কাগজ, চামড়া, কাচ ইত্যাদি বিভাগের শিল্পী সকলেই চকলা মুদ্রাস্ফীতির গতি মন্থর হওয়ায় প্রসারিত হস্ত গুটাইয়া যুদ্ধ-বিরতির আশায় বসিয়া আছি। গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এবার আমরা বস্ত্রহীন হই নাই। দেশ-বিদেশের জীবন্ত জাতিগুলি এক একটা যুদ্ধ হইতে কত প্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমরা এবিষয়ে হয় ঘুমন্ত স্থবির, নয় মৃত; শত ঘাত-প্রতিঘাতেও আমাদের যেন চৈতন্যই হয় না। ব্যবসায়ী বা শিল্পী হিসাবে আমরা দেশের রাজনীতি বুঝি না, বুঝিলেও দাস-জীবনের ব্যবসায়নীতি এবং রাজনীতি সমান্তরাল নহে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের ভবিষ্যৎ কি তাহাই চিন্তনীয়।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় নিশ্চয়ই আছে। গত মহাযুদ্ধে ইংরেজদের জয়ের ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কি কি সুবিধা বা অসুবিধা হইয়াছিল তাহা সকলেরই মনে আছে। এবারের যুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি স্থাপনের সময় যুযুধান জাতির ভিতর ভারতের বাজার লইয়া দর-কষাকষি হইবেই। হয়তো জয়ী ইংরেজ ভারতের উপর তাহার দাবী সমান ভাবেই বজায় রাখিবে। এই জন্যই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করিবার সময়ে ইংরাজ ভারতকে পাকা করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না। কংগ্রেস বলে ইংরেজের দূরদৃষ্টি নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের মারফৎ ভারতের ভাগ্য প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে। চারি দিক্ হইতে সমুদ্র-পথ বন্ধ হইলেও ভারতে এমন কোন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিবে না যাহা যুদ্ধের পর তাহাকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে। বর্তমানে ভারত হইতে যাবতীয় সৈন্য, সরঞ্জাম, কাঁচা ও পাকা মাল বৃটিশ সরকার ধারে লইবেন। যুদ্ধ অবসানে বিলাতী মাল আমদানি করিয়া এই ধার শোধ করা হইবে। এখন যাহা কিছু ছোটখাট শিল্প মাথা নাড়া দিয়া উঠিতেছে যুদ্ধের পর বিলাতী মালে বাজার ছাইয়া গেলে চারা গাছগুলি রসহীন হইয়া মারা যাইবে। অর্থনীতিবিদ্‌রা বলিবেন দেশের আর্থিক সৃষ্টী গত যুদ্ধের সময়কার মতন বাড়িয়াছে। কিন্তু সবই যে বিদেশী মূলধনে! ভবিষ্যতের মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে বিদেশী লোকও আমদানি হইবে। শাদামুখে দেশ ভর্তি হইয়া যাইবে। আমাদের অবস্থা হইবে নব্য দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার নিগ্রোদের মত। ট্রাম, ট্রেণের নিম্নশ্রেণী ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। শৈলশিখরগুলিতে থাকিবে শ্বেত শাসকশ্রেণী। নিম্ন সমতলের অধিবাসী হইব আমরা।

গান্ধি-মার্কা কংগ্রেস তো যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করিয়া তেলখানা ভর্তি করিতেছে। সরকারী খরচে ধপধপে টা মিলিবে। কিন্তু মরিব ব্যবসায়ীরা; না পাইব তেলে স্নান, না হইবে ব্যবসা। আজ এই ইংরেজকে সাহায্য করিতেছি না বটে, কিন্তু ইংরেজ যুদ্ধে জয়ী হইলে এই যুদ্ধের বায় বায় সুদ আদায় করিয়া নিতে পারে এ ক্ষমতা তাহাদের আছে। সুতরাং ব্যবসায়ী হিসাবে আমরা তাহাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক নহি। কিন্তু ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্স আমাদের সেই ইচ্ছার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। জাহাজ, রেল, উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ী প্রভৃতি কোন-কিছুই ভারতে তৈয়ারীর চেষ্টা হইবে না। নূতন শিল্প স্থাপনে ভারতকে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার কোন পরিকল্পনাই সরকারের নাই। দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও তৈয়ারী জিনিষ পাইবার জন্য চিরকাল ভারতকে পর-মুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইবে। ইংরেজের অন্তরে ভারতবাসীর স্থান কিরূপ তাহা যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বিধাহীনভাবে ধরা পড়িয়াছে। এই যুদ্ধে ইহাই আমাদের লাভের বিষয়। ভারত ও বিলাতের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ ধরিয়া নিয়াই আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে। বিলাত-ভারতের এই সম্বন্ধ-স্থাপন ইংরেজের পক্ষে অদূরদর্শিতাও নহে অন্যায়ও নহে। ইহা কূট রাজনীতি। এই সম্বন্ধই ইংরেজের শ্রেয়ঃ।

যুদ্ধের পর ভারতের অবস্থা আর্থিক সৃষ্টীর সংখ্যায় ভাল দেখাইবে স্বীকার করি; কিন্তু বর্তমানে ব্যবসায়ীর

অন্তরের বেদনা এবং শত শত দুর্গতির অন্তরের বেদনা এই মাপকাঠিতে ধরা পড়িবে না। আমাদের স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের দুরবস্থার উল্লেখ করিলে তাহা লণ্ডনের ধ্বংস-স্তূপের তুলনায় কিছুই নহে বলিয়া অভিযোগ উড়াইয়া দেওয়া হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বেকার সমস্যা হইতে দেশরক্ষা সমাধান ছাড়িয়া কোটি কোটি টাকা দিয়া দুই চারিটি বোমারু বিমান কেনার ব্যবস্থা করাই আত্মরক্ষার প্রশস্ত উপায়! যুদ্ধে জয় পরাজয় নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু পৃথিবীর খনি খুঁড়িয়া সমুদ্রে বিসর্জ্জনের এমন উপায় বোধ হয় আর নাই। বহু অর্থব্যয়ে সমুদ্র অথবা ভূগর্ভস্থ খনি হইতে যেসমস্ত জিনিষ উদ্ধার করা হইল তাহাই আবার ভিন্ন আকারে জাহাজ ডুবি ইত্যাদি দ্বারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে। ভবিষ্যতে খনি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিল। ইহা কি প্রকৃতির রোষ না রুদ্রের তাণ্ডব? হয়তো সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সাম্য রক্ষার্থ মহাযুদ্ধও প্রকৃতির একটি নিয়ম। এই যুদ্ধ ভারতের তিলে তিলে মৃত্যুও তাহার বিধিলিপি।

যুদ্ধের পর হয়ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র অশান্তি, অরাজকতা, চোর-ডাকাতের উপদ্রব আরম্ভ হইবে। বিপ্লব, মহাবিপ্লব, অন্তর্বিপ্লবের মধ্য দিয়া মানব সমাজ সমষ্টির কাছে গোষ্ঠির স্থান স্থির করিয়া লইবে। ভৌগোলিক সীমার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে। ইউরোপে জাতিগুলির মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে তাহার ঢেউ এসিয়াখণ্ডকেও প্লাবিত করিবে। রাশিয়া বিনা কারণেই চুপ করিয়া বসিয়া নাই; সে দেখিতেছে সমাজ-তন্ত্রের অগ্রদূতরূপে জাতীয় গণতন্ত্র সীমার পর সীমা অতিক্রম করিয়া তং তং দেশের উচ্চ জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি বদলাইয়া দিতেছে, বস্ত্রাপচা রাজনীতিকে নব-বিধান প্রজানীতিতে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। নববিধানের প্রেরণায় ইতিমধ্যেই পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া চার্চ্চিলের ডিক্টেটরী শাসন আরম্ভ হইল। ফাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে ইংরেজ (অন্ততঃ সাময়িক-ভাবে) ফাসিষ্ট হইয়া পড়িল। বাকীটুকু পরিবর্ত্তন হইলেই লর্ড ও ডিউকরা মুছিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মসলী প্রমুখ বিপ্লবীরা মুক্তি পাইবে। দেশ সমাজ জাতি নূতন আদর্শে গড়িয়া উঠিবে। এই জন্যই জাপান বলিতেছে বিশ্বশান্তির জন্য এই যুদ্ধ।

ভারতের বিপুল ধনৈশ্বর্য্য, খনিজ রত্নাদি কেবল এক শ্রেণীর ভোগ-লালসা মিটাইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিবে না —উহা বিশাল বিশ্বের স্বার্থের জন্য ব্যবহৃত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ক্রমবিকাশের পথে যে পরিবর্ত্তন ভারতে আসিতেছে উহাই বিপ্লব আকারে নূতন অর্থ-নৈতিক ছাঁচে নূতন দেশ গড়িয়া তুলিবে। আমাদের ন্যায় কুটির-শিল্পীরা যুদ্ধ বিপ্লব অপেক্ষা শান্তিই ভালবাসে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিপ্লব কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আসে না। যুদ্ধের পর নূতন অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর লোক যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে আজ তাহার ঠিক ধারণা করা কঠিন। এই উভয় সঙ্কটে কি উপায়ে আমরা ভারতের ক্ষুদে শিল্পীরা বাঁচিয়া থাকিব? এই সমস্যারই একটা সমাধান চাই। আজিকার দিনের দেশী শিল্পীদের অদূর ভবিষ্যতের বিপ্লবে দিন যাপনের পাথেয় সঞ্চয় করিতে হইবে। এমন পাথেয় দরকার যাহা বিপ্লবের সময়ও কার্য্যকরী হইবে। আমার মতে যেগুলি উপযোগী হইতে পারে তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

১। সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইবে। প্রজাদের মতন জমিদারদেরকেও শারীরিক পরিশ্রম ও অন্যান্য পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংস্থান করিতে হইবে। কল মালিকেরা ধনিকেরা শ্রমিকের শ্রমের যথারীতি মূল্য না দিয়া নিজের ব্যাঙ্কের অঙ্কের পরিমাণ অথবা নিজ খরচ বাড়াইতে থাকেন, তাহা উচিত নয়। সকলকেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থ রাখিয়া উদ্বৃত্ত অর্থে এমন কোন কাজ করিতে হইবে যাহা দেশের অগণিত বেকারের মধ্যে দুই একটিরও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে। এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন না হইলে শত আইন পাশ করিয়াও বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। দেশের সমস্ত অর্থ মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে আটকাইয়া থাকিলে সেই টাকা ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্পে না খাটিলে দেশে বুভুক্ষুর সংখ্যা বাড়িতেই থাকিবে।

২। যক্ষের ধনের মত অর্থ মজুত করিয়া লাভ নাই। যুদ্ধের সময় ঐ অর্থ মজুত রাখা অসম্ভব। ট্যাক্স, সুপার ট্যাক্স, যুদ্ধ ট্যাক্স ইত্যাদিতে উহা নিঃশেষ হইবেই। অর্থ মজুতকারীরা চুরি ডাকাতির প্ররোচক হিসাবেও দোষী। অর্থের চলাচল না থাকিলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অচল হইয়া পড়ে। ফল হয় অরাজকতা, লুটতরাজ ইত্যাদি।

৩। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মাল-পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন। বিভিন্ন কাঁচা মালের উপর অথবা ব্যবসায়ের উপর শিল্প নির্ভর করে। তৈরী মাল বিক্রী করিতে হয় বাহিরে—অন্তর্ব্বাণিজ্যে বা বহির্ব্বাণিজ্যে। ইদানীং বেচাকেনা কমিয়া যাওয়ায় কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া না দিয়া কাঁচা মাল-ওয়ালাদের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করা দরকার যে কাঁচামালের পরিবর্ত্তে তাহারা তৈরী মাল গ্রহণ করিয়া মজুত রাখিবে। শিল্পের গোড়ার কথা হইতেছে কাঁচামাল হইতে পাকা মাল তৈরী করা। শ্রমিকদিগের ভরণ-পোষণের জন্য সামান্য পরিমাণে কাঁচা টাকা তৈয়ারী মালের পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ক হইতে লইতে হইবে।

৪। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের কবল হইতে বাঁচিতে হইলে যেমন ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্র হইতে হয়, শিল্পে বিদেশী ধনাগমের কবল হইতে অথবা বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ছোট ছোট শিল্পগুলিকে একত্র হইতে হইবে। একদিকে মেশিনারী কম ব্যবহার করিয়া ছোট কারবারগুলি কুটির শিল্পের রূপ ধারণ করিবে, বেশী মজুর রাখিবে এবং উহারা পণ্য বিক্রয় দ্বারা লাভবান হইবে। অপর দিকে ছোট কারখানাগুলি সমবেত হইয়া কোনরূপ মূলধনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বাটা কোম্পানীর একচেটিয়া কারবারকে নষ্ট করিতে পারে কেবলমাত্র সমস্ত উপানৎ-শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন একত্র হইলে। পক্ষান্তরে যেখানে হাতে কাজ চলে সেখানে মজুর লাগাইতে হইবে। যাহারা যে শিল্পে কাজ করিবে তাহারাই সেই শিল্পজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিবে। এইরূপে মূলধনী এবং শ্রমিকের স্বার্থ সেই শিল্পের উপর সমানভাবে বজায় থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উচ্চতর হইবে।

৫। কংগ্রেসের জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি দ্বারা দেশের শিল্পের মোটামুটি একটা হিসাব নেওয়া হইয়াছে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্স হইতে আমাদের লাভ হইয়াছে বিদেশী বণিকের মূল স্বার্থের বিষয় জ্ঞান। ব্যক্তিগত চেষ্টায় ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির তাৎপর্য্য অনল ভাগ। কিন্তু জগতের আবহাওয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যক্তিগত স্বার্থের দিন চলিয়া গিয়াছে। অথচ ভারত সরকারের মনোভাবে নূতন অর্থনৈতিক ছাঁচ না গড়িয়া উঠা পর্য্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সরকারের উপর আমাদের চাপ দেওয়া উচিত। ব্যবসায়ীরা বিপ্লব চাহে না; কিন্তু 'ক্রম'বিকাশের অন্তরায়গুলিকে ব্যক্তি এবং সমষ্টির চেষ্টায় অতিক্রম করিতে না পারিলে 'আকস্মিক' বিকাশ অর্থাৎ বিপ্লব অনিবার্য্য। যুদ্ধ বিদ্রোহ ইত্যাদিও প্রকৃতির নিয়ম।

যুদ্ধের সময় অথবা এই বিপ্লবের সময় শান্তির সময়কার উপযোগী সমাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদির শাসন খাটে না। ঝড় বাত্যায় ভূমিকম্পে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া যাহা কিছু স্থাবর তাহারই আশ্রয় নেওয়া উচিত। ব্যক্তি বা জাতির জীবনে সেই স্থাবর সম্পত্তি হইতেছে ব্যবসা ক্ষেত্রে সাধুতা, লক্ষ্য বিষয়ে একনিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী হওয়া, রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে বিচলিত না হওয়া বা তাহাতে যোগ না দেওয়া।

৭। বিদেশী মূলধনীদের মধ্যে আমেরিকার মূলধনীরা ইংরেজের নিকট হইতে ইজারা লইয়া ভারতের বাজারে উপস্থিত হইবে। ঐরূপ অবস্থায় 'স্বয়ং ভেদেন' নীতি অনুযায়ী জাপানকে আমন্ত্রণ করা দরকার হইবে। ব্যবসায় নীতির দিক্ হইতে ভারতের বাজার একটিমাত্র ক্রেতার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক হইবে না।

৮। যুদ্ধের চাহিদায় কোন নূতন শিল্প আরম্ভ না করিয়া প্রচলিত শিল্পগুলিকে ক্রয়-বিক্রয়ের সাহায্যে পুষ্ট করা এবং বাঁচাইয়া রাখাই যুক্তিযুক্ত। এই সময় খুব বড় রকমের শিল্পও গড়িয়া তোলা ভুল হইবে। কারণ

বাহিরের ঝড়ে বড় গাছেরই পতন হয়; দুর্ব্বা ঘাসের বিপদ নাই।

৯। যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিণ মূলধন ভারতে খাটান নিরাপদ ছিল না, সরকারের সঙ্গেও কোন বন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া দেশী শিল্পে মার্কিণ প্রভাব নামমাত্র ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধাবসানে মার্কিণ মূলধন ভারতে প্রচুর পরিমাণে খাটিবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য

শ্রীযুত মধুসূদন মজুমদার বি এস ই (মিশিগান), এম এস (ইলিনয়) বঙ্গীয় বনবিজ্ঞান পরিষদে যুদ্ধ ও আর্থিক ভারত সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি ইষ্টার্ণ গ্রুপ বনকারেন্স ও রোজার কমিশনের সুপারিশের সমালোচনা করেন। যুদ্ধের সময় দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কি নীতি অবলম্বন করা উচিত এ বিষয়ে তিনি একটি যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা পাঠ করেন। যুদ্ধের সময় বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্বন্ধে খুব সাবধান হওয়া উচিত। কেননা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে আর্থিক অবনতির সময়টা দেখা দেয়, তখন এগুলিকে রক্ষা করিতে বড়ই বেগ পাইতে হয়।

অতঃপর অধ্যাপক ডাঃ বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্পোন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। তবে স্বাধীন ভারতের পক্ষে শিল্পোন্নতি যত দ্রুত হইতে পারিত, এখন তাহা হয় নাই বলিয়া ক্ষোভ করিলে বিশেষ লাভ হইবে না।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম-এ বলেন যে, রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পূর্ণাঙ্গ আর্থিক উন্নতির জন্য পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক উন্নতি অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান স্বাধীন দেশের অর্থনীতি হইতেছে বিরাট বিরাট আর্থিক পরিকল্পনা। পরাধীন ভারতবর্ষে ইহা বর্ত্তমানে কি করিয়া কার্য্যকরী করা যাইবে?

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম এ, বি এল, বর্ত্তমানে সংরক্ষণ শুল্কের উপযোগিতার কথা বিবৃত করেন। অধ্যাপক সুবোধকুমার ঘোষাল ও অন্যান্য কয়েকজনের আলোচনার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৮ ১৬শ বর্ষ—২য় সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

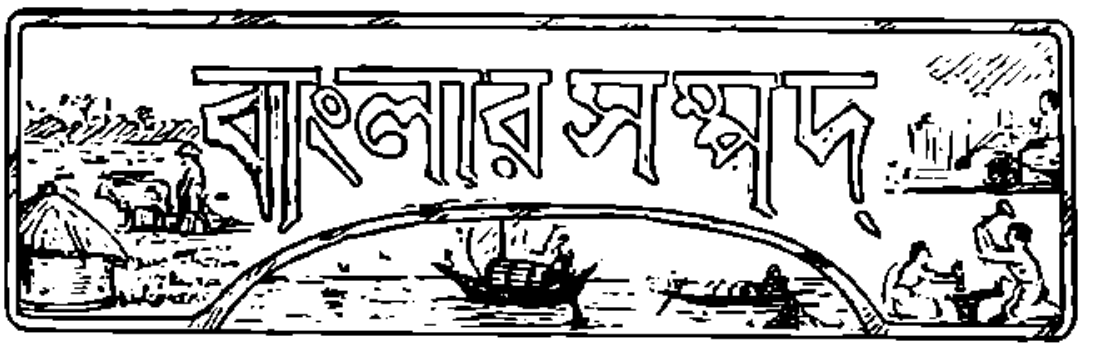

পাট সমস্যা ও তাহার সমাধান

চাষীরা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পাট উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, এজন্য গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরের পাটের মরসুম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

নানা কারণে এ বৎসর বহু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধের দরুণ ইউরোপের সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে; ফলে শত্রুদের দেশে এবং তাহাদের অধিকৃত দেশসমূহে পাট ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমুদ্রপথে পাট রপ্তানি করা কঠিন হইয়াছে। এক্ষণে বাণিজ্যপোতগুলিকে দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়; বহু জাহাজ সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বহু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সহিতও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত কারণবশতঃ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার পাটের চাহিদা স্বভাবতই অনেক কম।

অপর পক্ষে, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার অধিক পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাহ্ণেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের দরুণ পাটের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, বরং হ্রাসই পাইবে; সুতরাং উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত না হইলে পাটের দর অনেক কমিয়া যাইবে। এই অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট ১৯৪০ সনে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু এ কার্য্যে তাঁহাদিগকে ভীষণ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। অনেকেই মনে করেন যে, গভর্ণমেণ্ট ভুল করিতেছে; কারণ যুদ্ধের দরুণ পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ও উহার চড়া দাম পাওয়া যাইবে। পাট-চাষীরা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু বেশী পরিমাণ জমিতে পাট বপনে উৎসাহিত হয়। এখন পরিষ্কার-ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, গভর্ণমেণ্টই ঠিক বুঝিয়া-

ছিলেন—অপরাপর লোকেরা ভ্রান্ত ধারণাই করিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও আইন-সভায় বিভিন্ন দলের সম্মিলিত চাপে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ১৯৪০ সনে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। অধিকন্তু অধিক পরিমাণ পাট উৎপাদনের লোভে চাষীরা পাট আবাদের অনুপযোগী জমিতেও পাট বুনিয়া দেয় এবং বহু জায়গায় পাটের অঙ্কুরোদ্গমের প্রারম্ভে পাট পচাইবার জন্য জলের অভাবও ঘটিয়াছিল। ফলে শুধু যে বেশী পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে এমন নয়, বহু অধিক পরিমাণে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটও উৎপন্ন হইয়াছে। এইসব কারণে চাষীদের জন্য পাটের ন্যায়সঙ্গত মূল্যের ব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় এবং গোড়াতেই ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা গিয়াছিল যে, পাটের চড়া মূল্যের ব্যবস্থা করা হয়ত সম্ভবপর হইবে না।

পাটের দর যাহাতে একেবারে পড়িয়া না যায় এজন্য গভর্ণমেণ্ট অতঃপর ব্যবসায়িগণের সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। বহু আলোচনার পর ১৯৪০ সনের জুন মাসের শেষভাগে মিল-মালিকদের সঙ্গে এই মর্ম্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, কলিকাতার বাজারে তাঁহারা একটা নির্দ্দিষ্ট দামের কমে পাট ক্রয় করিবেন না। কলিকাতার বাজারে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য কত নির্দ্ধারিত হয়, গভর্ণমেণ্ট তাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ করিয়া পাটচাষীদিগকে, জানাইয়া দেন। মফঃস্বলের কলিকাতার আনুপাতিক দর দাবী করিবার জন্য এবং যাহাতে অধিক পরিমাণ পাটে বাজার ছাইয়া না ফেলে সেজন্য গভর্ণমেণ্ট অল্প অল্প করিয়া পাট বিক্রয় করিতে পাট-চাষীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছেন, যে, দেশের সর্ব্বত্র উক্ত উপদেশ অনুসারে কাজ হওয়ায় মোটের উপর পাটবিক্রয়ে তাড়াহুড়া দেখা দেয় নাই। যদি পাট বিক্রয়ে অস্বাভাবিক তৎপরতার সৃষ্টি হইত তাহা হইলে বহু আগেই পাটের দর অরো নামিয়া যাইত এবং সম্ভবতঃ সে অবস্থায় সমস্যার কোন প্রতিকার করা সম্ভবপর হইত না। সুখের বিষয়, পাট-উৎপাদনকারীরা গভর্ণমেণ্টের উপদেশ মত কার্য্য করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়াস পায়। তথাপি নানা কারণে মফঃস্বলে পাটের দর হ্রাস পাইতে থাকে এবং গভর্ণমেণ্ট উহা রোধ করিতে পারেন নাই। কলিকাতার দরের সহিত মফঃস্বলের দরের সমতা রক্ষার পক্ষে যতটুকু তৎপরতার আবশ্যক ছিল, মিল-মালিকগণ পাটক্রয়ে তাহা বজায় রাখিতে পারেন নাই। ফলে এই হয় যে, হয় ফড়িয়ার দল বেশ মোটা লাভ করিয়া লইতেছিল, অথবা পাট-উৎপাদনকারীরা ন্যায়সঙ্গত মূল্যে পাটক্রেতা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই উভয় ব্যাপারেরই উদ্ভব হয় এবং উহার সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্টকে পুনরায় ব্যবসায়ীদের নিকট উপস্থিত হইতে হয়।

অবশেষে নভেম্বরের প্রথম ভাগে মিলমালিকগণ কতিপয় নূতন প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু দুইটী মুখ্য কারণে গভর্ণমেণ্ট উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ, উহাতে প্রস্তাবিত মূল্যে অবশিষ্ট পাটের একটা বিরাট অংশ মিলমালিকগণ ক্রয় করিয়া লইবেন, এমন কোন খাঁটি প্রতিশ্রুতি ছিল না। এইজন্য গভর্ণমেণ্ট বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত প্রস্তাব অনুসারে পাটের দর সামান্য হ্রাস করা হইলেও চাহিদা বৃদ্ধি কিম্বা মফঃস্বলে পাটের উপযুক্ত দর রাখা সম্ভবপর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর অর্থাৎ "বটম" কোয়ালিটীর পর পাটের আর একটী শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাবও করা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিলেন যে, উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলেও পাটের তারতম্যের মান অনেকটা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বর্ত্তমানে মফঃস্বলে "বটম" কোয়ালিটির যে পাট ৬৷৷০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে, প্রস্তাবিত নূতন শ্রেণী-বিভাগ হইলে উহা আরও কম মূল্যে বিক্রয় হইত। এই-ভাবে পাট-উৎপাদনকারীরা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইত এবং "মিডল" (মধ্যম) কোয়ালিটীর পাট "বটম" (নিম্ন) কোয়ালিটীর এবং "বটম" কোয়ালিটীর পাট তাহাপেক্ষাও নিম্ন স্তরে গিয়া পড়িত। পাটের মূল্য বৃদ্ধি এবং উহার স্থিরতা বজায়ের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট অবশেষে ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

ভারত গভর্ণমেণ্ট ৪ঠা ডিসেম্বর দিল্লীতে মিল মালিক ও পাট-উৎপাদক প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন

আহ্বান করেন। নভেম্বর মাসে মিল-মালিকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রধান আপত্তি দুইটী সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য উক্ত সম্মেলনে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।

প্রস্তাবিত নূতন দরে মিল-মালিকগণ উৎপন্ন পাটের একটা বিরাট অংশ ক্রয় করিবেন এমন কোন নির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির অভাবের দরুণ বাঙ্গালা সরকার যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, উহার খণ্ডনার্থ নূতন দরে পাট ক্রয়ের জন্য মিল-মালিকগণের নিকট সুপারিশ জানাইতে সম্মত হন :—

১৯৪১ সনের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৭৪ লক্ষ মণ।

১৯৪১ সনের ১৫ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ মণ।

১৯৪১ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৩৭½ লক্ষ মণ।

১৯৪১ সনের ১৫ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ২৫ লক্ষ মণ।

১৯৪১ সনের ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট ১৮১½ লক্ষ মণ।

নূতন করিয়া নিকৃষ্টতর পাট-মার্কার প্রবর্ত্তনে পাটের তারতম্যের মান উচ্চ হওয়া সম্পর্কে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সম্মেলনে সে আপত্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া উক্ত প্রস্তাব বাতিল করাই স্থির হয়।

কনফারেন্সে যেসমুদয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে একমত হইয়াছেন, সেগুলিতে ভারতীয় চটকল এসোসিয়েশনের সদস্যগণও সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

সুতরাং এক্ষণে যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

আগামী চারি মাস সময়ের মধ্যে মিলসমূহ উল্লিখিত কার্য্যতালিকা অনুসারে ক্রমে ক্রমে ১৮,১৫০,০০০ মণ পাট ক্রয় করিবে। এই পাট "বটম" জাত ও তাহার চেয়ে ভাল পাট হইবে। এই ব্যবস্থামতে আবর্জ্জনাশূন্য পাট অথবা যে পাটের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ ধারা বস্তা তৈয়ার হইতে পারিবে, তাহাকেই "বটম" জাত পাট বলা হইবে। পাকা বেলওয়ালাদের নিকট হইতে মিলসমূহ যে ছাটাই পাট সর্ব্বদা খরিদ করিয়া থাকে, তাহা ছাড়া "বটম" জাত পাটের চেয়ে নিকৃষ্ট পাট ক্রয়-বিক্রয় এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই এবং ঐরূপ পাটের জন্য কোন দামও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। যদি মিলসমূহ ঐরূপ পাট ক্রয় করে, তাহা হইলে উল্লিখিত পরিমাণ পাটের অতিরিক্তভাবেই তাহা ক্রয় করিবে। যে পাট সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কলিকাতায় তাহার যে দর নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

	"মিড্‌ল"	"বটম"
	টাকা	টাকা
ইণ্ডিয়ান ফিগ্‌ট্রিক্ট	৭৸০	৬৲
ইণ্ডিয়ান জাট	৮।০	৬।০
ইউরোপিয়ান প্যাকড	৮৸০	৬৸০
যাচাই-না-করা দেশী পাট ...		৬৲

পাটচাষীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন এই মূল্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে এবং উক্ত মূল্য অনুসারে হিসাব করিয়া তাহাদের গ্রাট বিক্রয়ের স্থানে দামনির্ণয় করিয়া লয়। সাধারণতঃ, পল্লী-অঞ্চলের মূল্য কলিকাতার মূল্যের চেয়ে ৸০ বার আনা হইতে ১।০ এক টাকা চারি আনা কম হইয়া থাকে; কলিকাতা হইতে স্থানের দূরত্ব ও মালের ভাড়ার কম-বেশীর উপরই এই তারতম্য নির্ভর করে। চাষীরা উল্লিখিত মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজেদের পাটের মূল্য স্থির করিবে এবং তাহার চেয়ে কম মূল্যে যেন বিক্রয় না করে। গবর্ণমেণ্ট ইহা ভালমতই জানেন যে, পাটচাষীরা পাটের শ্রেণী বিভাগ না করিয়াই যাচাই-না-করা অবস্থায় এক ভাড়ায় বিক্রয় করিয়া থাকে। তথাপি এই শ্রেণীর পাটের মূল্য অনুসারে পাট-চাষীরা মোটামুটি অনেকটা তাহাদের পাটের মূল্য নির্ণয় করিয়া লইতে পারিবে। তাহারা সহজভাবে জানে—এক বাণ্ডিল পাটের মধ্যে কতটা "মিড্‌ল" ও কতটা "বটম্" ইত্যাদি শ্রেণীর থাকে। এই বিবৃতিতে কলিকাতায় পাটের যে মূল্য উল্লেখ করা গেল,

তাহা হইতে যুক্তিসঙ্গত একটি অংশ বাদে পাট-চাষীরা কি দরে স্থানীয় বাজারে পাট বিক্রয় করিবে, তাহা স্থির করিয়া লইতে পারিবে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিবৃতিতে যে দাম উল্লেখ করা গেল, উহা সর্ব্বনিম্ন দর, নির্দ্দিষ্ট দর নহে। এই বিবৃতির প্রথমাংশে যে সমুদয় অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হইল, এ বৎসর ঐ সব বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, পাট-চাষীদের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলেও উল্লিখিত সর্ব্বনিম্ন দর অসন্তোষজনক নহে।

পূর্ব্বের মত এখনও গভর্ণমেণ্ট পাটচাষীদিগকে শুধু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয় করিবার পরামর্শ দিতেছেন না। উৎকৃষ্ট পাটের দর ভালই আছে এবং তাহা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু উৎকৃষ্ট পাটের দর খুব বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা করাও দূরদর্শিতার কাজ হইবে না এবং পাটচাষীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, পরে উৎকৃষ্ট পাটের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে, এই আশায় যেন তাহারা উৎকৃষ্ট পাট ধরিয়া না রাখে। পাটচাষীদিগকে এই উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা যেন যুক্তিসঙ্গত ভাবে বাছাই করিয়া তাহাদের পাট বিক্রয় করে। সবগুলি উৎকৃষ্ট বা সবগুলিই নিকৃষ্ট শ্রেণীর যেন না হয়।

এ কথাও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, মিলসমূহের সহিত গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার চুক্তিমত যদি উল্লিখিত চারিমাসে মিলসমূহ তাহাদের নিজের জন্য উপরের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় না করে, তাহা হইলে ঐ সময়ের মধ্যেই উল্লিখিত পরিমাণ পূর্ণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিলসমূহ পাট খরিদ করিবে। অতএব শুধু মোট ১৮,৭৫০,০০০ মণ পাটের ক্রয় সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্ত করা হয় নাই; বরং চারি মাস সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এই পাট ক্রয় করা হইবেই। উল্লিখিত বিপুল পরিমাণ পাট—যাহা মিলসমূহ ক্রয় করিবে, তাহাই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যে পরিমাণ পাট ক্রয়-বিক্রয় হইবে, তাহার সব বুঝাইতেছে না। মিলসমূহের এই পরিমাণ পাট ক্রয় করা ছাড়াও পাকা বেলওয়ালারা রপ্তানির জন্য পাট ক্রয় করিবে এবং বেলওয়ালা ও অন্যান্য পাট ব্যবসায়িগণ পাট ক্রয় করিবে এবং স্থানীয় প্রয়োজনেও পাট বিক্রয় হইবে। পাট-চাষীদের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ পাট ক্রয় করা হইয়াছে, তাহা হিসাবের মধ্যে ধরিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মোট উৎপন্ন পাটের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী বিক্রয় হইয়া যাইবে। মরসুম শেষ হইবার ও নূতন পাট আমদানি হইবার পূর্ব্বে আরও আড়াই মাস হাতে থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে নানাবিধ স্বার্থসম্পন্ন লোক নিশ্চয়ই আরও বহুল পরিমাণে পাট ক্রয় করিবে।

কিন্তু এইরূপ হওয়া অসম্ভব নয় যে, পাট-ব্যবসায়ীরা ও অন্যান্য লোকে চাষীদিগকে বুঝাইতে চাহিবে যে, খারাপ পাটের বস্তুতপক্ষে কোন মূল্যই নাই এবং অতি সামান্য দরে উহা ক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে। গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে, ঐরূপ পাটের চাহিদা হইবে এবং মরসুম শেষ হইবার পূর্ব্বে ঐ শ্রেণীর পাট ক্রয় করিবার জন্যও যথেষ্ট প্রতিযোগিতা হইবে। এই কারণে পাটচাষীদিগকে পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা যেন তাড়াতাড়ি যা-তা মূল্যে তাহাদের নিম্ন শ্রেণীর পাট বিক্রয় করিয়া না ফেলে এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্য পাইবার জন্য যেন উহা ধরিয়া রাখে। ইহা খুবই সম্ভব যে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ও ৩০শে জুন যখন মরসুম শেষ হয়, এই সময়ের মধ্যে পাটচাষীদিগের হাতের পাট যথেষ্ট পরিমাণ বিক্রয় হইবে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আগামী পাটের ফসলের আবাদ প্রায় শেষ হইবে এবং তখন বুঝা যাইবে, যে, পাটের আবাদ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ করা হইয়াছে। কারণ গভর্ণমেণ্ট পাটের চাষ ঐ পরিমাণে কমাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। পাটচাষীদের স্বার্থের জন্য ইহা অপরিহার্য্য যে, গভর্ণমেণ্ট পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁহারা সে কর্ত্তব্য পালনে পশ্চাৎপদ না হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পাটচাষ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে কোন পরিকল্পনা বা কোন কার্য্যপন্থা দ্বারা কিম্বা বৎসরের পর বৎসর পাটের দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া পাট-চাষীদিগকে যুক্তিসঙ্গত এবং স্থায়ী মূল্য পাইতে দিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে না। পাট-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

করেক বৎসর চালাইতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছে। পাটচাষীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য যেন তাহারা পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং তাহারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে, এইরূপ সহযোগিতা দ্বারা তাহারা তাহাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি ও নিজেদের স্বার্থই সম্প্রসারিত করিবে।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আগামী বৎসরের পাটের আবাদ ১৯৪০ সনের আবাদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ করিতে হইবে—ইহাই সমস্ত কার্য্যপন্থার মূলীভূত বিষয় এবং সর্ব্বপ্রকারে ইহাকে কার্য্যকরী করিতেই হইবে।

(বঙ্গশ্রী)

সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে রাসায়নিক পরীক্ষার সুযোগ

দেশীয় ক্ষুদ্র ও শিল্প শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আলিপুর সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে রাসায়নিক পরীক্ষার কি ব্যবস্থা করা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন। আপাততঃ যেসকল ব্যবসার প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা-প্রাপ্তির যোগ্য তাহাদিগকে অল্পমূল্যে নিজেদের জিনিষ আলিপুর সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা করাইবার সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে এক বৎসর পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে। যেসকল ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান এই অল্প মূল্যের রাসায়নিক পরীক্ষার সুযোগ চাহেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ প্রদেশের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টারের মারফতে আলিপুর পরীক্ষাকেন্দ্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন এবং ঐ সুবিধা-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলিপুর পরীক্ষাকেন্দ্রে ঘি, তৈল, বার্ণিশ, রং, ধাতুদ্রব্য, বিজলী সংক্রান্ত দ্রব্যাদি, বস্ত্র, ইমারতের সরঞ্জাম প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া তাহাদের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। যে-কোন জিনিষ এখানে পরীক্ষিত হইলে জিনিষের উৎকর্ষ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট হইতে ঐ মর্ম্মে একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে গাছপালার অনুসন্ধান

বিগত কয়েক মাস হইতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ষ্টেটের উৎসাহে প্রয়োজনীয় গাছপালার জরিপ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে রাজ্যের আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নতি হইবে আশা করা যাইতেছে। যেসমস্ত বৃক্ষাদি ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদের মধ্যে মাজরা পাট প্রধান। ইহা এক প্রকার আঁশযুক্ত গুল্ম এবং ইহাদ্বারা দড়ে, চট, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আঁশ প্রস্তুত করার জন্য এক প্রকার গাছ, চালমুগরা নামক সুবিখ্যাত ঔষধের গাছ প্রভৃতি আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় গাছের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈরীর বহু প্রকার ওষধি ও বৃক্ষাদি এই রাজ্যে পাওয়া যায়। আশা করা যাইতেছে যে, এই প্রচেষ্টা সফল হইলে ময়ূরভঞ্জের আর্থিক ও বৈষয়িক উন্নতি বেশ অগ্রসর হইয়া যাইবে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বাঁশের চাষ

সম্প্রতি ময়ূরভঞ্জের বন বিভাগে প্রচুর বাঁশের চাষ হইতেছে। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বনবিভাগ এই প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে প্রায় ২০০০ হাজার একর পরিত্যক্ত জমিতে ইহার চাষ হইতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁশের চাষ হইয়া থাকে তন্মধ্যে মহাবাঙ্ক ও ব্রাহ্মণী পাহাড়েই ইহার চাষ সর্ব্বাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিবৎসর প্রায় ২০০ একর করিয়া জমিতে এই চাষ বৃদ্ধি করা হইতেছে। বাঁশ রোপণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় হইতেছে বর্ষা কালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত। এক বৎসর বাঁশ চারা রূপে ব্যবহৃত হয়। গত কয়েক বৎসরে বাঁশ বেশ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে উহার বেড় প্রায় ১১ ইঞ্চি দাঁড়াইয়াছে। ইহার গড়পড়তা উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। কণ্ট্রাক্টরেরাই ইহার চাষ করে এবং বাঁশ ক্যাম্পের কাজ সরবরাহ করিয়া থাকে। এজন্য তাহারা ষ্টেটকে প্রতি শত বাঁশের জন্য ১৲ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। নভেম্বর হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত বাঁশ কাটা হয়। এই সময়ে গ্রামা লোকদের হাতে কাজ থাকেনা এবং এই কাজ করিয়া অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

বন বিভাগের নীতি হইতেছে যে অনুর্ব্বর অঞ্চলে বাঁশ ও সাবাই ঘাসের আবাদ করিয়া আয়ের পথ সুগম করা। কেবল ইহাই নহে, বাঁশের চাষের দ্বারা স্থানীয় গৃহ-নির্ম্মাণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রেরও অনেক সুরাহা হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরাও সময়ে অসময়ে খাটিয়া দু পয়সা রোজগার করিতে পারিতেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠান

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল (১৯৩৬) :—

শিল্পের নাম	সমগ্র ভারতে	বাংলায়	বোম্বাইয়ে	মাদ্রাজে
পাট কল	৯৯	৯২	—	৩
রবার শিল্প	২১	১৪	৩	—
সেলুলয়েড		৯	—	—
কেমিকেল-বৃহৎপ্রতিষ্ঠান				—
রং				
সাধারণ এঞ্জিনিয়ারিং	২৯০	১০৩	৪৬	১৯

	সমগ্র ভারতে	বাংলায়	বোম্বাইতে	মাদ্রাজে
ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ারীং				
ফ্যান বিস্কুট প্রভৃতির কারখানা	২৪			৩
চাউলের কল	৭০৮	২১৫	১৯	২১০
বরফ কল	৪৮	১৬	১১	২
হাড় ও সারের কারখানা	২০			
কাচের কারখানা	৩৩			
ম্যাচের	৪৯			
কাগজ	৮			—
গ্যাস	১৩	৫		—
হোসিয়ারী	৫৪	১৯	৮	৭
তেলের কল	২১১	৪২	৩৩	৩
চামড়া ট্যানিং	২৪	৯	—	—
সাবান—				
গায়ে মাখা				
কাপড় কাচা				
এনামেল কারখানা				
ইলেক্‌ট্রিক পাখা				
তেল ও রবার রুথ				
হ্যারিকেন লণ্ঠন				
বাদ্য তৈয়ারী				
ছুতার মিস্ত্রীর কারখানা	৫১	১৪		২
কাপড়ের কল	৩৬৯	২৩	২১১	২৯
সিমেন্ট চুন ও কুম্ভকারের দ্রব্যাদি	৩২	১৪		
সিল্কের কল	৩৮	৮	১৪	
চিনির কল	১৬৪	৯	৩	৫
ঘড়ির কারখানা	৪০	৫	—	১
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা				—

ভারতে সহর ও মফঃস্বলের লোকসংখ্যার অনুপাত

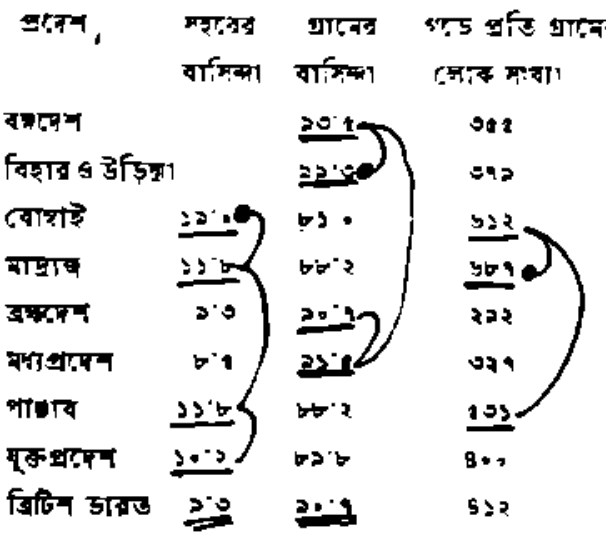

রেলওয়ের আয়

১৯৩৯-৪০ সনে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত রেলওয়েসমূহের সকল খরচ বাদ দিয়া মোট নিট্ ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। রেল যাত্রীদের ভাড়া বাবদ গত বৎসর ৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। এই বৎসর তাহা কমিয়া ৩০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্বের বৎসরের মোট ৫৩ কোটি ৬ লক্ষ যাত্রীর স্থানে এই বৎসর ৫২ কোটি ৯৭ লক্ষ যাত্রী রেলে যাতায়াত করিয়াছে।

সরকারী রেলওয়েগুলির জন্য এ বৎসর যেসকল মাল কেনা হইয়াছে তাহাতে ভারতে প্রস্তুত পণ্যের পরিমাণ পূর্ব্বের বৎসরের শতকরা ৬৩·৭৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৬৬·৩৬ ভাগ হইয়াছে। টাটা কোম্পানীর নিকট ৮৭,৩৮০ টন রেল ও ফিশ্ প্লেটের অর্ডার দেওয়া হয়। যাত্রী এবং মাল গাড়ীর জন্য ৩,২৪,০০০ টাকার কাঠ ক্রয় করা হয়। তাহা ছাড়া ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার রেলের স্লিপারও এই বৎসর কেনা হইয়াছে। এইগুলি আংশিকভাবে ভারতবর্ষে এবং কিছুটা বর্ম্মা হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

হরিদ্বার-দেরাদুন রেলওয়েটি গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইয়াছেন। এই বৎসর মোট ৭১ মাইল নূতন রেললাইন খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সিন্ধুদেশে ২১ মাইল রেলপথ নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাহাদের নিজ নিজ খরচেই নির্ম্মিত হয়।

এই বৎসর উন্নত ধরণের অনেক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং গাড়ীতে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মেয়ে-কামরার দরজা ও জানালায় খিল দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভাল পানীয় জল সরবরাহেরও বিশেষ সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেলওয়েগুলির মোট ৬,০০০ স্থায়ী পানিপাড়ে (জলদাতা) আছে। এ বৎসর গ্রীষ্মকালে এই কার্য্যের জন্য আরও ২,৫০০ জন অস্থায়ী নূতন লোক লওয়া হইয়াছে। যাত্রিশালা, প্ল্যাটফর্ম্ম, ওভারব্রিজ প্রভৃতিরও এই বৎসর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ব্রিটেনের যুদ্ধব্যয়

যুদ্ধের জন্য ব্রিটেনের দৈনিক ব্যয় ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রথম প্রথম যত খরচ করা হইত, ইহা তাহার প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু ব্রিটেনবাসীরা ইহাকেও যথেষ্ট মনে করিতেছে না। দ্রুত জয়লাভ সম্ভবপর করিবার জন্য তাহারা বাৎসরিক ৫০০ কোটি পাউণ্ড ব্যয়ের জন্যও প্রস্তুত আছে বলিয়া মনে হয়। পার্লামেণ্টের অনেক সদস্য প্রতি পাউণ্ডে ১০ শিলিং করিয়া আয়কর ধার্য্য করার পক্ষপাতী। প্রতি পাউণ্ড আয়ের জন্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স করিয়া আয়কর লওয়া হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রিটেনে আর কখনও এত উচ্চহারে আয়কর লওয়া হয় নাই।

ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ে সঞ্চয়

কি ধরণের সঞ্চয়	ক ও খ % শতকরা হিঃ	গ % শতকরা হিঃ	ঘ % শতকরা হিঃ	মোট % শতকরা হিঃ
সেভিংস সার্টিফিকেট	৩৮	২০	৯	২১
সেভিংস গ্রুপ	৩১	২৬	১৭	২৪
ডিফেন্স বণ্ড		১	—	
ট্রাষ্টি সেভিংস ব্যাঙ্ক		৭		
পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক	১৭	২২		
কো-অপারেটিভ সেভিংস ব্যাঙ্ক				
ব্যাঙ্কিং একাউণ্ট				
বিল্ডিং সোসাইটী				
প্রাইভেট সেভিংস				
ক্লোদিং ক্লাব				
সিক্ ক্লাব				
জীবন বীমা				
এন্ডাউমেণ্ট পলিসি				
অন্যান্য ক্লাব এবং বীমা				
সুপার এনুয়েশন	১১	১৫	—	

উপরি উক্ত সঞ্চয়গুলিকে প্রধানতঃ চারটী ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—১ম—ন্যাশন্যাল সেভিংস (ইহাতে আছে সেভিংস সার্টিফিকেট, সেভিংস গ্রুপ এবং ডিফেন্স বণ্ড। ২য়—ব্যাঙ্কিং একাউণ্ট (ইহাতে আছে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক, ট্রাষ্টি সেভিংস ব্যাঙ্ক, বিল্ডিং সোসাইটিস, এবং কো-অপারেটিভ সেভিংস ব্যাঙ্ক। ৩য় —প্রাইভেট সেভিংস এই হোম; ৪র্থ—ক্লাব ও ইন্সিওরেন্স—ইহাতে ক্লোদিং ক্লাব, সিক্ ক্লাব, জীবন বীমা প্রভৃতি সমস্তই আছে।

এক্ষণে দেখা যাক যুদ্ধের সময়ে লোকে কোন্ বিষয়ে সঞ্চয় বেশী করিতেছে এবং কোন্ বিষয়েই বা কম করিতেছে :—

কত সংখ্যক গৃহীত হইয়াছে	(১) ন্যাশন্যাল সেভিংস	(২) ব্যাঙ্কিং একাউণ্ট	(৩) প্রাইভেট সেভিংস	(৪) ক্লাব ও ইন্সিওরেন্স
সঞ্চয় অধিক	৯১	১৭	৩২	১
কম	৫২	২৭	৩৭	২
সমান	৭	৫৬	৩১	৯৭

(৩৩৩)

(ইক্লিউন এবং কভেন্ট্রিতে ক্লাব ও বীমায় যে জমা তাহা সঞ্চয় হিসাবে গণ্য করা হয় না)।

সাধারণ জীবনে ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ে খরচা

যে সকল লোকের যুদ্ধের সময় কিছু আয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে যে, জীবন ধারণের জন্য খরচা বৃদ্ধি হওয়ার ফলেই আয়ের উদ্বৃত্তটুকু খরচা হইয়া যাইতেছে। যদি কিছু বাঁচে তাহা নানা বিষয়ে খরচ হইয়া যায়। বেশীর ভাগ সময়েই কাপড়চোপড়ে খরচটা অধিক হয় বলিয়া মনে হয়। কভেন্ট্রি প্রভৃতি কয়েকটী স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, লোকে বেশীর ভাগ নূতন কাপড় পরিধান করিয়া বেড়াইতেছে। কি কি ভাবে খরচা হয় তাহার একটা নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল :—

কাপড়	১০৩
রেট, রেন্ট, ট্যাক্স, ঋণ	২৫
বাগান ও বাড়ীতে	৮৬
খাদ্য	৭৬
সঞ্চয়	৬৬
আমোদপ্রমোদ	৫২
অন্যান্য আত্মীয়দের দান	২৬

ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ে এক খাদ্যের পরিবর্ত্তে অন্য খাদ্যের ব্যবহার

চিনির স্থানে যে যে খাদ্য ব্যবহৃত হয়—

কন্‌ডেন্‌সড্ মিল্ক
গোল্ডেন সিরাপ
স্যাকারিন্ ও গ্লুকোস
জ্যাম ও মধু
মিষ্টি কেক, চকোলেট ইত্যাদি

মাংস ও বেকনের স্থলে যে যে খাদ্য ব্যবহৃত হয়—

টিনের খাবার
ডিম
পনীর
ওট্‌মীল, হুইট্‌ মিট্ ইত্যাদি
মাছ

মাখনের স্থানে যে যে খাদ্য ব্যবহৃত হয়—

মার্গারিন
লার্ড

সোভিয়েট রুশিয়ায় পাটচাষ

সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষি-গবেষণাগারের উদ্যোগে গত ১৩ বৎসর যাবৎ উক্ত রাষ্ট্রে পাট উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষামূলক কার্য্য চলিতেছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ফেব্রুয়ারী মাসের একটি বুলেটিনে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট রুশিয়ার এই উদ্যম সফল হইয়াছে। ভারত ও অন্যান্য গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত দেশ হইতে বহুশত বিভিন্ন জাতের পাটের বীজ লইয়া গিয়া উক্ত কৃষি-গবেষণাগারের পরিচালনায় ককেশিয়া সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ ও মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি স্থানে বপন করা হইয়াছে।

রুশিয়ার উৎপন্ন এই পাটগাছ হইতে শতকরা ১৩ হইতে ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত তন্তু পাওয়া গিয়াছে। বীজও যে পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে ব্যাপকভাবে পণ্য হিসাবে কাজে লাগাইবার উপযোগী পাট উৎপাদন সোভিয়েট রুশিয়ার অতঃপর অনায়াসেই সম্ভব হইবে।

যাহাতে বিবিধ শ্রেণীর পাট বিভিন্ন ঋতুতে ভালভাবে উৎপন্ন করা যায়, তাহার জন্য উক্ত গবেষণাগারে চেষ্টা চলিতেছে। জমির পরিমাণের অনুপাতে অধিকতর ফসল উৎপাদনের জন্যও চেষ্টা করা হইতেছে।

ছাত্র-সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল কমিটির ১৯৩৯-৪০ সনের রিপোর্ট (বিংশ বার্ষিক) প্রকাশিত হইয়াছে।

কমিটির সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল বোর্ড ১৯৩৯ সনে নিম্নলিখিত স্কুল-কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন,—(১) রিপন কলেজ, কলিকাতা ; (২) প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা ; (৩) আশুতোষ কলেজ, ভবানীপুর ; (৪) সেণ্ট পলস্ কলেজ, কলিকাতা ; (৫) মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন (মেন), কলিকাতা ; (৬) মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ), ভবানীপুর ; (৭) সাউথ সুবার্বণ স্কুল (মেন), ভবানীপুর ও (৮) স্যার রমেশ মিত্র গার্লস স্কুল, ভবানীপুর।

আলোচ্য বৎসরে মোট ৩০৬০ জন ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কলেজের ছাত্র ৮৮৪ জন, স্কুলের ছাত্র ১৯৮৫ জন ও ছাত্রী মোট ১৯০ জন। ইহা লইয়া কমিটি এ পর্য্যন্ত ৪২১৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেন।

আলোচ্য বৎসরে যেসকল ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি বিবরণী সরবরাহ করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কলেজে তাহার একখণ্ড নকল পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

যেসকল ছাত্রের পীড়ার প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, তাহাদের অনুপাত শতকরা ৪১·২৬। ১৯৩৮ ও ১৯৩৭ সনে এইরূপ ছাত্রের অনুপাত ছিল শতকরা ৪৩·৪ ও ৪১·৬। নিম্নে ডাক্তারী পরীক্ষার ফলের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

রোগ	কলেজের ছাত্র ৪৮৪ জন শতকরা হার	স্কুলের ছাত্র ১৯৮৫ জন শতকরা হার
কম দৃষ্টিশক্তি	৪৬·৬	৩৭·২৮
পুষ্টিহীনতা	২৮·১৩	৩২·০৬
টনসিল বৃদ্ধি	৩·৬১	১৬·৮১
দন্তক্ষয়	৮·০২	১৭·২৭
চর্ম্মরোগ	১·৭১	১·৭১
ফুসফুসের রোগ	·৩০	
যকৃৎ বৃদ্ধি	·৬৭	
প্লীহা বৃদ্ধি	১·৪৮	
পাইওরিয়া	২·০২	
গুহ্যরোগ	·৩০	

স্কুলের ছাত্র ও কলেজের ছাত্র, উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেই পুষ্টিহীনতা, পাইওরিয়া ও দন্তক্ষয় রোগ বাড়িয়াছে। কৃমি ও প্লীহাবৃদ্ধি—এই দুই রোগের বৃদ্ধিও কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, পুষ্টির অভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থকষ্টই ইহার কারণ ; কারণ অধিকাংশ ছাত্রই মধ্যবিত্ত পরিবারের।

ছাত্রীদের স্বাস্থ্য

১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৬৪০ জন ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছে। উহার ফলসমূহ নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে—

রোগ	শতকরা হার
কম দৃষ্টিশক্তি	৪·২৩
টনসিল বৃদ্ধি	২৯·৪
দন্তক্ষয়	·৩১
চর্ম্মরোগ	৪·১৪
ফুসফুসের রোগ	১·৪৪

রোগ	শতকরা হার
যকৃৎ বৃদ্ধি	নাই
প্লীহা বৃদ্ধি	·২২
পাইওরিয়া	২·৮
হৃদ্‌রোগ	১·৪৪

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ছাত্রীদের স্বাস্থ্য মোটামুটিভাবে ছাত্রদের স্বাস্থ্যেরই অনুরূপ। ফুসফুসের রোগ, টনসিল বৃদ্ধি ও পাইওরিয়ায় অনেক ছাত্রীই দীর্ঘদিন ধরিয়া ভুগিতেছে। ছাত্রীদিগকে পরবর্ত্তী জীবনে যে দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া কমিটি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে বুক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য কমিটির সুপারিশ

ছাত্র-সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য রিপোর্টে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হইয়াছে,—

(১) কলেজে প্রবেশ করিয়া প্রথম দুই বৎসরের জন্য প্রত্যেক আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ ও স্বাস্থ্যোন্নতিকর কার্য্যকলাপে যোগদান বাধ্যতামূলক করা উচিত।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা অর্থাৎ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদানের পূর্ব্বে শারীরিক যোগ্যতা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক ছাত্র কর্ত্তৃক সার্টিফিকেট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

(৩) ছাত্রদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচারকার্য্যের জন্য একজন পাবলিসিটি অফিসারের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৪) ছাত্রদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া মফঃস্বলের ছাত্রদের মধ্যে শরীরচর্চ্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য ছাত্র-মঙ্গল কমিটির হাতে অধিক অর্থ দেওয়া আবশ্যক।

কলিকাতায় একিলিয়েটেড্ হোষ্টেল ও মেসগুলিতে যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়, তৎপ্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ষাকালে এই বিষয়ে অধিকতর অবহিত হইতে বলা হইয়াছে; কারণ ঐ সময়ে পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাব সাধারণতঃ অধিক দেখা যায়। কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্ষাকালে অধিকতর পরিমাণ দুগ্ধ, ডিম ও লেবু খাইতে দিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে।

জুতা-নির্ম্মাণে পাটের ব্যবহার

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি এল মজুমদার ২৪-পরগণার অন্তর্গত বাটানগরস্থিত বাটার জুতার কারখানা পরিদর্শন করিয়া জুতা তৈয়ারী করিতে পাট ব্যবহার করা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে কারখানার পরিচালকদের সহিত আলোচনা করেন। তিনি পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, আরজেণ্টাইন প্রজাতন্ত্রে 'আলপারগাতা' নামে অভিহিত চটিজুতার তলা (সোল) কুঁচিপাকান পাট দ্বারা তৈয়ার করা হইতেছে, এবং আর্জেণ্টাইনের মজুর শ্রেণীর মধ্যে ইহাই হইল সাধারণ ব্যবহার্য্য পাদুকা, এবং দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে ইহার খুবই প্রচলন আছে। তিনি মনে করেন যে, এদেশেও অনুরূপ সস্তা জুতার যথেষ্ট চাহিদা হইবে, এবং তিনি বলেন যে, বাটা কোম্পানী এই বিশেষ রকমের জুতা প্রস্তুত করিয়া পাটের নূতন ব্যবহারের পথ বাহির করিতে পারে। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ জন বাটোজ মিঃ মজুমদারকে জানান যে, বাটা সম্প্রতি এক প্রকারের জুতা বাহির করিয়াছে, যাহার উপরিভাগ তুলা ও পাটের দ্বারা প্রস্তুত হয়, এবং উহা শুধু পাটের দ্বারাও প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমানে তাঁহারা কুঁচিপাকান নারিকেল ছোবড়া দ্বারা জুতার তলা (সোল) তৈয়ার করিতেছেন, এবং মিঃ মজুমদারের কথামত তাঁহারা আরও বেশী পরিমাণে জুতার উপরিভাগ ও তলা পাট দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া সুবিধা অসুবিধা পরীক্ষা করিবেন। জুতার উপরিভাগ পাটে তৈয়ারী করিবার উপযোগী পাটনির্ম্মিত ক্যান্‌ভাসের দরকার, এবং তলা প্রস্তুত করিতে এক প্রকারের বুনট বা অভেদ্য পাট দ্রব্যের প্রয়োজন। মিঃ মজুমদার বাটা কোম্পানীর পরিচালকদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি ভারতীয় জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিবেন, এবং আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় জুট কমিটির প্রমশিল্প গবেষণাগার হইতে সকল প্রকারের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাইবে।

সমাজবিজ্ঞানে মূল্যতত্ত্ব

(শ্রীঅজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন)

প্রঃ—সমাজবিজ্ঞানে আবার মূল্যতত্ত্ব কি? অর্থনীতিতে মূল্যতত্ত্ব বলিলে যাহা বুঝায় উহা কি তাই?

উঃ—সমাজবিজ্ঞানে মূল্যতত্ত্ব অনেকটা দর্শনশাস্ত্রের মূল্যতত্ত্বের সহিত একপ্রকারের। এই ধরণের মূল্যতত্ত্বের কয়েকটী বিশিষ্টতা আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। যে বস্তু বা ঘটনার উপর মূল্য দেওয়া হয় তাহা খানিকটা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকা আবশ্যক। উহা কতকগুলি অভিজ্ঞতাপ্রসূত একটী সাধারণ ছাঁচ মাত্র।

২। ইহা বিশেষ ধরণের ছাঁচ, যাহাকে আমরা মানিয়া লই। মূল্য বলিলে একটা বা একক বস্তুর সম্বন্ধে বলা হয় না। যেমন চাঁদের আলো, অথবা ঘুমভাঙ্গা বা জলপান করা।

৩। ইহা সকল সময়েই সম্বন্ধজ্ঞাপক (রিলেটিভ)। কখনও ইহা নিজে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

৪। মানুষ ইচ্ছা করিয়াই কোন বস্তুর উপর মূল্য দেয় কোনটীতে বা দেয় না। কিন্তু সে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে যে সকল সময়ে উহার অধিকারী হইবে এরূপ কোন কথা নাই।

কখনও কখনও "শূন্য-মূল্য" বা ("নেগেটিভ ভ্যালিউ") দেখা যায়। শূন্য মূল্য বলিলে সমাজ-বিজ্ঞানে বুঝাইবে, যে বিষয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের বাধা আছে বা যাহার প্রচলনে অনত আছে। যেমন প্রকৃত সভ্য সমাজে "নগ্নতা" একটা অপ্রচলিত জিনিষ, যাহা সাধারণে ব্যবহার করে না। কিন্তু এই ধরণের বিধিনিষেধ, পুরাকালেই বা কি আধুনিক যুগেই বা কি, দেখা যায় বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রঃ—এ সব "মূল্যতত্ত্বের" আবিষ্কার করিয়া লাভ কি?

উঃ—লাভ বা অলাভ হিসাব করিয়া জ্ঞানের চর্চ্চা করা চলে না। টাকা সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিয়া দেখিতে হয়। যাহারা আদর্শ বা কোন কার্য্যের উপরে মূল্য" প্রদান করে, তাহারা সেই মূল্যের বিরুদ্ধে উপহাস শুনিলে সভাই ব্যথিত হইতে পারে। মূল্য সম্বন্ধে কথা সকলকেই একটু গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রঃ—"মূল্য" যদি কোন জিনিষে দেওয়া যায় তাহা হইলে কি উপকার হইতে পারে?

উঃ—প্রথমেই বলা দরকার যে, আমরা কোন একটা আদর্শ বা কোন একটা কার্য্যকে মূল্যবান বলিয়া মনে করি আমাদের মনের একটা তৃপ্তির জন্য। ইংরাজিতে তাকে বলি "ইমোসানাল স্যাটিস্‌ফ্যাক্‌শান"। "মূল্য" যে এই রকমের একটা তৃপ্তি দিতে পারে তাহারই জন্য আমাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা হয় এবং তাহা প্রকৃতপক্ষে সাধারণের মধ্যে গৃহীতও হইয়া থাকে। যখন অনেকদিন

পরে হঠাৎ কোথাও একটা কাষ্য বা আদর্শ দেখা যায়, যাহাকে আমরা মূল্য দিয়া থাকি, কিন্তু তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়া চলিয়াছে, তখন আমাদের অন্তঃকরণে কতটা আনন্দ হয় তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। গল্প বা নাটক আমরা পড়ি এবং চালমন্দ নির্ব্বাচন করিয়া থাকি কেবল এই মূল্যের উপরেই বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া।

প্রঃ—গল্পে কি করিয়া আপনি মূল্যের সন্ধান পান তার একটা ছোট উদাহরণ দিন।

উঃ—প্রথমে কোন্ বস্তুটাকে মূল্য দিই সেইটা বলিয়া গল্পটী বলিলে সহজে বুঝিতে পারিবেন। দোষ করিয়া মানুষ যদি স্বীকার করে, সত্য কথা বলে, তবে তাহাকে আমরা বাস্তবিকই আদর করি এবং যে পরের দোষ নিজের মাথায় নিয়া তার শাস্তিও বুক পাতিয়া গ্রহণ করে তাহাকে আরও উচ্চ আসন দিয়া থাকি। অবশ্য যদিও আমাদের দেশে ইহার ব্যতিক্রমই দেখা যায় অধিকাংশ স্থলে; কিন্তু যেখানে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে আদর্শবাদী লোকেরা তৃপ্তি পাইয়া থাকে। নেপোলিয়ানের জীবনের একটী ঘটনা বলিব। নেপোলিয়ান যখন বালক তখন একদিন তাহার মাতা তাহাকে ও তাহার ভগ্নীকে দুইটী আপেল দিয়া বলিয়া দেন যে, বাগানের মধ্যে যেন তাহারা প্রজাপতি ধরে, বেড়ার বাহিরে যেন না যায়। নেপোলিয়ান খেলা করিতে করিতে একটী প্রজাপতির জন্য বেড়া লাফাইয়া পার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগ্নীকেও নামাইয়া লয়। পথে একটী গরীবের মেয়ে ডিম বিক্রয় করিবার জন্য ঝুড়ি মাথায় লইয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। নেপোলিয়ানের ভগ্নী তাহাকে অনিচ্ছাক্রমে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং তৎক্ষণ তাহার ডিমগুলি নষ্ট হয়। ভগ্নী তখন কাঁদিয়া নেপোলিয়ানকে বলে যে, ফিরে পলায়ন করা যাক্। বালক নেপোলিয়ান কিন্তু না পলাইয়া ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কাছে কত পয়সা আছে?" ভগ্নী বলিল "এক ফ্রাঁ।" নেপোলিয়ানের কাছেও ছিল এক ফ্রাঁ। নেপোলিয়ান এই দুইটী ফ্রাঁ গরীব মেয়েটীকে দিল এবং তাহাকে তাহাদের বাটীতে যাইবার জন্য বলিল। বাটীতে গিয়া মায়ের কাছে মুকপটে নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া নেপোলিয়ান বলিল যে ডিম ভাঙ্গার জন্য এবং বেড়া ডিঙ্গানোর জন্য সে-ই দায়ী। এই সময়ে তাহার ভগ্নী ভয়ে কাঁপিতেছিল। কিন্তু ভ্রাতার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে ভগ্নীও সব কথা খুলিয়া বলিল। মাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গরীব মেয়েটীকে তার সমস্ত ডিমের দাম দিয়া দিলেন। মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিলে এবং সত্যের মূল্য যারা দেয় তাহাদের কার্য্যে আদর্শবাদীর চিত্ত তৃপ্ত হয়।

প্রঃ—মানুষের জীবনের তিনটী সংস্কার আছে জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ। নিজের জন্ম বা মৃত্যুর জন্য কেহই কিছু করিতে পারে না। তবে আমাদের "বিবাহ" বা যৌন-সম্বন্ধী মনোগত আদর্শের কি মূল্য নাই?

উঃ—আমাদের দেশে "বিবাহ" প্রতিষ্ঠানের উপর খুবই বেশী "মূল্য" দেওয়া হয় এবং সেই জন্যই উহাকে তৃতীয় সংস্কাররূপে ধরা হয়।

প্রঃ—আমরা মূল্য বেশী দিই আর অন্য দেশের লোক ইহার প্রতি মূল্য কম দেয়, এ কথার অর্থ কি?

উঃ—ব্রুয়েড বলিতেন, "এ ভ্যালিউ ইম্প্লাইজ কাল্‌চার‍্যালি এপ্রুভ্‌ড্ উইশ" বা মূল্য বলিতে বুঝায় এমন একটা ইচ্ছা যাহা কৃষ্টি-বিশেষের অনুমোদন পাইয়া থাকে। আমাদের কৃষ্টি অনুসারে বিবাহ এমন একটা বস্তু যাহা মানুষের জীবনে না হইলেই নয়। ভিক্টোরিয়ান কাল্‌চারের যুগে বিলাতেও ঠিক এইরকমের একটা মনোভাব ছিল। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বে সিজ্জা হইতে মতবাদ প্রচার করা হইত যে ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আমাদের দেশে শঙ্করের যুগে "ব্রহ্মচর্য্য"

খুব বড় আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত। বৌদ্ধ যুগেও ইহার মূল্য খুবই ছিল। কিন্তু আধুনিক ভারতে কার্য্যতঃ ইহার আর তেমন আদর নাই। আদর্শ হিসাবেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব এখন আর সকলে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। আধুনিক এঙ্গলো-স্যাক্সন কাল্‌চারে দৈহিক যৌন অভিজ্ঞতাকে মানুষের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য বলিয়াই অগ্রাহ্যের মধ্যে ধরিয়া লয়। কিন্তু চীন, জাপান, গ্রীস-রোম কাল্‌চার এবং আমাদের দেশেও মনু ও তৎপরবর্ত্তী যুগে যৌন-জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে খুব উচ্চাসন দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু মনুর যুগে খানিকটা পিউরিটানিক ভাব সংমিশ্রিত ছিল বলিয়া মনে হয়। আরও আধুনিক যুগে দেখা যায় "সেক্সক্রীডম্" বা "যৌন স্বাধীনতা" কথাটি খুবই প্রচারলাভ করিয়াছে। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের দেখার পূর্ব্বে এথিক্‌সের দেখা আবশ্যক।

:—মানুষে এই ধরণের মূল্য কেন একটা বিশেষ কার্য্য বা ঘটনা বা বস্তুর উপর দেয়?

উ:—মূল্যদ্বারা মানুষের আদর্শের প্রতি যে অনুরাগ তাহারই বিকাশ হয়। এক্ষে সেই মূল্য যখন কোন বস্তু বা ঘটনাতে প্রদত্ত হয় তখনই আমাদের একটা অজানিত তৃপ্তি ঘটে। যদি কোন কাজ আপাততঃ বে-আইনি বা আমাদের তথাকথিত সমাজগত বিধি-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও সেই কার্য্যের মূলে কৃষ্টিগত মূল্য বর্ত্তমান থাকলে উহাকে আমরা ভাল বলি। যেমন ধরুন কেহ মানুষকে জখম করিলে পাপ হয়, আইনে শাস্তি পায়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে উহা খুবই ভাল এবং পৌরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। মিথ্যা কথা লোকে বলিলে তাকে ঘৃণা করি। সেই মিথ্যা কথায় যদি কাহারও প্রাণ বাঁচে তবে আমরা উহা ততটা দোষের মনে করি না। পেক্কাল কোডের আইন অনুসারেও মানুষ যদি আত্মরক্ষার্থে অপর কাহাকেও আঘাত করে তাহাতে তাহার শাস্তি হইতে পারে না। মূল্যের তারতম্য হিসাবে আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যধারাও খানিকটা গঠিত হইয়া থাকে।

প্র:—"মূল্যের" দ্বারা আর কি উপকার দেখাতে চান?

উ:—বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে আদর্শ ও মূল্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া থাকে। কাজেই সমান আদর্শ বা মূল্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থায়ী হইয়া থাকে। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মিলনের মূল কারণ হইল "মূল্য"। অনেক সময়ে দেখিবেন চেহারা ভাল নয় বিস্তার পার্থক্য যথেষ্ট তবু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুবই মিল আছে। ইহার কারণ উভয়েরই মত বা মূল্যজ্ঞান সমান। একটা ছোট উদাহরণ ধরা যাক্—"বিয়ানের সময় কাটানো"। দেখা যায় যে কোন মেয়ে বায়স্কোপ, থিয়েটার, বেড়ানো প্রভৃতি অধিক ভালবাসে, আবার কেহ বোনা, হাতের কাজ করা, বই পড়া প্রভৃতি ভালবাসে। আবার কেহ কিছুই চাহে না একটু ঘুমাইতে ও গল্প-গুজব করিতে পারিলেই আনন্দ পায়। এখন এই তিন রকমের মেয়ের স্বামীদের যদি অনুরূপ রুচি হয় অর্থাৎ যে মেয়েটীর বেড়ানো, ছুটাছুটী, বায়স্কোপ থিয়েটার প্রভৃতি দেখিতে চায় তার স্বামী যদি ঘরের কোনে কনান্ ওয়েল বা কিন্‌সের পাতায় সুখ পায় তবে তাহাদের মূল্য-জ্ঞানের বিভিন্নতা হইল। এক্ষেত্রে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ম্যারিয়েট ষাওয়ার নামক একজন লেখিকা এই সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম হইল "পার্সোন্যালিটি ডিস্‌অরগ্যানিজেসন এণ্ড ডোমেসটিক ডিসকর্ড"।

প্র:—বিভিন্ন আদর্শের লোকের মধ্যে কি বন্ধুত্ব হয় না?

উ:—একেবারেই অসম্ভব। প্রতি মুহূর্ত্তে একজন আর একজনকে অপমান করিবার চেষ্টা করিবে এবং নিজের মত যে প্রবল তাহাই প্রমাণের জন্য যত রকম উপায় আছে তাহা গ্রহণ করিবে। অবশ্য যাহার টাকা বেশী বা গোঁটার জোর বেশী সে অপরকে অপমানিত ও নির্য্যাতিত করিতে সক্ষম হয়।

মহীশূর ইকনমিক জার্ণাল

(মার্চ্চ, ১৯৪১)

অর্থনীতিতে "ডাইনামিক নীতির ব্যাখ্যা।

মাগ্‌গি ভাতা বনাম মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

ভারতীয় শ্রমিক আইনের তুলনামূলক আলোচনা।

৪। মাদ্রাজ ও মহীশূরে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক।

মহীশূরে ভূতত্ত্ব বিভাগ।

বাঙ্গালার গেন্ঠী-মোজা শিল্প।

ভারতীয় আমদানি।

ভারতীয় সেণ্ট্রাল কটন কমিটি

ভারতীয় খনিজ-শিল্প।

আমেরিকার নোট।

দিল্লীর নোট।

১১। শিক্ষা সম্বন্ধীয় নোট।

উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "বাঙ্গলার গেন্ঠী মোজার শিল্প" (হোসিয়ারী ইণ্ডাষ্ট্রী ইন্ বেঙ্গল) নামক প্রবন্ধটির লেখক হইল বি, কে দুর্ত্তি। প্রথমে প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয় যে লেখাটি মৌলিক, এবং আমাদের বাংলার হোসিয়ারী কারবারের খোঁজ যে সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের লোকে রাখিয়াছে এটা আমাদের আনন্দের বিষয়। কিন্তু লেখাটী মৌলিক নহে ইহা হইল মিঃ মুকুলগুপ্তের বাংলার গেন্ঠীমোজার কারখানার বিশ্লেষণের একটী সমালোচনা। যাহাই হউক সাধারণের কিছু উপকার হইতে পারে মনে করিয়া প্রবন্ধটীর সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল। এ কথা সত্য যে ছোটখাট কারবার করার জন্য যে সব খবর পাওয়া নূতন ব্যবসায়ীর পক্ষে আবশ্যক তাহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে এবং যদিও পাওয়া যায় তাহা ভ্রমে ও অনিশ্চিত তথ্যে পূর্ণ। খবর দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্টের যে সব বাণিজ্য-বিষয়ক ডিপার্টমেণ্ট আছে তাহাদের ছোটখাট কারবারীদের উপকার করার চেষ্টা এত কম এবং তাহাদের অব্যবস্থা এত বেশী যে, সাধারণের পক্ষে তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া সহজ নহে। সেইজন্য মিঃ গুপ্তের ন্যায় বিশ্লেষণ-করা সুন্দর পুস্তিকা প্রত্যেক ছোটখাট কারবার সম্বন্ধে বাহির হইলে দেশের বাস্তবিক উপকার সাধিত হইবে। ঠিক ঠিক ডেটা একটা যে-কোন শিল্প সম্বন্ধে যে বিশেষ প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অনেক অসুবিধা অথবা সুবিধাকে সাময়িক বলিয়া মনে হয় এবং সে সমুদয় অসুবিধাকে অতিক্রম করিবার জন্য তাহার কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন এবং সময় অতিবাহিত করানই শ্রেষ্ঠ উপায়। সেই জন্য একটা শিল্পের বিভিন্ন অবস্থায় কি কি ঘটনা উপস্থিত হয় এবং কোন্ কোন্ সুবিধা বা অসুবিধার মধ্য দিয়া উহাকে যাইতে হয়, সে সমুদয় পর পর ধারাবাহিকভাবে লেখা থাকিলে খুবই ভাল হয়।

মিঃ গুপ্ত এইসব ব্যাপার বিশ্লেষণ ও ডেটা সংগ্রহের জন্য বহু কষ্ট করিয়াছেন। আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যবসা করেন তাঁহাদের মানসিক বিকাশ এমন ধারা যে, খবর দিলে তাঁহাদের কারবারের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলেও কোন খবর তাঁহারা দিতে কুণ্ঠিত। অথচ অনেক সময়ে খবর হয়তো তাঁহাদের পরস্পরের

জানা থাকিলে ব্যবসার খুবই সুবিধা হওয়া সম্ভব। মিঃ গুপ্তের বইখানি পড়া থাকিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শিল্পের প্রত্যেক ধাপের যে যে খবর রাখা বাঞ্ছনীয় তাহা রাখিতে পারিলে কতদূর উপকার সাধন করা যাইতে পারে।

মিঃ মুকুল গুপ্ত সংখ্যা ও অন্যান্য খবর যে কেবল "হোসিয়ারি কারখানা" সম্বন্ধে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নহে, ইহার সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবসায় সম্বন্ধেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি বলেন যে, বাংলায় সর্ব্বপ্রথম হোসিয়ারি কারখানা রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়াছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য ইহা বলা কঠিন যে, কুটীরের নীরব কোণে হাতে তৈয়ারী হোসিয়ারীর কোন ব্যবস্থা তাহার পূর্ব্বে ছিল কি না। কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ একেবারেই অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মিঃ গুপ্ত বলেন যে, এই ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র হইল বাঙ্গলায় তিনটী—কলিকাতা, ঢাকা ও হাওড়া লেখক সব চেয়ে জোর দিয়াছেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর :—কাঁচামালের সরবরাহের সুবিধা; ফিনিস্‌ড্ জিনিষের বণ্টন; তৈয়ারী মালের কাটতির জন্য বাজার। ইহা ছাড়া অবশ্য আরম্ভ করিবার জন্য যে পুঁজি আবশ্যক তাহা সাধারণতঃ খুবই কম। শ্রমিক বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায় না, যদিও তাহাদের শিক্ষার জন্য খুব বেশী সময় আবশ্যক করে না। ১৯২৭ হইতে ১৯৩২ সনের মধ্যে টারিফ্ বোর্ডের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত বাণিজ্যে বেশীর ভাগই কুটীর-শিল্প কার্য্য করে। মিঃ গুপ্ত আরও দেখাইয়াছেন যে, বাংলা দেশের হোসিয়ারী কারখানার বৃদ্ধি হওয়াতে তুলার মোজা, আণ্ডারওয়্যার ইত্যাদি বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ল্ড

(ফেব্রুয়ারী ১৯৪১)

সম্পাদকের চোখে।
দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বীমার প্রগতি।
৩। যুদ্ধ ও জয়হার।
আঙ্কের দ্বারা কিভাবে জীবন বীমা কোম্পানী প্রভাবিত হইয়াছে।
বীমা সম্বন্ধে বিদেশী খবর।
ছাত্রদের আড্ডা।

দি হিন্দুস্থান রিভিউ

(ডিসেম্বর, ১৯৪০)

"ইহা কি সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ—এই সম্বন্ধে আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে মিঃ এম্ এন্ রায় দেখাইয়াছেন যে, আজকের আন্তর্জাতিক যে যুদ্ধ চলিয়াছে তাহা হইল অমীমাংসিত সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক সমস্যার পরিণতি। সামাজিক অসামঞ্জস্য যে জাতীয়তার গণ্ডীর মধ্যে আছে তাহা নহে। উহা এখন আন্তর্জাতিক রূপ ধরিয়াছে। যুদ্ধের রূপ হয় বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে। যখন মধ্যবিত্তের যুগ ছিল তখন ন্যাশন্যাল ষ্টেটের রক্ষণের জন্য যুদ্ধ চলিত। সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার দিকে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কলোনিয়াল যুদ্ধ। যে সময়ে সবল দুর্ব্বলকে নিজের পায়ের তলায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। যে সময় সাধারণ পুঁজিপতিদের বৃদ্ধি হইয়াছে তখন প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হয়। এবং শেষে যখন পুঁজিপতির ক্ষয় হয় পৃথিবী আর এক বিদ্রোহের মধ্যে অবতরণ করে। লেখক বলেন যে, আধুনিক যুদ্ধ হইল "ফ্রাট্রিসাইড্যাল কনফ্লিক্ট" যাহা আকস্মিকতা বা ভ্রান্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

"হায়দ্রাবাদে যান্ত্রিক শিক্ষা" সম্বন্ধে মিঃ এ পদ্মনাভ আয়ার একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ডিপার্টমেণ্ট অব্ ভোকেশানাল এডুকেশন ১৩৪৮ ফাসলি বাৎসরিক বিবরণীর (অক্টোবর ১৯৩৮-১৯৩৯) উপর নির্ভর করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ওসমানিয়া টেকনিক্যাল কলেজ সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ইহার কমার্শিয়াল

ইলেকট্রিক ট্রেড্‌স্ সেক্‌শন এই বৎসর হইতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমস্ত ষ্টেটের মধ্যে অনেকগুলি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল খোলা হইবে এবং তাহাতে তুলার বা পশমের কাপড় বোনা, কার্পেন্টি, লৌহের মিস্ত্রীর কাজ, ফিটিংএর কাজ, বিড়ির কাজ, বেতের কাজ, খেলনা তৈয়ারির কাজ, চামড়ার কাজ, প্রভৃতি এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ওসমানিয়া টেকনিক্যাল কলেজের বাড়ীর জন্য গভর্ণমেণ্ট ৬ লক্ষ টাকা দান করিয়াছে।

"দি ক্লোজড আই" বা "বন্ধ চক্ষু" শীর্ষক প্রবন্ধটী মঁসিয়ে এন্ রোলেরিক্ লিখিয়াছেন। লেখক একজন কলাবিদ্ এবং তাঁহার জীবনের জানিত বহু ঘটনা হইতে এইটুকু প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষ অনিচ্ছাতেও বহু রকমের অনিষ্ট আর একজনের প্রতি করিয়া থাকে। ইহার কারণ তাঁহাদের চক্ষু মুদ্রিত রাখার চেষ্টা। লেখক সবচেয়ের বড় কথা বলিয়াছেন এবং তাহা বহু কষ্টের দ্বারাই অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার বিকাশ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল "মানুষ প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া, অন্যের টাকা বা অন্য কিছুর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া অজ্ঞতায় বধির ও অন্ধ হইয়া আর একজনের প্রতি অত্যাচার করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত যাহারা বধির বা অন্ধ তাঁহাদের নাম আজও স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বিথোভেন্ ছিলেন বধির এবং হোমার ছিলেন অন্ধ। কিন্তু উভয়েই জগতের ইতিহাসে আজিও প্রসিদ্ধ।

ভারতে পশুর চাষ সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যক কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উক্ত বিষয়ে ডাঃ রজনীদাস বিশেষভাবে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জীবজন্তু চাষের সহিত গাছপালার চাষও ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত আছে। ইহা হইতে মাংস, পশম প্রভৃতি তো উৎপন্ন হইবেই এবং বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে সার, চামড়া প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতে জীবজন্তুর উৎপাদন ও তাহার বাৎসরিক মূল্য কত হইয়াছে ২,০০০ ক্রোর টাকা (১৯২৯ সনে)। এখন অবশ্য উহাদের মূল্য প্রায় ৩০% কমিয়া গিয়াছে এবং উপস্থিত দাম উহাদের হইবে ১,৪০০ ক্রোর টাকা।

"দি পুওর অ্যাজ ওয়ার্ল্ড কর্কারার" বা গরীবই বিশ্বজয়ী শীর্ষক প্রবন্ধটী ডাঃ বিনয়কুমার সরকার লিখিয়াছেন। উহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইল আশার বাণী। লেখককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি কোন্ তথ্য জানিতে পারিয়াছেন? তিনি তাহার উত্তরে বলিবেন যে, দরিদ্রই জগতের সর্ব্বত্র রাজত্ব করিতেছে। যদিও এই ধরণের কথা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে। তথাপি ইহাই লেখকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী। দরিদ্র বলিতে আধপেটা যে খায়, যার পরনে বস্ত্র নাই এবং আশ্রয়ের স্থান নাই। এই অন্নবস্ত্রহীন লোকই জগতে নূতন পথ দেখাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে এবং জগতকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

"জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কিং ইন্ ইণ্ডিয়া" : ডি, এস, সাভকার কর্ত্তৃক লিখিত ; দি পপুলার বুক ডিপো : "গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে ; মূল্য ৩।০ মাত্র।

আমাদের দেশে জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কিং আরও যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। লেখক মনে করিয়াছেন, তিনি যে বিষয় লইয়া লিখিতেছেন তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং এই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়াই লেখক মিশনারী ভাব খানিকটা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য দেশে জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কিং যে কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে এবং তাহাতে দেশ কিরূপ লাভবান হইতে পারে তাহা তিনি দেখাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশে যে ইহার ব্যবহারের কতটা স্থান আছে তাহারও পরিমাপ দেখাইয়াছেন। শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করিলে রাধাকিষণের লেকচার অনুযায়ী "আন্তর্জ্জাতিকতা" বা ইন্টার-ন্যাশন্যালিস্‌ম্ ত্যাগ করা যে চলে না, তাহা তাঁহারই লোক সাভকার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। এই আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হইলে জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের যে কি রকম আকার ও কার্য্যপ্রণালী হওয়া দরকার তাহা লেখক অতি চমৎকারভাবেই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রত্যেক ব্যবসায়-ক্ষেত্রে "স্পেসালিজেশন্" বা বিশিষ্টতা আবশ্যক। যেমন ধরুন আইন ব্যবসায়, কেহ বা সিভিল, কেহ বা ক্রিমিন্যাল আবার সিভিলের মধ্যে কেহ বা কোম্পানীর আইন, কেহ বা নৌ-জাহাজ বিষয়ক আইন প্রভৃতিতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারই মোকদ্দমা করিয়া থাকেন। ঠিক সেই রকম ডাক্তারদের মধ্যেও কেহ বা চোখের ডাক্তার, কেহ বা ষ্ট্রেপ্টোর ডাক্তার। ঠিক সেই মত ব্যাঙ্কও এক একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য হওয়া আবশ্যক।

ক্রেডিট নির্ভর করে এই ক্রেডিট এবং ব্যাঙ্কের সুবিধার উপর। আমাদের দেশে দেশী ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা ঠিক ঐ ধরণের নহে। মিঃ সাভকার জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে লেখাটীকে তিনটী ভাগে ভাগ করিতে চাহিয়াছেন—১ম—ইহার ইতিহাস, ২য়—ইহার প্রতিষ্ঠান এবং ৩য়—ইহার সংস্কার। লেখাংশের যে অধ্যায়গুলি লেখা হইয়াছে তাহাতে লেখকের নিজত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তাহাতে লেখক দেখাইয়াছেন জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের কি কি মুস্কিল থাকিতে পারে এবং তাহার উপায়ই বা কি হওয়া সম্ভব এবং তাহার আইন বা নিয়মকানুন। ব্রাঞ্চ ব্যাঙ্কিং বা শাখা ব্যাঙ্কের বিষয়, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সমন্বয় সম্বন্ধেও লেখক আলোচনা করিতে ভোলেন নাই। ইহাতে যে ব্যয়-সঙ্কোচ এবং নৈপুণ্য দরকার তাহা স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। লেখক তাহার পর দেখাইয়াছেন "ক্রেডিট ইন্সাসটিটিউসন্স, ক্লিয়ারিং হাউস, ব্যাঙ্কিং এডুকেশন, ব্যাঙ্কিং ষ্ট্যাটিসটিক্স্"। শেষের অধ্যায়ে লেখক তাঁহার মতগুলি একত্রিত করিয়াছেন এবং আমাদের দেশে জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ যে কি হইতে পারে তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখাটী সংক্ষেপের মধ্যে খুবই জ্ঞানপ্রদ এবং আধুনিক কালে ব্যাঙ্কের যে যে দোষ রহিয়াছে তাহা নিখুঁতভাবেই তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের বৃদ্ধি পাইবার জন্য যে বহু স্থান রহিয়াছে সে কথা বারবার লেখক আমাদের জানাইয়াছেন। কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি তাহাদের বিশিষ্ট কার্য্যের জন্য অন্যত্র প্রসার লাভ করিতে বাধ্য

এবং অরেণ্ট ইক বাাঙ্কের উন্নতির ফলে তাহার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। লেখকের মতে আমাদের দেশের মত এত বড় দেশে সমস্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া চালানো সম্ভবপর নহে।

"দি মডার্ণ ওয়ার্লড্"; কে ডি ডাবলিউ ধারান কর্তৃক লিখিত; দি এলায়েড্ বুক কোং কর্তৃক প্রকাশিত; মাদ্রাজ।

ত্রিবাঙ্কুরে ভূগোল পড়াইবার যে সিলেবাস আছে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বিষয়গুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—ফিজিক্যাল (জলবায়ু), রিজিয়ন্যাল, ইকনমিক এবং প্র্যাকটিক্যাল দিকে মানচিত্র অঙ্কন, মানচিত্র পঠন প্রভৃতির নিয়মাবলী। লেখাটী খুবই আধুনিক ধরণের এবং প্র্যাকটিক্যাল দিকটা ছেলেদের পক্ষে উপকারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যদিও সিলেবাসের ছায়ায় পুস্তকখানিকে লিখিতে হইয়াছে তথাপি লেখক ইহার মধ্যে নিজের জ্ঞান ও মৌলিকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বইখানিতে ইকনমিক বা আর্থিক ভূগোল যে যে অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে তাহা অতি চমৎকার এবং ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনেও যে তাহা প্রয়োজনে লাগিতে পারে এ কথা আমরা ভাবিতে পারি। উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষা দিতে হইলে এই ধরণের ভূগোল আবশ্যক। ইতিহাস এবং ভূগোল উভয়ই একত্রে শিক্ষণীয়। যে কোন দেশের যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই দুই বিষয়ে সুশিক্ষা না থাকিলে প্রকৃত আদর্শ লাভ হওয়া দুঃসাধ্য। রাজনীতি বা অর্থনীতি ক্ষেত্রে ভূগোল ও ইতিহাস অত্যন্ত আবশ্যক। বাংলাদেশে ভূগোল ছড়াছড়ি যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাহাতে অবান্তর কথার সংমিশ্রণ এতটা বেশী আছে যে প্রকৃত তথ্য ছাত্রদের ধরা সুকঠিন। বিষয়ে অনুরাগ আনিতে মনের চাওয়া অনুযায়ী প্র্যাকটিক্যাল দিকটায় একটু ঝোঁক দিলে ভাল হয়।

"ইকনমিক কজেস অব ওয়ার"; এল্ রবিন্স্ কর্তৃক লিখিত; লণ্ডন; ১৯৩৯; পৃঃ ১২৪; মূল্য ৪ শিলিং মাত্র।

ছোট ছোট প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রঃ রবিন্স্ খুবই জটিল সমস্যাকে সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বোধ হয় সেই জন্যই বইখানির নামে যে সমস্যা এবং তাহাতে যে ঔৎসুক্য মানুষের মনে জাগরূক হয় তাহার প্রকৃষ্ট সমাধান ও তৃপ্তি সাধন হয় না। আধুনিক যুদ্ধের কারণ হিসাবে আর্থিক সমস্যাগুলি কিভাবে কার্যকরী হইয়াছে তাহা ঠিকভাবে না দেখাইয়া লেখক প্রতিবাদ করিয়াছেন মার্কসিষ্ট বা সোসিয়ালিষ্টদের যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার। হয়তো ইহা সত্য হইতে পারে যে, যাঁহারা মার্কস্‌বাদী তাঁহারা আর্থিক সমস্যার মধ্যে টাকা পয়সার ব্যাপারকে খুবই বড় স্থান দিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন উহাই হইল যুদ্ধের মূল কারণ। কিন্তু তাঁহাদের এই কথার যে কিছুই দাম নাই এই কথা বলা লেখকের পক্ষে সমীচীন হইয়াছে কিনা ভাবিবার বিষয়। অর্থাভাব যে, মানুষকে সাধারণতঃ কোথায় লইয়া যাইতে পারে এবং বাস্তবিক জীবনের অনুশাসন যে অধিকাংশই এই অর্থের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে সে কথা কি করিয়া অস্বীকার করা চলে?

অধ্যাপক রবিন্স্ কতকগুলি ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, যেখানে মহাজনদের স্বার্থে আঘাত পড়িয়াছে এবং তাহার পরিণতিতে হয় যুদ্ধ না হয় সঙ্কট আসাই স্বাভাবিক সেখানে কিছুই হয় নাই। তিনি বলেন যে, বুয়োর যুদ্ধ বাদ দিলে ঠিক এই ধরণের আর্থিক প্রশ্নই যুদ্ধের মূল একথা বলা যায় না। অধ্যাপক রবিন্স্ ছয়টী মাত্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া এত বড় তত্ত্বে পৌঁছিয়াছেন, ইহা খুবই আশ্চর্য্য। নীতির গুরুত্ব হিসাবে এবং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাচুর্য্য থাকাতেও লেখক এই অপ্রচুর ঘটনার উপর নির্ভর করায় সাধারণকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন না, সুধীগণকে তো নয়-ই।

যুদ্ধের কারণ হিসাবে যে যে বিষয়ের সমাবেশ দেখা দরকার তাহা আরও জটিল। শক্তির বিরুদ্ধতাই যুদ্ধের মূল কারণ এবং আর্থিক অবস্থা সামাজিক জীবনের গতিতে একটী বিশিষ্ট এবং প্রধানতম ব্যাপার যাহা লইয়া জীবনের দ্বন্দ্ব প্রতিমুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের কারণ হইয়া আর্থিক ঘটনাবলী পরোক্ষে কার্যকরী হয় সত্য, প্রত্যক্ষে খুবই কম। অধ্যাপক রবিন্স্ বলেন যে,

আর্মাণ কারখানা এবং শিল্প ব্যবসায়ীরা নাৎসী পার্টিকে টাকা দিয়া অত্যন্ত ভুল ও বোকামি করিয়াছে। একথা বিজ্ঞানসম্মত,—না হইলেও জাতীয়তাবাদীর মনস্তত্ত্ব বটে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হিসাবে গত যুদ্ধের পরিণতিতে সামাজিক গণতান্ত্রিকতা এবং বড় বড় কলকারখানা খুবই ঘায়েল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারা সজীবতা পাইয়াছে এই নাৎসী পার্টির নিকট হইতে। যখন তাহারা উন্নতি সাধন করিয়াছিল এবং অর্থসাহায্য করিয়াছিল তখন হয়তো মনে কল্পনাও করে নাই যে, যুদ্ধ হইবে এবং তাহা কাহার সহিত হইবে। যুদ্ধ যে কিসের পরিণতি হিসাবে হইতে পারে তখন ঠিক করিয়া কেহই ভাবিয়া দেখিতে সক্ষম হয় নাই। যুদ্ধের সত্য কারণ রাজনৈতিক অথবা "ডিপ্লোমেটিক" যেমন সাবিয়া দাবী করা অথবা পোল্যাণ্ড দাবী করা ইত্যাদি ধরণের কিন্তু তাহা বলিয়া যে আর্থিক কারণ তাহাতে কিছুমাত্র নাই সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। অধ্যাপক রবিন্‌স্ বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক দলের হাতে যদি ক্ষমতা চলিয়া যায় তাহা হইলে সাধারণের জীবন খুবই খারাপ হইবে এবং এই যুদ্ধ এবারেও হয় তো শেষ না হইতে পারে। কিন্তু বুঝা গেলনা যে তিনি কেন সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই। প্রথমটীতে জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দিয়াছে এবং দ্বিতীয়টীতে আন্তর্জাতিকতাকে স্থান দিয়াছে। মানুষের মঙ্গল এবং শ্রমিকদের উন্নতিকল্পেই বহু পন্থা অবলম্বিত হওয়া সম্ভব তাহা দ্বিতীয়টী হইতে বুঝা যায়। কাজেই ন্যাশন্যাল সোস্যালিজমকে যদি সম্যক ধনিক তন্ত্রবাদ বলা যায় তাহা ভুল হইবে, আবার নিছক সমাজতান্ত্রিক বলিলেও ভুল করা হইবে। কাজেই অধ্যাপক রবিন্‌স্ কিভাবে তাঁহার যুক্তিকে গ্রহণ করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। মনের অশান্তির কারণ হিসাবে লেখক দেখাইয়াছেন যে, "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সাভারেন ষ্টেট" থাকাই একমাত্র কারণ। ইহাও সন্দেহের কথা।

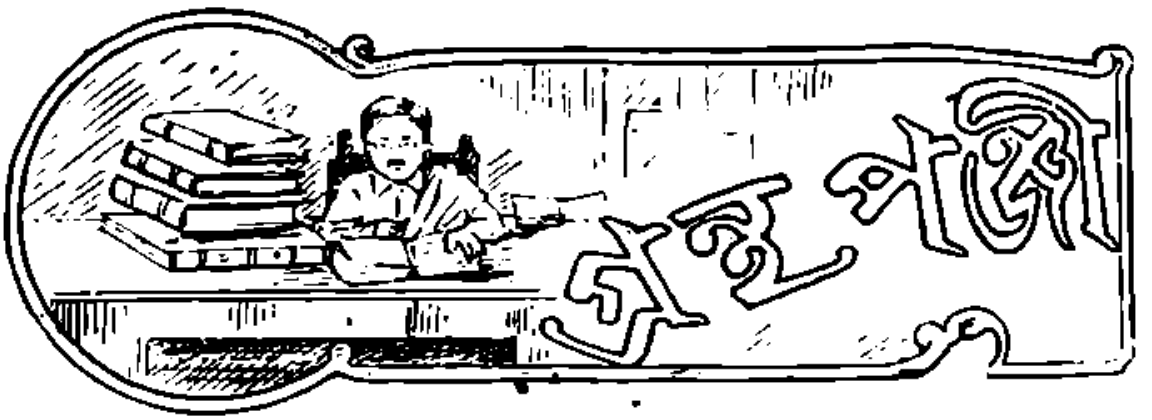

১। "দি ইকনমিক লাইফ অব প্রিমিটিভ পিপ্‌লস্" হার্স্কোভিট্‌স্ কে কর্তৃক লিখিত; নর্ক কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩০ নিউইয়র্ক; পৃঃ ৩৯২; মূল্য ৩·৫০ ডলার।

২। "দি কড্ ফিশারিস্"; এইচ্ এ ইনিস্ কর্তৃক লিখিত; ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; নিউ হ্যাভেন; ১৯৪০ পৃঃ ৪২০, মূল্য ২১ শিলিং ৬ পেন্স।

৩। "জেমস্ হার্ভে রোজার্স; ১৮৮৩-১৯৩১; ইন্ মেমোরিয়্যাম"; ষ্টানফোর্ড; কনেকটিকাট; ওভারব্রুক প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৩৪।

৪। "কমপিটিশন এবং গ্রেনস্"; এন্ ষ্ট্যাসনি কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯; ষ্টানফোর্ড; পৃঃ ৩০৬; মূল্য ৪·০০ ডলার।

৫। "দি ট্রেসারি এণ্ড মনিটারি পলিসি; ১৯৩৩-১৯৩৮; জি জি জনসন কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; কেম্‌ব্রিজ ম্যাসাচুসেটস্; ২৩০ পৃঃ; মূল্য ১৪ শিলিং ৬ পেন্স।

৬। "গোয়াটেমালা পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্ট" সি এল্ জোন্‌স্ কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা কর্তৃক প্রকাশিত; মিনিয়াপোলিস; ১৯৪০; পৃঃ ৪২০; মূল্য ৩০ শিলিং।

৭। "ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ডিক্সনারি"; এ কে কুর্জ এবং এইচ এ এডমার্চন কর্তৃক লিখিত; জন্ ওয়াইলি কর্তৃক প্রকাশিত; ১৩৩৯; নিউইয়র্ক; পৃঃ ১৯১; মূল্য ১২ শিলিং।

৮। "সেবার রিলেসনস ইন্ দি অটোমোবাইল ইন্ডাষ্ট্রি"; ডাবলিউ এইচ ম্যাক্‌কারসন কর্তৃক লিখিত; ব্রুকিং ইনষ্টিটিউসন কর্তৃক প্রকাশিত; ওয়াশিংটন; ১৯৪০, পৃঃ ১৫৮ মূল্য ১·৫০ ডলার।

৯। "ক্যাপিট্যাল এক্সপ্যানসান, এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ইকনমিক ষ্টেবিলিটি" এইচ জি মাউলটন এবং অন্যান্য কর্তৃক লিখিত; ব্রুকিং ইনষ্টিটিউসন কর্তৃক প্রকাশিত; ওয়াশিংটন; ১৯৩০; পৃঃ ৩১৩; মূল্য ৩·৫০ ডলার।

১০। "দি মডার্ণ রেলওয়ে" জে এইচ প্যারমেলে কর্তৃক লিখিত; লঙম্যান্‌স্ গ্রীন্ এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৭৩০; মূল্য ২৫ শিলিং।

১১। "জার্ণাল ফিনানসিয়াল পলিসি—১৯৩২-১৯৩৯"; কে ই পুলে কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত; কেম্‌ব্রিজ ম্যাসাচুসেটস্; ১৯৪০; পৃঃ ২৭৬; মূল্য ২০ শিলিং।

১২। "দি প্রেসেন্ট ষ্ট্যাটাস অব রিনিউয়্যাল থিওরি"; জি এডি প্রেইনরিস্ কর্তৃক লিখিত; ওয়েভার্লে প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; বাল্‌টিমোর; ১৯৪০; পৃঃ ২৭।

১৩। "নিউ হোম্‌স্ ফর ওল্ড"; ডাবলিউ, ডি, রিড এবং এলিজাবেথ অগ্ কর্তৃক লিখিত; ফরেন পলিসি এসোসিয়েসন কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০; পৃঃ ১১২; মূল্য ২৫ সেন্ট মাত্র।

১৪। "দি কন্ট্রোল অব কন্সিটিসন ইন্ ক্যানাডা"; রেনল্ড কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; কেম্‌ব্রিজ ম্যাসাচুসেটস্, ১৯৪০; পৃঃ ৩২৪ মূল্য ১৬ শিলিং ৬ পেন্স।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু*

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম, এ, গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

হিন্দুজাতি ক্ষয়িষ্ণু কিনা আলোচনার জন্য বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদে একটি সভার অধিবেশন হয়। আলোচনা বিশেষ করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের লিখিত 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া হইয়াছিল। হিন্দু জাতি সত্যই ক্ষয়িষ্ণু কিনা এ সম্বন্ধে সভায় তুমুল আলোচনা হয়। সর্ব্ব প্রথম অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম-প্রণালী সকলের নিকট বিবৃত করেন। অতঃপর তিনি বৈজ্ঞানিক ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায় সহায়তার নিমিত্ত 'ক্ষয়িষ্ণু' ও 'ক্ষয়িষ্ঠ' কথা দুইটীর পার্থক্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ক্ষয়িষ্ণু অর্থে বুঝিতে হইবে এখনও যাহা ক্ষয় হইতেছে অথচ চরম অবস্থায় পৌঁছায় নাই। ক্ষয়িষ্ঠ অর্থে যাহা ক্ষয় হইতে-হইতে চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। আবার ক্ষয়িষ্ণু কথাটীর প্রকৃত অর্থ হইতেছে যে, নির্দ্দিষ্ট একক হইতে কোনো বস্তু ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। অধ্যাপক সরকার এই অর্থে হিন্দু জাতি ক্ষয়িষ্ণু একথা স্বীকার করেন না। হিন্দু জাতি বাড়িতেছে তবে সে বাড়তির "হার" আশানুরূপ হইতেছে না। ইহাকে হিন্দু জাতির ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। বড় জোর এই কথা বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু জাতি মুসলমান কি অন্যান্য জাতির ন্যায় অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে না। হিন্দু জাতিও অন্যান্য অনেক জাতির মতনই "বর্দ্ধিষ্ণু",—এই হইল সংখ্যা বিজ্ঞানের তরফ হইতে বিনয়বাবুর মতে আসল কথা। বৃদ্ধির (বাড়তির) তুলনামূলক হার লইয়া যাহা-কিছু গণ্ডগোল।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত বলেন যে, প্রফুল্লবাবুর সহিত তিনি মূলতঃ অনেকটা একমত হইলেও খানিকটা মতভেদ আছে। আর এই মতভেদের জন্যই তাঁহাকে সেদিন সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের প্রধান বক্তারূপে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ১৮৭২-১৯০১ অব্দ পর্য্যন্ত সেন্সাস রিপোর্ট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কর্ণেল উপেন মুখার্জ্জী প্রমাণ করিয়াছেন যে, কতকগুলি সামাজিক কারণের জন্য বাংলার হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে। লেঃ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই বইখানির নাম ছিল "এ ডাইং রেস"। ইহার কিছু পরে ৺কিশোরীলাল সরকার মহাশয় উহার প্রতিবাদ স্বরূপ এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া উহাতে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থার কোন দোষ নাই। ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যই বাংলার হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের প্রধান কারণ। সখারাম গণেশ দেউস্করও কর্ণেল মুখার্জ্জির যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন নাই। ১৯৩১ সনের সেন্সাস রাজনৈতিক কারণে কলুষিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখান হইয়াছে যে, হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের মত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে না। সেখানে হিন্দু বাড়ে শতকরা ২৩ জন সেখানে মুসলমান বাড়ে ৩১ জন। এই সেন্সাসে বলা হইয়াছে হিন্দুজাতি ক্ষয়িষ্ণু।

মৃত্যুর হারের তুলনায় জন্মের হারের হ্রাস-বৃদ্ধির উপরই মোট সংখ্যার বাড়তি-কমতি নির্ভর করে। ১৯৩১ সনের পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানের জন্মের হার পৃথক দেখান হইত না। শ্রীযুত অনিলকুমার রায় চৌধুরীর চেষ্টায় উহা পৃথক দেখান হইতেছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গত ৬ বৎসরে হিন্দুর জন্মের হার মুসলমানের জন্মের হার অপেক্ষা বেশী। সুতরাং এখন বাঙালী হিন্দুর

---

* বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের আলোচনা (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার ভবন) অবলম্বনে অনুলিখিত।

সংখ্যা বাঙালী মুসলমানের তুলনায় হ্রাস পাইতেছে একথা বলা চলে না। তাহার পর সন্তোষজনক হিন্দু শিশুর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৫ অব্দ হইতে দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান শিশুর সংখ্যা যে কেবল হিন্দু শিশুর সংখ্যা হইতে কম তাহা নহে, উহাদের নিজস্ব সংখ্যাও কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখানে হাজার করা ১৭৮ হিন্দু শিশু জন্মে সেখানে মুসলমান শিশুর সংখ্যা ১৭২। যদিও ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক সন্তান ধারণক্ষম বিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা মুসলমানদের হিন্দুর অধিক কিন্তু তাহাদের মধ্যে আবার বন্ধ্যাত্বও বেশী। তাহা ছাড়া মুসলমান স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার হিন্দু স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যত হিন্দু মারা যায় মুসলমান মারা যায় তার চাইতে বেশী। কিন্তু ৩০ বৎসরের অধিক বয়স্কদের মধ্যে হিন্দুর মৃত্যু-সংখ্যা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক। শারীরিক শক্তিতেও মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু শ্রেষ্ঠ। হিন্দু কয়েদীর গড়পড়তা ওজন যেখানে ১০৩ পাউণ্ড, সেখানে মুসলমান কয়েদীর ওজন গড়পড়তা ১০১ পাউণ্ড। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহাতেও দেখা যায় যে, হিন্দু ছাত্রগণ তাহাদের মুসলমান ভ্রাতাদের অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক শক্তিমান। এতদ্ব্যতীত বাঙালী হিন্দুর আয়ুঃ গড়ে মুসলমানের আয়ুঃ অপেক্ষা ১·৮ বৎসর বেশী। ১৮৯১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরে হিন্দুর আয়ুঃ গড়পড়তা মুসলমান অপেক্ষা বাড়িয়াছে। সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় ১৮৮১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসরে যেখানে হিন্দু বাড়িয়াছে শতকরা ২৩ জন সেখানে মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৫১ জন। ইহার মধ্যে হয়ত কতকটা ভ্রান্তিজনিত মুসলমান-স্ফীতি আছে; কিন্তু বস্তুতঃ মুসলমানগণ যে হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে একথা সত্য। ইহার প্রথম কারণ হিন্দুর মধ্যে বিধবা বিবাহের অপ্রচলন। হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০ জন হ্রাস পাইয়াছে। মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে, তবে তাহা অপেক্ষাকৃত কম।

শ্রীযুত দত্ত আরও বলেন যে, হিন্দুজাতি ক্ষয়িষ্ণু একথা তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। কেন না হিন্দুর সংখ্যাল্পতা কতকটা কাল্পনিক। তবে প্রফুল্লবাবু হিন্দুর সংখ্যালঘিষ্ঠতার যেসকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেগুলি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ একমত। হিন্দুজাতির সংখ্যা কেন হ্রাস পাইয়াছে তাহা তিনি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন। একদিকে যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে অন্য দিকে তেমনি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে। সেদিন পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে গোঁড়ামীর প্রাধান্য ছিল। ফলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা দলে দলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এখন উহা অনেকটা বন্ধ হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুদের অতিরিক্ত গোঁড়ামীর ফলে যে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। পূর্ব্বে বাংলা দেশে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ছিল; কিন্তু ১৯০১ অব্দ হইতে প্রতি বৎসর ৩।৪ শতের অধিক হিন্দু মুসলমান হয় নাই। এখন তাহাও বন্ধ হইয়াছে। আর্য্যসমাজ ও হিন্দুমিশনের চেষ্টায়ই তাহা সম্ভব হইয়াছে। রাজনৈতিক মতলবে এখন ১৯৪১এর সেন্সাসে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৩০ জন দেখাইবার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া জনরব রটিয়াছে। শ্রীযুত দত্ত অতঃপর লক্ষিষ্টিক কার্ভের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, আগামী সেন্সাসে হিন্দুর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িবে মনে করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। প্রফুল্ল বাবু হিন্দু সমাজের গলদ কোথায় তাহা ঠিক ধরিয়াছেন। হিন্দুজাতি ক্ষয়িষ্ণু নয়। তাহাদের ভিতর এখনও প্রচুর জীবনীশক্তি আছে। কিন্তু বিধবা বিবাহের অপ্রচলন ও নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কারের ফলে সেই প্রাণশক্তি বিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। শ্রীযুত দত্ত প্রফুল্লবাবুকে এ বিষয়ে আর একখানি বৃহদাকার পুস্তক রচনা করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুত প্রফুল্ল সরকার বলেন যে, তিনি তাঁহার পুস্তকে শুধু সংখ্যার কথা আলোচনা করেন নাই, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল দিক্ হইতে বাঙলার হিন্দুর অধোগতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দুরা ক্ষয়িষ্ণু নহে। হিন্দুরা যদি ক্ষয়িষ্ণু না হয় তবে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দিত হইব। কিন্তু শ্রীযুত দত্ত যেসব প্রমাণ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত বা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহার মাপকাঠিও সন্তোষজনক নহে। পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া কম, কিন্তু সেখানেও হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে কেন? সেখানে তো উভয় সম্প্রদায় একই পারিপার্শ্বিকের ভিতর বাস করিতেছে। অতএব বুঝা গেল যে, ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্যত্র হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই কারণগুলি হইতেছে হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার গলদ, ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ ইত্যাদি। জাতিভেদ প্রথা "জাতি-গঠনে"র বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন না হইলে হিন্দুরা টিঁকিতে পারিবে না। তাহাদের প্রচুর জীবনীশক্তি আছে সত্য, কিন্তু তাহা যদি ক্রমাগত খরচ হইতে থাকে, তবে এমন দিন আসিবে যখন সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবে। আর্য্য সমাজ ও হিন্দু মিশন হিন্দু সমাজের ক্ষয়-নিবারণের জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই সমাজকে রক্ষা করিবে। বইয়ে সামান্যই আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার দ্বারা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভাব আসিতে পারে ভাবিয়া ভয়ে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। তিনি আরও বলেন—"আমাদিগকে সবল চিত্তে সত্যের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বিশ্ব-মানবের সহিত একত্র করিয়া হিন্দু সমাজকে দেখিব এরূপ উদারতায় হিন্দু সমাজ রক্ষা পাইবে না। ৫০ বৎসর ধরিয়া পাঞ্জাবের হিন্দুরাও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সে প্রদেশে ম্যালেরিয়া নাই। আসল কথা হিন্দুর বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যতই 'আদর্শ' ব্যবস্থা হউক, বর্ত্তমান যুগে হিন্দু সমাজে তাহা ঠিক ঠিক প্রচলন করা অসম্ভব। যমুনার জল যেমন উজান বহান যায় না, প্রাচীন যুগের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও তেমনি এযুগে ফিরাইয়া আনা যায় না। অহিংসার নামে ঘোর দুর্ব্বলতা ও তামসিকতা আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে। পৃথিবীতে দুর্ব্বলের স্থান নাই। এই মহাসত্য আজ আমাদিগকে জাতি-হিসাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

"জাতিভেদের কাঠামো ত্যাগ না করিলে হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। জাতিভেদের ফলে হিন্দু সমাজে সংহতি শক্তির অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের এখন প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য জাতিভেদ বিলোপ। সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙিয়া হিন্দুর সমাজ-দেহে নূতন প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে। আমাদের মতে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন এবং অসবর্ণ বিবাহ এই দুই আন্দোলন জাতিভেদ ধ্বংসের জন্য পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ চালাইবার প্রধান উপায়। হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বলিয়া কেহ থাকিবে না। অসবর্ণ বিবাহ জাতিভেদের দুর্গ শিথিল করিবার একটি প্রধান উপায়। অসবর্ণ বিবাহ এককালে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পাওয়াতে পরবর্ত্তী সময়ে উহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য উহার বহুল প্রচলন আবশ্যক। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে যে কেবল বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলন-বিস্তারের ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে তাহা নহে, বিবাহ ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর রক্ত-মিশ্রণে হিন্দু সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হইবে। বিধবা বিবাহ প্রচলন আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। হিন্দু জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, সমাজের দোষ গলদ, ও নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রতি সজাগ থাকিলে দেখা যাইবে যে, বিধবা বিবাহ প্রচলন হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায়। হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে বিধবা বিবাহের রোধ। সমাজের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

"আসল কথা সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার। হিন্দুরা কিভাবে আত্মহত্যা করিতেছে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, মালাবারে হিন্দুদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া আরব হইতে মুসলমান আনিয়া জাহাজ চালান হইয়াছে। এই সকল কাজকর্ম্মের অসুবিধার জন্য রাজার আদেশে প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন হিন্দুকে

মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই প্রকার কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর ফলে সর্বত্রই হিন্দুদের হটিয়া আসিতে হইয়াছে। এই সকলই হিন্দুর ক্ষয়িষ্ণুতার প্রধান কারণ। আজ বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রণালীতে এসকল কুসংস্কার আর টিকিতে পারে না। ইহাদিগকে চূর্ণ করিয়া নূতন পরিবেশের সঙ্গে সমতালে না চলিতে পারিলে হিন্দুদের আর রক্ষা নাই। আজ এই সত্য প্রত্যেক হিন্দুরই হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য।"

বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, প্রফুল্ল সরকারের "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" পুস্তকের নামটা মাত্র নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক কিন্তু কামটা নৈরাশ্যজনক নয় বরং উল্টা। যখন কেহ বলে হিন্দুরা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছে তখন সেই ক্ষয় নিবারণের জন্য প্রত্যেক হিন্দুর মনে প্রবল আগ্রহ জন্মে। নৈরাশ্যের ভিতর দিয়াই গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করার সুবিধা হয়। এই দিক্ হইতে প্রফুল্লবাবুর পুস্তক দেশের মহান উপকার করিয়াছে। তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যথেষ্ট নিপুণতার সহিত সকল তথ্য তাঁহার পুস্তকে ব্যবহার করিয়াছেন। সম্প্রদায়, ধর্ম, প্রদেশ ও জাতি হিসাবে তিনি পৃথক-পৃথক জন্মমৃত্যুর হার এবং বাড়তি-কমতি প্রভৃতি দেখাইয়াছেন। এইরূপ "ডিফারেন্শ্যাল" (প্রভেদ-মূলক) আলোচনাকে গভীর বিশ্লেষণ ("ইণ্টেন্সিভ আনালিসিস") বলে। আরও গভীরতর বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। হিন্দুদেরকে অবশ্য ক্ষয়িষ্ণু বলা ভুল। কেন না তাহারা বাড়িতেছে; কিন্তু বৃদ্ধির হার মুসলমানদের অপেক্ষা কম, এই কথা বলিলেই ঠিক বলা হয়। একথা সত্য নহে যে, হিন্দুর উদ্ভাবনী শক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃতি, সাহস, অর্থ বা রাষ্ট্রশক্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ে বাঙ্গালার হিন্দুরা ক্রমে-ক্রমে অবনতির দিকে যাইতেছে না। বরং সকল বিষয়েই বাড়্তি দেখা যায়। প্রফুল্লবাবুর পুস্তক জনপ্রিয় হইয়াছে দেখিয়া বক্তা আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার অনেক ছাত্রকে পুস্তকটী পড়িয়া দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন। অধ্যাপক সরকার অতঃপর বলেন যে, বাঙালী হিন্দুর সমস্ত সমস্যা একটি কথায় প্রকাশ করা যায়। কথাটী হইতেছে বিধবাদের সমস্যা। বাঙ্গালা দেশে মোট প্রায় ২৫ লক্ষ বিধবা আছে। ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক বিধবার সংখ্যা ১০ লক্ষ। এই বিধবাদের শক্তির অপচয় হইতেছে। ইহাদের পুনর্বিবাহ হইলে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়িতে পারিত। হিন্দু বিধবার সংখ্যা মুসলমানের বিধবাদের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে যদি আইনের সাহায্য লওয়া যায় তবে সমস্যার সমাধান হইতে পারে। "ঢাক্-ঢাক্" "গুড়-গুড়" করিয়া লাভ নাই। সোজাসুজি বলিয়া রাখা ভাল যে, বিধবাদেরকে হিন্দু সমাজের লোকেরা সাধারণতঃ একটা আপদ-স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। পরিবারে তাহারা বোঝা-স্বরূপ হইয়া তাহাদের অভিভাবকগণের কৃপার পাত্ররূপে দৃষ্ট হয়। বাংলার যুবকেরা এই বিধবা মা-বোনের গ্রাসাচ্ছাদন ও শুশ্রূষার ভার হইতে রক্ষার চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীলোকেরা যদি আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হয়, তবে যুবকদের দায়িত্ব বহুলাংশে কমিয়া যাইবে ও অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। বড়-বড় আইনজ্ঞ ও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, হিন্দু আইন বর্তমান সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তবুও কেহ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য রঘুনন্দনের বিধান লঙ্ঘন করিতে সাহস পান না। হিন্দুর সমস্যা তাহার আইন-পাণ্ডার সমস্যা। ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের অনেকাংশকে রহিত করিয়া আজ নূতনতর ব্যবস্থা কায়েম করিতে না পারিলে হিন্দুদের উন্নতি হইবে না। অধ্যাপক সরকারের মতে প্রফুল্লবাবুর পুস্তকের প্রধান ও প্রথম শিক্ষা হইতেছে মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-রঘুনন্দনকে ধূলিসাৎ করা।

আলোচনা-প্রসঙ্গে ডাঃ মণীন্দ্রমোহন মৌলিক বলেন, যে হিন্দুজাতি ক্ষয়িষ্ণু কিনা কিংবা কতটুকু ক্ষয়িষ্ণু এবিষয়ে তীব্র মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁহার পুস্তকে হিন্দু সমাজের যে গলদ ও ত্রুটিগুলি উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য সমস্ত হিন্দু সমাজকে আহ্বান করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কিঞ্চিৎমাত্রও মতভেদ থাকা উচিত নয়। বিধবা বিবাহের প্রচলন, জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতিকে সর্বথা পরিত্যাগ

করিয়া এক অখণ্ড শক্তিমান হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই বিষয়ে প্রফুল্লবাবুও দুর্বাঙ্গনি করিয়াছেন। সমগ্র হিন্দু সমাজের বিশেষ করিয়া বাংলার হিন্দু সমাজের সে বিষয়ে অবহিত হওয়ার আশু প্রয়োজন আছে।

নৃতত্ত্বশাস্ত্রী ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, হিন্দুজাতি যে ক্ষয়িষ্ণু একথা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। পশ্চিম বঙ্গে লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পাটনী প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায় একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। অন্য প্রদেশ হইতে লোক আসিয়া অথবা সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতি আসিয়া ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগে হিন্দু কৃষকগণও মরণোন্মুখ। আদিম অথবা অন্য প্রদেশাগত লোকদের দ্বারাই এখন ঐ বিভাগের কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে। নিম্ন হিন্দু শ্রেণীর ডোম, হাড়ী, বাউরী প্রভৃতি জাতি প্রকৃত পক্ষে হিন্দু নয়; কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতিদ্বারা তাহারা বিজিত হইয়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। এই দিক্ হইতে দেখিতে গেলে হিন্দুজাতিকে ক্ষয়িষ্ণু বলা চলে না। বরং তাহারা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

মুসলমানের ভিতর বহুদার গ্রহণ-নীতি অত্যন্ত ব্যাপক। উহার ফলে বন্ধ্যাত্বও ঐ সমাজের মধ্যে প্রবল। শ্রীযুত দত্ত তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, একজন মুসলমান চাষী ও হিন্দু চাষীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ম্যালেরিয়া ও নানা প্রকার রোগে দেশের প্রচুর ক্ষতি করিতেছে। হিন্দু মুসলমাননির্ব্বিশেষে গোটা বাঙ্গালী জাতি রোগে ও দারিদ্র্যে জীর্ণ।

সিন্ধু প্রদেশের সরকারী লোকস্বাস্থ্য-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল ওপালনী আলোচনায় যোগদান করেন। তিনি বলেন যে, বহু বিবাহ দ্বারা পুরুষের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায় ও উপদংশাদি ব্যাধির দরুণ স্ত্রীলোকের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব বৃদ্ধি পায়। ম্যালেরিয়াও বাংলা-দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বাঙালী হিন্দু স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ মাপকাঠির নিম্নে। তিনি বলেন যে, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের জীবনী শক্তির ইতরবিশেষ করিতে হইলে বাহিরের দুই চারিটী লক্ষণ না দেখিয়া তাহাদের তুলনা-মূলক রক্ত-পরীক্ষা করিলেই সুফলের সম্ভাবনা অধিক। রক্ত-পরীক্ষাই স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় ব্যাপারের অগ্নি-পরীক্ষা। অধোগতির কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা প্রতিরোধ করিতে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক বাঙালীর প্রধান কর্ত্তব্য। বাঙালী ভারতের শীর্ষস্থানীয়। তাহাদের অধঃপতন হইলে সারা ভারতের অধঃপতন হইবে।

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক রাণেশ্বর দাস, বর্ত্তমান লেখক প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ দিনের মত সভার কার্য্য শেষ হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ (নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, চিকাগো, ইউ, এস, এ)

বিনিময় বাজারের উপর সুদের হারের প্রভাব

মুদ্রার বাজারে সুদের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা বিনিময়ের বাজার বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বিনিময়ের সাধারণ হার নির্দ্ধারণের পক্ষে পণ্যের আমদানি রপ্তানির গুরুত্ব বেশী সন্দেহ নাই; কিন্তু বিনিময় হারের আকস্মিক প্রবল হ্রাসবৃদ্ধির পক্ষে যে হারে টাকা লগ্নী করা হয়, তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রার বাজারে সুদের হার বিনিময়-বাজারের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তৎসম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। এই সম্পর্কে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থার আলোচনা করা হইলে বিষয়টা পরিস্ফুট হইবে। দুইটি প্রসিদ্ধ বিনিময়

বাজারে সুদের উত্থান এবং পতনের ফল কিরূপ ঘটে তাহা আমরা এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ আলোচনা করিব। নিউ-ইয়র্ক এবং লণ্ডন, এই দুটি বিনিময়-বাজারের কথা ধরা যাক।

নিউইয়র্কে সুদের হার বৃদ্ধি

নিউইয়র্কে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে তথায় দুই প্রকার ফল দাঁড়াইবে। প্রথমতঃ, বিদেশীয় ব্যাঙ্কের অর্থ নিউ-ইয়র্কের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কাররা বিদেশে যে আমানত রাখিয়াছে তাহা হইতে প্রয়োজন অনুসারে অর্থ উঠাইয়া আনিয়া নিউইয়র্কের লগ্নীর বাজারে ন্যস্ত করিবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, বিদেশীয় ব্যাঙ্কগুলি সর্ব্বদা অপেক্ষাকৃত অধিক লাভে লগ্নীর সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যদি নিউইয়র্ক ও লণ্ডন উভয় স্থানে ৬০ দিনে দেয় ঋণের সুদের হার শতকরা ৩ হয় এবং সহসা লণ্ডনে ঐ হারের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ব্যতীত নিউইয়র্কে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে বিদেশীয় ব্যাঙ্কাররা নিউইয়র্কে অপেক্ষাকৃত অধিক লাভের সুযোগ দেখিয়া তাহাদের নিউইয়র্কস্থ প্রতিনিধিদিগকে তাহাদের (বিদেশীয় ব্যাঙ্কের) নামে ৬০ দিনের বিল রচনা করিয়া লগ্নীর সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। ইহার ফলে লগ্নীর বাজার স্ফীত হওয়ায় বিনিময়ের বাজারে মন্দা উপস্থিত হইবে। লণ্ডনের ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নিউইয়র্কে ১০,০০০ পাউণ্ড লগ্নীর অর্থ,—নিউইয়র্কে ৬০ দিনে দেয় ৪ খানি ২,৫০০ পাউণ্ড বিলের সৃষ্টি, এবং ঐগুলি বিক্রয়ের জন্য বিনিময়-বাজারে উপস্থিত করা। যদি এইরূপে বাজারে বিলের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে ডলারের হিসাবে উহাদের বিনিময় মূল্য হ্রাস পাইবে। ফলে ব্যাঙ্কারদের বিভিন্ন শ্রেণীর বিলের এবং তারের আদেশের (কেব্‌ল্) বিনিময় হারও কমিয়া আসিবে।

নিউইয়র্কে সুদের হার অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে তথাকার ব্যাঙ্কাররা অপেক্ষাকৃত অধিক লাভের আশায় বিদেশীয় ব্যাঙ্কে তাহাদের যে অতিরিক্ত আমানত আছে, তাহা উঠাইয়া আনিবে, ইহা খুবই স্পষ্ট। এ বিষয়ে আলোচনা অনাবশ্যক। বিদেশীয় ব্যাঙ্কের নামে ষ্টার্লিং ড্রাফ্‌ট্ রচনা দ্বারা আমানত উঠাইয়া লওয়া হউক, অথবা বিদেশীয় ব্যাঙ্ককে ডলার ড্রাফ্‌ট্ পাঠাইতে বলা হউক, একই কথা। উভয় প্রক্রিয়া দ্বারাই বিনিময়-হারের মন্দা ঘটিবে। প্রথম প্রক্রিয়ায়, ষ্টার্লিং ড্রাফ্‌ট্ রচনা করিয়া উহা নিউইয়র্ক বাজারে বিক্রয়ের জন্য ধরিতে হইবে, ইহাতে ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায়, লণ্ডনে ডলার-ড্রাফ্‌ট্ ক্রয় করিয়া উহা নিউইয়র্কে পাঠাইতে হইলে ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে—ইহা নিউইয়র্কের দিক্ হইতে ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস ভিন্ন আর কিছু নহে।

নিউইয়র্কে সুদের হার হ্রাস

নিউইয়র্ক মুদ্রার বাজারে সুদের হার মন্দা হইলে দুইভাবে বিনিময়-বাজার প্রভাবান্বিত হইবে। প্রথমতঃ, এই অবস্থায় মার্কিণ ব্যাঙ্কারগণ সম্ভবতঃ বিদেশে তাহাদের আমানত বৃদ্ধি করিবে; দ্বিতীয়তঃ, বিদেশের যে মূলধন আমেরিকায় ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহার অনেকাংশ সম্ভবতঃ পরিশোধ করা হইবে।

নিউইয়র্ক মুদ্রার বাজারে যখন সুদের হার কমিতে আরম্ভ করে, তখন তথাকার ব্যাঙ্কাররা স্বভাবতঃ বিদেশে তাহাদের আমানত বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহার ফলে যে দেশে মুদ্রা প্রেরণ করিতে হইবে, সে দেশের মুদ্রা-সম্পর্কীয় বিনিময়-বিলের চাহিদা বাড়িয়া যায়, এবং ডলারের হিসাবে উহার বিনিময়-মূল্যও বৃদ্ধি পায়। ইহা মনে করা ভুল যে, লগ্নীর বাজারে সুদের মন্দা আরম্ভ হওয়া মাত্রই বহু পরিমাণ মূলধন বিদেশে প্রেরণ করা হয়। সর্ব্বশেষে এই পরিণতি অনিবার্য্য হইলেও যতদিন নিউইয়র্কের সুদের হার বিদেশের হার অপেক্ষা কিছু বেশী থাকিবে, ততদিন উহা ঘটিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, নিউইয়র্কে সুদের হার হ্রাস পাইলে এই বাজারে বিদেশের যে সকল স্বল্পমিয়াদী ঋণ চলিতেছে সেগুলির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র সাধারণতঃ পরিশোধ

করা হয়, পুনরায় মিয়াদ বৃদ্ধি করা হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নিউইয়র্কের বাজারে সুদের হার বিদেশীয় সুদের হার অপেক্ষা অল্প হইলেও বিদেশীয় ঋণের অনেক খাতক ঋণ পরিশোধ করিবার পরিবর্ত্তে ঋণের মিয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লন। ঋণ পরিশোধ না করিয়া বিদেশীয় উত্তমর্ণদিগকে বেশী সুদ দিবার পক্ষে তাহাদের বিশেষ যে কারণ থাকুক, অধিকাংশ লোক যথাসম্ভব অল্প সুদের পরচায় ঋণ গ্রহণের পক্ষপাতী।

মার্কিণ খাতক যখন বিদেশীয় ঋণ পরিশোধ করিতে অগ্রসর হয়, তখন তাহার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদেশীয় মুদ্রার চাহিদা-ড্রাফ্‌ট্ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। একই সময়ে বহু খাতক বিদেশীয় ঋণ পরিশোধের জন্য বহির্গত হইলে বিদেশীয় মুদ্রার বহু ড্রাফ্‌টের জন্য চাহিদা উপস্থিত হইবে। ইহার ফলে ডলারের হিসাবে বিদেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বৃদ্ধি পাইবে। মুদ্রার বাজারে সুদের হারের আকস্মিক মন্দা উপস্থিত হইলে এবং তথায় ন্যূনতম সুদে ঋণ গ্রহণ করা চলিতে পারে বলিয়া লোকের মনে ধারণার সৃষ্টি হইলে তদ্দ্বারা বিনিময়-হারের যেরূপ প্রবল চড়্‌তি ঘটিতে পারে তদ্রূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না।

লণ্ডনে সুদের হার বৃদ্ধি

নিউইয়র্কে সুদের হার হ্রাস পাইলে বিনিময়-হারের যে অবস্থা ঘটে, লণ্ডনে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলেও নিউইয়র্কে প্রায় সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। লণ্ডনে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবার ফলে নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কাররা লণ্ডনের ব্যাঙ্কে তাহাদের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। অপরদিকে লণ্ডনের ব্যাঙ্কারদের নিউইয়র্ক অপেক্ষা লণ্ডনে অধিক সুদ পাইবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা পূর্ব্বে নিউইয়র্কের বাজারে যে-সকল স্বল্পমিয়াদী ঋণ দান করিয়াছিল, সেগুলির মিয়াদ বৃদ্ধি না করিয়া মিয়াদ অন্তে সেগুলি ফেরৎ চাহিবে। নিউইয়র্কে সুদের হার হ্রাস পাইবার ফলেও তথায় এই অবস্থা ঘটিবে।

বিদেশে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে নিউইয়র্কের বিনিময় বাজার যেভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না অনেক সময় বিদেশীয় মুদ্রার বাজারে সুদের হার কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করা হয়। নিউইয়র্কে ডলার ষ্টার্লিং সম্পর্কীয় বিনিময় হারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনেক সময় লণ্ডনে সুদের হার কৃত্রিম ভাবে চড়াইয়া দেওয়া হয়। মনে করা যাক্, নিউইয়র্কে ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্য এত হ্রাস পাইয়াছে যে, নিউইয়র্কে সস্তায় বহু পরিমাণ ষ্টার্লিং ড্রাফ্‌ট্ ক্রীত হইবার ফলে লণ্ডনের সোণার যোগানের উপর গুরুতর টান পড়িয়াছে। অবশেষে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইবে যে, ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড) নিউইয়র্কে সোণার স্রোত বন্ধ করিবার জন্য জোর করিয়া সুদের হার (ব্যাঙ্ক-রেট্) বাড়াইয়া দিবে। ইহাতে লণ্ডনের সমগ্র মুদ্রার বাজারে সুদের হার চড়িয়া যাইবে। অবিলম্বে ইহার ফল নিউ-ইয়র্কের বিনিময় বাজারে প্রকাশ পাইবে। ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্য এত বাড়িয়া যাইবে যে, লণ্ডন হইতে সোণা আমদানি করা লাভজনক হইবে না। যদি ইহার পরও লণ্ডন হইতে নিউইয়র্কে সোণার আমদানি চলিতে থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড সুদের হার আরও কিছু বৃদ্ধি করিতে পারে।

লণ্ডনে সুদের হার হ্রাস

নিউইয়র্কে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে তথাকার বিনিময় বাজারে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, লণ্ডনে সুদের হার হ্রাস পাইলেও নিউইয়র্ক বিনিময় বাজারে সেই অবস্থা ঘটে। এইরূপ অবস্থায় লণ্ডনের ব্যাঙ্কে রক্ষিত মার্কিণ আমানতের আয় কমিয়া যাওয়ায় নিউইয়র্ক হইতে বড় বড় ড্রাফ্‌ট্ দ্বারা ঐ অর্থ উঠাইয়া আনা হইবে।

লণ্ডনে ঋণদানদ্বারা উপার্জ্জনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় বিদেশীয় উত্তমর্ণরা নিউইয়র্কের মুদ্রার বাজারকে লগ্নীর পক্ষে অধিকতর লাভজনক ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিবে। সুতরাং নিউইয়র্কের মুদ্রার বাজারে বহু পরিমাণ বিদেশীয় মুদ্রা ন্যস্ত হইবে। নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কারদিগকে

দীর্ঘমিয়াদী বিল রচনাদ্বারা লণ্ডন হইতে লগ্নীর অর্থ গ্রহণ করিতে বলা হইবে। রচিত ষ্টার্লিং বিলগুলিকে ডলারে রূপান্তরিত করিবার জন্য ঐগুলিকে নিউইয়র্ক বিনিময় বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা আবশ্যক হইবে। সুতরাং ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্য সম্ভবতঃ খুব নামিয়া যাইবে।

আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় স্বর্ণ

আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন ব্যাপারের দেনা অবশেষে সোণাদ্বারা পরিশোধ করা হয় কিনা, এ বিষয়ে মত-ভেদ বর্ত্তমান। একদল অর্থশাস্ত্রীর অভিমত এই যে, ঐরূপ প্রকৃত দেনা সোণা দ্বারাই পরিশোধ করা হইয়া থাকে। অপর একদল অর্থশাস্ত্রী বলেন, ঐরূপ দেনা সৃষ্টির দ্বারা পণ্যের বাজারে এরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয় যাহার ফলে পণ্য প্রেরণ করিয়া ঐ দেনা পরিশোধ করা আবশ্যক হয়। তাঁহারা আরও বলেন, সোণার আমদানি বা রপ্তানি দ্বারা কেবলমাত্র মুদ্রার বাজারের অবস্থাই প্রকাশ পায়; কোন্ বাজার অপর কোন্ বাজারের নিকট ঋণী তাহা প্রকাশ পায় না।

এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। কিন্তু সোণার আমদানি রপ্তানি বিষয়ক মতবাদের ব্যাবহারিক প্রয়োগের গুরুত্ব এত অধিক যে, তৎপ্রতি কিছু মনোযোগ প্রদান করা সমীচীন হইবে।

সোণা স্থানান্তরিত হয় কেন ?

দুই দেশের মধ্যে যে আর্থিক সম্বন্ধ বিদ্যমান,তাহা পরস্পরের সহিত ব্যবসায়ে আবদ্ধ দুই ব্যক্তির আর্থিক সম্বন্ধেরই মত বিবেচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাক্, রাম ও যদু পরস্পরের সহিত লেন-দেন ব্যাপারে আবদ্ধ আছে। রাম উকিল, যদু চিকিৎসক। রাম পূর্ব্বে যদুর নিকট তাহার বাটী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার নিয়াছিল, এখন রাম যদুর নিকট ১ শত টাকা মূল্যের জিনিষ বিক্রয় করিল। দেখা গেল, বন্ধকের সম্পর্কে রামের নিকট যদুর সুদ বাবদ ১ শত টাকা পাওনা হইয়াছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে টাকার আদান-প্রদান আবশ্যক হইল না। অতঃপর রামের ছেলে পীড়িত হইলে রাম তাহার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক যদুকে ডাকিয়া আনিল। চিকিৎসা বাবদ রামের নিকট যদুর ১ শত টাকা পাওনা হইল। রাম্ যদুকে বলিল, এই টাকা সে পরে দিবে, এখন উহা ধারস্বরূপ রাখা হউক। সুতরাং এবারেও টাকার আদান-প্রদান হইল না। ইহার পর চিকিৎসক যদু এক মামলায় বিজড়িত হইয়া রামকে উকিল নিযুক্ত করিল। যদুর পক্ষে কার্য্য করায় তাহার নিকট রামের ১ শত টাকা পাওনা হইল। রাম যদুর নিকট টাকা না চাহিয়া তাহাকে বলিল, পূর্ব্বে যে একশত টাকা ধার ছিল তাহা এতদ্দ্বারা পরিশোধ করা হইল। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেনের কার্য্য চলিতে থাকিলেও প্রকৃত টাকার আদান-প্রদান আবশ্যক হইল না। যতদিন কোন পক্ষে দেয় টাকার পরিমাণ অত্যধিক না হইবে ততদিন অপর পক্ষ সম্ভবতঃ উহা পরিশোধের জন্য পীড়াপীড়ি করিবে না।

এখন মনে করা যাক্, কিছুকাল পরে রামের নিকট যদুর এত অধিক টাকা পাওনা হইল যে, যদু রামকে নগদ টাকা দ্বারা ধার পরিশোধ করিতে অনুরোধ করিল। রাম যদুকে নগদ টাকা প্রদান করিয়া একটা মীমাংসা করিবার পর, রাম ও যদুর মধ্যে পূর্ব্ববৎ লেন-দেন কার্য্য চলিতে পারে।

রাম ও যদুর মত দুইটি দেশের আর্থিক সম্বন্ধও একই প্রকার হইতে পারে। গ্রেট-বৃটেন ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা প্রকার লেন-দেন কার্য্য চলিতেছে। গ্রেট-বৃটেন ভারত হইতে কাঁচামাল ও অন্যান্য অনেক পণ্য খরিদ করে, ভারতও গ্রেট-বৃটেন হইতে যন্ত্রপাতি ও নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। গ্রেট-বৃটেনের জাহাজ ভারতের মাল বিদেশে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং ভারতের জন্য মাল বহন করিয়া আনে। গ্রেট-বৃটেনের বীমা কোম্পানী ভারতের জন্য নানাপ্রকার বীমার কার্য্য করে। গ্রেট-বৃটেনের অর্থ ভারতে ন্যস্ত হয়। ভারত গ্রেট-বৃটেনকে ঋণের সুদ যোগায় এবং সময়ে

ঋণ পরিশোধ করে। এতদ্ব্যতীত গ্রেট-বৃটেন ও ভারতের মধ্যে আরও নানারূপ দেনা-পাওনার সম্বন্ধ বিদ্যমান। এইরূপে গ্রেট-বৃটেনের কাছে ভারতের এবং ভারতের কাছে গ্রেট-বৃটেনের অর্থ পাওনা হয়। যদি কোন এক সময়ে উভয় পক্ষের সকল দেনা-পাওনার হিসাব নিরূপণ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট ঋণী হইয়াছে। ঐরূপ হিসাব কখনও নিরূপণ করা হয় নাই, এবং সম্ভবতঃ করা যাইতে পারে না। তথাপি ইহা সত্য যে, কোন এক সময়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে ঋণী হইয়া পড়ে।

কখন কখন এক দেশের নিকট অপর দেশের দায়িত্ব এত অধিক হইয়া পড়ে যে, মুদ্রা (সোণা) প্রদানদ্বারা লেন-দেনের একটা মীমাংসা করা আবশ্যক হয়। এখানে দায়িত্ব বলিতে কেবল মাত্র পণ্যের আমদানি রপ্তানি সম্পর্কীয় দায়িত্ব নহে, সকল প্রকার দায়িত্বের সমবায় বুঝায়। ইহা সত্য যে, মোট দায়িত্বের মীমাংসার জন্য গ্রেট-বৃটেন ভারতকে অথবা ভারত গ্রেট-বৃটেনকে কখনও সোণা পাঠাইতে বলে না। প্রকৃত কথা এই যে, বিভিন্ন প্রকার দায়িত্বের ফলে দুই দেশের মধ্যে মুদ্রা-বিনিময়ের হার এরূপ একটা সীমায় পৌঁছিতে পারে যে, এক দেশের পক্ষে সোণা দ্বারাই অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে অপর দেশের পাওনা পরিশোধ করা চলিতে পারে। লণ্ডনের সহিত ভারতের যে লেন-দেন ব্যাপার চলিতেছে, সেই সম্পর্কে কোন এক সময়ে লণ্ডনের নিকট ভারতের দায়িত্ব এত অধিক হইতে পারে যে, নগদ মুদ্রা (সোণা) দ্বারা তাহার একটা মীমাংসা করা আবশ্যক হইতে পারে। লণ্ডন হইতে কেহ ভারতকে সোণা পাঠাইতে বলিবে না—ইহা সত্য; কিন্তু ঘটনা এই দাঁড়াইবে যে, ভারত হইতে লণ্ডনের নামে মুদ্রা পাঠাইবার বিনিময়-হার এত বেশী হইয়া পড়িবে যে, কেবলমাত্র সোণা প্রেরণ দ্বারাই ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইবে। অনেক স্বর্ণ প্রেরিত হইবার পর দুই দেশের মোট দেনা-পাওনার মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা উপস্থিত হইবে এবং বিনিময়-হারের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা দিবে। এই সময়ে সোণার পরিবর্ত্তে পুনরায় বিনিময়-বিল দ্বারা অবাধে বিদেশে মুদ্রা প্রেরণ করা চলিবে।

স্বর্ণ-রপ্তানি

আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক দায়িত্বের সংস্রবে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ প্রেরণ আবশ্যক হয় কি না, তৎসম্বন্ধে এক শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রীদের মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ দ্বারাই অবশেষে ঐরূপ দায়িত্বের মীমাংসা হইয়া থাকে। অপর এক শ্রেণীর অর্থ-শাস্ত্রীদের অভিমত এই যে, যখন কোন দেশে বৈদেশিক আর্থিক দায়িত্বের চাপ অত্যন্ত অধিক হয়, তখন ঐ দেশ হইতে আপনা আপনি এমন পরিমাণে পণ্য ও সিকিউরিটি বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে যাহার ফলে অতিরিক্ত দায়িত্ব হ্রাস পায় এবং আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক অবস্থার মধ্যে পুনরায় সামঞ্জস্য দেখা দেয়। এই শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রীরা আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক দায়িত্বের সংস্রবে বিদেশে স্বর্ণের রপ্তানি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করেন না। অর্থনীতির দিক্ হইতে দীর্ঘকালের সম্পর্কে বিবেচনা করা হইলে শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থ-শাস্ত্রীদের মতবাদের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকালের হিসাবে আন্তর্জ্জাতিক অতিরিক্ত দায়িত্বের সংস্রবে অবশেষে পণ্য ও সিকিউরিটি রপ্তানির প্রবণতা দেখা দেয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ড্রাফ্‌ট্ দুষ্প্রাপ্য হইবার ফলে যদি ইতিমধ্যে বহু লক্ষ মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে একথা মনে না করিয়া থাকিতে পারা যায় না যে, আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক দায়িত্বের আতিশয্য-হেতু বিনিময়ের হার এত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে যে, স্বর্ণের রপ্তানি অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ স্থলে উল্লিখিত বিষয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। বিষয়টার বাস্তবতার প্রতিই অধিকতর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এতদ্‌সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর মধ্যে কেবল মাত্র দুটি স্থানকে প্রকৃতপক্ষে 'অবাধ' সোণার বাজার বলা যাইতে পারে। এই দুইটি স্থান, হইল ইংলণ্ড এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। কেবলমাত্র লণ্ডনে এবং নিউইয়র্কে

নির্দ্দিষ্ট মূল্যের হিসাবে সোণা ক্রয় করিতে (লণ্ডনেও সোণার মূল্যের কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে) এবং উহা যে কোন স্থানে প্রেরণ করিতে পারা যায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সোণার মূল্য সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট, উহার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না। তথায় যে-কোন পরিমাণ সোণাকে (শতকরা ১০ ভাগ বিশুদ্ধ) মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। এ কার্য্যে (প্রতি ডলারের জন্য) ১·৬৭১৮২ গ্রাম স্বর্ণের প্রয়োজন হয়। অপর দিকে, সরকার হইতে যে-কোন সময়ে একই মূল্যে সোণা ক্রয় করিতে পারা যায়, প্রতি ১ শত ডলার মূল্যের সোণার শোধন-কার্য্যের ব্যয় বাবদ কেবলমাত্র ৪ সেণ্ট হিসাবে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। কোন সাব-ট্রেজারী হইতে বহু পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রীত হইবার ফলে যদি তথায় কিছু সময়ের জন্য সোণার অভাব উপস্থিত হয়, এবং ঐ সময়ে যদি অপর কোন ক্রেতা বহু পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়, তবে হয়ত তাহাকে বলা হইবে যে, বিক্রয়ের সোণা ফুরাইয়া গিয়াছে, যতদিন তথায় আবার সোণার আমদানি না হয় ততদিন ক্রেতাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, অথবা তাহার পক্ষে অপর কোন সাব-ট্রেজারীতে যাইয়া সোণা ক্রয় করিবার চেষ্টা দেখিতে হইবে। কিন্তু যতদিন কোন সাব-ট্রেজারীর হাতে বিক্রয়ের জন্য সোণা থাকিবে ততদিন ক্রেতাকে ১ ডলার মূল্যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ১.৫০৪৬৪ গ্রাম স্বর্ণ বিক্রয় করা হইবে, ক্রেতা কোন্ উদ্দেশ্যে স্বর্ণ-ক্রয় করিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে না। কিন্তু য়ুরোপের অধিকাংশ দেশের কথা স্বতন্ত্র। ঐসকল দেশে কোন ক্রেতা বহু পরিমাণ সোণা ক্রয় করিতে চাহিলে তাহাকে সাধারণতঃ বলা হয় যে, গভর্ণমেণ্ট এই সময়ে বিদেশে স্বর্ণ-রপ্তানির পক্ষপাতী নহেন।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়—১৩৪৮ আর্থিক উন্নতি ১৬শ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

UNIVERSITY

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'সোহহম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

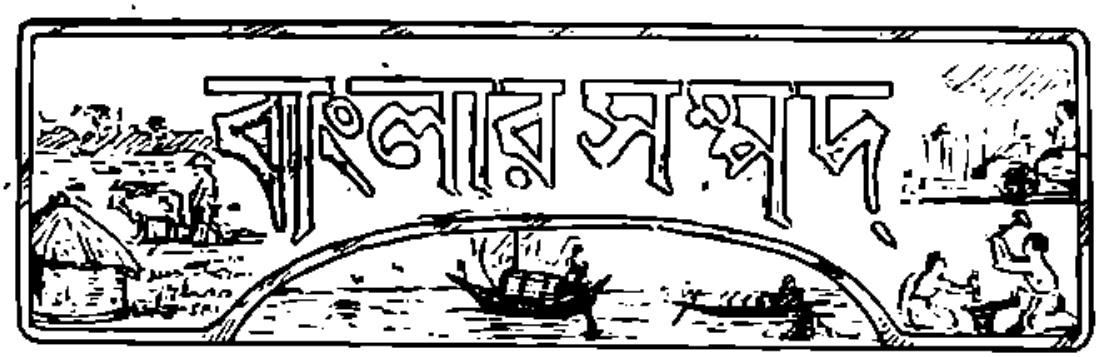

পশ্চিম মেদিনীপুরের বনাঞ্চল

বড়গপুরের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলাঞ্চলে সাধারণতঃ জ্বালানী কাঠ কাটিয়া লইবার উদ্দেশ্যে প্রতি তিন বৎসর অন্তর ভূমি বিলি হয়। এইসমস্ত জঙ্গলে একশত বিঘা জমি প্রতি তিন বৎসর অন্তর গড়ে কম পক্ষে এক হাজার টাকায় বিলি হয়। এই জঙ্গল জমিদারের খাস দখলে। ইহাতে প্রজার কোনও স্বত্ব নাই।

এই জঙ্গল মহালগুলি অতি অল্প খাজনায় বহুকাল হইতে বন্দোবস্ত করা আছে। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই তিনটী মহালের গভর্ণমেণ্টকে দেয় খাজনার ও প্রজা-সাধারণের নিকট হইতে আদায়ী খাজনার হিসাবের আলোচনা করিতেছি :—

১। ঝাড়গ্রাম এষ্টেটে গভর্ণমেণ্টকে দেয় রেভিনিউ ৭০০৲ টাকা, আর প্রজা সাধারণের নিকট হইতে খাজনা বাবদ আদায় হয় ২০০০৲ টাকা। ইহা ব্যতীত জঙ্গল বিক্রয় বাবদ ও কঙ্করময় জমির উপযোগী বাবুই ঘাসের চাষের জন্য সেলামী ইত্যাদি বাবদ আয় বার্ষিক আন্দাজ তের লক্ষ টাকা।

২। তৌজী ৩৪৩ নং মহাল বেলবেড়া—গভর্ণমেণ্টকে রেভিনিউ দেওয়া হয় ৭০০৲ টাকা, প্রজার নিকট আদায় হয় প্রায় ২০০০০৲ টাকা।

৩। তৌজী ৬৪৯ নং মহাল কুলটিকরি এষ্টেট—গভর্ণমেণ্টকে রেভিনিউ দিয়া থাকে ৬০০৲, প্রজার নিকট আদায় হয় প্রায় ৩০০০০৲ টাকা। জঙ্গল হইতে আয় আনুমানিক ১৫।২০ হাজার টাকা।

৪। তৌজী ৬৪৯ নং (১) নয়াগ্রাম এষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দেয় ৬০০৲ টাকা, প্রজার নিকট আদায় করে প্রায় ২২০০০৲, জঙ্গল বাবদ আয় হয় আন্দাজ ৫০০০০৲ টাকা। জমিদারী কোং'র আয় জঙ্গল মহাল হইতে বহু লক্ষ টাকা।

এছাড়া লালগড় ও রামগড় প্রভৃতি এষ্টেট আছে যাহাদের আয় প্রায় এইরকম।

এক্ষণে জমির উৎপাদন লইয়া আলোচনা করিব। কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলে জমি আবাদ করিতে বিঘা প্রতি খরচ পড়ে ৭৲৮৲ টাকা। উহাতে ফসল পড়ে ৫।৬ মণের বেশী হয় না (যদিও প্রতি বৎসর আবাদ খরচ করিতে হয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে হাজার জন্য চাষ নষ্ট হয়)। এই হারে চাষ আবাদের খরচা সাড়ে সাত টাকা ও খাজনা পড়ে আড়াই টাকা ধরিলে বিঘা প্রতি দশ টাকা ব্যয় পড়ে। তাহাতে মোটামুটি কৃষক কিছুই পায় না। চাষ ছাড়া অন্য কোনও আয়ের পন্থা নাই বলিয়া এই জীবিকা বাধ্য হইয়া অবলম্বন করে। ফলে চাষীর দেনার বোঝা বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু বাড়গ্রাম ও সদর মহকুমার পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহাদের আবাদ খরচা এর চেয়েও বেশী, কিন্তু ফসল কম। এদিকে প্রধান অসুবিধা জলাভাব। এক অঞ্চলে জলের আধিক্য, অপর অঞ্চলে জলের অভাব কৃষকদের বৎসরের সমস্ত আশা-ভরসাকে ধূলিসাৎ করিতেছে।

কিন্তু এই যে বিস্তীর্ণ জঙ্গল অঞ্চল উহার হাজাশুকা কিছুই নাই। ইহা প্রতি তিন বৎসর অন্তর ফলদায়ী হইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু এই সব জঙ্গল অঞ্চলের নানাবিধ ফলকর বৃক্ষেরও (যেমন হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ইত্যাদি) আয় আছে।

অতঃপর জঙ্গলাকীর্ণ জমিসমূহের আয়ব্যয়ের হিসাব দেখাইব। জঙ্গলে গাছ জন্মাইবার জন্য জমিদারের কোনও খরচা লাগে না। প্রকৃতি দেবীই তার তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং তাহার জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না। জঙ্গলের প্রতি একশত বিঘায় তিন বৎসর অন্তর এক হাজার টাকার (কাঠ ব্যবসায়ীরা জমীদারগণকে একেবারে দেয়) কাঠ বিক্রয় হয়। সুতরাং বিঘা প্রতি বৎসরে বিনা খরচে সাড়ে তিন টাকা আয় পাওয়া যাইতেছে। অথচ উহার জন্য জমীদারদিগকে এক পয়সাও খাজনা দিতে হইতেছে না (কারণ আসল খাজনার ১০।৮০ ভাগ বেশী প্রজার নিকট আদায় হয়, তাহা পূর্ব্বে দ্বারা দেখাইয়াছি)। এছাড়া বাড়গ্রাম ও সদর মহকুমার গড়বেতা অঞ্চলে বাবুই ঘাসের চাষের জন্য পতিত কঙ্করময় ভূমি বন্দোবস্ত দিয়া জমিদারগণ প্রচুর সেলামী লইয়াছেন। এই সমস্ত জমিতে বিঘা প্রতি খাজনা ৵০—।০ আনা মাত্র। এক বিঘা জমিতে একবার বাবুইর চাষদিতে পারিলে ১০।১৫ বৎসর একাদিক্রমে ফসল দিয়া থাকে ও ইহা বৎসরে দুইবার কাটা যায়। কাগজের কলে এই ঘাসের প্রচুর ব্যবহার হওয়ায় জন্য বিঘা প্রতি গড়ে ১৫৲।২০৲ টাকা আয় হয়। আর এক বিঘা জমিতে বাবুই চাষের জন্য প্রথম বৎসরের প্রাথমিক খরচ ৩।৪৲ টাকার বেশী পড়ে না। কাটাই খরচও ২৲—২।০৲ বেশী নহে। এই আয় পাইবার জন্য বার্ষিক পৌনঃপৌনিক খরচ ১৲—১।০ টাকা মাত্র। এমতে বার্ষিক খাজনা সহ ২৲ খরচ করিলে ১৫৲।২০৲ বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সমস্ত চাষোপযোগী পতিত জমি ২।৩টী ধনী মহাজনের কবলিত। তাহারা এই ব্যবসায়ে লক্ষপতি হইয়াছেন ও হইতেছেন। এই সমস্ত অনায়াসলব্ধ আয় আমাদের এই মেদিনীমাতার পশ্চিম অঞ্চলের জমীদারগণ বিনা আয়াসে ও বিনা খরচায় বহুকাল যাবৎ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

(নীহার)

কলিকাতায় নলকূপ

জরুরী অবস্থায় কলিকাতায় বর্ত্তমান জল-সরবরাহ ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটিলে নাগরিকগণকে যাহাতে পানীয় জল সরবরাহ করিতে পারা যায় তজ্জন্যে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় নলকূপ খননের আয়োজন করিতেছেন। যেসকল এলাকায় পয়ঃপ্রণালী আছে, সেই সকল এলাকায় জন্য ২ হাজার গভীর নলকূপ এবং যেসকল এলাকায় পয়ঃপ্রণালী নাই সেই সকল এলাকায় ৫ শত অগভীর নলকূপ খননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে আনুমানিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। গভর্ণমেণ্ট সত্বরই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

কলার চাষ

কলা চাষ একটী লাভজনক প্রয়োজনীয় কৃষি। কলার পাতা, ডাঁটা, মোচা, থোড় ও ফল সবই দরকারে লাগে। এদেশে অনেক প্রকার কলার চাষ হয়। তন্মধ্যে বর্ত্তমান, কাঁচকলা বা দক্ষিণ সাগর ও চাঁপা কলার চাষই প্রচুর পরিমাণে হয়।

পুরাতন পাঁকমাটীই কলা চাষের পক্ষে প্রশস্ত। তবে বালীযুক্ত দোঁ-আঁশ মাটীতে বর্ত্তমান কলা এবং পাঁশ মাটীতে চাঁপা কলা উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে।

এই কলার চাষ সম্বন্ধে সহযোগী "কৃষিলক্ষ্মী" লিখিয়াছেন, ফাল্গুন মাসে সতেজ সুস্থ গাছ—যাহার মোথার গোড়া মোটা ও অগ্রভাগ সরু—অক্ষতভাবে জমি হইতে উত্তোলন করিয়া যদি দেখা যায় কোন স্থান পচা বা দাগী তাহা ত্যাগ করিয়া নীরোগ মোথাগুলিকে চোখ কাটিয়া ক্ষেত্রে ৮ হাত অন্তর ১।০ হাত গর্ত্তের মধ্যে রোপণ করিতে হয়। এইরূপ চারা খুব সতেজ হয়, গাছ ছোট হয় ও কাঁদি বেশ বড় হয়।

তদ্ভিন্ন গাছ খাসী করিলেও কিম্বা একবার খাসী করা চারা তুলিয়া রোপণ করিলেও গাছ ছোট হয় ও কাঁদি বড় হয়। কিন্তু সকল প্রকার গাছের খাসী করিলে গাছ বাঁচে না। সেজন্য জাতি হিসাবে খাসী করিতে হয়। বর্ত্তমান, অমৃত সাগর প্রভৃতি কলা খাসী করিলে বাঁচে না। এই সমস্ত চারা প্রায় সকল অবস্থায় অর্থাৎ ১—১।০ ফুট পাতা সমেত হইলেই তুলিয়া রোপণ করিলে (বৈশাখ মাসে) গাছ নাতিদীর্ঘ হয় ও কাঁদি বড় হয়। ইহারা বেশ সার ও জল সেচ পাইলে ভালভাবে জন্মায়।

চাঁপা, চিনি চাঁপা, অগ্নিশর, লোলা, দুধ সাগর প্রভৃতির চারা ৩।৪ ফুট বড় হইলে খাসী করিয়া লাগাইলে কিম্বা ছোট অবস্থায় লাগাইলে, ৩।৪ ফুট বড় হইলে ভাদ্র মাসে একবার, কার্ত্তিক মাসে একবার ও ফাল্গুন মাসে একবার খাসী করিয়া দিয়া দিলে গাছ ছোট হয়, ফল স্বাদে, বর্ণে ও আকারে উৎকর্ষতা লাভ করে।

খাসী করিবার নিয়ম:—গাছ ৩।৪ ফুট দীর্ঘ হইলে গাছের মাথা হইতে তেরচা ভাবে কাটিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় বার প্রথম বারের ৩।৪ ইঞ্চি উপরে ও তৃতীয় বার দ্বিতীয় বারের ৩।৪ ইঞ্চি উপরে কাটিয়া দিতে হয়। এইরূপ বৈশাখী চারা (১—১।০) রোপণ করিলে ২৪ মাসে গাছ ফলবান হইতে দেখা যায়। বীজা বা ডোগরে কলা খাসী করিলে বাঁচে না। সবরী ও কাঁচকলার চারা ৩।৪ বার খাসী করিলে খুবই ভাল হয়।

আক ও আদার রোগ

আকের ধসা ধরা রোগ—ইহা আকের ভিতরে জন্মে, এবং আক গাছ মারিয়া ফেলে। ইহাতে প্রথমেই ডগা বা আগার পাতা শুকাইয়া যায়; যখন পাতা শুকাইতে থাকে, তখন আক গাছটী কাটিয়া ফেলিলে, রোগাক্রান্ত আক গাছের গোড়ার দিকে প্রথমতঃ ছোরা ছোরা লাল দাগ পড়ে: ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকেই ইহা ছড়াইয়া যায়। আক গাছ মরিয়া গেলে, উহার মজ্জা ফাঁপা হইয়া পড়ে এবং ফাঁপা জায়গা সাদা সাদা সুতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগ-বীজাণুতে ভরা থাকে।

প্রতিকারোপায়—(১) লালপড়ি (বীজ আক) কখন ক্ষেতে লাগাইবে না।

(২) রোগ ধরা গাছগুলি উঠাইয়া লইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে, নতুবা এই রোগ ক্রমে ক্রমে সকল ক্ষেতেই ছড়াইয়া পড়িবে।

(৩) যাহাতে ক্ষেতে জল আট্‌কাইয়া না থাকে, তাহাও দেখিতে হইবে।

আকের ছাতা রোগ—আকের এই রোগ খুব সহজেই ধরা যায়। গাছের ডগা হইতে ছড়ির মত লম্বা একটী ডাঁটা বাহির হয়। এই ডাঁটা বেশ লম্বা, কাল গুঁড়ায় আবৃত এবং বক্র। ইহা আকারে স্বাভাবিক গাছ হইতে চিক্কণ এবং নমনীয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা একটী পাতলা সাদা চক্‌চকে আবরণে ঢাকা থাকে; শীঘ্রই সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ভিতর হইতে কাল গুঁড়ার মত রোগ-বীজ বাহির হইয়া পড়ে।

প্রতিকারোপায়—রোগাক্রান্ত সমস্ত গাছ প্রথমাবস্থায় কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক। সেই গাছ হইতে কিছুতেই আকের বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়।

আদায় পচা ধরা রোগ—আদা অতি সহজেই পচা-ধরা রোগে আক্রান্ত হয়। আর্দ্রক গাছ আক্রান্ত হইলে উহার উপর দিকের পাতাগুলি হলদে অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া যায়। তারপর ধীরে ধীরে নিম্ন দিকের পাতাগুলি ঐরূপ হয় এবং উহার ভিতরের দিকেও ব্যাধি বিস্তারলাভ করিয়া পাতাগুলি নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে; ফলে আপনা হইতেই গাছের উপরের দিকটা এবং গাছের কাণ্ড বা ডাল-পালা এমনভাবে হইয়া পড়ে যে, অতি সহজেই উহা টানিয়া ফেলা যায়। ক্রমশঃ ব্যাধি গাছের শিকড় ও তদূর্দ্ধভাগ আক্রমণ করিয়া একেবারে পচাইয়া ফেলে। যদি ঐ শিকড় বা আক্রান্ত পুষ্টীগুলি নষ্ট করিয়া বা পোড়াইয়া ফেলা না যায়, তাহা হইলে সারা ক্ষেতের মধ্যে ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে এবং সমুদয় ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। ভিজা বা স্যাঁত স্যাঁতে জমিতেই এই ব্যাধি বেশী পরিমাণ হইতে দেখা যায়।

আর্দ্রকের ব্যাধি বিস্তারের কারণ প্রধানতঃ (১) রোগযুক্ত বীজ ব্যবহার। (২) যে ক্ষেতে পূর্ব্ব বৎসর রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছিল সে ক্ষেত্রোৎপন্ন বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা; কারণ ব্যাধিগ্রস্ত আর্দ্রকের পুষ্টীগুলি সুপ্ত অবস্থায় থাকে; এইরূপ স্থলে সকল বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিলে ব্যাধির বিস্তার হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বরিশাল মিউনিসিপালিটীর ইতিহাস

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্র বরিশাল সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য টাউন কমিটী গঠিত হয়। এই সভার সভাপতি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব থাকিতেন এবং সরকার দ্বারা মনোনীত কয়েকজন সভ্য লইয়াই কমিটীর সর্ব্ববিধ কাজ সম্পাদিত হইত। তৎপর ১৮৭৪ সনের মিউনিসিপাল এক্ট অনুযায়ী বঙ্গীয় মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইত। উক্ত আইন ১৮৭৬ সনে পুনরায় বর্দ্ধিতাকারে প্রচলিত হয়। তখনও মিউনিসিপাল কমিটিতে মহাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতি থাকিতেন এবং বোর্ড সরকারী মনোনীত সভ্য দ্বারা গঠিত হইত, নির্ব্বাচন দ্বারা নহে।

১৮৮৪ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন লিপিবদ্ধ হওয়ার পরে তৎকালীন ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ আর, সি, দত্ত বরিশালবাসিগণকে অনুপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট করেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ কয়েকজন জনপ্রিয় স্থানীয় নেতা রাজধানী কলিকাতায় যাইয়া সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। সমসাময়িক প্রধান সেক্রেটারী মন্তব্য করিয়াছিলেন, যে সহরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের ন্যায় বাগ্মী ও জনপ্রিয় লোক বাস করেন, সেই সহর নিশ্চয়ই স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ উপযোগী।

বরিশাল মিউনিসিপালিটীর প্রথম চেয়ারম্যান ইন উকিল বাবু প্যারীলাল রায়; উকিল বাবু দীনবন্ধু সেন হন ভাইস চেয়ারম্যান।

মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান সীমা ম্যাজিষ্ট্রেট, চেয়ার-ম্যানদের সময়েই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বাবু দ্বারকানাথ দত্ত ছয় বৎসর যোগ্যতার সহিত চেয়ারম্যানের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন এবং যাহাতে প্রকৃত পক্ষে করদাতাগণের উপকার সাধিত হইবে বলিয়া বুঝিতেন তাহা সময় সময় জনমত অগ্রাহ্য করিয়াও সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। অশ্বিনীবাবুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি তাঁহার আমলে সহরে জলের কল স্থাপনের একটী সুযোগ হারান। রায়বাহাদুরের পরামর্শ লইলে রাজা শ্রীনাথ জলের কলের খরচ দিতেন কিন্তু "বরিশাল" রাজা শ্রীনাথের পরিবর্ত্তে অশ্বিনী বাবুর মতানুযায়ী তৎকালীন প্রসিদ্ধ নেতা গুরুপ্রসাদ সেনকে কাউন্সিলের ভোট দেয়, কাজেই তখন জলের কল হয় নাই। জলের কল বহুদিন পরে ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয়ের আমলে স্থাপিত হয়। জলের কল স্থাপিত হওয়ার পর বরিশালে কলেরা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধি বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ দত্ত কালেক্টরীর পুকুরটীর সংস্কার করিয়া পুকুরটীকে রিক্রিয়েশন গ্রাউণ্ডে পরিণত করেন। ইহাতে চকবাজারের বণিক্ সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট

হইয়া প্রতিবাদ করেন; কিন্তু তিনি অচল, অটল রহিলেন। তিনি পুকুরটীর পাড়ের বট বৃক্ষ কাটিয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার নিন্দা প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু বরিশালের নদীর জল ঘোলা হইলে রায় বাহাদুরের নিন্দুকেরা ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করিতেন ও তাঁহার প্রশংসাই করিতেন।

রায় বাহাদুর ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া তিন বৎসর সুচারুরূপে কার্য্য করেন। তিনিই ছিলেন একমাত্র চেয়ারম্যান যিনি শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও এক টার্ম্মের অধিককাল চেয়ারম্যান হইতে স্বীকৃত হন নাই।

অশ্বিনীবাবুর পর বাবু রজনীকান্ত দাশ উকিল মহাশয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হন। তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল চেয়ারম্যানের কার্য্য করেন। বর্ত্তমান জলের কল স্থাপনের প্রাথমিক কার্য্যাদি তিনিই আরম্ভ করেন। রায় বাহাদুর প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় উকিল তখন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

রজনীবাবুর পর আসিলেন ডাঃ তারিণীকুমার গুপ্ত। তিনি ক্রমান্বয়ে এগার বৎসর চেয়ারম্যানের কার্য্য করেন। তাঁহার সময়ে ১৯১২ সনের জুলাই মাসে জলের কল খোলা হয়। বাবু হরনাথ ঘোষ উকিল তারিণীবাবুর সময়ে দক্ষতার সহিত ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছেন। তারিণীবাবুর সময় নূতন হিন্দু শ্মশান ঘাট বর্ত্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

বরিশাল সদর দাতব্য চিকিৎসালয় পূর্ব্বে মিউনিসিপালিটীর অর্থে পরিচালিত হইত। দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রয়োজন হইলে মিউনিসিপালিটী সেই পরিমাণ অর্থপ্রদানে অসমর্থ হয়। ডিঃ বোর্ড তখন হইতে অধিক পরিমাণে অর্থসাহায্য করিতে থাকে। পরিশেষে উভয় বোর্ডের মেম্বর দ্বারা গঠিত জয়েণ্ট কমিটীর হস্তে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিচালনার ভার সমর্পিত হয়।

বর্ত্তমানে উক্ত জয়েণ্ট কমিটী দ্বারা মনোনীত সভ্য সংখ্যা নিরূপিত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও মনোনীত বারজন সভ্য দ্বারা গঠিত হসপিটাল কমিটী দ্বারা হসপিটাল পরিচালিত হইতেছে। অধুনা হসপিটালএর প্রকৃত উন্নতি সাধন করা হইয়াছে এবং গোলকমণি প্রসূতি আগার স্থাপিত হওয়ার পর প্রসূতিদের প্রসবের ও শুশ্রূষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। স্বর্গীয় নলিনীমোহন গুপ্তের অর্থে তাহার পিতামাতার নামে দুইটী সুদৃশ্য ছালান রোগীদের থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

তারিণীবাবুর পর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হইলেন রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর। তিনি পূর্ব্বে তারিণী বাবুর সহিত একত্রে তিন বৎসর ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্রের সময় মিঃ বিস অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার একটী উত্তম পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং সর্ব্বপ্রথমে মিউনিসিপাল সীমার মধ্যে উহা প্রচলন করিবার জন্য চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের সহিত পরামর্শ করেন।

রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্রের পর প্রায় সতের বৎসর বরিশাল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের পদ বাবু শরচ্চন্দ্র গুহ অলঙ্কৃত করেন। এতাবৎ এরূপ সুদীর্ঘকাল আর কেহ চেয়ারম্যান হইতে পারেন নাই। তাঁহার সময় ওভারহেড্ ট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহরবাসীর জলের অভাব বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। শরৎ বাবুর সময়ে নূতন নূতন পথ ঘাট, লাখুটিয়া রোডের সহিত কাউনীয়ার পাকা পুল এবং কোতালী খালের উপর দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাকা সেতু নির্ম্মাণ উল্লেখযোগ্য। শরৎ বাবুর সময়ে ভাইস চেয়ারম্যান বাবু বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রম ও অদম্য চেষ্টায় ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা হয়। ইলেকট্রিক আলোকে রাত্রে রাস্তায় চলাচল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে। কেরোসিনের আলোতে যে ব্যয় হইত তাহা প্রকৃত পক্ষে অপব্যয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরৎবাবুর সময়ে প্রথমতঃ স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত তৎপর বাবু বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শেষবারে বাবু প্যারীলাল রায় উকিল ভাইস চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শরৎবাবুর পর ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে বাবু বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারম্যান এবং মৌঃ মহম্মদ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রধান প্রধান বন্দর ও ব্যবসায়-কেন্দ্র

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে বহু বন্দর থাকা উচিত ছিল কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতময় সমুদ্র সৈকত ইহার অনুকূল নহে। পশ্চিম উপকূলে বেলুচিস্থান হইতে কুমারীকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যদি পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, করাচী, গাল্‌ফ্ অব কাচ্, পোর্ট, গাল্‌ফ্ অব ক্যাম্বে পোর্ট, বোম্বে, এবং কোচিন্। ব্যতিরেকে অন্যত্র মে মাসের শেষ হইতে জাহাজ চলাচলের পক্ষে ভয়ানক অসুবিধা। কারণ এমনধারা বর্ষা নামে যে, উপকূলস্থিত আর কোন বন্দরে কাজ করা অসম্ভব। পূর্ব্ব উপকূলে খুবই বেশী রকম উঁচুনীচু স্থান। কাজেই সেখানে প্রাকৃতিক সুবিধা এমন নাই যে ভাল বন্দর তৈয়ারী করা যাইতে পারে। মাদ্রাজ ও ভিজাগাপট্টম হইল কৃত্রিম বন্দর যেখানে সকল ঋতুতেই জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে। কলিকাতা অবশ্য গঙ্গার উপরেই অবস্থিত; কিন্তু ইহার অসুবিধা সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া নহে, পরন্তু ইহা যে নদীর উপর অবস্থিত তাহাতেই নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন রহিয়া গিয়াছে। চিটাগঙ্গ যদিও সমুদ্রের খুবই নিকটে তথাপি ইহারও অসুবিধা কলিকাতার মতই।

ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুন, মৌলমেন, বেসিন এবং ট্যাভয় বন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রত্যেকেই বঙ্গোপসাগর হইতে কিছু দূরে নদীর মোহানায় অবস্থিত। তদুপরি শেষের তিনটী বন্দর আবার আন্তর্জ্জেলিক যোগাযোগের অভাব বশতঃ খুবই খারাপ অবস্থায় আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যদিও ভারতের খুবই প্রাকৃতিক সুবিধা আছে তৎসত্ত্বেও এইসকল কারণেই ইহার প্রায় ½ বিদেশী বাণিজ্য নিম্নলিখিত সাতটী বন্দর হইতে পরিচালিত হইয়া থাকে:—

১। কলিকাতা ২। বোম্বে ৩। রেঙ্গুন ৪। করাচী ৫। মাদ্রাজ ৬। কোচিন ৭। ভিজাগাপট্টম। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বলিতে গেলে তিনটী বন্দর হইল প্রাকৃতিক, বাকী সব কৃত্রিম। প্রাকৃতিক বন্দর তিনটী—বোম্বে করাচী এবং কোচিন।

বাকী অধিকাংশ বন্দর—যেমন কলিকাতা, বোম্বে, করাচী, মাদ্রাজ এবং চিটাগঙ্গ শাসনকেন্দ্রের সুবিধার জন্য পোর্ট ট্রাষ্ট বা পোর্ট কমিশনারের হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

পোর্ট ট্রাষ্ট নামক যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে কয়েকজন ট্রাষ্টি বা কমিশনার আছেন। সভ্যেরা আংশিক মনোনীত ও আংশিক নির্ব্বাচিত। এইসকল সভ্য বা কমিশনার আবার ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুশাসিত। ইহাদের অনেকগুলি ক্ষমতা আইন অনুসারেই দেওয়া হইয়াছে যেমন ট্যাক্স ধার্য্য করা বা অন্য কোন খরচা নির্দ্ধারণ করা (অবশ্য যে সকল জিনিষ বন্দরে আসিয়া পৌঁছায় বা বন্দর হইতে চালান যায় তাহাদের উপরে)। যে সব টাকা এইভাবে কর দ্বারা উপার্জ্জন করা যায় সে সকল টাকায় বন্দরগুলিতে আর কি সুখ-সুবিধা করা যাইতে পারে কমিশনাররা ঠিক করেন। আমরা প্রথমে এডেন হইতে আরম্ভ করিয়া টেনাসারিম পর্য্যন্ত যতগুলি প্রধান বন্দর আছে সেগুলির বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

এডেন

এডেন বন্দরটী একটী আগ্নেয়গিরিময় উপদ্বীপের উপর

অবস্থিত। এখানকার সিভিল এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন যদিও ভারত গভর্ণমেণ্টের এলাকার মধ্যে, কিন্তু ভারতীয় কাস্‌টম্‌স্ এ্যাক্ট এই বন্দরে আনীত দ্রব্যের উপর প্রযোজ্য নহে। অবশ্য একটী বিশেষত্ব দেখা যায় যে, লবণ সম্বন্ধে ভারতীয় কাস্‌টম্‌স্ এ্যাক্টটী খাটিয়া থাকে। ১৯৩৫ সনের নূতন আইন অনুসারে উহা ভারতের এলাকার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

এখানে যে সেটেল্‌মেণ্ট আছে লোহিত সাগরস্থিত পেরিম দ্বীপও তাহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার পরিধি প্রায় ৮০ স্কোয়ার মাইল। ১৯৩১ সনের সেন্সাস্ অনুসারে এখানকার লোক-সংখ্যা হইল ৪৬,৬৩৮। এখানে আর একটী বন্দর আছে, তাহার নাম হইল ষ্টিমার পয়েণ্ট। ইহার বহির্ম্মুখী বন্দরে অনেক পোত আসিয়া নঙ্গর করিতে পারে।

ষ্টিমার পয়েণ্টের "মধ্যের" হার্ব্বার ৩২'-৬" এবং সেখানে ৪টী বার্থ আছে, আরও চারটী তেলের বার্থ আছে, যাহা জমির সহিত সংলগ্ন পাইপ দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। উক্ত পাইপ হইতে তৈল সরবরাহ হয়।

করাচী

সিন্ধুপ্রদেশে স্থিত করাচী বন্দরটী ২৪-৪৭' উত্তর ল্যাটিচিউড্‌এ অবস্থিত। ইহার লঙ্গিচিউড্ হইল ৬৬'-৫৮' পূর্ব্ব। ইউরোপ হইতে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বন্দর হইল করাচী। প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া করাচীর বন্দর হইতেই ভারতীয় বিদেশী বাণিজ্য-সমূহ চলিয়া আসিতেছে। ১৮৪৩ খৃঃ যখন সিন্ধু প্রথম আক্রান্ত হয় তখন ইহার বাণিজ্যের বহর ছিল বাৎসরিক ৮০,০০০ পাউণ্ড। ১৮৬৩ খৃঃ উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৪,৪৩০,০০০ পাউণ্ড। কেহ কেহ বলেন যে, এত বৃদ্ধি পাইবার কারণ যাহা ছিল তাহা অতি সাময়িক। উক্ত কারণ হইল "আমেরিকার যুদ্ধের" প্রভাব। উহা ভারতীয় তুলার বাজারে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয় ১৮৭৮ খৃঃ অঃ যখন সিন্ধুর সহিত পাঞ্জাবের রেল-সংযোগ স্থাপিত হয়।

করাচীকে ঠিক শিল্প-কারখানার কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিলে ভুল হইতে পারে। অবশ্য এখানে বড় রেলের কারখানা আছে, আধুনিক ধরণের ময়দার কল আছে, চুনমার পাথর তৈয়ারির কল আছে, কার্ব্বন এবং রিবন তৈয়ারির কারখানা আছে। তাহা সত্ত্বেও ঠিক কলকারখানার বড় কেন্দ্র বলিয়া ইহাকে গণ্য করা যায় না। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অতিরিক্ত উৎপাদন রপ্তানি করিবার জন্য এবং অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে করাচী বন্দর খুবই যে প্রয়োজনীয় এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এখান হইতে প্রধান যে দ্রব্য বাহিরে রপ্তানি করা হয়, তাহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল :—গম, তুলা, বালি, চাউল, ডাল, তেলের বীজ, পশম, চামড়া, পশুর হাড় (বোন মিল, বোন ডাষ্ট ইত্যাদি)। এবং প্রধান প্রধান আমদানি হইল তুলা ও পশমের জিনিষ, চিনি, লৌহ এবং ষ্টীল, মিনারেল তৈল, কয়লা এবং কোক। এই বন্দরকে ভারতের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

১৯২৯ সন হইতে যখন "এয়ারমেল" সার্ভিস ভারতে আরম্ভ হইল তখন হইতে করাচীতে প্রথম "এয়ার পোর্ট" স্থাপন করা হইয়াছে। চিফ্ এরোড্রোম অফিসারের হেড্ কোয়ার্টার হইল করাচীতে এবং এখানেই সিভিল এভিয়েশন ডিপার্টমেণ্ট অবস্থান করিতেছে।

নিম্নলিখিত এয়ারসার্ভিসগুলি ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে :—

(১) ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লিমিটেড্ (ব্রিটিশ)

(২) এয়ার ফ্রান্স (ফরাসী)

(৩) কে, এল, এম্ (ডাচ)

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে দুই সপ্তাহ অন্তর ইম্পিরিয়াল এয়ার সার্ভিস যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহার টার্মিন্যাল এয়ার পোর্ট হইল ক্রয়ডন্ এবং করাচী। ভারতীয় ট্রান্সকন্টিনেণ্টাল্ এয়ার-ওয়েজের সহিত সংযোগ রাখিয়া ইম্পিরিয়াল এয়ার-ওয়েজ এক্ষণে কলিকাতা,

সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানেও যাতায়াত করিতেছে। আবার সিঙ্গাপুর হইতে এই সার্ভিস্ ব্রিস্‌বেন পর্য্যন্ত গিয়াছে।

দি এয়ার ফ্রান্স নামক সার্ভিস ফরাসী দেশ, ভারতবর্ষ, ফ্রেঞ্চ কোচিন চায়না প্রভৃতির মধ্যে যাতায়াতে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার টার্মিনাল পোর্ট হইল মার্সেলিস ও সাইগন।

কে, এল্, এম্ সার্ভিস হল্যাণ্ড এবং জাভার মধ্যে যাতায়াত করিয়া আসিতেছে। ইহার টার্মিনাল পোর্ট হইল আমস্টারডাম এবং বাটাভিয়া।

উপরিউক্ত সার্ভিস ছাড়া বাই-উইক্‌লি সার্ভিস আরও আছে, যেমন—করাচী ও মাদ্রাজ, করাচী ও লাহোর প্রভৃতিতে মেসার্স টাটা লিঃ এবং ইণ্ডিয়ান স্যাশান্যাল এয়ারওয়েজ লিঃ কার্য্য করিতেছে। উক্ত দুইটী কোম্পানীই ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোং'এর সহিত যোগাযোগ রাখিয়াছে।

রেলওয়ে বোর্ডের বাৎসরিক রিপোর্ট

১৯৩৯-৪০ সনে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত রেলওয়েসমূহের সকল খরচ বাদ দিয়া মোট ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা নিট্ লাভ হইয়াছে। রেলযাত্রীদের ভাড়া বাবদ গত বৎসর ৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। এই বৎসর তাহা কমিয়া ৩০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্বের বৎসরের মোট ৫৩ কোটি ৬ লক্ষ যাত্রীর স্থানে এই বৎসর ৫২ কোটি ৯৭ লক্ষ যাত্রী রেলে যাতায়াত করিয়াছে।

সরকারী রেলওয়েগুলির জন্য এ বৎসর যেসকল মাল কেনা হইয়াছে তাহাতে ভারতে প্রস্তুত পণ্যের পরিমাণ পূর্ব্বের বৎসরের শতকরা ৬৩·৪৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৬৬·৩৬ ভাগ হইয়াছে। টাটা কোম্পানীর নিকট ৮৭,৩৮০ টন রেল ও ফিশ্-প্লেটের অর্ডার দেওয়া হয়। যাত্রীগাড়ী এবং মালগাড়ীর জন্য ৩১,০৪,০০০৲ টাকার কাঠ ক্রয় করা হয়। তাহা ছাড়া ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার রেলের স্লিপারও এই বৎসর কেনা হইয়াছে এইগুলি আংশিকভাবে ভারতবর্ষ হইতে এবং কিছুটা বর্ম্মা হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

হরিদ্বার-দেরাদুন রেলওয়েটি গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইয়াছেন। এই বৎসর মোট ৭১ মাইল নূতন রেল লাইন খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সিন্ধুদেশে ২১ মাইল রেলপথ নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাহাদের নিজ নিজ খরচেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

উন্নত ধরণের অনেক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং গাড়ীতে মহিলা-যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মেয়ে-কামরার দরজা ও জানালায় খিল দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই বৎসর ভাল পানীয় জল সরবরাহেরও বিশেষ সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেলওয়েগুলিতে মোট ৪০০০ স্থায়ী পানীপাড়ে আছে। এবৎসর গ্রীষ্মকালে এই কার্য্যের জন্য আরও ২,৫০০ জন অস্থায়ী নূতন লোক লওয়া হইয়াছে। যাত্রিশালা, প্লাটফর্ম্ম, ওভার ব্রিজ প্রভৃতিরও এই বৎসর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আমেরিকায় জমি খরিদ

চাষীরা মার্কিণ দেশে কি রকম অবস্থাপন্ন তাহা তাহাদের জমিক্রয়ের বহর দেখিলেই বুঝা যায়। জানা গিয়াছে ১০,৮০০ জমি ফেডারাল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক এবং ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক কমিশনের নিকট হইতে কেনা হইয়াছে। এইসকল জমি ক্রয় করিতে মোট টাকা লাগিয়াছে ২৭,০০০,০০০ ডলার।

মার্কিণ দেশে তামাক

মার্কিণ দেশে ১৯৪০-৪১ সনে ২,১৬৪ মিলিয়ন পাউণ্ডের তামাক সরবরাহ হয়। ১৯৩৯-৪০ সনে উহার সংখ্যা ছিল ২,১০৩ মিলিয়ন পাউণ্ড। ফ্লু-কিওর্ড তামাক ১৯৪০ সনের ছয় মাসে রপ্তানি করা হয় প্রায় ৪০ মিলিয়ন পাউণ্ড। কিন্তু ১৯৩৯ সনে উক্ত সময়ে ১৪০ মিলিয়ন পাউণ্ড রপ্তানি করা হইয়াছিল।

চীনদেশে অহিফেন

গত ছয় বৎসর যাবৎ চীনারা আফিং ভক্ষণ করা বন্ধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। জানা গিয়াছে যে ১৯৪০ সনের পরেও তাহাদের এই প্রচেষ্টা কোন রকমেই বন্ধ করা হইবে না। জেনারাল চিয়াং কাইসেক না কি বলিয়াছেন যে, যাহারা আফিংএর গাছ রোপণ করিবে অথবা আফিং বিক্রয় করিবে বা তাহার ধূমপান করিবে তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার মতে দেশকে এই রকম নেশার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য কোন শাস্তি বা কোন পন্থা খুব কঠোর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ন্যাশন্যাল গভর্ণমেণ্টের একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দেশবাসীর পরস্পরের পর্য্যবেক্ষণে আফিং সেবন তিরোহিত হইবে এবং ইহার সংশোধনের জন্য নূতন পথ অবলম্বন করিতে হইবে। যাহারা এন্টি-ওপিয়াম কর্ম্মী তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট খুবই প্রশংসা করে এবং দেশের উন্নতির জন্য ইহা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করা হয়।

চীনের লৌহ ও ষ্টীল

১৯৪১ সনের শেষ পর্য্যন্ত চীনদেশে প্রচুর লৌহ ও ষ্টীল উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় এবং ইহাও জানা গিয়াছে যে, চীনের অস্ত্রশস্ত্রের জন্য যত পরিমাণ লৌহ আবশ্যক তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ১৯৩৯ সনে যতটা উৎপাদন দেখা গিয়াছে এবারে শুনা যায় যে, তাহার উপর ৩০% অধিক উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। পরের ছয় মাসে প্রায় ½ অংশ কার্গেস্ প্রস্তুত হইয়া যাইবে। পূর্ব্বের পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র জাতির প্রয়োজনীয় লৌহ-দ্রব্যাদি সবই প্রাপ্ত হইতে পারা যাইবে। চীনের অন্তর্গত যেসব লৌহ খুব ভাল নহে তাহাদের ব্যবহারে লাগাইবার প্রয়াস করা বহু ব্যয় ও কষ্টসাধ্য বলিয়া চীনারা মনে করে। চায়না এখন সেই জন্য নিম্নলিখিত লৌহখনিগুলিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে মনস্থ করিয়াছে :—সিচিওয়ান, ইউনান, সান্‌সি, এবং

হনান্। উপস্থিত গভায়াত এবং শ্রমিক সংগ্রহ লইয়া আর এক সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে।

চীনের নূতন চায়ের বাজার

চীন ও রুশ দেশের মধ্যে একটী চুক্তির ফলে সোভিয়েট রাশিয়া বলিয়াছে যে, সে চীন দেশ হইতে ১০০,০০০,০০০ ডলারের চাইনিজ টি ক্রয় করিবে। চায়না ন্যাশন্যাল টি করপোরেশন এখন ম্যাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন যে, আরও কোন্ বাজার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে যেখানে চায়ের কাটতি হইতে পারে। ১৯৪০ সনের প্রথম পাঁচ মাসে দেখা যায় যে, হংকংএ ৪১,০০০,০০০ পাউণ্ডের চা বিক্রয় করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য চীনের এখন খুবই মুস্কিল হইয়াছে। কারণ সে গ্রেটব্রিটেনে বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে চা বিক্রয় করিতে পারিতেছে না বলিয়া জানা যায়।

যুক্তরাজ্য হইতে পশমের রপ্তানি

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, যুক্তরাজ্য হইতে উলেন টিস্, ওয়ার্সটেড্ টিস্, কুম্ব্ড্ উল্ টপ এবং ওয়ার্সটেড্ ইয়ার্ণ ১৯৩৮, ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সনের প্রথম পাঁচ মাসে কি পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে।

দ্রব্যের নাম	প্রথম পাঁচ মাস		
	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
উলেন টিস্			
(স্কোয়ার ইয়ার্ড হিঃ)			
ওয়ার্সটেড্ টিস্			
(স্কোয়ার ইয়ার্ড হিঃ)			
টপ্স্ (কুম্ব্ড্ উল)			
(স্কোয়ার ইয়ার্ড হিঃ)			১২,২৪১
ওয়ার্সটেড ইয়ার্ণস্ (পাউণ্ড)			৮,৬৪৬

১৯৪০ সনে প্রথম ছয় মাসে গ্রেটব্রিটেন ৭ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের ইয়ার্ণ রপ্তানি করিয়াছিল। উক্ত সময়ে ৪৭ মিলিয়ন স্কোয়ার ইয়ার্ড মূল্যের কাপড় বিক্রয় করিয়াছিল। তুলা উৎপাদনকারীর দিক্ হইতে রপ্তানি কার্য্য খুব আশাপ্রদ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ব্রিটিশ জিনিসপত্রসমূহের যাহাতে অধিক পরিমাণে কাটতি হয় সেই জন্য কলোনিগুলি খুবই বেশী রকম ব্রিটিশ দ্রব্যাদি আমদানি করিতে থাকে এবং বলা চলে যে, সেই জন্য বিশেষভাবে এইসকল দ্রব্যাদির রপ্তানি-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে। ক্যানাডা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা করিয়াছে যাহাতে তাহার ব্রিটিশ দ্রব্যাদির আমদানি বৃদ্ধি হয়। যাহাই হউক যুদ্ধ যদি অধিক দিন চলিতে থাকে তাহা হইলেও রপ্তানি বন্ধ করিতে হইলে কেবলমাত্র "সাবভেনশন" দ্বারাই সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নহে। অন্যান্য দেশের "রিটালিয়েশন" প্রথা অনুযায়ীও খানিকটা ইহার ক্ষতি হইতে পারে।

ফরাসী দেশের রপ্তানি

ফ্রান্স হইতে মোট ফ্যাব্রিক (কাপড়চোপড় ইত্যাদি) রপ্তানি (মেট্রিক কুইনটল) :—

বৎসর	ইয়ার্ণ	ফ্যাব্রিক্স্
১৯১৩	২৯,৬৭৭	৫৫৩,৫৩৬
১৯২০	৮০,৭৪৬	৪৭৮,৭০৩
১৯২১	১৬৬,৭২২	৫৮৬,৫৪৫
১৯২২	১৫১,৮১৪	৪৩৭,০৭৩
১৯২৩	৮৩,২৯৮	৪৪৪,৫২৯
১৯২৪	১৬০,২৪৩	৬৭১,৩১৯
১৯২৫	১০২,৯০০	৫৪৭,৯৪৪

ফরাসী উৎপাদনশক্তির উপর গত যুদ্ধের প্রভাব

গত যুদ্ধের পর ফরাসী দেশকে অত্যন্ত কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যুদ্ধের পর দেখা গেল তাহার সমস্ত উৎপাদনের সরঞ্জামগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মেসিনের সমস্ত তামার অংশগুলি অপসারিত হইয়া গিয়াছিল। অনেক কলকব্জা রাইনের পরপারে চলিয়া গিয়াছিল এবং বহু কলকব্জা বিনষ্ট হইয়া

গিয়াছিল। যে যে জিনিষ নষ্ট হইয়াছিল তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

স্পিনিং স্পিণ্ডল্	৩,২৭৬,০০০
ডাবলিং স্পিণ্ডল্	৮৭৭,০০০
লুম্ (হয় একেবারে নষ্ট না হয় ক্ষতিগ্রস্ত)	২৬,৫০০

অর্থাৎ ফরাসী দেশে তুলার জিনিষ উৎপাদন করিবার যে শক্তি ছিল তাহা ব্যাপকভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহা মেরামত করিবার জন্য অন্যান্য কেন্দ্র হইতে শ্রমিক আনয়ন করিতে হইয়াছিল এবং জিনিষপত্রের অভাবে প্রাকযুদ্ধ অবস্থায় তুলায় প্রস্তুত বস্ত্রাদির কারখানাকে লইয়া যাইতে ফরাসীদের বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে বেকার

গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ইংলণ্ডের বেকার-সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। তথাপি জুন মাসের সংখ্যা হইতে দৃষ্ট হয় যে, বেকার-সংখ্যা পুরুষের হইল ৫০১,০০০ এবং স্ত্রীলোকের হইল ২৭৯,০০০ (অবশ্য কৃষি-শ্রমিক ধরিয়া)। নিম্নলিখিত বেকারের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, কোন্ কোন্ কার্য্যে কত লোক বেকার আছে।

(১০০০ হিঃ)

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্রুপ	জুন ১৯৩৯	ডিসেম্বর ১৯৩৯	মে ১৯৪০	জুন ১৯৪০
কৃষি	২৭	৩৫	১৯	১৪
কয়লার খনি	৭৫	৪৮	৩৪	৯৮
ধাতু খনি		১১	৮	৬
ইঞ্জিনিয়ারিং		২২	১৫	১২
শকটাদি		১৫	৭	৬
জাহাজ		১৫		৮
ধাতুর শিল্প		১৯		
টেক্সটাইল		১৮		
কাপড়		১৭		
খাদ্য ইত্যাদি		১৮		
কাষ্ঠ		১৯		
বাড়ী তৈয়ারী		১৪৭		
পাবলিক ওয়ার্ক	২৭	৮৭	৫৮	৪৬
লোক্যাল গভর্ণমেণ্ট	৫১	৫১	৩৫	২৯
ডক্ ও শিপিং	৬৪	৫৪	৫২	৬৩
ডিস্ট্রিবিউশন	১১১	৯৪	৬১	৫১
অন্যান্য	২০৪	১৯৪	১২১	১০১
	২৪৩	৮৭২	৫৬৩	৪৬০

ইংলণ্ডে ইন্‌সিওর্ড বেকারের সংখ্যা

(বাড়ী তৈয়ারী, পাবলিক ওয়ার্কস ও কৃষি বাতীত)

(১০০০ হিঃ)

	সম্পূর্ণ বেকার		সাময়িক বেকার	
মাস	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৩৯	১৯৪০
জানুয়ারী	২৫৭	৫২৫	২১৬	১০৩
ফেব্রুয়ারী	১৩৮	৫৬৪	১১৩	
মার্চ্চ	১০০	৫০৬	১৯৭	
এপ্রিল	৮৪৬	৪৫৫	১৪৯	
মে	৭৮৬	৪০২	১২১	
জুন	৭১৮	৩৩৬	১২৫	
জুলাই	৬৫১		১১৮	
আগষ্ট	৬১৭		১২৬	
সেপ্টেম্বর	৫৮৬		১১৪	
অক্টোবর	৬৪৬		১৪০	
নভেম্বর	৬২৪		৭৯	
ডিসেম্বর	৫২৩		৮২	

"টেম্পোরারিলি ষ্টপ্‌ড্" শ্রেণীর যে বেকার তাহার পুরুষ-সংখ্যা হইল ৪১,০০০ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা হইল ৪৫,০০০। ইহা অন্য বৎসরের তুলনায় খুবই কম। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হয় তিনমাস না হয় তাহারও কম সময়ের বেকার বলিয়া জানা যায়।

রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা খুব বেশী জানা যায় নাই। অবশ্য উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বাদ দিয়া এবং যে যে লোক বেনিফিট দাবী করে নাই তাহাদিগকে বাদ দিয়া ধরিলে নিম্নলিখিত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

গ্রেট ব্রিটেনে কত বৎসরের লোক রেজিষ্টার্ড বেকার আছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

সময় (১০০০ হিঃ)

	বৎসর	৩ মাস অপেক্ষা কম দিন	৩ মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত	৬ মাসের অধিক	মোট
পুরুষ	১৮-৬৫	৬৯৮	১০৬	৩৭৩	১৭৭
বালক	১৬-১৮	১১	২	১	১৪
স্ত্রীলোক	১৮-৬৫	১৬৬	৩৫	৪৭	২২৮
বালিকা	১৬-১৮	১০	১	১	১২
	মোট	৬৬৫	১৪৯	৪২২	১২৩১
পুরুষ					
বালক					৮
স্ত্রীলোক		১২২	২৮	৪৩	১৯৩
বালিকা		৮	১	১	১০
	মোট	৪৩৬	৯১	২১৪	৭৪১

ইন্সিওর্ড ট্রেডে কত লোক বেকার আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই।

এখনও ঠিক খবর বলা যায় না যে, কত লোক ইন্সিওর্ড নয় অথচ কাজের জন্য লালায়িত আছে। লেবার এক্সচেঞ্জ রেজিষ্টার হইতে অতি অল্প সংখ্যাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে এই খবর পাওয়া যায় যে, বহু লোক বিভিন্ন উপায়ে কার্য্যের জন্য দরখাস্ত করিতেছে। আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, ৬ মাসের অধিক কালের বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে নামিয়া আসিয়াছে।

স্যার তেজবাহাদুরের অভিভাষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নিকট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইন বিশারদ স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালার যে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম ছিল আজ তাহা নাই। বাঙ্গালীর শিক্ষা, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধ একদিন অপরাপর প্রদেশের একান্ত অনুকরণের বস্তু ছিল। কিন্তু আজ সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যেন একটা উল্টা ভাব প্রবল দেখা যায়। কোন কোন প্রদেশ বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন করিতে ইতঃস্তত করে না। যখন বাঙ্গালীর অবস্থা এই প্রকার তখন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গলার নিকট ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সর্ব্বোত্তোভাবে যত ঋণী অন্য কোন প্রদেশের নিকট তত নহে। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী যে ভাবধারায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং এই সকল ক্ষেত্রে যে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করেন সত্য, কিন্তু স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়া লইতে কেহ কেহ কুণ্ঠিত। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু বাঙ্গালীর নিকট এই ঋণ, বাঙ্গলার এই দান অতি শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রগণ বাস্তবক্ষেত্রে জগতের যে কঠিন রূপ দেখিতে পায় তাহাতে ভাবপ্রবণতা ও কল্পনা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাহিরে আসিয়াই তাহারা নিজের দেশের অগণিত অসহায় জনগণের দুঃসহ জীবনযাত্রার গতি গভীর বেদনার সহিত লক্ষ্য করিতে থাকে। শিক্ষার গুণে এই অসহায় দেশ ও জাতির প্রতি তাহাদের অন্তরে যে কর্ত্তব্যবোধ জাগরিত হয় অন্ন-সংস্থানের তীব্র প্রয়োজনে তাহা অচিরেই লুপ্ত হইয়া যায়। শিক্ষা প্রসার লাভ করিতেছে সত্য, কিন্তু জাতির কল্যাণের জন্য কিম্বা দেশের মঙ্গলে এই শিক্ষা কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু মনীষাসম্পন্ন ছাত্র, যাহারা স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিতেন এদেশে তাঁহারা তাহা পারেন না। তাঁহাদের অতুলনীয় কর্ম্মশক্তি চাকুরীর কঠিন নিগড়ে চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এইরূপ কত মনীষাসম্পন্ন ও মেধাবী ছাত্র যে চাকুরীর যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়াছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। চাকুরীর কল্যাণে তাহারা ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছে, সত্য কিন্তু যে প্রতিভা লইয়া তাহারা আসিয়াছিল তাহার বিকাশ হইবার সুযোগ পায় নাই এবং তাহাদ্বারা দেশ ও জাতির কোন মঙ্গল হয় নাই। দেশের এইরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষার আদর্শ, দেশ ও জাতির কর্ত্তব্য, বিদ্যালয়ের করণীয় বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ছাত্রসঙ্ঘকে যে কথাগুলি তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন তাহা দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিন্তা করা একান্ত দরকার। তিনি বলিয়াছেন "বর্ত্তমানে যে প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভারতের স্বাধীনতা, অর্থাৎ তাহার চাই এমন একটী মর্য্যাদা ও এমন শাসন যাহাদ্বারা সে বিশ্বের

সমগ্র শক্তির মধ্যে তাহার আসন করিয়া লইতে পারে।" এই সম্বন্ধে যে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে ও বহু মতভেদ দেখা দিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঐসকল মতবাদের সংগ্রাম-স্থল না হইয়া ঐ মতবাদসমূহের পরিবেশকের স্থান গ্রহণ করা উচিত। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে বহুকাল হইতেই আছে। দীর্ঘকাল হইল এইসকল জাতির আপন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের এই বিভিন্ন সংস্কৃতির বৈষম্য সত্ত্বেও একটী সর্ব্বসমন্বয় ও একত্ববোধ দীর্ঘকাল হইল চলিয়া আসিতেছে। ইহাই ভারতীয় অখণ্ড সংস্কৃতি। কিন্তু আজ বহু বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি লইয়া গঠিত ভারতীয় জাতির অধিকার লইয়া যেসকল অবান্তর প্রশ্ন ও তর্ক উঠিয়াছে তাহা সকলে অনায়াসে মীমাংসা করিতে পারেন যদি তাহারা নূতন দৃষ্টিতে দেশ ও জাতিকে দেখিতে চেষ্টা করেন। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁহার অভিভাষণে সকলকে এই নূতন দৃষ্টিতে দেশকে দেখিতে বলিয়াছেন। তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিলে বর্ত্তমান বিপর্য্যয়ের ও অশান্তির কারণ থাকে না বলিয়াই মনে হয়।

আদিম অধিবাসীদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

ময়মনসিংহ জেলার আংশিকভাবে শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত অঞ্চলের স্পেশাল অফিসার মৌলবী এ, করিম ময়মনসিংহের আদিম অধিবাসীদের তৃতীয় বার্ষিক উন্নয়ন-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী জেলার ও মহকুমার সদর সহর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী হালুয়া-ঘাট নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যাতায়াতের রাস্তাঘাট খারাপ ও অন্যান্য অসুবিধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বহুসংখ্যক লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। সর্ব্বমোট প্রায় ৬,০০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

এই প্রদর্শনীতে যোগদানকারী লোকদিগের মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এম, ক্লার্ক আই-সি-এস, ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান সাহেব নূরুল আমিন, ঢাকার কয়েক সালিশী বোর্ড সমূহের ডেপুটি ডিরেক্টার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং শিক্ষা প্রদানের দিক্ দিয়া ইহা অপরাপর স্থানের অনুরূপ প্রদর্শনীর চেয়ে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই বৎসর আদিম অধিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠির জন্য পৃথক ২ পণ্যবীথির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, যাহাতে তাহাদের হাতে প্রস্তুত করা কাপড় ও অন্যান্য তৈয়ারী বস্তু পাশাপাশি রাখিয়া প্রদর্শন করিতে পারা যায়। ইহাতে ভাল ও সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করিয়া উন্নতিমূলক প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ তাহাদের উপস্থিত হইয়াছিল। গারো, হাজং, ডালু, বামাই এবং কোচ বংশীয় লোকেরা তাহাদের স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক তৈয়ারী জটিল নমুনার অতি সুন্দর সুন্দর কাপড় প্রদর্শন করিয়াছিল। এই পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে হদীগণই সব চেয়ে দরিদ্র এবং তাহাদের প্রদর্শন করাইবার কোন দ্রব্য ছিল না। কাজেই তাহাদের পণ্যবীথি প্রদর্শনী আরম্ভ হইবার সময় প্রায়ই খালি পড়িয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তাহারা তাহাদের উৎপাদিত তরিতরকারী—যথা বড় বড় লাউ, কুমড়া ও কলা আনিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পণ্যবীথি পরিপূর্ণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিয়াছিল।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রদর্শনীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, স্পেশাল অফিসার নিজে বিভিন্ন বিভাগের সহিত লেখালেখি করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছিলেন এবং ঐ সমুদয় বক্তৃতা বাংলা ভাষায় ছাপাইয়া আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন :—

(১) কয় সালিশী বোর্ড সমূহের নীতি এবং বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের প্রয়োগ ও সুবিধা গ্রহণ (বক্তা খান সাহেব আর, আলী ডেপুটি ডিরেক্টার)।

(২) পশু-পালন, পশু-খাদ্য সংরক্ষণ, পশু-মড়ক নিবারণ এবং সাধারণ কৃষিকার্য্য (বক্তা মিঃ এস, আই, দাশগুপ্ত, জেলার পশু-পালন কর্ম্মচারী)।

(৩) সমবায় আন্দোলনের মূলনীতি, উহা কি ভাবে আদিম অধিবাসীদের অঞ্চলে প্রয়োগ করা চলে (বক্তা মিঃ আই, আহমদ, সমবায় সমিতি সমূহের ইন্‌স্পেক্টার)।

(৪) পল্লী-স্বাস্থ্যরক্ষা ও জন-স্বাস্থ্য, কি প্রকারে মহামারী প্রতিরোধ করা যায় (বক্তা ময়মনসিংহের জেলা হেল্‌থ অফিসার)।

(৫) মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল (বক্তা ডাঃ সিসটার চেল্লা, হালুয়াঘাটের সেন্ট্ এণ্ড্রুজ মিশনের যাজক)।

(৬) জরীপ-কার্যের বিভিন্ন প্রকারের পন্থা (বক্তা হালুয়াঘাটের এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এস. বর্ধন)।

বক্তৃতাবলী শেষ হইবার পর ঐ সব বিষয় সম্বন্ধে মুদ্রিত পুস্তিকা উন্নয়ন-বোর্ডের মেম্বরগণের এবং এই ব্যাপারে আগ্রহশীল অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে যে-সমুদয় দর্শক আসিয়াছিল তাহারা এই পুস্তিকা পাইতে অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করায় ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহারা বক্তৃতাবলী যথেষ্ট-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। বক্তৃতাগুলির এরূপ-ভাবে ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, শ্রোতৃমণ্ডলী যে-কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইলে এইসকল বক্তৃতা হইতে পথের সন্ধান খুঁজিয়া পাইবে।

এই প্রদর্শনীর আর একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হিতকর বিষয় ছিল রেশমবয়নকারী বন্যা স্ত্রীলোকগণ দ্বারা রেশম সূতার প্রদর্শন। কক্সবাজারের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এম, সলিমুল্লার সাহায্যে এই বয়নকারী দলকে প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনের ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছে। কারণ, একটী গারো এবং একটী কোঁচজাতীয় স্ত্রীলোক রেশম সূতার বয়ন শুধু পছন্দই করে নাই, পরন্তু এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। প্রদর্শনী দল যে রেশমের সূতা ও তাঁত প্রদর্শনের জন্য আনিয়াছিল, তাহা ক্রয় করিয়া গারো ও কোঁচ স্ত্রীলোক দুইটি কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

এই দুইটি স্ত্রীলোক যতটা রেশম সূতা প্রদর্শনী-দলের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার বয়ন সমাধা করিয়াছে এবং স্পেশাল অফিসারকে কক্সবাজার হইতে তাহাদের জন্য আরো রেশম সূতা আনাইবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছে।

এই প্রদর্শনী কমিটী পক্ষিপালনে উৎসাহ প্রদানের জন্য আর একটি পরীক্ষামূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। স্পেশাল অফিসার একজন খৃষ্টান পাদরীর জন্য চট্টগ্রামের দুই তিন মুর্গী ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করেন। এই মুর্গী "ইয়াছিন মুর্গী" নামে পরিচিত। পাদরী সাহেব এই মুর্গীগুলি দ্বারা একটি পক্ষিপালন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ আরম্ভ করেন। প্রদর্শনীতে এই সমুদয় মুর্গী প্রদর্শন করিলে উহা গারো স্ত্রীলোকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহারা অনুরোধ জানায় যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাদের লালনপালনের জন্য অন্ততঃপক্ষে একজোড়া মুর্গী তাহাদের নিকট বিক্রয় করা হউক।

পাট গবেষণার লেবরেটরী

বাঙলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট গত মার্চ্চ মাসে টালীগঞ্জে ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট-কমিটীর টেকনলজিক্যাল রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরী বে-সরকারীভাবে পরিদর্শন করেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ ডব্লিউ, এ, এম, ওয়াকার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি, এন, মজুমদার, আই, সি, এস ও ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টার মিঃ সি, আর, নোডন তাঁহাকে ল্যাবরেটরীর বিভিন্ন বিভাগে লইয়া যান।

সূতাকাটা বিভাগে পাটের ছোট আঁশ হইতে সূতা কাটা ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে পাটের আঁশ ও সূতা পরীক্ষার বিভিন্ন প্রণালী তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পাটের রং ও আর্দ্রতা পরীক্ষার যন্ত্র দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন; রাসায়নিক বিভাগে পাটের বিভিন্ন

রাসায়নিক দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং শামলা পাটের রং তুলিয়া দিবার প্রণালী প্রদর্শিত হয়।

ল্যাবরেটরীতে পাটের প্যাকানো দড়ি, ছাদে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ও নানা প্রকার কাপড়ের নমুনা দেখানো হয়। কেন্দ্রীয় জুট কমিটী পাট হইতে নূতন নূতন দ্রব্যাদি নির্ম্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন জানিয়া গভর্ণর বাহাদুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এ সম্পর্কে প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এজন্য ল্যাবরেটরীর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ-কার্য্য আগামী বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে।

বিমান যুদ্ধে নিহত কালীপ্রসাদ চৌধুরী

পরলোকগত বিখ্যাত শিকারী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার কে, এন, চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসাদ চৌধুরী গত ১৭ই জুন ইংলণ্ডে বিমান যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কালীপ্রসাদ চৌধুরী রাজকীয় বিমান বাহিনীর একজন বিমানচালক ছিলেন। গত ১৮ই জুন কলিকাতায় তাঁহার মাতার নিকট এই মর্ম্মে এক তার আসে যে তিনি বিমান যুদ্ধকালে নিহত হইয়াছেন। কালীপ্রসাদ ১৯১৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং বালীগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেঞ্চি কোয়ে য়েটুন সার্জ্জেণ্ট ছিলেন এবং দুইবার সৈনাদলের লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। কলেজের এথলেটিক ফুটবল ও ক্রিকেট টিমের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সনে তিনি কলিকাতার এথলেটিক ব্লু আখ্যা লাভ করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্সিংয়ে মিডল ওয়েটচ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেন। ১৯৩৪ সনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেনিস প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হন এবং ঐ বৎসরেই মোহন-বাগান ক্লাবে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর তিনি বেঙ্গল ফাইং ক্লাবের সদস্য ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন এণ্ড এসিটিলিন কোং লিমিটেডের লাহোর শাখার ম্যানেজার ছিলেন। ১৯৪০ সনের আগষ্ট মাসে তিনি অপর ২৪ জন ভারতীয়ের সহিত রাজকীয় বিমান বাহিনীর অধীনে বিমান চালনা শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন।

CALCUTTA UNIVERSITY

চট্টগ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী

[পটীয়ার শ্রীযুত তারাপদ ভট্ট, বি, এ মহাশয়ের সহিত কথোপকথন—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস]

প্রশ্ন—আপনাদের ওখানকার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মোটামুটি আর্থিক অবস্থা কিরূপ ?

উত্তর—বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় চট্টগ্রামের অধিকাংশ ভদ্রলোকই চাকুরীর উপর নির্ভরশীল। অবশ্য কোন কোন লোক জমিজমা হইতেই নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে ; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। ইহাদের স্থানীয় ভাষায় "গৃহস্থী" বলে। এতদ্ব্যতীত ডাক্তারী, ওকালতি, দোকানদারী প্রভৃতি ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়াও কতক লোক দিনাতিপাত করে। মধ্যবিত্ত বলিতে বাংলা দেশে যাহাদের আয় মাসিক ৫০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাহাদের কথাই আমি বলিতেছি।

প্রঃ—চাকুরীয়াদের কথাই প্রথম ধরা যাক। চট্টগ্রামের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত লোক কি চাকুরী করিয়া থাকে ?

উঃ—সরকারী চাকুরী ব্যতীত স্থানীয় অনেকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানেও অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক চাকুরী করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে, বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী, টাল ব্রাদার্স, জেসপ্ এণ্ড্রুজ, কাপড়ের কল, কাগজের (মণ্ড) পাল্প তৈয়ারীর কারখানা, নানাপ্রকার যান-বাহনাদির অফিস, প্রায় ৬টা 'চা' বাগান, স্থানীয় ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীগুলিতে বহু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক চাকুরী করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

:—এইসকল চাকুরীয়া ভদ্রলোকদের জীবনযাত্রার মান কিরূপ ?

উঃ—চাকুরীজীবীরা সকলেই সহরবাসী এবং তাহাদের অধিকাংশ লোকই সপরিবারে সহরে বাস করে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবার ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করে। অর্দ্ধেকের বেশী বাড়ীই পাকা অর্থাৎ ইষ্টক-নির্ম্মিত। শতকরা ২৫।৩০ জন মধ্যবিত্ত পরিবার মেটে বাড়ী অথবা বাঁশ-নির্ম্মিত ঘরে বাস করে।

প্রঃ—তাহাদের আয়ের মোটামুটি কত অংশ বাসগৃহের জন্য ব্যয় হয় ?

উঃ—সাধারণতঃ চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা তাহাদের আয়ের ১/৫ হইতে ১/৪ অংশ ঘরভাড়ার জন্য ব্যয় করে।

প্রঃ—আচ্ছা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক-সংখ্যা কত ?

উঃ—চট্টগ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের গড়পড়তা লোক-সংখ্যা ৭। স্বামী, স্ত্রী ও তিনটী পুত্রকন্যা এবং দুই জন নির্ভরশীল আত্মীয়ের মধ্যে একজন পুরুষ ও অপর একটি স্ত্রীলোক।

প্রঃ—এইবার তাঁহাদের আয়ের বাকী অংশ কি বাবদে খরচ হয় বলুন।

উঃ—আমাদের ওখানকার একটি বিশেষত্ব এই যে, তরিতরকারী অপেক্ষা লোকে জান্তব খাদ্যই অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। শুঁট-মাছের ও মাংসের

সের ।৶০ আনা ।৶০। দুধের সের গড়পড়তা ৶০। সাধারণতঃ চাউলের দাম কলিকাতার মত (টাকায় ৵৷৷০ সের)। মোটামুটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের আহার্য্য খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়। "লোক-লৌকিকতা" "ডাক্তার-কবিরাজ" ছেলে মেয়ের শিক্ষার ব্যয়, "কাপড়চোপড়" প্রভৃতি কতকগুলি অপরিহার্য্য খরচ বাদ দিলে কেবল আহারাদির জন্য যে অর্থ থাকে জীবনধারণের জন্য তাহা কোনক্রমে চলনসই হইলেও তাহাকে কোন মতেই যথেষ্ট বলা যায় না।

প্রঃ—আচ্ছা মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক অথবা বার্ষিক সঞ্চয়ের পরিমাণ কি বলতে পারেন ?

উঃ—উদাহরণ স্বরূপ ধরুন আমাদের নিজেদের পরিবারের কথা বলি, আমাদের মাসিক আয় মোটামুটি ১০০৲ টাকা। উহার মধ্যে মাসিক ৬৲ টাকা মেন ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম। এতদ্ব্যতীত মাসিক গৃহস্থালী ইত্যাদি খরচ বাদে সঞ্চয় ২৲।৩৲ টাকা ধরিতে পারেন।

প্রঃ—এখানে আর একটি কথা এই যে, চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের কথা বলছেন, এদের মধ্যে শতকরা কতজন হিন্দু, মুসলমান অথবা বৌদ্ধ ?

উঃ—এই প্রকার মধ্যবিত্ত চাকুরীয়াদের প্রায় শতকরা ৮০ জনই ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ। বাকী ২০ জন মুসলমান, বড়ুয়া, (বৌদ্ধ) এবং অন্যান্য জাতি। চট্টগ্রামের মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ১০ হইতে ৮০ জন। কিন্তু মুসলমানদের অধিকাংশই বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কৃষি ও শ্রমজীবী।

প্রঃ—এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক প্রথা—যেমন বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে আপনাদের ওখানকার মধ্যবিত্ত লোকেরা কি প্রকার খরচপত্র করিয়া থাকে ?

উঃ—পণপ্রথা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর খুব প্রবল নহে ; কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে যৌতুকের আদানপ্রদান হইয়া থাকে। কন্যাপক্ষই বরপক্ষকে যৌতুক দিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর ভিতর ইহার বৈপরিত্য দেখা যায়। সেখানে কন্যাপক্ষই যৌতুক পাইয়া থাকে।

:—একটি কন্যার বিবাহ দিতে পিতা বা অভিভাবকের কত খরচ পড়ে ?

উঃ—এ বিষয়ে অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও অভিভাবক বা কন্যার পিতার আর্থিক সামর্থ্যের উপরই বিবাহের খরচ নির্ভর করে। ধরুন যিনি মাসিক ৫০৲ টাকা আয় করেন তিনিও কন্যার বিবাহে অন্যূন ৫০০৲।৬০০৲ টাকা খরচ করিয়া থাকেন। ছেলের আর্থিক সামর্থ্য ব্যতীত বরপক্ষের সামাজিক পদমর্য্যাদা ও অনেকাংশে বিবাহের খরচ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

প্রঃ—চট্টগ্রামের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা কি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের পুরুষ অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল, না তাহারা আর্থিক বিষয়ে পরিবারকে কিছু সাহায্যও করিতে পারে ?

উঃ—এ বিষয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা এখনও অনেক পশ্চাদ্‌পদ হইলেও ক্রত অনুকূল জনমত সৃষ্টি হইতেছে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোন কোন স্ত্রীলোক, বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ প্রভৃতি করিয়া পরিবারকে সাহায্য করিলেও ইহা আর দূষণীয় বিবেচিত হয় না। অনেকে আবার বাড়ীতে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া অনেকটা অর্থের সাশ্রয় করিলেও তাহাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য বলিতে চাই না।

প্রঃ—এইবার "গৃহস্থ" শ্রেণীর কথা বলুন।

উঃ—যাঁহারা সাধারণতঃ জমিজমার উপর নির্ভর করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযোগী জীবনযাত্রার মান অনুসরণ করে আমি তাহাদের এই শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়াছি। ইহাদের সংখ্যা খুব অধিক নহে। এই শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গের মত কম নহে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই ভূমিজীবী। তাহারা অনেকেই নিজ হাতে চাষ

করে না। জমির মালিকানাই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা।

প্র:—উকিল, ডাক্তার, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতির ব্যবসায়ে নিম্ন মধ্যবিত্তদের সংখ্যা ও অবস্থা কিরূপ?

উ:—সহরের উকিলদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান। ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতির মধ্যেও সাম্প্রদায়িক অনুপাতের হার ঐ প্রকার। চট্টগ্রামে উকিলের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ পটীয়ার কথা ধরা যাউক। ইহা একটি থানা। এখানে ৪টী মুন্সেফী ও একটি সাবরেজিষ্ট্রী অফিস, ও একটি খাস তহশীলদার অফিস আছে। এই সহরটির উকিলের ও মোক্তারের সংখ্যা প্রায় ২০০ শত। এখানে একজন ভাল উকিল প্রায় ২০০৲ টাকা উপায় করেন। আবার কেহ কেহ মাসিক ১৫৲।২০ টাকাও পাইয়া থাকেন।

প্র:—মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা দোকানদারী প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে?

উ:—অনেক মধ্যবিত্ত লোকে সহরে ও মফঃস্বলে নানা প্রকার ছোট ছোট দোকানপাট করিয়া বেশ কিছু আয় করিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে লোকে টাকা পাইলেই জমিতে লাগাইত; কিন্তু এখন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী জমিতে এবং তেজারতীতে টাকা না লাগাইয়া ব্যাঙ্কে আমানত করে। আর কেহ কেহ আজকাল নানা কোম্পানীর দু' চারিখানি শেয়ার কিনিতেছেন। চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক কোম্পানী ও কটনমিলের অধিকাংশ টাকাই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের টাকা হইতেই আসিয়াছে।

প্র:—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা তাহলে কি আপনাদের ওখানে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভাল বলা চলে?

উ:—আমার মনে হয় অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা আমাদের ওখানকার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের অবস্থা কিছু ভাল; তবে উনিশ-বিশ। প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারই ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠায়, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও বিশেষ খারাপ বলিয়া মনে হয় না। আর একটা ভাব আজকাল বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানগণ দ্রুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে মাথা গুঁজিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বত্রই ইহাদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠাইবার চেষ্টা খুব দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে। চট্টগ্রামে এই প্রবণতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। চাষীর ছেলেরা আজকাল লেখা পড়া শিখিয়া চাষ আবাদ না করিয়া চাকুরীজীবী হইতেছে। আজ চাষীদের ভিতরও পুত্রকে স্কুলে পাঠাইবার ঝোঁক বিশেষ ভাবে বাড়িতেছে। এইসকল কারণে মুসলমান চাষীদের ভিতর হইতে দ্রুত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে।

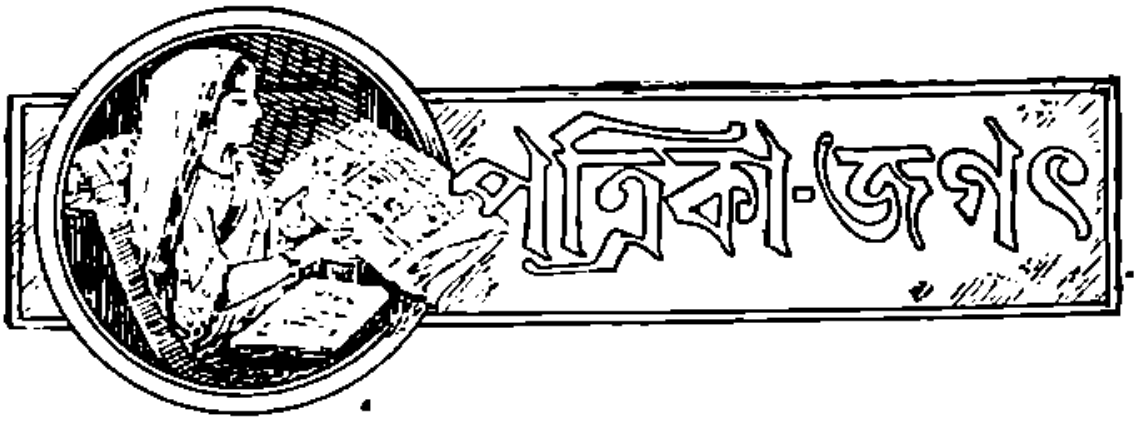

"দি কোয়ার্টার্লি জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স"

(ফেব্রুয়ারী ১৯৪০)

১। ব্রিটিশের যুদ্ধাবস্থায় খাদ্যরক্ষণ ও বিনিময় শাসন।

২। অর্থনীতিতে "মূল্যের তথ্য" সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা।

৩। চাহিদার নমনীয়তা এবং সামাজিক মঙ্গল।

৪। "দি ক্লেট এলাউন্ড" প্রণালী।

৫। দি "ম্যানিং এপ্রোচ" ইন্ পাবলিক ইকনমি।

৬। যুক্তরাজ্যে তুলার বিদেশী বাজারে স্বল্পতা।

"দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ"

(মার্চ্চ ১৯৪০)

প্রথম ভাগ

১। অর্থনীতিতে নিকট ও সুদূর দর্শন।

২। খাদ্যনার মধ্যে একচেটিয়াভাবের অস্তিত্ব।

৩। ইন্সিডেন্স অব্ ডেথ ডিউটিজ।

৪। রোজগারী শ্রেণীর মধ্যে আয়করের ভার।

৫। নিম্নতম মাহিনার হার নির্দ্দেশ।

৬। ইতালীতে জয়েন্টষ্টক্ কোম্পানী।

৭। "নিউ ডিল" নীতি ও বিদেশী বাণিজ্য।

৮। নিম্নতম মাহিনার ফলাফল।

৯। ওয়েজেস্ ফাণ্ড নীতি।

দ্বিতীয় ভাগ। আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েসনের ৫২শৎ বাৎসরিক সভায় পঠিত প্রবন্ধ ও বিবরণী।

"ইন্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

(এপ্রিল ১৯৪০)

১। বাধ্যতামূলক গৃহস্থ বৃত্তি (ফ্যামিলি এলাউয়েন্স) দেওয়ার প্রথার আধুনিক প্রসার।

২। উপনিবেশে দেশীয় শ্রমিকদের ভাস্তারী হিসাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৩। যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ।

৪। সংখ্যা—কষ্ট অব লিভিং এবং খাদ্যের মূল্য; মজুরি এবং সাধারণ শ্রমের সময় খুচরা দাম।

উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "বাধ্যতামূলক গৃহস্থ-বৃত্তি দেওয়ার প্রথার আধুনিক প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধটীর আলোচনা আবশ্যক। ঐ প্রবন্ধের লেখক হইলেন ক্লেয়ারে হফনার। যদিও গৃহস্থ বৃত্তি দেওয়ার প্রথার রকম-ফের থাকিতে পারে, তথাপি এক্ষণে উহা প্রায় সব সভ্য দেশেই প্রচলিত হইয়াছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে যেখানে উহার অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতেই ছিল সেই সকল স্থলে নূতন রূপের উপায় অবলম্বিত হইতেছে। এই কারণে গৃহস্থ বৃত্তির সম্বন্ধে যে সব আইন আজ পর্য্যন্ত পাশ করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা করিলেই জিনিষটীর "মূল্য ও উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা হইয়া যাইতে পারে।

এই সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম আইন পাশ হয় নিউজিল্যাণ্ডে ১৯২৬ সনে। ঐ বৎসরেই নিউ সাউথ ওয়েল্সে অনুরূপ আইন দেখা দেয়। তাহার পর ১৯৩০ সনে বেলজিয়ামে

আইন পাশ হয়। অবশ্য উক্ত দুইটী আইনের নকলস্বরূপ নহে, বরং তাহার অনেক বিশেষত্ব ছিল। বরং ১৯৩২ সনে ফরাসী দেশে যে আইন পাশ করা হয় তাহা বেলজিয়মের খানিকটা নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তৎপরে ইতালীতে ১৯৩৬ সনে আরও নূতন ধরণের গৃহস্থ-বৃত্তি সম্বন্ধে আইন পাশ হয় এবং সেই অনুসারে স্পেন ও হাঙ্গেরি ১৯৩৮ সনে উক্ত আইন পাশ করে।

সমস্ত দেশের আইনগুলির রূপ বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীভাগ করিতে হয়, যথা :—১। ষ্টেবিলাইজড স্কিম বা যে নিয়ম একেবারে পাকা হইয়া গিয়াছে এবং যার পরিবর্ত্তনের কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। ২। এভলিউশানারি স্কিম বা যে প্রণালীর বিকাশ ধীরে ধীরে হইতেছে, কাজেই যার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

নিউজিল্যাণ্ডে এবং নিউ সাউথ ওয়েলসে যে প্রণালীতে গৃহস্থ-বৃত্তি দেওয়া হয় তাহা ষ্টেবিলাইজড বা অপরিবর্ত্তনীয় শ্রেণীর মধ্যগত বলিলে ভুল হয় না। যে সকল শ্রমিকের অল্প মাহিনা বা মজুরি তাহাদের সন্তানসন্ততি পালন করিবার জন্য একটা বৃত্তি দিতে হইবে ইহাই হইল নিউজিল্যাণ্ডের আইনের মূল কথা। ইহার মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহা হইল সোসিয়াল ১৯৩৮ সিকিউরিটি এ্যাক্ট অনুসারে যেসকল শিশু বা নাবালক বৃত্তি পাইবার উপযোগী ছিল তাহাদের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের আইন অনুসারে উহার ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনার মধ্যে মধ্যে যে "লিভিং ওয়েজ" নির্ণয় করিয়া দেয় তাহার নিম্নে যাহাদের রোজগার হইবে তাহারা মজুর বা যে কোন শ্রেণীর লোক হউক না কেন, তাহাদের গৃহস্থ-বৃত্তি দিতে হইবে।

এভলিউসানারি স্কিম বা ক্রমবিকাশশীল প্রথার শ্রেণীর যে আইন তাহার মধ্যে পড়ে ফরাসী ও ইতালী। বেলজিয়ামের আইন অনুসারে সকল শ্রেণীর লোককে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রণালী অনুযায়ী কি রকম গৃহস্থ-বৃত্তি দেওয়া হয়

দেশের নাম	বৎসর	যত গৃহস্থ-বৃত্তি পায়	যত শিশু বা অন্য লোক সাহায্য পায়	যত টাকা দেওয়া হয়
বেলজিয়াম ১৯৩০ সনের এ্যাক্ট	১৯৩৭	৪৬৬,৭২২	১,০৪২,০৬৭	৩৪২,৩২৩,৪২২ ফ্রাঁ
" ১৯৩৭	১৯৩৭	১,৩০১,০০০	৬৬০,৯২৯	১৯৩,১৬৮,০০০ "
চিলি	১৯৩৭	১৬,১২৫	৪১,৩৬৭	৫,১৮৯,৮৮৩ পেসস
ফ্রান্স	১৯৩৮	১,১১৭,০০০	২,৮৬৯,০০০	১,৩৪০,০০০,০০০ ফ্রাঁ
হাঙ্গারী	১৯৩৯	১২৫,০০০	২২৫,৮২৬	১৪,০০০,০০০ পেঙ্গো
ইতালী কলকারখানা	১৯৩৭	৭১০,০০০		১২৭,৫৬৭,৩৪৪ লিরা
ব্যবসাবাণিজ্য	১৯৩৭			১৩,৭০৯,৯৪৮
" কৃষি	১৯৩৭			১৬,১৩৩,৫০০ "
নিউসাউথ ওয়েল্‌স	১৯৩৬-৭			১,৪৯৫,১৮৩ পাউণ্ড
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৩৮	৬,৮৫৩		১০২,৪০২ "
স্পেন	১৯৩৮	১,৫১৭,৭৫২		৩০,০০০,০০০ পেসেটাস

"প্ল্যানড্ ট্রেডিং সিস্টেম"; এইচ্ বে টাস্কা কর্ত্তৃক লিখিত; ইন্টারন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট্ অব্ ইন্-টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত; এলেন এণ্ড আনউইন; পৃঃ ১৭১; মূল্য ৬ শিলিং ৬ পেন্স।

ডাঃ টাস্কা প্রধানতঃ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ এবং গ্রেট ব্রিটেনের আধুনিক বাণিজ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। তবে জার্ম্মাণি, রুশিয়া এবং অন্যান্য দেশের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন যখন "হাইলি কনট্রোলড্ ট্রেড্" সম্বন্ধে তিনি বিশ্লেষণ করেন তখন। পুস্তকখানি ব্যবসা-ব্যাপারে কত যে গোলমাল থাকে সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়া খুবই উপকার সাধন করিয়াছে। এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল, ষ্টেট ট্রেডিং প্রভৃতি যেখানে প্রচলিত তাহাদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করায় কি কি মুস্কিল হওয়া সম্ভব তাহার সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। লেখক স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, উক্ত প্রকারের দেশের সহিত কার্য্যের সময়ে বঞ্চিত না হইবার একমাত্র উপায় হইল খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা। কাজেই নিরাপদের জন্য যদি কেহ সতর্কতা অবলম্বন করে তাহাকে "নার্ভাস" বলা মূর্খের কাজ। ডাঃ টাস্কা আমেরিকার নীতি "মাল্টিল্যাটারিলিজম্" এবং "নন্-ডিস্ক্রিমিনেসনের" উপর খুবই বেশী রকম আগ্রহ দেখাইয়া খুব সুব্যাতি করিয়াছেন। ব্রিটিশ সিস্টেম্ অব বাইল্যাটারালকে গালাগালি দিবার ভিত্তি থাকিলেও খুব বাড়াবাড়ি করিয়া উহার গুণগুলি চাপা দেওয়া লেখকের কর্ত্তব্য হয় নাই।

"রেলরোড ট্রান্সপোর্টেশন"; প্রতিভাচন্দ্র ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক লিখিত;

ভারতবর্ষীয় রেল সম্বন্ধে আধুনিকতম যে যে সমস্যা এবং আবশ্যকীয় ব্যাপার তৎসমুদয় লইয়াই এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। প্রথমে ভারতবর্ষে রেলের প্রসার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া বহু প্রশ্ন সম্বন্ধে লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন রেলের অর্থকথা (ফিনান্স), ষ্টেট্ ও কোম্পানীর সহিত পরস্পরের কি যোগাযোগ, সেপারেশনের তথা প্রভৃতি নানা বিষয়। এইসকল প্রশ্নের আলোচনাকালে লেখক নিজের মত দেখাইয়াছেন যে, কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্টই ষ্টেট্ ম্যানেজমেণ্ট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য এই সম্বন্ধে নানামুনির নানামত এবং সমালোচকের লেখনীতে বহু প্রকারের বিপরীত কথাই আমরা পাইয়া থাকি। তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যদি রেলের "এম্যালগ্যামেশন" হয় তাহা হইলে যে কিছু উপকার সাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে অনেকেই একমত হইতে পারেন। কারণ তাহাতে খরচার দিক্ হইতে অনেক পরিমাণে সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা কিছুই নাই।" "গেজ" সম্বন্ধে বিভিন্নতা থাকায় অনেক সময়ে বহু দূর বিস্তারিত লাইন তৈয়ারি করা মুস্কিল হইয়া পড়ে। লেখকের "রেট" এবং "ট্র্যাফিক" সম্বন্ধে যে আলোচনা তাহা অতি সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক। যাঁহারা রেলওয়ে ইকনমিক্সের ছাত্র তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকের এই অংশটী খুবই উপকারে আসিতে পারে। রেল ট্রান্সপোর্টের সহিত রোড ট্রান্সপোর্ট তুলনা করিতে গিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, আমাদের গভর্ণমেণ্ট অধিকাংশ সময়েই রোড ট্রান্সপোর্টকেই সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা লেখকের মতে ন্যায্য নহে।

"প্রাইসেস এণ্ড ওয়েজেস্ ইন্ ইণ্ডিয়া ফ্রম্ দি টুয়েলফ্থ্ টু দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি"; সার উইলিয়ম হিণ্টারের

কর্তৃক লিখিত; এস্ লিপমানে, এফ্ জে নিকোলাস, এব্ ই রেনর, এম্ রেট্‌স্ স্মিথ প্রভৃতির সাহায্যে; লঙম্যান এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯; পৃষ্ঠা ১৪৬; মূল্য ৩১ শিলিং ৬ পেন্স।

এই পুস্তকখানি আরও অনেক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা যায়। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের মূল্য ও মজুরি হার সম্বন্ধে পাশাপাশিভাবে ঐতিহাসিক আলোচনা করা। ১৯২৯ সনে অধ্যাপক ই এফ সে এবং সার উইলিয়ম বিভারেজ উভয়ে একটী মেমোর‍্যাণ্ডাম পাঠান তাহাতে উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দেশের মূল্য ও মজুরি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। তাহার জন্যই রকাফেলার ফাউণ্ডেশনের স্বষ্টি অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণী, হল্যাণ্ড এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ অব আমেরিকাতে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে। এক্ষণে যে পুস্তক বাহির হইতেছে তাহা সেই গ্রাণ্টের পরিণতিস্বরূপ বলা চলে।

উপস্থিত যেভাবে কাল্পনিক গঠন ঠিক করা আছে তাহাতে উক্ত পুস্তকখানি চারটী খণ্ডে হইবে। প্রথমে প্রাইস্ টেব্‌ল্ এরা (১৪৫০-১৮৩০; দ্বিতীয় ম্যানোরিয়াল এরা (১১৫০-১৪৫০); তৃতীয় খণ্ডে ওয়েজ, হুইট্ প্রাইস্ এবং সাপ্লিমেণ্টারি মেটিরিয়াল এবং চতুর্থ খণ্ডে রিভিউ এবং এপেন্‌ডিসেস্।

যে যে "সোর্স" হইতে প্রাথমিক মেটিরিয়াল গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) উইনচেষ্টার কলেজ (১৩৯৩-১৮১৭); (২) ইটন কলেজ (১৪৪৪-১৮৩১); (৩) ওয়েষ্ট মিনিষ্টার স্কুল এণ্ড এবি (১৫৬৪-১৮৩০); (৪) চার্টার হাউস (১৬৩৪-১৮৩০); (৫) গ্রাণ্ডউইচ (সেণ্ট বার্থলমিউস্ হস্পিটাল) (১৪৪৩-১৭৬১); (৬) গ্রীণউইচ্ হস্পিটাল (১৬২৫-১৮২৮); চেলসি হস্পিটাল (১৭০২-১৮১০), লর্ড ট্রেয়ার্ডস্ ডিপার্টমেণ্ট (১৬৫৯-১৮৩০); লর্ড চেম্বার্লেনস্ ডিপার্টমেণ্ট (১৫৫৬-১৮২৯); অফিস অব্ ওয়ার্কস্ (১৪৫২-১৮১৪); মেডি সিকুচুয়ালিং (১৬৮৩-১৮২৬) এবং ক্রাভাল ষ্টোর্স (১৫৬৬-১৮১৩)।

আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের দ্রব্যাদির মূল্য ও মজুরির হার সম্বন্ধে যত লেখা বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে পারা যায়। ঠিক এই ধরণের আর একখানি পুস্তকের কথা আমাদের মনে হয়, তাহা হইল জেম্‌স্ ই থোরাল্ড রোজার্স কর্তৃক লিখিত "এ হিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার এণ্ড প্রাইসেস ইন্ ইংলাণ্ড"। বহুকাল ধরিয়া অর্থনীতিকদের মধ্যে ঐতিহাসিক সমালোচনা যাঁহারা করেন তাঁহারা উক্ত পুস্তকখানিকে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পক্ষে তুলনামূলকভাবে মূল্য এবং মজুরি সম্বন্ধে লিখিবার সুবিধা হইয়াছে। উপস্থিত যে পুস্তকখানি সমালোচনা করা হইতেছে তাহা রোজার্সের পুস্তকের ভুল ত্রুটী সব সংশোধন করিয়া পরিবর্দ্ধিতরূপে বাহির হইতেছে। রোজার্স অপেক্ষা এই পুস্তকখানিতে যে সব তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তৎসমুদয় খুবই আধুনিক এবং অপেক্ষাকৃত ভাল। ভারতবর্ষের বহু পুরাতন কার্ষের খাতাপত্র ঘাঁটিয়া বাহির করা ভারতীয় মূল্য ও মজুরি সম্বন্ধে তুলনামূলক লেখা এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

১। "ক্রাইম্ এণ্ড দি ম্যান" আর্নেষ্ট এ্যালবার্ট কর্তৃক লিখিত; কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস্ কর্তৃক প্রকাশিত; কেম্ব্রিজ; ১৯৩৯; পৃঃ ৪০৩; মূল্য ৩'৭৫ ডলার।

২। "মলেস্ট এণ্ড সোসাইটী"; জি পি এডাম্স্ কর্তৃক লিখিত; ডি এপ্লটন সেন্চুরি কোঃ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক; ১৯৩৮; পৃঃ ৪১৭; মূল্য ২'৭৫ ডলার।

৩। "ক্রাইম্ এণ্ড পানিশমেণ্ট ইন্ আলি মেরিল্যাণ্ড" রাকেল সেমিস্ কর্তৃক লিখিত; জন্ হপ্কিন্স্ প্রেস্ কর্তৃক প্রকাশিত; বাল্টিমুর; ১৯৩৮; পৃঃ ৩৩৪; মূল্য ৩'০০ ডলার।

৪। "ক্যাথলিক্ চিল্ড্রেন আণ্ডার পাবলিক কেয়ার" রিচার্ড ক্যানিঃ কর্তৃক লিখিত; দি ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব আমেরিকা কর্তৃক প্রকাশিত; ওয়াশিংটন ডি সি; ১৯৩৭; পৃঃ ১৯১ মূল্য ২'০০ ডলার।

৫। "দি এডোলেসেণ্ট কোর্ট এণ্ড ক্রাইম্ প্রিভেন্শন"; জেনেটি জি ত্রিল্ এবং ই জর্জ প্রিন্স কর্তৃক লিখিত; পিট্ম্যান্ পাবলিশিং কোঃ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক; ১৯৩৮; পৃঃ ২৩০; মূল্য ২,৫০ ডলার।

৬। হ্যাণ্ডবুক্ অব আমেরিকান্ প্রিজন্স্ এণ্ড রিফরমেটরিস্"; (প্রথম ভলিউম্); উইলিয়ম্ বি কক্স এবং এফ্ লোভেল্ কর্তৃক লিখিত; দি অসবোর্ণ এসোসিয়েশন্ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক; ১৯৩৮; পৃঃ ৩৩৭; মূল্য ৩'৭৫ ডলার।

৭। "দি ট্রিট্মেণ্ট অব দি মিস্ডিমিন্যাণ্ট ইন্ ইণ্ডিয়ানা" ১৮১৩-১৯৩৬; হেলেন উইল্সন্ কর্তৃক লিখিত; দি ইউনিভার্সিটি অব চিকাগো প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; চিকাগো; ১৯৩৮; পৃঃ ১১৪; মূল্য ১'৭৫ ডলার।

৮। "ডেমক্র্যাসি টুডে এণ্ড টু-মরো" এডওয়ার্ড বেনস্ কর্তৃক লিখিত; নিউ ইয়র্ক; ১৯৭৯; ম্যাকমিল্যান এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ২৪৪; মূল্য ৩ ডলার।

৯। "দি কমিউনিটি এণ্ড সোসিয়াল সার্ভিসেস"; উইলিয়ম ব্ল্যাক্স কর্তৃক লিখিত; পিটম্যান কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯; পৃঃ ২৬৬; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স।

১০। "নিগ্রো এডুকেশন ইন্ এলাবামা"; এ ষ্টাডি ইন্ কটন্ এণ্ড ষীল; এসোসিয়েটেড্ পাবলিসার্স কর্তৃক প্রকাশিত; ওয়াশিংটন; ১৯৩৯; পৃঃ ৩৫৮; মূল্য ৩'২৫ ডলার।

১১। "দি নিউ সুইডেন; এ ডিস্কাসিকেশন অব ডেমক্র্যাসি" জার্ণে ব্রাটেন কর্তৃক লিখিত; লণ্ডন; ১৯৩৯; টমাস নেলসন কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ১৭২।

১২। "দিস্ ইজ ডেমক্র্যাসি; কলেক্টিভ্ বার্গেনিং ইন্ স্যানডিনেভিয়া, ভাবলিউ মার্কুইস্ চাইল্ড কর্তৃক লিখিত; ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; নিউহ্যাভেন; ১৯৩৮; পৃঃ ১৬৯।

১৩। "প্ল্যান ফর ডেমক্র্যাটিক ব্রিটেন", জি ডি এইচ্ কোল কর্তৃক লিখিত; অড্হাম্স্ প্রেস; লণ্ডন; পৃঃ ২৪৪; মূল্য ৩ শিলিং ৬ পেন্স;

১৪। "হোয়েন ইউথ লিড্স্ মুল"; ই রুথ্ একার্ট এবং ও টমাস মার্শাল কর্তৃক লিখিত; ম্যাক্গ্রহিল্ কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ৩৮০; মূল্য ৪ ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ (নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, চিকাগো, ইউ, এস, এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গ্রেটবৃটেনে সোণার বাজার

গ্রেট বৃটেনের গভর্ণমেণ্টও একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সোণা মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে হাজার করা ৯১৬⅔ অংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণের প্রতি আউন্সের মূল্য ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেনী লওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মত ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট সোণা বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। ইহা সত্য যে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড হাজার করা ৯১৬⅔ ভাগ বিশুদ্ধ সোণার প্রতি আউন্সের মূল্য ৭৭ শিলিং ৯ পেনী দিতে বাধ্য। কিন্তু সোণার খরিদ্দার ঐ ব্যাঙ্ক হইতে সোণা ক্রয় করে না। প্রতি সপ্তাহে ১ দিন নীলামের বাজারে (গোল্ড অকশন) সোণা ক্রয় করা হইয়া থাকে। ঐ সময়ে খনি হইতে আগত নূতন সোণা সর্ব্বোচ্চ মূল্যে ক্রেতাকে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। প্রতি আউন্স সোণা ৭৭ শিলিং ৯ পেনী এবং ৭৮ শিলিং এর মধ্যে কোন মূল্যে বিক্রীত হয়। আইন অনুসারে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড ৬৭ শিলিং ৯ পেনী মূল্যে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত প্রতি আউন্স সোণা ক্রয় করিতে বাধ্য। সুতরাং নীলামের বাজারে প্রতি আউন্স সোণার মূল্য ৭৭ শিলিং ৯ পেনীর নিম্নে যাইতে পারে না। নীলামের বাজারে সোণার মূল্য ৭৮ শিলিংয়ের উর্দ্ধেও উঠিতে পারে না। কেন না ৭৮ শিলিং দ্বারা সভারিন ক্রয় করা হইলে উহা হইতে সর্ব্বদা ১ আউন্স সোণা পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্রকাশ্য বাজারে সোণার মূল্য ৭৮ শিলিংয়ের বেশী হইলে সভারিন ক্রয় করাই লাভজনক। ব্যাঙ্ক-নোটের বিনিময়ে সভারিণ পাইবার পথে বাধা না থাকার ফলেই প্রতি আউন্স সোণার মূল্য ৭৮ শিলিংয়ের বেশী হইতে পারে না। যদি ব্যাঙ্ক-নোটের বিনিময়ে সভারিণ প্রাপ্তির পথে বাধা উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রকাশ্য বাজারে সোণার মূল্য অত্যন্ত অধিক হইতে পারে।

কখন কখন ব্যাঙ্কারগণ স্বদেশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া অথবা অন্য কোন কারণে সোণার আমদানি অথবা রপ্তানি দ্বারা লাভবান হইতে অনিচ্ছুক হন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সকল প্রধান কেন্দ্রের ব্যাঙ্কারগণ সোণার আমদানি অথবা রপ্তানি দ্বারা লাভবান হইবার সুযোগ সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। নিউইয়র্কের বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির প্রত্যেকটি বিদেশে সোণা প্রেরণ অথবা আমেরিকায় সোণা আনয়ন দ্বারা লাভবান হইবার সুযোগ সর্ব্বদা অনুসন্ধান করে। হয়ত এইসকল ব্যাঙ্কের মধ্যে কোন ব্যাঙ্কই বিদেশের নিকট ঋণী নহে; কিন্তু তথাপি উহারা যদি বুঝিতে পারে যে, বিদেশে সোণা পাঠাইয়া এবং ঐ সোণার ভিত্তির উপর নিজ নিজ ড্রাফ্‌ট বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহারা বিদেশে সোণা পাঠাইতে বিলম্ব করিবে না। অপর দিকে, প্যারিসে কোন নিউ-ইয়র্ক-ব্যাঙ্কের প্রয়োজনাতিরিক্ত এক ডলারও আমানত না থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ ব্যাঙ্ক যদি প্যারিসের নামীয় ড্রাফ্‌ট খুব সস্তায় ক্রয় করিয়া এবং পরে উহা সোণায় পরিণত করিবার পর নিউইয়র্কে আনয়ন করিয়া লাভের সম্ভাবনা বুঝিতে পারে, তবে সম্ভবতঃ ঐ ব্যাঙ্ক উহা হইতে বিরত হইবে না।

প্রত্যক্ষ স্বর্ণ-রপ্তানি

বিদেশে সোণার রপ্তানি লাভজনক কি না, এ বিষয়ে কতকগুলি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নিউ-ইয়র্কের কোন ব্যাঙ্কার লণ্ডনে সোণা প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইলে তাহার পক্ষে প্রথমতঃ নিউইয়র্কে সোণা খরিদ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সোণা লণ্ডনে প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা আমানত সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অতঃপর ঐ আমানতের ভিত্তির উপর ষ্টার্লিং-ড্রাফ্‌ট রচনা ও উহা

বিক্রয় করা আবশ্যক। এই কার্য্যে নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কারের পক্ষে কতকগুলি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ সোণার মূল্য। এ বিষয়ে তাহার উদ্বেগের কোন কারণ নাই, কেন না যুক্তরাষ্ট্রের সাবট্রেজারী হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সোণা ক্রয় করা চলে। ঐ মূল্যের পরিবর্ত্তন ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ, লণ্ডনে সোণা প্রেরণ করিবার সম্ভবে জাহাজ-ভাড়া, বীমা প্রভৃতি বিষয়ের ব্যয়। এই ব্যয়ের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদা ঘটে, সুতরাং এ বিষয়ে বিবেচনা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, লণ্ডনে যে মূল্যে সোণা বিক্রয় করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা যে পরিমাণ আমানতের সৃষ্টি হইবে তাহার প্রশ্ন। চতুর্থতঃ, সুদের ক্ষতি হইবে কিনা তাহা দেখা আবশ্যক। সর্ব্বশেষে, লণ্ডনের আমানতের উপর রচিত ষ্টার্লিং ড্রাফ্‌ট যে বিনিময় হারে বিক্রয় করা চলিবে তদ্বিষয়ে বিবেচনা। লাভের দিক্ হইতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বিদেশে সোণার রপ্তানি দ্বারা লাভের সম্ভাবনা আছে কি না,—ব্যাঙ্কার এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে যাইয়া দেখেন, সোণার রপ্তানি দ্বারা বিদেশে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আমানত সৃষ্টির জন্য কি পরিমাণ ব্যয় আবশ্যক হইবে, এবং ঐ আমানতের ভিত্তির উপর রচিত ড্রাফ্‌ট বিক্রয় দ্বারা কি পরিমাণে অর্থাগম হইবে। এই সম্পর্কে ব্যাঙ্কার প্রথমতঃ জাহাজ-ভাড়া, বীমা প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করেন। এইরূপ বিবেচনার পর তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার রচিত বিনিময়-হারে বিক্রয় করা হইলে কি পরিমাণ লাভ দাঁড়াইবে।

সুদের ক্ষতি ব্যতীত সোণার রপ্তানি সম্পর্কিত সকল বিষয়ের হিসাব যে-কোন সময়ে নির্ভুলভাবে স্থির করিতে পারা যায়। সুদের ক্ষতি সম্বন্ধেও মোটামুটি হিসাব ধরা চলিতে পারে। যেদিন সোণা বিদেশে প্রেরণ করা হয়, যদি সেদিনই ঐ সোণার সম্পর্কে বিল রচনা করা হয় তাহা হইলে এই দিকে সুদের কোন ক্ষতি হয় না, কেন না একই দিবসে রচিত বিলের বিক্রয় দ্বারা ক্রীত সোণার মূল্য পরিশোধ করা যাইতে পারে। যদি সোণার রপ্তানি এবং ড্রাফ্‌ট রচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঘটে, তবে ঐ ব্যবধান কালের হিসাবে সুদের ক্ষতি হয় সন্দেহ নাই। অপর দিকে, যে স্থানে সোণা প্রেরণ করা হয় সেই স্থানে সুদের কিছু ক্ষতি নিশ্চিত। ইহার কারণ এই যে, সোণার বিক্রয়-জাত অর্থ সোণার প্রেরকের নামে আমানত করা হইবার পূর্ব্বেই সাধারণতঃ ড্রাফ্‌ট ব্যাঙ্কে উপস্থাপিত করা হয়, এবং ব্যাঙ্কের পক্ষে ড্রাফ্‌টের নির্দ্ধারিত অর্থ প্রদান করা আবশ্যক হয়। সাধারণতঃ, ড্রাফ্‌ট উপস্থাপিত করার তিন দিন হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রেরিত সোণার মূল্য প্রেরকের নামে আমানত হয়। এই সময়টায় সুদের ক্ষতি হইয়া থাকে।

কিন্তু যদি স্বর্ণ-প্রেরক দৃষ্টি ড্রাফ্‌টের (সাইট-ড্রাফ্‌ট) পরিবর্ত্তে তারদ্বারা বিদেশীয় ব্যাঙ্ককে মুদ্রা প্রদানের উপদেশ দেন, তাহা হইলে বিদেশে সোণা পৌঁছাইতে যে সময় আবশ্যক হয় সেই পূর্ণ সময়টার জন্যও সুদের ক্ষতি হয়। ইহার কারণ এই যে, তারের আদেশ এক দিনেই বিদেশে পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু বিদেশে সোণা পৌঁছাইতে কয়েক দিন সময় আবশ্যক হয়। তারের আদেশ প্রাপ্তির পরই ব্যাঙ্কের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা প্রদান করা আবশ্যক হয়, কিন্তু যে সোণার সম্ভবে তারের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে উহা পৌঁছাইতে, এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রেরকের নামে আমানত হইতে কয়েকদিন সময় আবশ্যক হওয়ায় ঐ সময়ের জন্য স্বর্ণ-প্রেরক কোনরূপ সুদ আশা করিতে পারে না। তবে, ড্রাফ্‌ট অপেক্ষা তারের আদেশের (কেব্‌ল্) বিনিময় হার অধিক হওয়ায় ঐ অতিরিক্ত ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে।

স্বর্ণ-রপ্তানি সম্পর্কীয় হিসাব

ব্যাঙ্কারগণ লাভের জন্যই বিদেশে সোণা রপ্তানি করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে তাঁহাদের পক্ষে কতকগুলি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক হয়। মনে করা যাক, নিউইয়র্কের কোন ব্যাঙ্কার লণ্ডনে সোণা প্রেরণদ্বারা লাভবান হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখিবেন, সোণা ক্রয় করিতে তাঁহার কি পরিমাণ ব্যয় আবশ্যক হইবে। তিনি এই ব্যয়ের সহিত প্যাকিং

ও যানবাহনাদির ব্যয়, বীমার খরচা এবং সুদের ক্ষতি যোগ করিবেন। অতঃপর তিনি দেখিবেন, লণ্ডনে ঐ সোণা দ্বারা মোট কত পাউণ্ড-ষ্টার্লিং পাওয়া যাইবে। ইহার পর তিনি হিসাব করিয়া দেখিবেন, তিনি নিউ-ইয়র্কে সোণার রপ্তানি সম্পর্কে যত ডলার ব্যয় করিবেন এবং যে পরিমাণ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তাহা প্রাপ্তির জন্য কিরূপ বিনিময়-হারের সুবিধা-গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ-বিক্রয়লব্ধ পাউণ্ড-ষ্টার্লিংগুলি ডলারে পরিণত করা তাহার পক্ষে আবশ্যক হইবে।

নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কার যদি কাঁচা সোণার পরিবর্ত্তে লণ্ডনে স্বর্ণ-মুদ্রা প্রেরণ করিতে চাহেন তাহা হইলে নিউ ইয়র্কে সোণা ক্রয় করিবার ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে তিনি একইরূপ হিসাব ধরিবেন। এক্ষেত্রে সোণার ব্যয় আউন্স প্রতি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ডলার না ধরিয়া ঈগল প্রতি ১০ ডলার অথবা ডবল-ঈগল প্রতি ২০ ডলার ধরিতে হইবে। রপ্তানির জন্য যদি নূতন স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার ওজন কাঁচা সোণার মতই সন্তোষ-জনক হয়। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা যদি পুরাতন এবং উহার ওজন পুরা না হয়, তাহা হইলে উহার সম্পর্কে যে ড্রাফ্‌ট রচনা করা হইবে সে ড্রাফ্‌টের জন্য কাঁচা সোণা সম্পর্কিত ড্রাফ্‌ট অপেক্ষা উচ্চতর বিনিময়-হার পাওয়া আবশ্যক। আমেরিকায় নূতন অথবা পুরাতন যে কোন প্রকার স্বর্ণ-মুদ্রার মূল্যের মধ্যে পার্থক্য নাই; কিন্তু লণ্ডনে বিদেশীয় স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ওজন অনুসারে স্থির হয়। সুতরাং প্রচলন হেতু স্বর্ণমুদ্রার ওজন কিছু হ্রাস পাইলেও সোণার প্রেরককে পূর্ণ মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিতে হয়। অপরদিকে ওজন হ্রাসের জন্য লণ্ডনে উহার মূল্য কিছু কমিয়া যায়; ইহার ফলে স্বর্ণ-প্রেরকের যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণের জন্য তাঁহার পক্ষে উচ্চতর বিনিময়-হারে স্বর্ণ-মুদ্রার রপ্তানি-সম্পর্কিত ড্রাফ্‌ট বিক্রয় করা আবশ্যক হয়।

পূর্ব্ব ইউরোপে কৃষি-সংস্কার

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম, এ, গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

১৯১৪-১৮ অব্দের মহাযুদ্ধে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই যোগদান করিয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র ইউরোপে কৃষি-ব্যবস্থার ও ভূম্যধিকারের—বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির ভূম্যধিকারের—আমূল সংস্কার সাধিত হয়। যুদ্ধের ফলে পল্লী-অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ কৃষককে সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে কৃষিকার্য্যের জন্য কর্ম্মঠ প্রাপ্তবয়স্ক কৃষকের একান্ত অভাব ঘটে। নারী ও শিশু শ্রমিকের সাহায্যেই কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইহা তাদৃশ সফলতা লাভ করে নাই। পূর্ব্ব ইউরোপের, বিশেষ করিয়া ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রিয়া ও রুশ সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য-গুলিতে কৃষকদের শ্রেণী-চেতনা বিশেষ প্রাবল্য লাভ করে। ১৯১৪-১৮'র মহাযুদ্ধের একটী প্রকৃষ্ট অর্থ-নৈতিক ফল হইতেছে পূর্ব্ব ইউরোপের বড় বড় জমিদারী-গুলির অধঃপতন। কিউঁ অথবা সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্ব ইউরোপের জমিদারী ব্যবস্থা গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ফলেই ভাঙিয়া পড়ে। এদিকে কৃষকদের মধ্যে যুদ্ধ এবং বিপ্লবের ফলে জমির মালিকানা লাভ করিবার স্পৃহা সমধিক বলবতী হয়। কাজেই যুদ্ধের অর্থনৈতিক ফলে ঐ সমস্ত রাজ্যগুলিতে জমির উপর কৃষকদের আধিপত্য সুদৃঢ় হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। যুদ্ধের ফলে শস্যোৎপাদনকারীদের মর্য্যাদা সমাজে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। কাজেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রের ন্যায় এই সকল দেশে কৃষি-গণতন্ত্রের আদর্শ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। সদ্য দেশগুলি যেখানে ১৯১৪ সনের পূর্ব্বেই সামন্ততান্ত্রিক প্রথা প্রায় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল সেখানেও মহাযুদ্ধের ফলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অগ্রসর দেশগুলিতে

বনিয়াদী ভদ্রলোকশ্রেণীর হাত হইতে জমিজমা যুদ্ধের ফলে যাহারা রাতারাতি বড়লোক হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের হাতে চলিয়া যাইতে লাগিল। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিত এরূপ লোকের হার ১৯১৩ অব্দের ১০·৭ হইতে বাড়িয়া ১৯২১ অব্দে শতকরা ২০ দাঁড়ায়। ইংলাণ্ডে বড় বড় জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইবার কারণগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই প্রধান। কৃষি ও স্থানীয় করের হার বাড়িয়া যাওয়ায়, আইনের দ্বারা কৃষি শ্রমিকদের মজুরী বাড়াইয়া দেওয়ায় এবং শক্তিশালী কৃষক সঙ্ঘগুলি সৃষ্টি হওয়ার জন্য পুরাতন জমিদারেরা লক্ষ্য করিলেন যে, জমিদারীতে আর লাভ নাই। কাজেই ১৯২০-২১ অব্দে বড় বড় জমিদারী বিক্রয় হইতে আরম্ভ করিল।

ইংলাণ্ডের ন্যায় ফরাসী দেশেও চাষীরা অনুপস্থিত জমিদারদের জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করে।

ইউরোপের মানচিত্রে আয়র্লাণ্ড হইতে ভিনিস পর্য্যন্ত একটী রেখা কল্পনা করিলে ঐ রেখার পূর্ব্বদিকে যতগুলি দেশ পড়ে ১৯১৮ অব্দের পরে সেইসকল দেশে ভূম্যধিকার ও কৃষি-ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। কেবল পরিবর্ত্তন বলিলেও বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, ইহাকে বিপ্লব বলা যাইতে পারে। জমির মালিকানা ব্যবস্থায় সুদূর-প্রসারী পরিবর্ত্তন হয়। কেবল আর্ম্মাণিতে ভূ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন কাগজে কলমে সাধিত হয়। ১৯১৯ অব্দে আর্ম্মাণিতে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংস্থাপিত হয় তাহার একটি ধারার সর্ত্ত ছিল যে যেখানেই প্রয়োজন হউক না কেন রাষ্ট্র ইচ্ছামত জমি অধিকার অথবা পুনর্বণ্টন করিতে পারিবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আর্ম্মাণিতে এই ধরণের সংস্কার খুব অল্পই ঘটিয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব আর্ম্মাণির লোকবিরল অঞ্চলে রাষ্ট্র কোথাও জমির উপর স্বাধিকার দাবী করে নাই। ব্যাভেরিয়া ও রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলে মাত্র শতকরা ২।৩ ভাগ জমি আইন-নির্দ্দিষ্ট ১০৬ হেক্টারের অধিক ভাগে বিভক্ত ছিল।

আইনের বলে নিম্নোক্ত রাষ্ট্রগুলিতে বড় বড় জমিদারী ভাঙিয়া দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, লাটভিয়া, এস্তো-নিয়া, বুলগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং ফিনল্যাণ্ড দেশের সৈন্যদল যে কৃষক-শ্রেণীর দ্বারা গঠিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহারা সমর-বিরতির পর দেশে ফিরিয়া লাঠিকুন্দা বা বড় জমিদারী লোপ করিয়া নিজেরা জমির স্বত্ব দাবী করিল এবং সরকারকে বাধ্য হইয়া সে দাবী মানিতে হইল। সাধারণভাবে জমি-দারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি গৃহীত হইলেও কার্য্য-ক্ষেত্রে অনেকস্থলে জমির মূল্য বাজার দরের অপেক্ষা নীচুতে ধার্য্য করা হইয়াছিল। পোলাণ্ডে জমিদারীর মূল্য বাজার দরের প্রায় অর্দ্ধেক নিরূপিত হইয়াছিল। রুমানিয়া ও অষ্ট্রিয়ায় মালিকদিগকে বাৎসরিক খাজনার কয়েকগুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। আমাদের দেশেও সম্প্রতি জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য ক্ষতি-পূরণের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার রিপোর্ট প্রায় বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

বুলগেরিয়ায় জমিদারীর মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৯০৫ হইতে ১৯১৫ অব্দের গড়পড়তা দরের এক তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে জমিদারদের দেওয়া হয়। জমির দর ১০% হইতে ৫০% কমাইয়া ধরা হইয়াছিল। কেবল যে ভূমিহীন কৃষকদের ভূদান করিবার জন্যই রাষ্ট্র জমিদারী প্রথা লোপ করিয়া জমি অধিকার করিতেছিল তাহা নয়। জমির মালিকদের কোলের ভূমির সমতা রক্ষা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমি বিভাগ রোধ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। যদি কোন কৃষকের জমির পরিমাণ এত অল্প হইত যে উহাদ্বারা তাহার পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন তাহা হইলে তাহাকে এমন পরিমাণ জমি দেওয়া হইত যদ্দ্বারা তাহার শ্রম ও মূলধনের সাহায্যে ঐ জমি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই এই পরিমাণ জমির নাম "অল্পজমির আর্থিক একক" রাখিয়াছি। ইহাকে পারিবারিক চাষ আবাদের একক ও বলা যায়। ইহার ইংরাজী নাম "ইকনমিক হোল্ডিং"।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, আমাদের দেশে কৃষকদের শ্রম ও অর্থ বহুল পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের উপর প্রযুক্ত হওয়ায় দেশের শ্রম ও অর্থের যথেষ্ট অপচয় হইবে। এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থার ফলে দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি পায় না। আমাদের দেশের কৃষি-ব্যবস্থাকে উন্নত করিতে হইলে পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। বাংলা দেশের অধিকাংশ চাষীর কোলে উপযুক্ত পরিমাণ জমি নাই। অনেক চাষীর নিজস্ব জমির পরিমাণ অতি সামান্য কয়েক কাঠা মাত্র। অনেক স্থলে আবার ভূমিহীন চাষীরা পরের জমি বর্গাভাগে চাষ করিয়া দিনাতিপাতকরে। বাংলার কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে এইসকল স্বল্পভূ অথবা ভূহীন কৃষকদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ জমির (আর্থিক একক অনুযায়ী জমি) দিতে হইবে। নতুবা কোন ভূব্যবস্থাই পুরাপুরি ভাল হইতে পারে না। পাঁচজন লইয়া গঠিত কৃষক পরিবারের জন্য গ্রাউড্ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ব্ববঙ্গে আট বিঘা এবং পশ্চিম বঙ্গে পাঁচ বিঘা জমির প্রয়োজন। জমির নিম্নতম পরিমাণ ঠিক করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে একজনের কোলে যতটা জমি থাকিবে তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। এই নির্দ্ধারিত পরিমাণের অধিক কাহারও কোলে থাকিলে ঐ জমি সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিবে। গ্রাউড্ কমিশনের রিপোর্টের ভিতর এই ধরণের সুপারিশও আছে।

পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আইন করিয়া একটি জমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেহই ইহার কম বেশী জমি দখল করিতে পারিবে না। একব্যক্তি কতটার অধিক জমি দখল করিতে পারিবে না এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম আইন পাশ হইয়াছে। রুমাণিয়ায় ৫০০ একর, চেকোস্লোভাকিয়ায় ১৫০ হইতে ২৫০ হেক্টার, পোলাণ্ডে ৬০—৮০ হেক্টার, ল্যাটভিয়ায় ৮০ হেক্টার, বুলগেরিয়ায় মাত্র ৩০ হেক্টার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উর্দ্ধতম পরিমাণ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষি ব্যবস্থায় এইসকল যুগান্তকারী নিয়মসমূহ অল্পদিন পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ হইলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইহাদের দ্বারা সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনেকগুলি দেশে ১৯১৪-১৮র যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরে আবার বুলগেরিয়ায় ১৯২১ এবং লিথুয়ানিয়ায় ও ফিনল্যাণ্ডে মাত্র ১৯২২ অব্দে এই সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। রুমাণিয়াই কৃষি সংস্কার বিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ১৯২২ অব্দের মধ্যভাগ অবধি ৫,০০০,০০০ হেক্টর ভূমি জমিদারগণের হস্ত হইতে ১,৮০০,০০০ কৃষক পরিবারের মধ্যে পুনর্বণ্টিত হইয়াছিল। সংস্কার সংসাধিত হইবার পর দেখা গেল যে, ১৩,০০০,০০০ হেক্টর চাষোপযোগী জমির মধ্যে ১২,০০০,০০০ হেক্টর জমি কেবল ৪,০০০,০০০, চাষীদের মধ্যে থাকিবে এবং ইহাদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ১ হইতে ৫ হেক্টরের মধ্যে। চেকোস্লোভাকিয়ায় কৃষি-সংস্কারের কার্য্য ধীর-ভাবে চালান স্থির হয়। ইহাতে প্রথমাবস্থার অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী স্তরের সংস্কারের কার্য্যে সহায়ক হইতে পারে। ১৯২০-২২এর মধ্যে এখানে ৮০,০০০ হেক্টার পরিমিত জমি সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ও পুনর্বণ্টিত হয়। ১৯২০ অব্দে পোলাণ্ডের কৃষি আইনে যে তেমন বিশেষ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হয় নাই ইহার কারণ এই যে, পোলিশ গণতন্ত্রের অধিকাংশ জমিই সাধারণ কৃষকদের অধিকারে ছিল। ১৯২২ অব্দ পর্য্যন্ত ২৬৫,০০০ হেক্টর পরিমিত ১,৭০০ জমিদারী ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কৃষি সংস্কারের পর ১৯২৩ অব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত বুলগেরিয়ার শাসন দণ্ড শক্তিশালী কৃষকদলের হস্তে থাকায় এখানে ভূব্যবস্থার বিশেষ সংস্কার সাধন হইয়াছিল। ১৯১৪-১৮র যুদ্ধাবসানে বুলগেরিয়াই সমগ্র বল্কান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কৃষি-সংস্কার সম্বন্ধে অগ্রণী ছিল। এখানকার শক্তিশালী কৃষকদলই সমগ্র বুলগেরিয়ার কৃষক-আন্দোলনের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। বুলগেরিয়ার এই আন্দোলনকে "সবুজ সাম্যবাদ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রুশদেশিক রাশিয়ায় যেমন লাল সাম্যবাদ বুলগেরিয়ায় তেমনি সবুজ সাম্যবাদ।

সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, রুষ কৃষকদের চিরন্তন ভূ-তৃষ্ণাকে

সাম্যবাদী বিপ্লবীরা সমাকভাবে ব্যবহার করিয়া বিপ্লব সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ত্তমানে রুষ কৃষক আর ভূহীন দাস নহে, তাহারা নিজস্ব জমির মালিক। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নামে সমস্ত জমি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত (ন্যাশনালাইজড্) করিলেও প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র বড় বড় জমিদারীগুলির উপরই রাষ্ট্রকর্তৃত্ব প্রযুক্ত হইয়াছিল। সাধারণ কৃষকের কোলের জমির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বস্তুতঃ, চাষীরা বড় বড় জমিদারীগুলি অনেকস্থলে জোর করিয়া হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। অনেক সময় তাহাদিগকে জমির অধিকার হইতে অপসৃত করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২১ অব্দে লেনিন ও তাঁহার দল যে ন্যাশনাল ইকনমিক পলিসি গ্রহণ করেন তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নীতি হইতে কতকটা পৃথক। ১৯২১ অব্দে রুষ চাষী তাহার পরিশ্রম-লব্ধ ফসল যথেচ্ছরূপে ব্যবহারের অধিকার লাভ করিল। আইনতঃ দেশের সমস্ত জমিই রাষ্ট্রের অধিকারে রহিল। জমি কাহারও বিক্রয় করিবার অথবা বন্ধক দিবার ক্ষমতা রহিল না। চাষী পূর্ব্বের মতই ভূমিকে আশ্রয় করিয়া রহিল। আইনের পরিবর্ত্তনে তাহার কিছু আসিল গেল না, বিশেষতঃ, সে যখন চাষের অধিকার লাভ করিল এবং তাহার বংশপরম্পরায় দাবী যখন জমির উপর সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হইল তখন। রাশিয়ান গ্রামা ইউনিয়ন (সোভিয়েট)-গুলিকে নিউ ইকনমিক প্লানিং অনুযায়ী পুরাতন নিয়মের মাঝে মাঝে জমি চাষীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া এবং নূতন নীতি অনুযায়ী জমির উপর চাষীদের স্থায়ী স্বত্ব নির্দ্ধারণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা দেওয়া হইল। বিপ্লবের পর প্রথম যে বিধান হয় তাহাতে মাঝে মাঝে কৃষকদের ভিতর প্রয়োজনানুযায়ী জমি ভাগ করিয়া দেওয়ার নীতি স্বীকৃত হয়। ১৯২১ অব্দে "নেপ" নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হয় এবং জমির উপর চাষীদের স্থায়ী স্বত্ব স্বীকৃত হয়। ১৯২৬ অব্দে রুষ কৃষকদের আরও অধিক সুবিধা প্রদান করা হয়। কৃষকদিগকে আরও দৃঢ় সমর্থক হিসাবে পাইবার অভিপ্রায়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ১৯২৬ অব্দে একটি সরকারী আইনের বলে চাষীদিগকে জমিচাষের নিমিত্ত চাষমজুর নিয়োগের অধিকার এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজন-বোধে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের যে আইন ছিল তাহাকে অমান্য করিবার অধিকার প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, ১৯১৪-১৮র যুদ্ধের ফলে ইউরোপে বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব ইউরোপে ভূম্যধিকার ও চাষ-ব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই কৃষক শ্রেণীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাদের রাজনৈতিক মর্য্যাদাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইপ্রকার নূতন ব্যবস্থার ফলে জমির উৎপাদন যে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা অনেকাংশে নিশ্চিত। রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে নানা কারণে রুষদেশে শস্যহানি ও কম উৎপাদন ঘটিয়াছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই অবস্থা তিরোহিত হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার এই ভূমি সংস্কারের ফলে আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে। চাষীদের ভিতর জমির প্রতি ব্যক্তিগত টান অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে;

১৯৩৯ সনে আবার পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে ইউরোপের ভূম্যধিকার ও কৃষি-ব্যবস্থার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব প্রতিফলিত হইবে সন্দেহ নাই। তবে সে পরিবর্ত্তনের স্বরূপ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার সময় এখনও আসে নাই।

বাংলাদেশে আমরা ভূম্যধিকার ও চাষ আবাদের দিক্ হইতে এক নবযুগের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যাঁহারা বাংলার ভূমিব্যবস্থার উন্নতিকামী তাঁহাদের কর্ত্তব্য পাশ্চাত্য দেশগুলির এই সংস্কারের আলোকে আমাদের ভূব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন।

ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য

অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায়ই শোনা যায় যে, এদেশের লোক অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন সম্বন্ধে অজ্ঞ কিম্বা উদাসীন। আর জাতিভেদ, অবরোধ প্রভৃতি সমাজের অগ্রগতিকে রোধ করে আছে। সুতরাং আমরা যে গরীব তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক ব্যাপারকে তার মূল কারণ মনে করা যে বিষম ভুল, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমরা যে এত গরীব, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা পরাধীন আর অর্থনীতির দিক্ থেকে বেজায় পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের দেশের জনসাধারণ সরকারের কাছে থেকে শিক্ষার সুযোগ না পেলে দোষ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপানো ঠিক হতে পারে না। যে দেশের সর্ব্বত্র নিদারুণ দারিদ্র্য, সেখানে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যরক্ষা আর আত্মোৎকর্ষ সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে একটা হাস্যকর ব্যাপার। সাম্রাজ্যতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় জমিদারী পুঁজিদারী ব্যবস্থা দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে, তার পরিবর্ত্তন ঘটাতে না পারলে এ দারিদ্র্যের অবসান ঘটতে পারে না। রুষ সাম্রাজ্যে জারের আমলে জনসাধারণ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অবস্থায় কোনক্রমে আমাদের মতই দিন গুজরাণ করত। কিন্তু মজুর চাষী মিলে সেখানে নিজেদের শাসন—যথার্থ স্বরাজ—প্রবর্ত্তন করার পর থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প-বিষয়ে যে উন্নতি হয়েছে, তার তুলনা ইতিহাসে মেলে না। আমরা স্বাধীন নই। আমাদের সমাজ অচলায়তন হয়ে থাকুক, এই হচ্ছে আমাদের শাসকদের লক্ষ্য। আমাদের স্কন্ধে রয়েছে জমিদারী-পুঁজিদারীর দুর্ব্বহ বোঝা, বিদেশী শাসন আমাদের এগিয়ে যাবার পথরোধ করে রয়েছে, তাই এত বিড়ম্বনা আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে। এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা থাকলে আমরা কখনই এত পিছিয়ে থাকতে পারতাম না—তাই মুক্তি-আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনই আমাদের ভবিষ্যতের ভরসা।

অনেক অর্থনীতি-বিশারদ অবশ্য বলে থাকেন যে, স্বাধীনতার প্রসঙ্গকে এদেশের দারিদ্র্য-সমস্যার আলোচনায় প্রায় অবান্তর বলা চলে। তাঁদের মত হচ্ছে এই যে, এদেশের লোক-সংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে বলেই আমরা এত গরীব। এই কথা বার বার শুনে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই এ মিথ্যা যুক্তিতে বিশ্বাস করে থাকেন। তাই বিশেষ করে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রজা-বৃদ্ধিকে দারিদ্র্যের কারণ বলে প্রথম প্রচার করেছিলেন পাদরী ম্যাল্থস্। তার বই বেরিয়েছিল ১৭৯৮ সনে; ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছিল, তাকে ঘুম করাই তার মতলব ছিল। পাদরী সাহেবের পুরস্কার মিলেছিল—যখন তাঁকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদিতে যাবে মাঝে বহুলোকের মৃত্যু না ঘটলে লোক-সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্যের প্রকোপ অবশ্যম্ভাবী—এই ছিল পাদরী সাহেবের মোটামুটি বক্তব্য। বলা বাহুল্য যে, এই মতকে ইংরেজ বড়-লোকেরা সানন্দে লুফে নিয়েছিল। ঐ সময় শিল্প-কার্য্যে যন্ত্র প্রচলনের ফলে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু বিলাতের গরীব যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেল আর বড়লোকদের ঐশ্বর্য্য বাড়তে থাকল। সুতরাং এ অবস্থায় বড়লোকেরা নিজেদের বিবেককে এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারল যে, ম্যাল্থসের মত অনুসারে দারিদ্র্যের তো একটা বাঁধাধরা কারণই রয়েছে। গরীব মজুর মাথার ঘাম পায় ফেলে যে ধনসম্পদ তৈরী করল, তাকে আত্মসাৎ করতে বড়লোকদের সঙ্কোচ রহিল না।

ম্যাল্থস্ মনে করেছিলেন যে, কিছুতেই শিল্পোৎপাদন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না! কিন্তু উনিশ শতকের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হল যে,

যন্ত্র প্রচলনের ফলে লোক-সংখ্যার তুলনায় ধনসম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। গত মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের সময় আবার দেখা গেল যে, ঐ দারুণ ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য কাঁচা মাল ও শিল্প-পণ্যের উৎপাদন পৃথিবীর লোক-সংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশী হয়েছিল। তাই যেন ম্যাল্থসকে বিদ্রূপ করেই রব উঠ্‌ল যে, ইউরোপ-আমেরিকাতে শিল্পোৎপাদন অতিরিক্ত হয়ে গেছে। যদিও সেখানকার গরীবদের অবস্থা শোচনীয় থেকেই গেল—সুতরাং শিল্পোৎপাদনের চেয়ে শিশু-উৎপাদনই কাম্য। ইহার কারণ হচ্ছে এই যে, সব দেশের শাসকরা বুঝেছিল যে, ধনিক রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিরোধের ফলে মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তাই সেই যুদ্ধের জন্য লোকসংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন। শিল্পোৎ-পাদনের সঙ্কোচ ঘটিয়ে প্রজা-বৃদ্ধির প্রচারকার্য্য, তাই পুরাদমে কিছুকাল ইউরোপ-আমেরিকাতে চলে এসেছে।

পাশ্চাত্যে অগ্রাহ্য হয়ে তাই ম্যাল্থসের মতবাদ এশিয়াতে আশ্রয় নিয়েছে। বিশেষ করে ঐ মত অনুসারে ভারতবর্ষ ও চীনের দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের উপায় বাৎলানো হয়েছে, লোক-সংখ্যা কমাতেই হবে শোনা যাচ্ছে। আমাদের দারিদ্র্যের দায়িত্ব নাকি সরকারের ঘাড়ে চাপানো অন্যায়, কারণ ইংরেজ শাসনের কল্যাণে এদেশ থেকে অন্তর্যুদ্ধ দূর হয়েছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রকৃতির প্রকোপ খুবই কমেছে। আর তাই প্রজা বৃদ্ধির উপর যে "স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক" ছিল তা অপসৃত হচ্ছে বলে কাণ্ডজ্ঞানহীন ভারতীয়দের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দারিদ্র্য দুর্ব্বাররূপে দেখা দিচ্ছে। একথা বলার সময় বোস্ সেজাজে ভুলে যাওয়া হয় যে, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত এ দেশে যে রকম দুর্ভিক্ষ হয়েছে, ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া ভার। আরও ভুলে যাওয়া হয় যে, অধিকাংশ ভারতবাসীকে আজও অর্দ্ধাশনে অনশনেই থাকতে হয়, আর জীর্ণদেহে রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি নেই বলেই ১৯১৮ সনে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে প্রায় দেড় কোটি ভারতবাসীর মৃত্যু হয়েছিল। যাই হোক, নির্ব্বোধ ভারতবাসী সভ্য ইউ-রোপীয়দের মত জন্মনিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি [illegible] না করতে পারলে ইংরাজ সরকারের কল্যাণকর শাসন সত্ত্বেও এ দেশের দারিদ্র্য বেড়ে চলবে—আর সেজন্য দায়ী আমাদেরই মূঢ়তা।

তাই দেখা যায় যে, প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ শ্রীমতী অ্যানষ্টে তাঁর ইকনমিক ডেভালপমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া (পৃঃ ৪৭৫)তে নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেছেন:—"কোথায় সেই ভারতীয় ম্যাল্থস্, যিনি ভারতের প্রবল শিশুবন্যাকে ধিক্কার দেবেন, ব্যাহত করবেন?" অনেকে এমন কথাও বলতে আরম্ভ করেছেন যে, এশিয়ার দারিদ্র্য দূর করার উপায়ই হচ্ছে 'বার্থ-কণ্ট্রোল' (জন্মনিয়ন্ত্রণ)। ১৯৩১ সনে সরকারী হুইটলে কমিশন শ্রমিকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দিলেন যে, ম্যাল্থসের কথা এ দেশে রীতিমত খাটে আর দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, লোকসংখ্যার আধিক্য। সকলেই এক তালে সুর দিলেন, সকলেই বোঝাতে লাগ্‌লেন যে, আমাদের দারিদ্র্যের কারণ সাম্রাজ্যতন্ত্র নয়, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা নয়, যত বিপদের মূল হল অতিরিক্ত প্রজা-বৃদ্ধি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কথা বিদেশী শাসন ও ধনিক ব্যবস্থাকে কায়েম করার যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা যদি ইংরাজ রাজত্বের যুগ কিম্বা গত ৫০ বৎসরের অবস্থা আলোচনা করি তবে স্পষ্টই দেখা যাবে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইউরোপের প্রায় যে-কোন দেশের চেয়ে যথেষ্ট কম।

১৮৭২ সনের আগে এ দেশে আদমসুমারীর বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং লোকসংখ্যা সম্বন্ধে ১৮৭২ সনের পূর্ব্বে আনুমানিক হিসাব ধরতে হবে। "ইণ্ডিয়া অ্যাট দি ডেথ অব্ আকবর গ্রন্থে" (পৃঃ ২২) সিভিলিয়ান মোরলণ্ড সাহেব হিসাব করেছেন যে, আকবরের মৃত্যু সময়ে এ দেশের লোকসংখ্যা ছিল ১০ কোটি। ১৯৩১ সনের আদমসুমারী অনুসারে লোকসংখ্যা হল ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক তিনশো বৎসরে লোকসংখ্যা সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে। ১৭০০ সনে ইংল্যণ্ড ও ওয়েল্-সের লোকসংখ্যা ছিল ৫১ লক্ষ, এখন হচ্ছে ৪ কোটির কিছু বেশী; অর্থাৎ তিনশো বৎসরের চেয়ে কম সময়ে ব্রিটেনের লোকসংখ্যা আটগুণ বেড়েছে। (ক্রমশঃ)

২নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

শ্রাবণ—১৩৪৮ ১৬শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্ত আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

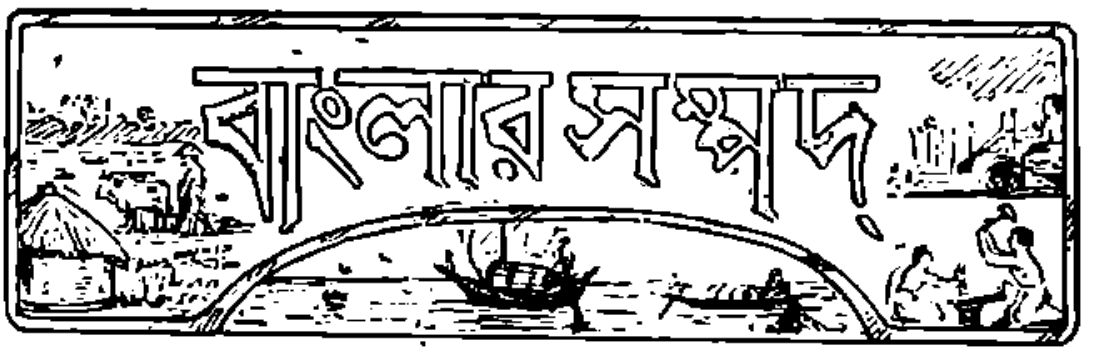

নদীয়ায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য

গত বৎসর নদীয়া জেলার মধ্যে অনেকগুলি পল্লীগ্রামে বহু জনহিতকর কার্য্য হইয়াছে। তাহার ফলে গ্রামগুলির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বহু পল্লীমঙ্গল সমিতি ও ম্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল সোসাইটি গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে, রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে, কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে, মশক বিনাশ করিবার জন্য যেসকল স্থানে মশকের জন্ম হইতে পারে সেইসকল স্থানে কেরোসিন তৈল দিয়াছে, রাণাঘাট মহকুমার মধ্যে কচুরিপানা নষ্ট করিয়াছে, কুষ্টিয়া মহকুমার মধ্যে নানা খাল ও ডোবা হইতে কচুরিপানা অপসারণ করিয়াছে, কলেরা যাহাতে সংক্রামিত না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যেও বহু কার্য্য করিয়াছে।

যশোহরে গ্রামোন্নতির কার্য্য

যশোহরের নানা পল্লীতে উন্নতিমূলক নানা কার্য্য করা হইয়াছে। জঙ্গল কাটা হইয়াছে; বয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বহু স্থানে কচুরিপানা বিনষ্ট করা হইয়াছে। মনে হয়, শীঘ্রই কচুরিপানা এই জেলা হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হইবে। বনগাঁ মহকুমার মধ্যে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করায় বহু লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ভাঙ্গা বাসনের কদর

নোয়াখালীর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা যুদ্ধ সাহায্য কমিটীর সেক্রেটারী হিসাবে এই মর্ম্মে জেলার সর্ব্বত্র এক মুদ্রিত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, পিতল, তামা,

এলুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু রণসম্ভার প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে দরকার ; সেজন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের ভাঙ্গা তৈজসপত্র নিজ নিজ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট জমা দেন। সার্কেল অফিসারের মারফৎ ঐগুলি জেলা যুদ্ধ কমিটীর নিকট প্রেরণ করিতে প্রেসিডেন্টদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

বিদ্যালয় গৃহ ভস্মীভূত

রামগঞ্জ থানার (নোয়াখালী) অন্তর্গত লামচর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। ফলে বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর পুস্তকসমূহ, খাতাপত্র এবং বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সমস্তই ধ্বংস হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার টাকা। প্রকাশ, কেরোসিন তৈল দিয়া একযোগে ১০।১২ স্থানে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। স্কুলের প্রহরী আফিস ঘরে নিদ্রিত ছিল ; সে ঘুম হইতে জাগিয়া দরজা বাহির হইতে তালাবন্ধ দেখিতে পায়। সে অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়াছে। আগুন নির্ব্বাপিত করার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

আদমশুমারীতে সাঁওতালদের বিক্ষোভ

বগুড়া জেলার সেন্সাস্ অফিসার খাঁ সাহেব আফজাল সেন্সাসের তদন্ত-ব্যপদেশে পাচবিবি গ্রামে গেলে তথায় একদল সাঁওতাল তীরধনুক সহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলে, এবং তাহারা নিজদিগকে হিন্দু বলা সত্ত্বেও কেন জড়োপাসক বলিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহে। গণনাকারিগণ উত্তেজিত সাঁওতাল-দিগকে দেখিয়াই পলায়ন করে। খাঁ সাহেব সাঁওতাল-দিগকে শান্ত হইতে বলেন, এবং জানান যে, তাহারা যাহা বলিবে তাহাই লিখিয়া লওয়া হইবে। অতঃপর সাঁওতালদিগকে হিন্দু বলিয়া লেখা হইলে তাহারা শান্তভাবে তথা হইতে প্রস্থান করে। (ঢাকা প্রকাশ)

বাংলার জনস্বাস্থ্য

গত ১লা মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সময় বাংলাদেশে ১,৩৮৯ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়। ইহাদের মধ্যে ২৪ পরগণায় ৬৪৩, কলিকাতায় ১০৩, ফরিদপুরে ১৬৩, বাখরগঞ্জে ২০৭ এবং চট্টগ্রামে ৫১৬ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। মোট ৪৩৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৪ পরগণায় ১৬৩ জন এবং বাখরগঞ্জে ১১২ জন। বসন্ত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ১,১৩২ ; তন্মধ্যে কলিকাতায় ৪৬১ জন, ঢাকায় ২০৩ জন। কলিকাতায় ও ২৪ পরগণায় যথাক্রমে ৩৪৩ এবং ৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলায় ৮৫ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল।

কলিকাতায় ৩ জনের প্লেগ এবং কোথাও কোথাও মেনিনজাইটিস রোগ দেখা গিয়াছে।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

বিগত ১৯শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাংলার আবহাওয়া ও ফসলের নিম্নরূপ অবস্থা ছিল :—

হৈমন্তিক ফসলের জমি চাষ এবং ক্ষেত্রের বর্ত্তমান ফসলের জন্য বৃষ্টির অত্যন্ত আবশ্যক। বসন্তকালীন ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে। গত ১৪ই মার্চ্চ মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদের যথাক্রমে ২,০২৪ এবং ৩,৪২৪ জনকে সাময়িক কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বীরভূমের ৩,৭৮০ জন লোক খয়রাতী দান পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাংলায় সাধারণের আহার্য্য চাউল টাকায় ৵৮/০ ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় চাউলের দর ১০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

হস্ত-চালিত তাঁত-শিল্প

বঙ্গদেশীয় শিল্প বিভাগের তরফ হইতে "বঙ্গদেশে হস্তচালিত তাঁতের বয়নশিল্প" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ বিভিন্ন কেন্দ্রের হস্ত-চালিত তাঁতের বয়নশিল্পের ব্যাপক অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করিয়া শিল্প-সম্পর্কিত বিভাগীয় তথ্য-সংগ্রাহক কর্ম্মচারী মিঃ ডি, এ, ঘোষ, এম এ এই বিবরণী তৈরী করিয়াছেন।

ইহার ঐতিহাসিক পটভূমি অনুসরণ করিয়া উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, হস্ত-চালিত তাঁত এই দেশের

বহু প্রাচীন ও ব্যাপক কুটীর-শিল্প। এই কুটীর-শিল্প কোন্ সময় হইতে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। উক্ত বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে যে, কার্পাস বয়ন ব্যতীত পাট, পশম এবং সিল্কের বয়ন লইয়া এই হস্ত-চালিত তাঁত-শিল্প গঠিত। শিল্প বিভাগ অপর প্রত্যেকটি বিভিন্ন শাখা লইয়া পৃথক বিবরণী তৈরী করিবে স্থির করিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান রিপোর্টে শুধু কার্পাস-বয়ন সম্পর্কেই বিস্তৃত বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ হস্তচালিত কার্পাস-বয়নকেন্দ্র ও প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কিরূপ রকমারি জিনিষ তৈরী হয়, তাহা উক্ত বিবরণীতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই বিবরণীতে খাদি-শিল্প এবং ইহার অর্থনৈতিক দিকও আলোচিত হইয়াছে এবং রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন কুটীর-শিল্পের (তন্মধ্যে হস্ত-চালিত কার্পাস বয়নশিল্প সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও প্রয়োজনীয়) স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য শিল্পবিভাগ-সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া প্রাদেশিক কুটীর-শিল্প বোর্ড থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিল্পের ভবিষ্যৎকে উন্নততর করিবার নিমিত্ত উক্ত বিবরণীতে—উৎপাদন-কলাকৌশল, বিক্রিকিনি, মূলধনের ব্যবস্থা এবং তন্তুবায়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার ব্যাপারের সংস্কার ও উন্নতিবিধান সম্পর্কে কতকগুলি ইঙ্গিত আছে। বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত ইঙ্গিত করা হইয়াছে :—

(১) যেসকল অঞ্চলে গতানুগতিক প্রাচীন ধরণের তাঁত ব্যবহৃত হইতেছে, সেইখানে আধুনিক তাঁতের প্রবর্ত্তন।

(২) হস্ত-চালিত তাঁতে তৈরী জিনিষকে পালিশ ও অধিকতর সুন্দর করিবার নিমিত্ত বিশেষ যন্ত্রের প্রবর্ত্তন।

(৩) কাপড়ে রং করিবার আরও উন্নত ধরণের উপায় প্রবর্ত্তন।

(৪) তৈরী জিনিস কোন কোন ক্ষেত্রে লম্বায় কিম্বা চওড়ায় খাটো হয় তাহা এবং কাপড়ে খারাপভাবে রং করা বন্ধ করা।

(৫) উন্নত ধরণের সুতা ও নক্সা ব্যবহার করিয়া হস্ত-চালিত তাঁতে নির্ম্মিত দ্রব্যাদির সমতা সাধন।

(৬) হস্ত-চালিত তাঁতে নির্ম্মিত দ্রব্যে অধিকতর কারু-কার্য্যসম্বলিত নক্সা ও নমুনার প্রবর্ত্তন।

(৭) হস্ত-চালিত তাঁতে প্রস্তুত পণ্যের অধিকতর সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা।

ভারতীয় বীমার উন্নতি

গত কয় বৎসর যাবৎ ভারতীয় কোম্পানীগুলি যে বিশেষভাবে উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে উক্ত তথ্য প্রমাণ করা যাইতে পারে :—

বৎসর	বৎসরে কত পরিমাণ নূতন কাজ	মোট কত কাজ ঠিক রহিয়াছে	বৎসরের আয়	জীবন তহবিল
	(লক্ষ টাকা হিসাবে)			
১৯৩৪	২,৮৯২	১৩৭	৮৩৪	
১৯৩৫	৩,২৮১	১৪২	৯৩৩	
১৯৩৬	৩,৭৮০	১৭৫	১,১৩৫	
১৯৩৭	৪,১৭৪	১৯৭	১,২০২	
১৯৩৮	৪,৬৬৮	২১৯	১,৪১৩	

জীবনবীমার অ্যাসেট্‌স্

বীমার অধিকাংশ টাকাই ইক্‌ এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিতে খাটান হইয়া থাকে, যদিও আমাদের সাধারণের মধ্যে দৃঢ় ধারণা যে, সমস্ত টাকাই গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটিতে যায়। ইক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিতে ৭০% (মোট সম্পদের) খাটিয়া থাকে। ৮৩ লক্ষ টাকা ক্লাকচুয়েশন ফাণ্ডে রাখার পর প্রায় ৪২ ক্রোর টাকা যে ঐ ভাবে খাটিয়া থাকে তাহা বলা চলে। অবশ্য জমি বাঁধা রাখা, পলিসির উপর টাকা ধার দেওয়া, ইক ও শেয়ারের উপর টাকা কর্জ্জ দেওয়া, ব্রিটিশ কলোনিয়াল ও বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটিতে টাকা খাটান প্রভৃতিও আমাদের নজরে পড়ে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, কোম্পানীগুলি কিভাবে টাকা খাটাইয়া থাকে :—

বিষয়	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা হিঃ)
বিনা রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া	—
বা বন্ধকী কাজ	২০৪
সারেণ্ডার ভ্যালিউর মধ্যে পলিসি রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া	
ইক্‌ ও শেয়ার রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া	
ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি	
সিকিউরিটি অব ইণ্ডিয়ার ষ্টেট	
ব্রিটিশ কলোনিয়াল এবং বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি	৬৮
মিউনিসিপ্যাল, পোর্ট এবং ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট-ট্রাষ্ট সিকিউরিটি	৪৪৮
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার	৪৩৮
জমি ও বাটী	৩৯২
এজেণ্টের ব্যালেন্স ইত্যাদি	২৮০
ডিপজিট, ক্যাশ এবং ষ্ট্যাম্প	২৫০
নানারকম	১৫৪
মোট	৬,১৬২

বীমা কোম্পানীর আয়-ব্যয়

এক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, প্রিমিয়ামের প্রত্যেক টাকা পিছু নিরপেক্ষে ৮/১০ পাই ক্লেম দেওয়াতে খরচ হইয়া থাকে। তাহা হইলে দালালদের প্রাপ্য বাৎসরিক লক্ষ লক্ষ টাকা কোথা হইতে আসে তাহা

একটা তাজ্জব ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না কি? তাহার পর ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের ও ডিরেক্টরদের প্রাপ্য তো আছেই।

হুইলত ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ১৯৩৮ সনে বাস্তবিক কি আয় ও ব্যয় হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

আয়

	টাকা
প্রিমিয়াম	১১,৪২,৬১,০০০
সুদ, ভাড়া ও ডিভিডেণ্ড	২,৪০,১৭,০০০
অন্যান্য	২৩,৩৫,০০০
	১৪,১৩,১০,০০০

	টাকা
মরার পর ক্লেম	১,৯৩,৬৭,০০০
ম্যাচিওরিটির পর	২,০৯,৩৯,০০০
সারেণ্ডার	৪২,৪৫,০০০
এ্যান্থুয়িটি ও পেনশন্	১,৪২,০০০
ম্যানেজমেণ্টের খরচা	৩,৬৪,৮৩,০০০
শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড···	৯,৯৮,০০০
ডেপ্রিসিয়েশন	২৯,৯৪,০০০
নানারকম	১৭,১৭,০০০
জীবন তহবিলের বৃদ্ধি	৫,৪৪,২৫,০০০
মোট	১৪,১৩,১০,০০০

উপরিউক্ত ব্যয়ের মধ্যে দেখা যায় যে, ম্যানেজমেণ্টের খরচা ৩,৬৪,৮৩,০০০ এবং আয়ের হিসাবে প্রিমিয়াম হইতে পাওয়া গিয়াছে ১১,৪২,৬১,০০০। এইবার ম্যানেজমেণ্ট যদি বাদ দিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বাকী থাকে ৭,৮৪,৭৮,০০০। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রাপ্য মিটিবার পর, শেয়ার-হোল্ডাররা পান, তারপর আর কি কিছু থাকে?

ভারতের পাটের কারবার

উপস্থিত কেবলমাত্র মার্কিণ দেশ হইতেই ভারতবর্ষ চটের তৈয়ারি দ্রব্যাদি আমদানি করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে মার্কিণ দেশে কাঁচা পাট এবং যৎসামান্য পাটে তৈয়ারি দ্রব্য পাঠান হইয়া থাকে। পাটের বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানির হার কি রকম তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে :—

(বেস—১৯৩৩-৩৪=১০০)

বৎসর	ইউ. এস্. এ হইতে তৈয়ারি পাট ও তৈয়ারি মালের আমদানি	ইউ.এস্.এ তে পাট ও তৈয়ারি মালের রপ্তানি	% রেশিও (১) ও (২)
	(১)	(২)	
১৯৩৩-৩৪	১০০	১০০	
১৯৩৪-৩৫	৯৫	১৩৩	
১৯৩৫-৩৬	১২৭	৯৭	
১৯৩৬-৩৭	১৬২	৮২	
১৯৩৭-৩৮	১৫৬	১১৫	
১৯৩৮-৩৯	১০৭	১২৯	

আমেরিকার বাণিজ্য

(কোর টাকা হিঃ)

বৎসর	ভারত হইতে রপ্তানি	ভারতে আমদানি	ব্যালেন্স অব্ ট্রেড্
এভারেজ			
১৯২৪-২৫ হইতে			
১৯২৮-২৯			
১৯৩৩-৩৪			
১৯৩৪-৩৫			
১৯৩৫-৩৬			
১৯৩৬-৩৭			
১৯৩৭-৩৮			

ভারতীয় আয়কর হইতে বাণিজ্যের গতি নির্ণয়

নূতন এসেসি লিষ্ট বাহির হইয়াছে তাহার সংখ্যা হইল ৩২,০০০ আর ৩১,০০০ পুরাতন এসেসিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

যে যে উপায়ে কর এড়ান হয় তাহা ভারতীয় আয়-কর রিপোর্টে বলা হইয়াছে :—১ম ভুয়া সেট একাউণ্ট, কেনার দাম বাড়ান, বিক্রয়ের হার কমান, কি কি উপায়ে রোজগার তাহা বর্ণনা না করা, বাজে নামে একাউণ্ট রাখা এবং বাজে খরচা লিখিয়া দেওয়া।

আল একাউন্ট বাবদ করার জন্য কোন একজন কনট্রাক্টরকে ৭,৪০০৲ অধিক দিতে হইয়াছে।

আমাদের বাণিজ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে তাহা আয়কর হইতে আমরা দেখিবার আর একটী সুবিধা পাই। মোট আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ :—

সন	টাকা
১৯৩৮-৩৯	২১,০০,০০,০০০
১৯৩৭-৩৮	১৭,০০,৩৩,০০০

আর একটী জিনিষ আমাদের নজরে পড়ে যে, পাটের বাজার কিছু ঘা' খাওয়াতে চায়ের বাজার বেশ উঠ্‌তির মুখে গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে সাধারণ বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভালই। বিহার ও উড়িষ্যাতে তামা, লোহা ও অভ্র প্রভৃতির ব্যবসায় বেশ ভালই বলিতে হইবে। কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজের দামবৃদ্ধির জন্য আয়-করের বেশ বৃদ্ধি হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটী কোম্পানীই ১০,০০,০০০ টাকা আয়-কর দিয়াছে।

দেশীয় তুলার ব্যবহার

১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১ সনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের কাপড়ের কলগুলিতে কি পরিমাণ দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	১৯৩৯-৪০ বেল্‌	১৯৪০-৪১ বেল্‌
বোম্বাই	৪,১৩,৯০০	৪,৯২,৬১৫
মাদ্রাজ	১,৬০,৫৫০	১,৭৯,০৭৫
যুক্তপ্রদেশ	১,০৯,৩৫৭	১,২৬,২৩৭
মধ্যপ্রদেশ	৫৩,৭২৫	৪৯,৫১৬
পাঞ্জাব ও দিল্লী	৪৮,৭২০	৪৯,৫৭৯
বঙ্গদেশ	৩১,২৮৫	৩৭,১২৫
অন্যান্য প্রদেশ	১৫,৭৭৯	১৬,১৯৩
হায়দারাবাদ	২০,৭৬৩	২২,৭৭১
মহীশূর	২১,৭৭১	২৪,৩২৫
বড়োদা	২৫,৯০১	২৮,১৯৫
গোয়ালিয়র	৩০,৬৯৭	৩০,৮৭৩
ইন্দোর	৩৯,৫৩৯	৪৫,৫৭২
অন্যান্য দেশীয় রাজ্য	৪৭,০১৫	৪২,০৮৪
	১০,২২,১০৩	১১,৪৪,১৬২

পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন

গত ফেব্রুয়ারি মাসে চটকলগুলিতে কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে, উৎপাদনের পরিমাণও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মাসে সকল প্রকার পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৮৪,০৪৯ টন। গত জানুয়ারি মাসে চটকলসমূহে ৭৩,০০০ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

যুদ্ধজনিত ট্যাক্স

যুদ্ধের দরুণ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশবাসীর উপর নানাপ্রকার ট্যাক্স বসাইয়া আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যেসকল ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা ও কোন্ ট্যাক্স হইতে গবর্ণমেণ্ট কত টাকা পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) তুলার উপর আমদানি শুল্ক— ৫৫ লক্ষ টাকা
(২) চিনি ও পেট্রোলের উপর আমদানি ও উৎপাদন শুল্ক—৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
(৩) অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স (১ম দফা) ৫ কোটি টাকা
ঐ (২য় দফা) ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
(৪) আয়-কর ও সুপার ট্যাক্স (১ম দফা) ৫ কোটি টাকা
ঐ (২য় দফা) ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা
(৫) চিঠির হার ও ডাকমাশুল বৃদ্ধি— ২ কোটি টাকা
(৬) দিয়াশলাইয়ের উপর উৎপাদন-শুল্ক ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
(৭) কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানি-শুল্ক—৩৬ লক্ষ ,,
(৮) টায়ার ও টিউবের উপর উৎপাদন-শুল্ক ৩৫ লক্ষ ,,
(৯) যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ,,

২৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা

জাপানে জন-সংখ্যার চাপ বৃদ্ধি

জানা গিয়াছে যে, জাপানী ক্যাবিনেট নাকি চাঁহিয়াছেন যে ১৯৬০ সনের মধ্যে জন-সংখ্যা যাহাতে ১০০,০০০,০০০ হয় তাহার আয়োজন করিতে হইবে। উপস্থিত লোকসংখ্যা হইল উপরি উক্ত সংখ্যা হইতে ৩০,০০০,০০০ কম। ভারতবর্ষে লোকের সংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে জানা গেলে বুঝা যাইত আমরা কত দূরে ?

নিউজিল্যাণ্ডের প্লান্ট

নিউজিল্যাণ্ডের গভর্নমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা একটি নূতন প্লান্টের কারখানা খুলিবেন। একমাত্র "প্লান্ট উল্ প্যাক্" তৈয়ারি করিবার জন্য নাকি এই কারখানা ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে এমন থলে তৈয়ারি হইবে যাহাতে ৩০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত মাল ধরে। কিন্তু তাহাতে বেলের চেহারার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া জানা যায়। এইভাবে যদি বেল করার প্রথা উদ্ভাবিত হয়, তাহা হইলে ৭৫,০০০ পাউণ্ড বাঁচিয়া যাইতে পারে বলিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে।

হেম্পের অনুকল্প

ফর্থোসা ডেভেলাপমেণ্ট কোং হেম্পের স্থানে ব্যানানা ছাল হইতে এক রকম আঁশ বাহির করিয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। তজ্জন্য ৫০০ সেট কল আনা হইয়াছে এবং ইহাও জানা যায় যে, তাহা হইতে ৭,০০০,০০০ পাউণ্ড আঁশ প্রস্তুত হইবে এবং উহা হেম্পের মতই কার্য্যকর হইবে।

ব্রিটেনে নারী শ্রমিকের সংখ্যা-বৃদ্ধি

১৯৪০ সনের হিসাবে দেখা যায়, ব্রিটেনের রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমদানির পরিমাণ বাড়াইতে চাহিলে রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি করা চাই। সুতরাং ব্রিটেনের উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রমশিল্পগুলিতে অধিক সংখ্যায় নারী শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হইয়া পড়ার ইহাই অন্যতম কারণ। শীঘ্রই সামরিক কাজে এবং সমরোপকরণ প্রস্তুত করিবার কাজে আরও ১০ হইতে ২০ লক্ষ লোকের প্রয়োজন। ইহার জন্য সাধারণ কারখানাগুলিতে পুরুষ শ্রমিকের যে অভাব হইবে তাহা পূরণ করিবার জন্যই নারী শ্রমিকের প্রয়োজন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি শ্রম-মন্ত্রী মিঃ বেভিনের বক্তৃতার পর হইতে বয়নশিল্প, টুপি, জুতা ও বিভিন্ন প্রকার চর্ম্মশিল্প ও বিবিধ সৌখিন দ্রব্য তৈরীর শিল্পগুলিতে কত লোক নিযুক্ত আছে, ব্রিটেনের শিল্প কেন্দ্রগুলিতে তাহার ব্যাপক তদন্ত হইতেছে।

২০ হইতে ২১ বৎসরের মধ্যের যেসকল মেয়েরা এখনও কোথাও কাজ করে নাই তাহাদেরই সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতা-মূলক শ্রমিকের তালিকাভুক্ত করা হইবে। কাজ হইতে কোনও নারী অব্যাহতি দাবী করিলে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বয়সের নারীদেরও শীঘ্রই তালিকাভুক্ত করা হইবে। এইরূপে শ্রমশিল্পগুলির জন্য ৫ লক্ষ নারী শ্রমিক পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর বৃহত্তম বোমারু বিমান

কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত সান্টামোনিকার ডগলাস্ কাইরীতে জগতের বৃহত্তম বোমারু বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে শীঘ্রই উড়াইয়া পরীক্ষা করা হইবে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমান-বাহিনী যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিল, সেই অনুযায়ী এই বিরাটকায় বি ১৯ বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমান-পোতের পাখা ২১০ ফুট; ইহা ১৮ সিলিণ্ডারের চারিটি ইঞ্জিন সংযুক্ত এবং পেট্রোল প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিলে ইহার মোট ওজন ১,৬৪,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার মণ। ইহাতে এক সঙ্গে ১১,৬০০ গ্যালন পেট্রোল লওয়া চলে; ফলে, ইহা সম্পূর্ণ দুই দিন মাটিতে না নামিয়া ৭,৫০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারিবে। ইহার কাঠামোটি দোতলা এবং ইহাতে শয়নকক্ষ, আহার করিবার কক্ষ ও রন্ধনশালা আছে। এই বিমানপোতের ইঞ্জিন এত বড় যে পাখার নীচ দিয়া মিস্ত্রীদের ইঞ্জিনের নিকট যাতায়াত করিবার পথ রাখা হইয়াছে। এরোপ্লেনের গ্রীজ ডক্ (যেখান হইতে হাল্ ঠিক রাখিয়া বিমানপোতকে গন্তব্য পথে চালনা করা হয়) হইতে ইহার ২৪টি বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন-সংযোগ আছে এবং এরোপ্লেনের অভ্যন্তরে লাউড্ স্পীকারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

আমেরিকার কলকারখানাতে শ্রমিকের মজুরী ও কার্য্যকাল

ইণ্ডাষ্ট্রী গ্রুপ	প্রতি সপ্তাহে এভারেজ ঘণ্টা					ঘণ্টায় রোজগার (এভারেজ)				
	১৯৪০					১৯৪০				
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট
মোট	৩৭·২	৩৭·২	৩৭·৫	৩৭·৩	৩৮·৪	৬৬·৫	৬৬·৯	৬৭·২	৬৬·৭	৬৬·৭
ডিউরেব্‌ল্ গুড্‌স্	৩৮·২	৩৮·২	৩৮·৭	৩৭·৯	৩৯·৮	৭২·৯	৭৩·০	৭৩·২	৭২·৭	৭২·৮
লৌহ ও ষ্টীল প্রোডাক্ট	৩৬·০	৩৬·৬	৩৭·৬	৩৭·২	৩৮·৮	৭৬·৪	৭৬·৭	৭৭·৪	৭৭·৭	৭৭·৭
মেশিনারি	৪০·৫	৪০·৫	৪০·৮	৪০·৫	৪১·২	৭৩·৯	৭৪·১	৭৪·৩	৭৪·৪	৭৪·৫
ট্রান্সপোর্টেশন	৩৮·৩	৩৬·৭	৩৮·১	৩৬·১	৩৯·৯	৯০·২	৯০·২	৯০·৫	৮৯·১	৮৯·৭
নন্‌ফেরাস মেটাল প্রোডাক্ট	৩৮·৬	৩৮·৮	৩৯·০	৩৮·৬	৪০·১	৭০·০	৭০·১	৭০·২	৭০·১	৪০·৩
লাম্বার প্রোডাক্ট	৩৮·৪	৩৮·৭	৩৮·৫	৩৭·০	৪০·১	৫১·৮	৫২·১	৫২·৩	৫১·৯	৫১·৭
ষ্টোন, ক্লে, গ্লাস প্রোডাক্ট	৩৫·৫	৩৭·১	৩৬·৩	৩৫·৫		৬৬·৪	৬৬·৪	৬৬·৪	৬৬·৬	৬৬·৮
নন্‌ডিউরেব্‌ল্ গুড্‌স্	৩৬·২	৩৬·৩	৩৬·৪	৩৬·৭	৩৭·২	৬০·৯	৬১·৫	৬১·৭	৬১·৫	৬১·৩
টেক্সটাইল	৩৪·২	৩৩·৭	৩৩·৫	৩৩·৮	৩৪·৯	৪৯·৬	৪৯·৭	৪৯·৬	৫০·২	৫১·২
ক্যাম্ব্রিক্	৩৪·৫	৩৪·৩	৩৪·১	৩৪·৮	৩৫·৭	৪৮·২	৪৮·৪	৪৮·৪	৪৮·৬	৪৮·৬
উয়ারিং এ্যাপারেল	৩৬·৩	৩২·৭	৩২·৫	৩১·৯	৩৩·৫	৫১·৯	৫১·৮	৫১·৮	৫৩·৪	৫৫·৮
চামড়া	৩২·৫	৩০·৯	৩৩·২	৩৪·৯	৩৪·৮	৫৪·৩	৫৫·৫	৫৫·৩	৫৫·৩	৪৫·৪
পাল্প	৩৯·৪	৪০·১	৪০·১	৩৯·৯	৪০·৪	৬৪·৩	৬৪·৭	৬৪·১	৬২·৫	৬১·৫
তামাক	৩৪·৭	৩৬·৪	৩৮·১	৩৬·৮	৩৬·১	৪৯·৩	৪৯·৭	৫০·৫	৫০·২	৪৯·২
কাগজ, ছাপা	৩৮·১	৩৮·৮	৩৮·৫	৩৮·৪	৩৮·২	৭৯·৩	৭৯·৪	৭৯·৭	৭২·১	৭৮·৯
কেমিক্যাল, পেট্রোল ইত্যাদি	৩৮·৫	৩৮·৮	৩৮·৫	৩৮·৫	৩৮·৭	৭৪·২	৭৬·০	৭৭·৭	৭৮·৩	৭৭·৮

অক্টোবর মাসে আমেরিকায় উৎপন্ন ফসল

(হাজার ইউনিট হিঃ)

ফেডারাল রিসার্ভ	তুলা		শস্য		ধানের গম		বসন্তের গম	
	১৯৩৯ সনের উৎপন্ন (বেল)	এষ্টিমেট ১৯৪০ আটা (বেল)	১৯৩৯ সনের উৎপন্ন (বুসেল)	এষ্টিমেট ১৯৪০ অক্টোবর (বুসেল)	১৯৩৯ সনের উৎপন্ন (বুসেল)	এষ্টিমেট ১৯৪০ অক্টোবর (বুসেল)	১৯৩৯ সনের উৎপন্ন (বুসেল)	এষ্টিমেট ১৯৪০ অক্টোবর (বুসেল)
বোসটন্	×	×	৭,৮২৭	৭,১৪৮	×	×	৮৪	৮০
নিউইয়র্ক	×		২৮,৩১০	২৪,২২৩	৭,০৫৮	৭,২৫৬	১০৮	৯২
ফিলাডেলফিয়া	×		৫১,৩৭২	৪৮,৬২৬	১৭,১৬৩	১৬,৬৫২		১৭৩
ক্লিভল্যাণ্ড	×		২১২,১০৯	১৭৮,৯৭১	৪২,০৩৪	৪৭,৮৪৭		১৪১
রিসমণ্ড	১,৩৪১		১৪১,২৮০	১৩১,৮১৮	২৪,২৭০	২৬,২৩৫		×
আটলান্টা	২,৩৫৪		১৪১,৫১০	১৭৪,৪১৪	৫,৫০৬	৬,৬৩৮		×
সিকাগো	×	×	১,১৩২,৭০৩	৯১৫,১৫০	৫৬,৬৩১	৬১,১৩৫	২,০৪৪	২,২৬০
সেণ্টলুই	৩,৪২৯	৩,৩৪৫	৩৪২,৮৬০	৩০৯,৩৩৭	৫৭,২২৭	৬২,৩২২	৯৭	৮৩
মিনিয়াপোলিস্	×	×	২৮৪,০২২	২৫৫,৪০০	২৫,৮৪৬	২৫,১৪১	১৪৭,০৫৩	১৩৪,৭৮৫
ক্যানসাস সিটি	৪৩৭	৬৩৫	১৮২,১৫৫	২১৯,৩০৭	২২৬,৪৮৮	২০৩,৮৭৮	৪,৫১৪	৬,৬৭৯
ডালাস	৩,৬৩১	৩,৯৯৭	৮৭,১৬৬	১০৮,৪৭৮	২৮,৭০৩	২৬,৯৯৯	৭৫	৯৭
সানফ্রান্সিসকো	৬২৫	৬৫৪	৬,৮৭৩	৭,০৪৩	৭১,৬৯৭	৭১,১৭৮	২৭,৩০০	৩২,১০৩
মোট	১১,৮১৭	১২,৭৪১	২,৬১৯,১৩৭	২,৩৫২,১৮৫	৫৬৩,৪৩১	৫৫৫,৮৩৯	১৯১,৫৪০	২০৬,৪৯৩

"বোম্বাইয়ের সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান"*

অধ্যাপক ডাঃ বিনয়কুমার সরকার নবেম্বর মাসে (১৯৩১) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে বক্তৃতা করিবার জন্য বোম্বাই গিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদে একটী তথ্যমূলক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল বোম্বাইয়ের সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানসমূহ। বাংলা গবর্মেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল অমূল্যচন্দ্র চাটার্জ্জি সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপক সরকার বলেন, কলিকাতা ও বোম্বাই ভারতের দুইটী প্রাণ-কেন্দ্র। ব্যবসা বাণিজ্য, বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভারতের এই দুইটী নগর ভারতীয় সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। কাজেই বোম্বাই অথবা কলিকাতার প্রতিষ্ঠানগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিলে ভারতীয় সংস্কৃতির অবস্থা ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। বিশেষ করিয়া সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রকার বড় বড় সহরেরই সৃষ্টি। শিক্ষার আয়তনগুলি সহরের বাহিরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সহরের বাহিরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, না হয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, না হয় ২।৪টী কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান তো সহরের বাহিরে দৃষ্টিগোচরই হয় না, এমন কি, বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতির ন্যায় সহরেও তাহাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণিয়া শেষ করা যায়। অতএব দেখা গেল যে, বোম্বাইয়ের সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির খোঁজ-খবর করিতে পারিলে গোটা ভারতের ঐ প্রকারের প্রতিষ্ঠানের অনেকটা হদিস পাওয়া যাইবে।

অধ্যাপক সরকার অতঃপর বোম্বাইয়ের সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা দেন। এই তালিকার ভিতর তিনি বোম্বাই ও পুনার প্রায় সকল বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ করেন। তবে কথা হইতেছে যে, সমাজবিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সহিত অন্যান্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সীমারেখা এত অস্পষ্ট যে অনেক সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ইহার ভুল হইবার সম্ভাবনা। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, রামকৃষ্ণ সেবাসমিতিও একটি সমাজ-বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। তবে এই সমিতি প্রধানতঃ কর্ম্মমূলক। যাহা হউক এই আলোচনায় কেবল যেসকল প্রতিষ্ঠান সাক্ষাৎভাবে গবেষণা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত আছে সেই প্রকার প্রতিষ্ঠানগুলিরই নাম করা হইয়াছে। নিম্নে বোম্বাইয়ের এই প্রকার সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা প্রদান করা হইল। প্রতিষ্ঠানগুলির নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উদ্দেশ্যও বিবৃত হইল।

১। ডেকান এডুকেশন সোসাইটী—শিক্ষাদান।

২। সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটী—রাজনৈতিক কার্য্য।

৩। সোস্যাল সার্ভিস্ লীগ—সমাজ-সেবা।

৪। ইণ্ডিয়ান উইমেন্‌স্ ইউনিভারসিটী—শিক্ষাদান।

৫। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ সোসাইটী—গবেষণা।

---

* অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বক্তৃতা (১২ জানুয়ারি, ১৯৩১) হইতে শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

৬। গোখ্‌লে ইনস্‌টিটিউট অব ইকনমিকস্—গবেষণা।

৭। ইনস্‌টিটিউট অব ফিলঞ্চপি—গবেষণা।

৮। টাটা গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক—শিক্ষাদান।

৯। ইউনাইটেড্ লীগ অব থিয়োজফিষ্ট—ধর্মপ্রচার।
কংগ্রেস্ সোশ্যালিষ্ট পার্টি—রাজনৈতিক প্রচার।
মহিলা সেবাসদন—সমাজসেবা।

অতঃপর অধ্যাপক সরকার কতকগুলি সাময়িক পত্রের উল্লেখ করেন। এই পত্রিকাগুলি উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহের বা অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র। পত্রিকাগুলার নাম নিম্নরূপ :—

১। ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক।

২। সোশ্যাল সার্ভিস্ লীগ কোয়ার্টালি।

৩। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার।

৪। ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার। ইত্যাদি।

অতঃপর অধ্যাপক সরকার বোম্বাইয়ের সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে মন্তব্য করেন যে, ভারতের যে-কোন সহর অপেক্ষা বোম্বাইয়ের এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক বিশেষত্বপূর্ণ। বোম্বাইয়ে ঠিক যে ধরণের প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় কলিকাতায় তাহার অভাব লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক এই প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব বাড়ীর কথা। কলিকাতায় এই ধরণের যে ২।৩টী প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের নিজস্ব বাড়ী দূরে থাকুক তাহাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। টাটা গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্কের ন্যায় ধনী প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় একটিও নাই। সার্ভেণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিরও নিজস্ব গৃহ আছে। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির ভাড়াটিয়া বাড়ী ও সুসজ্জিত পুস্তকাগার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানগুলির পশ্চাতে আর্থিক সাচ্ছল্য না থাকিলে তাহারা যে ভাল কাজ করিতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কলিকাতায় এই প্রকার বাঙালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক দৈন্য অত্যন্ত অধিক। বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত কলিকাতার সমাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ইহা একটী সুস্পষ্ট পার্থক্য।

অতঃপর তিনি আর একটী বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেন। স্বদেশী যুগের প্রথমে অনেক সমাজসেবীর ধারণা ছিল যে, সমাজ-সেবা অথবা রাজনৈতিক জীবন গ্রহণ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। বৈষয়িক সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে সমাজসেবা করিতে পারা যায় না, এই ছিল সেকালের ধারণা। এখনও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ধারণার বশবর্ত্তী রহিয়াছেন। এই ধারণার কিয়ৎ আজও খুব বেশী। রামকৃষ্ণ মিশন এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানকার সমস্ত সমাজসেবীই সন্ন্যাসী। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই প্রকার ভাবধারা যাঁহাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল অধ্যাপক সরকার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ষোলআনা স্বার্থত্যাগের আদর্শে আজও তিনি পুরাপুরি আস্থাবান্। যদিও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন বর্ত্তমানে অন্যরূপ।

তিনি বলেন যে, স্বদেশী যুগে—১৯১০-১১ সনে—যখন তিনি প্রথম বোম্বাইয়ে যান তখন তিনি সেখানে দেখিলেন ঠিক উল্টা। সেখানকার কর্ম্মীরা সংসারী, কিন্তু গোখ্‌লে, তিলক, পারাঞ্জপাই প্রভৃতি মনীষীদের মতন পণ্ডিতেরা মাসিক ৫০৲ হইতে ৭৫৲ টাকায় কাজ করিতেছেন। তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে থাকিবার বাড়ী করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা সামান্য মাসিক ভাতায় জীবনব্যাপী নীরব সাধনা করিয়া চলিয়াছেন। প্রত্যেককে ২০০০৲ হইতে ৫০০০৲এর মধ্যে জীবন বীমা করিয়া দেওয়া হয়। অধ্যাপকেরা কেবল শিক্ষাদান করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তাঁহারা নিয়মিত গবেষণা, গ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া থাকেন। বাংলাদেশে ঠিক এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বেও ছিল না আজও নাই।

অতঃপর অধ্যাপক সরকার, প্রথমোক্ত তালিকার সমাজ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটীর ইতিহাস, আদর্শ ও কর্ম্ম-কৌশল বিবৃত করেন। ৫১ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯০ অব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর "দি ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার"

প্রথম প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজের স্বধী শ্রীযুক্ত কে, নটরাজন্ ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথমে মাদ্রাজে পত্রিকাটী বাহির করিয়া তৎপর বোম্বাইএ লইয়া আসেন। শ্রীযুক্ত নটরাজন্ একজন ভারত-বিখ্যাত সংবাদপত্রসেবী। অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পত্রিকাটী তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। সম্প্রতি ইহা একটি লিমিটেড কোম্পানীকে হস্তান্তর করা হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় তাঁহাকে পত্রিকার জন্য অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। অন্যান্য দিক্ হইতেও পত্রিকাটীর জন্য তাঁহাকে কম শ্রম করিতে হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ে সমাজ সংস্কারপন্থীদের তৎকালে হিন্দু সমাজের গোঁড়াদের নিকট হইতে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। কিন্তু অটল সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত শ্রীযুক্ত নটরাজন্ ও সোস্যাল রিফর্মার গত অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া নানা প্রকার সামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নটরাজন্ ৭৭ বৎসর বয়সে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য পত্রিকার পরিচালনভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিনয়বাবু বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের তরফ হইতে শীঘ্রই নটরাজন্-সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিবেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার সোস্যাল সার্ভিস্ কোয়ার্টার্লীর কয়েকটী প্রবন্ধের নামোল্লেখ করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহাতে কোন্ ধরণের প্রবন্ধাদি বাহির হইয়া থাকে। তালিকা নিম্নরূপ :—

১। অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা।

২। আদর্শ আহার্য্য।

ভারতের শিক্ষা-সংস্কারে রবি ঠাকুরের দান।

৩। পুস্তকাগারের উন্নতি।

৪। ব্যাধি-বীমা ইত্যাদি।

সোস্যাল সার্ভিস্ লীগের ২৮শ বার্ষিক রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, লীগ শিক্ষাদান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছে। ঐ বৎসরে লীগের মোট আয় ছিল ৮৭,৫৪১/৩ পাই এবং ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৪,৬১৫/৭ পাই।

অতঃপর অধ্যাপক সরকার স্যার সোরাবজী টাটা গ্রাজুয়েট স্কুল অব সোস্যাল ওয়ার্কসের কথা বলেন। সমাজ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান ভারতের অন্য কোথাও নাই। এই প্রতিষ্ঠানটীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিনয়বাবু বলেন—

১। যে সকল ছাত্র ব্যক্তিগত ভাবে বা সরকারী চাকরিতে সমাজ সেবা করিতে চায় তাহাদিগের জন্য সম্পূর্ণভাবে তথ্য ও কর্ম্ম-কৌশলের দিক্ হইতে আদর্শ সমাজ সেবা শিক্ষার ব্যবস্থা।

২। সমাজ-সেবীদিগকে উচ্চতর শিক্ষা ও কর্ম্ম-কৌশল আয়ত্ত করিবার সুযোগ প্রদান করা।

৩। ছাত্রদিগকে সামাজিক গবেষণার কর্ম্ম-কৌশল এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা নিজেরা স্বাধীনভাবে এইসকল অনুসন্ধান চালাইতে পারে।

৪। ভারতে সমাজ-সেবাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

অন্তত উচ্চতর (বি, এ ; বি, এস্-সি) শিক্ষা লাভের পর এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়। এখানকার শিক্ষাকাল দুই বৎসর। স্কুলের পাঠ্য বিষয়কে মোটামুটি ৯টী ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেকটী ভাগের মধ্যে আবার কতকগুলি বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা :—

১। প্রবেশিকা।

২। সাধারণ পাঠ্য।

৩। পরিবার এবং শিশুমঙ্গল।

৪। জন স্বাস্থ্য, চিত্ত-বিকার, সামাজিক কাজকর্ম্ম।

৫। শিশু ও বয়স্কদের ত্রুটি বিচ্যুতি।

৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমাজ-কথা।

৭। সামাজিক কাজকর্ম্মের পরিচালনা।

৮। সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

৯। হাতে কলমে শিক্ষা।

টাটা গ্রাজুয়েট স্কুলের মুখপত্র হইতেছে "দি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব সোস্যাল ওয়ার্ক"। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যার প্রবন্ধাবলী দেখিলে পত্রিকাখানি কোন্ স্তরের তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তালিকা নিম্নরূপ :—

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
পল্লীগ্রামের আর্থিক পুনর্গঠন	কুমারাপ্পা
গবর্ণমেণ্ট ও পল্লী সংস্কার	ক্রিকোর্ড মানশার্ড
ব্রহ্মদেশে পল্লী সংস্কার	বা কিন্
পল্লীবাসীর দেনা-পাওনা	পি এম্ টাইটাস্
তিমি পল্লী	ডামনারি এ, ভাট
পাগ্‌লে পল্লী	ভি ভি কুলকার্ণি
সহরে পল্লীবাসী	বেরাম এইচ্ মেহতা
শিশুচরিত্র ও অভিভাবক চরিত্র	কে আর মুন্সী

অতঃপর বোম্বাইয়ের সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কলিকাতার সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা আরম্ভ করেন।

ডক্টর মণীন্দ্রমোহন মৌলিক বলেন যে, বাঙ্গালীরা সমাজ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান বিষয়ে বোম্বাইয়ের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও নব নব বিপ্লবের বাণী বাঙ্গালীর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিবেকানন্দ এবং নবীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সমাজসংস্কারকদের উল্লেখ করেন।

সংখ্যাশাস্ত্রী হরীন্দ্রমোহন দত্ত বলেন, বাঙ্গালীরা কোন বিষয়ে ভারতের অন্য কোন প্রদেশ হইতে পশ্চাৎবর্ত্তী নহেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের স্কুল কলেজে কুশিক্ষা ও ভুল শিক্ষা হয় বলিয়াই আমাদের জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অতঃপর তিনি কতকগুলি পাঠ্য পুস্তকের সাংঘাতিক ভুলের উল্লেখ করেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন, বাঙ্গালায়ও বোম্বাইএর মতন অনেক সমাজ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়াছে। কাজেই বাঙ্গালা বোম্বাই হইতে এই সকল বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ একথা বলার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

অধ্যাপক এন্, সি, গাঙ্গুলী বলেন যে, আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা তাহা অনেক সময় বুঝি না, ইহাই বাঙ্গালীর অধোগতির একটী কারণ।

বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার বীরেন দাশগুপ্ত বলেন যে, বাঙ্গালী ও মারাঠা চরিত্রে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। জাতীয় চরিত্রের এই পার্থক্যের জন্য বাঙ্গালা ও বোম্বাইয়ের সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য ঘটিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে?

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে বলেন যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ বিজ্ঞানের ও সমাজসেবার দিকে বাঙ্গালী জাতি যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল রামমোহন রায়, ব্রাহ্ম সমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রভৃতি তাহার অনেক প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত দে এক মহানুভব ব্যক্তির কার্য্যকলাপের উল্লেখ করেন। ইঁহার নাম ছিল শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় আজীবন শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি-সাধনের জন্য যথেষ্ট আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদের উন্নতির জন্য তিনি বহু ব্যয়ে একটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগার ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস বলেন যে, বোম্বাই ও কলিকাতা সহর-হিসাবে এক শ্রেণীর নহে। বোম্বাই হইতেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ও পুঁজিপতিদের সহর কলিকাতা হইতেছে নোটামুটি জমীদারদের সহর। এইজন্য বোম্বাইবাসী স্বপ্রদেশের সমাজ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যত অধিক টাকা খরচ করিতে পারিয়াছে আমরা তাহা পারি নাই।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, প্রত্যেক জাতিরই একটি আদর্শ থাকা বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে অন্যান্য জাতির সহিত তুলনা করিয়া আমরা আমাদের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে অগ্রসর হইবার প্রেরণা লাভ করিব।

অতঃপর সভাপতি লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র চাটার্জ্জী তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, আমাদের জাতীয় জীবনের দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটন করায় আমাদের কোন দুর্ব্বলতা থাকা উচিত নয়। জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতেছে। আমাদের উন্নতির গোড়ার কথা হইতেছে স্বাস্থ্যোন্নতি এবং উন্নতির জন্য সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অতীব শোচনীয়। ইংলণ্ডে বৎসরে লোক গড়পড়তা ৮ হইতে ৯ দিন রোগ ভোগ করে, বাংলা দেশে রোগভোগের গড়পড়তা কাল ৩ হইতে ৪ মাস। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। বোম্বে ও মাদ্রাজের নারী শ্রমিকগণ বাংলাদেশের শ্রমিক অপেক্ষা অধিকতর কর্মঠ।

বাংলাদেশের এই অবস্থা হইতে ত্রাণের উপায় কি? কর্ণেল চাটার্জ্জী বলেন যে, আমাদের দেশের নরনারীকে সমাজসেবায় সম্পূর্ণভাবে দীক্ষিত করিতে না পারিলে বাংলাদেশের ব্যাপক শারীরিক অবনতি রোধ করা যাইবে না। তিনি বিশেষ করিয়া নারী কর্ম্মীদের উপর জোর দেন। সামাজিক উন্নতিতে পুরুষ অপেক্ষা নারীদের প্রভাব অধিক। তাই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দলে দলে সমাজসেবায় যোগদান করা উচিত। ধাত্রীর কাজে, স্বাস্থ্য পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে মেয়েদের যোগদান করা উচিত। এই সকল বিষয় ও কর্ম্মে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে অনেক অশিক্ষিত মহিলার আবেদন পাওয়া যায় কিন্তু কিছু পরিমাণ চিকিৎসামূলক শিক্ষা না পাইলে মহিলারা এই সকল দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে পারেন না।

কর্ণেল চাটার্জ্জী অতঃপর তাঁহার পরিকল্পিত সমাজ-সেবা শিক্ষাদানের নিমিত্ত মহিলা কলেজের কথা বিবৃত করেন। তাঁহার উদ্যমে এই ধরণের একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা হইলে বাংলাদেশের অনেক উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক সরকার পরিশেষে মন্তব্য করেন যে, অনেক বক্তা বলিয়াছেন যে, বোম্বাইয়ের সমাজবিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় প্রতিষ্ঠান না থাকিলেও বাংলায় অন্য ধরণের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে; অতএব মাভৈঃ। কিন্তু এ ধরণের মনোবৃত্তি পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে অনুকূল নহে। প্রথম যৌবনে অধ্যাপক সরকার বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া অনুরূপ চিন্তাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর তিনি তেমনভাবে চিন্তা করেন না। অন্যান্য হাজারো জিনিস থাকিলেও বোম্বাইয়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠান যে বাংলায় নাই ইহাই যখন আলোচ্য বিষয় তখন অন্য প্রকারের প্রতিষ্ঠানের দোহাই পাড়ার কোন অর্থই হয় না।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের সভায়
ডাঃ এন, এন লাহা

৩রা মে ডাঃ এন এন লাহা এম এ, পি এইচ ডি'র সভাপতিত্বে বেঙ্গল ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ডাঃ লাহা তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, গত এক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক কঠোর ঘটনাবলী সঙ্ঘটিত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেসকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর তাহার পূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ন্যায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কসমূহকে এমন এক ওলটের সময়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছে যে এক সময়ে উহাদের মধ্যে কয়েকটির অস্তিত্ব বিলোপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। উপরোক্ত ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কয়েকটি এসোসিয়েশনের সভাশ্রেণীভুক্ত। এই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যে উপরোক্ত অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কম সন্তোষজনক বিষয় নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের অধিকাংশ ব্যাঙ্কই কম মূলধন লইয়া গঠিত এবং তাহারা দীর্ঘকালের মেয়াদে টাকা খাটাইয়া থাকে। গত বৎসর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ব্যাঙ্ক আইনের জন্য পরীক্ষামূলক প্রস্তাব রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহা অনেক দিক্ দিয়াই কঠোর হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানে যে বহুবিধ ত্রুটি রহিয়াছে সে বিষয়ে উহার দ্বারাই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে চোখ খুলিয়াছে। একথা বিশেষ করিয়া এই প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়। অতি সামান্যসংখ্যক ব্যাঙ্কই তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এমন ব্যাঙ্কের সংখ্যা

খুব কমই আছে যাহাদের আদায়ী মূলধন ১ লক্ষ টাকা বা এমন কি ৫০ হাজার টাকা। যে প্রদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে জনসাধারণের অংশ অপেক্ষাকৃত কম এবং যে প্রদেশে লোকের সাধারণ আয়ের পরিমাণ খুব বেশী নয়, সেই প্রদেশে ইহা সম্ভবতঃ অপরিহার্য্য। খুব মোটা মূলধনের অঙ্কের দ্বারা কোনও ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা লাভ হইতে পারে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন আমি তাঁহাদের দলে নই। আমি জানি যে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কসমূহ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আগ্রহে নিজেদের মধ্যে অতি অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা করায় যে কিরূপ বিপরীত ফল দেখা দিতে পারে ঐ সকল ব্যাঙ্ক সকল সময়ে সে বিষয়ে সচেতন নয়। এইরূপ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন আকারে হইয়া থাকে। হয়ত আমানতের দরুণ অত্যধিক হারে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে এবং ফলে যে টাকা খাটান হয় ও যে সুদ দেওয়া হয় তাহার দরুণ উচ্চতর হারের ব্যবস্থা করা হয় কিম্বা বিভিন্ন শাখা ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এই এসোসিয়েশনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমানত সম্পর্কে সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করা। এসোসিয়েশন এযাবৎ এই সম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। এসোসিয়েশন যে কেন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্ন সম্পর্কে কোনরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হইতে উহা যে বিরত রহিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। এইরূপ যে বিষয়ের সহিত বহুসংখ্যক ব্যাঙ্কের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র সর্ব্বসম্মতিক্রমেই কোনও-কিছুর হার নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। সমস্ত ব্যাঙ্কের ব্যবসায় সম্পর্কে আপনাদের ন্যায় আমিও বেশ ভালই বুঝি যে, মফঃস্বলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সুবিধার অভাব আছে এবং আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় জেলার অভ্যন্তর ভাগে যেরূপ কাজ করা যাইতে পারে সেইরূপ কার্য্য-ক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই বিষয়েও কোন কোন ব্যাঙ্কের কার্য্য-কলাপ সুবিবেচিত পন্থায় পরিচালিত হয় নাই বলিয়াই আমার আশঙ্কা হয়। যাহাতে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যধিক ভীড় না করিয়া সমগ্র প্রদেশকে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করিয়া নিজেদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কসমূহ কি নিজেদের মধ্যে একটি মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না? আমার মনে হয়, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই এসোসিয়েশনের সাহায্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কসমূহকে যুক্ত করার সহিত শাখা ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কিত প্রশ্নের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদি অল্পসংখ্যক সুপরিচালিত বড় ব্যাঙ্ক ও তাহাদের অধীনে সমগ্র প্রদেশে বিভিন্ন শাখা ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয় তবে তাহা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ব্যাঙ্কের একই এলাকায় বা এলাকাসমূহে ভীড় করা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় হইবে। বাঙ্গালা প্রদেশের ব্যাঙ্কসমূহ ক্ষুদ্র। এমন কি আমাদের বৃহত্তর ব্যাঙ্কসমূহও ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের ঐরূপ ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। যদি ঐরূপ কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের পক্ষে পরস্পর যুক্ত হওয়া সম্ভবপর হইত, তবে আমরা আমাদের প্রদেশে এমন কয়েকটি প্রকৃত শক্তিশালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাইতাম যাহা অন্যান্য দেশের বড় বড় ব্যাঙ্কের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। কিন্তু আমি ইহাও বলিতে চাই যে, ক্ষুদ্রতর ব্যাঙ্কসমূহকে যুক্ত করার যেরূপ আবশ্যকতা আছে, বড় ব্যাঙ্কগুলিকে যুক্ত করার আবশ্যকতা সেরূপ তীব্র নয়।

আমি এবিষয়ে চিন্তা করিয়া কয়েকটি কথা বলিতেছি এবং আশা করি ইহাদ্বারা এতৎসম্পর্কে পরবর্ত্তী আলোচনার সুবিধা হইবে। এই সমস্ত লোন অফিসের দেনাপাওনা সম্পর্কে বিশেষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক। যে পাওনা আদায় হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাকে অনাদায়ী বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। মোট আমানতের উদ্বৃত্ত অংশকে সেভিংস ব্যাঙ্কিটাদে পরিণত করিতে হইবে এবং ব্যাঙ্কগুলিকে নূতনভাবে কারবার আরম্ভ করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। সমস্ত আমানতকারী এবং সেভিংস-হোল্ডারের অবস্থা এক প্রকার হইবে এবং তাহারা ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ দাবী করিতে পারিবে। অবশ্য অন্যান্য অবস্থার উপর এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। ব্যাঙ্কগুলিকে টাকা খাটাইবার গতানুগতিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে

এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাঙ্কসমূহ পরিচালিত করা প্রয়োজন। ইহা দ্বারা ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত লোন অফিস একত্রিত করা প্রয়োজন হইবে। কারণ পুনর্গঠিত লোন অফিসগুলি ক্ষুদ্র হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। লোন আফিস সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিবেন কিনা তৎসম্পর্কে আমি বিশেষ নিশ্চিত নহি। তবে আমি আশা করি তাঁহারা এতৎসম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। বঙ্গীয় মহাজনী আইন বলবৎ হওয়ায় বাঙ্গলার ব্যাঙ্কগুলির যে সমস্ত অসুবিধা হইয়াছে আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে সমস্ত ব্যাঙ্কের প্রতি আইনটি প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা মূল বিলে করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিলের সংশোধন করিতে সম্মত হন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে আইনের গণ্ডী হইতে বাদ দেওয়া হয়। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালার অধিকাংশ ব্যাঙ্কই এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আইনটি বলবৎ হইবার পর ছয় মাসের বেশী অতীত হইয়াছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কের নোটিফিকেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত করা সম্পর্কে এখনও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ইহার ফলে কয়েকটি উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের নিকট বারংবার আবেদন করা সত্ত্বেও তাঁহারা এতদ্‌সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের কমিটির পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতেও বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্পর্কে কোন আশ্বাস দিতে পারেন নাই। এতদ্‌সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। বাঙ্গালায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু এখনও এই দিক্ দিয়া অনেক-কিছু করিবার আছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের চেষ্টাতেই এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা এজন্য সকলের ধন্যবাদ পাইবার উপযুক্ত।

পণপ্রথা নিয়ন্ত্রণ বিল

গত ৪ঠা এপ্রিল ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস হিন্দু বিবাহে পণপ্রথার নিয়ন্ত্রণকল্পে একটি বিল উত্থাপন করিয়া উহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবক্রমে উহা জনমত সংগ্রহার্থ পুনঃ প্রেরিত হয়।

উক্ত বিলে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, হিন্দু সমাজে বিবাহে কোন পক্ষই মোট ৫১৲ টাকার বেশী পণ লইতে বা দিতে পারিবে না। যিনি ঐ ধারার বিরোধী কাজ করিবেন, তাঁহাকে অনূর্দ্ধ ২ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনূর্দ্ধ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে।

এই বিল পূর্ব্বেও একবার জনমত সংগ্রহার্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তখন মাত্র রক্ষণশীল দল—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্র এই বিলের পক্ষে মত প্রকাশিত হইয়াছিল।

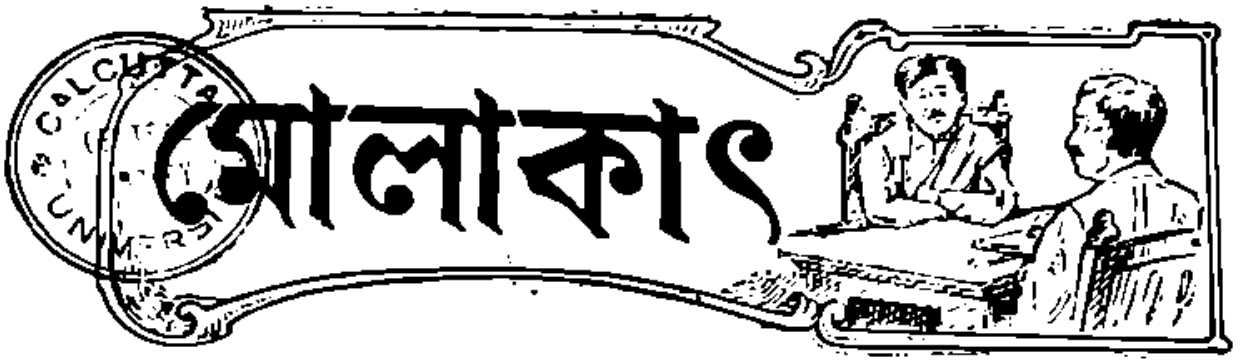

সমাজ সেবার প্রতিষ্ঠান

(২)

পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্

[মিসেস বেনির সহিত আমার যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল। মিসেস বেনি এষ্টাব্লিষ্ট মেটারনিটি সেণ্টারের কর্ত্রী। এই সেণ্টারটী ৩৫নং বেনিয়াপুকুর রোডের উপরে অবস্থিত। মিসেস বেনির সহৃদয় অভ্যর্থনার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য লেখক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। ডাঃ বিগারের সৌজন্যে এখানেও লেখকের আলোচনা করিবার সুবিধা হইয়াছে।]

প্রঃ—এই প্রতিষ্ঠানটী কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ?

উঃ—ইহা ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার বয়স বিশ বৎসর।

প্রঃ—আমাদের দেশে লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান এতদিন সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় !

উঃ—এখানে আমিই প্রায় ১০।১২ বৎসরের উপর আছি। ডাঃ বিগার এবং অন্যান্য রেডক্রস্ সোসাইটীর পরিচালকেরা ইহার বিশেষ তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

প্রঃ—এখানে সর্ব্বসমেত কতজন লোক নিযুক্ত রহিয়াছেন ?

উঃ—একজন হেলথ্ ভিজিটর, একজন মিড্‌ওয়াইফ্ ও তিনজন নিম্ন কর্ম্মচারী।

প্রঃ—এই প্রতিষ্ঠানটী চালাইবার জন্য কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন ?

উঃ—রেডক্রস্ সোসাইটীর সাহায্য কিছু পাওয়া যায়, করপোরেশন হইতে কিছু টাকা পাওয়া যায় (যদিও এখন পরিমাণ কমিয়া ছাড়া এখানে সেণ্ট জন হেলথ্ স্কুলের ছাত্রীরা প্রাক্টিকাল ডিমন্সট্রেশনের জন্য আসেন বলিয়া সেবাম হইতেও কিছু সাহায্য পাওয়া যায়।

:—আপনার খরচা প্রধানতঃ কি কি বিষয়ে হইয়া থাকে ?

উঃ—খরচা হিসাবে প্রধানতঃ আমরা ষ্টাফের মাহিয়ানা দিই ২৪০৲, বাড়ীভাড়া দিই ৭০৲, ইলেকট্রিক খরচা লাগে ১০৲, দুধ ইত্যাদি খাদ্যের জন্য খরচা হয় প্রায় ১০০৲।

প্রঃ—প্রতিদিন কত পরিমাণ দুধ আপনাদের খরচ করা হইয়া থাকে।

উঃ—আমাদের এখানে খাঁটি দুধ দিন দশ সের লাগে আর স্কিমড্ দুধ প্রায় পনের হইতে কুড়ি সের পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

প্রঃ—দুধ ছাড়া আর কি আপনারা দেন ?

উঃ—আমরা প্রত্যহ খিচুড়ি দিয়া থাকি।

প্রঃ—অন্যান্য খাদ্য আর কি দেন ?

উঃ—দুধ আর সুজি এক সঙ্গে মিশাইয়া দিই, ক্রাস্ড্ হুইট্ সিদ্ধ দিই। মেটের জুস সপ্তাহে একবার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া শাকসব্জী ও ফলমূলও দেওয়া হয়।

প্রঃ—আপনারা কোন্ বয়সের ছেলেকে কিরূপ খাদ্য দিয়া থাকেন ?

উঃ—পাঁচ মাসের ছেলেকে আমরা খুব পাত্‌লা শাকসব্জী

সিদ্ধ করিয়া তাহার যুস খাওয়াই। যখন ছয় মাসে পড়ে একটু একটু করিয়া শক্ত খাদ্য অর্থাৎ সিদ্ধ ভাত মোলায়েম করিয়া খাওয়াইতে বলি। ছোট ছোট ছেলেদের ফলের রসও খাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু একটু বড় হইলেই কাঁচা ফল খাইতে দেওয়া হয়। টোম্যাটো, কমলালেবু, কলা, পপে প্রভৃতি ফল আমরা দিয়া থাকি।

প্রঃ—কোন খাদ্যের মধ্যে খাদ্যাংশ অধিক আছে?

উঃ—যে ছোলার কল বাহির হইয়াছে সেই ছোলাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

প্রঃ—আপনারা কি ঐ খাদ্য ব্যবহার করেন?

উঃ—প্রসূতির স্বাস্থ্যের জন্য এই প্রকারের খাদ্য আমরা ব্যবহার করি এবং উপদেশ দিই যাহাতে তাঁহারা ব্যবহার করেন।

প্রঃ—আপনাদের এখানে কি কি যন্ত্রপাতি একান্ত প্রয়োজনীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে?

উঃ—১। ওয়েয়িং মেশিন; ২। পেলভিক্ মিটার; ৩। স্পেকুলাম; ৪। সিরিঞ্জ; ৫। ফরসেপ্ (ভেসিং); ৬। টন্স-ডিপ্রেসর; ৭। স্পাচুলা; ৮। মেডিসিন স্কেল; ৯। পেষ্টিংএর জন্য স্লেট; ১০। ইউরিনোমিটার; ১১। টেষ্ট টিউব্; ১২। টেষ্ট টিউব্ হোল্ডার।

প্রঃ—আপনাদের কি কি বিষয়ের জন্য কয়টী ঘর প্রয়োজন হয়?

উঃ—একটী অফিস ঘর, একটী ডাক্তারের ঘর এবং একটী ওজনের ঘর, একটী রান্নাঘর, একটী পরীক্ষাগার।

প্রঃ—ডাক্তারের ঘরে সাজসজ্জা কি?

উঃ—একটী এ্যাক্টিনেট্যাল টেবিল মেয়েদের পরীক্ষার জন্য, একটী ওয়াশিং ষ্ট্যাণ্ড, একটী মেডিসিন টেবিল, পাচখানি চেয়ার, একটী লেখার টেবিল। ইহা ছাড়া মেডিসিন চেষ্ট আর একটী বিষ (পয়েসন্) চেষ্ট আলাদা রাখিতে হয়।

প্রঃ—ঔষধ ব্যতিরেকে আর কি কি দ্রব্য আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয় মনে হয়?

উঃ—বিছানার চাদর, তোয়ালে, বালিসের ওয়াড়, মশারি এবং পরদা। হাত ধোয়া এবং ঐ সব জিনিষপত্র কাচাইবার জন্য কিছু সাবানও আবশ্যক।

প্রঃ—আপনার ষ্টোরে কি কি জিনিষ মজুত রাখেন?

উঃ—১। সরিষার তৈল; ২। কেরোসিন তৈল. ৩। কয়লা, কাঠ, গুঁটে, দেশলাই; ৪। লবণ; ৫। মরিচ, লঙ্কা প্রভৃতি মশলা; ৬। ফিনাইল এবং ৭। ওয়াশিং সোডা।

প্রঃ—দৈনিক কতজন শিশু পরীক্ষাগারে আসে?

উঃ—নূতন যে সব শিশু আসে তাহাদের সংখ্যা ৩৮ হইতে ৪০।

প্রঃ—কতজন জননী আপনাদের এখানে আসেন?

উঃ—জননীদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায় —নূতন মাতা, দ্বিতীয়তঃ এ্যান্টিনেট্যাল কেস বা প্রসবের পূর্ব্বাবস্থায় আছেন এমনধারা মাতা এবং তৃতীয়তঃ পোষ্ট নেট্যাল কেস বা প্রসবের পরেই যে সব জননীরা আসেন। এখানে আসেন এমন নূতন মায়ের সংখ্যা ৩৬, এ্যান্টিনেট্যাল কেস ৬টী, পোষ্ট নেট্যাল কেস ৩১টী জন।

প্রঃ—কেবলমাত্র দুধের জন্য আসে এমনধারা মাতা ও শিশুর সংখ্যা কতজন হইবে?

উঃ—কেহই না।

প্রঃ—ডাক্তারকে দেখাইবার জন্য প্রতিদিন শিশু ও জননী ধরিয়া কতজন আসিয়া থাকে?

উঃ—মাতা ও শিশু উভয় লইয়া প্রায় বিশজন হয়।

প্রঃ—কেবলমাত্র রোগের পরীক্ষার জন্য কি কেহ আসে?

উঃ—এখানে প্রসূতি বা জননী ব্যতিরেকে অন্য কোন রোগীকে দেখা হয় না।

প্রঃ—কি কি রোগ আপনাদের এখানে পরীক্ষিত হইয়া থাকে?

উঃ—চোখ কাণ, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পীড়া, জননীর পীড়া, শিশু অবস্থার সাধারণ অসুখ এবং শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমাদের এখানে লোকে আসিয়া থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা যেসব স্থলে এ্যান্টিনেট্যাল কেস আপনারা

দেখেন নাই, প্রসব হইবার পর যদি সেরূপ কোন জননী তাহার শিশুর চিকিৎসার জন্য আপনাদের এখানে আসেন আপনারা কি করেন ?

উঃ—যদি শিশুর বয়স তিন মাসের মধ্যে হয় তাহা হইলে উহার শুশ্রূষা বা চিকিৎসার ভার আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

প্রঃ—আচ্ছা বলিতে পারেন কেন কোন ছেলের ওজন বাড়ে আবার কোন ছেলের কিছু উপকারই হয় না, অথচ তাহারা আপনাদেরই চিকিৎসাধীন থাকে ?

উঃ—প্রধান কারণ হইল তাহাদের বাটীর অবস্থা। যদি পিতামাতার সম্বন্ধ বেশ সন্তোষজনক হয়, যদি আর্থিক অবস্থা অন্ততঃ চলনসই হয়, তাহা হইলে আমাদের চিকিৎসায় ফল না হইতে বড় দেখা যায় না। কিন্তু বাটীর অবস্থা যদি খুবই খারাপ হয় এবং পিতা দুশ্চরিত্র ও মাতাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয় সে সব ক্ষেত্রে শিশুদের দেহ ও মন উভয়ই ভগ্নুর হইয়া যায় এবং সে সকল স্থলে উন্নতি দেখা যায় না।

প্রঃ—সাধারণ ভারতীয় শিশুর ওজন কত ?

উঃ—প্রায় ছয় পাউণ্ড হওয়া সাধারণ নিয়ম।

প্রঃ—ছয় মাসের পর কতটা ওজন হওয়া আবশ্যক ?

উঃ—শিশুর ওজন ছয় মাস পরে উহার দ্বিগুণ হওয়া বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ ১২ পাউণ্ড হওয়া উচিত এবং বার-মাস পরে উহার ওজন অন্ততঃ পক্ষে ১৮ পাউণ্ড হওয়া চাই।

প্রঃ—আপনাদের এখানে কি ধরণের কেস আসে ? আসিলে বৎসরে কয়টা আসিয়া থাকে ?

উঃ—আমাদের এখানে দাই আছে এবং আমিও লেবার কেস কণ্ডাক্ট করিয়া থাকি। এখানে গত বৎসর প্রায় ৬৩টা কেস আসিয়াছিল।

প্রঃ—আচ্ছা যেখানে প্রসব বেদনা উঠায় আপনাদের সাহায্য চাহে, সেখানে আপনারা কি করেন ?

উঃ—যদি আমাদের রোগী হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই যাই এবং আমাদের রোগী না হইলেও আমরা সুপারভাইজ করিয়া থাকি।

প্রঃ—গত বৎসর কতগুলো লেবার সুপারভিশন করিয়াছেন ?

উঃ—মোট ২০টী সুপারভিশন করা হইয়াছে।

প্রঃ—আপনাদের রোগীদের মধ্যে মৃত্যু কিরূপ ?

উঃ—প্রসূতির মৃত্যু হইল ১৯৩৯ সনে ৮·৪% এবং ১৯৪০ সনে ৪·৯%। শিশুর মৃত্যু হইল ১৩·৭৯% ১৯৩৯ সনে এবং ১৯৪০ সনে ৯·৪৪%।

প্রঃ—এত বেশী প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যুর কারণ কি ?

উঃ—প্রথম হইল দারিদ্র্য, দ্বিতীয় হইল বাটীর বা সাংসারিক অবস্থা। তৃতীয় হইল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং চতুর্থ হইল জলের ও বসবাসের স্থানের টানাটানি।

প্রঃ—কি কি ঔষধ আপনারা খুব বেশী ব্যবহার করেন ?

উঃ—"কারসোলেট" টাবলেট (ইহাতে আছে সোডি-এট্ এ্যানোমিয়াম সাইট্রেট্), কড্ লিভার অয়েল, কাষ্টর অয়েল, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্।

প্রঃ—আপনারা কি এখানে স্নানের জন্য ব্যবস্থা করেন ?

উঃ—জলাভাব বশতঃ বস্তিতে জননীরা তাঁহাদের শিশু-সন্তানকে ভালভাবে স্নান করাইতে পারেন না বলিয়া আমরা প্রত্যহ যাহাতে শিশুরা স্নান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি।

প্রঃ—আপনার এই প্রতিষ্ঠানটী আরও উন্নত করিতে হইলে কি কি বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে ?

উঃ—একটী ক্রেচ রাখার আবশ্যক। কারণ গরীব মায়েরা যখন কাজে চলিয়া যায় তখন শিশুদের খুবই কষ্ট হয়। তাহা ছাড়া টডলার্সদের জন্য (টডলার্সের বয়স ১৮ মাস থেকে তিন বৎসর) নার্সারি স্কুল একটী বিশেষ আবশ্যক।

[আমাদের দেশে এই ধরণের মেটারনিটি ক্লিনিক্স্ ও সেন্টার যদি প্রতি পাড়ায় একটী দুটী করিয়া ক্লাবের মত খোলা হয়, তবেই এই দরিদ্র অসহায় দেশের মাতা ও শিশুর কিছু উপকার হওয়া সম্ভব। দেশের লোক কি এখনও ঘুমাইয়া থাকিবে ? কি কি উপায়ে এবং কত টাকা খরচা করিলে পারিলে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়া যায় সে বিষয়ে পরের মোলাকাতে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল]

"ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার"

(বোম্বে—এপ্রিল, ১৯৩১)

ধর্ম্মের জীবন।

২। মিঃ জিন্না এবং মুস্লিম লিগ্।

৩। ধর্ম্ম কি কখনও মরিয়া যায় ?

৪। উন্নাব রঘুনাথরা।

৫। বোলপুরের রাজ্যাভিষেক।

"ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি এস্ নটরাজন সম্পাদন করিয়া থাকেন। এখানি বহু পুরাতন সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পত্রিকা বলিয়া পরিচিত। উপরে যেসকল প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে "ধর্ম্ম কি কখনও মরিয়া যায়" বা (ডু রিলিজিয়নস্ ডাই) শীর্ষক প্রবন্ধটী আমাদের নজর আকর্ষণ করে। প্রবন্ধটীর লেখক হইলেন উইলিয়ম কলেজের একজন অধ্যাপক। তাঁহার নাম জেম্স্ বিপ্রাট্।

লেখকের অদ্ভুত আবিষ্কার এই যে আমাদের ঋক্‌বেদের ধর্ম্ম বাঁচিয়া নাই। কারণ আর আমরা ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের পূজা ঋক্‌বেদের যুগের মত করি না। ঠিক সেইরকম গ্রীসের এপোলো, বা থরের বিষয়েও বলা চলে। তা হলে এখন বৈদিক ধর্ম্মের হইল কি ? লেখক নিজেই উত্তর দিয়াছেন—"নট্ ডেথ্ বাট্ ডেভালাপমেণ্ট" (মৃত্যু নহে, উহার উন্নতি ঘটিয়াছে)। যাঁহারা ধর্ম্মালোচক তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যে জীবন আহরণ করিয়াছেন তাহারই ফলে ঋগ্বেদ এখন উপনিষদ ও ভগবদ্গীতায় পরিণত হইয়াছে (ইহা কি বানরের মানুষ হওয়ার সামিল ?)। অবশ্য পুরাতন ভগবানগুলোর অস্তিত্ব তাহাদের নিজের অনুযায়ী ছিলই সত্য এবং সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু সে ধর্ম্মে যে সত্য নিহিত ছিল এক্ষণে তাহা ব্রহ্মতত্ত্বে যেন আরও অধিক প্রকাশিত হইয়াছে।

সেই ব্রহ্মই হইল সবার মূল যেন একগাছি দড়ি তাহাতে হীরা জহরত আটকান আছে। এইরূপে বলা চলে যে বৈদিক ধর্ম্ম মরিয়া যায় নাই। যাহা পরম সত্য তাহা যেন এখন আবরণ ছাড়িয়া নব কলেবরে উজ্জ্বল।

লেখক দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মের মরিয়া যাইবার কারণ পাঁচটী বা ছয়টী হওয়া সম্ভব। ইহাদের মধ্যে একটী হইল মূলধর্ম্মের মধ্যে শাখাধর্ম্মের নিমজ্জন। তাহার উদাহরণ স্বরূপ লেখক দেখাইয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্ম (ইহা কতদূর সত্য ?)। আরও কয়েকটী ধর্ম্ম হয়তো অত্যাচারজনিত বা দুর্ব্বলতার জন্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আর একটী ধর্ম্ম কর্ত্তৃক আক্রমণ ধর্ম্মের অবসানের অন্য কারণ। এই ধরণের অবসান ঘটিয়া থাকে যখন দেখা যায় যে, একটা জাতি আর একটা জাতিকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছে। সেখানে পরাভূত জাতির ধর্ম্ম প্রায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে আর একটী শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাকে লেখক বলেন "কনসারভ্যাটিস্‌ম্" বা রক্ষণশীলতা। রক্ষণশীলতা খুব বেশী হইলেও উন্নতিশীল "ল্যাচারালিস্‌ম" (বা প্রকৃতিত্ব) মানুষকে জয় করিতে সমর্থ হয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, নূতন যদি মানুষের

সত্যই ভাল করে তাহা হইলে পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যাহা প্রকৃতিগত এবং মনুষ্যত্বের দিক্ হইতে প্রশংসনীয় তাহাই আমাদের গ্রহণযোগ্য। লেখক অবশ্য ক্রিশ্চান ধর্ম্মের দিক্ হইতে এই প্রশ্নটী আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি কিছুতেই ভাবিতে পারেন না যে, ক্রিশ্চানধর্ম্ম মরিয়া যাইবে বা যাউক। তাঁহার মতে ক্রিশ্চানধর্ম্ম চলিয়া গেলে মানুষের পক্ষে অনেক মূল্যবান বস্তু জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতে বাধ্য।

লেখকের মতে ক্রীশ্চান ধর্ম্মের মূলনীতি বজায় রাখিয়া ইহার প্রসার ও নূতন ভাব প্রচলন করা সম্ভব ও স্বাভাবিক।

"সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার"

(বোম্বে—এপ্রিল, ১৯৪১)

এই পত্রিকাখানির "ফাউণ্ডার এডিটর হইলেন"—কে এম্ মুন্সি এবং অ্যাক্টিং এডিটর হইলেন পি আর ভাট্ এবং মে কে মুন্সি।

১। পাকিস্থানের "ওয়ার করেসপণ্ডেণ্ট"।
২। ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ ও গভর্ণমেণ্ট।
৩। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ডিক্টেটরশিপ।
৪। সিভিক্ কন্‌সেন্স।
৫। নারী শিক্ষা।
৬। শরীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
৭। সামাজিক নিয়ম।
৮। সামাজ জীবনের প্রাণই হইল ধর্ম্ম।

উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ ও গভর্ণমেণ্ট" শীর্ষক প্রবন্ধটী আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল।

ভারতের উপকূল খুবই প্রকাণ্ড এবং আমাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য অন্য কোন স্বাধীন জাতির জলপথের বাণিজ্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। প্রত্যেক বৎসরই সাত মিলিয়ন টন জিনিষ এবং দুই মিলিয়ন লোক জাহাজে যাওয়া আসা করিয়া থাকে। ভারতের বহির্বাণিজ্যের বহর হইল ২০·৫ মিলিয়ন টন এবং ২০০ জাহাজ যাত্রী ভারতে আসে ও যায়। কাজেই এখন বুঝা যায় যে, কত পরিমাণ জাহাজের কারবার আমাদের দেশে হইয়া থাকে। ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্রিটিশ যে পরিমাণ জাহাজ নিযুক্ত করিয়া থাকে তাহার সংখ্যা হইল ২·৭৫৬ টন (ইহা ১৯৩৮ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখে সেণ্ট্রাল লেজিস্‌লেচারে বলা হইয়াছে)।

ভারতীয় মার্কেনটাইল মেরিন কোষ্টাল বাণিজ্যে ২১% কার্গোর হইল ভারতীয় এবং ৮% যাত্রিবাহীর কার্গোর পরিমাণ। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের অংশ একেবারেই নাই।

কোন দেশ তাহার নিজের পণ্যদ্রব্যের বহন কার্য্য করিতে না পারিলে কোনদিনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ভারতের নৌ-বহরের শক্তি ১,৩৫,০০০ টন মাত্র এবং তাহার ভবিষ্যৎ কিছুমাত্র নাই।

আজ ব্রিটেন যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে তাহাতে ভারতের এত ক্ষুদ্র শক্তিও মানুষ, জিনিষ প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না; কিন্তু তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার কি সময় আজও হয় নাই?

"দি ইরাণ লিগ্ কোয়ার্টারলি"

(বোম্বে—অক্টোবর, ১৯৪০)

প্রিয় পার্সি যুবক।
ফার্দৌসি এবং তাঁহার দেশ হিতৈষিতা।
উচ্চাঙ্গের লোক।
আমাদের সিরাজ চিঠি।
ফার্দৌসির মেমোরিয়াল বাও।
পুরাকালের ইরাণী।
পার্শি ও আরবদের সুরা বিষয়ক গান।
৮। জোরাস্ত্রানিস্‌ম্ ও বিজ্ঞান।

উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "পুরাকালে ইরাণী; তাহাদের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটী অতি সুন্দর। লেখক হইলেন "বিরোধ মূলান"।

পুরাতন ইরাণের সৌন্দর্য্য জোরাস্ত্রাণ নিয়মপদ্ধতির

উপরই স্থাপিত। রাসকিন্ বলিয়াছেন যে, পুরাতন গ্রীসের সৌন্দর্য্য ছিল লাইকারগাসের আইনের উপর স্থাপিত। আর রোমের সৌন্দর্য্য ছিল নিউমার পদ্ধতির উপর এবং ইরাণের সৌন্দর্য্য স্থাপিত হইয়াছিল জোরাস্থানের উপর।

পুরাতন ইরাণের পদ্ধতি ও আদর্শ ছিল যে প্রতিটী শিশুকে প্রকৃত নাগরিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। "আটাস্ নিয়ারেস" প্রক্রিয়ায় প্রার্থনাতে দেখা যায় যে, পিতা তাঁহার পুত্রের জন্য কি চাহিতেছেন। পুত্র যেন জ্ঞানী বিবেচক হয়, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ হয়, সাধারণ সভায় যেন সে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সে যেন চমৎকার, বুদ্ধিমান ও পরিষ্কার দৃষ্টিশালী হয়।

প্রত্যেক ইরাণী চায় যেন তাহার পিছনে একটী উপযুক্ত পুত্র সন্তান জীবিত থাকে। প্রত্যেক ইরাণীর যেন ধর্ম্মগত অভ্যাস যে সে তাহার সন্তানকে প্রকৃষ্ট শিক্ষা দিবে ও তাহাকে মানুষ গড়িয়া তুলিবে। যদি কোন শিশু অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী ঈহার পিতা এবং পিতারই ঈশ্বরের নিকটে তজ্জন্য পাপ ভোগ করিতে হয়। সেই জন্য এই ধরণের পাপ হইতে মুক্ত হইবার আশায় পুত্রকে পাঁচ হইতে সাত বৎসরের মধ্যেই শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষার মধ্যে দৈহিক ও নৈতিক সাত্ত্বিকতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহাই বলা হইত। শিশুরা বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিত খুবই ছেলেবেলা হইতে। সেখানে শিক্ষকেরা তিনটী জিনিষ লক্ষ্য করিতেন: ১। কায় ও খেলা; ২। নৈতিক নিয়মানুবর্ত্তিতা; ৩। আচরণ।

আচরণ যে পুরাতন ইরাণীর কল্পনায় কত বড় ছিল তাহা আধুনিক লোকের শিক্ষণীয় বস্তু।

"এন্নুয়াল রিপোর্ট অব্ দি সেণ্ট্রাল জুট কমিটি ১৯৩৯-৪০"; ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ১৮৪; কলিকাতা।

পুস্তকখানিতে পাট সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মধ্যে যাহা-কিছু তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তৎসমুদয়ই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সনে পাটের অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া কমিটির কিম, ফিস্তাজ প্রভৃতি সব-কিছুই ইহার মধ্যে ভাল ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাট সম্বন্ধে যে-সকল সংখ্যাবাচক তথ্য দেওয়া আছে অর্থ বিজ্ঞানের চর্চা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদের দ্বারা বহু উপকার সাধিত হইবে আশা করা যায়। এপেনডিক্সে পাট সম্বন্ধে গবেষণার ফল যাহা আলোচ্য বৎসরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তৎবিষয়ে বাৎসরিক বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। টেক্‌নলজির বাৎসরিক বিবরণীও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাটের বাজার ও রেলট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধেও বাৎসরিক বিবরণী ইহাতে পাওয়া যায়। সংখ্যা ও খবর (ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ ও ইনফরমেশন) বিষয়ক বিবরণীও দেওয়া হইয়াছে।

বইখানির প্রথম অধ্যায়েই অবশ্য ইণ্ডিয়ান জুট কমিটির উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। তৎপরে দেখান হইয়াছে পাটের সাধারণ অবস্থা ১৯৩৯-৪০ সনে কিরূপ ছিল। তৃতীয় অধ্যায়টী আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক; কারণ ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে কিভাবে পাটের কারবার ও চাষের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। পাটের যেসকল রোগ হওয়া সম্ভব তাহার বিবরণ দেওয়ার পরে উহার কিভাবে উন্নতি করা যায় এবং রোগ বিতাড়িত করিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। রোগের মধ্যে ১। ষ্টেম্ রট ২। ফ্লোরোসিস; ৩। পেলটস্ অব জুট—এই কয়টী রোগের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। টেক্‌নলজিক্যাল রিসার্চের মধ্যে স্পিনিং টেক্‌নিক্, ফাইবার টেষ্টিং, মেসেরেটার কনটেণ্ট অব্ জুট, নিউ ইউস্ ফর জুট ইত্যাদি ধরণের আলোচনা দেখা যায়। সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার দিল্লী, চিত্তাবলদা, কেন্দুপাটনা এবং ঢাকা ও টিপারা প্রভৃতি অঞ্চলেই পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার নিম্নে মার্কেটিং অফিসার, সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যাণ্ট মার্কেটিং অফিসার, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট মার্কেটিং অফিসার প্রভৃতি অফিসারেরা পাটের উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করেন।

"সাম ইনফ্লুয়েন্সেস ষ্টাট মেড্ দি ব্রিটিশ এ্যাড্-মিনিষ্ট্রেটিভ্ সিস্টেম ইন ইণ্ডিয়া"; এম রত্নস্বামী কর্তৃক লিখিত; লুজাক্ কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯; পৃষ্ঠা ৬৬০; মূল্য ২১ শিলিং।

১৯৩৭ সনে সার উইলিয়ম মেয়ার এনডাউমেণ্ট লেক্‌চারের বিস্তৃতি মাত্র এই পুস্তকখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সত্যই সময়োপযোগী, তথ্যপূর্ণ এবং জ্ঞানপূর্ণ। ভারতীয় আধিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানেচ্ছু লোকের পক্ষে ইহা সত্যই অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক হিসাবে গণ্য হইতে পারে।

বইখানিতে প্রায়ই দেখা যাইবে যে, শাসনসম্বন্ধীয় যে পটভূমি আমাদের চোখে কেম্‌ব্রিজ হিষ্ট্রি অব্ ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে পড়ে না, তাহা ইহাতে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বইখানিতে আর এক কথা বলা হইয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম্ যাহা আজকে এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহা ইংরাজদেরই প্রদত্ত চিন্তাধারা।

ইহাকে তথ্যপূর্ণ বলা চলে কেন? ইহার উত্তরে বলিব যে লেখক বইখানিকে এমনভাবে বিভক্ত করিয়াছেন উহাকে স্থানসান্নদম্বত (লজিক্যাল) না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রথমেই লেখক কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন যেখানে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় ব্যাপারের সহিত একত্রিত বা সংযুক্ত হইয়াছেন, যেমন ধরুন বাণিজ্য, সৈন্য, জমির খাজনা, ফ্রন্টিয়ার প্রশ্ন, এ্যাড্-মিনিষ্ট্রেটিভ্ মেশিন প্রভৃতি। এইসকল বিষয়ের সমালোচনা কালে লেখক বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে নূতন কিছু সন্ধান করিয়া বাহির করা যায়, যাহাতে অভ্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায়, এবং সংস্কার বা ট্র্যাডিশনকে ভালভাবেই আঁকিতে পারা যায়। অনেক স্থল পুনঃপুনঃ বর্ণন দোষে দুষ্ট হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে না। এক এক স্থলে এত বেশী "ছাপার ভুল" হইয়া গিয়াছে যে উক্ত পাঠকের ভ্রান্তি ও উদ্বেগ আনিয়া দেয়।

ইহা বিবেচনাপূর্ণ বা জ্ঞানসন্নিবেশিত যদি বলি তাহা হইলে খুব ভুল হইবে না। কারণ "ইণ্ডিয়ান মিউটিনিকে" লেখক এক চমৎকার ভাবে নূতন তুলিতে আঁকিয়া ফেলিয়াছেন এবং ইংলণ্ডের যে পাঞ্জাব ও ফ্রন্টিয়ার হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা ভুল হইয়াছে তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

"দি ইংলিশ বুক ট্রেড", মিস্ প্র্যাণ্ট কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন এণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩১; পৃঃ ৪০০; মূল্য ১০শিলিং।

বইখানি সত্যই তথ্যপূর্ণ। সারা জগৎ যখন যুদ্ধের অবিশ্রান্ত ঝড়ে মুহ্যমান্ তখন লেখক দেখাইয়াছেন যে কিভাবে বাণিজ্যের গতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নীরবে পথ বহিয়া চলিয়াছে উন্নতির দিকে—লেখক দেখাইয়াছেন যে, মানুষের কৃষ্টি এমনই জিনিষ যাহা অগ্নিতে গলে না, বারুদে পোড়ে না অথবা জলেও ধৌত হইয়া যায় না।

মিস্ প্র্যাণ্টের বইখানি পড়িতে গেলে এইভাবে যদি চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে পাঠক সত্যই শান্তি পাইতে পারেন। বইখানিতে শিক্ষা ও চিন্তার সন্নিবেশ দেখা যায়; কিন্তু অতিশিক্ষার বিস্ফোরণে মানুষকে তুলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহে না।

বইখানির রূপবর্ণনাকালে এবং প্রতি অধ্যায়ের নামকরণ সময়ে মিস্ প্র্যাণ্ট এমনভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন যে, আর্থিক বিশ্লেষণ কার্য্য যে কোন পাঠকের চক্ষের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে যায়। অধিকাংশ স্থলেই একটী প্রশ্ন সকলের মনের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগাইয়া তোলে। সেই প্রশ্নটী হইল—"বইখানির কিরূপ চাহিদা হইল?" বাস্তবিক ভাল বইয়ের চাহিদা ঠিক তাহার গুণ অনুপাতে হওয়া সম্ভব নহে।

অবশ্য যাঁহারা পণ্ডিত লোক তাঁহাদের কাছে পুস্তকের অনেক কথা পূর্ব্বাহ্নে পঠিত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা নূতন শিক্ষার্থী তাঁহাদের কাছে প্রতি পাতায় হয়তো নূতন কিছুর আভাষ পাওয়া অসম্ভব হইবে না।

ক্রি ট্রেড্ এবং মনোপলির জয়, মূল্য সংরক্ষণ নীতির জয়, মার্সালের সহিত ম্যাক্কুলক্ ও জনষ্টুয়ার্ট মিলের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের লেখিকা অতি সুন্দরভাবেই লিখিয়াছেন।

"এ হাণ্ড্রেড্ ইয়ার্স অব ইকনমিক ডেভালাপমেণ্ট" জি পি জোনস এবং এ জি ল্যুস কর্তৃক লিখিত; ডাক্‌ওয়ার্থ কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৪১৫, মূল্য ১০শিলিং মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিবরণী হওয়া উচিত আর্থিক সমস্যাপূর্ণ। "বস্তুর" উপরে মানুষের যে কতটা ক্ষমতা আছে সে কথা এত ভালভাবে মানুষ কখনও জানিতে পারে নাই। পার্থিব বিষয় মানুষকে এত বেশী ইহার পূর্ব্বে কখনও আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। বইখানিতে ইকনমিক্ হিস্ট্রির সিরিজের পুস্তকের মধ্যে অন্যতম তারকা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

লেখক অবশ্য সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কিভাবে উৎপন্নের রূপ ও প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল, কিভাবে বণ্টনের উপায় পরিবর্ত্তিত

হইল, ইত্যাদি বিষয়। তবে পাব্‌লিক্ হেল্‌থ্, হাউসিং, সোশ্যাল সার্ভিস অথবা যুদ্ধের আর্থিক প্রভাব প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়।

বইখানির প্রথমভাগে ১৮৪০ হইতে ১৮৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত সময়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে ট্রান্সপোর্ট, এগ্রিকালচার টেক্সটাইল, কয়লা, রেল, এঞ্জিনীয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রী, ক্রেডিট্ এবং বিজ্‌নেস অর্গ্যানিজেশন সম্বন্ধে বিশদ্ আলোচনা করা হইয়াছে। এগ্রিকালচার ও ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিস্‌ক্যাল পলিসির অবতারণা ও তাহার পরিণতি বিষয়ক আলোচনায় লেখকের গভীর জ্ঞান ও যৌলিকতা প্রকাশিত হইয়াছে একথা স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অংশে ১৮৭৫ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত সময় গ্রহণ করা হইয়াছে। ডিপ্রেশন সম্বন্ধে যে যে চিন্তাধারা সাধারণতঃ দেখা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, কি কি ভ্রান্তি তাহাতে থাকিয়া যায়। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গ্যানিজেশন সম্বন্ধেও লেখক অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।

"প্রিন্সিপলস্ অব ইকনমিক্ সোসিয়লজি" ডি এম্ গুড্‌কেলো কর্তৃক লিখিত; রটলেজ কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩১; পৃঃ ২৮১; মূল্য ১২শিলিং ৬ পেন্স।

২। "ল্যাণ্ড লেবার এণ্ড ডায়েট ইন নর্দার্ণ রোডেশিয়া"; ও আই রিচার্ডস্ কর্তৃক লিখিত; হাম্ফ্রে মিলফোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯; পৃঃ ৪১৫; মূল্য ৩০ শিলিং।

৩। "ইণ্ডিয়া ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স; এ ষ্টাডি ইন কনষ্টার্ল পলিসি।" বালকৃষ্ণ মদন কর্তৃক লিখিত; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন, ১৯৪০; পৃঃ ২৭৯; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

৪। "ফ্রি ট্রেড্ এণ্ড পিস"; এল্ বাউডিন কর্তৃক লিখিত; ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৮৭; মূল্য ২ শিলিং ৬ পেন্স।

৫। "প্রব্লেমে ইকনমিকে দে লা গেরে তোতালে"; এল লাউডেল কর্তৃক লিখিত; রিজেরে সিরিয়ে কর্তৃক প্রকাশিত; প্যারি; ১৯৪০; পৃঃ ২৯৬; মূল্য ৮০ ফ্রাঁ।

৬। "ইংলিশ থিওরিজ অব সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কণ্ট্রোল"; ই উড্ কর্তৃক লিখিত; কেম্ব্রিজ্ ১৯৪০; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ২৪০; মূল্য ২৬ শিলিং ৬ পেন্স।

৭। "দি ভ্যারিয়েট ডিক্লারেন্স মেথড্" জি টেণ্টনার কর্তৃক লিখিত; প্রিন্সিপিয়া প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ব্লুমিংটন; ১৯৪০; পৃঃ ১৭২।

৮। "ষ্টাডিস্ ইন্ আলি ফ্রেক ট্রান্সেশন"; জে আর স্প্রেয়ার এবং সি এইচ্ টেলর কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৯; পৃঃ ২০০; মূল্য ৬ শিলিং মাত্র।

৯। "সিজন্যাল ভ্যারিয়েশন্স্ ইন দি ইকনমিক্ এক্‌টিভিটিজ অব জাপান"; ডাবলিউ এ স্পার কর্তৃক লিখিত; নেব্রাস্কা ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লিন্‌কলন; ১৯৪০; পৃঃ ১২৯; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স মাত্র।

১০। "ফরেন এক্সচেঞ্জ প্র্যাক্‌টিস্ এণ্ড পলিসি"; এফ্ এ সাউদার্ড কর্তৃক লিখিত; ম্যাক্‌গ্রহিল্ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক এণ্ড লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ২১৫; মূল্য ১৬ শিলিং ৬ পেন্স।

১১। "ম্যানেজমেণ্ট এণ্ড দি ওয়ার্কার"; ডাবলিউ জে ডিক্‌সন কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৬১৫।

১২। "দি প্রোটেকশন অব্ আমেরিকান এক্সপোর্ট ট্রেড"; এফ বি সেয়ার কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; চিকাগো; ১৯৪০; পৃঃ ৯৩; মূল্য ৯ শিলিং মাত্র।

১৩। "টেস্‌টস্ অব সিগ্‌নিফিক্যান্স; হোয়াট দে মিন এণ্ড হাউ টু ইউস্ দেম্"; জে এইচ্ স্মিথ কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; চিকাগো, ১৯৪০; পৃঃ ৯০; মূল্য ৬ শিলিং।

ভারতের লোক-সংখ্যা ও দারিদ্র্য

অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক কার-সণ্ডার্সের প্রামাণ্য গ্রন্থ "ওয়ার্ল্ড-পপিউলেশন"এ দেখা যায় যে, ১৬৫০ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে সারা দুনিয়ার লোকসংখ্যাতে ইউরোপের ভাগ বেড়েছে শতকরা ১৮·৩ থেকে ২৫·২, আর এশিয়ার ভাগ কমেছে শতকরা ৬০·৬ থেকে ৫৪·৪। বুর্জোয়া সভ্যতার যুগে এশিয়াতে লোক কমেছে আর ইউরোপেই বেড়েছে —অথচ সাধারণতঃ সকলের ধারণা ঠিক ইহার বিপরীত।

১৮৭০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে নানা দেশের লোক-সংখ্যা কি অনুপাতে বেড়েছে, তার একটা হিসাব দেখা যাক :

দেশ	বৃদ্ধির শতকরা হার
ভারতবর্ষ	১৮·৯
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স	৪৮·০
জার্ম্মাণি	৫৯·০
বেলজিয়ম	৪৭·৮
ইট্যালি	৬২·০
রুশদেশ	৭৩·৯
ইউরোপ মহাদেশ (গড়ে)	৪৫·৪

(ব্রজনারায়ণ, পপিউলেশন অব্ ইণ্ডিয়া পৃঃ ১১)

ফ্রান্স ছাড়া যে কোন ইউরোপীয় দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম!

১৮৮১ সনে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ, ১৯৩১-এ প্রায় ৫ কোটি। ঐ সময়ে ভারতের লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে ২৫ কোটি থেকে ৩৪ কোটির কিছু বেশী। কিন্তু আবার ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ভারতের আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই আদমসুমারীর কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, এ দেশে ঐ সময়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩১·৭— অর্থাৎ গত ৫০ বৎসরে বিলাতের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার এদেশের প্রায় দ্বিগুণ।

কেবল ১৯২১-৩১এ এই দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার (শতকরা ১০·৬) ইংলণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু তখনও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৪·২, আর সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৭·৯। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিকে দারিদ্র্যের মূল বলা মূঢ়তাই হবে, কারণ আশা করা যায় সকলেই স্বীকার করবেন যে, ১৯২১ থেকে ভারতের দারিদ্র্য আরম্ভ হয়নি।

১৯৩১ সনে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কমিটির রিপোর্টে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সরকারী কমিটি হলেও এর সভ্যেরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, লোকসংখ্যাধিক্যকে দেশের দারিদ্র্যের কারণ বলে যে প্রচার চলে, তা একেবারে ভুল। ঐ রিপোর্টের ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে যে, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সনের মধ্যে ১২·১৭, ১৯০১-১১তে ১০·২১ আর ১৯১১-২১এ ৪·৮, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে ঐ সময়ে হার ছিল যথাক্রমে ২·৪, ৫·৪ ও ১·৩।

১৯৩১ সনের হিসাবে সারা ভারতবর্ষের প্রতি বর্গ-মাইলে লোকসংখ্যা ছিল গড়ে ১২৫; বিলাতের অনুরূপ হিসাব হচ্ছে ৬৮৫। বেলজিয়মে ৭০২, ইট্যালিতে ৩৩১ আর জার্ম্মাণিতে ৩৪৮। এ হচ্ছে অবশ্য সারা দেশ নিয়ে গড়পড়তা হিসাব। কিন্তু ভারতবর্ষের যে প্রদেশে আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশী, সেই বাঙ্গলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে অধিবাসী সংখ্যা হচ্ছে ৬৪৬, অর্থাৎ বিলাত আর বেলজিয়মের চেয়ে কম।

বাঙলার কোন কোন জেলায় অবশ্য বসতি খুবই ঘন-সন্নিবিষ্ট ; যেমন দেখি যে ঢাকাতে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১২৬৫, ত্রিপুরায় ১১৯৭ কিম্বা ফরিদপুরে ১০০৩জন অধিবাসী থাকে। কিন্তু ১৯৩১ সনের আদমসুমারী রিপোর্টে বাঙলা দেশ সম্বন্ধে এই আলোচনার শেষে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, এখানে চাষের জমিতে উন্নত উপায়ে উৎপাদনের ব্যবস্থা হলে অতি সহজে বর্তমান লোকসংখ্যার দ্বিগুণ প্রতিপালিত হতে পারে।

এখন কথা উঠবে যে, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার বিশেষ ভীতিকর না হলেও প্রজাবৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। একথা কিন্তু সত্য নয়। অবশ্য এদেশের কৃষিব্যবস্থা মান্ধাতার আমলে যা ছিল এখনও তাই ; আমাদের বর্তমান শাসকরা তার উন্নতি না ঘটিয়ে এ বিষয়ে নিদারুণ অবহেলাই দেখিয়ে এসেছেন। আমরা যদি সভ্য মানুষের মত থাকতে চাই তো তার ব্যবস্থা এখন এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু এ শোচনীয় পরিস্থিতির কারণ লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি নয়, কারণ হচ্ছে উৎপাদনের আদিম ব্যবস্থা, জমিদারী-পুঁজিদারী হুকুমৎ আর তার আশ্রয় ও অবলম্বন বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র। সে যাই হোক, এখনো এদেশে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির চেয়ে খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধির হার বেশী আছে।

১৮৯১ থেকে ১৯২১এর মধ্যে লোকসংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ৯'৩। ঐ সময়ে শস্যোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমিও বেড়েছে, আর তার হার হচ্ছে শতকরা ১৯, অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের দ্বিগুণ।

১৯২১-৩১এ লোকসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দশ বৎসর সম্বন্ধে মাদ্রাজের অধ্যাপক পি জে টমাস্ সহজে হিসাব করে পপিউলেশন অ্যাণ্ড প্রোডাক্‌শন (১৯৩৫)এ দেখিয়েছেন যে, তখন লোকসংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ১০'৪, কৃষি-উৎপাদন বেড়েছিল শতকরা ১৬, আর শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল শতকরা ৪১। ম্যাল্‌থসের অনুরাগী হিন্ত অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার "ফুড প্ল্যানিং (১৯৩৮) গ্রন্থে বহু তথ্য আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন।

লণ্ডন "টাইমসে" অধ্যাপক টমাস্ ১৯৩৫এর ২৪শে অক্টোবর তারিখ একটি বিস্তৃত পত্রে লিখেছিলেন : "১৯০০ থেকে ১৯৩০এর মধ্যে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৯ ; তখন খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় ৩০, আর শিল্পোৎপাদন বেড়েছে শতকরা ১৮৯। ১৯২১-৩০এ লোকসংখ্যা খুব দ্রুত বেড়েছে বটে, কিন্তু তখনও উৎপাদন সে বৃদ্ধির তালে পা রেখে যেতে পেরেছে। সুতরাং উৎপাদনের তুলনায় যে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বেড়েছে, তা বলা চলে না। যাঁরা এদেশের "পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা" দেখে ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তাঁরা দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ও অনুরূপ ব্যাপারে মনোযোগ দিলেই ভাল করবেন।"

এসব কথা পণ্ডিতেরাই অকাট্য তথ্য সংগ্রহ করে বলছেন।

অবশ্য কেউ যেন মনে না করেন যে, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি ভারতবাসীদের জীবনযাত্রার পক্ষে যথেষ্ট। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, আমাদের খাদ্য দুগ্ধ ইত্যাদির উৎপাদন এদেশবাসীর যথার্থ যা প্রয়োজন, তার চেয়ে রীতিমত কম। কিন্তু তার কারণ হচ্ছে এই যে, বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এদেশের বিপুল সম্পদের পূর্ণ বিকাশ একেবারে অসম্ভব। আমাদের প্রকৃতিদত্ত সম্পদকে জন-হিতার্থে ব্যবহার করতে পারলে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী লোকের উন্নত ধরণের জীবনযাত্রার সংস্থান সহজেই সম্ভব। কিন্তু এখনকার অবস্থায় তার কোন আশা নেই।

বর্তমান সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থার যাঁরা সমর্থক, সাম্রাজ্যতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় পুঁজিদার জমিদারের অবাধ প্রভুত্বকে যাঁরা ঈশ্বরের অকাট্য বিধান মনে করতে চান, তাঁরাই প্রচার করে থাকেন যে, এদেশের দারিদ্র্যের মূলগত কারণ হচ্ছে এখানকার লোকসংখ্যা, তাঁরাই ভারতীয় ম্যাল্‌থসের আবির্ভাবের আশায় হাহুতাশ করেন, তাঁরাই ভারতীয় "পুত্র-কন্যার প্রবল বন্যার" গতিরোধের জন্য চীৎকার করেন। এই দলের একজন প্রধান প্রতিনিধি শ্রীমতী

অ্যান্ড্রুজ তাঁর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অব ইণ্ডিয়া (পৃঃ ৪০)তে লিখেছেন : "একথা শোনা যায় যে, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা অতিরিক্ত নয়, এমন কি দেশের উৎপাদন ও সম্পদ-বণ্টনের ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারলে আরও বহু লোকের সংস্থান ভারতবর্ষে আছে। অবস্থার উন্নতি ঘটলে যে তা সম্ভব একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতে লোকসংখ্যা কমলে জনপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ সন্তোষজনক হতে পারে।" তাঁর মত পণ্ডিতেরা যে কেবল বর্ত্তমান অবস্থা নিয়েই ব্যস্ত আছেন, তার একটা বিশিষ্ট কারণ রয়েছে। বর্ত্তমান অবস্থা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফল, বহুমুখী শোষণ-পদ্ধতির একমাত্র পরিণাম। পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী; তাই কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়া তাঁদের মনোমত নয়। সুতরাং তাঁদের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ পথ হচ্ছে কেবল 'বর্ত্তমান অবস্থা' নিয়ে মাথা ঘামানো, আর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাবার যে চেষ্টায় গণশক্তি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে গুণাক্ষরে সে চেষ্টাকে সমর্থন না করা। কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন, বর্ত্তমান অবস্থা যে চিরন্তন নয় তা আমাদের জনসাধারণ বুঝেছে, আর যখন সে অবস্থার অবসান তারা ঘটাবে তখন ভারতবর্ষের অতিরিক্ত লোকসংখ্যার নামে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের অপপ্রচার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকবে না।

দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল কয়েকজন খ্যাতনামা অর্থনীতিক ও সংখ্যাশাস্ত্রবিদ্ ধনিক, সাম্রাজ্যতন্ত্রের সনাতন শ্রেষ্ঠতা মানতে চাইছেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩৩ সনে লণ্ডন সহরে "এশিয়াতে জন্মসঙ্কোচ" শীর্ষক এক প্রবন্ধের কথা বলা যায়। এটা লিখেছিলেন ডক্টর কুচিনস্কি; ইনি লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। অন্য কথার মধ্যে তিনি বলেন, "আমরা শুনি যে ভারতবর্ষে ২০-কোটি একর জমিতে চাষ হয়, কিন্তু সকল ভারতবাসীর অন্নসংস্থানের জন্য ৩৫ কোটি একর জমিতে চাষ হওয়া দরকার। কিন্তু সত্যি কি তাই? আমরা যদি জমির উর্ব্বরতা বাড়াবার ব্যবস্থা না করি, কৃষির উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই না করি, তাহলে অবশ্য ৩৫ কোটি একর দরকার। কিন্তু আধুনিক কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে যার সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে, সে জানে যে, এই ২০ কোটি একরই সমস্ত ভারতবাসীর প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাকে উন্নত করলে যেমন মৃত্যুর শোচনীয় হারকে কমানো যায়, তেমনি কৃষির উন্নতি করলে সে দেশের খাদ্যের অভাব দূর হতে পারে।" পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যেখানে ভারতবর্ষের মত কৃষিকর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি সহজে সম্ভব। অথচ এদেশেই অতিরিক্ত লোকসংখ্যার রব তুলে সাম্রাজ্যতন্ত্রের সুপারিশ করা হয়, আর আমরা সেই প্রচারের মোহে ভুলে বসি—আর ভাবি যে, সত্যই বুঝি বিদেশী শাসনে দেশে শান্তি এসেছে, একটা স্বাস্থ্যবিভাগ বসেছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে। তাই আমাদের লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং এর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়, জন্মনিরোধের প্রোপাগাণ্ডা খুব চালানো দরকার। আসলে যে আমাদের দারুণ দারিদ্র্যের কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন, আর জমীদার পুঁজিদারদের অখণ্ড প্রতাপ—আসলে যে আজকের এই ব্যবস্থার দরুণ দেশের অতুল সম্পদ্ সত্ত্বেও আমরা ভাবনাগ্রস্ত হয়ে আছি তা ভুলে যাই।

ইয়োরোপে এদেশের চেয়ে লোকসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সেখানে উৎপাদন পদ্ধতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হলেও অনেকটা উন্নত হয়েছে; তাই তারা সেখানে আর অতিরিক্ত লোকসংখ্যার (ওভার-পপিউলেশন) রব তোলে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলে আমাদের দেশে অনুরূপ কোন উন্নতি ঘটে নি; যতদিন সাম্রাজ্যতন্ত্র বর্ত্তমান, ততদিন ঘটতেও পারে না। যদি দেশবাসীর দারিদ্র্য নিরাকরণ আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে অর্থনীতিবিদ্‌দের অবান্তর আলোচনায় না ভুলে দারিদ্র্যের মূল কারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ যে নেই, তা আমাদের বুঝতে হবে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১)

ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও ঘটনা

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল

যেমন বৈজ্ঞানিকরা বৃক্ষলতাদী, জীবজন্তু পরীক্ষা করেন ও প্রত্যেকের বৃদ্ধি, গতি ও প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করেন ঠিক সেইভাবে মানুষের প্রকৃতিও বিশ্লেষণ করিবার উপযুক্ত বস্তু। সমাজ-তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিবার জন্য যেদিন হইতে অগ্রসর হইয়াছে সেই দিন হইতে মানুষ ও তাহার প্রকৃতি ব্যক্তিগত ভাবে ও শ্রেণীগত ভাবে আলোচিত হইতেছে। হবস, বেকন, উয়ত্রোক্, কোর্ন হাউজে এবং অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের অমূল্য অভিজ্ঞতার উপর বস্তুনিষ্ঠভাবে যেসকল সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে মানবচরিত্র ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ভাবে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমাজ বিজ্ঞানের নূতন ধারা আনয়ন করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই প্রবন্ধে কয়েকটী সত্য ঘটনাকে বস্তু হিসাবে ব্যবহার করিয়া যে যে তথ্যে পৌঁছান গিয়াছে বা যাওয়া সম্ভব তাহার সম্যক আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। সকল স্থলে কোন "টেষ্ট" বা পরীক্ষার অনুসরণ করিয়াছি তাহা বলা বাহুল্য নহে বলিয়া গোপন রাখিতে বাধ্য হইব, কিন্তু তাহার ফলাফল সবই প্রকাশিত হইবে।

"পার্সোন্যালিটি টেষ্ট" বা ব্যক্তিগত প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই বলিতেছি যে, মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করিবার সময় খুবই সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। অধিকাংশ সময়ে দেখা যাইবে যে, একটা বিশেষ সময়ে বা একটা বিশেষ ঘটনা পরম্পরায় একই ব্যক্তি এক রকম আচরণ করিল আবার আর একটা ঘটনার স্থলে আর এক রকম ব্যবহার করিল। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পুনঃপুনঃ যদি একই ব্যক্তির একটী আচরণ লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে বিশেষভাবে তাহার সেই আচরণ সম্বন্ধে কিছু বলা চলে। আরও একটী দিক্ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, তাহা হইল এই যে ব্যক্তিগত ভাবে "পরীক্ষার বস্তু বিশেষ যে, ব্যক্তি" তাহার কার্যগুলি তাহারই ভাব ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কিরূপ আকার ধারণ করিতেছে এবং তাহা হইতে তাহার আচরণ কত-দূর ধরা পড়ে। অধিকাংশ সময়ে ছোট খাট আচরণগুলি অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরার মধ্যে যে আচরণ ধরা পড়ে তাহাই হইল ব্যক্তিগত প্রকৃতির সঠিক মাপ-কাঠি; কারণ বড় ধরণের যে সব কাজ তাহাতে কল্পনা ও উদ্যোগের আবশ্যক এবং তাহা হয় তো একটা বা দুইটা হইল, তাহার বারংবার পুনরুত্থানের—সম্ভাবনা থাকেনা এবং তাহাতে অন্যান্য ঘটনার এত সংমিশ্রণ থাকে যে, বিশ্লেষণ করিয়া জটিলতার ছেদন করা যায় না।

দুইজন ব্যক্তি "ক" ও "খ" একই সময়ে একই কার্য-ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইল। নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে নিয়োগকারীর সম্মুখে "ক" ও "খ"রের কি কি চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"ক" হইল উপরের কর্মচারী, "খ" হইল তদ্নিম্ন স্থানীয় কর্মচারী। নিয়োগ করিবার পূর্ব্বে "খ" কি কি জানে বা তাহার গুণাবলী সন্দর্শন করিবার জন্য একখানি ফাইল ও তাহারই লিখিত পুস্তকাদি নিয়োগকারীর নিকটে পেশ করিয়াছে। তাহা সম্মুখে টেবিলের উপর স্থাপিত। নিয়োগকারী "গ" "ক" ও "খ"এর কথোপকথন চলিতেছে। "ক" বসিয়া বসিয়া এ বই টানে দেখে, ও বই টানে দেখে, এই রকম করিয়া ক্রমশঃ ফাইলটার দিকেও দৃক্-পাত করিল এবং তাহাও টানিয়া দেখিতে লাগিল। "খ" নিস্তব্ধ, অন্যতাসূচক কথার উত্তর দেওয়া ব্যতিরেকে তাহার আচরণ সম্পূর্ণ স্থির। "গ" খানিক পরে "ক"কে বলিলেন "আপনার এ চরিত্র বিশেষ ভাল নয়, পরের ফাইলে কি আছে না আছে দেখার এবং অনুসন্ধানের ক্ষমতা যার টেবিলে আছে তারই আছে, আপনার নাই।"

"ক"এর পরচর্চ্চার অতিরিক্ত ঔৎসুক্য এবং পরের কথা জানিবার ইচ্ছা আরও দু' একটী ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা বলা গেল। নিয়োজিত হইবার পর "খ" তাহার টেবিলে বসিয়া লেখা-পড়া করে। "ক" প্রায়ই তাহার নিকটে আসে এবং যে মুহূর্ত্তে কোন কাগজ বা বই দেখে তৎক্ষণাৎ টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করে "এটা কি আপনি লিখিয়াছেন ?"

"খ"—আজ্ঞা হাঁ।

"ক"—কেন লিখিয়াছেন ?

"খ"—এমনি বেরাল।

"ক"—এতে কি কিছু পান টান না কি ?

"খ"—না, এ সম্পূর্ণ "বেগার"।

"ক"—ওটা কি বই মশায় ?

"খ"—এটা একটা প্রাক্‌টিক্যাল সাইকলজির বই।

"ক"—দেখি বইখানা। বইখানা লইয়া দেখিতে দেখিতে, পুস্তকের মালিকের নাম দেখিয়া—"ইনি আপনার কে হন ?"

"খ"—উনি আমার বন্ধু।

"ক"—উনি থাকেন কোথায় ?

"খ"—অমুক স্থানে।

যদি কেহ "খ"কে কর্ম্ম স্থলে অন্বেষণ করিতে আসিত তাহা হইলে "ক"এর অনুসন্ধান তাহার সম্বন্ধে কিরূপ চলিত নিম্নে বলা গেল।

"খ"এর নিকট একটী ছেলে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত। "ম" ("ক"এর একজন দলভুক্ত ব্যক্তি) তৎক্ষণাৎ "ক"কে খবর পাঠাইত যে "খ"এর ঘরে লোক আসিয়াছে। "ক" দরোয়ান অথবা সরকারের একজন লোককে "খ"এর ঘরের পিছনে রাখিয়া দিত। "ক" আসিয়া নিজেও উপস্থিত হইত। আসিয়াই চেয়ারে উপবেশন করিয়া তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিত। যদি "ক" না পারিত তাহা হইলে "ম"এর সাহায্যে তাহার (আগন্তুকের) বাড়ী কোথায়, সে কি কাজ করে, তাহার সহিত "খ"এর কি সম্বন্ধ, কতদিন পর্য্যন্ত "ক" ও "খ"এর জানাশুনা প্রভৃতি বিষয় সংগ্রহ করিয়া রাখিত। উদ্দেশ্য কি তাহা পরে বুঝা যাইবে। যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন তাহা পড়িয়া রহিল—সংবাদ সংগ্রহের জন্য সময় কাটিতে লাগিল।

এই ধরণের ঘটনার আর অধিক উদাহরণ দিতে চাই না কিন্তু এইটুকু বলিতে চাই যে, "ক"এর প্রকৃতি বিশ্লেষণে তাহার "অসভ্যতা" এবং "পরের কথা" জানার দুর্দ্দমনীয় বাসনা বুঝা যায়। তাহার মনের উপর "কণ্ট্রোল" বা দমনশক্তির অভাব বর্ত্তমান। উপরি উক্ত প্রকৃতি যে সত্য বহু ঘটনার মধ্য দিয়া এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। এখানে কেহ কেহ বলিবেন যে প্রশ্ন করার জন্য কি হইয়াছে। তাহার উত্তর হইল উদ্দেশ্য না লইয়া কোন কার্য্যই হয় না। দ্বিতীয় হইল পিতার পুত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু তাহাও সময় বিশেষে সীমাবদ্ধ না হইলে অসভ্যতা বা অশোভন হয়।

"ক"এর দ্বিতীয় আচরণ হইল, ইংরাজিতে যাহাকে "ট্যাক্টফুল মিস্‌চিভাস" বা কৌশলী অনিষ্টকারী অর্থাৎ আইন বাঁচিয়ে পরকে জব্দ করার প্রকৃতি। একজনের অনিষ্ট করিতে হইলে প্রথমে চাই দলে ভারি হওয়া। "ক" যখন নিয়োজিত হয় তাহার পূর্ব্ব হইতেই "ম" নামক একজন কর্ম্মচারীর সহিত বেশ খাতির জমাইয়া লইয়াছিল —"খ" সম্পূর্ণ নূতন। "ম" ও "ক"এর মধ্যে এমন একটা "প্যাক্ট" ছিল যাহার দ্বারা সময় মত উভয়ে উভয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া চলিবে ও পরকে কষ্ট দিবার অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া পরস্পরের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া চলিবে। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে উপরি উক্ত আচরণ বিশ্লেষণ করা যাইবে :—

১। গণৎকারের নম্বর জানা, ২। খাইতে না দিয়া জব্দ করার প্রয়াস, ৩। টাকা জমা নিয়া না দেওয়া, ৪। অপমান করার অভিনব উপায়, ৫। অন্য লোক দিয়া নিজের দোষ নাই দেখাইবার জন্য ঘটনার সৃষ্টি করান।

গণৎকারের নম্বর জানা

"কালী দত্ত" নামে একজন গণৎকার "ক" ও "খ" যেখানে কার্য্য করিত সেখানে "ম"এর বন্ধুরূপে আসিত।

ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা এত বড় বড় এবং এত বাজে যে প্রথম থেকেই যে কোন বুদ্ধিমান লোক তাহাকে "বোগাস" ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারে না। জীবন ধারণের উপায় কি ছিল ভগবান জানেন; তবে জীবন বীমার দালালি করিত এবং প্রোমোশনের মধ্যে সংবাদদাতা শ্রেণীর লোকের মত আচরণ তার চরিত্রে খুবই বেশী লক্ষিত হইত। "খ" যখন সর্ব্ব প্রথম নিয়োগ পাইল তখন কোন স্থানে একটী ভাল বক্তৃতা হইবার কথা ছিল। সেখানে নিয়োগ-কর্ত্তা "গ" সভাপতি হইবেন। "খ" স্বভাবতঃ স্ত্রী-শক্তির উপাসক এবং ভাল বক্তৃতা আছে জানিয়া সেখানে যাইবে বলিয়া "ম"এর নিকট অভিলাষ প্রকাশ করে। "ম" "ক" এবং কালি দত্ত (গণৎকার) তিনজনে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে "খ"কে ঠিক বক্তৃতার সময়ে এমন একটা কাজে ফেলিয়া দিতে হইবে। যাতে ও না যাইতে পারে—অর্থাৎ "গ"এর স্তনজরে যেন না আসিতে পারে। কালী দত্ত একটা কোন পরীক্ষা দিয়াছিল এবং সেই পরীক্ষায় পাশ কি ফেল হইল জানিবার জন্য "খ" কে অনুরোধ করা হয় কারণ "খ"এর ঐটুকু খবর আনিবার শক্তি ছিল। কালী দত্ত আসিয়া "খ"কে বলিল মশাই আপনি আজই যান, আমার "নাম্বার ক্যালকুলেসনে" ঠিক করিয়াছি যে সন্ধ্যার আগে গেলে আমার ভাল খবর আসিবেই। "খ" উত্তর করিল "খাতা দেখা হ'য়েছে কিনা তারই খোঁজ করুন।" তৎক্ষণাৎ "ম" বলিল "আমার ভাগিনেয়ের নম্বর জানিয়াছে আজ সকালে। খাতা দেখা হয় নাই সে কি কথা?"

ঠিক সেই সময়ে "ম"র ভাগিনেয় আসিয়া বলিল—"আজ্ঞা আমি "কাষ্ট ক্লাস" পেয়েছি—আমাকে যিনি ব'লে দিয়েছেন, তিনি আমার ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট টিউটর কিনা, তাই আমি জেনেছি।" কথাবার্ত্তা যখন হইয়াছিল তখন বেলা ৩টা। কালী দত্ত আরও অনুরোধ করিতে লাগিল। "খ" ভালমানুষ, সবে নূতন, এদের চটাতেও পারে না, অথচ বক্তৃতা শোনাও হয় না যদি নম্বর আনিতে যায়। কিন্তু কোন উপায় নাই। "খ" [illegible] করিবার জন্য সেই রোদের মধ্যে বহু দূরে নিজের পয়সা খরচ করিয়া গেল, গিয়া ফিরিয়া আসিল। তখন পর্য্যন্ত একখানাও খাতা দেখা হয় নাই এবং ভাগিনেয়ের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, সে কোন জন্মে পরীক্ষকের ছাত্র ছিল না। সমস্ত জিনিষটাই একটা তৈরি করা ব্যাপার। কেবল "খ" কে জব্দ করা ও বক্তৃতা শুনিতে না দেওয়ার মতলবে গড়া।

না খাইতে দিয়া জব্দ করা

কোন একটা ব্যাপার হওয়ায় "গ" হুকুম দেন যে "ক" "খ" ও "ম"এর মধ্যে একজন না একজন কর্ম্মস্থলে যেন নিশ্চয়ই থাকে। "খ" সেই হুকুম তামিল করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া চলিতে লাগিল। "ক" ও "ম" দুইজনে পরামর্শ করিল "খ"কে জব্দ করা যাক। তা' না হইলে ও রকম হুকুম পালন করা সম্ভব নয়। একদিন সকালে "খ" সাতটার সময় আসিয়াছে। "ক" কখন আসে কখন যায় কিছুরই ঠিক নাই। হঠাৎ সে দিন বেলা ১টার সময় আসিয়া ৯-৩০ মিনিটে চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে "ম"এর সঙ্গে পরামর্শ সব ঠিক হইয়াছে। "ম" বেলা ১১টার সময় "খ"কে বলিল "আপনি তো আছেন, "ক" বলিয়া গিয়াছেন তিনি ১২টা নাগাদ আসিবেন। তিনি আসিলে আপনি যাবেন। বেলা ১টা বাজলো, কাহারও আসার নাম নাই। "খ"এর না খাওয়া না স্নান, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বেলা ৩টার সময় "ক"এর কাছে লোক পাঠান হইল—তিনি বাহিরে গিয়াছেন। বেলা প্রায় চারটে বাজে' তখন "ক" আসিলেন। "খ" জিজ্ঞাসা করিল "কি মশাই, আপনার আসার কথা ছিল ১২টার সময় "ম" বলিয়া গেলেন, আর আপনি এখন আসিলেন? আমার স্নান আহার কিছুই হয় নাই।" "ক" উত্তর দিল "কই আমার সঙ্গে তো "ম"এর কোন কথাই হয় নাই। পরদিন "ম" যখন সামনা-সামনি ধরা পড়িল তখন এ ওর উপরে ও এর উপরে দোষ চাপাইয়া সমস্ত ঘটনাকে চাপা দিল। মাঝখান থেকে "খ" উপবাসে জব্দ হইল, "খ"এর বাড়ীতে অভিভাবক-বিহীন শিশুরা না খাইয়া আধ-মরা হইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

৯নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY CALCUTTA

ভাদ্র—১৩৪৮ আর্থিক উন্নতি ১৬শ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহিঃ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাজয়ের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

সমবায় বিভাগের কাজকর্ম্ম

নূতন ব্যবস্থা

সুসংহতভাবে ও সুবিবেচনার সাথে কার্য্যের সম্প্রসারণই সমবায় বিভাগের অনুসৃত নীতির প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাঙলায় সমবায় আন্দোলনকে সুসংহত করার সাথে সাথে কোন কোন দিক দিয়া—বিশেষভাবে পল্লীগুলির বিকিকিনি ও জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতিসাধনের ব্যাপারে—নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহে ঋণ দানের সুদের হার শতকরা ৮৲ টাকা হইতে কমাইয়া ৫৲ পাঁচ টাকা করা হইয়াছে এবং গ্রাম্য সমিতিসমূহের ঋণ-গ্রহণকারী সদস্যদের সুদের হারও শতকরা ১২৷৷০ টাকা হইতে কমাইয়া ৯৷৷৵০ আনা করা হইয়াছে। বাকী-সুদ ব্যাপকভাবে মকুব করা হইয়াছে। গৃহীত ঋণ ১০ বৎসর বা তাহারও বেশী সময়ের মধ্যে শোধ করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের সদস্যদের সুদের হার কমাইয়া ৮৷৷৵০ আনা করা হইয়াছে।

আমানতকারীদের সহিত আপোষ-ব্যবস্থায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার সুদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শতকরা ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত কমান হইয়াছে।

বর্ত্তমানে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহে ঋণ-দানের যে নানা অসুবিধা রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে অল্প সময়ের মেয়াদী ঋণদান করিতে বিরত হয় না। ১৯৩৬-৩৭ সনে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক-

সমূহে মোট ৩৩,০০০৲ টাকার স্বল্প সময়ের নিয়াদী ঋণ প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সনে এই ঋণ ২ লক্ষ ৭৩ হাজার এবং ১৯৩৮-৩৯ সনে ২০ লক্ষ ৬ হাজার টাকা হইয়াছিল। অধিকাংশ ব্যাঙ্কই সুদসহ এই ঋণ পরিশোধ করিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সনে যে ২০ লক্ষ ৬ হাজার টাকা উপরোক্তভাবে ঋণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দ্বারা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ঋণ পরিশোধের মিয়াদ যদিও গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ১৯৪০ সনের জুলাই মাস বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি ইতিমধ্যেই ১৮ লক্ষেরও বেশী টাকা শোধ করা হইয়াছে এবং ফলে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতেও গভর্ণমেণ্ট হইতে গৃহীত টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা শোধ করা হইয়াছে। বিগত বর্ষের বন্যার ফলে চাষী সমাজ নানা দিক্ দিয়া যে শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছিল, এই ঋণ পাওয়ায় তাহাদের বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের সুপরিচালনার জন্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে কোন কোন স্থানে প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তারূপে কাজ করার জন্য প্রদান করা হইয়াছে। কুষ্টিয়া, হাতিয়া, ময়মনসিংহ, রংপুর, নাটোর, মালদহ, বগুড়া, বারাসত, বসিরহাট, নড়াইল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিতে এরূপভাবে সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়ায় কাজের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

কর্ম্মরত শিক্ষাকেন্দ্রে বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে সমবায়-সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে এই শিক্ষালয়ে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের সেক্রেটারীবর্গ ও সুপারভাইজারদিগকে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে। এ-পর্য্যন্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারী ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের চাকুরিরা সহ ৮১১ জন কর্ম্মীকে এই শিক্ষালয়ে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যে আরও ৫০০ কর্ম্মচারীর ট্রেনিং শেষ হইবে। অতঃপর ২৩,০০০ গ্রাম্য সমিতির কার্য্যকরী সংসদের সদস্যদের ট্রেনিং দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই ট্রেনিং দান ব্যাপারে ১,৩০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। সমবায় সমিতিসমূহের কর্ম্মচারী ও সদস্যদের ট্রেনিংএর জন্য ভারত সরকার যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, এই টাকা তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের ঋণ আদায়ের জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের এলাকায় ৯৭টি স্পেশাল কণসালিসী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কাজের সুবিধার জন্যও অনুরূপ সালিসী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব বোর্ডের কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে।

সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শন ও পরিচালনার কার্য্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহকারী রেজিষ্ট্রার ও ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদের এলাকার সঙ্কোচ সাধন করা হইয়াছে। এই নীতি অনুযায়ী সহকারী রেজিষ্ট্রারের সংখ্যা বাড়াইয়া ৪ জন হইতে ১৬ জন করা হইয়াছে, এবং ইন্সপেক্টরের সংখ্যা ৮৪ হইতে ১২৮ করা হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণতঃ এক এক জন সহকারী রেজিষ্ট্রারের অধীনে ১,২০০ হইতে ১,৫০০ পর্য্যন্ত সমিতি থাকিবে এবং প্রত্যেক ইন্সপেক্টরের অধীনে ২০০ করিয়া সমিতি থাকিবে।

হিসাব পরীক্ষার ব্যাপারকে সাধারণ শাসন পরিচালনার ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র করার জন্য সকল অডিটারকে বিভাগীয় চীফ অডিটারের অধীন করা হইয়াছে। ৫০ জন বিভাগীয় কর্ম্মচারীকে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ ও বিশেষ বিশেষ শহরের ব্যাঙ্কগুলির হিসাব পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা দ্বারা কেবল যে হিসাব-পরীক্ষারই সুবিধা হইবে তাহা নহে, তদ্বিষয় তদ্রূপ প্রকৃতি ব্যাপারও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২)

সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

মৎস্যজীবী সমিতি

নিম্নে কতকগুলি সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচিত হইল।

বৎসরের শেষে এইজাতীয় সমিতির সংখ্যা ১০৯। গত বৎসর উক্ত সংখ্যা ছিল ১০৮। চট্টগ্রামের যেসকল মৎস্যজীবী বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মৎস্য সংগ্রহ করে,

তাহাদের উপকারের জন্য বৎসরের শেষ ভাগে একটি সমবায় সমিতি রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছিল। প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক উক্ত সমিতিকে আসাম হিসাবে ৪০,০০০৲ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিল। যোগ্যতা সহকারে চালাইবার নিমিত্ত উক্ত সমিতি একজন বিভাগীয় অফিসারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে সমিতি কাজ আরম্ভ করিতে পারে নাই।

মহিলা প্রতিষ্ঠান

এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ছিল ৮; ইহার পূর্ব্ব বৎসর সংখ্যা ছিল ৯। কলিকাতায় নারী শিক্ষা সমিতির কার্য্যাবলী বন্ধিত হওয়ায় সংশ্লিষ্টরূপে গঠিত শিল্প বিদ্যালয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হস্ত-চালিত তাঁতের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোমকে প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারের সাহায্য ভাণ্ডার হইতে গভর্ণমেণ্ট ১,৩১০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি

এই সমিতির সংখ্যা ছিল ২৩। দমদমের "ক্যালকাটা হুবারবন কলোনি" ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ধাপ্পিলিং গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি বেশ উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে।

সমবায় বীমা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় সমবায় বীমা-সমিতির বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৫,৪১,৫০০৲ টাকার জীবন বীমার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল। ৩,৮০,০০০৲ টাকার জীবন বীমা প্রকৃতপক্ষে করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সংখ্যা ১,০০৭ হইতে ১,০৮৩ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বহু ভগ্নাট পয়ঃপ্রণালীর পয়োদ্ধারকল্পে জন-মতকে গঠন করিবার নিমিত্ত সমিতি উপযুক্ত কেন্দ্রসমূহে সাফল্য-জনক প্রচার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল। সমিতির মুখপত্র সোণার বাংলা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, পল্লী ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তারের সাহায্য করিয়া থাকে।

দুগ্ধ সঙ্ঘ

কলিকাতা দুগ্ধ সঙ্ঘ প্রত্যহ ১০৬ মণ দুগ্ধের কারবার করিয়া থাকে। ইহার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত খরচ কমানো হইয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসারের ফলে ইউনিয়ন সাময়িক দুগ্ধের অভাব এবং প্রচুর সরবরাহের অসুবিধা অতিক্রম করিতে পারে নাই।

শিল্প-সঙ্ঘ

বঙ্গদেশীয় হস্ত-চালিত তাঁতে প্রস্তুত পণ্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিল্প সমিতি ঢাকা, শ্যামালপুর, মাণিকগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কৃষ্ণনগর, শিউড়ী, মেদিনীপুর, কুচবিহার এবং লাহোরের প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। বাঁকুড়া শিল্প ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নূতন মূলধন হিসাবে ৩,০০০৲ টাকা এবং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য ১,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিন জন পরিদর্শক ও এক জন ধোলাই-বিশেষজ্ঞের কাজ সরকারী সাহায্যে ইউনিয়ন লাভ করিয়াছিল।

বয়ন-কেন্দ্রসমূহে ভারত সরকারের মঞ্জুরীকৃত অর্থে বস্ত্রে মাড় দিবার ও বস্ত্র মসৃণ করিবার যন্ত্র সন্নিবেশ করিয়া বয়ন-শিল্পী সমিতিগুলির অবস্থা উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা বিচারাধীন আছে। নবগঠিত চট্টগ্রাম পরিদর্শক-সঙ্ঘ বিপুল উদ্যমে কাজ সুরু করিয়াছে। সঙ্ঘসংশ্লিষ্ট হস্তচালিত তাঁতের কর্ম্মচারিগণ স্থানীয় তাঁতীদিগকে আধুনিক পন্থায় শিক্ষা প্রদানে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং সমভাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

বৎসরের শেষ ভাগে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা ছিল ১১৭ এবং গত বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ১১৮। কারণ

আলোচ্য বর্ষে হাওড়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মোট লাভে সামান্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এবং উহা ১'৮৬ হইতে ১'৯০ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। কিন্তু পরিচালনের ব্যয় কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রেসিডেন্সি-বিভাগে ডায়মণ্ড হারবার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বেশ ভাল কাজ চালাইয়াছিল। বর্দ্ধমান বিভাগে—বর্দ্ধমান সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বহু অর্থ উদ্বৃত্ত রাখিয়াছিল এবং বিভিন্ন দিকে ব্যাঙ্কের ব্যবসায় চালাইয়াছিল। এই ভাবে উহা উত্তমরূপে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানরূপে জনসাধারণের মনে ধারণা বদ্ধমূল করিয়াছিল। বীরভূম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক উদ্বৃত্ত তহবিল বজায় রাখিয়াছিল এবং বেশ আশানুরূপ কাজ করিয়াছিল।

ঢাকা বিভাগে ঢাকা, রায়পুর এবং বিক্রমপুর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ভাল কাজ করিয়াছিল। ঢাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা আছে এবং ইহার আর্থিক অবস্থা মোটের উপর ভাল। নারায়ণগঞ্জ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কও বেশ ভাল কাজ করিয়াছে। বাখরগঞ্জের ৭টি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মধ্যে বরিশাল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক উত্তমরূপে পরিচালিত একটি ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে সকল প্রকার অর্থনৈতিক অসুবিধা অতিক্রম করিয়া আমানতকারিগণের সকল প্রকার দাবী মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। রাজশাহী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও বেশ ভাল কাজ করিয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায়-ব্যাঙ্ক

এই ব্যাঙ্ক তাহার ব্যবসায়ের হিসাবে নগদ ২১,০০০৲ টাকা লাভ করিয়াছে।

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের সংখ্যা ১৮,৮৯২ হইতে ১৮,৯৮৬ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সমিতি দুইটি পত্রিকা প্রকাশ করে এবং প্রদেশের বহু শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া থাকে। সমিতির প্রচার সম্পাদকগণ সহযোগিতা এবং অন্যান্য অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে সহরে এবং পল্লী-অঞ্চলে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

সমিতিসমূহের মোট আমানত ও অন্যান্য তহবিল ৩২২·৭৮ লক্ষ হইতে ৩৩৯·৫০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৫,৬০০টি বিবাদ-বিসম্বাদের কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। গত বৎসর ইহার সংখ্যা ছিল মোট ৬,২৬৪। ঋণ সালিসী বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত পল্লী সমিতিসমূহ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ বিবাদ বিসম্বাদের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৭৮টি সমিতি কারবার গুটাইয়া ফেলিয়াছিল ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্তরূপ সমিতির সংখ্যা ছিল ৪৯।

বাঙ্গলার আর্থিক দুর্গতি

বাঙ্গলার আর্থিক দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে। সারা বাঙ্গলা বর্ত্তমানে একটা সঙ্কটজনক অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে অন্নহীন এবং বস্ত্রহীনের মর্ম্মন্তুদী হাহাকার। এরূপ অবস্থার প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী দুঃস্থ জনগণের জন্য কৃষিঋণ, দান খয়রাতী প্রভৃতি দ্বারা সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু দেশবাসীর দুর্দ্দশা যেরূপ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, তাহাতে এই অর্থসাহায্য প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর।

বিপন্ন নরনারীর দুর্দ্দশালাঘবার্থ সরকারকে ব্যাপকভাবে ও বিপুলতররূপে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

ঋণসালিশী আইন, মহাজনী আইন প্রভৃতির প্রতিক্রিয়ায় কৃষক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পক্ষে জমি, বাড়ী প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও ঋণপ্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়াছে। ইহাতে দেশবাসীর দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকেই

নিদারুণ অভাবের তাড়নায় জমি, বাড়ী, সর্তাধীনে মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে ; কবালায় মাত্র উল্লেখ থাকে যে, নির্দিষ্টকালের মধ্যে সুদসহ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে মহাজন সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবে। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনের পক্ষেই যে সুদসমেত সমস্ত ঋণের টাকা পরিশোধ করা অসম্ভব হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ অবস্থায় দেশের অধিকাংশ জমি ও ভূ-সম্পত্তিই মহাজনদের হাতে চলিয়া যাইবে। ফলে, বাঙ্গলা দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক নিঃস্ব ও ঘোত্রহীন হইয়া পড়িবে। এই সঙ্কটজনক সম্ভাবনা হইতে দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে অগৌণেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া, যে-সকল জেলায় অধিকাংশ লোক অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, সেইসকল জেলায় শিক্ষাকর প্রভৃতি আদায় করা বন্ধ রাখিতে হইবে। সরকারকে ঋণ করিয়াই হউক কিম্বা ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াই হউক, কিম্বা এই উভয় উপায়দ্বারা এবং অবস্থাপন্ন লোকদিগের উপর অতিরিক্ত কর সংস্থাপন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে এবং উহা দুঃস্থ জনগণের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতে হইবে। ইহা ছাড়া দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিকেও দেশবাসীর দুর্গতিমোচনের জন্য বিত্তবান লোকদিগের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা আশা করি আমাদের মন্ত্রিগণ এবং ব্যবস্থাপকসভার সদস্যগণ যথেষ্ট অর্থপ্রদান করিয়া এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইবেন, এবং তাহারা যে জনসেবার জন্য শাসনকার্যে যোগদান করিয়াছেন তাহা প্রতিপন্ন করিবেন।

দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, এবং উত্তরোত্তর জনগণের দুর্গতি যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে দেশবাসীর দুর্দশামোচনকল্পে সরকার ও জননেতাগণের আন্তরিক সহযোগিতা এবং বিপুল ও ব্যাপক চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ যেসকল আইনের প্রতিক্রিয়ায় পল্লীবাসিদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই সকল আইনের সংশোধন করাও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশাকরি আমাদের মন্ত্রিবর্গ অবিলম্বে এতৎসম্পর্কে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

(পক্ষান্তরে)

ভারতীয় বন্দর

বেদি

নওনগর ষ্টেটে প্রধান বন্দর হইল "বেদি বন্দর"। ইহা জামনগর সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। যেসব জাহাজ বাহিরে যাইবে তাহারা "রোড্‌স" নামক স্থানে অপেক্ষা করে। এই বন্দরটী কিন্তু সকল রকম আকারের জাহাজকে আশ্রয় দিতে পারে না। খুব বড় ধরণের জাহাজ যদি আসে তাহা হইলে গাল্‌ফ অব কাচ্‌ নামক স্থানেই তাহাদের নঙ্গর করিতে হয়, বেদিতে বড় স্থান মেলে না। কিন্তু গাল্‌ফ অব কাচে আবার জলের নিশ্চয়তা নাই—নিশ্চয়তা নাই বলিতে বুঝায় যে গভীরতার স্থৈর্য্য নাই, অর্থাৎ কখনও পলি পড়িয়া বুজিয়া যায় আবার কখনও কাদার তীর এখান হইতে সেখানে সরিয়া চলিয়াও যায়। এখানে একটী "ক্রীক্‌" দেখা যায়। এই ক্রীকেই ওয়ার হাউস ও রেলওয়ে আছে। এখানেই যত ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য মালপত্র আসিয়া পৌছায় এবং তৎপরে গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। অনেক সময়ে আবার এই বেসিন থেকে গাল্‌ফে যাইতে হইলে ছোট ছোট ষ্টীমারে করিয়া মাল পাঠান হইয়া থাকে।

১৯৩০-৩১ সনে উক্ত বন্দরে ৬৯৭ খানি জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল। জামনগরের রাজার চেষ্টায় এবং স্থানীয় বণিকগণের কর্মতৎপরতা-নিবন্ধন উক্ত বন্দরটী বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে উক্ত বন্দরের বাণিজ্যের বহর সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে ধারণা করা যাইতে পারে :—

আমদানির মূল্য (পাউণ্ড হিঃ)	রপ্তানির মূল্য (পাউণ্ড হিঃ)
১,৬২৮,০০০	২৪৪,৮০০
১,৪১৭,০০০	৫২১,২৫০
১,৯২৬,৭৫০	১,০৭৪,০০০
২,০৮৯,৫০০	৭২০,৫০০
১,৮১২,৭৫০	৫৩৪,৭৫০
৬৩০,৭৫০	১৬৯,৫০০
৫৩৯,২৫০	১৩৫,০০০
৪৪৭,০০০	৩৩৫,২৫০

ওখা

বড়োদা ষ্টেটের একটী অংশে ইহা অবস্থিত। অবশ্য গায়কোয়ারের প্রধান রাজ্য গুজরাট হইতে ইহা বহুদূরে অবস্থিত। কাথিওয়াড়ে অন্যান্য যেসকল বন্দর আছে তাহাদের তুলনায় ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল সম্পূর্ণ আধুনিক চিন্তাধারা অনুসারে এবং সমুদ্রগামী জাহাজের জন্যই ইহা বিশেষভাবে গঠিত। এই বন্দরটী অতি চমৎকার স্থানেই গঠিত হইয়াছে। কাথিওয়াড় উপদ্বীপের উত্তর কিনারায় ইহার অবস্থিতি বলিয়া যে কোন বাণিজ্যের জাহাজ ইহার নিকটে আশ্রয় পাইতে পারে। "হারবার মিম্‌"ও অতি সুন্দর। ইহার সংলগ্ন দেয়ো কংক্রিট্‌ ষ্টেটি একটি আছে এবং ইহার সহিত রেলওয়ে ট্রেণ এবং লাইন দেশের অভ্যন্তরের বহুদূরস্থিত স্থানের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। ইহার দুইধারে দুইটী বড় বড় জাহাজ যে-কোন সময়ে অবস্থান করিতে পারে। কেবলমাত্র অসুবিধার মধ্যে হইল এই যে, যে চ্যানেলের

মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচল করে সেই চ্যানেলটী ভয়ানক এঁকাবেঁকা। ওয়ার হাউস এবং রেলওয়ের সুবিধা খুবই বেশীরকম দেখা যায়। আর একটী অসুবিধা হইল যেখানে লোকসমাগম প্রচুর সেখান থেকে ইহা বহুদূরে অবস্থিত (ওয়াধান জংসন হইতে প্রায় ২৩১ মাইল)। ১৯৩০-৩১ সনে এখানে মাত্র ৩৪ খানি জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল এবং ২১৪টী কোষ্টিং ষ্টিমার আসিয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বুঝা যাইবে।

	আমদানির মূল্য (পাউণ্ড হিঃ)	রপ্তানির মূল্য (পাউণ্ড হিঃ)
১৯২৬-২৭	১৯৮,৬০০	৫৩৩
১৯২৭-২৮	৫৬২,৬৫৬	১৩৭,১৭৫
১৯২৮-২৯	৭০৪,৫০০	২১৯,২২৫
১৯২৯-৩০	৬২৪,৮০০	৮৮,৮০০
১৯৩০-৩১	৪৫১,৮৭৫	৯০,৯০০
১৯৩১-৩২	৪১৭,৯৭৫	২১,৩০০
১৯৩২-৩৩	৩৪০,১০০	৫৯,৩২৫

এখানকার প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য হইল চাবনা ক্লে, টেক্সটাইল মেশিনারি, লৌহ এবং ষ্টীল, রেলওয়ে প্ল্যান্ট, মোটর গাড়ী, ষ্টার্চ এবং চিনি আর প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইল বীজ ও তুলা।

ইহার ঠিক্ নিম্নেই হইল দ্বারকা। দ্বারকা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে অনেক সময়ে বোম্বে-করাচী-গামী জাহাজ বাঁধিয়া থাকে।

পোর বন্দর

পোর বন্দর হইতে পুরাকালে বহির্ব্বাণিজ্য যথেষ্টই চলিত কিন্তু এক্ষণে মাত্র অন্তর্ব্বাণিজ্যেই চলে।

ইহার নিকটেই পর্ত্তুগিজ বন্দর "ডিউ"। এককালে এই বন্দরটীকে মোম্বাসাবিক্ বন্দরের সহিত তুলনা করা চলিত; কিন্তু এক্ষণে ইহার অবস্থা একেবারে অনুন্নত।

ভবনগর

গাল্‌ফ্ অব্ ক্যাম্বের মাঝামাঝি রাস্তায় পশ্চিম দিকে এই বন্দরটী অবস্থিত। ভবনগর ষ্টেটের রাজধানীও ঐ নামে পরিচিত এবং বন্দরটীর সহিত সংশ্লিষ্ট। এই গাল্‌ফএ জোয়ার ভাঁটা ভয়ানক বেশী এবং জোয়ারের সময়ে এমনকি ৪০ ফুট পর্য্যন্ত জল উঠিয়া থাকে। বন্দরের সুবিধার এই যে প্রায় ৮ মাইল ধরিয়া বন্দরটীতে জাহাজ নঙ্গর করিবার স্থান আছে, সমগ্র ভারতের সহিত রেলপথের যোগাযোগ আছে এবং এখানে ওয়ার হাউস আধুনিক ধরণে গঠিত হইয়াছে। ভবনগরে বাণিজ্যের কিরূপ বহর তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

	আমদানির মূল্য (পাউণ্ড হিঃ)	রপ্তানির মূল্য (পাউণ্ড হিঃ)
১৯২৬-২৭	১,৬০২,৪০০	২,৩৪৪,০৬৭
১৯২৭-২৮	২,২৭৬,২২৫	২,১৩৬,৪৫০
১৯২৮-২৯	২,৬২১,৬২৫	২,২৪৫,৪২৫
১৯২৯-৩০	১,৬২৩,৫২৫	১,৫০২,৭৫০
১৯৩০-৩১	১,৭২৯,৯২৫	১,১০৭,০৭৫
১৯৩১-৩২	৫৬৮,৮৭৫	১৪৫,৬৫০
১৯৩২-৩৩	১,৭৪৯,৫২৫	৫৪৯,৬৭৫
১৯৩৩-৩৪	১,৭২৪,৬২৫	৮১৬,১৫০

সুরাট

সুরাট বন্দরটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্রের সহিত ইহার যোগাযোগ রক্ষা হইয়াছে একটী বড় জাহাজ চলাচল উপযোগী নদীর দ্বারা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং বহুদিন পূর্ব্বে ইহা স্থাপন করিয়াছিল এবং কলকারখানাও বসাইয়াছিল। মূলতঃ কৃষিদ্রব্য এবং তুলাই ইহার বাণিজ্যের উপাদানস্বরূপ ছিল। তাহার মূল্য ১৮০১ সনে ছিল এক মিলিয়ন পাউণ্ড। ইহার একশত বৎসর পরে বাণিজ্যের পরিমাণ ২০০,০০০ পাউণ্ডে নামিয়া আসে এবং গত পনর বৎসর যাবৎ ইহার বাণিজ্য খুবই কমিয়া আসিয়াছে। ইহার বাণিজ্যের অধিকাংশ বোম্বে বন্দরে চলিয়া গিয়াছে। বোম্বের উন্নতি হইবার কারণ

প্রধানতঃ দুইটী—একটী বড়োদা রেলওয়ে এবং দ্বিতীয়টী সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে। সুরাটের দক্ষিণে হইল "দামান"। দামান নামক পর্ত্তুগিজ সেটল্‌মেণ্টের রাজধানী হইল এই দামান নগর। ইহার পরিধি প্রায় ৮৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৭,০০০।

মারমাগাও

বোম্বের দক্ষিণে কতক উপকূলে কোন বন্দরই দেখা যায় না, যতক্ষণ না মারমাগাও বন্দরে পঁহুছান যায়। অবশ্য সেপ্টেম্বর হইতে মে মাসের মধ্য পর্য্যন্ত আরও কয়েকটী বন্দরের সহিত বোম্বের যোগাযোগ কিছু হয় কিন্তু তাহা এতই অল্প যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। উক্ত বন্দরগুলির নাম যথাক্রমে—জাঞ্জিরা, মালওয়াস এবং ভেঙ্গুরলা। পর্ত্তুগিজ ভারতের মরমুণ্ডি উপদ্বীপের একবারে শেষ সীমান্তে মারমাগাও বন্দরটী অবস্থিত। এই বন্দরটী রেলের সহায়তায় খুবই উন্নতি করিয়াছে। পর্ত্তুগিজ ভারতের গভর্ণমেণ্ট কিন্তু "কোয়ে" এবং "টনেজ" ডিউ (কাষ্টম) আদায় করিয়া থাকে এবং পরে রেলওয়েকে প্রদান করে। এই রেলওয়েটীকে একটী ইংলিশ কোম্পানী গঠন করিয়াছিল, অবশ্য পর্ত্তুগিজ গভর্ণমেণ্টের গ্যারাণ্টিতে।

মার্কিণ দেশে চাষ আবাদ

যে পরিমাণ ভূমিতে চাষ-আবাদ বা অন্যান্য ফসল উৎপন্ন করা হয় তাহার পরিমাণ ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ সন পর্য্যন্ত কিরূপ ছিল এবং ১৯৪১ সনেই বা কি পরিমাণ ভূমিতে চাষ হইতে পারে তাহারই একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(হাজার একর হিঃ)

শস্য	এভারেজ ১৯৩০ হইতে ১৯৩৯		১৯৪১ সনে যেরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায়	১৯৪০ সনের উপর নির্ভর করিয়া ১৯৪১ সনের শতকরা হিসাব
সকল প্রকার শস্য	১০১,০৮১	৮৮,১৬৩		৯৯·৭
সকল প্রকার বসন্তকালীন গম	২১,৭৬২			৯২·৪
ডুরাস	৩,৭০৮		২,৯২৭	৮৫·৩
অন্যান্য বসন্তের ফসল	১৮,৩৭৪	১৫,১১৬	১৪,২১২	৯৪·০
ওটস্	৩৯,১৯৬	৩৬,২৩৭	৩৭,১০২	১০২·৪
বার্লি	১২,৭১৩	১৪,৭১৯	১৪,৩৭৮	৯৭·২
ফ্লাক্স বীজ	২,৪০৬	৩,৪০৩	৩,৩৪১	৯৮·২
চাউল	৯৪৩	১,০৯০	১,১৭৪	১০৭·৯
শালগম	৮,৬৭৪	১০,৯৭৮	৯,৬৭৯	৮৮·২
আলু	৩,৩৬৫	৩,১০৪	২,৯৮৮	৯৬·৩
মিষ্টি আলু	৮৮২	৭৭২	৮৩৫	১০৮·২
তামাক	১,৬৭৮	১,৪২৭	১,৪০৩	৯৮·৪
বিন্‌স	১,৯৪২	২,০০৯	১,৮৪৭	৯২·৩
সোয়াবিন্‌স্	৫,৪৬৭	১০,৫২৮	৯,৭৮৮	৯৩·০
কাউ পি	২,৬৪৭	৩,১২০	৩,২১১	১০৩·১
পি নাট্‌স্	১,৯৫১	২,৩৯০	২,৩৯৬	১০০·৩

মার্কিণদেশে যুদ্ধের সময়ে আর্থিক বাড়্‌তি

"ডিফেন্স প্রোগ্রাম" অনুসারে সাধারণের এবং ব্যক্তিগত ভাবে কিছু না কিছু আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪০ সনে দেশের মধ্যে খুবই বেশী রকম টাকা পয়সার আমদানি হইয়াছে। কারণ ডিফেন্সের জন্য এবং ব্রিটেনকে সাহায্যদানের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ারি করার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট বহু টাকা দেশে ব্যয় করিয়াছে। কল-কারখানায় উৎপাদন অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু এইসকল দ্রব্যের মূল্যের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তারিত হয় নাই। নিম্নে একটী ইন্‌ডেক্স নাম্বারের তালিকা দেওয়া গেল :—

	নভেম্বর ১৯৪০
ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল করপোরেশনের কিরূপ লাভ হইয়াছে	
কলকারখানার উৎপাদন	
নন্‌-এগ্রিকালচারাল দ্রব্যাদির হোলসেল মূল্য	
কলকারখানার মজুরির হার	
নিয়োগ	
ঘণ্টা হিসাবে ওয়েজরেট	
কার্ব মার্কেটিং হইতে নগদ আয়	
চাষের দ্রব্যের উৎপাদন শক্তি	
কার্ব প্রোডাক্টের মোট মূল্য	

মার্কিণদেশে পনীর উৎপাদন

১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসে মার্কিণ দেশে পনীর উৎপাদনের হার কিরূপ ছিল তাহা তুলনামূলক ভাবে নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

ভৌগোলিক ভাগ	জানুয়ারি ডিসেম্বর ১৯৪০	জানুয়ারি ১৯৩৫-৩৯	জানুয়ারি এভারেজ
উত্তর আটলান্টিক	৬০০	৮৯৫	
দক্ষিণ	৪০	৫৬	
পূর্ব্ব, উত্তর ও মধ্য	২৬,২৪৫	২৩,৫১০	২২,১২০	১৮,২৫৮
পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য	৩,০৯০	২,৮৪৪	২,৬৩০	১,৮০১
মধ্যের দক্ষিণাংশ	২,৫৪০	২,৭১০	২,০৬০	১,৫২৯
পর্ব্বতময় স্থান	১,৪৬০	১,৩৪৫	১,৩৪০	১,২৫৩
প্যাসিফিক	২,৩৫০	২,৫৪০	১,৮৬০	১,৬৮২
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্	৩৩,৬৩৫	৩০,৭২০	২৪,৫৪৪	

মার্কিণ দেশে মার্গারিণ

যখন মাখনের দর খুব বৃদ্ধি পায় তখনই মার্গারিণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ঠিক এই ঘটনা ঘটিয়াছিল গত বৎসর। ১৯৪০ সনে মার্গারিণের উৎপাদন ও খাদন উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশ্য ১৯৩৯ সনের সহিত তুলনামূলকভাবে ধরিলে। খাদন হইয়াছিল মোট ৩১৯ মিলিয়ন পাউণ্ড মার্গারিণ। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা দেখিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৭ সনে সব চেয়ে বেশী মার্গারিণের চাহিদা বাড়িয়াছিল। উক্ত সনে মার্গারিণের খাদন-সংখ্যা ছিল ৩৯৭ মিলিয়ন।

চীনে চায়ের চাহিদা

বেশী দিন আগেকার কথা নয়, চায়না ন্যাশন্যাল ট্রি কর্পোরেশন একটী প্রদর্শনী খুলিয়াছিল। তাহাতে চীন দেশে কত পরিমাণ চা উৎপাদন করা হয়, কত পরিমাণ চা পান করা হয় এবং কত পরিমাণ চা বাহিরে যায় এই-সকল বিষয়ের বিশদ ইতিহাস দেখান হইয়াছিল।

চীনদেশের সহিত ইউ, এস্, এস্, আর এর যে চুক্তি হইয়াছে, সেই চুক্তি অনুসারে চীন ১০০,০০০,০০০ ডলারের চা পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে।

চায়নাতে বাৎসরিক চায়ের উৎপাদন হয় ৯০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে মাত্র ১০% বহির্দ্দেশে চলিয়া যায়। বাকী সবই দেশের মধ্যে খরচা হইয়া থাকে।

ফর্ম্মোসাতে মাত্র ২৩,০০০,০০০ পাউণ্ড চায়ের উৎপাদন দেখা যায়। কিন্তু ফর্ম্মোসা হইতে ৯৮% চা রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চীনদেশে যুদ্ধের সাহায্য

অন্যান্য দেশ হইতে চীনদেশে আজ পর্য্যন্ত যত পরিমাণ যুদ্ধের জন্য সাহায্য আসিয়াছে তাহা নিম্নের একটী তালিকায় দেওয়া গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ৭ই জুলাই, ১৯৩৭ সনে এবং অক্টোবর ১৯৪০ সন অবধি উক্ত সাহায্যের মোট সংখ্যা ছিল ২২৪,৩২৬,৩৫৭,৬৫৬ ডলার।

সিঙ্গাপুরে যে চীনের রেসিডেন্ট আছেন তাঁহার নিকট হইতেই সব চেয়ে বেশী সাহায্য আদায় হইয়াছে অর্থাৎ উহা হইল সমগ্র সাহায্যের ৪২·৭২%। নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ এবং নিউ ইয়র্ক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা পর পর ১২·৭৬%এবং ১২·৪৮% হিঃ সাহায্য পাঠাইয়াছে।

সাহায্যদানের তালিকা :—

	(ডলার হিঃ)
সিঙ্গাপুর	১২৪,৭৯৮,০০২·৬১
নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ	৩৭,৫৩৯,৭৫৫·০৪
নিউ ইয়র্ক	৩৬,৭৪৩,৪৮৯·২১
ফিলিপাইনস্	২৬,৪৮৪,৩২৬·৫৫
সানফ্রান্সিসকো	১৪,২৩৫,১১৩·৩৮
হংকং	১১,৮৪২,১১৯·০৮
সায়াম	১০,৪২৯,০২০·২৫
ইণ্ডিয়া ও বার্মা	৯,৮৮৫,২৪৮·০১
ইণ্ডো-চায়না	৭,৩২০,৮৭০·৬৭
অষ্ট্রেলিয়া	৭,৬০৬,৫৭১·২৮
লণ্ডন	৫,৩৬৬,৭০৭·২৮
ম্যাকাও	২৫৭,৭৬২·২৮
অন্যান্য	৭১৬,৭৫৪·২১

অন্যান্য দেশ হইতে যুক্ত চীনে আর্থিক ব্যাপারে যে পরিমাণ টাকা ফেলা হইয়াছে তাহার সংখ্যা জানা গিয়াছে ১৯৪০ সনে চুংকিং ব্যাঙ্কিং সার্কেলে ৮০০,০০০,০০০ ডলার মূল্য। হংকংএর মধ্য দিয়াই প্রায় অর্দ্ধেক পাঠান হইয়াছে। কারণ হংকংএই সাউথ-সির অধিকাংশ ব্যাঙ্কের কারবার খোলা হইয়াছিল।

নিখিল বঙ্গ জমীদারি কর্ম্মচারী সম্মেলন

মহাবোধি সোসাইটির হলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রসিং সিঙ্গীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ জমীদারি কর্ম্মচারী সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক জমীদারি কর্ম্মচারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ হক বলেন যে, জমীদারি কর্ম্মচারীদের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত অনুকূল দাস যে বিল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি কথা তিনি সমর্থন না করিলেও, বিলের নীতির প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। দরিদ্র কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশার প্রতিকারকল্পেই তিনি এই বিল উত্থাপন করিয়াছেন। মিঃ হক বলেন যে, তিনি নিজে দরিদ্র, কাজেই এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল না হইয়া পারেন না। ভবিষ্যতে বাঙ্গলার জমীদারদের যে পরিবর্ত্তনই হউক না কেন, এইসকল দরিদ্র কর্ম্মচারীদের অবস্থা পূর্ব্ববৎই থাকিবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে যখন বিলটি বিবেচনার প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, তখন তিনি জমীদারি কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন।

যুদ্ধে বৃটিশের জয় কামনা করিয়া এবং বিভিন্ন অভাব অভিযোগের প্রতীকার দাবী করিয়া ও শ্রীযুক্ত অনুকূল দাসের বিল সমর্থন করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বন্যা সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্য মিঃ ফজলুল হকের হস্তে একশত টাকা দেওয়া হয়।

নসীপুরের রাজা বাহাদুর, মাননীয় মিঃ এন আর সরকার, উত্তর পাড়ার মিঃ টি এন মুখার্জ্জি, শ্রীরামপুরের মিঃ কানাইলাল গোস্বামী, দিনাজপুর রাজ ষ্টেটের রায় সাহেব এন এম সিংহ ও মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জী এম এল এ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাস, সন্তোষের মহারাজ কুমার রবীন রায়, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বি সি মিত্র, শ্রীযুক্ত বি সি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমলকান্তি ঘোষ, পতিতপাবন চ্যাটার্জ্জি ও অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রভিডেন্ট ফণ্ড বা গ্র্যাচুয়িটির কথা কদাচিৎ শোনা যায়। আকস্মিক দুর্ঘটনা, মনিবের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণ হানির দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে। এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেটে কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা, ছুটি ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়মকানুন আছে। এই সকল এষ্টেটের কর্ম্মচারীরা চাকরী যাইবার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন না। তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম থাকে না। ফলও ভাল হয় না, তাহা বলা বাহুল্য।

নানা কারণে প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় দুরূহ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবুও নিয়ম ও শৃঙ্খলা থাকিলে আমাদের বিশ্বাস, অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত না। জমীদারি প্রথা সম্বন্ধে দেশের জনমতও এমন প্রতিকূল হইত না। জমীদারি প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাব এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এ বিষয়ে জমীদার ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী নহে। কারণ জমীদারি প্রথার উচ্ছেদ হইলে বহু কর্ম্মচারীর অবলম্বন-হীন হইবার সম্ভাবনা।

জমীদারি প্রথার উচ্ছেদ হউক বা না হউক গভর্ণমেণ্ট

লক্ষ লক্ষ জমীদারি কর্মচারীর বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত কর্মচারীদের হিতার্থে গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জমীদারিকে ঠিক ব্যবসা বলা যায় না। কিন্তু যে অবস্থায় কথঞ্চিৎ প্রতীকারকল্পে গভর্ণমেণ্ট এই নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন জমীদারিতেও সেই অবস্থা বরং উগ্রতরভাবেই বিদ্যমান। গভর্ণমেণ্ট দুই তিন লক্ষ ব্যবসা-সংক্রান্ত শ্রমিক ও দশ লক্ষ শ্রমশিল্পের শ্রমিক সম্বন্ধে আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা পাঁচ বা দশ লক্ষ জমীদারি সংক্রান্ত শ্রমিকের হিতার্থে কেন আইন প্রণয়ন করিবেন না? এইসকল শ্রমিকের প্রতি কি গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তব্য নাই?

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রসিংহ সিংহী তাঁহার অভিভাষণে বলেন :—

আজ আমরা এক মহা দুর্য্যোগের করাল ছায়াতলে সম্মিলিত হয়েছি। পশ্চিমে, মধ্যপ্রাচ্যে ও সুদূরপ্রাচ্যে রণদেবতার তাণ্ডব নৃত্যের থরকম্পন ভারতবর্ষকেও ঘন ঘন নাড়া দিচ্ছে। এখনও বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভারতের কূলে না পৌঁছিলেও, গৃহমধ্যে হিন্দুস্থান আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ইহার উপরে আবার ঝটিকা, প্লাবন ও মহামারী। নানা দিক্ থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষ আজ বিব্রত। চারিদিকে দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে,—ধনিকের সঙ্গে শ্রমিকের, জমীদারদের সঙ্গে প্রজার, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের এবং মহাজনের সঙ্গে খাতকের কলহ যেন বাংলায়—আর শুধু বাংলারই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতের দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

আর সকলের কথা বাদ দিয়ে বাংলার জমীদার এবং জমীদারি সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলতে চাই। একের পর এক করে আইনের কঠিন নাগপাশে বাংলার জমীদার আজ আবদ্ধ। কিন্তু এরূপ অবস্থার জন্য শুধু এক পক্ষকে দোষী করলে চলবে না। আত্মবিশ্লেষণ করে দেখলে স্পষ্টই দেখা যাবে এরূপ ব্যবস্থার জন্য আমরা নিজেরাও কতকাংশে দায়ী এবং এ দায়িত্বের অংশ কতকটা আমাদের কর্মচারীদিগেরও প্রাপ্য বটে। শুধু কথার মার-প্যাঁচে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে গিয়ে প্রবল বিরুদ্ধ আন্দোলন আমরা আহ্বান করে এনেছি। আমাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি আন্দোলন মাথা খাড়া করেছে,—তার সবগুলিই যে জমীদারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-প্রসূত—একথা মেনে নেওয়া আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর মাত্র। আজ যদি আমরা বাংলার বিরাট প্রজাশক্তিকে —তার দাবী এবং আমাদের স্বার্থ, এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে—সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত করতে পারি, তা' হলে আমাদের শক্তি হবে অনেক। কিন্তু প্রজাশক্তির কিয়দংশ আজ যে আমরা হারাতে বসেছি সে সম্পর্কে আমরা একেবারে নির্দ্দোষ নই, এবং আমাদের কর্মচারী সম্প্রদায়ও এ দোষ এড়াতে পারেন না। আর একথাও আমি বলব, কতগুলি স্বার্থবিশিষ্ট প্ররোচকদের উস্কানি পেয়ে প্রজা আজ জমীদারের প্রতি বিমুখ হতে চলেছে।

ঠিক প্রজাশক্তির পরেই আর একটি বিরাট শক্তি আমাদের কর্মচারী সম্প্রদায়। এঁরাই বংসরের পর বৎসর ধরে প্রাদেশিক সরকারের ভূমিরাজস্ব এবং আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ জুগিয়ে আসছেন। আজ পরিস্থিতির চাপে পড়ে নিজেদের আর্থিক এবং নৈতিক উন্নতি বিধানের নিমিত্ত এঁরা যদি কতকগুলি দাবী উপস্থিত করে থাকেন, তা'তে এঁদের জমিদারবিরোধী দল বলে বিবেচনা করলে আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী নীতিরই পরিচয় দেওয়া হবে।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাস মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে "বঙ্গীয় জমীদারি বিল ১৯৪১" নামীয় যে আইনের খসড়া উপস্থিত করেছেন আমি তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু উক্ত বিলের কোন কোন ধারা জমিদারের কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করবে বলে আমার মনে হয়। উহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

সত্যই যদি জমীদারিগুলি সরকার কিনে নেন—জমীদারগণ সেজন্য মুনাফার ১৫ গুণ মূল্য পাবেন বলে মিঃ গার্ণার অভিমত প্রকাশ করেছেন। আপনাদের ভিতর যাদের চাকুরী সরকার অধিকৃত জমীদারিতে আর থাকবে না, তাঁদেরও ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করতে হবে বলে

আপনারা এখন থেকেই যথাস্থানে আবেদন পেশ করতে আরম্ভ করুন। আপনাদের দাবীর পেছনে যুক্তি রয়েছে; অতএব তা ব্যর্থ হতে পারে না।

সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সভা

স্যার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনে সাহিত্য পরিষদের বহু বিশিষ্ট সভ্য যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় বিগত বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করা হয় এবং বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করা হয়। সভার প্রারম্ভে স্যার যদুনাথ সরকার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের তৈল চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৪৭তম বার্ষিক সভার উদ্বোধন করিতে উঠিয়া স্যার যদুনাথ সমাগত সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

আজ আমাদের পরিষদের জীবনের ৪৭ বৎসর শেষ হইয়া ৪৮ বৎসর আরম্ভ হইল। এই সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে পরিষদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাঁহারা এই দেশসেবক এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন, তাহার মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই আজ বিদ্যমান নাই। পরবর্ত্তী অনেক কর্ম্মী ও সহায়ক অকালে আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

এই ৪৭ বৎসর পরিষদ অনেক বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াছে, ইহার অভিব্যক্তিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ বড়ই সুখের বিষয় যে, আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী এবং গভীর চিন্তাদায়ক আর্থিক ঋণ শোধ হইয়া আজ আমরা যখনকার দেয় টাকা তখনই দিতে পারি এবং স্থায়ী তহবিল ইত্যাদি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। ধীরে ধীরে বাৎসরিক আয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে; চাঁদা আদায় এবং গ্রন্থ বিক্রয় এই দুই বাবদেই অধুনা বৎসর বৎসর অধিক টাকা পাইতেছি। বাকী চাঁদার তালিকা বাড়িয়া পরিষ্কার ও ক্ষুদ্রতর করা হইয়াছে।

এই পরিষদের পুস্তকাগার যে কত বৃহৎ কত বিচিত্র এবং কত মূল্যবান্ তাহা বাহিরের খুব কম লোকই জানেন। এটা শুধু বঙ্গ সাহিত্যের ও সংস্কৃত গ্রন্থের অতুলনীয় সংগ্রহ নহে, এখানে ইংরাজী এবং অন্যান্য কোন কোন ভাষার অনেক মূল্যবান এবং আবশ্যক পুস্তক আছে। আমরা অনেক মনীষীদের আজীবন সংগৃহীত গ্রন্থ দান হিসাবে পাইয়াছি।

আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এই পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং কখন কখন সভাপতিরূপে কাজ করিয়া এবং ইহাতে ঘন ঘন উপস্থিত থাকিয়া একটা বিপদের সম্ভাবনা অনুভব করিতেছি। বহুপূর্ব্বে যখন পরিষদের কাজ ছিল বৎসরে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া, কয়েকদিন আলোচনা করা এবং কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিপি ছাপান এবং প্রত্যেক বিভাগে ইহার সংগ্রহ ও আয় অনেক কম ছিল, তখন যে বন্দোবস্তে ইহার কাজ এক রকম ভালই চলিয়া আসিতেছিল তাহা বর্ত্তমান বিস্তৃতির ফলে অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাও রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা চাই যে, একজন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ কার্য্যাধ্যক্ষ প্রতি সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট দুই বা তিনদিন এখানে আসিয়া কাজকর্ম্ম ও হিসাবাদির তত্ত্বাবধান করিবেন।

আমরা এই পরিষদের দ্বারা সাহিত্যিক প্রতিভা সৃষ্টি করিতে পারি না, কিন্তু নানাপ্রকার গবেষণার এবং জ্ঞান অর্জ্জনের সাহায্য করিতে পারি এবং সে বিষয়ে যে আমাদের অতুলনীয় উপকরণ আছে তাহা আগেই বলিয়াছি। বড়ই সুখের বিষয় যে, পরিষদ-মন্দিরে দৈনিক পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং সাধারণ পাঠ-গৃহের ভীড় ও গোলমাল হইতে দূরে কয়েকজন গবেষণা-কারীর জন্য উপরতলায় নিরিবিলি পাঠের বন্দোবস্তও করা হইয়াছে। তাহার পর যাহা পাঠকের পক্ষে অত্যাবশ্যক অর্থাৎ আমাদের এই গ্রন্থ-সমূহের এক বিস্তৃত তালিকা, তাহাও রচনা হইয়াছে এবং ছাপাও প্রায় শেষ হইল। কিন্তু গবেষণার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নয়। এই গত সপ্তাহে আগত বিলাতের টাইমস পত্রিকায় লণ্ডন লাইব্রেরীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে :—

"এই পুস্তকাগারকে একটি হোষ্টেল-বিহীন বিশ্ব-বিদ্যালয় বলিলেও চলে এবং এটাকে জ্ঞান ও বিদ্যা সৃষ্টির

জন্য অতি প্রকাণ্ড বিদ্যুতের কারখানারূপে নিঃসন্দেহে গণ্য করা যায়।"

বঙ্গের,—শুধু বঙ্গের কেন, অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের—বিদ্যা, সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি মৌলিক গবেষণা এই পরিষদের পুস্তকাগারে এবং কলাভবনে পরিচালিত হয়, তবেই ইহার জন্ম সার্থক হইবে, তবেই ইহা লণ্ডন লাইব্রেরীর সেই উচ্চ মহিমাতে পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু বহৎ কাজের জন্য আবশ্যক রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান, যেরূপ বিলাতের বড় বড় পুস্তকালয়ে আছে। এই সব সার্বভৌম পণ্ডিতগণ লাইব্রেরীতে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসু ছাত্রদের বলিয়া দেন, কোন্ বিষয়ে কোন্ বই প্রামাণিক। আমরা টাকা দিয়া এরূপ পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে পারিব না—আমাদের এই পরিষদ্ মন্দিরে ঘণ্টাখানেক করিয়া বসিয়া নবীন গবেষণাকারীদের পথপ্রদর্শক হইলে এই কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বর্তমান বৎসরের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে :—

সভাপতি—স্যার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মন্মথমোহন বসু, যতীন্দ্রনাথ বসু, মৃণালকান্তি ঘোষ, পঞ্চানন নিয়োগী, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদকগণ—অনাথনাথ ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ বসু, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত; কোষাধ্যক্ষ—প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্রিকাধ্যক্ষ—উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য; গ্রন্থাধ্যক্ষ—অনঙ্গমোহন সাহা; পুঁথিশালাধ্যক্ষ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

[প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কোন বিশেষজ্ঞের সহিত কথোপকথন। কথোপকথনের সময় স্থানে স্থানে বেঙ্গল নেটারনিটি এণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার'এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ এস্ পণ্ডিত মহোদয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়।]

প্রশ্ন—আপনি যে বলিয়াছিলেন একটী প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য কত টাকা এবং কি কি দরকার সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, এক্ষণে তাহা বলুন।

উত্তর—একটী প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইতে হইলে বহু দ্রব্যাদি আবশ্যক এবং বহু লোকের সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন। এক সঙ্গে সব কথা বলা চলে না। কাজেই প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করিতে যে যে বিষয় প্রথমতঃ এবং প্রথমতঃ অত্যাবশ্যক তাহারই আলোচনা করা যাইবে, যেমন—(১) কি রকম স্থানে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করা চলে? (২) কি রকম ধরণের বাটী হইলে ইহার কার্য্য পরিচালনায় সুবিধা হইতে পারে? (৩) প্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্য কি রকমের এবং কত জন লোক আবশ্যক? (৪) কি কি সাজসরঞ্জাম দরকার হইতে পারে? এবং (৫) এইটাই হইল সবচেয়ে বড়—টাকা।

প্রঃ—আপনি তাহা হইলে একে একে ঐ কয়টী বিষয়ের আলোচনা করুন। প্রথমতঃ বলুন কোন যায়গায় প্রসূতিসদন বা শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান খোলা যাইতে পারে।

উঃ—যতদূর সম্ভব যেখানে ডিস্পেন্সারি (ঔষধের দোকান) হাসপাতাল খুব নিকটে সেই রকম স্থানেই উক্ত ধরণের প্রতিষ্ঠান খোলা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, গরীব ও দুঃস্থের সাহায্যার্থ যখন ইহা খোলা হইতেছে, তখন বস্তীর বা দরিদ্র লোক যেখানে বসবাস করে তাহার সন্নিকটে থাকাও দরকার। তাহা না হইলে যাহাদের প্রয়োজন, অধিক দূরত্বের জন্য হয় তো তাহাদের অভাব মিটাইবার সম্ভাবনা নাও থাকিতে পারে।

প্রঃ—হাসপাতালের কাছে কিসের জন্য প্রসূতি সদন খোলা হইবে? যদি হাসপাতালের সাহায্যই পায় তাহা হইলে প্রসূতিসদনে কে আসিবে?

উঃ—হাসপাতাল বা ডিস্পেন্সারি কাছে থাকিলে এই সুবিধা হইবে যে, যদি এমন কোন রোগী আসে যাহার চিকিৎসার জন্য প্রসূতিসদনে বিশেষ ব্যবস্থা নাই, সে ক্ষেত্রে সত্বর হাসপাতালে পাঠাইতে পারা যাইবে।

প্রঃ—কি পরিমাণ জমি আবশ্যক?

উঃ—প্রায় এক একর জমি আবশ্যক। কারণ ভবিষ্যতে যদি বাড়াইতে হয় তাহা হইলে জমির অভাব হইবে না। অন্ততঃ পক্ষে উহার অর্দ্ধেক জমির কম হইলে অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতার মত স্থানে অত জমি দুষ্প্রাপ্য, কাজেই উহার চেয়েও অল্প জমিতে কাজ চালাইতে হইবে।

কিন্তু বাটীটা যতটা সম্ভব ফাঁকা স্থানে হইলেই ভাল হয়। বাটীর সংলগ্ন যদি ঘাসের জমি থাকে তাহা হইলে যেসকল শিশু সবেমাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে তাহারা একটু বিচরণ করিবার স্থান পায়। দুর্বল শিশু বা রিকেট্‌স্‌দের জন্যও "সোলেরিয়া" করা চলে।

প্রঃ—এইবার বলুন বাটী কিভাবে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

উঃ—প্রসূতিসদন এবং শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান করিতে গেলে নিম্নলিখিত ডিপার্টমেণ্ট বা বিভাগ একান্ত প্রয়োজনীয়। ১ম ক্লিনিক্; ২য় হেল্‌থ্ ভিজিটারের থাকিবার স্থান; ৩য় মেটারনিটি ওয়ার্ড; ৪র্থ দাইয়ের থাকিবার স্থান; ৫ম ভৃত্যাদির থাকিবার স্থান।

প্রঃ—ক্লিনিকে কি কি থাকিবে? এবং তাহার জন্য স্থান কতটা লাগিবে?

উঃ—ইহাতে একটী ভর্ত্তি করিবার এবং রেকর্ড রাখিবার ঘর আবশ্যক। তাহার পর চাই পরীক্ষা করিবার ঘর। তৃতীয়তঃ চাই স্নান করিবার স্থান, চতুর্থতঃ ভাণ্ডার, পঞ্চমতঃ রিসেপ্‌শান রুম বা হল্ ঘর, ষষ্ঠতঃ ছোট পায়খানা, বারান্দা।

ভর্ত্তি করিবার ঘরটী হইবে ১০´×১২´। হেল্‌থ্ ভিজিটারের অফিস ঘর হইবে এইটী এবং এখানে বসিয়া রোগীর বিবরণ সবিশেষ লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও থাকিবে। এখান হইতেই তিনি আবশ্যক মত পরামর্শ দিবেন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

প্রঃ—স্নান করিবার ঘর বা স্নান ঘরে কি হইবে?

উঃ—আমাদের গরীবদের জলাভাব খুবই বেশী। তাহারা স্নানের জন্য সব সময়ে জল নাও পাইতে পারে। সেই জন্য শিশুরা যাহাতে এইখানে একটু স্নানের সুযোগ পায় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রঃ—ইহার জন্য কতটা স্থান আবশ্যক?

উঃ—১২´×৪´ মাপের স্থান হইলেই চলিবে।

প্রঃ—ভাণ্ডার কিরূপ হইবে?

উঃ—এখানে লিনেন প্রভৃতি দ্রব্যাদি রাখা হইবে এবং ইহার মাপ হইবে ৭×৮´।

প্রঃ—রিসেপশান রুম বা হল্‌টী কেন দরকার?

উঃ—এখানে প্রসূতি ও শিশুরা প্রথমে আসিয়া একত্র হইবে এবং তাহাদের পালার জন্য অপেক্ষা করিবে। রাস্তায় বা রৌদ্রের মধ্যে তাহারা অপেক্ষা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া জননীদের শিক্ষার জন্য একটা বিশেষ ক্লাস এই ঘরে নেওয়া যায়।

প্রঃ—হেল্‌থ্ ভিজিটারের শয়ন করিবার জন্য কত বড় ঘর আবশ্যক?

উঃ—শয়ন কক্ষ ১০´×১২´ দরকার, অবশ্য তাহার সহিত একটা ৬´ চওড়া বারান্দা থাকিলে ভাল হয়।

প্রঃ—রান্নাঘরের বন্দোবস্ত কিরকম হইবে?

উঃ—একটী রান্না ঘর ৬´×৮´ তাহার সন্নিকটে একটী ভাঁড়ার ৫´×৪´ ও একটী স্নান করিবার ঘর ৬´×৪´ এবং একটী পায়খানা ৬´×৪´ আর সামনে একটী বারান্দা ৪´ চওড়া। এই সব নিয়ে হেল্‌থ্ ভিজিটারের কোয়ার্টার তৈয়ারী করা যায়। অবশ্য রান্না ঘরের থেকে একটু দূরেই পায়খানা করা যুক্তিসঙ্গত। ঊননের জন্য ধোঁয়া নির্গমনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা উচিত।

প্রঃ—"মেটারনিটি ওয়ার্ডে" কি কি থাকে?

উঃ—১ম একটী লেবার রুম যেখানে প্রসব করিবার ব্যবস্থা থাকে। সেই ঘরটীর মাপ হইবে ৮´×১২´। ২য় একটী ভাঁড়ার ঘর ৪´×৫´। ৩য় একটী ঘর যেখানে দুইটী খাট থাকিতে পারে। তাহার মাপ হইবে ১২´×১০´। ৪র্থ প্যান্ট্রি ৫´×৫´; ৫ম পায়খানা ৪´×৫´; ৬ষ্ঠ একটী স্নানের ঘর ৪´×৫´ এবং দুই দিকে বারান্দা থাকা আবশ্যক। ক্লিনিক এবং মেটারনিটি ওয়ার্ড দুইটি যেন পাশাপাশি অবস্থান করে।

প্রঃ—দাইয়ের কোয়ার্টার কিরূপ হইবে?

উঃ—বাস করিবার ঘর ১০´ × ১২´ এবং একটু ছোট ঘেরা বারান্দা থাকিবে ৬´ আন্দাজ। অবশ্য এইখানেই রান্নার ব্যবস্থা তাহাদের করিয়া লইতে হইবে এবং ধূম নির্গমনের ব্যবস্থা যেন এখনেও করা থাকে। এখানেও স্নানের ঘর ও পায়খানা স্বতন্ত্র থাকিলে ভাল হয়। একটী ছোট উঠানও থাকা ভাল। ১০´ × ১০´ হইলেই উত্তম হয়।

প্রঃ—মিনিয়ালস্ বা ভৃত্যাদির বাসের জন্য কিরকম ব্যবস্থা করিতে হয়?

:—একটী বাস করিবার ঘর ১০´ × ১০´ এবং আংশিক ভাবে ঘেরা একটু বারান্দা ৬´ চওড়া থাকা আবশ্যক। কারণ এখানেই তাহাদের রান্নাঘর করিয়া লইতে হইবে।

:—কোন্ কোন্ লোক মেটারনিটি চালাইবার জন্য রাখা আবশ্যক?

উঃ—একটি হেল্‌থ্ ভিজিটার। তাহার শিক্ষা ও মার্জ্জিত ভাব একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রঃ—হেল্‌থ্ ভিজিটারের কাজ কি?

উঃ—প্রত্যেক দিন সকাল বেলা, অবশ্য রবিবার এবং অন্যান্য ছুটীর দিন বাদ দিয়া, তিনি ক্লিনিক্‌স্ দেখিবেন। বৈকালে বাড়ী বাড়ী পরিদর্শন করিতে যাইবেন এবং মেয়েদের স্কুলেও দেখাশুনা করিতে যাইবেন। ক্লিনিক্‌সে ক্লাশ লইবেন এবং ডিমন্‌স্ট্রেশন দিবেন। দশদিনের "পোষ্টনেট্যাল কেস" বা প্রসবের পর যে সব রোগী বা মাতা আসে তাহাদের পরীক্ষা করিবেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। যেসব রোগীর ডাক্তারি চিকিৎসা বিশেষ আবশ্যক তাহাদিগের সম্বন্ধে ডাক্তারকে রিপোর্ট করিবেন।

প্রঃ—ইহাদের মাহিনা কত টাকা করিয়া?

উঃ—৭৫৲ টাকা বেতনে আরম্ভ এবং উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। ইহা ছাড়া বাটীর জন্য বৃত্তি ১০৲। অবশ্য যেখানে ভাল কোয়ার্টার না থাকে এবং যেখানে এক মাইলের অধিক রাস্তা পার হইয়া লোকের বাড়ীতে যাইতে হয় তথায় যাতায়াত খরচা সহ ১৫৲ হিঃ দিতে হয়।

প্রঃ—আর কোন্ কর্ম্মচারী আবশ্যক?

উঃ—দুইজন, অন্ততঃ পক্ষে একজন দাই দরকার। ইহারাও শিক্ষিতা হইবেন। তাঁহারা সকালে ক্লিনিকে থাকিবেন এবং শিশুসহকে স্নান করাইবার জন্য সাহায্য করিবেন। যে সব গর্ভিণীর বেদনা আসে তাঁহাদিগকে দেখিতে হয়। তাহা ছাড়া মেটারনিটি ওয়ার্ডে চিকিৎসার জন্য যেসকল রোগী আসে তাহাদিগকেও দেখিতে হয়। ইহাদের মাহিনা মাসে ১৫৲ এবং থাকিবার জন্য ঘর দেওয়া দরকার।

প্রঃ—ভৃত্য কয়জন লাগিবে?

উঃ—একজন চাকর সেই পিওন, মালী প্রভৃতি সবার কাজই করিবে এবং তাহার বেতন হইবে মাসে ১২৲ আর থাকিবার জায়গা। আর একজন বাড়ুদার, অবশ্য এর সব সময়ে থাকিতে হইবে না। সে জন্য ইহার মাহিয়ানা মাসে ৩৲। কিন্তু যদি সারা দিনরাত বাড়ুদার আবশ্যক হয় তাহা হইবে মাহিয়ানা হইবে ১৩৲ ও বাসস্থান পাইবে।

প্রঃ—সাজ-সরঞ্জামের কথা বাদ দিয়া আসল জিনিষ টাকা পয়সা কিরকম খরচা পড়ে এইবার তাহা বলুন।

উঃ—যদি আয়সা পাওয়া যায় তাহা হইলে বাড়ীর জন্য প্রায় ৫,০০০৲ টাকা এবং কর্ম্মচারীদের বেতন বৎসরে ১,৫০০৲ টাকা এবং জিনিষপত্র, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সাজসরঞ্জামের জন্য প্রায় আর ১,২০০৲ টাকা বৎসরে ধরিয়া রাখিতে হইবে অর্থাৎ প্রায় ৭,৭০০ প্রথমেই খরচা পড়িবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রঃ—আচ্ছা শিশুমঙ্গল সমিতি এবং প্রসূতি সদন দুইটী কি একত্রই রাখার নিয়ম?

উঃ—না, তাহার কোন মানে নাই। অনেক সময়ে

শিশুমঙ্গল সমিতি আলাদাও থাকিতে পারে। তবে যদি দুইটী একত্রে থাকিতে পারে খুবই ভাল।

প্রঃ—গভর্ণমেণ্ট থেকে কিছুই সাহায্য পাওয়া যায় না?

উঃ—আমরা যদি না নিই তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট কি করিবে? প্রত্যেক বিষয়ে এই জন্য আমি বলিয়া আসিতেছি—আগে জাগ্‌বে সমাজের জন তবে জাগ্‌বে রাষ্ট্রের চেতনা। সমাজ যদি ঘুমাইয়া থাকে তবে খুব কম গভর্ণমেণ্ট আছে যাদের ঘুম আপনি ভাঙ্গে। গভর্ণমেণ্ট থেকে সাহায্য পাওয়া তখনই সম্ভব যখন স্থানীয় সাহায্য ভাল মত উঠে অর্থাৎ সমাজের লোক যদি সহানুভূতিসম্পন্ন আগে না হয় তবে গভর্ণমেণ্ট কিছুই দিতে পারে না।

প্রঃ—গভর্ণমেণ্ট কি রকম সাহায্য করিতে পারে?

উঃ—ঠিক কত পরিমাণ সাহায্য গভর্ণমেণ্ট করিবে তাহা বলা যায় না। তবে যদি বেশীর ভাগ খরচা স্থানীয় সাহায্যের দ্বারা উঠিয়া যায় তাহা হইলে রেড্‌ক্রস্ সোসাইটী, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক এবং গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন কিছু কিছু দিয়া থাকে।

প্রঃ—তবু একটা ধারণা তো দিতে পারেন যে গভর্ণমেণ্ট কি সাহায্য দিতে পারে?

উঃ—গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক খরচের ৫০% দিতে পারে যদি মেটারনিটি ওয়ার্ডে দুইটী বেড্ থাকে তাহা হইলে ৪,০০০৲ টাকা এবং মেটারনিটি ওয়ার্ড না থাকে তাহা হইলে ৩,০০০৲ টাকা। এখানে এ্যান্টি-নেটাল এবং পোষ্ট-নেটাল কার্য্য যদি ভাল ভাবে করা হয় এবং রেকর্ড যদি রেড্‌ক্রস সোসাইটীর নিয়ম অনুযায়ী রাখা হয় এবং ইহা যদি গভর্ণমেণ্টের লোকের পর্য্যবেক্ষণাধীন থাকে, তবেই টাকার সাহায্য পাওয়া সম্ভব, নচেৎ নহে।

"বেঙ্গল পাব্‌লিক্ হেল্‌থ বুলেটিন"

(জুলাই, ১৯৪১)

১। গ্রামে পুনর্গঠনের সমস্যা।

২। খাদ্য সংরক্ষণ।

৩। কলিকাতার বিদ্যালয়ের বাটীর স্বাস্থ্যকর অবস্থা কি না?

৪। ইন্‌সিডেন্স অব এপিডেমিক ডিসিস্।

"প্রব্লেম অব রুরাল রি-কনস্ট্রাক্‌শন ওয়ার্ক" (গ্রাম পুনর্গঠনের সমস্যা) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী লেখা হইয়াছে তাহাদ্বারা সকলের মন আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার লেখক হইলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণাল এ সি চ্যাটার্জ্জি, ডিরেক্টর অব পাব্‌লিক্ হেল্‌থ, বেঙ্গল। প্রবন্ধটী অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের অনুবৃত্তি। সেই জন্য অনেকটা জিনিষ আমাদের আলোচনার বাহিরে পড়িয়া যাইবে। এই প্রবন্ধটীর মধ্যে লেখকের মৌলিক চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লেখক যে কতদূর প্রাণ দিয়া আমাদের দেশের কথা ভাবিয়া থাকেন তাহা তাঁহার অমূল্য পরামর্শ হইতে সহজেই বুঝা যাইবে। প্রথমে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভ্রাম্যমাণ ঔষধের দোকান কিভাবে আমাদের দেশে সাধারণের মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে। ফিলিপাইন ও মালয় প্রভৃতি দ্বীপেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই ধরণের ঔষধালয়গুলি একস্থলে কিছুদিন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু বরাবরের জন্য থাকা সম্ভব নহে বলিয়া লোকে সকল সময়ে ইহার সাহায্যের আশা করিতে পারে না। মাসে কিছুদিন হয় তো একটি স্থানে রহিল আবার আর এক স্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। নচেৎ খরচ অনেক বৃদ্ধি পায়।

তৎপরে লেখক দেখাইয়াছেন যে, আমাদের দেশে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়াও ইউনানী, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি বিভিন্ন চিকিৎসার প্রসারও রহিয়াছে। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানি প্রথা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা সম্বন্ধে লেখকের অভিমত হইল এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা সকলের মধ্যে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাহা বিনা ব্যয়েই হওয়া উচিত। যদিও রাষ্ট্র-সহায়তায় ইহা হওয়া দরকার, কিন্তু তাহা বলিয়া সাধারণের কিছুই তাহাতে করিবার নাই এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। অর্থ ও সামর্থ্য লইয়া সাধারণকেও এই উদ্যোগে যোগদান করিতে হইবে। একটা উদাহরণ লেখক দেখাইয়াছেন যে, ধরা যাক কোন একটা বিশেষ স্থানে একটা বিদ্যালয় খোলা গেল। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে কেহ না কেহ নিশ্চয়ই বিদ্যালয়ের জন্য ক্লাস করিতে একখানা বা দুইখানা ঘর ছাড়িয়া দিতে পারেন। আবার অন্য লোকে হয় তো মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে কাহাকেও বাসস্থান দিতে পারেন। এইভাবে পরস্পরের সাহায্যদ্বারাও শিক্ষা-প্রচেষ্টা অনেকটা দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিতে পারে।

লেখকের আর একটী মূল্যবান্ কথা আমাদের প্রাণে লাগে, তাহা হইল শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমাদের ধারণা বি এ বা এম্ এ পাশ না করিলে কেহই কার্য্যের উপযোগী

হইতে পারে না। অবশ্য কোন কোন কার্য্যের বেলা যে সে কথা খাটে, কিন্তু সমাজের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য নহে। এই কারণে লেখক বলিয়াছেন যে, সমাজের যে কার্য্যের জন্য উপযোগী হইবার আবশ্যক সেই কার্য্যের জন্য লোককে প্রস্তুত করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সেই জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে দুই ধরণের হাতের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন :—প্রথম চাষ ও দ্বিতীয় যান্ত্রিক বা ভোকেশানাল শিক্ষা। হাতের কাজের উপর জোর দিয়া শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করাই লেখকের অভিমত।

লেখক বলেন বালিকাদের শিক্ষার জন্য আমাদের সকলের বিশেষ ভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার। বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহাদের শিক্ষার মধ্যে গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর ঝোঁক দেওয়াই ফলপ্রদ বলিয়া লেখক মনে করেন।

অবশেষে লেখক দেখাইয়াছেন যে, "কো অপারেটিভ মুভমেণ্টই" হইল আমাদের আর্থিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। অবশ্য টাকা-পয়সার বিষয় গভর্ণমেণ্টের আরও বেশী শাসন আবশ্যক। তাহা না হইলে হয় তো পরে ইহা টাকা ধার দিবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

"ফুড কনসারভেশন" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ডাঃ মোহম্মদ সাহিবুদ্দিন সাহেব। এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিলে আকস্মিক দরকারে আমাদের কি কি উপকার সাধিত হইতে পারে। খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১) যে খাদ্য বহুদিন যাবৎ রাখা যাইতে পারে ; (২) যা একটা ঋতু রাখা সম্ভবপর ; আর (৩) কয়েক প্রকারের খাদ্য যা মাত্র জাহাজ চলাচলের সময় অবধি সংরক্ষণ করা সম্ভব।

উপরোক্ত বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগে পড়ে গম। যদি গমের জলীয় ভাগ কোন রকমে বাহির করিয়া লওয়া যায় এবং টিনে ভরিয়া রাখা যায় তাহা হইলে বহুদিন যাবৎ ইহা রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ধরণের খাদ্যের মধ্যে হোয়েল অয়েল ; ভেজিটেব্‌ল্ অয়েল প্রভৃতি পড়িতে পারে।

দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে দুগ্ধ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সব চেয়ে ভাল দুধের গুঁড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে গরমকালে যে দুধ পাওয়া যায় তাহা হইতে। আলু অনেক দিন রাখা যায় যদি উহার মধ্যের ৮% জল কমাইয়া আনিতে পারা যায়। ডিম ও ফলের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

তৃতীয় বিভাগে পড়ে মাছ। ইহা অতি অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা চলে, যেমন ছয়মাস কি পাঁচমাস। মাটন্ বা বীফ্ মাংস কিভাবে এবং কতদিন সংরক্ষণ করা যায় তাহা এখনও একটা সমস্যার কথা। তবে বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায় যে, উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরই নির্ভর করে। মাংস নষ্ট হইয়া যায় অক্স অর্গ্যানিজম্ যদি তাহার সংস্পর্শে আসে। কাজেই এমনধারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি ঘটান যায় যাহাতে উহা অক্স অর্গ্যানিজম্‌এর সঙ্গে বা সংস্পর্শে আসিতে না পারে তাহা হইলে বেশী দিন রাখা সম্ভবপর।

"স্যানিটারি কন্‌ডিশন অব দি স্কুল বিল্ডিং ইন্ ক্যাল্‌কাটা" নামক প্রবন্ধটী ডাঃ এস্ এন্ মিত্র কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। লেখাটী অতি চমৎকার এবং বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং শিক্ষা-বিশারদদের খুবই উপকারে আসা সম্ভব। প্রবন্ধের যে অংশটী আলোচনা করা যাইতেছে তাহাতে লেখক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিয়াছেন—(১) ব্ল্যাক্‌বোর্ড ; (২) সারাউণ্ডিংস্ (পারিপার্শ্বিক অবস্থা) ; (৩) স্কুল বিল্ডিংএর ডিজাইন্। (৪) স্কুল ক্লিন্‌সিং বা পরিষ্কার করা ; (৫) সিঁড়ি ; (৬) উপসংহার। ব্ল্যাক-বোর্ড সম্বন্ধে দেখিতে গেলে তাহার অবস্থিতি, মাপ, জমি ও রঙ্গ এই কয়টী বিষয় লক্ষ্য করিবার বস্তু। লেখক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন যে, ১৬টী বিদ্যালয়ের মাত্র ৪ ফুট চওড়া বোর্ড আছে এবং চারটীতে আছে ইহা অপেক্ষা ২। ফুট কম চওড়া বোর্ড। সব স্থলেই বোর্ডগুলি কাল রঙের।

২৬টী বোর্ড লেখক পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে ৪৫টীতে কোনকালে রঙ দেওয়া হয় নাই। নিয়ম অনুসারে ছয় মাসে একবার কাল রঙ দিতে হয়।

সারাউণ্ডিংস্ সম্বন্ধে লেখকের অভিমত হইল এই যে, বিদ্যালয়গুলির অবস্থিতি হওয়া উচিত ফাঁকা স্থানে, অন্ততঃ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর স্থানে। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখক নিজে দেখিয়াছেন যে বহু বিদ্যালয় নোংরা গলির মধ্যে, গরুর গোয়ালের পাশে অথবা কলকারখানা ও ড্রেনের ধারে অবস্থিত। বিশটী বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলে সবগুলির পারিপার্শ্বিক অবস্থাই শোচনীয়।

৪৫% বিদ্যালয় গৃহস্থের বাসোপযোগী গৃহেই রহিয়াছে, বিদ্যালয়ের জন্য তৈয়ারী গৃহে নহে। বিদ্যালয়গুলি, বিশেষ করিয়া উত্তর কলিকাতার দিকে, অতি অপরিষ্কার-ভাবে রাখা হয় এবং পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য খুবই কম। প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত পরিচ্ছন্নতার বিষয় শিক্ষা দেওয়া।

নিয়ম আছে যে সিঁড়ি হইবে অন্ততঃ ৪ ফুট লম্বা এবং ১৬ ইঞ্চি চওড়া ও ছয় ইঞ্চি উচ্চ। ইহাতে আলো এবং হাওয়া থাকা চাই। এই ধরণের বিদ্যালয়ের সিঁড়ি লেখকের মতে ৪১টী স্কুলে একেবারে দেখা যায় নাই।

উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন যে, স্কুল বাড়ীগুলির যে রকম অস্বাস্থ্যকর অবস্থা তাহাতে খুব শীঘ্রই ইহার একটা কিছু ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন স্থলে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিলে হয় তো অনেকটা ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কাছাকাছি আসিয়া পড়ছাইতে পারে; কিন্তু অনেক স্কুলেরই এমন অবস্থা যে কোন উপায়েই ইহার কিছু ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

"দি ইকনমিক বেসিস অব এ ডিউরেব্‌ল পিস্" জে ই মিড্ কর্তৃক লিখিত ; জর্জ এলেন এণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত ; লণ্ডন ; ১৯৪০ ; মূল্য ৬ শিলিং মাত্র।

লেখক এই যুদ্ধের তাণ্ডব লীলার মধ্যে যে শান্তির আর্থিক ভিত্তি সম্বন্ধে কল্পনা করিতে পারিয়াছেন ইহা সত্যই গৌরবের বিষয়। অবশ্য প্রথমেই বলা উচিত যে, এই ভিত্তির মূল সূত্র হিসাবে তিনি একটী কাল্পনিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। এই বইখানির লেখার মূল উদ্দেশ্য হইল যে আর্থিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন সঙ্কট বা উত্তেজনার বাজার যাহাতে না আসে তাহারই বন্দোবস্ত করা। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয় :—(১) এই সঙ্ঘের মোট টাকার সরবরাহের ও খরচার উপর সম্পূর্ণ হাত থাকা চাই ; (২) ব্যক্তিগত রাষ্ট্রগুলি তাহাদের নিজেদের মুদ্রানিয়ন্ত্রণ বা খরচা সম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া দিবে ; (৩) মাহিনা ও খরচা সম্বন্ধে প্রত্যেক ষ্টেটে কোন একটা সম্পূর্ণ স্থির মাপ অনুযায়ী কাজ নাও চলিতে পারে। (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারে ও দেশদেশান্তরে গমনাগমনের পথে কোন বাধা যেন না থাকে।

যদি বাস্তবিক এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান গড়া যায়, এবং তাহা কার্য্যকর হইয়া উঠে তাহা হইলে একথা সত্য যে তাহার প্রভাব খুবই প্রচুর হইবে। যদি রাজনীতিজ্ঞের দ্বারা তাঁহাদের ক্ষমতা খানিকটা কমাইয়া দিনিষপত্র, মানুষ ও পুঁজি লেন-দেন ও যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় এবং চিন্তাশীল অর্থবিদ্‌দের হাত মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে অনেক রকমের অন্যায়ের হাত হইতে বহু দেশ বাঁচিয়া যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় অংশে এই ধরণের অবস্থা খানিকটা আসিয়া হাজির হইয়াছিল এবং সেই জন্যই উক্ত সময়ে সকল স্থানেই কিছু না কিছু উন্নতি হইয়াছিল।

মিঃ মিড্ আন্তর্জাতিক কারেন্সি বা টাকা কারেন্সি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তৎপরে "ভ্যারিয়েব্‌ল্ এক্সচেঞ্জ, ইণ্টারন্যাশন্যাল ট্রেড্, এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোল এবং ক্লিয়ারিং এগ্রিমেণ্ট প্রভৃতি বিষয়েও লেখক যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন। একটা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে এবং তাহাই আন্তর্জাতিক টাকা পয়সা উৎপাদন করিয়া দেশের সমস্যা দূর করিবে বলিয়া লেখকের বিশ্বাস। ইকুইলিব্রিয়াম বা সাম্য বজায় রাখিবার জন্য লেখক বলেন সুবর্ণের দাম মাসে মাসে নিরূপিত হইবে। কিন্তু ইহা হইতে আর একটী আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে যদি খুব বেশীরকম এই এক্সচেঞ্জ সাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সুবর্ণের মূল্য "ডিভাল্ল" করা যায় তাহা হইলে শান্তির স্থলে অশান্তিও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কারণ লেখক যে প্রথমেই বলিয়াছেন "ফ্রি ট্রেড্" বা "মুক্ত বাণিজ্য" শান্তি স্থাপনের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা আর টিঁকিতে পারে না, যদি বাস্তবিক স্বর্ণ বিষয়ে শাসন অত কঠিনভাবে এবং ঘন ঘন করা হয়। অথচ উহা না করিলে এক্সচেঞ্জ ব্যালেন্স রাখা সম্ভব নহে এবং ইকুইলিব্রিয়াম যদি না থাকে তাহা হইলে "বুম" বা "ডিপ্রেশন" এই দুইটী জোয়ার ভাঁটার হাত হইতে নিষ্কৃতিই বা কি করিয়া পাইতে পারা যায়? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখকের আলোচনায় দেখা যায় যে, ভারতে এখনই খাদ্যের মাপ অনুপাতে লোক-সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। কিন্তু তাহার সমাধান কোথায়?

"থিওরি অব জাষ্ট্ প্রাইস"; রুডলফ্ কাউলা কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন এণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন, ১৯৫০; পৃঃ ২১৭; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স নেট।

মিঃ রবার্ট হল্ কর্তৃক এই পুস্তকখানি জার্ম্মাণ ভাষা হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে "ইকনমিক ভ্যালিউ" সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক গবেষণাই অধিক। সমস্ত বইখানি লেখা হইয়াছে একটী মাত্র সমস্যাকে লইয়া। তাহা "জাষ্ট প্রাইস্"। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন লেখক কি যে "জাষ্ট্ প্রাইস্" এই লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। থিওরি অব ভ্যালিউ বা ইহার অন্তর্গত যে সূত্র ও নীতি রহিয়াছে তাহা এই "জাষ্ট্ প্রাইসের" ধারণার উপরেই গঠিত; কাজেই বিভিন্ন সময়ের ধারণার পার্থক্য অনুসারে ভ্যালিউর নীতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

আধুনিকালের দিনে সমস্ত বণ্টন-জগৎই এই মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে; কাজেই "জাষ্ট্ প্রাইসের" ধারণাও অনেকটা এই সঠিক বা ন্যায্য বণ্টনের উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছে। ভূমিকাতে লেখক দেখাইয়াছেন যে, বণ্টন-সম্বন্ধীয় মূলগত ধারণা কিভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম দুইটী অধ্যায়ে লেখক দেখাইয়াছেন যে, "থিওরি অব ভ্যালিউর" ইতিহাস কি এবং তাহা কিভাবে "জাষ্ট প্রাইস্" ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বা আছে এবং আইন ও রাষ্ট্রের খেয়ালের উপরে মূল্য নির্ভর করে।

"থিওরিষ্ট" সম্বন্ধে লেখক তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেখানে মূল্যের উচ্চতম এবং নিম্নতম যে দুইটী সীমা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে "সারভিস" বা শ্রমের কোন নিয়তম স্থান নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। লেখক অবশ্য বলেন যে, "সাবসিস্টেন্স" বা জীবনরক্ষার মত মূল্য দেওয়া হইতেছে, কিন্তু লেখক একটী স্থলে কি যে বলিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝা গেল না। তাহা হইল এই যে, একটা জিনিষের মূল মার্জ্জিন্যাল কষ্ট আবার এভারেজ কষ্ট এই দুইটীর সঙ্গে একই সময়ে মিলিতে পারে বা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে।

তাহার পর লেখক দেখাইয়াছেন যে, প্রাইস্ কষ্ট এবং সাপ্লিমেণ্টারি কষ্ট উভয়েই একত্রে মিলিত হইতে বাধ্য।

"হিস্ট্রি এণ্ড প্রব্লেম্স্ অব ইণ্ডিয়ান কারেন্সি—১৮৩৫-১৯৩৯"; ডি, কে, মালহোত্র কর্তৃক লিখিত; মিনার্ভা বুক্ সপ্ কর্তৃক প্রকাশিত; লাহোর; ১৯৩৯; পৃঃ ১৫৩; মূল্য ২।০ মাত্র।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় কারেন্সি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের সম্পূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। রৌপ্য মান প্রচার হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কারেন্সিতে বহু ধরণের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এইসকল পরিবর্ত্তনের কি কি কারণ এবং কোন্ কোন্ অবস্থার সমাবেশে তাহা সংঘটিত হইয়াছে তাহা লেখক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

পুস্তকখানি বি-এ পাসকোর্সের পক্ষে বেশ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে ভারতীয় কারেন্সির ইতিহাস ও আধুনিক অবস্থা সবটাই বর্ণিত আছে। অবশ্য আধুনিক যুদ্ধ যেমন জীবনের বহু দিকেই বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিবে, ঠিক তদনুরূপ আমাদের সিক্কার বাজারে প্রভাব বিস্তার করিবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

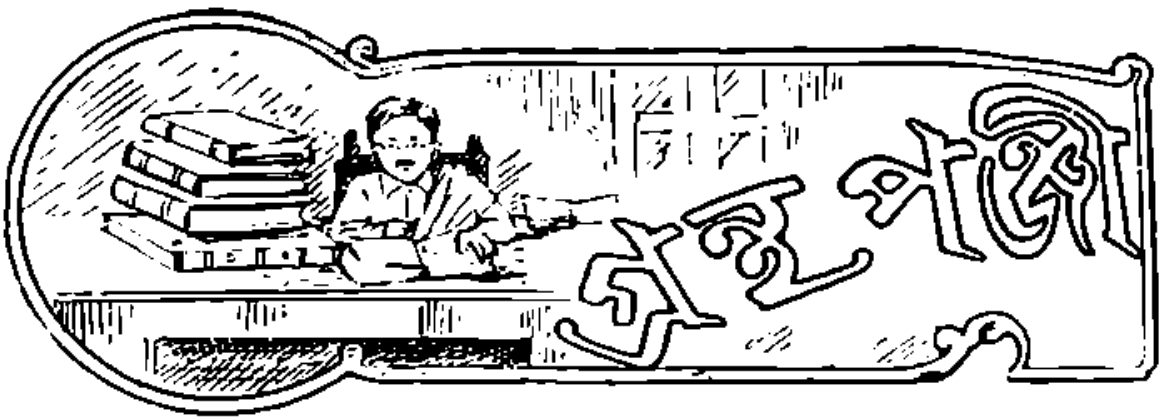

১। "ল রিলেটিং টু কোম্পানী ডিরেক্টরস্ ইন্ ইণ্ডিয়া"; এইচ্ আর মেরোত্রা কর্তৃক লিখিত; দি প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং কর্তৃক প্রকাশিত; সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা; মূল্য ৮৲ মাত্র।

২। "ইন্সিওরেন্স ডেভি মেকাম, ১৯৪০-৪১"; এস্ এস্ টুলি কর্তৃক লিখিত; দি ইন্সিওরেন্স পাবলিসিটি কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লাহোর; মূল্য ২৸০ মাত্র।

৩। "দি ষ্টক্ মার্কেট, ক্রেডিট এণ্ড ক্যাপিট্যাল ফরমেশন"; ক্রিত্জ্ ম্যাকায়ার কর্তৃক লিখিত; মেসার্স উইলিয়াম হেন্স্ এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৪১৬; মূল্য ২১ শিলিং নেট।

৪। "এ কালচার্যাল হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া ডিউরিং দি ব্রিটিশ পিরিয়ড"; এ ইউসুফ আলি কর্তৃক লিখিত; ডি বি টারপুরওয়ালা সন্স এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; বোম্বে; ১৯৪০; পৃঃ ৩৩৪; মূল্য ১০৲ মাত্র।

৫। "ম্যারিটাইম সেবার ইন্ ইণ্ডিয়া" দিনকর দেশাই কর্তৃক লিখিত; সারভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত; বোম্বে; ১৯৪০; পৃঃ ২৫৬; মূল্য ২।০ নেট।

৬। "দি ইণ্ডিয়ান কটন্ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রি, ১৯৪০ এন্যুয়্যাল"; এম্ পি গান্ধী কর্তৃক লিখিত; এম্ পি গান্ধী এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; কলিকাতা; ১৯৪০; পৃঃ ৪৪; মূল্য ৩৲ মাত্র।

৭। "কাথিওয়ার পোর্টস্" আর ডি তেওয়ারী কর্তৃক লিখিত; ১৯৪০; পৃঃ ১৫৩।

৮। "দি ম্যাড্রাস লেন্ড্স্ টায়ন্স এ্যাক্ট"; বি ডি নারায়ণস্বামী কর্তৃক লিখিত; আন্নামালী ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার কর্তৃক প্রকাশিত; চিদাম্বরম; ১৯৪০; পৃঃ ২২০।

৯। "ইন্সিওরেন্স ফিনান্স"; এ এন্ আগরওয়ালা কর্তৃক লিখিত; কিতাব মহাল কর্তৃক প্রকাশিত; এলাহাবাদ; ১৯৩৯; পৃঃ ১২২; মূল্য ২৷০ মাত্র।

১০। "রেলওয়ে রেট্স্ পলিসি"; আর ডি তেওয়ারি কর্তৃক লিখিত নিউবুক কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; বোম্বে; ১৯৪০; পৃঃ ৮১; মূল্য ২।০ মাত্র।

১১। "প্রেস্ অব সাবসিডিয়ারী ইন্ডাষ্ট্রিজ ইন্ রয়্যাল ইকনমি" নাগুবাই এস্ দেশাই; দি বড়োদা ইকনমিক এসোসিয়েশন বুলেটিন নং ৪; ১৯৩৯; পৃঃ ১৭।

১২। "পপুলেশন প্রব্লেম্ ইন্ কাথিওয়ার" এ ডি ত্রিবেদী কর্তৃক লিখিত; ১৯৩৯; পৃঃ ৪০।

১৩। "প্রাক্টিক্যাল এপ্লিকেশনস্ অব্ রিসেন্ট ল্যাক্ রিসার্চ"; এইচ কে সেন কর্তৃক লিখিত; ইণ্ডিয়ান ল্যাক্ রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত; রাঁচি; ১৯৪০; পৃঃ ৭৫।

১৪। "দি জাওলুন ইণ্ডাষ্ট্রি ইন্ সাউথ ইণ্ডিয়া"; কে এস্ ভেঙ্কাটারমণ কর্তৃক লিখিত; মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৪০; পৃঃ ২৮৮; মূল্য ৩৲ মাত্র।

ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও ঘটনা

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

টাকা জমা রাখিয়া ফিরাইয়া না দেওয়া

পূজার ছুটীতে বাহিরে যাওয়ার পূর্ব্বে "খ"য়ের হাতে যে টাকা ছিল তা সমস্তই "ক"এর হাতে দিয়া গেল ; কিন্তু কোন রসিদ পর্য্যন্ত চায় নাই। তার ভদ্রতার উত্তরে "ক" ছুটী শেষ হইলে সেই আমানত টাকা আর "খ"কে প্রত্যর্পণ করিল না। "খ" কি করিয়া কার্য্য চালাইবে ঠিক করিতে পারিল না। মহাবিপদের মধ্যে পড়িল, কারণ তাহার কাছে রসিদ পর্য্যন্ত নাই। শেষে বহু কষ্টে অনেক দিন পরে "ক" গোমস্তার হাতে সেই টাকা দিল, তথাপি "খ"এর হাতে প্রত্যর্পণ করিল না। "খ"কে এতদিন কি অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছে তাহা সে-ই জানে।

অপমান করার অভিনব উপায়

এক সময় কার্য্য চালাইবার জন্য দুই দফায় টাকা তোলার আবশ্যক হয়। সাধারণ চালান দিয়া যে টাকা তুলিতে হয়, তাহা "খ" প্রস্তুত করিয়াছে এবং দ্বিতীয় টাকা বিশেষ দরখাস্ত করিয়া উঠাইতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়াছেন "ক"। "খ" টাকা তুলিতে যাইবার সময়ে "ক"কে ডাকিয়া লইয়া গেলেন যে উভয়ে একসঙ্গে দুইটা টাকাই তুলিতে পারিবেন। "খ ক্যাশ ঘরে আসিয়া "ক"এর সম্মুখে চালানের টাকা তুলিয়া লইল। কিন্তু "ক" যেরূপ দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে টাকা "খ" তুলিল না। সে বলিল "দরখাস্তের উপর কে তুলিবে সে কথা কি লিখিত আছে ? ক্ষমতা দেওয়া না থাকিলে "খ" তুলিতে পারিবে না। "ক"এর দরখাস্তে যে বোকামীর নিদর্শনটুকু প্রকাশ পাইল তজ্জন্য তাঁহার রাগ হইল "খ"এর উপর। "খ" টাকা তুলিয়া তার নিজের ঘরে ক্যাশবাক্সে তুলিবার জন্য চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে "ক" আসিয়া একটা বেয়ারাকে "খ"এর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই বেয়ারা গিয়া "খ"এর স্ত্রীকে অপমান করিয়া বলিয়া আসিল "বাবু রুপেয়া লেকে কাঁহা ভাগ গিয়া উন্‌কো পাত্তা বি নেই। অফিস্‌সে নিকাল গিয়া—বড় বাবু বহুৎ গোলমাল লাগায়া।" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরদিন যখন "খ" অফিসে আসিয়া "ক"এর সম্মুখে জিজ্ঞাসা করিল যে, কে বেয়ারা পাঠাইয়া বাড়ীতে অপমান করিয়া আসিয়াছে তখন "ক" অম্লানবদনে বলিল "আমি তো জানি না। ওরা কে গিয়াছে।" বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করা গেল "সে বলিল সরকার বাবু পাঠাইয়াছিলেন।" সরকার বাবুকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তিনি বলিলেন "আমি কিছুই জানি না।"

একে বলে চক্রান্তে জব্দ করা। কারণ সরকার জানিতই না যে টাকা বাহির করা হইয়াছে, বেয়ারা সঙ্গে ছিল না যে, সে দেখিবে টাকা তোলা হইয়াছে কি না। টাকা তোলার খবর "ক" ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তিই জানিত না। অথচ "খ"এর বাড়ী তল্লাস করিতে গিয়াছে টাকা তুলিয়া বাবু পলাইয়াছে বলিয়া। ইহার অর্থ কি সহজে বোঝা যায়।

অন্যের দ্বারা ঘটনা তৈরী করান

"ক" এর স্বভাব ছিল ভয়ানক রূঢ়ভাবে কথা বলা। মানুষকে, বিশেষতঃ "খ"কে ভয়ানক অপমানসূচক স্বরে কথা বলিত। সেটা যে কিছুই নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আর একটি লোকের সাহায্যে কিরূপ "খ"কে অপমানিত করিয়াছিল তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"খ" এক সময়ে একটী লোককে চিঠি লেখে, তার কাছে কোন টাকা পাওনা আছে কিনা জানিবার জন্য। সেই লোকটী আবার "ক"এর নিকটে সন্ধান নিতে আসে যে তাহার কাছে পাওনা আছে কিনা, এবং সেই চিঠিখানা দেখায়। "ক" চিঠিখানি দেখিয়া তাকে বলিলেন —"ছি, ছি, এ রকম ধরণের চিঠি কখনও ভদ্রলোকে

লেখে? আমার এখানে যখন "খ" আসিবে আমি আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইব। আপনি খুব আচ্ছা করিয়া শুনাইয়া দিবেন।"

"খ" যখন "ক"এর ঘরে কার্য্যবশতঃ আসিল, তখনই সেই লোকটীকে বলিয়া পাঠান হইল "শীঘ্র আসুন চিঠিটা সঙ্গে করিয়া।" সেই লোকটী আসিয়া "খ"কে সম্বোধন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি মশাই, ভদ্রলোকে কি এইরকম চিঠি লেখে? দেখুন তো। "ক" চিঠি দেখিয়াই বলিলেন যে, এ রকম চিঠি কোন ভদ্রলোকে লেখে না। "খ" উত্তর দিল "আমি জীবনে কখনও অপরিচিত লোককে বিনা দোষে এমন চিঠি লিখি নাই যাতে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে। আমার তা' হ'লে ইংরাজির পদবিন্যাস আপনার কাছে শিখিতে হইবে। কই চিঠিটা দেখি। "খ" চিঠি লইয়া পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিবার পর ভদ্রলোক ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন "ক"এর পরামর্শে আমি আপনাকে এইভাবে বলিয়াছি।" এই রকমের একশত ঘটনা দেওয়া যাইতে পারে "ক"এর চরিত্র প্রমাণের জন্য।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী হইতে "ক"এর চরিত্র কিরূপ বোঝা যায়। ১ম মিথ্যাবাদী, ২য় চক্রান্তকারী, ৩য় অনিষ্টকারী। "ক"এর একটা দিক্ ভাল ছিল তাহা হইল—হিসাব নিকাশে তিনি পাকা মোক্তা, প্রত্যেক জিনিষটী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার ক্ষমতা আছে এবং কি করিয়া গরীবের চারি পয়সা হইতে এক পয়সা মারা যায় তাহার ফন্দী নির্দ্ধারণের নিপুণতা তাঁহার আছে। "পার্সোন্যালিটি টেষ্ট" ধরিতে হইলে "সিচুয়েশন" বা ঘটনা লক্ষ্য করা ও পরীক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাতে সামান্য ভুল হইলেও সাধারণ "ট্রেণ্ড" বা গতি ধরা পড়িতে বাধ্য। "ক"এর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া যখন "খ" তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিত তখন তিনি বুঝিতে না পারার সূত্র (মিস্ আণ্ডার ষ্ট্যাণ্ডিং) দিয়া পার পাইতেন। যেসকল লোক সহজ সত্য কথা বলিতে বা সাচ্চা কাজ করিতে অক্ষম এবং যাহাদের ভিতরে গলদ থাকে একমাত্র তাহারাই পুনঃপুনঃ অপরে বুঝিতে পারে না এই তথ্যদ্বারা নিজের দোষকে ঢাকিতে চেষ্টা করে। ঐ নীতি মিথ্যাবাদিদের আর একটী প্রমাণ।

"খ"এর "পার্সোন্যালিটি টেষ্ট" বিচার করিয়া দেখা যায় যে, লোকটা মুক্ত, সত্যবাদী, সাহসী কিন্তু ঠিক আধুনিক আকারের "মুখে এক বুকে আর" না হওয়ার যে বিপদ তাহার হইয়াছিল তাই। নিষ্ঠা তার কাজে আছে, পড়িয়া গেল জুয়াচোরের দলের মধ্যে। সেখানে সে কখনই টিকিতে পারে না। যার চিন্তা এবং কৃষ্টি খুব মার্জ্জিত সে অমার্জ্জিত লোকের সাহচর্য্য সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি সে কার্য্য করিয়াছিল কিরূপে? তাহার মনস্তত্ত্বের সার অংশটুকু একজন প্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিকের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কোন ব্যক্তি একটা অতি অরুচিকর কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে, কারণ হয় তো তখন সে মনে করে যে, কোন কলেজের পড়াটা যাহিয়ানা হইতে চলিয়া যাইবে, অথবা তাহার সৎচরিত্র এবং পরিশ্রম মনিবের মন আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং তখন সে ভাল জায়গায় বসিতে পারিবে, কিংবা হয়তো নিজের ছেলেটিকে কলেজে শিক্ষাদানের জন্য কোন রকমে অর্থ সংগ্রহের সুবিধা হইবে।

ইহার কিছু পরই "খ"কে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। হঠাৎ তাহার কর্ম্মত্যাগ করিবার উগ্র ইচ্ছা কেনই বা হইল এবং কেনই বা সে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল? এই "সিচুয়েশন"টা "ক" কর্ত্তৃক "গ"'রের নিকটে এমন আকারে অঙ্কিত হইল যে "গ" (প্রভু) "খ"কে সম্পূর্ণ খারাপ চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং প্রত্যেক কথায় ও আচরণে চক্রান্তের সুদৃঢ় প্রভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন "খ"এর অবস্থা তাহার উদ্বেগ-বৈকল্য ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা এমন হইল যে প্রায় মরণাপন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ কি চায়? সে চায় তার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি এবং শান্তি। যখন তাহাই নষ্ট হইয়া যায় তখন তাহার কি অবস্থা হয় নিম্নে দেওয়া গেল:—

যখন উদ্বেগ ও উপায় দুই-ই বিনষ্ট হইবে মনে হয় তখন ব্যক্তিগত সামঞ্জস্যও (পারসোন্যাল ইকুইলিব্রিয়াম) স্থির থাকিতে পারে না এবং সেই সামঞ্জস্যকে ফিরাইয়া

আনার জন্য যে শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত হয় তাহাতে ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব লোপ পায় নিঃস্ব দীনতার মধ্যে।

যে ক্ষেত্রে মানুষের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিপ্লুপ্ত হয় (এখানে "খ"য়ের উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়ার ও কার্য্যে উন্নতি করা) এবং তাহার স্থলে একটা অস্বাভাবিক এবং অশান্তিকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে স্থলে দেখা যায় মানুষের মনের উপর এমন দারুণ ছাপ দিয়ে যায় যাহাতে তাহার মানসিক কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় এবং তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি আনিয়া দেয়। এসব ক্ষেত্রে মনের স্থৈর্য্য ও পূর্ব্ব সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপ বিচ্ছেদ আনাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাধারণতঃ দুইদিকে মানুষ ঐ ঘটনায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পরিচালিত হয়। হয় ধর্ম্মপথে নিজেকে বিলাইয়া দেয়, না হয় আমোদ-প্রমোদ বিষয়ক যে কোন ব্যাপারে বা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিতে চেষ্টা করে।

"ক" ইহার পরও "খ"কে অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। "খ" যখন কার্য্য হইতে বিদায় লইল তখন "খ"কে জব্দ করিবার জন্য এমন কোন সংবাদ পুলিশে বা তৎসংক্রান্ত লোককে মিথ্যাভাবে বলে যাহাতে "খ"কে তিন বৎসরেও উপরেও সাধারণ অপরাধীর মত "সারভেল্যান্সে" রাখিয়াছিল এবং এখনও তাহার বাটী পরিবর্ত্তন ও ঠিকানার সংবাদ লইয়া থাকে। "ক" এবং তাহার সহকারী বড় বড় লোকেরা নানা উপায়ে যদি "খ"কে এইভাবে নির্য্যাতন করিয়া থাকে তাহার প্রমাণ তো লিখিত কোন দলিল দিয়া দেখান যায় না, তাহা একমাত্র ঘটনার সাহায্যে ধরিতে হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির আচরণ তাহার মনের গতির বিকাশ মাত্র। তাহা চরিত্রের এবং মেজাজের পরিচায়ক, এবং তাহার ইচ্ছা-শক্তির রূপ জ্ঞাপক। অনেক সময়ে কৃত্রিম আচরণ দ্বারা লোক ঠকাইতে অনেকে চেষ্টা করে—সে কিন্তু অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। যেমন একটা উদাহরণ—যে প্রকৃতিগত দয়ালু নহে সে যদি অপরকে দেখাইবার জন্য একটা দরিদ্রকে কিছু দান করে অথবা কাহাকেও বসিয়া খাওয়ায় তাহাতে প্রকৃতির বিকাশ বোঝা যায় না যদি নানা স্থানে এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে স্বভাবটী ঠিক ঠিক প্রমাণিত না হয়। অনেক সময়ে নিজের কথা নিজেই যাহারা বাহাদুরি করিয়া বলে, ঘটনার দ্বারা বাক্য প্রমাণ না করিয়া, তাহারা অতিশয় শঠ প্রকৃতির লোক।

আধুনিক যুগে স্বপ্নেরও কারণ নির্ণয় করিতে ফ্রয়েড্ যত্নবান হইয়াছিলেন। কাজেই আগ্রহ মানুষের কাজ ও কথাকে উদ্দেশ্য বিহীন বলা এবং কারণ অনুসন্ধান করাকে অন্যায় বলা বাতুলের অভিযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রত্যেক কাজ ও কথার মধ্যে কোন না কোন কারণ থাকিতে বাধ্য।

"আর্থিক উন্নতি"র পঞ্চদশ বর্ষ

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম, এ গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্

আর্থিক চিন্তার ইতিহাসে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর হইতে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবী আজ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে লড়াইয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য, বিশেষ করিয়া সামুদ্রিক বাণিজ্য এক প্রকার স্তব্ধ বলিলেই চলে। পৃথিবীর শক্তিশালী শিল্প-পতি জাতিগুলি আজ আর বৈদেশিক রপ্তানির জন্য মালপত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যও আজ আর সকল ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা সম্ভব হইতেছে না। সর্ব্বত্রই কেবল শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করিবার অথবা আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে।

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ পৃথিবীর বিরাট বিরাট কারখানা-গুলিতে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এরোপ্লেন, বোমা, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নির্ম্মাণে নিযুক্ত।

যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য, জনসাধারণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কর দিতে হইতেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিসের উপর কর বসান হইতেছে। বৃটেনবাসীকে আজ প্রতি পাউণ্ডে প্রায় ৯ শিলিং আয়-কর দিতে হইতেছে। সর্ব্বত্রই সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ-সম্পদ্ ব্যয়িত হইতেছে। মোট কথা বিশ্বের অর্থনৈতিক জীবনে যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরিস্ফুট। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা মানব-জীবনের সর্ব্বস্তরেই ভাঙনের তাণ্ডব সুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আর্থিক জীবনে বিশৃঙ্খলাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান। এই ধ্বংস-লীলার অবসানে পৃথিবীর আর্থিক জীবন নিঃসন্দেহে নূতন আকৃতি লাভ করিবে। কিন্তু সেদিন আজিও অনেক দূরে।

সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক জীবন যখন এই প্রকারে নানা দিক্ দিয়া বিপর্য্যস্ত, তখন আমাদের বাঙলা দেশে আমরা কোথায় তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থনৈতিক পটভূমিকায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর আর্থিক চিন্তা ও কলা-কৌশলের মাপজোক করিতে হইবে।

আলোচ্য বৎসরে বাংলা ভাষায় আর্থিক উন্নতি ব্যতীত আর তিনখানি অর্থনীতি সম্বন্ধীয় পত্রিকার নাম করা যাইতে পারে, "ব্যবসা ও বাণিজ্য", "আর্থিক জগৎ" ও "বাংলার পণ্য", অবশ্য অন্যান্য নানা পত্রিকার মারফৎ অর্থনীতি ও আনুষঙ্গিক নানা রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু কেবল মাত্র অর্থনীতি সম্বন্ধীয় পত্রিকা এখনও বাংলা দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে আরও ২।৩ খানা আর্থিক পত্রিকা বাহির হইবে। সুপ্রসিদ্ধ আনন্দবাজার পত্রিকা বর্ত্তমান বৎসর হইতে প্রতি মঙ্গলবারে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় একটি বিভাগে নিয়মিত রচনাবলী প্রকাশ করিয়াও বাংলায় অর্থনীতি সম্বন্ধীয় চিন্তায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। উক্ত পত্রিকা রবিবারে ও মাঝে মাঝে আর্থিক রচনাবলী প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাকে অর্থনৈতিক রচনায় সমৃদ্ধ করিতেছেন। মফঃস্বলের একটা কথা এইস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীহট্ট হইতে "সম্পদ্" মাসিক বাহির হইতেছে।

আলোচ্য বৎসরে বাংলা ভাষায় টেক্‌স্ট বুক জাতীয় বই একখানা বাহির হইয়াছে,—অনাথ গোপাল সেনের "করনীতি"। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বাংলা দেশে ৭০টী কলেজ এবং অধিকাংশ কলেজে অর্থনীতি পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিলেও ইহাদের অধ্যাপকগণ মাতৃ-ভাষায় ধনবিজ্ঞান রচনার প্রয়োজন বোধ করেন না। বাঙ্গালীর লিখিত ইংরাজী অর্থনীতি সম্বন্ধীয় পাঠ্য পুস্তক বয়েক বৎসরের ভিতর দু'একখানা বাহির হইয়াছে। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ টেকস্‌ট্ বুক জাতীয় বইয়ের প্রকাশে সচেষ্ট নয়। তবে বাঙালী লেখকদের হাত হইতে টেক্‌স্ট্ বুক বাহির হওয়া এই পরিষদের পক্ষেসই।

আলোচ্য বৎসরে বাংলার আর্থিক ভাগ্য কয়েকটী আইন ও আলোচনায় যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছে। কৃষি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশ বর্ত্তমান বৎসরের আর্থিক বঙ্গের সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সূচিত করে। বিক্রয়-কর বিল ও দোকান-কর্ম্মচারী বিল ও অতিরিক্ত লাভ-কর বিল পাশ হইয়া বর্ত্তমান বৎসরে বাংলার জনসাধারণের আর্থিক ভাগ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

যুদ্ধের ফলে কৃষিজ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের এবং ক্রমাগত মূল্য-বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইলেও, চাকুরীয়াদের মূল্যবৃদ্ধিতে অনেক অসুবিধা হইয়াছে।

যাহা হউক, "আর্থিক উন্নতির" বুকে এসকল ছাপ সুস্পষ্ট।

"আর্থিক উন্নতি"র সহিত অন্যান্য পত্রিকার একটু মূলগত পার্থক্য আছে। সম্পাদকের মতে বাংলার অর্থনীতি ক্ষেত্রে এখন প্রধানতঃ অনুবাদের যুগ চলিতেছে। বৈদেশিক অর্থনৈতিক রচনাবলী হইতে অনুবাদ ও দেশীয় অর্থনীতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস প্রণয়ন দ্বারা আমাদের যৎকিঞ্চিৎ

আর্থিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বস্তুতঃ এখন ভাষা-জননীকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে নানা বৈদেশিক ভাষা হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আমাদের মাতৃভাষায় উহাকে প্রকাশ করা। এইজন্য "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকার আমরা উদ্দেশ্য-মূলকভাবে অনুবাদের নীতি গ্রহণ করিয়াছি। সকল সময় অবশ্য বৈদেশিক রচনার আক্ষরিক অনুবাদ করা হয় না; তবে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে "আর্থিক উন্নতি"তে কিছু না কিছু বিদেশী মাল ভাষান্তরিত করিয়া বাঙালী পাঠকের নিকট পরিবেষণ করা হইয়া থাকে।

সম্পাদক আরও একটি দিকে পূর্ব্বাপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন। বাংলা ভাষায় "আর্থিক উন্নতি"র জন্য কিছু স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন। একথা তিনি পরিষ্কার ভাবেই জানেন। তাই এই পত্রিকার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় একটী স্থায়ী আর্থিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। গবেষকগণের সাহায্যে প্রায় প্রতি বৎসরই বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে কোন-না-কোন পুস্তক প্রকাশ করা হইতেছে। এই প্রকারের অনেকগুলি পুস্তক বা পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষার এক দুর্ব্বল দিকে স্থায়ী সম্পদ্ সৃষ্টি করিয়াছে। "বাংলার ধনবিজ্ঞান" ১ম ও ২য় ভাগ এই প্রকার পুস্তকাবলীর মধ্যে প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও বহু পুস্তক অবশ্য বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গবেষকদের অধিকাংশ প্রবন্ধাবলী প্রথমতঃ পরিষদের সভায় আলোচিত হয়। পরে সেগুলি "আর্থিক উন্নতি"তে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ধারাবাহিক কয়েকটী প্রবন্ধ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পরিষদের ছয়টী অধিবেশন বসিয়াছিল।

"আর্থিক উন্নতি"র আর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সুনির্দ্দিষ্ট বিভাগগুলি। অন্যান্য আর্থিক পত্রিকা হইতে ইহার পার্থক্য এই বিষয়ে সুপরিস্ফুট। পত্রিকাটীতে বর্ত্তমানে ৮টী বিভাগ আছে। সম্পাদক বলেন যে, ইহার এক একটি বিভাগ লইয়াই স্বাধীনভাবে এক একটি পত্রিকা চলিতে পারে। বাংলা দেশে যেদিন উহা সম্ভব হইবে সেদিন বাংলার আর্থিক সাহিত্যের অনেক উন্নতিও সম্ভব হইবে। ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম অবৃত্তিক গবেষক যতীন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "আর্থিক জগৎ"কে "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকার অন্যতম বিভাগের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পত্রিকা বলা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ ধরা যাউক "বাংলার সম্পদ্"। এই বিভাগে বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা এবং উন্নতি-অবনতির কথা আলোচিত হইয়া থাকে। সম্পাদকের ধারণা যে, মফঃস্বলের পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে তেমন আগ্রহশীল নয়। যাহা হউক এই সকল পত্রিকা এবং নানা স্থান হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া আর্থিক উন্নতির এই বিভাগ চালান হইয়া থাকে। অনেকে বাংলার বন্যার প্রকোপ, গোমড়ক প্রভৃতি দেখিয়া এই বিভাগ সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। কিন্তু বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা যাহাদের উদ্দেশ্য তাঁহারা এ সকল সংবাদ উপেক্ষা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ, কোন পূর্ব্ব-কল্পিত ধারণার বশীভূত না হইয়া বৈজ্ঞানিকের নির্লিপ্ত মন লইয়া এই সকল সংবাদ পাঠের আবশ্যকতা অত্যধিক। নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইলে এসকল সংবাদ হইতে বাংলার আর্থিক অবস্থার অপরোক্ষ পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। যে-কোন এক মাসের "আর্থিক উন্নতির" বাংলার সম্পদ্ বিভাগ লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। ভাদ্র মাসের "বাংলার সম্পদের" সূচী দেখা যাউক। ইহাতে আছে বাংলার ভ্রমণ, চট্টগ্রামের ডক-মজুর, বাঁকুড়া জেলায় তোলা বন্ধের আন্দোলন, ভীষণ শ্রাবনে প্লাবন হাহাকার, সাড়ে বার কোটী টাকার ঋণ মীমাংসা, বাংলার বন-বিভাগ।

পত্রিকার দ্বিতীয় বিভাগ হইল "আর্থিক ভারত।" বৈশাখের এই বিভাগে আছে—বিহারের শস্যাদির অবস্থা, করাচীর আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, কৃষার আমদানি-রপ্তানি, চা-রপ্তানি। আর্থিক ভারত একটি বিশাল ক্ষেত্র। ভারতের আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে বহু অর্থ-নৈতিক পত্রিকা চলিতে পারে। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য,

অন্তর্বাণিজ্য, রাজস্ব, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয় ভারতের কল-কারখানা, ভারতীয় মজুর, ভারতের কৃষি প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিষয়ে এক একখানি করিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা চলিতে পারে। এত বড় বিভাগের সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য "আর্থিক উন্নতি"তে সন্নিবেশিত করা সম্ভব নয়।

ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ও বিরাট বিষয় হইতেছে "দুনিয়ার ধনদৌলত"। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পত্রিকাগুলি হইতে এ বিভাগের মাল সংগৃহীত হইয়া থাকে। আলোচ্য বৎসরের কার্ত্তিক সংখ্যায় এ বিভাগের সূচী প্রদত্ত হইল, যথা :—দুনিয়ার যুদ্ধকালীন অর্থ নীতি। আমেরিকায় তুলার আবশ্যকতা। আমেরিকার বিদেশী তুলা। আমেরিকার পনীর উৎপাদন। আফ্রিকাতে আমেরিকার ক্ষতি। ব্রহ্মদেশে টীন উৎপাদন। আমেরিকার তামাক। মার্কিণের কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি। আলোচ্য সূচী হইতে দেখা যাইবে যে, এই সকল বিভাগে আমরা তথানিষ্ঠ আলোচনা চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আলোচ্য সংখ্যায় ১৯৩৬-৩৭ হইতে ১৯৩৯-৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে আমেরিকায় কত সহস্র বেল তুলার প্রয়োজন হয় তাহার সংখ্যানিষ্ঠ হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর আমেরিকায় কত তুলা আমদানি হয় সে হিসাবও পৃথকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদেশ হিসাবে পনির ও তামাক উৎপাদনের পরিমাণ এবং কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির সংখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

তাহার পর "ব্যক্তি ও সঙ্ঘ" বিভাগটীর কথা ধরিতেছি। অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান একই গোষ্ঠীর বিজ্ঞান। একটীর সীমারেখা অন্যটীর সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, অনেক সময় পার্থক্য রাখা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। যে-কোন এক মাসের সূচী দেখা যাউক। জ্যৈষ্ঠ মাসের এই বিভাগের সূচী হইতেছে নিম্নরূপ :—বাংলার বস্ত্রশিল্প সমস্যা, চা-কর সমিতির অভিভাষণ, আসাম শিক্ষা সম্মেলনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অভিভাষণ, মহীশূরের শাসন সংস্কার, বয়ন শিল্প শিক্ষাদান, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী।

"ব্যক্তি ও সঙ্ঘ" অধ্যায়ে যে সকল আলাপ আলোচনা, বক্তৃতা, উপদেশ আদি প্রদত্ত হয় তাহার ভিতর দেশ-বিদেশের নিখুঁত আর্থিক ও সমাজ নৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্যই এই বিভাগের প্রধান উপজীব্য হইতেছে বক্তৃতা ও আলোচনার রিপোর্ট।

"মোলাকাৎ" আর্থিক উন্নতির একটি অপরূপ বৈশিষ্ট্য। কোন পত্রিকায়ই এইরূপ কথোপকথনের এবং কোন সমস্যা আলোচনার ব্যবস্থা নাই। আর্থিক উন্নতিতে এই বিভাগের প্রবর্ত্তন অর্থনীতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও সাংবাদিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। প্রতি মাসেই কোন না কোন বিষয়ে একটি করিয়া মোলাকাৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ লইতেছি। আশ্বিন সংখ্যায় মোলাকাতের নাম ছিল "বাংলার ভূমি ব্যবস্থার নয়া মুসাবিদা"। জনৈক গ্রামবাসীর সহিত বর্ত্তমান লেখকের ফ্লাউড কমিশনকে অবলম্বন করিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের তথ্য বিবৃত করা হইয়াছে।

"পত্রিকা জগৎ" বিভাগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাশালী অর্থ-নৈতিক পত্রিকার ভিতরকার রচনাবলীর সূচী দেওয়া হয় এবং উহাদের মধ্যে কোন কোনটীর সারাংশ ও তাহার সমালোচনাও প্রদত্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বৈশাখের এই বিভাগের সূচী দেখা যাউক। এ বিভাগে আছে, জার্ণাল অব রয়্যাল ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল সোসাইটী, দি ইউরোনিকস্ রিভিউ, দি ইকনমিক জার্ণাল। এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া এই বিভাগে ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আর্থিক উন্নতির সমালোচনা বিভাগে স্বদেশী বিদেশী বাংলা ইংরেজী জার্ণাল ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অপরাধ-বিজ্ঞান প্রভৃতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করা হয়। আলোচ্য বৎসরের পৌষ সংখ্যা দেখা যাউক। এই সংখ্যায় নিম্নোক্ত পুস্তকগুলির সমালোচনা করা হইয়াছে :—

(১) পভার্টি এণ্ড ডিপেণ্ডেন্সি (তৃতীয় সংস্করণ)—গ্রন্থকার জন লিউকিস, পিলিন। পৃঃ ১৫৫, মূল্য ৪·০০ ডলার।

(২) এন ইনট্রোডাক্‌শন্ টু ক্রিমিনলজি—জ্যাফ্রিউ এ বল্লার কর্ত্তৃক লিখিত। মূল্য ৬ শিলিং।

(৩) কারেক্ট সোশিয়াল প্রব্‌লেমস্—৩০২ পৃঃ—মূল্য ২·৮০ ডলার।

(৪) দি মাইণ্ড অব জুরর এণ্ড জাজ অব দি ফ্যাক্টস্ ২৩০ পৃঃ—মূল্য ৪·৫০।

আলোচ্য বৎসরে "আর্থিক উন্নতি"তে যেসকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। পল্লীর ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্র।
২। যুবা অপরাধী।
৩। আর্থিক ইয়োরোপের সেকাল।
৪। সমাজ তত্ত্ব।
৫। শিল্পপীঠের গোড়ার কথা।
৬। অপরাধের সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ।

উন্নতি চিন্তায় ফরাসী মনীষী কোঁদরসে, তুর্গো ও ভল্‌তেয়ার।

৮। বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়।
৯। বাঙ্গলার শিল্প ও নূতন ব্যাঙ্ক বিল।
১০। ফরাসী সমাজ-শাস্ত্রী সাঁসিমোঁ ও কঁৎ।
১১। নলকূপ মেরামত।
১২। সভ্যতা ও অপরাধ।
১৩। প্রগতি পথে মানব-সভ্যতা।
১৪। ভারতে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা।
১৫। সোভিয়েট রুশিয়ায় শিক্ষা।
১৬। সমাজ শাসন ও অপরাধ।
১৭। বোম্বাইয়ে বিনয় সরকার।
১৮। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পত্তি শাস্ত্র।
১৯। ফরাসী দেশের চাষ আবাদ।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে দুইটী প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার একটী হইতেছে ডক্টর মণীন্দ্রমোহন মৌলিক ডি, এস্ সি, পল্ (রোম) লিখিত "রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পত্তিশাস্ত্র"। ডক্টর মৌলিক বলিয়াছেন যে, যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রই বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম অর্থনীতি সম্বন্ধীয় রচনা প্রকাশ করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বেকার এই অর্থনৈতিক রচনা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ইহার অর্থ উপলব্ধি করিতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। রচনা দেখিয়া মনে হয় যে উহা বোধ হয় অর্থশাস্ত্রী রিকার্ডোর অনুবাদ। যাহা হউক বাংলা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে এই আবিষ্কার "চাঞ্চল্যকর" সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হইতেছে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ (নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো ইউ এস এ) প্রণীত "বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়"। অর্থনীতির মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় একটি কঠিন বিষয়। বাংলা ভাষায় এ সম্বন্ধে এখনও কোন উপযুক্ত পুস্তকাদি নাই অথচ অর্থনীতির ছাত্রদের নিকট এই অভাব বহু দিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। নগেন চৌধুরী যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে বঙ্গভাষায় অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন তাঁহার তুলনা হয় না। অতঃপর আশা করা যায় যে, তাহার ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই পরিশ্রমের মর্য্যাদা দান করা হইবে। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ কর্ত্তৃকই এই পুস্তক প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করি।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম অবৈতনিক গবেষক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত "টাকাকড়ি" মুদ্রানীতি সম্বন্ধীয় উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ।

গত দুই বৎসরের "আর্থিক উন্নতি"র আর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া আর্থিক উন্নতিতে অপরাধ-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও উন্নতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আর্থিক উন্নতিতে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে বড় পুস্তক হইতে পারে। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে শীঘ্রই উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়।

বঙ্গদেশে সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন স্বতন্ত্র পত্রিকা নাই। এই জন্য বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের রচনাবলী ও কর্ম্ম বৃত্তান্ত আর্থিক উন্নতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান লেখক কয়েকটী প্রবন্ধে উন্নতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীকে ভিত্তি করিয়া এই বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার নাম "ফরাসী মনীষীদের প্রগতি-দর্শন"।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

আশ্বিন—১৩৪৮ ১৬শ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

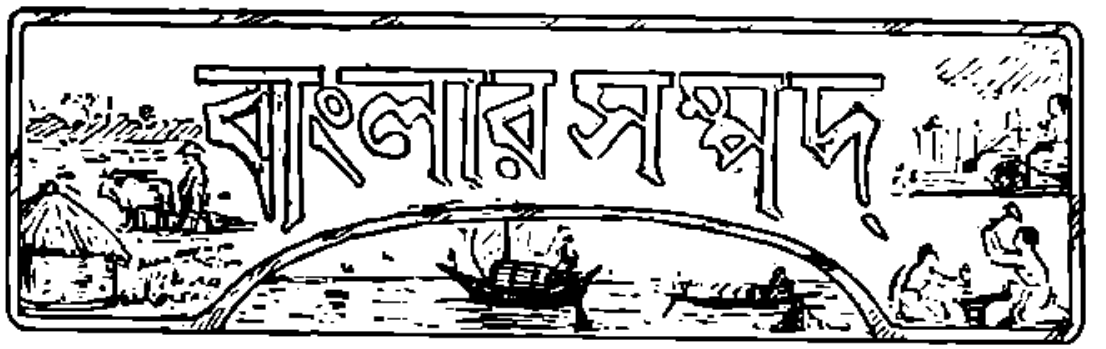

পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ
(১৯৪১)

জেলা অথবা প্রদেশের নাম	একর হিসাবে জমির আনুমানিক পরিমাণ	
	গত বৎসর*	এ বৎসর†
নোয়াখালী	৯০,৭০০০	৩৮,৮৫০
রংপুর	৩৬,৮০০০	১২৪৩০০
দার্জ্জিলিং	১৬০০	১৮০০
২৪ পরগণা	৪৫০০০	২৬,৯০০
নদীয়া	৯০০০০	৪৬,২৫০
বগুড়া	১৪৮৭০০	৫৭,৭০০

আধাআধির কম পরিমাণ জমিতে পাটচাষের হিসাব

জেলা অথবা দেশীয় রাজ্যের নাম	একরের হিসাবে জমির আনুমানিক পরিমাণ
কুচবিহার	
পাবনা	
ঢাকা	
দিনাজপুর	
চট্টগ্রাম	
জলপাইগুড়ী	

* গত বৎসরের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষের হিসাব হইতে গৃহীত।

† ১৯৪০ সনের চাষের জমির তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষ করিবার জন্য বর্ত্তমান বৎসরে যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, সামান্য পরিবর্ত্তনের পর তাহার বিবরণ।

পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা

বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, ও আসাম প্রভৃতি যেসকল স্থানে পাট উৎপন্ন হয়, তৎসংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট, পাট-ব্যবসায়ী এবং পাট-উৎপাদনকারীর প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

পাটের নূতন ও ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে টালিগঞ্জস্থ টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর কার্য্য পরিকল্পনা, বিশেষ করিয়া যেসকল কার্য্যাবলী যুদ্ধ-সম্পর্কিত প্রচেষ্টার কাজে লাগিবে, তাহা এই অধিবেশনে কমিটি বিশেষভাবে বিবেচনা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে আসল জিনিষ সুরক্ষিত রাখিবার জন্য পাটে তৈরী জাল নির্ম্মাণ করিবার একটা প্রস্তাব আছে। বর্ত্তমানে উক্ত জাল বিলাতী আমদানী ও শণের আঁশে তৈরী হইয়া থাকে। ক্যানভ্যাস্ এবং অন্যান্য সামরিক প্রয়োজনীয় নির্ম্মাণ ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার পাট-নির্ম্মিত বস্ত্র তৈরীর একটা চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই পরিকল্পনার এমন আরও বহু গবেষণার প্রস্তাব আছে, যাহা কেবলমাত্র যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে ফলপ্রসূ হইতে পারে। কিন্তু এইসকল প্রচেষ্টায় বহুল ও মহুল করার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে গবেষণাগার-সমূহে তাহার অভাব রহিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে পাট কলের সহযোগিতায় এইসকল কার্য্য পরিচালিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কমিটির শেষ অধিবেশনে পাট-সম্পর্কিত গবেষণাকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণাগারের সহিত সহযোগিতা করিবার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। এইসকল বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমানে পাটের গবেষণা-বিষয়ক কতকগুলি দীর্ঘকালের চুক্তির প্রস্তাব এবং কতকগুলি প্রাথমিক গবেষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছে। এইসকল পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব আছে :—

প্রফেসার অ্যাটবুরীর অনুসরণে তাঁহার বিখ্যাত কর্ম্ম-পদ্ধতি রঞ্জনরশ্মি সহযোগে পশম এবং বৃক্ষের কাণ্ডের উপর পাটের আঁশের বিশ্লেষণ; কৃত্রিম উপায়ে রঞ্জন প্রস্তুত করিয়া উহা রং করা; উন্নত ধরণের পাটের আঁশের সহিত মিশ্রিত করিয়া এমন জিনিষ তৈরী করা যাহা বর্ত্তমানে লঘা আঁশযুক্ত তুলা এবং কৃত্রিম সিল্ক যে প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরিশেষে একটি চিত্তাকর্ষক প্রস্তাবও আছে। পাটের অব্যবহার্য্য অংশ এবং বাজে পাটকে পিণ্ড করিয়া তৈরী করিয়া কাজে লাগানো যাইতে পারে কিনা, সে গবেষণার প্রস্তাবও আছে। পাটকে পিণ্ড তৈরী করিয়া নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করার গবেষণার যে প্রস্তাব রহিয়াছে তাহাতে "বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ" এবং রাঁচির "ইণ্ডিয়ান লাক্ রিসার্চ্চ ইন্সটিটিউটের" সহিত যে বিশেষ সহযোগিতা চলিবে, তাহার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যাইতেছে।

শ্রেণী-বিভাগ কেন্দ্র

একথা স্মরণে থাকিতে পারে যে, কমিটির শেষ অধিবেশনে এইরূপ একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে যে, কিভাবে শ্রেণী-বিভক্ত পাট বিক্রয় করিতে হয়, পাট চাষীদিগকে তাহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পরীক্ষাধীন শ্রেণী-বিভাগ কেন্দ্র খুলিতে হইবে। এ সম্পর্কে বিশদ্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই কমিটির অনুমোদনের জন্য উহা পেশ করা হইবে। মফঃস্বলের আদ্‌গা পাট ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা এবং তাহার দর প্রচার করার কাজের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হইবে। এই সম্পর্কিত পরিকল্পনার উন্নয়ন ব্যাপারে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে এই যে, যাহাতে পাটের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য স্থানীয় পাটের বাজার-গুলিতে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা এবং সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

সেক্রেটারী মিঃ জি, এল, মজুমদার, আই-সি-এস, এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কৃষিবিভাগের সহযোগিতার ফলে এই

সম্পর্কিত কার্য্যের ব্যাপক প্রচারে ও উন্নয়নে সাহায্য করিবে এবং বিভিন্ন ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাবলীকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিবে। গত ১৯৩৭ সনে কোন কোন অঞ্চলে পাটের আবাদ হইবে, তাহার যে একটা আনুমানিক হিসাবের পরিকল্পনা সুরু করা হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান বৎসরে সমাপ্ত হইবে। উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে একটা আনুমানিক আসল হিসাব করিবার যে প্রস্তাব ছিল, তাহা "জুট সেন্সাস্ কমিটি" কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং পাকাভাবে মঞ্জুরীকৃত হইবার নিমিত্ত উহা অতি শীঘ্রই মূল কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে। পূর্ব্বে আকলিক হিসাব সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ এই কমিটির সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

কলিকাতায় চাউলের বাজার দর

বাঙ্গলা সরকার একটী বিবৃতিতে বলিতেছেন, চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ এবং গভর্ণমেণ্ট কেন যে চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের বিষয়ে বিবেচনা করেন নাই, তৎসম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট গতবারের বিবৃতিতে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন, জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধিতে গভর্ণমেণ্ট উদ্বিগ্ন হইলেও ইহা তাঁহাদের আয়ত্তাধীন নহে। গভর্ণমেণ্ট সমস্ত বিষয়টি সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিতেছেন এবং প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের অবলম্বিত কতকগুলি ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ভাগে কলিকাতায় মজুদ চাউলের পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে কম ছিল। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, আহাজের অভাব ছাড়াও ইহার প্রধান কারণ এই যে, কোচিন ও বোম্বাই-এ চাউলের মূল্য তৎসময়ে অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানিকারকগণ ঐ অঞ্চলে চাউল প্রেরণ করিত। এ বিষয়ে বড় বড় আমদানিকারক ও জাহাজী কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাঁহারা বোম্বাই, কোচিন ও অন্যান্য স্থানে চড়া বাজার পাওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গলা সরকারের বিনা অনুমতিতে চাউল না পাঠাইতে সম্মত হন এবং জাহাজী কর্ত্তৃপক্ষগণও ব্রহ্মদেশের বন্দরে বর্ষার চাউল আমদানির জন্য জাহাজের স্থান সঙ্কুলান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে এক কলিকাতার বাজারেই মজুদ চাউলের পরিমাণ ১ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ মণ দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু কলিকাতার বাজার হইতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে যে বর্ষা-চাউল সরবরাহ্ হইত তাহার চাহিদা বর্ত্তমানে নাই। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক মনে করেন এবং বাঙ্গলাদেশে চাউল সরবরাহের যাহাতে ঘাটতি না পড়ে তদ্বিষয়ে সরকার চাউল আমদানিকারক ও জাহাজী কোম্পানীগুলির সহিত সর্ব্বদা সংস্রব রাখিতেছেন।

আকিয়াবে চাউলের ঘাটতি হওয়ায় বর্ষা গভর্ণমেণ্ট ৭ঠা জুলাই চট্টগ্রামে চাউল রপ্তানির উপর একটী নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। আকিয়াব হইতে চট্টগ্রাম বন্দরে বহু চাউল আমদানি করা হয়। রেঙ্গুনের চাউল অপেক্ষা আকিয়াবের চাউল চট্টগ্রাম এবং প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা বেশী পছন্দ করে। বর্ষা সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রচারে পূর্ব্ববঙ্গে সঙ্গীন অবস্থার উদ্ভব হইবে আশঙ্কা করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তারযোগে বর্ষা সরকারকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

(নোয়াখালী হিতৈষিণী)

চাউল সম্বন্ধে পল্লীর মন্তব্য

বর্ত্তমানে লোকের প্রধান খাদ্যশস্য ধান চাউলের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে অনুর ভবিষ্যতে দেশের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা বস্তুতই আশঙ্কার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে ধান চাউলের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু লোকের ক্রয়-শক্তি বা আয়ের পরিমাণ কিছুই বর্দ্ধিত হয় নাই। অধিকন্তু বিগত দেশব্যাপী ভীষণ বন্যা-বাত্যার ফলে কৃষি ও কৃষকের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে দেশের উৎপাদনের হার কবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে তাহা বলা সুকঠিন। বন্যা-বাত্যার ফলে কৃষকের বর্ষার সম্বল আউশ

ধান্য ও নারিকেল সুপারী আদি বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় অন্যান্য আয়ের পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষকগণ আশানুরূপ ভাবে চাষের কার্য্য করিতে পারিতেছে না বলিয়া আগামী রাজাসাইল ধন্যের আশাও সুদূর পরাহত। বিগত ঝঞ্ঝা-বাত্যার ফলে বাঙ্গলার শস্য-ভাণ্ডার বরিশাল, ও নোয়াখালী জেলায় বহু মজুত ধান্যের গোলা বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীতও বাঙ্গলাতে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহাতে বাঙ্গালীর সমৎসরের অন্ন সঙ্কুলান হয় না। অর্থাৎ বাহির হইতে চাউল আমদানি না হইলে লোকের উপবাসে মরিবার কথা। এমতাবস্থায় সম্প্রতি বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট আক্যিয়াব হইতে জলপথে এদেশে চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আক্যিয়াব হইতে জলপথে চট্টগ্রাম হইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গলায় বর্ম্মার চাউল সরবরাহ হইত। ইহাতে এতদ্দেশে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বর্ম্মার চাউল পাওয়া যাইত। এখন সে পথও বন্ধ হইল। এমতাবস্থায় দেশের মজুত ধান চাউল ফুরাইয়া গেলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই যে দেশের অন্নাভাব নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে। এক দিনের জন্যও যদি ব্যাপক অন্নাভাব দেখা দেয় তাহার ফলও যে কিরূপ মারাত্মক হইতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়। এ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অপরিসীম। দেশে যাহাতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে না পারে তদ্বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণেই সবিশেষ অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সম্প্রতি চাউলের মূল্য সম্পর্কে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বলেন যে অজন্মা, মজুত চাউলের অভাব এবং বর্ম্মা হইতে আমদানির পরিমাণ হ্রাসই চাউলের বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের হেতু। অজন্মা এবং দেশের উৎপন্ন চাউলের দ্বারা দেশবাসীর অন্ন সঙ্কুলান হয় না ইহা জানিয়াও গভর্ণমেণ্ট কেন যে পূর্ব্ব হইতেই দেশের চাহিদা অনুযায়ী চাউল আমদানি করিয়া মজুত রাখেন নাই তাহা অবশ্য আমরা বলিতে অক্ষম। কয়েক মাস পূর্ব্বে চাউলের মূল্য খুবই কম ছিল এবং তখন বর্ম্মা হইতে চাউল আমদানিরও তেমন কোন অসুবিধা ছিল না।

যা' হউক, আগামী ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত দেশে যাহাতে ব্যাপক ও গুরুতরভাবে অন্নকষ্ট আরম্ভ না হয় তজ্জন্য যে কোন উপায়ে এখন হইতেই লোকের আবশ্যক পরিমাণ চাউল মজুত রাখার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। চাউলের মূল্য যাহাতে লোকের ক্রয়শক্তি অতিক্রম না করে তদ্বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমরা আশাকরি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

বৎসর	কোর গজ কাপড় হিঃ মিলের উৎপাদন	পূর্ব্ব বৎসরের সহিত শতকরা হিঃ পার্থক্য	ছাওলুম উৎপন্ন (কোর গজ হিঃ)
১৯২৫-২৬	১৭৯	—	
১৯২৬-২৭	২০৬	১৫	
১৯২৭-২৮	২১৯	৬	
১৯২৮-২৯	১৭৪	—২০	
১৯২৯-৩০	২২৯		
১৯৩০-৩১	২৭৬		
১৯৩১-৩২	২৮৮		
১৯৩২-৩৩	৩১১	৮	১৭০
১৯৩৩-৩৪	২৮৯	—৭	১৪৪
১৯৩৪-৩৫	৩৩৪	১৫	১৪৬
১৯৩৫-৩৬	৩৫০	৫	১৬৬
১৯৩৬-৩৭	৩৪৭	—১	১৪৯
১৯৩৭-৩৮	৪০৮	১৮	১৫০
১৯৩৮-৩৯	৪২৭	৫	১৯২
১৯৩৯-৪০	৪০১	—৬	১৮১

উপরিউক্ত তালিকা হইতে ছাওলুম এবং মিলের উৎপাদন একত্র করিলে উচ্চতম সংখ্যা হইল ১৯৩৮-৩৯ অর্থাৎ ৪২৭ + ১৯২ = ৬১৯ কোর গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং নিম্নতম সংখ্যা হইল ১৯২৮-২৯ সনে ১৭৪ + ১০৮ = ২৮২ কোর গজ কাপড়। ইহাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, মিলের উৎপাদন ও ছাওলুমের উৎপাদন প্রায় একইভাবে ওঠা-নামা করিয়া থাকে।

ভারতে মাথাপিছু কাপড়ের খাদন ও ছাওলুমের উৎপাদন

	মাথাপিছু কাপড়ের খাদন		মাথাপিছু ছাওলুমের উৎপাদন	
	গজ	ইনডেক্স	গজ	ইনডেক্স
১৯০০-০১ হইতে				
১৯০৩-০৪				
১৯১০-১১ হইতে				
১৯১৩-১৪				
১৯২০-২১ হইতে				
১৯২৩-২৪				
১৯৩০-৩১ হইতে				
১৯৩৪-৩৫				
১৯৩৫-৩৬ হইতে				
১৯৩৯-৪০	১৬·৬		১৪২	৪·৫

মাথাপিছু কাপড়ের খাদন যে অনুপাতে হ্রাস পে অনুপাতে ছাওলুমের উৎপাদন হ্রাস না। কাজেই মিলের উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন এ কথা বলা অনাবশ্যক। ইহা ছাড়া ছাওলুমের অধিকাংশ ইয়ার্ণ এমন কি মিলের কতকাংশে বাহির হইতে না আসিলে যখন কাপড় উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে তখন কাপড় তৈয়ারি বিষয়ে ভারত যে স্বাধীন হইয়াছে এ কথা বলা কি সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয় না? যুদ্ধের জন্য এই সন্দেহ আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে কাপড়ের মূল্যের এত বৃদ্ধি দুই বৎসরের মধ্যেই যখন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় বন্দর

মারমুগাও

গত চারি বৎসর যাবৎ মারমুগাও বন্দরটী বেশ উন্নতি

করিয়াছে। এখানে একটী ভাল "লাইট হাউস" আছে যাহার রশ্মি-গতির সীমা প্রায় ১২ মাইল হইবে। ইহার গতি উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে। বন্দরমুখে জল প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য একটী গাঁথনি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং ইহারই শেষের দিকে ৮৮৪ ফুট একটী মোল আছে। ইহার দ্বারা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নৈঋতী বায়ুর প্রকোপ নিবারিত হয়। এই বন্দরটী বৎসরের সকল সময়েই কার্য্যোপযোগী থাকে। ৪টী বার্থ আছে যেখানে ২২ ফুট হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত জাহাজ আশ্রয় পাইতে পারে ১২টী বাষ্প চালিত ক্রেন আছে যাহার দ্বারা ১ হইতে ১½ টন মাল বহন হইয়া থাকে এবং ৪টী বৈদ্যুতিক ক্রেন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই বৈদ্যুতিক ক্রেন খুবই সুবিধাজনক বিবেচনায় স্থির হইয়াছে যে, নিকট ভবিষ্যতে সবগুলিকে বৈদ্যুতিক আকারে পরিণত করা হইবে। বন্দরটী ও পারিপার্শ্বিক সেডগুলিকে বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা আলোকিত করা হয়। অনেকগুলি সেড্ এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১টী সেড্ রেল কোম্পানীর এবং ৩টী সেড্ সাধারণ লোকের। নিকটেই একটী রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অফিস আছে। মারমুগাও হারবারে ব্রিটিশ কনসালেট থাকেন এবং রেলওয়ে ও হার্বার অফিসসমূহ অবস্থিত। ভাস্কোডাগামা নামক স্থানে বার্থা সেল এণ্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী তৈল রাখিবার জন্য ইন্‌স্টলেশন করিয়াছে। এই ভাস্কোডাগামা নগরটী মারমুগাও হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

মারমুগাও বন্দরটী একটী প্রধান ডিস্‌ট্রিবিউটিং বন্দর এবং এখান হইতেই বৈদেশিক মাল বা দেশী মালসমূহ নানা স্থানে পাঠান হইয়া থাকে। প্রধানতঃ বোম্বে, ডেকান, হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূরের উৎপন্ন দ্রব্য বিশেষ করিয়া ম্যাঙ্গানীজ, চীনাবাদাম, তুলা, নারিকেল প্রভৃতিই রপ্তানির জন্য পাঠান হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত তালিকায় গত ১২ বৎসর, (১৯৩৪ সন অবধি) এখানে কিরূপ সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

(পাউণ্ড হিঃ)

বৎসর	আমদানি	রপ্তানি
১৯২৩	৫৩৫,১২০	৭৯,৫৩৭
১৯২৪	৫৫৪,১৪৭	৯৯,৫৩৭
১৯২৫	৪৩৪,৫৪১	৮০,১০৬
১৯২৬	৪১৬,৫৬৬	৮০,৫০৭
১৯২৭	৪৮৪,৭১৪	৮৫,৫৪০
১৯২৮	৪৭৩,০৭৫	১০৪,০৩৬
১৯২৯	৫১৭,৬১০	১১৫,৩৬৯
১৯৩০	৫৯০,৪৬৭	১০০,৮৯০
১৯৩১	৫৮৩,৫২২	৯১,৬৪৬
১৯৩২	৫৫৮,৫৩১	৬৯,৩২১
১৯৩৩	৫১০,৬৪৮	৭২,৭৮০
১৯৩৪	৪৯৬,৮৬০	৫৫,৭১৬

১৯২৯ সনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি বাণিজ্য চলিয়াছিল বলিয়া তালিকা দেখিয়া মনে হয়। এবং ঠিক পর বৎসরেই আমদানির সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং ৫৯০,৪৬৭ পাউণ্ড অবধি উঠে।

বোম্বে

বোম্বে বন্দরটী বোম্বে নামক একটী দ্বীপের উপরেই অবস্থিত। ইহার প্রাধান্য খুবই বেশী হইয়াছে। কারণ স্বরূপ বলা যায় ইহার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইহার প্রাকৃতিক হার্বার এত সুন্দর যে মানুষের হাত আর আবশ্যক করে না। এই দ্বীপটী ইংলণ্ডের রাজা চার্লস্ দি সেকেণ্ড বিবাহের যৌতুকরূপে পাইয়াছিলেন। চার্লস্ দি সেকেণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড খাজনায় বিলি করেন। তাহার পর প্রায় দেড়শত বৎসর চলিয়া গেলে যখন দক্ষিণাপথের রাজত্ব ইংরাজের করতলগত হইল তখন এই বোম্বে নগরীকে প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে গণ্য করা হইল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি বোম্বে বন্দরের কোনই প্রাধান্য ছিল না। ইহা মাত্র অন্যান্য বন্দরের জিনিষপত্র সংগ্রহকারী ছিল। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে যখন ইংলণ্ডের নিয়মিত

ডাক যাওয়া আসা করিতে লাগিল তখন হইতে ইহার উন্নতির পথমুক্ত হইল। অবশ্য সেই সময়ে জাহাজ যাইবার পথ অতি দুরূহ ছিল এবং ইজিপ্ট ঘুরিয়া যাইতে হইত। ইহারও প্রায় বার বৎসর পরে আরম্ভ হইল রেলপথের প্রসার এবং রেলদ্বারা যখন বোম্বেকে পশ্চিমঘাটের তুলা চাষের গ্রামগুলি ও শস্য-উৎপন্নের জমি পাঞ্জাব ও যুক্ত-রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করা হইল তখন হইতে বাস্তব পক্ষে ইহার উন্নতি হইল। আমেরিকার "সিভিল ওয়ার" যখন হইল বোম্বের তুলার কদর বৃদ্ধি পাইল এবং তাহারই ফলে বোম্বের বন্দর দিনে দিনে বিকাশ লাভ করিয়া ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এখানে বহুসংখ্যক "হোয়ার্ফ" এবং ডেড্ প্রভৃতি নির্মিত হইল এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই এক্ষণে একমাত্র শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে পরিচিত হইয়াছে।

ভারতে মোটর শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব

ভারতে মোটর শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দের নিকট তারযোগে জানাইয়াছেন, "মোটর নির্মাণের যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে ভারত সরকার এখনও তাহা অনুমোদন করেন নাই।" শ্রীযুক্ত বালচাঁদ চারি সপ্তাহ-কাল ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া সিমলা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দের নিকট প্রেরিত তারবার্তায় শ্রীযুক্ত বালচাঁদ আরও বলিয়া-ছেন যে, মোটর নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনে প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারের কোন অসুবিধার কারণ নাই। ডলার মুদ্রা বিনিময় বাবদে যে প্রধান অসুবিধা ছিল তাহা ইঙ্গারা ও ঋণদান বিল কার্যকরী হইবার পর দূরীভূত হইয়াছে। কমন্স সভায় আলোচনাকালে সরকারের তরফ হইতে জানান হয় যে, বৃটেন ভারতের শিল্পোন্নয়নকে ঈর্ষার চোখে দেখে না। শ্রীযুক্ত বালচাঁদ বলেন, সরকারের এই উক্তি খুবই প্রীতিপ্রদ। ভারত সরকার যেসকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইয়া সর্ত্তপ্রকার সর্ত্ত পূরণ করিতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুমোদন করিতেছেন না। এই পরিকল্পনায় ১২জন আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার এবং ৪০ লক্ষ ডলার প্রয়োজন হইবে। ইহার সহিত তুলনায় দেখা যায় যে, বৃটেন যুদ্ধের বাবদে প্রতিদিন ৬ কোটি ডলার ব্যয় করিতেছে। উপসংহারে শ্রীযুক্ত বালচাঁদ জানাইয়াছেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি যে, মোটর নির্মাণ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার ব্যাপারে ভারত সরকারের আপত্তির কোন কারণ নাই। সরকারের সম্মতিদানের ব্যাপারে কোথায় যে গলদ রহিয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য ভারত সচিবের অফিসের উপর চাপ দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান যাইতেছে।"

ইণ্ডিয়ান মেশিন টুল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

ইণ্ডিয়ান মেশিন টুল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী ১৯৪১ সনের ৩১ মার্চ্চের শেষে আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইহাদের উন্নতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আলোচ্য বর্ষে ইহারা সাধারণ শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা এবং প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৭৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। গত বৎসরও প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৭৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। গোড়া পত্তনের পর হইতে এই কোম্পানী দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে বহু সরকারী অর্ডার ইহাদের হাতে রহিয়াছে। কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ আশা করেন যে, আগামী বৎসরে তাঁহারা অধিকতর সন্তোষজনক ফল দর্শাইতে সমর্থ হইবেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ব্যবসায় যে বিশেষ সময়োপযোগী তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্যই বলা যায় যে, ইণ্ডিয়ান মেশিন টুল ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের উন্নতি অবধারিত। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য, রায়-বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বগুড়ার খানবাহাদুর মহম্মদ আলী, আঠারবাড়ীর শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ রায় চৌধুরী এবং এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেডের

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন ইহাদের ডিরেক্টর বোর্ডে রহিয়াছেন।

কেরোসিন ও পেট্রোলের দর সামান্য বৃদ্ধি

সরকারী একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পেট্রোল ব্যবসায়ীদিগের সহিত সরকারের একটি বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, ১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রধান বন্দরগুলিতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিনের দর প্রতি ইম্পিরিয়াল গ্যালনে ৫ টাকা এক আনা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিনের দর প্রতি ইম্পিরিয়াল গ্যালনে ৫ টাকা সাড়ে পনর আনা ও পেট্রোলের দর প্রতি গ্যালনে এক টাকা সাড়ে আট আনা ধার্য্য হইয়াছে। ৩০শে জুন তারিখে বলবৎ দরের তুলনায় প্রতি গ্যালন নিকৃষ্ট কেরোসিনের দর আধ পয়সা উৎকৃষ্ট কেরোসিনের দর দুই পয়সা ও পেট্রোলের দর দুই পয়সা হিসাবে বাড়ান হইয়াছে।

৬ লক্ষ ৪৯ হাজার কম্বল

ভারত গভর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগ বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরগণের মারফৎ এ পর্য্যন্ত ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার তাঁতের তৈয়ারী কম্বলের অর্ডার দিয়াছেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এইসকল কম্বল সরবরাহ করিতে হইবে। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও কাশ্মীর রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য যে সকল উল্লেখযোগ্য প্রদেশ উক্ত অর্ডারের প্রধান প্রধান অংশ লাভ করিয়াছে তাহা হইতেছে বাঙ্গলা, বোম্বাই, বিহার ও মহীশূর।

সমরপ্রদর্শনী দল

সম্প্রতি প্রাদেশিক যুদ্ধ কমিটির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এক সভা হয়। উহাতে যুদ্ধ সম্পাদক মিঃ সেনাপতি জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকার শীঘ্রই ভারতবর্ষে সকলের জন্য একটি প্রদর্শনী দল প্রেরণ করিবেন। ইহাতে যুদ্ধসম্ভার প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকিবে; আধুনিক যুদ্ধ কি প্রকারে পরিচালিত হয় তদ্বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইবে।

ভারতে কার্পাসজাত বস্ত্রাদির আমদানি

১৯৩৯-৪০ সনে ভারতে ১৪০৫০০০০০৲ টাকা মূল্যের কার্পাসজাত দ্রব্য আমদানি হয়। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের আমদানির পরিমাণ ছিল ১৪১৫০০০০০৲ টাকা। অতএব আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা ১০ লক্ষ টাকা কম মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানি হইয়াছে।

সমগ্র আমদানির শতকরা ৬৬ ভাগ জাপান জোগাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর জাপানের আমদানি ছিল শতকরা ৪৮ ভাগ। বর্ত্তমান বৎসরে উহা ৮ ভাগ বাড়িয়া শতকরা ৬৬% ভাগ দাঁড়াইয়াছে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির অংশ ছিল ২৯%। উহা কমিয়া ২৬% দাঁড়াইয়াছে। চীনের অংশও ১৩% হইতে ৭% এ কমিয়া গিয়াছে।

ফরাসী, ব্রিটিশ ও বেলজিয়ামের উপনিবেশ সমূহে তূলার উৎপাদন

(৭৭৮ পাউণ্ড করিয়া প্রতি বেল)

(বেল হিঃ)

দেশের নাম			
ফরাসী উপনিবেশ			
ফ্রেঞ্চ ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকা	—*		৩,৬২০
ফ্রেঞ্চ ইণ্ডো-চায়না	২,৪৫১†		৭,৪১২
ফ্রেঞ্চ টোগো	২,১৬২†		৮,৮০৪
আইভরি কোষ্ট	—*		২,৬৮৫
ব্রিটিশ উপনিবেশ			
নাইজিরিয়া	১০,৪২৯†	২৬,৩৬০	
ইউগাণ্ডা	১১,১৯৫†	৬৮,০৮৮	
ট্যাঙ্গানিয়াকা	২,৮৬৬†	২,৭৫২	
এঙ্গলো ইজিপসিয়ান সুদান	১২,৪৪২	২৪,৫৩৯	
কেনিয়া	৩৩৫	৭১৮	
বেলজিয়ান কঙ্গো	—*	২,৫৪৬	

১৯৪০ সনে আর্জেন্টিনাতে তূলার আমদানি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার কারণ যুক্তরাজ্য হইতে বহু পরিমাণে তূলা উক্ত স্থানে আমদানি করা হয়। এক্ষণে জানা যায় যে, আর্জেন্টিনা নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায় তূলা রপ্তানির ব্যবস্থা করিতেছে। যাহাই হউক আর্জেন্টিনা এই সঙ্কটের মধ্যে কিছু করিয়া লইতে পারে।

---

* তুলনামূলক সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। † রপ্তানির সংখ্যা। § ১৯২১-২২

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ডিপার্টমেণ্ট অব এগ্রিকালচার কর্তৃক প্রকাশিত "ওয়ার্ল্ড্ কটন সিচুয়েশন" নামক পত্রিকা হইতে গৃহীত।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় রেঁয় সিল্কের অবস্থা

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখান হইবে যে, দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্য আমেরিকাতে ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সনে রেঁয় সিল্কের কিরূপ খাদন, উৎপাদন এবং আমদানি হইয়া থাকে :—

দেশের নাম	উৎপাদন	আমদানি	খাদনের জন্য মজুত মাল	উৎপাদন	আমদানি	খাদনের জন্য মজুত মাল
আর্জেনটিনা	২·৭		৭·৬		৪·০	৯·৮
ব্রাজিল	১০·৫		১১·০		০·২	১৫·৩
চিলি	×		২·৭		২·৬	২·৬
কলাম্বিয়া	×		১·৫		১·৮	২·০
কিউবা	×		১·০	×	১·৫	১·৫
ইকোয়েডর	×		২·৫	×	৩·০	৩·০
মেক্সিকো	×		৯·৬	×	৬·৩	৬·৩
পোর্টোরিকো	×		০·১	×	০·২	০·২
পেরু	×			×	১·১	
উরুগুয়ে	×	০·৯	০·৯	×	১·০	
ভেনেজুয়েলা	×	০·৫	০·৫	×	০·৫	০·৫
অন্যান্য	×	০·২	০·২	×	০·২	০·২
মোট	১৩·২	২৫·৪	৩৮·৬	২১·১	২২·৪	৪৩·৫

দক্ষিণ আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য এক্ষণে ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের সহরে খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে। চিলিতে কিছু টাকা কর্জ্জও লওয়া হইয়াছে পেরাগুয়েতে খুব বড় ধরণের একটা গঠন আরম্ভ হইবে এবং তাহাকে ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের ইম্‌পোর্ট ও এক্সপোর্ট ব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে।

আমেরিকার ন্যাশন্যাল ডিফেন্স

ন্যাশন্যাল ডিফেন্সের জন্য কলকারখানা চালাইতে বহু মজুর আবশ্যক। সেই জন্য ১৯৪০ সনে অনেক শ্রমিক লওয়া হইয়াছে। জানা যায় যে, ২১০টী অকুপেসন্ বা কার্য্যে ১৭৭,০০০ শ্রমিক সংগ্রহ করা হইয়াছে যাহাদের কিছু নিপুণতা আছে এমন ধারা দেখিয়া, আর ৩৮,০০০ জনের তাহাদের অপেক্ষা কিছু অধিক নিপুণতা আছে। নিম্নে যে তালিকাটী দেওয়া গেল তাহা হইতে কিছু বুঝিতে পারা যাইবে।

কলকারখানা এবং অকুপেসন্	যতজন লোক তালিকাভুক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রাথমিক নিপুণতা আছে	দ্বিতীয় শ্রেণীর নিপুণতা আছে
মোট	১৭৬,৮৩২	৩৮,১০১
মেশিন শপ্ ওয়ার্ক এবং মেশিন টুল ম্যানুফ্যাকচারিং	৪১,১৫৮	
৩। মেটাল ওয়ার্কিং	২১,৮৬৯	
৪। কাউণ্ডি ওয়ার্ক	২০,৭২৮	
৫। কন্‌স্ট্রাক্‌সান	১৭,৫৪০	

কলকারখানা এবং অনুপেসন্	প্রাথমিক নিপুণতা আছে	দ্বিতীয় শ্রেণীর নিপুণতা আছে
ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেণ্ট রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন		
৭। শিপবিল্ডিং		
৮। এয়ার ক্র্যাফ্‌ট		
৯। মিসলেনিয়াস		

ব্রাজিলে শ্রমিকদের বেনিফিট্ গ্রাণ্ট

বেনিফিটের রকম	কেস সংখ্যা	খরচা
সিকনেস বেনিফিট	৭,৩৪৪	২,৮৮৯
ইনভ্যালিডিটি পেনসন	১,১২৬	৩৪১
সারভাইভরস পেনসন	৫০৪	২৪০
ফিউনারাল বেনিফিট	২,৫৭১	৫৮৭

স্পেনে তূলার কারখানায় মজুরির ব্যবস্থা

১৩ই জুলাই ১৯৪০ তারিখের ডিক্রী অনুসারে স্পেন দেশে মজুরির হার তূলার কারখানায় নির্ণীত হইয়াছিল তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে :—

সপ্তাহে কয়দিন নিয়োগ	সপ্তাহে কয়দিন কার্য্য রহিয়াছে	শ্রমিক দ্বারা মোট মজুরি শতকরা কত গৃহীত হইয়াছে	মজুরির শতকরা হার প্রভু কর্ত্তৃক দেয়	সাবসিডি হিঃ গৃহীত
—	—	৫০		৫০·০০
৬		৫০	১৬.৬৬	৩৩·৩৩
৫		৬০	৩৩·৩৩	২৬·৬৭
৪		৭০	৫০·০০	২০·০০
৩		৮০	৬৬·৬৬	১৩·৩৪
২	৪	৯০	৮৩·৩৩	৬·৬৬
	৫			
	৬	—	—	—

চীনদেশের টুঙ্গস্‌টেন বা উলফ্রাম

সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ উলফ্রাম উৎপন্ন হইয়া থাকে চীনদেশে তাহার ৬০% হইতে ৭০% জন্মায়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে টুঙ্গস্‌টেন আছে চায়নায় কিয়াংসি প্রদেশে বিশেষ করিয়া সিহসানে। ১৯২৭ সনে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত দ্রব্যের উৎপাদন ভার রিকন্‌স্ট্রাক্‌সান্ ডিপার্টমেণ্টে দিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে কিরূপ টুঙ্গস্‌টেন উৎপাদিত হইয়াছিল তাহার একটী ক্ষুদ্র তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

	(টন হিঃ)
	৪,৬২৮
	৬,৩০৪
	৭,৩৮৩
	৭,০৫০
	১৬,৫১৮

চীনে ১৯৪০ সনে শূকরের ব্রিসল্ রপ্তানি

চীনদেশ হইতেই অধিকাংশ শূকরের ব্রিসল্ আসে। আমাদের দেশে ব্রাস্ যত রকমের হয় তাহাতে এই ব্রিসল্ খুবই কাজে লাগে। ১৯৪০ সনে করেন ট্রেড্ কমিশনারের হাত দিয়া প্রায় ৬,০৪৭·৯ কুইনটস্ ব্রিসল্ রপ্তানি করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই ব্রিসলের বহু চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। সেই জন্য ট্রেড কমিশনার স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সনে আরও বেশী করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ব্রিসল্ সংগ্রহ করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিবেন।

বাঙলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

১৯৪০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার সম্প্রতি প্রকাশিত বাৎসরিক বিবরণীতে বাঙলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশন প্রাদেশিক চাকুরীসমূহের পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশের যোগ্যতার পরিমাপ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সনের পরীক্ষাসমূহের ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। পূর্ব্ব বৎসর যেখানে ৮৭ জন পরীক্ষার্থী সর্ব্বোচ্চ নম্বরের শতকরা ৫০ কিংবা ততোঽধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান বৎসরে সেখানে মাত্র ২১ জন উক্ত নম্বর পান। ১৯৪০ সনের পরীক্ষার্থিগণ আবার উন্নতি প্রদর্শন করেন এবং পূর্ব্ব বৎসরের ৬৯ জনের স্থলে এই বৎসর ৮১ জন পরীক্ষার্থী মোট নম্বরের শতকরা ৪০ নম্বর প্রাপ্ত হন। এতদ্সত্ত্বেও সাধারণ বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের অজ্ঞতা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এসম্পর্কে কমিশন সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাধারণ বিষয়ে পরীক্ষকদের এ বিষয়ে অভিমত এই যে, "দু-একজন ভাল প্রার্থী আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই নৈরাশ্যজনক এবং কোন কোন প্রার্থীর অজ্ঞতা বিশ্বাসঘোগ্য নহে। অজ্ঞতা অপেক্ষা সঠিক জ্ঞানের অভাবই সর্বাধিক। ইহাকে বুদ্ধিবৃত্তির অসাধুতা বলা চলে। অধিকাংশ উত্তরই আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আন্দাজ করার কোন দোষ নাই, কিন্তু প্রকৃত ঘটনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। কোন পরীক্ষার্থী যদি বলেন যে, বাঙলাদেশে এক কোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং বাঙলা সরকার শিক্ষা বাবদ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করেন, কিংবা ক্যানাডার জনসংখ্যা বিশ কোটি, তখন লোকে কি মনে করিতে পারে?" তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, বহু প্রার্থী ভাষার সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না এবং বিস্তর বানান ভুল করিয়া থাকেন।

কমিশন মনে করেন, সরকারী চাকুরিজীবীদের সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ, চিন্তার বৃদ্ধি ও বিবেকপ্রয়োগ এবং স্বীয় বক্তব্য পরিষ্কাররূপে প্রকাশের অভ্যাস করা আরও অধিক প্রয়োজন।

১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার জন্য কলেজের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের মনোনয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৫৫৭টি আসনের মধ্যে ৪৮৮ জন প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কমিশন ৩৯৬ জনকে পরীক্ষার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মোট ২৩৯ জন প্রার্থী পরীক্ষা দেন। ১১০ জন পরীক্ষার ফিস্ দিতে পারেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের পরীক্ষার ফলাফলের উপর ৫ জনকে চাকুরী গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়। ৩ জন প্রার্থী নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেন এবং ৯ জন পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সকল নির্ব্বাচিত প্রার্থীকে পরীক্ষার বসিতে না দিয়া যাহারা জমার টাকা দিতে পারে নাই, তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়ার বিষয় যদি স্থির হয়, তাহা হইলে অধিকসংখ্যক প্রার্থী পরীক্ষা দিতে পারিবে। কমিশন গভর্ণমেণ্টের সহিত এবিষয়ে আলোচনা চালাইতেছেন। গভর্ণমেণ্ট কমিশনকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বিভিন্ন চাকুরীতে যোগ্যতার পরিমাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান এবং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ীই চাকুরীতে লোক নিয়োগ করিবেন। আলোচ্য বর্ষে কমিশন ১৩১টি পদের জন্য প্রার্থী সুপারিশ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর

উহাদের সংখ্যা ২৩ ছিল। নির্ব্বাচনের সময় কমিশন বিভাগীয় কর্ত্তাদের সম্মুখে প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সর্ব্বত্রই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী লোক নিযুক্ত করা হয়। মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হয় নাই; তবে উহার কারণ কমিশনকে জানান হইয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেণ্টের উক্ত পদসমূহ ব্যতিরেকে বাঙলা গভর্ণরের সেক্রেটারীর অফিসে একাউণ্ট্যাণ্ট ও নিম্নবিভাগীয় কেরাণীর জন্য প্রার্থী নির্ব্বাচনের ভার কমিশনের হস্তে দেওয়া হয় এবং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী লোক নিযুক্ত করা হয়। যে তিনটি পদ পূরণের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর কমিশনের পরামর্শ প্রার্থনা করা হইয়াছিল, এবার সেই তিনটি পদ পূরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিভাগীয় বড়-কর্ত্তাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কমিশন গভর্ণমেণ্টের নিকট অধস্তন বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে বেঙ্গল জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে পদোন্নতির জন্য এবং জুনিয়র সিভিল সার্ভিস হইতে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে পদোন্নতির জন্য কর্ম্মচারীদের তালিকা দাখিল করেন। প্রথম দফায় তালিকাটি গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন। ১২ জনকে জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে উন্নীত করা হয়; কিন্তু দ্বিতীয়টি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই, এবং কি কারণে কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই, গভর্ণমেণ্ট তাহা কমিশনকে জানাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য বৎসর আরও ১৯টি ব্যাপারে কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সাবঅর্ডিনেট সার্ভিস হইতে প্রমোশন দিয়া প্রাদেশিক সার্ভিসে উক্তসংখ্যক পদ পূরণ করা হয়।

ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসর কমিশন নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করেন :—

বাঙলা সরকারের সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য অফিসের অধস্তন কেরাণী পদের জন্য ক্লার্কশিপ পরীক্ষা;

টাইপিষ্ট ও ষ্টেনোগ্রাফারের পদের জন্য পরীক্ষা;

বিভাগীয় পরীক্ষা ও ইণ্টারপ্রেটারশিপ পরীক্ষা।

আলোচ্য বৎসর নিম্নোক্ত পদগুলির জন্য ভারতে ও ইংলণ্ডে একই সময়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হয় :—

বাঙলার সরকারী কলেজসমূহের জন্য ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক; ইউরোপীয়ান ফিজিক্যাল ডিরেক্টর; বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ।

কমিশন এন, আর, সি, ডি, এস, ডিপ্লোমা লাভ এবং জেনারেল এগ্রিকালচারে ট্রেনিংএর জন্য ষ্টেট-স্কলারশিপ প্রার্থী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। শাস্তিপ্রদান সম্পর্কিত ১১টি ব্যাপারও কমিশনের নিকট আনান হয়। সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় জখম হওয়ার দরুণ পেন্সন ও বখশিসের দাবী সম্পর্কিত ৫টি ব্যাপারেও কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসর পরীক্ষার ফিস্ বাবদ ২৬,৪৪৪৲ আদায় এবং ১২৫,৫৭৫৲ ব্যয় হয়। বাঙলা সরকার এ মর্ম্মে একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরীক্ষাসংক্রান্ত কোন বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কমিশনকে গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে। কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ গৃহীত হওয়ায় তাঁহারা উপসংহারে বাঙলা সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে-সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের সুপারিশ গৃহীত হয় নাই, সে-সব ক্ষেত্রেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে উহার কারণ জ্ঞাপন করায় তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত। তবে তাঁহাদের সুপারিশগুলি পুরাপুরিভাবে গ্রহণের ব্যবস্থার উপর তাঁহারা জোর দিতেছেন।

ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা

বাঙলাদেশে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদিগের শিক্ষার প্রাদেশিক বোর্ডের ৩১শ অধিবেশনে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিতিতে বাঙলাদেশের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশন মিঃ জে, এইচ, বটমলী, সি, আই, ই, আই, ই, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ বিষয়-তালিকার মধ্যে অন্তঃপ্রাদেশিক বোর্ডের

তত্ত্বাবধানে শিক্ষকগণের তালিকা প্রস্তুত, সমগ্র ভারতবর্ষে ইউরোপীয়ান স্কুলসমূহে সম-পর্য্যায়ভুক্ত করা, চেমসফোর্ড ট্রেনিং কলেজে অর্থকরী বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলন, ইউরোপীয়ান স্কুলসমূহে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নততর শিক্ষা প্রদান (এই সম্পর্কে যাবতীয় চিঠিপত্র আধুনিক ভারতীয় ভাষা সাব-কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে), নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের জন্য এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদের শিক্ষার অবস্থা এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ক্যাডেট কোর গঠন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। স্থানীয় ক্যাম্ব্রিজ পরীক্ষায় পুস্তক শিল্প ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ও কোন কোন ভারতীয় ভাষার পাঠ্য-তালিকার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহ এবং মেডিক্যাল কলেজে মিলিটারী মেডিক্যাল ছাত্রগণের ভর্ত্তি হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত যোগ্যতার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বোর্ডের সভায় বিবেচনা করা হইয়াছিল। চেয়ারম্যান বোর্ডকে জানান যে, বঙ্গীয় নার্সিং কাউন্সিল হায়ার গ্রেড্ স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেটকে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান বালিকাদের নার্সিং ট্রেনিংএ ভর্ত্তি হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য যোগ্যতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

তিনি বোর্ডকে আরও জানান যে, প্রাদেশিক বোর্ডের গঠনে কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহা নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যেই থাকিবে এবং তাহা সমগ্র ভারতের সাধারণ পরিকল্পনা মতেই হইবে ও তাহাতে যেসমস্ত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব আছে, তাহার মত গ্রহণ না করিয়া তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া তাহাদের যে সুপারিশ, তাহা আজ প্রাদেশিক বোর্ডে পেশ করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ঐ বোর্ড অভিপ্রায় উল্লেখ করিয়াছে যে, সমগ্র ভারতে প্রাদেশিক বোর্ডের গঠন একই প্রকারের হওয়া তাহারা সমর্থন করেন।

ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতার মেসার্স এইচ, জে, বটার এণ্ড কোং, লিমিটেড, কর্ত্তৃক আমদানি করা ও স্টুটেনে প্রস্তুত "ওষ্টার মিল্ক" নামক ঔষধকে মূল্যনিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইয়াছে এবং নিম্নে উহার নির্দ্ধারিত পাইকারী ও খুচরা দর দেওয়া গেল; ইহা ছাড়া ১৯৪০ সনের ১০ই জুন তারিখে প্রকাশিত প্রেস-নোটের আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়া এটলান্টিক (ইষ্ট), লিমিটেড, কর্ত্তৃক আমদানি করা "ডেটল" নামক ঔষধের বাজার দর নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত করা গেল। এই দর অবিলম্বে কলিকাতায় ও শহরতলীতে বলবৎ হইবে :—

	প্রতি ডজন	প্রত্যেকটি
ওষ্টারমিলক	২৪৷৹	২৷৹
ডেটল নং ৪	১৩৷৹	৵৹
ডেটল নং ৮	২৩৷৹	২/৹
ডেটল নং ১৬	৩২৲	৩৷৶৹

১৯৪০ সনের ৪ই ডিসেম্বর তারিখের "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত ঐ সনের ২৯শে নভেম্বর তারিখের গভর্ণমেণ্ট প্রেস-নোটে এম, ও, বি, ৬৯৩ ট্যাবলেটের যে সর্ব্বোচ্চ পাইকারী দর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত কম মূল্য কলিকাতা শহর ও শহরতলীর জন্য নির্দ্ধারিত করা হইল; ইহা ১৯৪১ সনের ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে কার্য্যকরী হইবে —

ডেজনান (এম, ও, বি, ৬৯৩) ট্যাবলেট—

	প্রত্যেকটি
১০০ বড়ির কৌটা	১৩৲
২৫ বড়ির ,,	৩৷৹
খোলা ট্যাবলেট	৵৩ পাই

সমাজ সেবার প্রতিষ্ঠান

[জনৈক সমাজ-সেবা-বিশেষজ্ঞের সহিত কথোপ-কথন। সেক্রেটারি চিল্‌ড্রেন এড্ সোসাইটীর সৌজন্যে প্রাপ্ত পুস্তিকার সাহায্য স্থানে স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়]

প্রঃ—মেটারনিটি ব্যতিরেকে আর কোন্ রকম সমাজ সেবার প্রতিষ্ঠানকে আপনার খুব প্রয়োজনীয় মনে হয় ?

উঃ—অনাথ ও পরিত্যক্ত, অত্যাচার-পীড়িত এবং দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট শিশুভগবানের সেবাই মাতৃসেবার পরের ধাপ। এই শিশুদের পালন করা ও তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলার যে কোন কার্য্য মানব মঙ্গলের আদর্শস্বরূপ। শিশু আমার বা তোমার বুঝে না। তাহাদের গড়িয়া তুলিতে পারিলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন হইতে পারে। আজ তাহাদের যে অবস্থায় সমাজ রাখিয়াছে অথবা সংস্পর্শ দোষে যে অবস্থায় তাহারা পড়িয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা দরকার।

প্রঃ—আপনি এমন কোন শিশু প্রতিষ্ঠানের নাম করুন যাহার কার্য্য আপনার খুব ভাল লাগে।

উঃ—ঠিক আদর্শ যে দিন ধরে ফেলা যাবে, সেদিন আর চেষ্টার কিছু থাকবে না—সেই জন্য জগতে দেখবেন খুবই কম জিনিষ আছে যাহা নিছক মনের মত। তবে এই কথা বলা চলে যে, আদর্শের নিকট পৌঁছিবার মত প্রতিষ্ঠান "বোম্বের চিল্‌ড্রেন এড্ সোসাইটী"। ঠিক এই ধরণের সঙ্ঘ বা সমিতির কার্য্য-কলাপ আমাদের বাঙ্গলায় আছে কি না জানি না, তবে আমার সৌভাগ্য হয় নাই যে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জানিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। এই প্রতিষ্ঠান সত্যই এমন একটা ভাবধারায় কার্য্য করিতেছে যাহাতে ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের পথে লইয়া চলিয়াছে।

প্রঃ—এই প্রতিষ্ঠানটীর গঠন প্রকৃতি বা কনষ্টীটিউসন কিরূপ ?

উঃ—ইহার প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং বোম্বের গভর্ণর মিঃ কে এম মুন্সি, মিঃ মধুরাদাস ত্রিকামজি (মেয়র অব্ বোম্বে), মিঃ এন্ ডি ভাট, মিঃ চারলিউ আর স্মিথ, মিঃ পি ডে গান্ধি—ইহারা সদস্য। এ ছাড়া ইলেক্‌টেড্ মেম্বার, অফিসারি মেম্বার, জেনারেল কমিটি মেম্বার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন রিপ্রেজেনটেটিভ আছেন যেমন—"রিপ্রেজেনটেটিভ অব মিউনিসিপ্যাল করপোরেসন, সন অব চিল্‌ড্রেন ইন ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি।

ইহার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হইলেন কে. এম. মুন্সি এবং চেয়ারম্যান হইলেন—মিসেস মানেকলাল প্রেমচাঁদ। আরও আছেন অনারারি সেক্রেটারি, এবং অনারারি ট্রেজারার।

এক সঙ্গে এতগুলি বিখ্যাত লোকের যেখানে সমাবেশ সেখানে প্রতিষ্ঠান ভাল না হইয়া যায় না।

প্রঃ—এই প্রতিষ্ঠানটী কি ভাবে কার্য্য করিতেছে যাহার জন্য আপনি একে এত বড় স্থান দিতে চান ?

উঃ—এই প্রতিষ্ঠানকে উচ্চস্থান দেওয়ার কারণ প্রধানতঃ তিনটী। প্রথম হইল কার্য্যের ব্যাপকতা ও নিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ হইল—প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা এবং তৃতীয়তঃ হইল এখানকার লোকের মানসিক বিকাশ কত বেশী তাহা তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের প্রতিষ্ঠান এত সুন্দরভাবে কার্য্য চালাইয়া ক্রমোন্নতির দিকে যায় সে দেশের লোককে ও তাঁহাদের আদর্শকে ভাল না বলিয়া থাকা যায় না।

প্রঃ—কি কি কার্য্য এই প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকে এবং তাহার ব্যাপকতা কতদূর তাহা আপনি পরিষ্কার করিয়া বলুন।

উঃ—বোম্বের চিল্‌ড্রেন এড্ সোসাইটীর তাঁবে চারটী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রে কার্য্য করিতেছে। প্রথমটী উমারখাদি হোম, দ্বিতীয়টী চেম্বার হোম্, তৃতীয়টী মানসিক বিকৃত শিশুর চিকিৎসাগার, চতুর্থ ভেভিড সেসুন ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল। সোসাইটীর সমস্ত শাখায় মোট ৪৮৭ জন ছেলে আশ্রয় পাইতেছে। ১০১ জন শিশু বাহিরে থাকে, কিন্তু এই সোসাইটীর সহিত সংশ্লিষ্ট।

প্রঃ—ইহাদের খরচা কি রকম পড়ে ?

উঃ—প্রতি শিশু পিছু বাৎসরিক প্রায় ২১৫৲৫ পাই খরচা হইয়া থাকে (উমারখাদি রিম্যাণ্ড হোমেতে অবশ্য মানসিক বিকৃত শিশুদের লইয়া ১৯২ জন মাসে এটেণ্ড করে), চিল্‌ড্রেন হোমের (চেম্বার) খরচা ১৭৬৲৩ পাই। আমাদের বাঙ্গলায় প্রতি শিশু পিছু কত টাকা খরচা হয় আজ পর্য্যন্ত কেহ কি খবর পাইয়াছেন ? অবশ্য এ-কথা বলিয়া বাঙ্গলাকে নীচু করিতে চাহি না, চাই তাহার চোখের আবরণের মুক্তি, হৃদয়ের প্রসারণ।

প্রঃ—উমারখাদি রিম্যাণ্ড হোমের কার্য্য কি ধরণের হইয়া থাকে আপনি একটু বলুন।

উঃ—এখানে প্রোবেশন ষ্টাফ সবচেয়ে ভাল কার্য্য করিতেছে। যাঁহারা প্রোবেশন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরই এই শাখায় নিয়োগ করা হইয়াছে। ১৭৭১ জন শিশুর সম্বন্ধে প্রাথমিক সন্ধান গ্রহণ করা হইয়াছে (অবশ্য চলতি বৎসরের হিসাব) তাহার মধ্যে ১৭৩৮টী কেস সমাপ্ত হইয়াছে। সুপারভিসনে আছে প্রোবেশন অফিসারের তাঁবে মোট ৪২৪ জন বালক। ইহাদের ২৪৩টী কেস শেষ হইয়াছে এবং ১৭১টী কেস এখনও প্রোবেশনার অফিসার সুপার-ভিসনে রাখিয়াছেন। মোটমাট থাকিবার কাল এই রকমের প্রোবেশনার শিশুদের হইল পাঁচ ছয় সপ্তাহ মাত্র।

প্রঃ—প্রবেশন ষ্টাফ্ ছাড়া আর কেউ কাজ করে না ?

উঃ—"ভলাণ্টারি সুপারভাইজার" বলিয়া আর এক শ্রেণীর লোক এখানে কার্য্য করেন। ইহাদের সংখ্যা ৩১ জন। ১৯৪০ সনে আরও পাঁচ জন নূতন লোককে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এইসকল কর্ম্মীদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকই আছেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা ও আচরণ খুবই ভাল হওয়া দরকার। ইহা ছাড়া নগর অথবা গ্রামের সমাজ-মঙ্গল কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রঃ—প্রোবেশন কার্য্যে কিরকম সাফল্য হইয়াছে ?

উঃ—বোম্বে সুবার্ব্বাণ ডিষ্ট্রিক্ট এই সোসাইটীর দ্বারা বহু উপকৃত। মিঃ ডাবলিউ সিম্ব এই বিষয়ের জন্য সকল সময়ে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তিনি একাই ১৮৬ জনের প্রাথমিক অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়াছেন এবং ৭৫ জনের ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৩৫ জনের বিষয় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

প্রঃ—কিভাবে এখানে "কেস্ ষ্টাডি" করা হয় ?

উঃ—সাধারণতঃ পিতৃমাতৃহীন, পরিত্যক্ত এবং দুষ্টলোকের করতলগত মূর্খ অপরাধীকে সমাজের নিম্নতম স্তর

হইতে উঠাইবার জন্য প্রোবেশন সিস্টেম কার্য্যকরী। একটা ছোট কেস্ "ষ্ট্রাডি সম্বন্ধে বলি, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন। এই ব্যাপারটী অমানুষিক অত্যাচার পীড়িত একটী বালিকার কথা।

কোন সময়ে এই সোসাইটীর একজন অফিসার একজন সমাজ-সেবীর নিকট হইতে খবর পান যে একটী বাড়ীতে কোন এক গৃহিণী একটী দশ বৎসরের বালিকার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করে এবং অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। এ কথা পুলিসকে জানান হয়। কিন্তু পুলিস সে বিষয়ে কিছু করিতে পারে না বলিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। তৎপরে প্রোবেশন অফিসার নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এরেষ্ট ওয়ারেণ্ট লইয়া মধ্যরাত্রে সেই বালিকাটীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপরে উক্ত গৃহিণীকে বালিকাটীকে সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু গৃহিণী জবাবে বলেন যে বালিকাটীকে মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই মিথ্যা উক্তিতে প্রোবেশনার কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। তিনি পুনরায় সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট ইস্যু করাইলেন এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাহাকে আর এক বাড়ীতে সরাইয়া রাখিয়াছে। অফিসার সেই বাড়ীতে সার্চ্চ করিয়া দেখেন বালিকাটী অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার মাথায় গায়ে প্রায় চার শাঁচটী কাটার দাগ এবং সমস্ত দেহটীর চতুর্দ্দিকে ক্ষতবিক্ষত ও থেঁতো করার চিহ্ন বর্ত্তমান। সেই ব্যাপারে বাড়ীর কর্ত্তার দেড়শত টাকা ফাইন হয় এবং ফাইন হইতে একশত টাকা বালিকাটীর জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বালিকাটীকে একণে নূতন কাজে দেওয়া হইয়াছে এবং ভাল মনিবের কাছে রাখা হইয়াছে। এখন তাহার আনন্দ ও সৌন্দর্য্য উভয়ই ফিরিয়া আসিয়াছে।

প্র:—আমাদের এখানে কখনও তো এই রকমের কেস দেখি নাই।

উ:—সেই জন্যই বলিয়াছি বোম্বের চিল্ড্রেন এড্ সোসাইটী মঙ্গলকামনার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। স্বামিজী বলিয়াছিলেন দান তিন প্রকার ১ম ধর্ম্ম, ২য় বিদ্যা এবং ৩য় অন্ন। কিন্তু আমার মতে ধর্ম্ম শব্দে যোগ সাধন না হ'য়ে "মনুষ্যত্বের বিকাশ" যেন প্রথম স্থান অধিকার করে। বাঙ্গালায় এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, এমন কোন সমাজ-সেবী নাই যাঁহারা নীরবে এই ধরণের উৎপীড়িতকে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে।

প্র:—প্রোবেশন কি কখনও বিফল হয় না?

উ:—১৯৩৯ সনে দেখা যায় যে, ২৫৩টী প্রোবেশন কেস্ আসে তন্মধ্যে ৩৮% সাফল্য লাভ করে এবং ৩০% বিফল হয় এবং ১২% এর অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

প্র:—কি কি কারণে প্রোবেশনের কার্য্য বিফল হয়?

উ:—এ প্রশ্নের উত্তর খুবই কঠিন। কারণ আমাদের দেশের অবস্থা যাহা তাহা আমার প্রত্যক্ষ জানা নাই। তবে অন্য লোকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। বাড়ীতে কেহই দেখিবার না থাকা এবং অযত্ন।

২। সামাজিক নৈতিক চরিত্র খুবই নিম্নস্তরের।

৩। ছেলেদের মনে কোন একটা ভাল বিষয়ে ঝোঁক ধরাবার ব্যবস্থা না থাকা।

৪। বাপ মার আচরণ অপরিবর্ত্তনীয় থাকা অর্থাৎ ছেলের বিষয়ে গ্রাহ্য না করা।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ঘৃণা ও অবিশ্বাস।

৬। ঝগড়া ও মনমালিন্যের বৃদ্ধি।

ইহাদের মধ্যে প্রধান জিনিষের কথা বলা চলে যে,

সামাজিক চরিত্র যদি উন্নত না হয় তাহা হইলে কখনও ভাল ছেলে তৈয়ারি হইতে পারে না। আমার কোন এক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আমাদের লিডারশিপ্ পেতে হ'লে প্রথম চাই ধান্নাবাজী, দ্বিতীয় চাই কথা দিয়া কথা না রাখা, তৃতীয় চাই সুবিধাবাদী হওয়া। এই কথা কয়টী আমাদের সমাজে খুবই খাটে। যদি উচ্চস্তরের আদর্শ এই হয়, তাহা হইলে নিম্ন স্তরে যে নৈতিক চরিত্র ভাল হইবে এরূপ আশা করাই ভুল।

প্রঃ—"চিল্ড্রেন হোম" সম্বন্ধে এইবার কিছু বলুন।

উঃ—এক্ষণে চিল্ড্রেন হোমের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হইলেন এস্ সি. প্রধান বি এ বিটি এল্ এল্ বি। মিঃ সি সি দেশাই প্রিন্সিপ্যাল এবং ফিসিক্যাল কালচারের ডিরেক্টর। মিঃ দেশাইকে ড্রিল ও খেলাধূলা বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়।

একজন এগ্রিকালচার্যাল ইন্স্ট্রাক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার কাজই হইল খুব শীঘ্রই চাষ বাস শিখাইবার জন্য বিশেষ ভাবে একটী পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাকে কার্য্যকরী করা। এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন এইচ্ বি কুলকার্নি পুণার এগ্রিকালচার্যাল কলেজ ফার্ম্মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়।

ইহা ছাড়া সাহিত্যের জন্য ছয় জন ভাষা শিক্ষার শিক্ষক এবং ছয় জন অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষা দিবার লোক আছেন।

প্রঃ—কত জন ছেলে সর্ব্বসমেত আছে?

উঃ—১।৪।৪০ তারিখে ছিল মোট ৩৭৫ জন ছেলে। এই বৎসরের মধ্যে ১৬১ জন বালক আরও লওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২ জনকে লাইসেন্স দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৮ জনকে তাহাদের ডিটেন্শন সময় উত্তীর্ণ হইবার পর ছাড়া হয়। ১৫৪ জন বালক পলায়ন করিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা স্থির করা যায় নাই।

প্রঃ—ইহা কেমন যায়গায় অবস্থিত?

উঃ—অন্যান্য চিল্ড্রেন স্কুলের মত ইহা প্রাচীর দিয়া ঘেরা নহে, ইহা একেবারে "ওপন্" কলোনি। কঠিন বা লে-আউট্ সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করা আছে যাহাতে কেহই যেন বুঝিতে না পারে যে, সে একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কষ্ট করিয়া রহিয়াছে। অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর আছে, দুটী করিয়া কুটীর একত্রে আছে, তন্মধ্যে প্রায় ৪০ জন বালক থাকিতে পারে। এই কুটীরগুলির তত্ত্বাবধানে আছেন একজন করিয়া মেট্রন এবং স্কুলের একটী লোক, যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে। প্রায় ৩০টী কুটীর আছে যাহাতে প্রায় ৬০০ জন বালক ধরে।

প্রঃ—চাষ সম্বন্ধে যে পরিকল্পনার কথা বলিলেন, উহা কি রকম?

উঃ—পরিকল্পনা ঠিক হইয়াছে এবং তাহাতে দেখা যায় যে, তিনটী প্রোগ্রাম পরস্পর বিজড়িত রহিয়াছে। প্রথম হইল কলোনি ফার্ম, দ্বিতীয় হইল শাকসব্জীর ফার্ম এবং তৃতীয় হইল চাষীদের কাছে শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা।

প্রঃ—ফিজিক্যাল ড্রিল্ কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়?

উঃ—আমাদের সমাজে প্রচলিত চিন্তাধারা হইল শরীর চর্চ্চা করিলেই সে গুণ্ডা এবং ঘৃণারপাত্র হয়। কিন্তু বোম্বেতে সেই জিনিষই শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাদেরকে সমাজে গ্রহণ করে না এবং বিতাড়িত করিয়াছে তাহাদিগকে। ড্রিল্ একেবারে বাধ্যতামূলক। আমরা আর ভুলিয়াছি "শরীরম্ আদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্"। প্রত্যেক দিন সকালে ৪৫ মিনিট করিয়া ড্রিল করিতে হয়। রবিবার এবং ছুটির দিন হইলে "রুটমার্চ্চ" করিতে হয়।

প্রঃ—"লাইসেন্স ওয়ার্ক" কি এবং কিভাবে কার্য্যকরী হয়?

উঃ—সেখানে একটী লাইসেন্স সাবকমিটি আছে। সাবকমিটির সভ্যেরা প্রত্যেক ছেলের সহিত সাক্ষাৎ করে। যখন তাহারা ডিটেনশনের ⅔ অংশ

সময় প্রতিষ্ঠানে কাটায় তখন যদি সেই সভোরা বিবেচনা করেন তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টকে জানান যে সেই সেই বালক কন্‌ডিশন্যাল রিলিস্ পাইতে পারে। ইহাদেরকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় এবং তাহা হইতেই জীবন কাটাইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া লয়।

প্রঃ—ইহা ছাড়া আর কিছু "স্কিম্" আছে কি?

উঃ—"গড্-পেরেণ্ট" স্কিম বলিয়া একরকম স্কিম আছে। ইহাতে নিম্ন হইল কোন দয়ালু লোক বা যাহার সন্তানের আবশ্যক আছে এখন অবস্থাপন্ন লোককে তাঁহার মনোনীত বালককে গচ্ছিত দেওয়া হয় এবং পরে যদি সে ভাল হয় তিনি তাহাকে লইয়া লন। এইভাবে অনেক বালককে "রিহ্যাবিলিটেসন" করার বহুল সাহায্য হইতে পারে।

প্রঃ—যাহারা মানসিক দুর্ব্বল তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠান কি করে?

উঃ—এদের জন্যে আলাদা একটী বাড়ী আছে। ১৯৪১ সনের মার্চ্চ অবধি দেখা যায় যে, প্রায় ৩৭ জনকে এখানে লওয়া হইয়াছে। সাইকিএট্রিষ্ট্ দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পর এই ধরণের বালককে গ্রহণ করা হয়। প্রধানতঃ দুইভাগ করা হয় প্রথম যাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়, দ্বিতীয় অল্প বোকা বা মাথা খারাপ, আর দ্বিতীয় হইল যাহাদের শিক্ষা দেওয়াই যাব না।

"ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

(জেনেভা—সেপ্টেম্বর, ১৯৪০)

কৃষি-শ্রমিক সমস্যা।

২। ইতালীতে যুদ্ধ-মৃতদের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা।

৩। সৈনিকের কার্য্য ও কার্য্যের চুক্তি (ইতালী, রুমানিয়া, গ্রীস।)

৪। শিল্প ও শ্রমিক সম্বন্ধে সংবাদ।

৫। বেকার-সংখ্যা।

ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউতে পূর্ব্বের সংখ্যায় ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও জার্ম্মাণির যুদ্ধ-মৃতদের ক্ষতিপূরণের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা হইয়াছিল। এক্ষণে কৃষি কার্য্যের জন্য শ্রমিকের অভাব হইয়া পড়িতেছে এবং সেজন্য বিভিন্ন দেশে কিরূপ ব্যবস্থা করা যায় সেই সম্বন্ধে যে আলোচনা তাহাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বেও কোন কোন দেশ কৃষি-মজুরের অভাব ভোগ করিতেছিল। নিয়োগ করিবার সময় দেখা যাইত যে, প্রভুরা যাহা মজুরদের জন্য ব্যয় করিতে পারেন সেই টাকার মধ্যে লোক পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য এই ধরণের অভাব প্রত্যেক দেশের লোক সংখ্যা এবং সেখানকার শিল্প কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন রূপ হইত।

যখন সত্যই ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন কৃষি-শ্রমিক বৃদ্ধি করিবার তাগিদ খুবই বেশী রকম হইল। দেখা গেল যে, কৃষি-শ্রমিকে যে টান পড়িয়াছে তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে চাষীদের বাড়ীর লোক এবং চাষীদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যাহারা অন্য কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিত তাহাদের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। ইহার উপর দেখা গেল যে, যুদ্ধরত দেশে, এমন কি যুদ্ধ-বিরত দেশেও খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য চাষীর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে বেশী।

এই ধরণের যে সমস্যা হঠাৎ উগ্র হইয়া দেখা দিল তাহার মীমাংসার জন্য বিভিন্ন দেশে রীতিমত আইন ও ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করা হইল। সেইসকল আইন বা নিয়ম কানুনগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

১ম :—কৃষি-শ্রমিকরা চাষ-আবাদেই যাহাতে থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা। যেমন কৃষি-শ্রমিককে অন্য কার্য্যে নিয়োগ বন্ধ, কৃষি-শ্রমিককে চাষ-আবাদ হইতে বিরত হইতে দেওয়া হইবে না, ইহাদের "রিউচুয়াল এড্" ব্যবস্থা হইল।

২য় :—বাহিরের শ্রমিক যাহারা ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক তাহাদিগকে বলিয়া কহিয়া বা জোর করিয়া চাষের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। বাহিরের শ্রমিক বলিলে বুঝা যাইবে, যেসকল লোক একেবারে কার্য্য করে না বা বেকার বসিয়া আছে তাহাদিগকে। এই ধরণের শ্রমিকের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অবশ্য মেয়ে পুরুষ দুই-ই দেখা যায়।

৩য় :—যেসকল সৈনিককে কৃষি-মজুরদের ভিতর হইতে আনা হইয়াছিল তাহারা যদি সাময়িক ছুটিতে আসিয়া থাকে তাহাদিগকে আর পুনরায় আহ্বান না করা।

ফরাসীদেশে কৃষি-শ্রমিক বহুদিন ধরিয়া কম পড়িয়া গিয়াছিল এবং এখানে অভাব পূরণ হইত বাহির হইতে

শ্রমিক আনয়ন করিয়া। ২৯শে জুলাইর (১৯৩৯) "ক্যামিলি কোডের" ধারা অনুযায়ী যাহাতে গ্রামের লোক বাহিরে না যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইল। ইহাতে কৃষি-শ্রমিকদের ক্যামিলি এালাউয়েন্স দেওয়া হইত এবং স্বাধীন কৃষকদেরও একটা গ্রাণ্ট দেওয়া হইল। যাহাতে যুবা কৃষকেরা চাষী হিসাবে গ্রামে বসবাস করিতে পারে। সেইজন্য তাহাদিগকে একটা বিবাহের এালাউয়েন্স পর্য্যন্ত দেওয়া হইল। আর একটা সুবিধা হইল "ডেফার্ড পে কণ্ট্রাক্ট" যাহাতে ঠিক হইল পিতা বা পুত্র যদি ১৮ বৎসর বয়সের উপর হয় তাহার কার্য্যের জন্য যে মাহিনার ব্যবস্থা থাকিবে, মৃত্যু হইলে তাহার ক্যামিলি উহার কিয়দংশ প্রাপ্ত হইবে।

আর্য্যাণিতে এই সমস্যা গোড়ার দিকেই মীমাংসা হইয়াছিল। যে সময়ে ন্যাশন্যাল সোসিয়ালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল সেই সময় হইতেই ইহার মীমাংসা আরম্ভ হয়। ১৯৩৩ সনের ৩রা মার্চ্চ একটী অর্ডার দেওয়া হয় তাহাতে "করাল এণ্ড্ ফ্রিম্" ছিল।

প্রথম চেষ্টা করা হইল যে, যে যুবারা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে চাষের কার্য্যে নিযুক্ত করা। তাহার পর ঠিক হইল একটী একটী দল গঠন করিয়া জমির কার্য্যে সাহায্য করিবে। তাহার পর ১৯৩৪ সনে ২৯শে মার্চ্চ তারিখে একটী অর্ডার হয় তাহার নিয়মানুসারে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রকে এক বৎসরের জন্য জমির কার্য্যে নিয়োগ করিতেই হইবে। তৎপরে "এলোকেশন অব এম্প্লয়মেণ্ট এ্যাক্ট" ১৫ই মে ১৯৩৪ সনে পাশ করা হয়। ইহাতে ঠিক হইল যে, এম্প্লয়মেণ্ট আফিসের অনুমতি না লইয়া কোন কারখানায় কোন কৃষি-শ্রমিককে নিয়োগ করা যাইতে পারে না। ১৯৩৫ সনে ২৬শে ফেব্রুয়ারি একটী এ্যাক্ট পাশ করা হয় যাহার দ্বারা ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন ফর এম্প্লয়মেণ্ট এবং আনএম্প্লয়মেণ্ট ইন্সিওরেন্সের প্রেসিডেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইল যে যদি কোন কারখানায় দেখা যায় যে কৃষি-মজুর পূর্ব্ব হইতে কারখানায় আসিয়া নিযুক্ত হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে সেই কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়া পুনরায় চাষে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহার পর "ফোর ইয়ার প্ল্যান" (১৯৩৬ সনের) অনুসারে ঠিক হইল যে অন্যায়রূপে প্রভুরা চাষী মজুরদের নিয়োগ-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া না দেয়। যেসকল মেয়েরা অবিবাহিতা এবং ২১ বৎসরের নিম্নে তাহাদিগকে এক বৎসরের জন্য হয় চাষ আবাদের কার্য্যে না হয় গৃহস্থালীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে।

গ্রেটব্রিটেনের চাষী-মজুরের যে সমস্যা তাহা ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি অপেক্ষা ভিন্ন। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখনও ইংলণ্ডের জেনারাল মোবিলিজেশন হয় নাই। কিন্তু অনেকগুলি অন্যান্য কারণের জন্য চাষী মজুরের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতির দিকেই যাইতেছিল। কিন্তু ইহার সঙ্গে দেখা গেল যে, চাষ-আবাদের জমির পরিমাণও বেশ কমিয়া যাইতেছে। কাজেই চাষীর যে চাহিদা তাহা প্রায় সমান রহিয়া গেল। বেকার সংখ্যা হইতেও কিছু বুঝা যাইত না কারণ কৃষি-মজুরের বেকার অন্যান্য মজুরদের বেকার অপেক্ষা অনেক কম।

তবে যুদ্ধের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ঠিক করিল যে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। কাজেই তখন দেখা দিল মজুরের অভাব।

"এগ্রিকালচার্যাল ডেভেলপমেণ্ট এ্যাক্ট" ২৮শে জুলাই (১৯৩৯) পাশ করা হয়। ইহার নিয়মানুসারে দুই মিলিয়ন একর জমির চাষ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইতিমধ্যে একদিন যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। মিনিষ্টার অব্ এগ্রিকালচার প্রত্যেক কাউন্টীর জন্য একটী করিয়া এক্সিকিউটিভ্ কমিটি অব্ এগ্রিকালচার নিয়োগ করিলেন। ইহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইল যে, সেই সেই কাউন্টীতে ক্যামপেন করিতে হইবে যাহাতে চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাহার পর ন্যাশন্যাল রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট এবং কণ্ট্রোল অব এম্প্লয়মেণ্ট এ্যাক্ট পাশ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ধরা হইল যে "চাষ" একটী রিসার্ভ অকুপেসন এবং ইহা হইতে শ্রমিক সংগ্রহ অন্য কোন কার্য্যের জন্য করা চলিবে না। অবশ্য ন্যাশন্যাল ডিফেন্সের জন্য ২১ বৎসরের অধিক হইলে আর তাহাকে গ্রহণ যোগ্য বলিয়া

বিবেচনা করা হইবে না। তাহার পর আবার ঠিক হইল যে যদি তাহারও বিশ বৎসর বয়স হয় এবং চাষ-আবাদের জন্য তাহাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় লোক মনে করা হয় তবে তাহাকে গভর্ণমেণ্ট কার্য্যের জন্য ডাকিবে না। তাহা ছাড়া যে সব লোককে গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যুদ্ধের জন্য ডাকিয়া লইয়াছিল কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তাহারা চাষের কার্য্যে একান্ত আবশ্যক তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিয়া চাষে পুনর্নিয়োগ করা হইত।

ইহা ছাড়া "উইমেন্স্ ল্যাণ্ড আর্ম্মি" সংগঠন করা হয় তাহার দ্বারা মিনিষ্ট্রি অব লেবার খুবই সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ভূমিবিষয়ক ব্যাপারে মনোযোগী হয় তজ্জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যত্নবান হইয়াছেন। এমন কি পরিকল্পনা হইয়াছে যাহাতে করিয়া স্কুলের ছেলেরা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়াছে কিন্তু তখনও যুদ্ধের জন্য ডাক পড়ে নাই, তাহাদিগকে চাষের কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে। এই অনুসারে যে-সকল বিদ্যার্থীর ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স তাহাদিগকে ছুটির সময়ে চাষের কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে "পকেট মানি" হিসাবে কিছু কিছু টাকাও দিবার ব্যবস্থা আছে।

"দি মাইসোর ইকনমিকস্"

(জুলাই, ১৯৪১)

ভারতবর্ষ পুনর্গঠন নীতি।
বাণিজ্য সঙ্কটের মূল নির্দ্দেশ।
৩। চাষ ও গণতন্ত্র।
৪। বোম্বের আর্থিক ও শিল্প পরিমাপ।
৫। ভারতের ষ্টার্লিং দেনার পরিশোধ।
৬। ভারতের ভূমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের অর্থ সমাগম।
৭। মাদ্রাজ ডিষ্ট্রিক্ট কন্‌ভারেন্স।
৮। মানুষের উপর জলবায়ুর প্রভাব।
৯। ক্যানাডার বাণিজ্য ও অর্থশক্তি।

উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "মানুষের উপর জলবায়ুর প্রভাব" নামক প্রবন্ধটী আমাদের নজরে পড়ে বেশী। কারণ অর্থবিজ্ঞানের দিক্ থেকে একটু নূতন ধরণের বলেই মনে হয়। লেখক হইলেন ডি. টারপারাজান। ইহার মতে মানুষের উপর যে যে বস্তু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহার মধ্যে জলবায়ু অন্যতম এবং খুব প্রবল। কোন লোকই ইহার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে না। তাহার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে, এ্যাণ্টারটিকাতে কোন মানুষই বসবাস করে না, কারণ সেখানে এত বরফ পড়ে যে উহা জীবজন্তুর বাসের অনুপযোগী স্থান। মানুষ যে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিতেছে তাহা মাত্র এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এবং জলবায়ুর প্রকোপকে বশে আনিয়া।

লেখক প্রবন্ধটীকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—১ম—জলবায়ু ও ক্রমবিকাশ। ২য়—জলবায়ু এবং মানুষের অভাব, ৩য়—জলবায়ু এবং চামড়ার বর্ণ এবং ৪র্থ জলবায়ু ও ট্রপিক্যাল দেশের লোক। ক্রমশঃ সব দেশেই যে ঠাণ্ডা বৃদ্ধি পাইয়া যাইতেছে এবং সেই অনুপাতে গুরুতা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাই হইল ক্রমবিকাশের একটা প্রধান "থিয়োরি"

"উইমেন এট্ ওয়ার্ক। 'এ' সেঞ্চুরি অব ইন্-ডাষ্ট্রিয়াল চেঞ্জ"; উইমেন্স বিউরো কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত; ওয়াশিংটন গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং অফিস; ওয়াশিংটন, ১৯৩৯; পৃঃ ৮০, মূল্য ১৫ সেণ্ট মাত্র।

এই পুস্তিকাখানিতে সংখ্যার বিশ্লেষণ সম্পূর্ণভাবে করা হয় নাই। সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া বহু ধরণের বাস্তব ঘটনাবলী সম্বলিত এবং বহু অনুসন্ধানের বিভিন্ন ফল সন্নিবেশিত এই বইখানি অনেকেরই উপকার সাধন করিতে পারে। ইহাদের অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, নারী এখন আর পরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন অতিবাহিত করে না বরং অসহায় এবং অসমর্থ আত্মীয় বা পিতামাতাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে, বিবাহিত নারীকেও রোজগার করিতে বাধ্য হইতে হয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গৃহস্থের যে আয় তাহা যথেষ্ট নহে। এখনও পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের মজুরি কমই রহিয়াছে অবশ্য তুলনামূলক ভাবে ধরিলে। দেখা যায় যে ৫২ হইতে ৬৩ সেণ্টের মধ্যেই ইহাদের মজুরি নির্দ্দীষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওখানে নারীদের যে জীবন রক্ষার জন্য নিয়তম যায় তাহাও উক্ত মজুরি হইতে সঙ্কুলান হয় না। পুস্তিকাখানির মূল বাণী হইল এই যে, যদি মজুরদের ভালভাবে মজুরি না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের ক্রয়শক্তি খর্ব্ব করিয়া রাখা হইবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও খাদন হইতে পারিবে না। কারণ অর্থাভাব। ফলে হইবে যে মধ্যে মধ্যে সাময়িক বাণিজ্য-সঙ্কট আসিতে বাধ্য হইবে।

এক্ষণে নারীর জন্য নূতন নূতন রোজগারের পথ মুক্ত হইয়া যাইতেছে এবং বহু ধরণের কাযে আধুনিক নারীরা নিয়োজিত হইতেছেন। তাঁহারা "পাব্লিক লাইফে" নামিয়াছেন, ট্রেড্ ইউনিয়নে যোগ দিয়াছেন, এবং বহু ধরণের উন্নত জীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কেন্তারাল ও ষ্টেটের বহু আইন পাশ করা হইয়াছে যাহাতে নারীর জীবনযাত্রায় মান বৃদ্ধি পায় ও তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তথাপি যুদ্ধের অবসান হয় নাই। প্রায় তিন মিলিয়ন নারী বেকার হইয়া আছেন এবং ১,৫০০,০০০ নারী সাময়িকভাবে নিয়োজিত আছেন। বইখানির মূল কথা হইল মজুরি ও মাহিনা বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ উন্নতির যে স্পর্শ তাহা এখনও কৃষি ও গৃহস্থের চাকরীতে লাগে নাই। শিশু-প্রসূতিদের রক্ষার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা আরও হওয়া দরকার।

"ইউথ ইন এগ্রিকালচার্যাল ডিলেজেস্;" ক্রস্, এল. মেলাডিন এবং এল্না এম্ স্মিথ কর্তৃক লিখিত. রিসার্চ্চ মনোগ্রাফ ২১নং; ওয়াশিংটন, ১৯৪১ পৃঃ ১৪৩, টেব্‌ল ও ম্যাপ সম্বলিত।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, চাষী আমেরিকান মহলে যুবাদের স্থান কিরূপ এবং তাহাদের অবস্থাই বা কেমন। আমেরিকাকে যদি ৭টী রিজিয়নে ভাগ করা যায় এবং তাহার মধ্য হইতে ৪৫টী কমিউ-নিটীকে টাইপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে এ বইখানির যে ডেটা তাহা সম্পূর্ণ হইবে। যে সময়ের মধ্যে উক্ত ডেটা সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা হইল ১৯৩৫ সনের জুন হইতে ১৯৩৬ সনের জুন পর্য্যন্ত।

অর্থাৎ পুরা এক বৎসর ধরিয়া চাষী-যুবাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং তদ্‌সম্বন্ধে গবেষণাও করা হইয়াছে। তাহাদের নিয়োগ, শিক্ষা, সামাজিক গঠন এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে সাধারণ যুবাদের মধ্যেই বা তাহাদের কি রকম স্থান এইসকল বিষয়েই প্রধানতঃ তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মোটের উপর বলা চলে যে, তথ্যের সাধারণ ধারা হইল এখানের যুবাদের স্থান অন্যান্য যুবাদের অপেক্ষা অনেকাংশেই ভাল। এদের মধ্যে বেকার বলিয়া কোন জিনিষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও তাহাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই সত্যি-কারের কার্য্যবিহীন অবস্থায় বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষা ভালভাবেই পাইয়া থাকে। কারণ দেখা যায় যেসকল যুবা লেখাপড়া শেষ করিয়াছে তাহারা সকলেই প্রায় উচ্চ প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করিয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, তাহারা কেহই কোন একটা হাতের কাজ শিক্ষা করিয়া আসে নাই। এই বইখানি হইতে আরও একটী নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার দ্বারা ইহাদের আর্থিক ও সামাজিক সুব্যবস্থার অভাব যেখানে সেইখানে অভাবগুলি একেবারে ধরিয়া তাহার সমাধান করা চলে।

"রেডসিউসন ইন লাণ্ড" চার্লস্ এড্রান্ কর্ত্তৃক লিখিত; হার্পার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক, ১৯৩৯; পৃঃ ৩২০, মূল্য ৩ ডলার মাত্র।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের জমিজমা বিষয়ক যেসকল সমস্যা তাহা লইয়াই বইখানি লিখিত হইয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই ধরা চলে যে, সমগ্র অর্থ ও মানসিক চিন্তা শিল্পের প্রসার ও কারখানার উন্নতির দিকেই গিয়াছে এবং শিল্প-কারখানাই যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে অথচ জমির অবস্থা পূর্ব্বের মত অযত্ন-সেবিত হইয়াই রহিয়াছে। ভূমির সম্মান বিশেষভাবে রক্ষিত হইতেছে না। মটগেজী ধার বাড়িয়াছে, ভাগ-জমার কারবার দৈনিক কৃষি-মজুরের স্থানকে অধিকার করিয়াছে। আর এক রকম উপায়ে ভূমিকে গ্রহণ করা হইয়াছে যাহাতে ভূমি একটা লাভের পন্থা মাত্র। যেমন জমির উপরে কাঠ আছে কিম্বা অন্যান্য "পাওয়ার রিসোর্স" আছে সেইগুলির জন্যই লোকে জমির স্বত্ব খুঁজিয়া বেড়ায়। এক্ষণে কয়েকটি আইন পাশ করা হইতেছে, যাহাতে নগরের যাহারা জমির উপর নির্ভর করিয়া আছেন তাঁহাদের সহিত গ্রামের চাষীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাহাতে লাঘব হয় তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভূমির অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাইয়াছে :—

১২—"ওনারশিপ্" (স্বত্বস্বামিত্ব), "মেকানিজেসন" (যান্ত্রিকতা), "টেনান্সি" (প্রজাস্বত্ব), "ট্যাক্সেসন" (খাজনা), "ডেট্‌স্" (ঋণ), "পপুলেসন" (লোকসংখ্যা) ইত্যাদি। উপসংহারে লেখক দেখাইয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট যদিও অনেক কিছুই করিতেছেন জমির উন্নতির জন্য কিন্তু মূল কারণ বাদ দিয়া বাকী সকল রোগের চিহ্নগুলিকেই চিকিৎসা করিয়া চলিতেছেন। যেমন ধরা যাক গভর্ণমেণ্ট প্রথমে চেষ্টা করিতে লাগিলেন নগরের ও গ্রামের জমির পার্থক্যের মধ্যে একটা রফা করিতে হইবে। তজ্জন্য একটা কৃত্রিম উচ্চ মূল্য খাড়া করিয়া রাখিলেন। গভর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন সেইগুলির মধ্যে কত দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা আছে তাহা লেখক সুস্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন। ভূমি ও চাষীদের সম্বন্ধে যেসকল উপায়ে উন্নতিসাধন প্রকৃতই করা সম্ভব সেইগুলি লেখক অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

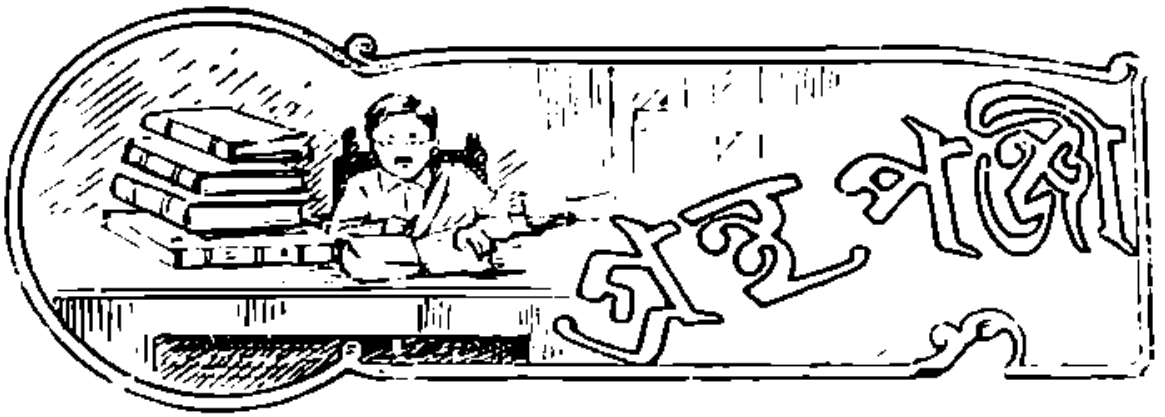

১। "দি ইকনমিক ষ্ট্যাটাস অব কলার্ড ক্যামিলিস ইন্ দি পোর্ট অব লিভারপুল" ; ইউনিভার্সিটি অব লিভারপুল কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত ; ১৯৩৯ ; ২৩ পৃঃ টেবিল সমেত ; মূল্য ১ শিলিং।

২। "দি হোম্‌স্ দি পাবলিক বিল্‌ড্‌স্" পাবলিক এ্যাফেয়ার্স পাম্‌ফ্লেট নং ৪১ ; নিউইয়র্ক ; ১৯৪০ ; পৃঃ ৩২ ; ডায়গ্রাম ও ম্যাপ সহ ; মূল্য ১০ সেণ্ট মাত্র।

৩। "দি ম্যানেজমেণ্ট অব মিউনিসিপ্যাল পাবলিক ওয়ার্কস" ; জি ডোন্যাল্ড ষ্টোন কর্তৃক লিখিত ; পাবলিক এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন সারভিস কর্তৃক প্রকাশিত, চিকাগো ; ১৯৩৯ ; পৃঃ ৩৪৪ ; মূল্য ৩ ডলার ৭৫ সেণ্ট।

৪। "ইনডাষ্ট্রিয়াল হোমওয়ার্ক এ্যান এ্যানালিসিস অব হোমওয়ার্ক রেগুলেশন হিয়ার এণ্ড এব্রড্।" রুথ এলডা শাল্‌ক্রস্ কর্তৃক লিখিত ; ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাফেয়ার্স পাবলিসিটি কোঃ কর্তৃক প্রকাশিত ; নিউইয়র্ক ; ১৯৩৯ ; পৃঃ ২৭৫।

৫। "লেবার ল" ; এব্রাহাম রটওয়েন এবং নোয়া রটওয়েন কর্তৃক লিখিত ; হার্পর্ পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত ; ব্রুকলিন ; ১৯৩৯ ; পৃঃ ২৫৯।

৬। "নিউ হোমস্ ফর ওল্ড্" পাবলিক হাউসিং ইন ইউরোপ এণ্ড আমেরিকা ; উইলিয়ম ডি রীড্ এণ্ড এলিজাবেথ অস্ কর্তৃক লিখিত ; দি ফরেন পলিসি এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত ; নিউইয়র্ক ; ১৯৪০ ; পৃঃ ১১২।

৭। "লেবার পলিসি আণ্ডার ডেমক্র্যাসি" ; ক্লে প্যাকার ম্যালিক্ কর্তৃক লিখিত ; ইউনিভার্সিটি অব্ কোলোরোডো কর্তৃক প্রকাশিত ; বাউলডার কোলোরোডো, ১৯৩৯ ; পৃঃ ১৩০ মূল্য ১ ডলার মাত্র।

৮। "ওয়ার্কমেন্স্ কম্পেনসেশন ইনসিওরেন্স" ক্লারেন্স ডাবলিউ হবস্ ; নিউইয়র্ক এণ্ড লণ্ডন ; ১৯৩৯ ; ম্যাকগ্রহিল্ কর্তৃক প্রকাশিত ; পৃঃ ৭০৭।

৯। "ওয়ার্ল্ড্ হুইট্ প্ল্যানিং এণ্ড ইকনমিক প্ল্যানিং ইন জেনারাল" ; পল্ ডে হেভেসি কর্তৃক লিখিত ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; টোরোণ্টো ১৯৪০, পৃঃ ২১২ মূল্য ৩৮ শিলিং।

১০। "ইকনমিক কন্‌সিকোয়েন্সেস অব্ দি সেভেন আওয়ার্স ডে এণ্ড ওয়েজ ষ্টেণ্ডার্ড ইন দি বিটুমিনাস কোল ইনডাষ্ট্রি" ই ফিসার কর্তৃক লিখিত, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ফিলাডেলফিয়া ; ১৯৩৯ ; পৃঃ ১৩০ ; মূল্য ২ ডলার মাত্র।

১১। "দি লোকেসন অব ইনডাষ্ট্রি এণ্ড দি ডিপ্রেস্‌ড্ এরিয়াস" ; এস্ আর ডেনিসন কর্তৃক লিখিত ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; ১৯৩৯ ; পৃঃ ২১৬ ; মূল্য ১০ শিলিং মাত্র।

১২। "এফেক্টস্ অব্ সোসিয়াল সিকিউরিটি লেজিসলেসন কম্পেনি অপারেটিং কণ্ডিসন্স" , ফলটার এণ্ড বয়ার কর্তৃক লিখিত ; এ্যামেরিকান ম্যানেজমেণ্ট এসোসিয়েসন কর্তৃক প্রকাশিত ; ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সিরিস নং ৬১ ; নিউইয়র্ক ; ১৯৪০ ; পৃঃ ২৩।

দেশরক্ষা বাহিনীতে ভারতীয়দের অবস্থা

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ

গত নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অতিরিক্ত ফিনান্স-বিল উত্থাপন প্রসঙ্গে অর্থ সচিব ভারতীয় দেশ-রক্ষক সামরিক বাহিনীর এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট এক বিরাট বাহিনী গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে শিক্ষিত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্য থাকিবে। ভারতের প্রবেশদ্বারগুলি রক্ষার জন্য এ পর্য্যন্ত ৬০ হাজারেরও অধিক সৈন্য বিদেশে গিয়াছে এবং প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য রীতিমত সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। সমর সম্ভার ও যন্ত্রসজ্জা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। সজ্জিত ৮৫টী নূতন বাহিনী গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। মোটর যানের সংখ্যা ৫ হাজার হইতে ৩০,০০০ করা হইয়াছে। আগামী বৎসরের মধ্যে ইহার সংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। আগামী বৎসরের মধ্যে ৩০০০ হাজার সাজোয়া গাড়ী ভারতে নির্ম্মিত হইবে আশা করা যায়। ভারতীয় নৌবাহিনী সম্বন্ধেও তাঁহার বর্ণনা মনোরম। ভারতের উপকূলে এখন বহুসংখ্যক মাইন কুড়াইবার জাহাজ ডুবো জাহাজধ্বংসী টহলদারী জাহাজ পাঁয়তাড়া ভাঁজিতেছে। অতি আধুনিক কালের যুদ্ধজাহাজে প্রস্তুত যুবকগুলিও শীঘ্র আসিয়া পড়িবার কথা। ভারতের জাহাজখানায় টহলদারী ও মাইন কুড়াইবার জাহাজ তৈয়ার হইতেছে। নৌবাহিনীতে সকল শ্রেণীর লোক বাড়ান হইতেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীও বৃদ্ধির পথে। রিজার্ভ বিমান বাহিনীর জন্য বৎসরে ৩০০ বৈমানিক ও ২০০০ মেকানিককে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রয়োজনীয় মাল মশলা ও যন্ত্রপাতি পাওয়া গেলেই ভারতে বিমান নির্ম্মাণের কারখানা খুলিবার ইচ্ছা সরকারের আছে। তাঁহার এই মনোজ্ঞ বিবরণ দিবার কারণ আর কিছুই নয় ৩৩ কোটী টাকা দেশরক্ষার প্রাথমিক ব্যয় ও বাৎসরিক ১৩ কোটী টাকা ব্যবস্থা পরিষদের নিকট হইতে মঞ্জুর করিবার জন্যই তিনি উল্লিখিত ফিরিস্তি দাখিল করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি কি করা হইয়াছে না হইয়াছে তাহার খবর জানি না। তবে অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভারতীয় দেশরক্ষা বাহিনীর অবস্থা ও সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের মর্য্যাদা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কয়েকটী তথ্য উদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল। অবিশ্বাস, সংশয় ও ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যদি এই ব্যবস্থা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করা হইত তবে কেবল ভারতীয় সৈন্যের সহায়তায়ই যে আজ যুদ্ধের গতি ফিরিয়া যাইত সে বিষয়ে অধিকাংশ লোক একমত।

মাননীয় ডাঃ হৃদয়নাথ কুঞ্জরু কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় সামরিক আত্মরক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সামরিক আত্মরক্ষার দুইটী বিশেষ দিক্ আছে। দেখিতে হইবে যে দেশের সৈন্যদল জাতীয় সৈন্যদলে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক সাধারণ নাগরিককেই তাহার জন্মভূমি রক্ষার জন্য সুযোগ দান করা হয়। এই দুই দিক্ দিয়াই বর্ত্তমান ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে। ভারতের সেনাবাহিনী, সম্পূর্ণ ভারতীয় নয়। সেনা-বাহিনীর গরিষ্ঠ অংশই অভারতীয়। কেবল তাহাই নয়, সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ। শান্তির সময়ে সাধারণতঃ বৃটীশ ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ থাকে। ১৯৩৮-৩৯ সনের হিসাবানুযায়ী দেখা যায় যে, ঐ সময়ে সেনাদলে মাত্র ২৪২ জন ভারতীয় অফিসার ছিল। মোট সেনাবাহিনী ও অফিসারগণের তুলনায় ইহা অতি সামান্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সেনা-দল ভারতীয় করণের চেষ্টা সরকারীভাবে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ ২৩ বৎসর পরেও অবস্থা যে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তিত হয় নাই ডাঃ কুঞ্জরুর বক্তৃতা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ৫৫ জন করিয়া শিক্ষিত অফিসার বাহির হইতেছে ; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট জমাদার ও সুবেদারদিগকে সরাইয়া ভারতীয় কমিশন অফিসারদিগকে সেই স্থলে নিয়োগ করিবার নীতি গ্রহণ করায় সামরিক বল ভারতীয় করণের কাজ এই ব্যবস্থা দ্বারা কিছুই অগ্রসর হইতেছে না।

সম্প্রতি যুদ্ধের চাপে পড়িয়া সরকার ৮৪০ জন ভারতীয়কে কমিশন পদ দিয়াছেন। এই নীতি যে স্থায়ী-ভাবে অনুসৃত হইবে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই। আর এক কথা এই যে, এই ৮৪০ জনের মধ্যে কতজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তাহা জানা যায় নাই। ভারতীয় অপেক্ষা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে সেনা বিভাগে লওয়ার দিকে গভর্ণমেণ্টের অধিক ঝোঁক দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, দেরাদুন সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কতজন অফিসার ইহার ভিতর আছেন তাহাও স্পষ্ট করিয়া জানা যায় নাই।

এইবার নৌ-বিভাগের কথা আলোচনা করা যাউক। ১৯৩৯ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত একখানি সরকারী ইস্তাহার হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় ভারতীয় নৌ বাহিনীতে মাত্র শতকরা ১০ জন ভারতীয় অফিসার ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনটি পদের মধ্যে একটিতে মাত্র ভারতীয় প্রার্থী গ্রহণ করা হইত।

সাধারণ সময়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৪০ জন পাঞ্জাব হইতে লওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ৩০ জন মুসলমান ও ১০ জন শিখ। সেনাবাহিনীতে পাঠান ও বেলুচীদের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ১০জন। অবশিষ্টাংশ রাজপুত, গাড়োয়ালী, জাঠ, ডোগরা এবং মারাঠাদের মধ্য হইতে সংগৃহীত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের লোকের সেনা বিভাগে প্রবেশ-অধিকার নাই।

আমরা জানি যে, আধুনিক সমর আর কেবল দেহের শক্তির উপর নির্ভর করে না। মস্তিষ্কের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বর্ত্তমান কালে সৈন্যদের প্রধান গুণ। এইসকল দিক্ হইতে তথাকথিত ভারতীয় অসামরিক জাতিগুলিও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে একথা আমাদের প্রভুরাও স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি এখনও এই অপমানকর প্রভেদ ঘুচিল না। নীতির দিক্ হইতেও এই বিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিবার আছে। কোন্ জাতি চিরদিন সামরিক শক্তিসম্পন্ন থাকে? অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, এককালে যাহারা অশেষ সামরিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিল আজ তাহারা পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া নিতান্ত অসামরিক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আবার কোথাও দেখা যায় যে, অতীতের অসামরিক জাতি সুযোগ সুবিধা পাইয়া আজ শৌর্য্য ও বীর্য্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতেছে। জাতি হিসাবে কেহ অসামরিক হয় না; অসামরিক হইয়াও কেহ জন্মায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সরকারের উৎসাহ ও শিক্ষার উপরই অনেক সময় সামরিক শৌর্য্যাদি নির্ভর করে। এই কৃত্রিম ও সর্ব্বনাশকর প্রভেদ দূর করিবার জন্য ভারতীয় জনমত একবাক্যে দাবী করে।

শান্তির সময়ে ভারতীয় সেনাবিভাগের মত ব্যয়-বহুল দেশরক্ষা বিভাগ অতি অল্পই দেখা যায়।

দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় দেশরক্ষা বিভাগে প্রত্যেক ইউরোপীয়ানের জন্য মাথা প্রতি ব্যয় হইতেছে ১৮৩৯৲ টাকা এবং প্রতি ভারতীয় সৈনিকের মাথা প্রতি ব্যয় ২৪২৲ টাকা। অর্থাৎ ভারতীয় অপেক্ষা ইউরোপীয়ানগণের জন্য ব্যয় প্রায় ৬ গুণ অধিক। ভারতীয়-করণের দ্বারা শান্তির সময়ে এই খরচ প্রায় ৭কোটী টাকা কমান যায়। গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে ব্যবস্থা পরিষদে সার রেজা আলি বলেন যে, একজন জাপানী মেজরের মাহিনা ১৬০৲ টাকা আর একজন ভারতীয় মেজরের মাহিনা ৮০০৲ অথবা আরও অধিক। একজন জাপানী মেজর যখন মাত্র ১৬০৲ টাকায় কাজ করিতে পারে তখন একজন ভারতবাসী কেন ঐ পরিমাণ মাহিনায় তাহার জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য চাকুরী করিতে পারিবে না?

ভারতীয় বিমানবাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এখানেও ভারতীয়দের অবস্থা প্রায় সেনা বিভাগ ও নৌ বিভাগের ন্যায়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল ভারতীয় এয়ারম্যান ও অফিসারদের সংখ্যা বৃটিশ

এবারমান ও অফিসারদের সংখ্যার মাত্র ৩৪% ও ৬% ছিল। যুদ্ধারম্ভের পর ভারতীয়দের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইলেও মূলনীতির বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বিমান বিষয়ে ভারতীয় যুবকগণকে সরকারীভাবে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'এ' শ্রেণী লাইসেন্স লওয়া ও বিমানে চাকুরী পাওয়ার অসুবিধাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতে বিমান বহরের উপযোগী কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। ৩৫,০০,০০,০০০ ভারতবাসীর জন্য মাত্র দুইটী করিয়া বৈমানিকের পদ সংরক্ষিত রাখা হইত। সম্প্রতি বিমানবহর সম্প্রসারণের জন্য ভারতীয় যুবকগণকে আহ্বান করিয়া যে আবেদন করা হইয়াছিল তাহাতে আশাতীত সাড়া মিলিয়াছিল। ১৮,০০০ যুবক বিমানবহরে যোগদানের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিল কিন্তু শুনা যাইতেছে যে, মাত্র ৩৫০টী পাইলট লওয়া হইবে। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের অভাবে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রভৃতির কাজ আশানুরূপ উন্নতিলাভ করে নাই, কিন্তু সে দোষ কাহার? ভারতীয় যুবকগণ অথবা নেতৃবর্গ নিশ্চয়ই সেজন্য দায়ী নহেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় বিমানবহর গঠিত হইলে আজ বিরাট ভারতীয় বিমানবাহিনী একটি শক্তিশালী বহরে পরিণত হইতে পারিত।

ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে ভারতের ন্যায় মারাত্মক নীতি অনুসৃত হয় নাই। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে অষ্ট্রেলিয়া সামরিক খাতে ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। সেনা বিভাগে ১,৫৭,০০০ লোক তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮,০০০ নৌ-বাহিনীর জন্য ৩০,০০০ বিমান বহরের লোকও আছে।

৪০ কোটী ভারতবাসীকে সামরিক ও অসামরিক দলে ভাগ করিয়া ভারতবাসীদের সেনাবিভাগে প্রবেশ করার পক্ষে এক প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। অসামরিক জাতিগুলি সরকারের মতে সমরপটু নহে। এজন্য তাহাদিগকে সাধারণতঃ সেনাবিভাগে লওয়া হয় না।

গত ২০শে নবেম্বর কমন্স সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারতসচিব মিঃ আমেরী ভারতীয়দের ক্রমবর্দ্ধমান যুদ্ধসহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতীয় বিমান রিজার্ভ বাহিনীতে ৩০০ লোক লওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করার ফলে ঐ ৩ শত পদের জন্য ১৮,০০০ দরখাস্ত পড়ে। স্থল বাহিনীতে রিক্রুটের অভাব হইতেছে না। যাহারা সৈনিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য আহ্বান হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে ২৪ সহস্রকে সাময়িক ভাবে নিরস্ত্র রাখিতে হইয়াছে।

আমাদের মনে হয় উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দুইটীকে নিছক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য বলা ভুল হইবে। ভারতের তরুণ সম্প্রদায় প্রত্যেকেই জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ। একদল যুবক যে মনোভাব লইয়া সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করিতেছে ঠিক সেই মনোভাবেই উদ্বুদ্ধ হইয়া আর একদল নবীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে ছুটিতেছে। যদি ভারতবর্ষকে প্রস্তাবিত স্বাধীনতা প্রদান করা হইত তবে ভারতসচিব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেন যে ৩০০ শত বৈমানিকের পদের জন্য ১৮০০০ নহে সহস্র আঠার লক্ষ আবেদন পড়িয়াছে।

ভারতবাসী চাহে মাতৃভূমি রক্ষা করিবার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে বহন করিবে। আর সর্ব্বোপরি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাম্য হইতেছে ভারতের স্বাধীনতা। ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়া তাহার সামরিক কর্তৃত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করিবার মত উদারতা যদি আজ বৃটেনের থাকিত তবে বিশ্ববাসী বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করিত যে, ভারতের সামরিক শক্তি যে কোন বর্ব্বর শক্তিকে চূর্ণ করিয়া দিবার পক্ষে অযোঘ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেস সর্ব্বজন কাম্য স্বাধীনতা না পাইয়া ছিটে ফোঁটা সামরিক সুবিধা ঘৃণায় প্রত্যাখান করিয়াছে। ভারতের উদীয়মান যুবশক্তির কেহ কেহ দোটানায় পড়িয়া "যথা লাভ" মনোবৃত্তির বশে দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করিতেছে। কিন্তু বৃটেন ভ্রান্ত নীতির বশবর্ত্তী না হইয়া আজ যদি উদার মনোবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত তবে কেবল ভারতের ইতিহাস নহে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবীন কল্যাণময় যুগের আবির্ভাব হইত। এ কেবল কল্পনা নহে নিশ্চিত সত্য।

বঙ্গদেশে বারিপাত, মৃত্যুহার ও পাটের দরের তারতম্যের তরঙ্গ-গতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস্ সি, বি এল

বঙ্গদেশে বারিপাতের, মৃত্যুহারের ও পাটের দরের তারতম্যে তরঙ্গ-গতি আছে কিনা ও এ সকল তারতম্যের পরস্পরের সম্বন্ধ কিরূপ ?

(ক) বারিপাত

(সংখ্যা বিজ্ঞানের কালশ্রেণী বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ)

বর্ত্তমানে সংখ্যাবিজ্ঞান দুইটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ে পরিবর্দ্ধিত। প্রথম পর্য্যায় কোন বিশেষ বিষয়ের কেবল বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশে পর্য্যবসিত। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লক্ষ্য কোন বিশেষ বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ ও বিচার। বিবরণী পর্য্যায়ে সমগ্র বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমষ্টি ও গড় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই যথেষ্ট। বিশ্লেষণ পর্য্যায়ে সমষ্টি বা গড় সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট নয়। গড় বা অন্যান্য পরিমাপ হইতে তারতম্য বিভিন্ন নমুনায় কি প্রকার লক্ষ্য করা যায় ও নমুনা হইতে সমগ্র বিষয় সম্বন্ধে কি আলোক পাওয়া যায় দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাহাই আলোচ্য।

এখন কাল শ্রেণীতে বিশ্লেষণ পদ্ধতি কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার নিদর্শন দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কোন বিশেষ ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে সংখ্যাগুলি একটি 'তালিকা' আকারে লিপিবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ একটি তালিকায় দুইটী স্তম্ভ থাকে—প্রথম স্তম্ভে থাকে সংখ্যাগুলির পরিচয় ও দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রকাশ করা হয় সংখ্যাগুলি। আরও বলা হইয়াছে যে, কোন তালিকায় প্রকাশিত সমগ্র সংখ্যাগুলিকে আমরা 'শ্রেণী' আখ্যা দিব। যে সংখ্যাগুলির তারতম্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয় সে সংখ্যাগুলিকে যে 'শ্রেণী'তে প্রকাশ করা হয় তাহাকে আমরা 'কালশ্রেণী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছি*।

কালশ্রেণী বিশ্লেষণ পদ্ধতির ইতিহাস

এই প্রসঙ্গে কালশ্রেণী বিশ্লেষণ পদ্ধতির ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যায়। প্রধানতঃ ধনবিজ্ঞানের তথ্যগুলি কালশ্রেণীর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিশিষ্ট বিভাগে কালশ্রেণী সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় বিষয়। এই-সকল বিষয়ের অতীতের তথ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে পর্য্যালোচনা করিলে তবে বর্ত্তমান ঘটনার তাৎপর্য্যের উপলব্ধি হয় এবং এই পর্য্যালোচনায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোক লাভ করা যায়। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ প্রচেষ্টা হইতেই 'বাণিজ্য-চক্র' বা 'ব্যবসা-চক্র' নামে একটি নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভাবধারার সারমর্ম্ম হইল এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্থান-পতন তরঙ্গের উত্থান-পতনের ন্যায়; ব্যবসাতে 'দুর্যোগ তত্ত্ব' বা 'ক্রাইসিস থিওরী'র গোড়াপত্তনও এই ভাবধারার অনুরূপ। বলিতে গেলে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ওয়াটারলু যুদ্ধের পরের আর্থিক দুর্যোগ দেখিয়া সিস্‌মঁদি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ব্যবসাতে দুর্যোগ-তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বর্ত্তমানে প্রচলিত দুর্যোগ-তত্ত্ব একরূপ সিস্‌মঁদির তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মাঝে এমন সন্দেহেরও অবতারণা করা হইয়াছিল যে ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্যোগ-সুযোগ তেমন কোন সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক পদ্ধতি নহে—কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জেমে ইউগলার কতকগুলি নিখুঁত তথ্য উদ্ঘাটন

* "আর্থিক উন্নতি" ফাল্গুন ১৩৪৪।

করিয়া ব্যবসাতে চক্রবৎ পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রমাণ উত্থাপিত করেন। মূরনো এই বিষয়কে আর একটি ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার মতে ব্যবসার পরিবর্তনের, উন্নতির বা অবনতির একটি সাধারণ গতি আছে; এই সাধারণ গতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে ধারাবাহিক চক্রবৎ পরিবর্তনশীল গতি। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ষ্ট্যানলি জিভনস্ তাঁহার 'অন্ দি ষ্টাডি অব্ পিরিওডিক্ কমার্শিয়াল ফ্লাকচুয়েশনস্' প্রবন্ধে আর এক প্রকার গতির উল্লেখ করেন—এই গতিকে 'ঋতুব্যাপী-গতি' নাম দেওয়া যায়। তিনি সূচক-সংখ্যাও প্রবর্তিত করেন। পরে এজওয়ার্থ, গাল্টন্, পিয়ার্সন্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জিভনস্—প্রবর্তিত বিশ্লেষণ-প্রণালীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। গণিত শাস্ত্রজ্ঞেরা সংখ্যা-বিজ্ঞানের যখন এইরূপ গবেষণায় রত ছিলেন, তখন নৃতত্ত্ববিদেরা, প্রাণিতত্ত্ববিদেরা এবং অর্থশাস্ত্রীরা সংখ্যা বিজ্ঞানের গণিতজ্ঞদের গবেষণা বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রয়োগ করিয়া নূতন-নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইলেন।

সংখ্যার সাধারণ-গতি নির্ণয় করিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পয়েন্টিং ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে হুকার, চলমান গড়ের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। পিয়ার্সন্-প্রবর্তিত দুই বা বহু শ্রেণীর সংখ্যার মধ্যে পরস্পর-সম্বন্ধ নিরূপণের প্রক্রিয়া ধনবিজ্ঞানের সংখ্যা শ্রেণীতে প্রয়োগ করেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উড্‌নি ইউল্ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে হুকার। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মূর কালশ্রেণীতে 'হারমনিক' তরঙ্গ বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, পারসন্ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্যবসা ব্যারেমিটার আরম্ভ করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি 'ব্যবসাচক্র' নির্দ্ধারণ আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে মিচেল্ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'বিজিনেস্-সাইকেল্' নামে বিরাট গ্রন্থাবলিক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। সংখ্যা-বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বাভাষ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয় আরও পরে, যথা—শূকরের দর সম্বন্ধে পূর্ব্বাভাষ'—গবেষক হাস্ ও ইজেকিল্ (জার্ণাল্ অব্ আমেরিকান্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ আসোসিয়েশন্, ১৯২৭)।

'বাণিজ্য পূর্ব্বাভাষ ও দ্রব্যমূল্য'—গবেষক ই, সি, স্নো (জার্ণাল অব্ রয়্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটি, ১৯২৮)।

'ব্যাঙ্কের জমা হইতে সাধারণ দ্রব্যমূল্যে পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় কিভাবে'—গবেষক এইচ, ওয়ারকিং (রিভিউ অব্ ইকনমিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্স, ১৯২৮)।

'কলিকাতার পাটের দরের পূর্ব্বাভাষ'—গবেষক গোপালচন্দ্র রায় (ব্যবসাবৃদ্ধির ভবিষ্য গণনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ —বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পত্রিকা 'আর্থিক উন্নতি' পৌষ ১৩৪০, ডিসেম্বর ১৯৩৩)।

সংখ্যাবিজ্ঞানের এবং গণিতশাস্ত্র দ্বারা ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব আলোচনার আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘও গঠিত হয়, ১৯৩০ সনে। এই সঙ্ঘ এমন নাম গ্রহণ করেন যাহা দ্বারা ইহাই বুঝানো হয় যে 'ধনমিতি' (বা, জ্যামিতি) একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব সংখ্যাবিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের নিছক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। 'ইকনোমেট্রিক্-সোসাইটি' আমেরিকায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে সংখ্যাবিজ্ঞানের একটি নূতন রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তেমনি 'বাইওমেট্রি' প্রভৃতি শাস্ত্রে সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রভূত প্রয়োগ চলিতেছে। সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রসার এত দ্রুত গতিতে হইতেছে যে, এখন সমগ্র সংখ্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা কোন একটি গ্রন্থে করা সম্ভব নয়—বিশেষ কোন ক্ষেত্র লইয়া সেই শাস্ত্রে সংখ্যাবিজ্ঞানের কিরূপ প্রয়োগ হওয়া সম্ভব তাহার আভাষ মাত্র কোন একটি গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব।

সাধারণ-গতি, ঋতুব্যাপী-পরিবর্ত্তন, চক্রবৎ-পরিবর্ত্তন, বিভিন্ন সংখ্যাশ্রেণীর পরস্পরের সম্বন্ধ—এই কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এই কয়েকটি বিষয়ে সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাধারণ প্রক্রিয়া কিরূপ তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

সাধারণ গতি

প্রথমে সংখ্যা-সম্পাদনা করিয়া লইতে হয় এমনভাবে যেন সংখ্যাগুলিতে কোন অসম্পূর্ণতা, অসামঞ্জস্য বা ভ্রম না থাকে। এইরূপ সংখ্যা শ্রেণী হইতে একটি সাধারণ-গতি সাব্যস্ত করা যায়। সংখ্যা-শ্রেণীর কোথায়ও অসম্পূর্ণতা, অসামঞ্জস্য বা ভ্রম থাকিলে সাধারণ-গতি নির্ণয় করা সম্ভবপর

হয় না। সংখ্যাশ্রেণী সম্পূর্ণভাবে যথাযথভাবে সম্পাদিত হইবার পর সাধারণ গতি নির্ণয় করিবার জন্য সংখ্যাগুলির গতি একটি সরলরেখা দ্বারা নির্দেশ করা যায়। এই সরলরেখা ঊর্দ্ধগতি বা নিম্নগতি প্রকাশ করে এবং সময়ের অনুপাতে এই গতি কিরূপ হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহাও নির্দেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সরল রেখা দ্বারা এরূপ গতি প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না—সেরূপ অবস্থায় বক্ররেখা দ্বারা এরূপ গতি নির্দেশ করা যায়। এরূপ গতি-নির্দেশক সরল অথবা বক্ররেখা সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত কিরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট তাহা বীজগণিতের অথবা ক্যালকুলাসের প্রক্রিয়ায় সাব্যস্ত করা যায়। সাধারণতঃ সরল রেখা দ্বারা গতি নির্দ্দেশ করার প্রথাই প্রচলিত এবং সরল রেখার অবস্থান নির্দ্দেশ করিবার প্রক্রিয়া বক্র রেখার অবস্থান নির্দ্দেশ করিবার প্রক্রিয়া অপেক্ষা অধিক সহজ। অনেক ক্ষেত্রে বক্ররেখা দ্বারা গতি নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা একাধিক সরল রেখা দ্বারা বিভিন্ন সময়ের সাধারণ সময়ের গতি নির্দ্দেশ করা চলে।

সরলরেখা দ্বারা কালশ্রেণীর সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের গতি নির্দ্দেশ করিবার কয়েকটী সহজ প্রক্রিয়া আছে। তন্মধ্যে আমরা দুই একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার ব্যবহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব। বীজগণিত অথবা ক্যালকুলাসের যে যুক্তি সাহায্যে এই প্রক্রিয়া উদ্ভূত হইয়াছে তাহার উল্লেখ এস্থলে করা হইবে না।

ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন

কালশ্রেণীর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যে ক্ষেত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতি মাসের সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রতি বৎসরই বার মাসের মধ্যে সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের একটি বিশেষ ধারা বর্ত্তমান থাকে। এই পরিবর্ত্তনকে আমরা 'ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন' আখ্যা দিতেছি। আবহাওয়া সম্বন্ধে কাল-শ্রেণীর মধ্যে যেরূপ সুন্দর ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন দেখা যায়, আর্থিক বা বাণিজ্য সংক্রান্ত বা অনুরূপ কোন কাল-শ্রেণীতে সেরূপ সুন্দর ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না।

ঋতুব্যাপী-পরিবর্ত্তন সাব্যস্ত করিবার নানারূপ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। সাধারণতঃ যে পদ্ধতি সমধিক প্রচলিত তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন

কালশ্রেণীতে যে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন থাকিতে পারে এবং তাহা যে তরঙ্গের ন্যায় উত্থান-পতনশীল তাহা কাল-শ্রেণীর নিছক সংখ্যাগুলি হইতেই পরিলক্ষিত হয় না। এই চক্রবৎ-পরিবর্ত্তন পরিস্ফুট হয় যখন সাধারণ গতির জন্য যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন এবং ঋতুব্যাপী-পরিবর্ত্তনের জন্য যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন তাহা মূল সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের পরিমাপ হইতে বাদ দিয়া বা পৃথক করিয়া লওয়া হয়। সাধারণ গতি ও ঋতুব্যাপী-পরিবর্ত্তনের পরিমাপ বাদ দিয়া পরিবর্ত্তনের যে পরিমাণ পরিমাপ অবশিষ্ট থাকে তাহার মধ্যে একটি চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের ভাব সাধারণতঃ সকল কালশ্রেণীতেই লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ চক্রবৎ-পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ তরঙ্গের আকার গ্রহণ করিয়া ধারা-বাহিকভাবে উত্থান-পতনশীল হয়। এরূপ তরঙ্গের ভিতর হইতে আবার কয়েকটি মূল তরঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়—এইসকল মূল তরঙ্গের সংঘাতে যে যৌগিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—চক্রবৎ-পরিবর্ত্তনের ধারা সেই যৌগিক তরঙ্গের গতি নির্দ্দেশ করে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের মধ্য হইতে কি প্রকারে মৌলিক-তরঙ্গ বাছিয়া লওয়া যায় তাহা যে বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্তর্গত তাহাকে ইংরাজী ভাষায় বলে হারমনিক্ অ্যানালিসিস্। সে পদ্ধতির যুক্তির অংশ বাদ দিয়া আমরা সেই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব।

কালশ্রেণী বিশ্লেষণ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বর্ত্তমানে দুইটি কালশ্রেণী লইতেছি। একটি কালশ্রেণী বঙ্গদেশের বারিপাত সম্বন্ধে, অপরটি বঙ্গদেশের মৃত্যুহার সম্বন্ধে। দুইটী কালশ্রেণীই ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত দশ বৎসরের প্রতি মাসের সংখ্যা

শ্রেণীতে প্রকাশিত। বর্তমানে কালশ্রেণীর নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গদেশের বারিপাতের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল, অপর তালিকা পরে দেওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কলিকাতার পাটের দরের একটি তরঙ্গ দেখা গিয়াছে ('বাঙ্গলার ধনবিজ্ঞান' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। বারিপাতের সহিত মৃত্যুহারের অথবা পাটের দরের তারতম্যের সহিত বারিপাতের তারতম্যের কিরূপ সম্বন্ধ সংখ্যাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও বিচার পদ্ধতি দ্বারা ক্রমে দেখান যাইতে পারে।

বঙ্গদেশে বারিপাত (সংখ্যাগুলি ইঞ্চি নির্দেশ করে)

		১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
জানুয়ারী			·২২	·৫৪	·৬৯	১·০৫	·৪১	১৮·২	·৩৪
ফেব্রুয়ারী		২·২৬	·২৮	·৭২	·৩৩	১·২৯	·১৯	·২৮	.৫০
মার্চ্চ		·৩৩	·০৫	১·৭৬	৩·২৬	১·০০	·৪০	১·৪১	২·১৯
এপ্রিল	১·৪৭	২·৫৮	৩·৫২	৭ ২৭	৩·১৪	২·৯৫	২·৪৭	৪·১১	১·৮৪
মে	৪·১৮	৬·১৬	৬·৭৫	৭·৮৯	৬·৬০	৭·০৮	৮·২১	৫·১৭	৬·৪০
জুন	২২·৫৫	১১·২৪	১৪ ৬৫	১১ ৭৭	৯·৪০	১২·৫২	১৭·২৭	১৩·১৫	১৩·৬৪
জুলাই	১৩·৯০	১৫·৪৮	১৮·৪৪	১৩·৬৮	২১·৫৯	১২·১২	১৮·২৪	১৫·৩০	১৭·০৩
আগষ্ট	১৪·৭৫	১৩·৬৮	১৪ ১৬	১১·৬৩	১৫·৮৩	৮·৯১	১৪·২৪	১১·৩৫	১৪·২৫
সেপ্টেম্বর	১৩·৩৭	৮·২২	১৪·২৯	১২·২৯	১২·৪২	১২·২৭	৭·১৫	১০·৪৩	৭·৬৮
অক্টোবর	৪·১২	২·৭৭	৩·৫৩	৫·৭২	৪·৪৪	৩·৩২	৮·৮৩	১০·৭২	২·৯২
নবেম্বর	·২০	·৫৮	২·৯০	·৪০	·১৭	·২৩	·১৪	·০৬	৩·৪৫
ডিসেম্বর	·০৭	·০৬	·০১	·০১	·২৫	·০০	·০১	·৭৫	·০৩

এই তালিকার সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের সাধারণ গতি কিরূপ তাহা সাব্যস্ত করিতে হইবে। ইহাই আমাদের বিশ্লেষণ প্রণালীর প্রথম পর্য্যায়।

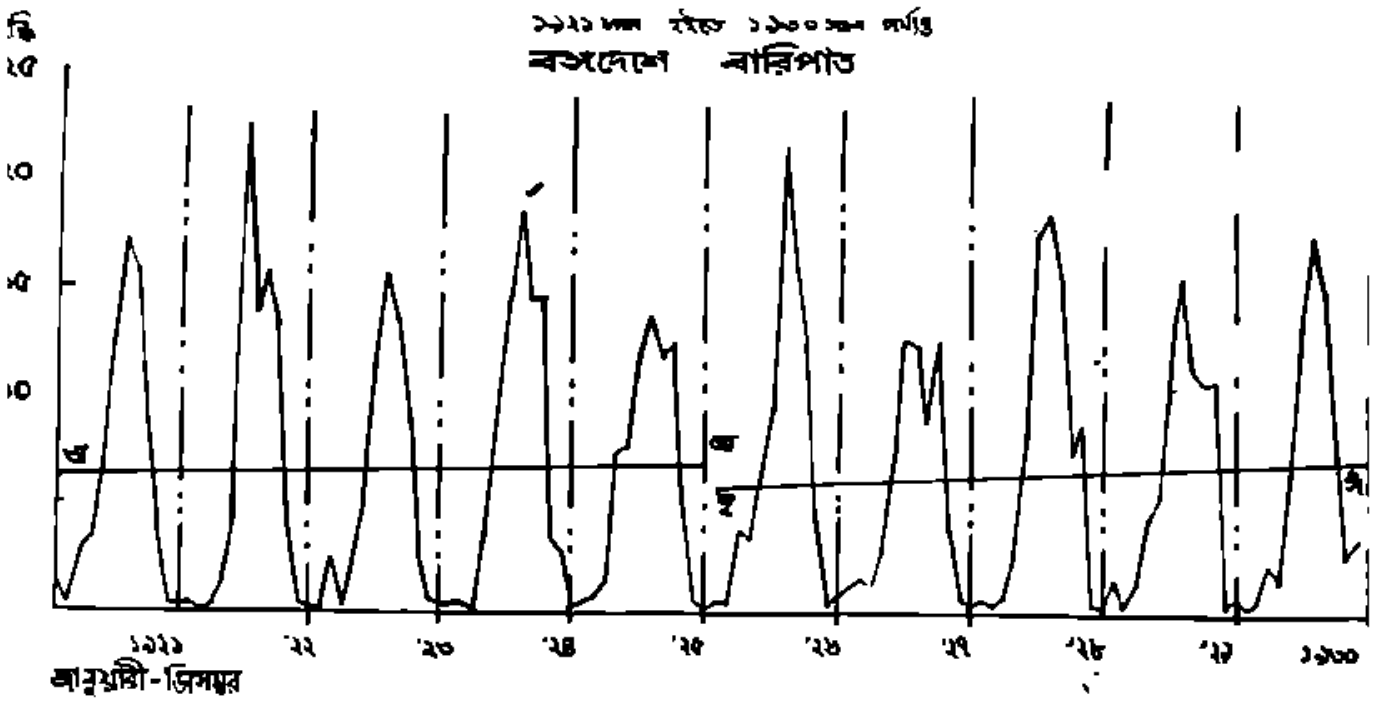

(ক্রমশঃ)

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক—১৩৪৮ আর্থিক উন্নতি ১৬শ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

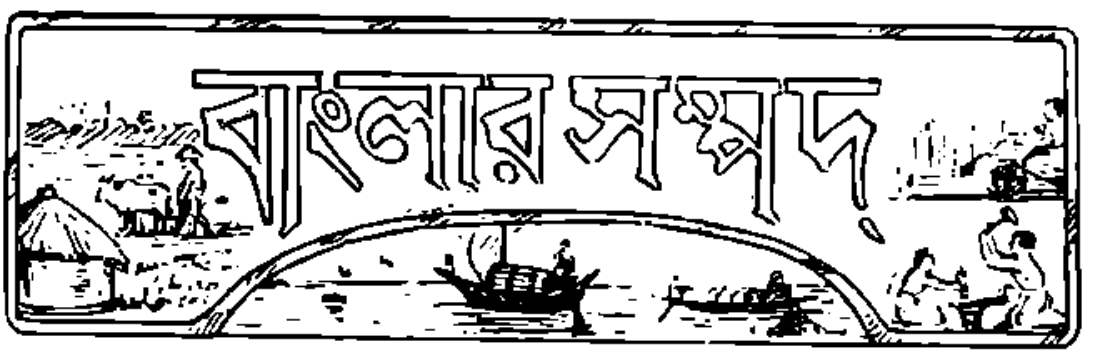

গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা

গত ডিসেম্বর মাসে পিলজঙ্গ (খুলনা) পল্লী-মঙ্গল সমিতি, ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ও পিলজঙ্গ ইনষ্টিটিউট একত্র করিয়া "পিলজঙ্গ কল্যাণ সংসদ" গঠিত হইয়াছে। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটী গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ স্থাপন, ব্যায়ামাগার স্থাপন, শরীর-চর্চ্চায় উৎসাহ দানের জন্য ক্রীড়া ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, জঙ্গল পরিষ্কার, খাল ও ড্রেন খনন, স্বাস্থ্য ও কুটীর-শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া শক্তিশালী জাতি গঠনই সংসদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, পিলজঙ্গ পলিটেক্‌নিক স্কুলের নিকটে এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়া নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

জহের বিল, লালুয়ার বিল, চুচুড়াদহের বিল প্রভৃতি বিলে প্রায় তিন শতাধিক বিঘা জমি জল-নিকাশের অভাবে চাষের অযোগ্য ছিল। সংসদের কর্ম্মিগণ ও ডাঃ প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, অতুলচন্দ্র ধর, প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী (হেড্ মাষ্টার), কবিরাজ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দে, নগীভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় ১,৫০০ গজ দীর্ঘ একটী জল-নিকাশের খাল কাটা হইয়াছে। সমগ্র ব্যয় গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে।

নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রগণের পরিচালনায় পশ্চিম পাড়ায় একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। প্রত্যহ ২০।২২ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক ঐ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে।

সংস্কৃতিগত উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে সাহিত্য ও আলোচনা সভার অধিবেশন হয়।

সংসদের শরীরচর্চ্চা বিভাগে আধুনিক ব্যায়ামের জন্য "বারবেল", "মুগুর" প্রভৃতি সংগ্রহ হইয়াছে। স্থানীয় হাই স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক মহাশয়ের সহযোগিতায় এই বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করা হইবে স্থির হইয়াছে।

বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার

কাপড়ের মূল্য সহসা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে থাকায় দেশের চারিদিকেই লোকের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গে সুতার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁতের কাপড়ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে এবং এজন্য অনেক তাঁত অচল হওয়ায়ও বেকার সংখ্যা বাড়িতেছে। কাজেই দেশের এই বস্ত্র সঙ্কটের যথোপযুক্ত প্রতিকার করিতে না পারিলে দেশময় একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসী সকলেরই এবিষয়ে বিশেষ তৎপর হওয়া আবশ্যক। অবশ্য অতিলোভী ব্যবসায়ীরা কাপড়ের দর অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিয়া দেশবাসীর দুর্গতি বাড়াইতে না পারে, গভর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকারকল্পে বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ইস্তাহার জারী করিয়া ব্যবসায়ীদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদের ফাটকা-বাজীর জন্য অর্থাৎ মাল গুদামে মজুদ রাখার জন্যই এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি ব্যবসায়ীরা এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা আইন করিয়া দিবেন। যে সকল ব্যবসায়ী কাপড় গুদাম জাত করিয়া রাখিয়াছেন, এই আদেশের পর তাঁহারা মাল ছাড়িতেছেন কিনা, গভর্ণমেণ্ট তাহা লক্ষ্য করিয়া যদি দেখিতে পান যে, ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কথামত কাজ করিতেছেন না, তাহা হইলে তাঁহারা কাপড়ের দর বাঁধিয়া দিবেন এবং যাহাতে গুদামে কাপড় মজুদ রাখা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীহট্টের ডেপুটী কমিশনার এক নোটীশ জারী করিয়া ব্যবসায়ীদের চড়া দরে কাপড় বিক্রয় করিয়া অসঙ্গত লাভের চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এবং কেহ আদেশ মত কার্য্য না করিলে তাহাকে তিন মাস কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রতিকারের ত ঐরূপ চেষ্টা হইতেছে, এখন দেশবাসীর পক্ষ হইতেও চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এই সঙ্কট দূরীকরণ জন্য সকলেরই অত্যন্ত পরিমাণে যেটুকু না হইলে নয়, এরূপভাবে কাপড় ব্যবহার করা উচিত। আর পূর্ব্বের মত সকলের ঘরে ঘরে তুলার চাষ ও চরকায় সুতা কাটিতে আরম্ভ করাও একান্ত প্রয়োজন। আমাদের কাছি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে এখনও কতক পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইয়া যে খদ্দর তৈয়ারী হইতেছে, সর্ব্বত্র যাহাতে উহার প্রসার বৃদ্ধি পায় তৎপ্রতি সকলের সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হওয়া উচিত।

নোয়াখালী ষ্টীমার সার্ভিস

নোয়াখালীর ষ্টীমার সার্ভিসে যাত্রীদের নানারূপ অসুবিধার বিষয় ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। নোয়াখালী হইতে হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চলে রীতিমত যাতায়াতের জন্য "কার্ণ নেভিগেশান কোম্পানী" ও খানা ষ্টীমার চালাইবার চুক্তিতে জেলা বোর্ডের নিকট হইতে বহু অর্থ পাইয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানে একখানি মাত্র লঞ্চকেই যাতায়াত করিতে দেখা যায় এবং তাহাও নিয়মিতভাবে নহে। ষ্টীমার কোম্পানী লঞ্চ ভাড়ার উপরও যাত্রী প্রতি এক আনা করিয়া নৌকা ভাড়া আদায় করেন। সন্দীপ ঘাটে ষ্টীমার কোম্পানীর পক্ষ হইতে একখানা অপদার্থ সাম্পান রাখা হইয়াছে। এই সাম্পানযোগে সমস্ত যাত্রীকে তীরে উঠাইয়া দিতে এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে। কিন্তু তাহাও করা হয় না। সাম্পানে কয়েকজন মাত্র আরোহী লইয়া তাহাদিগকে এক বুক জলে নামাইয়া দিতে চাহে; এই লইয়া যাত্রীদের সহিত তর্ক-বিতর্ক হইলে সাম্পানওয়ালা আর আদৌ যাত্রী পার করে না; তখন যাত্রীদিগকে বাধ্য হইয়া অন্য সাম্পান ভাড়া করিয়া তীরে উঠিতে হয়। কাজেই এজন্য যাত্রী-দিগকে দুইবার ভাড়া দিতে হয়। অথচ কোম্পানী নৌকা ভাড়া বাবদ যাহা আদায় করে তাহার এক-চতুর্থাংশও

খরচ হয় না। সন্দীপের উকিল সুধীর বাবু এবং নৌ: সোলাম খালেক চৌধুরী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এরূপ অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

(নোয়াখালী হিতৈষী)

মফঃস্বলের হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয়

গত ২৩।৫।৪১ তারিখের প্রেস নোট হইতে জানা গিয়াছে যে, সারা বঙ্গদেশের মধ্যে কলিকাতা ছাড়া হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ১৬৯৫। ১৯৩৮ সনের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সংখ্যা ছিল ১৬২৬; তাহার মধ্যে ১৫৮৫টীতে পাশ্চাত্য প্রণালীতে চিকিৎসা করা হইত। এই সকলের মধ্যে ৫৮টী সরকারী হাঁসপাতাল। ১১৫৮টী গ্রাম্য এবং ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়। ১১৬টী প্রাইভেট চিকিৎসালয় কিন্তু সরকার হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে এবং ১৭৫টী প্রাইভেট চিকিৎসালয় কিন্তু সরকার হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় না; ৭৪টী রেলওয়ে চিকিৎসালয়। ৮টী ডিস্পেন্সারী ব্যতিত নানাপ্রকার সাহায্য পাইয়া থাকে। এইসকল চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও কুষ্ঠরোগের বিশেষভাবে চিকিৎসা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে হাটে ও মেলায় যেখানে বহু লোক একত্র হয় সেখানেও যাহাতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য সরকার বাহাদুর ১৯৩৯ সনে ৬০৯টি সাময়িক চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএ একটী ও অপরটি চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলে, এই দুইটি স্থানে দুইটি সরকারী ভ্রমণশীল ডিস্পেন্সারী স্থাপিত ছিল। ১৯৩৯ সনে এইসকল চিকিৎসালয়ে মোট ১২১২৫৬৮৪ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল। ইন্ ডোর ওয়ার্ডে মোট ৯৯৬৮৮ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল, জেলার সদর হাঁসপাতালগুলিতে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৯৮৮২। পাশ্চাত্য প্রথানুসারে চিকিৎসিত বাহিরের রোগীর সংখ্যা ছিল ১০৫৭১৮৯০। মেলা এবং হাটে ১৯৩৯ সনে যাহাদের চিকিৎসা হইয়াছিল তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ৮৫৯২৩৩। সদর হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলিতে চিকিৎসিত বাহিরের রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৩২০১৩। ঢাকায় মিটফোর্ড হাঁসপাতালেই বাহিরের রোগীর সংখ্যা অধিক ছিল।

বাংলার গ্রাম

একদিন ছিল যখন বাংলার মাঠগুলো থাকতো সবুজ রঙে ডুবে, গাছগুলো থাকত ফলে পরিপূর্ণ হ'য়ে। দরিদ্র থেকে ধনী—সকলেরই ঘরে ছিল অন্ন, সকলেরই স্বাস্থ্য ছিল অটুট। কিন্তু এখন সে দিন আর নেই। ধানের সোনাগুলো এখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, মাঠগুলো এখন জলের জন্যে হাহাকার করছে, গাছগুলো এখন নুইয়ে পড়েছে শুধু পাতার ভারে, ফল আর নেই। আর বাংলার অধিবাসীদের তো কথাই নেই। পল্লীতে গেলে তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

সেদিন ছোট একটা গ্রামে গিয়েছিলাম বেড়াতে। আতিথ্য গ্রহণ করিতে হ'ল সেই গ্রামেরই অবস্থাপন্ন একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির গৃহে। গ্রামের যে দুরবস্থা দেখা গেল—তাতে মনে হয় যদি কেউ সত্যকারের বাঙ্গালী থাকে তবে তার প্রাণ কেঁদে উঠবেই এই দৃশ্য দেখে। সব শেষ ঘরে দেখা গেল দরিদ্র চাষাদের অবস্থা। তাদের ঘরে না আছে ধান, না আছে শস্য—সব যেন একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে মুছে গেছে। পুরুষদের খোলা জীর্ণ বুক দেখা যায়—হাড়গুলোও যেন এক এক ক'রে গোণা যায়। স্ত্রীলোকদের অবস্থাও তাই। শতছিন্ন মলিন বস্ত্র তাদের শরীরকে ঢাকতে যথেষ্ট হয় না।

একটা আড়তে ঢুকে দেখা গেল, সেখানে ধানের চেয়ে বেশী বিক্রী হচ্ছে আইরি ও মুশুরি। তাও আবার দু' পাঁচ সের ক'রে নয়, এক পয়সা, দু' পয়সা—বড় জোর এক সের দেড় সের ক'রে,। আড়তদারকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এই এক পয়সা, দু' পয়সা ক'রে জিনিষ বিক্রী ক'রে লাভ হয়?" আড়তদার আমার বন্ধু। সে হেসে বলেছিল, না হ'লেই বা চলবে কেন ভাই? ওরা খুব জোর হয়ত দিনে দু' আনা

কি চার আনা রোজগার করে। তারপর পোষ্টও হয় তো অনেক। কাজেই ওদেরও তো বাঁচতে হবে।"

আরও খোঁজ ক'রে জানা গেল যে ওরা ধান কিন্‌ছে খুবই কম, অথচ মুগুরি ও আইরি কিন্‌ছে বেশী। তার কারণ হচ্ছে, ধানের দর বেশী, আইরি মুগুরির দর কম। তাই ওরা সকালে উঠে কাজে বেরুবার আগে খোসাসুদ্ধ মুগুরি কিংবা আইরি সিদ্ধ ক'রে খেয়ে কাজে বেরোয়। তারপর সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসে মোটা চালের দু'টো ভাত খায়। এই খেয়েই তাদের কোন রকমে দিন কাটাতে হয়। এতো গেল একটু অবস্থাপন্ন চাষাদের কথা। এর চেয়েও যাদের অবস্থা খারাপ, তারা হয় একবেলা খায়, না হয় উপোস করে, পারে যদি চুরিও করে। একপাশে সত্যিই তাকিয়ে দেখি, ধান ও মুগুরি ওজন করার সময় যে দু'একটা দানা ছিট্‌কে দূরে চ'লে যাচ্ছিল, কতকগুলো উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পায়রার মত একটা একটা ক'রে সেগুলোকে কাড়াকাড়ি ক'রে কুড়িয়ে খাচ্ছিল।

যে বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করেছিলাম, সে বাড়ীতে সে গ্রামের সমস্ত লোকই তাদের সমস্ত কিছু মূল্যবান্ জিনিষ বাঁধা দিয়েছে। তারা যতদূর পেরেছে রূপোর গহনাগুলো বাঁধা দিয়ে একেবারে নিঃশেষ করেছে। সোনা অবশ্য তাদের ঘরে নেই—হয়তো ছিলও না। রূপোর টুক্‌রোগুলো যখন শেষ হয়েছে, তখন ঘড়া ঘটির টান্ পড়েছে। বল্‌তে দুঃখ হয় যে, ছোট ছোট বাটি, গেলাস পর্য্যন্তও খেতে পাচ্ছে না বলে এক আনা, দু' আনা কি চার আনায় বাঁধা রেখে যাচ্ছে। এই সব দেখে আমি শুধু আশ্চর্য্যই হলাম না—মর্ম্মাহতও হলাম। ওদের দেখলে সত্যই বড় দুঃখ হয়। আর মনে হয় জীবনে হয়তো ওদের আর উন্নতি হবে না। সুসভ্য জগতের কাছে ওরা চিরদিন এইভাবে লাঞ্ছনা পেতে থাকবে। মৃত্যু হয়ত ঐ ভাবেই দিনের পর দিন ওদের জীবনের পথে এগিয়ে আসবে। ভাল ক'রে বাঁচবার সৌভাগ্য ওদের ভবিষ্যতে হবে কিনা জানি না। বাংলার ভিত্তিস্বরূপ যে চাষা, সে যদি না বাঁচে তা হ'লে বাংলা দেশটাইবা বাঁচবে কি ক'রে?

(বঙ্গশ্রী)

তৈলবীজ

"অয়েল সিড্" বা তৈলবীজ ভারত হইতে বহু পরিমাণে অন্যান্য দেশে চালান হয়। তৈলবীজ প্রধানতঃ হইল—১। তিসি ২। চিনাবাদাম ৩। রেড়ী ৪। সরিষা ৫। তিল।

১৯৩৯ সনে তৈলবীজের কারবার যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইয়াছিল। মোট রপ্তানি হইয়াছে উক্ত বৎসরে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় প্রায় ২৬% বেশী এবং উহার পরিমাণ জানা যায় ১,১৯৯,০০০ টন। তাহার মূল্য ১৫,০৬ লক্ষ টাকা।

তিসি রপ্তানি হইয়াছিল ৪,৪০ লক্ষ টাকার। ১৯৩৯ সনের রপ্তানি (ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে) দেখা যায় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪০% অধিক। অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সনে ছিল ২২৭,০০০ টন উহা ৩১৮,০০০ টন ১৯৩৮-৩৯ সনে দাঁড়াইয়াছিল।

চিনাবাদাম রপ্তানি হইয়াছিল ২,৯৩ লক্ষ টাকার। ১৯৩৮-৩৯ সনে উহার রপ্তানি দেখা যায় ৮৩৫,০০০ টন আর পূর্ব্ব বৎসরের রপ্তানি দেখা যায় ৬১৯,০০০ টন মাত্র। কন্টিনেন্টে ৬৬০,০০০ টন চিনাবাদাম রপ্তানি হইয়াছিল ১৯৩৮-৩৯ সনে। আর ১৯৩৭-৩৮ সনে হইয়াছিল মাত্র ৫০১,০০০ টন। সমগ্র রপ্তানির প্রায় ৯২% মাল মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে পাঠানো হইয়াছিল।

রেড়ীর বীজ ১৯৩৮-৩৯ সনে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার রপ্তানি করা হইয়াছিল। ইহার রপ্তানি বিশেষ করিয়া যুক্তরাজ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর ছিল ৬৪ লক্ষ টাকার রপ্তানি কেবলমাত্র যুক্তরাজ্যে কিন্তু এক্ষণে (১৯৩৮-৩৯ সনে) কমিয়া হইয়াছিল ১০ লক্ষ টাকা মাত্র। ইহার রপ্তানি ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ছিল। ফ্রান্সে মাত্র ২০০ টন মাল রপ্তানি করা হইয়াছিল এবং নেদারল্যাণ্ডে ২,৯০০ টন মাল পাঠান হইয়াছিল।

রপ্তানি কমিয়া টন দাঁড়াইয়াছিল। উহার রপ্তানি যুক্তরাজ্যে টন হইতে ৩,০০০ টনে পরিণত হয়। বেলজিয়ামে ৩,০০০ টন হইতে ১,০০০ টনে পরিণত হয়। নেদারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে উহার রপ্তানি আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৩,৭০০ টন এবং ৩,৬০০ টন যথাক্রমে। ইতালীর আমদানি উক্ত বৎসরে খুবই কমিয়া যায় এবং ৪,৪০০ টন (১৯৩৭-৩৮) হইতে নামিয়া ৪০০ টন হয় (১৯৩৮-৩৯ সনে)। তিল রপ্তানিও কমিয়া যায়, ১০,০০০ টন (১৯৩৭-৩৮) হইতে ৮,০০০ টন হয় (১৯৩৮-৩৯ সনে)। এই বীজের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চাহিদা দেখা যায় বার্ম্মা প্রদেশে।

ভারতীয় নগর ও বন্দরের অর্থকথা

(বোম্বে)

নিম্নলিখিত তালিকাতে দেখান যাইবে যে ১৯৩৪-৩৫ সনে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে প্রায় ৩৭ বৎসর ধরিয়া কিভাবে উক্ত বন্দরের বাণিজ্য চলিয়াছে।

বৎসর	আমদানির মূল্য পাউণ্ড (হিঃ)	রপ্তানির মূল্য পাউণ্ড (হিঃ)	মোট পাউণ্ড (হিঃ)
১৮৯৭-৯৮	৩৭,৮৫০,৩৩০	২৮,৮৮৯,২৬০	৬৩,৭৩৯,৫৯০
১৯০২-০৩	৩৮,৫৬২,০০০	৩৯,১০৪,৪৬০	৭৭,৬৬৬,৪৬০
১৯০৭-০৮	৬০,৮৫২,৩৩০	৪৬,৭৯১,০০০	১০৭,৬৪৩,৩৩০
১৯১২-১৩	৮৫,৪৭১,৬৬০	৫৬,৯২২,৬৬০	১৪২,৩৯৪,৩২০
১৯১৭-১৮	৭৯,৬৪২,৬৬০	৭০,৯২১,৬০০	১৫০,৫৬৪,২৬০
১৯২২-২৩	১২৩,৪৪৫,৩৩২	৯৩,৫৭১,৩১১	২১৭,০১৬,৬৪৩

বৎসর	আমদানির মূল্য পাউণ্ড (হিঃ)	রপ্তানির মূল্য পাউণ্ড (হিঃ)	মোট পাউণ্ড (হিঃ)
১৯২৭-২৮	১১০,১২৭,৬৭০	৭৭,৭০১,৮২৩	১৮৭,৮২৯,৪৯৩
১৯৩২-৩৩	৫৭,৩০৮,৪১৫	৮৪,২০২,৯৩১	১৪১,৫১১,৩৪৬
১৯৩৩-৩৪	৫১,০০৩,৮০২	৮২,৩৭৬,১৬৫	১৩৩,৩৮০,৪৬৭
১৯৩৪-৩৫	৫৯,৩৬২,৪৫৮	৮৫,২৩৬,৭১৯	১৪৪,৫৯৯,১৭৭

১৮৯৬ সনে যদিও প্লেগের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের বহু ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল তথাপি আজ পর্য্যন্ত ১৮৯৬ হইতে বাণিজ্যের হার ক্রমাগত বৃদ্ধির মুখেই উঠিয়াছে। গত যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য স্থানে যেমন অনেক প্রকার কষ্টের উদ্ভব হইয়াছিল এখানে নানা কারণে তাহার কিছুমাত্রই বোধ হয় নাই। তবে বাণিজ্যের হার যতটা বৃদ্ধি পাইতেছিল ততটা না পাওয়ার কারণ অবশ্য বুঝা যায় সাধারণ সঙ্কট। কিন্তু ১৯৩৪-৩৫ সনে বাণিজ্য পুনরায় খুবই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল এবং গতি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ব্ব সঙ্কটকালে যেরূপ বাণিজ্যের অবস্থা ছিল তাহাই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু এক্ষণে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আবার উহা কোন পথে যাইবে কে জানে?

রেল ও সমুদ্র সংযোগ

গুজরাট ও উত্তর ভারতের সহিত বোম্বের রেল লাইনের সংযোগ ঘটিয়াছে "বোম্বে, বড়োদা, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের" দ্বারা এবং দাক্ষিণাত্য, মধ্য-ভারত, গ্যাঙেটিক প্লেন, কলিকাতা ও মাদ্রাজের সহিত বোম্বে যুক্ত হইয়াছে "গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে দ্বারা। এই বন্দরে প্রধানতঃ যে সমস্ত কাঁচামাল রপ্তানির জন্য আনীত হইয়া থাকে তন্মধ্যে তুলা, কয়লা, চামড়া, পাট ও সুতা, শস্য এবং বীজই উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ আমদানি হইয়া থাকে এই বন্দরে ম্যাঙ্গানিজ, রূপা, তুলার তৈয়ারী জিনিষপত্র, লৌহ, ধাতু, কলকব্জা, কেরোসিন তৈল, চিনি এবং কাঠ। কলিকাতার ন্যায় খুব বেশী কয়লার খনি নিকটে না থাকায় বোম্বেতে একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কলিকাতার ন্যায় নিকটে কোন জাহাজ বা নৌকা চলাচলের উপযুক্ত চওড়া নদীও নাই যাহাতে করিয়া পণ্যদ্রব্য জলপথে আসিতে পারে।

বোম্বে বন্দরের যে সব "শিপিং লাইন" আছে তাহা প্রায় কলিকাতারই মত। এখানে "হেজাজে" যাইবার জন্য একটি তীর্থযাত্রার লাইন আছে এবং পার্শিয়ান্ গাল্‌ফএ যেসব বন্দর আছে সেখানেও ইহার লাইন আছে। কারণ ভারতীয় বণিক্‌রাই ঐসব বন্দরে বেশীর ভাগ কাজকর্ম করিয়া থাকেন। "কোষ্ট ট্রেড্" অবশ্য করাচী, কাথিওয়াড়, মালাবার ও সোয়াহিলি সহিত বোম্বে হইতে বিশেষভাবে প্রচলিত। বিদেশী জাহাজ বোম্বে বন্দরে ১৯১৩-১৪ সনে আসিয়াছিল ১,৫৩৬ এবং তাহার মোট টনেজ ছিল ৩,৮৩৭,১১১ এবং ১৯৩৪-৩৫ সনে উহার সংখ্যা হইয়াছিল ১,২৮২ এবং তাহার মোট টনেজ ছিল ৫,২১০,৫৫৫।

বন্দর পরিচালনার কার্য্য

বোম্বে পোর্ট ট্রাষ্টের ভাবেই উক্ত বন্দরের সমগ্র কার্য্য পরিচালনা ও পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত আছে। এই পোর্ট ট্রাষ্টটী এক রকমের "কর্পোরেট বডি" এবং ইহার উৎপত্তি হইয়াছে "এক্ট অব লেজিস্‌লেচার" দ্বারা। ইহাতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযোজিত একজন চেয়ারম্যান আছেন এবং ২১ জন সভ্য আছেন। তন্মধ্যে ৮ জন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত ১ জন ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্ট চেম্বার হইতে, ২ জন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হইতে।

এই বোর্ডটী ১৮৬২ সনে প্রথম কায়েম হয়। কিন্তু তখন ইহা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ইহার নাম ছিল "এল্‌ফিনষ্টোন ল্যাণ্ড এণ্ড প্রেস্ কোম্পানী।

উক্ত কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের সহিত একটী চুক্তি করিল যে গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর জন্য একশত একর ভূমি ছাড়িয়া দিবে। ইহার পরিবর্ত্তে ২৫০ একর ভূমি সমুদ্রতীরে ইহারা পাইবে অবশ্য নিজেদের জমির সামনাসামনি। ঠিক ইহার পরই পোর্ট বা

বন্দরটীর সৃষ্টি ও বৃদ্ধি আরম্ভ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিল যে, খুবই ভুল হইয়াছে যে বন্দরের একচেটিয়া তার একটী ব্যক্তিগত কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই জন্য শীঘ্রই ঐ বন্দর সংক্রান্ত সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ক্রয় করিয়া লইবার ব্যবস্থা হইল। ১৮৬৯ সনে গভর্ণমেণ্ট উক্ত পাবলিক্ ট্রাষ্ট ক্রয় করিয়া লইলেন এবং ১৮৭৩ সনে একটী নূতন বডি সৃষ্টি করিয়া তাহার হাতে ইহার কার্য্যভার প্রদান করিলেন। ১৮৭৯ সনে নূতন আইন অনুযায়ী উক্ত ট্রাষ্ট অনুমোদিত ও সংশোধিত হইল এবং সেই অবস্থাতেই আজ পর্য্যন্ত উহা রহিয়াছে।

বোম্বে বন্দরটী কেমন ?

বোম্বে দ্বীপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্রের একটী বৃহৎ বাহুর উপর অবস্থিত বোম্বে নগরটী বন্দররূপে বিরাজ করিতেছে। ইহার প্রাধান্যের কারণই হইল ইহার ভৌগোলিক অবস্থা এবং গভীর জলের উপরে স্থিত পোতাশ্রয়। ইহার অবস্থান মাঝামাঝি স্থানে এবং সমুদ্র ও ভূমির সহিত দুই দিক্ হইতে সংযুক্ত বলিয়া ইহা দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্র স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে।

পৃথিবীতে এই পোতাশ্রয়টী অতি নিরাপদ এবং প্রশস্ত। ইহা প্রায় ৭৪ কোয়ার মাইল এবং বহু জাহাজের নিরাপদ আশ্রয় দিতে ইহা সক্ষম। বৎসরের সকল সময়ে ইহা মুক্ত। ইহা প্রায় ১৪ মাইল লম্বা এবং ৪ হইতে ৬ মাইল চওড়া এবং সাধারণ গভীরতা ২২ হইতে ৪০ ফুটের মধ্যে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে এই বন্দরটীতে প্রবেশ করিতে হয় এবং কোলাবা পেনিন্সুলাই যেন প্রাকৃতিক "ব্রেকওয়াটার" হিসাবে কার্য্য করিয়া থাকে। এই উপদ্বীপটী বোম্বে দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। খুব বেশী জোয়ারের উচ্চতা হইল ১৮ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং লো ও হাই টায়েডের পার্থক্য প্রায় ১২ ফুটের মধ্যেই থাকে।

বন্দরটী এবং ইহার নিকটস্থ সমস্ত স্থানই বেশ আলোকিত। প্রবেশদ্বারে তিনটী লাইন খুবই উল্লেখ-যোগ্য, যথা :—উত্তরে "প্রঙ্গস্ লাইট্ হাউস", দক্ষিণে "কেনেরি লাইট হাউস" উহা কেনেরি দ্বীপেই অবস্থিত এবং বোম্বে হইতে ১১ মাইল দূরে এবং আর একটী পোর্ট সিগন্যাল ষ্টেশন আছে উহা টাওয়ার অব ব্যালাড পিয়ারে অবস্থিত। কেনেরিতে "ওয়্যারলেস বেকন" আছে এবং একটী "ডিরেক্সন ফাইণ্ডিং" ষ্টেশন আছে। "ডুব" নামক স্থানে ইহারা জাহাজকে সাহায্য করিয়া লইয়া আসে।

পোর্ট সিগন্যাল ষ্টেশনে ঝড়ের জন্য বিপদ সঙ্কেত করা হয়, অবশ্য পুনার মেটিরিয়লজিক্যাল অফিস হইতে।

যে সব জাহাজ ১০০ টনের বেশী তাহাদিগকে পাইলট করিয়া আনা বাধ্যতামূলক।

এখানে তিনটী আবদ্ধ "ওয়েট ডক্" এবং দুইটী "ড্রাই ডক্" আছে। উহাদের বিশেষ বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া গেল :—

নাম ও সম্পূর্ণ হইবার তারিখ	প্রবেশ পথের প্রস্থ	ডেপথ্ অন্ সিল্ এই এইচ ডবলিউ ও এস্ টি	জলের এরিয়া একর	লিনিয়াল কিট্	বার্থের সংখ্যা
প্রিন্স ডক্ (১৮৮০)	৬৬´	২৮´	৩০	৬,২১০	১৪
ভিক্টোরিয়া ডক্ (১৮৮৮)	৮০´	৩০´	২৫	৭,৮০৫	১৬
আলেকজান্দ্রা ডক্ (১৯১৪)		৪১´ (আউটার সিলে) ৩৭´ (ইনার সিলে)	৪৯½´´	১৬,০৫৫	২০

ইহা ছাড়া আরও ৩টী বার্থ আছে ফেরি ষ্টীমারের জন্য

নাম ও সম্পূর্ণ হইবার তারিখ	চওড়া	লম্বা	গভীর
মিয়ারওয়েদার (১৮৯১)	৬৫´	৫২৫´	২৬´৬´´ (অন সিল্ এট এম্ এইচ ডাবলিউ)
হাকেস্ (১৯১৪)			৩৪´৬´´ (অন সিল্ এট এম্ এইচ ডাবলিউ)

হাকেস্ ড্রাই ডকটী মধ্যে দ্বিখণ্ডিত আছে, কাজেই যখন ইচ্ছা দুইটী ডক ব্যবহার করা যাইবে।

প্রত্যেক বার্থে হাইড্রলিক্ ক্রেণ আছে এবং হকেস্‌বুট্, স্যুটস্ প্রভৃতিও দেখা যায় বহু বড় জাহাজ খালি করিবার জন্য। সেখানে "লক্-আপ শিডরা" আছে মূল্যবান্ বস্তু প্রভৃতি রাখিবার জন্য।

আলেকজান্দ্রিয়া ডকে সব সেতুগুলিতেই রেলওয়ে সাইডিং আছে। এখানে সর্টিং ইয়ার্ড আছে। তিনটী পুরাতন ডকের সমস্ত ক্রেণ সংখ্যা হইল ২০৯টী। আলেকজান্দার ডকে ৩৫ হন্দরের ক্রেণ এবং আর দুইটী ৩০ হন্দরের ক্রেণ আছে। ইহা ছাড়াও আর পাচ ছয়টী "কোয়ে ক্রেণ" আছে।

গ্রেট ব্রিটেনে বেকার

এখানে বেকার বলিতে বুঝাইবে যেসকল ব্যক্তি "লেবার এক্সচেঞ্জে" নিজের নাম রেজেষ্টারিভুক্ত করিয়াছে (অবশ্য চাকুরির জন্য) কেবল তাহাদিগকে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহাদের সংখ্যা বুঝা যাইবে :—

রেজিষ্ট্রিভুক্ত হইবার তারিখ	এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেস রেজিস্টার '০০০' হি: একেবারে কাজ পায় নাই			সাময়িক বেকার		
	পুরুষ	নারী	বালক বা বালিকা	পুরুষ	নারী	বালক বা বালিকা
১৯৩৯ আগষ্ট	৭৩০					১২৩২
সেপ্টেম্বর	৬৬১					১৩৩১
অক্টোবর	৭১৯					১৪৩১
নবেম্বর	৭৬৭					১৬০৩
ডিসেম্বর	৭৬৪					১৩৬২
১৯৪০ জানুয়ারী	৮০২					১৪১৯
ফেব্রুয়ারি	৭৫৯					১৪০৪
মার্চ্চ	৬২৮					১১২১
এপ্রিল	৫৩৯					৯৭৩
মে	৪৬৯					৮৮১
জুন	৩৮২					৭৬৭
জুলাই	৩৪৪ ৩৩৬					৮৩৫ ৮২৭
আগষ্ট	৩০৪	৭৪				৭৫৯
সেপ্টেম্বর	৩১৮	৬৮				৮৩০
অক্টোবর	৩০৯	৬৯				৮৩৫
নবেম্বর	২৮৬	৬২				৭৫১
ডিসেম্বর	২৪৮	৫০				৭০৭
১৯৪১ জানুয়ারি	২৩৭	৬২				৬৯৬
ফেব্রুয়ারি	২০০	৫১				৫৮১
মার্চ্চ	১৭০	৩৯				৪৫৮

গ্রেটব্রিটেনে ইন্‌সিওর্ড আনএম্‌প্লয়েড্‌

ষোল বৎসরের উপর ('০০০' হিঃ)

			যুক্ত রাজ্য		গ্রেট ব্রিটেন
			চাষ বাদ	চাষ ধরিয়া	চাষ সমেত
১৮৩৯	আগষ্ট	১৪ই	১২৪৮	১২৭৫	১২১১
১৯৪০	জানুয়ারী	১৫ই	১৪৬৪	১৪৩৩	১৪৫১
	ফেব্রুয়ারী	১২ই	১৪৬৬	১৫৪৬	১৪৬৪
	মার্চ্চ	১১ই	১১১১	১১৬১	১৪৮৮
	এপ্রিল	১৫ই	৯৬৯	১০০০	৯৫২
	মে	২০শে	৮৯০	৯১৪	৮৪৭
	জুন	১৭ই	৭৬৩	৬৮০	৭১২
	জুলাই	১৫ই	৮১৯	৮৩৬	৭৬৪
	আগষ্ট	১২ই	৭৯৪	৮১১	৭৪২
	সেপ্টেম্বর	১৬ই	—	—	৮০১
	অক্টোবর	১৪ই	—	—	৮১২
	নবেম্বর	১১ই	—	—	৭৭৬
	ডিসেম্বর	৯ই	—	—	৬৮৯
	জানুয়ারী	১৩ই	—	—	৬৯২
	ফেব্রুয়ারী	১০ই	—	—	৪৮৩
	মার্চ্চ	১৭ই			

গ্রেট ব্রিটেনে রোজগার

	এভারেজ				বৃদ্ধির শতকরা হিঃ	
	অক্টোবর ১৯৩৮		জুলাই ১৯৪০		ডাবল্ ওয়েটিং	ওয়েটিং
			আয়			১৯৩৮ সংখ্যা
	শিলিং	পেন্স	শিলিং	পেন্স		
পুরুষ (২১ বৎসরের উর্দ্ধে)	৬৯		৮৯		২৯·০	
যুবা	২৬		৩৫		৩৪·৫	
নারী (১৮ বৎসরের উর্দ্ধে)			৩৮		১৯·৭, ১০·৭	
বালিকা	১৮	৬	২২	৫		
	৫৩	৩	৬৯		২৯·৯	২৭

মার্কিণ দেশে ন্যাশন্যাল ডিফেন্স প্রোগ্রাম

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অধুনা যুদ্ধের সময়ে "ডিফেন্স প্রোগ্রাম" বা আত্মরক্ষার্থ সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছে (১৯৪১ সনের ৩০শে এপ্রিল অবধি) তাহারই একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(মিলিয়ন ডলার হিঃ)

বিবরণ	এপ্রোপ্রিয়েশন এবং অথরিজেসন	কনট্রাক্ট অবলিগেসন
এয়ারপ্লেন, ইঞ্জিন এবং ইহার অন্যান্য অংশ		৩,৭২৫
অর্ডিন্যান্স সরবরাহ এবং ইকুইপ্‌মেন্ট		৪,৫২৭
নৌ-জাহাজ		২,০৫৮
কলকারখানা		১,৭১১
পোষ্ট, ডিপো এবং হাউসিং (বাড়ী ঘর)		৯৬৮
কারবারি জাহাজ		২,৪৬৫
অন্যান্য সরবরাহ		
মোট	৩৪,৭৮৩	১৯,৬২৬
পে, ট্রাভল্, সাবসিসটেন্স প্রভৃতি	৪,১৮৮	
সর্ব্বসমেত	৩৯,৭৭১	

মার্কিণদেশে শিল্প ও কারখানাজাত দ্রব্যাদি

মে-১৯৪১ সনের সহিত মে ১৯৪০ সনের তুলনামূলক তালিকা নিম্ন দেওয়া গেল :—

বিষয়	ইন্‌ডেক্স মে ১৯৪১ ১৯৩৫-৩৯ =১০০)	মে ১৯৪০ হইতে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে (শতকরা হিঃ)
ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল প্রোডাক্‌সান		
মোট	১৪৮	+২৯
ডিউরেবল্ ম্যানুফ্যাকচার্স	১৭৬	+৪৭
ননডিউরেবল্ ম্যানুফ্যাকচার্স	১৩৩	+২১
মিনারাল	১২৫	+৬
ম্যানুফ্যাক্‌চার্স		
আয়রনক্রাফট্	৮৩৩	+১৫৮
লিপবিল্ডিং	৩৬২	+১২০
উল্-টেক্সটাইল	১৪৩	+৭৬
মেসিনারি	২০০	+৬২
ননফেরাস মেটাল ও প্রোডাক্ট	১৯২	+৪১
কটন কনজাম্পসান	১৬০	+৪৭
অটোমোবাইল	১৪৩	+৪১
ষ্টীল ও আয়রণ	১৬৬	+৪১
জুতা	১২২	+৩৯
রেঁল ডেলিভারিস	১৮৯	+৩৩
রবার প্রোডাক্ট	১৫৮	+২৯
কেমিক্যালস্	১৩৮	+২১
সিল্ক ডেলিভারিস	৭০	+২০
ষ্টোন, ক্লে এবং গ্লাস প্রোডাক্ট	১৩৪	+১৯
লাম্বার এণ্ড প্রোডাক্ট	১৩১	+১৭
ম্যানুফ্যাক্‌চার্ড ফুড প্রোডাক্ট	১২২	+১০
পেপার প্রোডাক্ট	১৩৮	+৯
পেট্রোলিয়াম এণ্ড কোল প্রোডাক্ট		
এ্যালকোহলিক বিভারেজেস		

* মে ১৯৪১ সনের যে সংখ্যা তাহা ৫ই জুন তারিখে সংগৃহীত ও সূলবদ্ধ করা হয়। ইন্‌ডেক্স তৈয়ারি করা হইয়াছে "সিসন্যাল ভ্যারিয়েসন" বা সাময়িক পার্থক্যের উপর।

ব্রাজিলের বৈদেশিক বাজার

(শতকরা হিসাবে স্বর্ণ পাউণ্ড হিসাব)

	আমদানি		রপ্তানি	
	জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর		জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর	
ইউরোপ	১৯৩৮			১৯৩৯
গ্রেটব্রিটেন ও আইসল্যাণ্ড	১০·৫	২·৮		১০·৪
স্পেন ও পর্তুগাল সমষ্টি	১·৮	১·৪		০·৭
জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, ডানজিগ, পোল্যাণ্ড চেক্	২৫·৬	২৫·৩	২০·৫	১৬·০
ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম		৬·৫		
ফ্রান্স		৩·০		
ইতালী ও আলবেনিয়া		১·৭		
অন্যান্য দেশ সমষ্টি		৪·২		
আমেরিকা				
ইউ. এস্. এ.	২৪·২	২৮·৮	৩৪·৩	৩৩·৩
আর্জেন্টিনা	১১·৮	৮·৭	৪·৫	৪·৪
ডাচ্ এ্যান্টিলিস	৩·২	৩·৩	—	—
অন্যান্য সমষ্টি	৩·৭	৩·৪	২·৩	২·৩
অন্যান্য দেশ	২·১	৪·৯	৬·৬	১১·৩
মোট %	১০০	১০০	১০০	১০০

১৯৩৯ সনে ব্রাজিলের ব্যবসা বাণিজ্য যাহাতে ভালভাবে চলিতে পারে সেই জন্য ইউ, এস, এ দুইবার টাকা কর্জ্জ দিয়াছে সর্ব্বসমেত ৭০ মিলিয়ন ডলার। ব্রাজিলিয়ান গভর্ণমেণ্ট উক্ত টাকায় রেলওয়ে, জাহাজ বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং ইহার মধ্যে লৌহ ও ষ্টীলের কারবারে যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্যও বহু টাকা নিয়োগ করিয়াছে।

মার্কিণদেশ হইতে পণ্য রপ্তানি

ইজারা ও ঋণদান ব্যবস্থানুসারে কিম্বা নগদ মূল্যে গত জুলাই মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যে ও মিশরে মার্কিণ হইতে যত পণ্য রপ্তানি হইয়াছে তাহা মার্কিণ হইতে মোট রপ্তানির শতকরা ৭২ ভাগ। গত কয়েক মাস যাবৎ মার্কিণ হইতে রপ্তানি মোট পণ্যের শতকরা ৬৫ ভাগ বৃটেনে প্রেরিত হইয়াছে। জাপ ধন-সম্পত্তি আটকের সম্ভাবনা হেতু জাপানে রপ্তানি অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে। গত জুন মাসের রপ্তানির তুলনায় অর্দ্ধেক ও গত বৎসর জুলাই মাসের রপ্তানির তুলনায় মাত্র এক-পঞ্চমাংশ জাপানে রপ্তানি হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান বেকারী এসোসিয়েশন

ইণ্ডিয়ান বেকারী এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়মে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানচাঁদ নিয়োগী সভাপতিত্ব করেন। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে রুটির দাম যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই দামেই রুটি চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়া সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পরে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দকে লইয়া একটি প্রাদেশিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে:—মিঃ অনিলকুমার চ্যাটার্জ্জি (আর্য্য বেকারী); অন্নদাকুমার দত্ত (দত্ত বেকারী); পুলিনবিহারী রায় (রায়বন্দী বেকারী) জ্ঞানচাঁদ [অমৃত বেকারী] মুখলেদআলী [কহিনুর বিস্কুট কোম্পানী] রমেশ চন্দ্র সাহা [সন্তোষ বিস্কুট কোম্পানী] জানকীনাথ সুর [সুর বেকারী] মনোরঞ্জন বড়ুয়া [বড়ুয়া বেকারী] ও হিমাংশু কুমার ঘোষ [আর্য্য বেকারী]।

সিরিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্ব

ফারপোতে এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মেজর আই সি দে সিরিয়াতে ভারতীয় সেনাবাহিনী গুরুতর বিপদের মধ্যে কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিল তদ্বিষয় বর্ণনা করেন। মিঃ আর আর হাডো এম-এল-এ ভারতবর্ষ সৈন্য ও সমরোপকরণ দ্বারা সিরিয়ার যুদ্ধে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিল তদ্বিষয় উল্লেখ করেন।

মেজর হুয়ার্ট সিরিয়াতে ডেরা ও দামাস্কাস অঞ্চলের মধ্যে যেসকল প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্বিষয় বর্ণনা করেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন ভারতের সৈন্যদের বীরত্বের বিষয় উল্লেখ করেন।

টেলিফোন কোম্পানীর শেয়ার

ইউনাইটেড্ প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বোম্বাই টেলিফোন কোম্পানীর শতকরা ৯০টি শেয়ার সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শেয়ারের মালিকদিগকে শেয়ারের মূল্য প্রদান করা হইয়াছে। ইহার ফলে বোম্বাই কোম্পানীর অধীনস্থ করাচী, আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের টেলিফোন ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে।

প্রকাশ, সমস্ত শেয়ার হস্তগত করিবার জন্য সরকারকে দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অবশিষ্ট শতকরা দশটী শেয়ারের মালিকদিগকে নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে তাঁহাদের শেয়ারগুলি সরকারের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, কলিকাতা টেলিফোন কর্পোরেশনের শতকরা ৯৭টি শেয়ার ক্রয় বাবদ মূল্য পরিশোধ করা হইয়াছে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়

ইষ্টার্ণ গ্রুপ সরবরাহ পরিষদের অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি স্যার বারট্রাম রিভেন্স মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। জগন্মোহন প্রাসাদে উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। মাননীয় চ্যান্সেলার সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন।

স্যার বারট্রাম বলেন—"মানব জীবনের প্রত্যেকটি ধারার সহিতই বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখমূলক

ব্যাপার যে যুদ্ধ, তাহার সহিতও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে।"

স্যার বারট্রাম বহু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারতীয় ছাত্রগণ যেমন শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য ইউরোপ অথবা আমেরিকায় গমন করেন, তেমন তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ায় কেন যান না তাহা স্যার বারট্রাম জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার ছাত্রদিগেরও ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষে আসা উচিত। অতঃপর তিনি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বিক্রয় কর আইনের প্রতিবাদ

বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইনের প্রতিবাদ জানাইয়া এবং এই প্রতিবাদ কার্যতঃ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ও মহরতলীর বহু মিষ্টান্ন-বিক্রেতা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গত শুক্রবার (১৮ই অক্টোবর) অপরাহ্ণে গবর্ণমেণ্ট প্রেসে ফারপো শাখায় একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার উহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত এম এল এ উহার উদ্বোধন করেন। সম্মেলনটি ভারতীয় মিষ্টান্ন সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন চালু হওয়ার ফলে মিষ্টান্ন বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে যে ঘোরতর অনিষ্ট ও নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তৎপ্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং মিষ্টান্ন বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের উক্ত আইনের আমল হইতে রেহাই দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণকে যাহাতে বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইনের আমল হইতে রেহাই দেওয়া হয়, তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে সম্মেলন একটি কমিটি গঠন করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইনের বিভিন্ন ধারার অনিষ্টকর ফলাফল বিবৃত করিয়া বলেন যে, এই আইনের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ক্রেতাদের উপরই কর ধার্য্য করা হইয়াছে। তিনি সকলের সমবেতভাবে এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

সভাপতি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের আমলে কর ধার্য্যটা সমর্থনীয়—যদি সে কর ধনীদের নিকট হইতে আদায় করিয়া গরীব জনসাধারণের জন্য ব্যয়িত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইনটায় প্রকৃতপক্ষে গরীব জনসাধারণ ক্রেতার নিকট হইতেই কর সংগৃহীত হইতেছে। তারপর চাউল, আটা, দুধ, চিনি প্রভৃতিকে এই আইনের আমল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐসব দ্রব্য দিয়া প্রস্তুত বিভিন্ন মিষ্টান্নের উপর কর ধার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা শুধু যে অশোভন তাহা নহে; ইহা দ্বারা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ের উপর অবিচার করা হইয়াছে।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মাণিকলাল নাগ (ভীম নাগ), শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত (জলযোগ), শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র কুণ্ডু (দক্ষিণ কলিকাতা ব্যবসায়ী সমিতি), শ্রীযুত কে এল টনটনিয়া (মাড়োয়াড়ী বণিক সমিতি), অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, এস কে ব্যানার্জ্জি, বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন প্রয়োগের ফলে কি করিয়া মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের নানাবিধ অনিষ্ট ও অসুবিধা সাধিত হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন। এই আইনে প্রস্তাবিত করটা যে প্রকৃতপক্ষে ক্রেতাদের স্কন্ধে চাপিতেছে তাহাও অনেকে জোরের সহিত ঘোষণা করেন। তাঁহারা সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ করেন।

ভারতীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য এবং সাধারণ সভ্য দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স, ভীমচন্দ্র নাগ, কে, সি, দাস, জলযোগ, নেপালচন্দ্র হালুই, অগেন ঘোষ, ইন্দুভূষণ দাস, রামলাল ঘোষ, সেন মহাশয়, কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, দেশবন্ধু

মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, দেশপ্রিয় খাবার, গিরীশচন্দ্র দে এণ্ড সন্স, জগৎলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, শৈলেন ঘোষ, দুলালচন্দ্র ঘোষ (হাওড়া), চতুর্ভুজ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার (খিদিরপুর), মিষ্টি মুখ, কে, সি, মাইতি এণ্ড সন্স (পার্ক সার্কাস) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কাউন্সিলার ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কে, সি, রায় চৌধুরী, ডাঃ এস, এন, ঘোষ, সতীশচন্দ্র সেন, কিশোরীমোহন ব্যানার্জ্জি, ডাঃ মণি মৌলিক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দর্শন ও বর্ত্তমান যুগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গত শারদীয়া সম্মেলনে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ বসু কার্য্য বিবরণী পাঠান্তে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন :—

এই অনুষ্ঠানের শত কোলাহলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিয়োগ ব্যথা ভুলিতে পারি নাই। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের অসামান্য প্রতিভার জন্য আমরা ধন্য হইয়াছি। তিনি শুধু বাঙ্গালা ভাষাকে পৃথিবীর অন্যসাধারণ ভাষার উচ্চাসন দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহার লেখনী কি সাহিত্যে কি দর্শনে আধুনিক মনোজগতে এক অপরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। আমরা প্রার্থনা করি, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুঞ্জয়ী কবিচিত্তের অমোঘ বাণী আমাদের জাতীয় জীবনে পাথেয় হউক। আজিকার এই মহোৎসবের ভিতর আমরা অন্য দিকে সমুদ্রের পরপারে মহাযুদ্ধের বিভীষিকার প্রতিও সম্যক অবহিত রহিয়াছি। যাঁহারা হত ও আহত এবং দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথে অনিশ্চিতভাবে আছেন, আমরা তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও আশ্বাস জানাইতেছি। শ্রীভগবানের নিকট আমাদের ইহাও একান্ত কামনা, এই তাণ্ডব নৃত্যের শীঘ্রই অবসান হউক এবং মরুভূমি সদৃশ পৃথিবীর বুকে মানুষের দেবোপম চরিত্রের আদর্শ বিকশিত হউক।

আজিকার প্রগতির যুগে আমি আপনাদের দৃষ্টি দর্শন শাস্ত্রের উপর বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাহি। দুঃখের বিষয়, দর্শনশাস্ত্র আজ অদর্শনে পর্য্যবসিত হইয়াছে; অ্যাডাইমাণ্টাসের সু অভিযোগ আজ বর্ণে বর্ণে সত্য দেখা যায়। রাশিয়ার মার্কস্‌পন্থী বন্ধুগণ ইতিহাসকে মুক্ত হস্তে উড্ডীয়মান রাখিতে উপদেশ দেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গতানুগতিকতার সহিত আমরা দর্শনশাস্ত্রের চিন্তাশীলতা ও জ্ঞানপিপাসুর তৃষ্ণার সামঞ্জস্য কেমন করিয়া স্থাপন করি? আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না ইতিহাসের স্ফূরণ যদি রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের দ্বারা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সেসকল রাজনীতিজ্ঞদের পরিকল্পনার বিষয়বস্তু কোথা হইতে সংগৃহীত হয়? তাঁহাদের আহরণ কি চিরাচরিত প্রথানুসারে বহু লাঞ্ছিত দার্শনিকের চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে? অ্যাডাইমাণ্টাসের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে সক্রেটিসের ঐতিহাসিক উক্তির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; তবে এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে আজিকার কৃষ্টি ও সভ্যতার অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে দর্শনশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন অপরিহার্য্য। সামাজিক অথবা রাজনৈতিক জীবনের নানাবিধ আলোড়নের মধ্য হইতে দর্শনশাস্ত্রের এবং দর্শন সমিতির স্থায়িত্বের ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুরুত্বের চরম পরিচয় যুগে যুগে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে নূতন পরিস্থিতির জন্য প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তির সচেতন হওয়া স্বাভাবিক এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, দর্শন সমিতি একমাত্র অনাসক্ত ভাবধারার উপর সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বা প্রতিষ্ঠা লাভের দাবী করিতে পারে। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়, শিক্ষার মূলনীতির সহিত সেখানকার জীবন সংগ্রামের ক্রমশঃ বিকাশ রহিয়াছে। আর্থিক অবনতি আজ সর্ব্বত্র আমাদের গতিরোধ করিয়াছে একথা মিথ্যা নহে; তবে দারিদ্র্যের হলাহল কণ্ঠে লেপন করিয়া ভারতের সনাতন প্রথানুসারে কর্ম্মের পথে আমাদের বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের দর্শন সমিতি সে অভিযানের জয়ডঙ্কা নিনাদিত করিবে এবং ভবিষ্যৎ

জীবনে দেশমাতৃকার সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে। ইহা শুধু আস্ফালন মাত্র নহে, বর্ত্তমান কালানুযায়ী তাহা বাস্তবে প্রতিফলিত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, উইলিয়ম স্মিথ আর্কুহার্ট, হীরালাল হালদার, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অকৃত্রিম স্নেহবিজড়িত এবং এই বিভাগ হইতে জ্ঞানের আলো দেশের দিকদিগন্তে বিকীর্ণ হইয়াছে। আমরা নিজেদের নিতান্ত ভাগ্যবান মনে করি এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্যার সর্ব্বপল্লী সমগ্র ভারতের তথা বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজে একনিষ্ঠ পূজারী। আমি আশা করি, এইসকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাহচর্য্যে দর্শন সমিতি নব নব অনুপ্রেরণা ও শক্তিতে আমাদের জীবনপথ উদ্বোধিত করিবে।

পুলিশের কার্য্য বিবরণী

কলিকাতা সহর ও সহরতলীর পুলিশের কার্য্য পরিচালন সম্পর্কে ১৯৪০ সনের যে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই বৎসর কোনও সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। ২৫ জন লোক সন্ত্রাসবাদী দল পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছিল; তাহাদিগকে ভারতীয় দেশরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আটক রাখা হয়। নবেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী জেলে নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে আটক বন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট করে এবং আলিপুর, হিজলী ও দমদম জেলের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে আটক বন্দীরা উহাতে যোগ দান করে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অপর এক ব্যক্তির মুক্তিলাভের পর অনশন ধর্ম্মঘটের অবসান হয়। দুইটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্ভ্রম দেখা যায়। উহাতে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পুলিশ স্থানীয় পুলিশকে সাহায্য করে। উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভই উদ্দেশ্য দেখা যায়।

এই বৎসর ট্রেড ইউনিয়ন কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায় এবং বহুলাংশে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত কর্ম্মচারীদের দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্বের দরুণ শ্রমিক আন্দোলনকারিগণ খুব সামান্যই সাফল্যলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই বৎসরে ৬০টি ধর্ম্মঘট হয়। উহাদের অধিকাংশই অল্পকাল স্থায়ী হয়। বৎসরের শেষে রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ১২৯টি দাঁড়ায়।

হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন সম্পর্কে ৩২৯ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিভিন্ন সময়ের মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই মনুমেণ্টটি অপসারণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং যখন সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে মনুমেণ্টটিকে অবিলম্বে অপসরণ করা হইবে, তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই বৎসর প্রধানতঃ মুদ্রিত ইস্তাহারের আকারে কমিউনিষ্ট প্রচারকার্য্যের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বোম্বাই হইতে রেলওয়ে পার্শেল যোগে প্রেরিত কতকগুলি ইস্তাহারের বাক্স এই স্থানে পাওয়া যায়। এগুলি হস্তগত করা হয় এবং স্থানীয় প্রচার কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

শ্রমিকগণকে রাজনৈতিক সভাসমূহেও বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগদানের জন্য আহ্বান করার কার্য্য চলিয়াছিল। কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে যেসকল সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের সংখ্যা ২৫০টি, অন্যান্য শ্রমিক সভার সংখ্যা ৩২৭টি, মোট সভার সংখ্যা ২৭৭টি। পূর্ব্ব বৎসরে উহার সংখ্যা ছিল ৮৫৪টি।

উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, আশ্রয়প্রার্থিগণসহ সমস্ত জার্ম্মাণদিগের পরিচয় গ্রহণ করা হয় এবং তাহাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। উহাদের মধ্যে অনেককে কাটাপাহাড়ে প্রেরণ করা হয়। ইতালীয়গণ যুদ্ধে যোগদান করিলে কলিকাতার অধিবাসী সমস্ত ইতালীয়গণকে অর্থাৎ মোট ১৩৫ জন ইতালীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের গৃহসমূহ খানাতল্লাসী করা হয় এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়।

সমাজতত্ত্বে 'কথা ও কাজ'

(শ্রীপঞ্চকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত
জনৈক বন্ধুর আলোচনা)

প্রঃ—ভাষার দ্বারা যে কথা কওয়া যায় তাহার সহিত কাজ ও উদ্দেশ্য কিভাবে বিজড়িত থাকিতে পারে ?

উঃ—প্রথমেই বলা ভাল যে পূর্ব্বের চিন্তাধারা ছিল যে "ভাষা বা কথার দ্বারা মানুষের ভাব প্রকাশ হয় মাত্র" তাহাই যদি একটু বিশ্লেষণ করা যায় তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে, কোন কথাই বিনা উদ্দেশ্যে কেহ বলে না। হয়তো ঠাট্টা করে, নয়তো আমোদ করা বা আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রহসন করে, নতুবা অন্যায়ের প্রতিরোধ করে, অথবা কাহারও কাছে কিছু বাহির করার জন্য বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ইত্যাদি যে কোন একটা উদ্দেশ্য থাকিতে বাধ্য। আধুনিক চিন্তাধারা এবং সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে "ভাষার" বিষয়ে মতামত হইল এই যে আমরা "লিঙ্গুইসটিক বিহেভিয়র" বা ভাষার আচরণকে অনুসরণ করিয়া চলিব। তবে ইহার মধ্যে সামাজিক তথ্য যতটা থাকে সেই দিকেই ঝোঁক দিতে হইবে। অধিক পরিমাণে ব্যক্তিগত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া চলায় লাভ নাই। কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, ভাষাই ভবিষ্যৎ কার্য্যের লক্ষণ স্বরূপ। এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল সি, রাইট মিলসের "সোসিয়লজি অব ল্যাঙ্গোয়েজ" নামক প্রবন্ধ। উহা 'কন্টেম্পোরারি সোসিয়াল থিওরি" [বার্ণস্ বেকার এণ্ড বেকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত] নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রঃ—আপনারা সব পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই সকল অদ্ভুতভাবে ভাষাপন্ন হইয়াছেন। এ সব ভারতের মাটীর ফসল নহে। আপনি বলুন সমাজতত্ত্ব যা' ভারতের নিজের দিক থেকে বলা চলে। পরের কথা আউড়ে লাভ কি ?

উঃ—প্রতীচ্যের দান কিছুই নাই বলি না। কিন্তু গোড়ার থেকেই বলে আসছি যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে "সমাজতত্ত্ব" আমাদের মাটীর ফসল নয় যেমন ধারা "ফিসিয়লজি" "প্র্যাকটিক্যাল সাইকলজি," "ইউজেনিক্স" "সাইকোএ্যানালিসিস্" প্রভৃতি অতি আধুনিক বিজ্ঞানগুলি। সমাজবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝায় তাহা ডাঃ বিনয় সরকারের লিখিত "সোসিয়লজি অব টাউন এণ্ড ভিলেজ" নামক পুস্তকখানিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। ভারতের মাটীতে উৎপন্ন হয় নাই এমন অনেক জিনিষই আমরা হজম করিয়াছি, না হইলে হয়তো পৃথিবীতে ভারতীয় জাতির নামও দেখা যাইত না। যখনই অজ্ঞানতার ছিদ্র নবীন-জ্ঞানের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে তখনই বিদ্রূপাত্মক "পশ্চিমা জ্ঞানের" দোহাই টানিয়া নিজের ক্ষত ঢাকিবার বৃথা চেষ্টায় নিজেকে লজ্জায় ফেলা

ব্যতীত আর কিছুই করা হয় না। এ প্রশ্ন বিতণ্ডার, জ্ঞানের নহে।

প্রঃ—সকল উদ্দেশ্যই কি ভাষার বা কথার মধ্য দিয়া ধরা যায়?

উঃ—না, সকল উদ্দেশ্য ধরা চলে না। কারণ অনেক সময়ে ভাষার জালে অনেকে নিজের উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিবার চেষ্টা করে। সেখানে তাহার কার্য্যই শ্রেষ্ঠ নিদর্শক। যদি কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে তাহাকে কি করিয়া বলা যাইবে যে অসৎ বা অসাধু। কতকগুলা উদ্দেশ্য "ভারব্যালাইজড্" বা বাক্যান্তর্গত। সেইজন্য বলিয়াছি কথার ধারা ও কার্য্যের ধারা মিলাইয়া চলিলে বোঝা যায়। এমন অনেক ক্ষেত্রে হয় যে, হয়তো "ক" বুঝিল যে তাহাকে "খ" সন্দেহ করিতেছে এবং কয়েকটা তথ্য বাহির করিবার জন্য "প্যাচ" খেলিতেছে। সেস্থলে "ক" যাহা হইবে তাহার স্বাভাবিক কার্য্য-বিরুদ্ধ কথা বলিতে, এখানে উদ্দেশ্য পরিষ্কার যে আত্মরক্ষার্থে সে মিথ্যার বা কথার জালের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

প্রঃ—কোন্ ধরণের কথা বা ভাষার মধ্যে "মোটিভ" বা উদ্দেশ্য থাকিতে বাধ্য?

উঃ—"প্রশ্ন" হইল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ যাহাতে মানবের উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে। এই সম্বন্ধে সমাজ বিজ্ঞানের একটী উক্তি উদ্ধৃত না করিলে ঠিক বুঝিতে পারিবেন না—"সিচুয়েশনস্ ব্যাক্ অব কোয়েসচেনস্ টিপিক্যালি ইনভল্ভ্ অলটারনেটিভ অর আনএক্সপেক্টেড্ প্রোগ্রামস্ অর এ্যাক্সনস্ হুইচ্ ফেসেস এ্যানালিটিক্যালি ডিনোট "ক্রাইসিস" (প্রশ্নের পিছনের পটভূমিকার এমন কতগুলি কার্য্য-প্রণালী অথবা কথা থাকে যাহা "বৈকল্পিক" অথবা "আশাতিরিক্ত" অথবা এমন কাজ যাহাকে বিশ্লেষণের মধ্যে আনিয়া ফেলা যায় তাহাকে "ক্রাইসিস্" বা সঙ্কট অবস্থা বলা হয়। যেমন ধরুন উকিলের "জেরা" করা, পুলিসের "জেরা" করা অথবা সাধারণ লোকের মধ্যে এই ধরণের "জেরা" স্বরূপ প্রশ্ন করার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রশ্নের পিছনে রহিয়াছে এমন কতকগুলা কথা যাহা উত্তরের মধ্য দিয়া প্রশ্নকারী বাহির করিয়া লইতে চাহেন এবং প্রশ্ন করিতে করিতে এমন অবস্থায় উত্তরকারীকে আনিয়া ফেলা হয় যাহাতে তাহার আর কোন উত্তর থাকে না "হাঁ" বা "না" এর মধ্যে। অথবা তাহার মেজাজ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় অথবা তাহার মধ্যে ভয়ের বা লজ্জার আবেশ খুব বেশী করিয়া উদ্রেক করাইয়া তাহার নিজের "নরম্যাল ষ্ট্রেট" নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়—ইহাই হইল সঙ্কট অবস্থা। প্রশ্নের ভাষার দ্বারা আর একটী ভাষার সৃজন করাইয়া লওয়া হয় যাহাকে আমরা উত্তর বলি। কাজেই এখন বুঝিতে পারিলেন যে, ভাষার মধ্যে উদ্দেশ্য কি ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে।

প্রঃ—প্রশ্ন ছাড়া সাধারণ কথায় মানুষের উদ্দেশ্য থাকা কি সকল সময়ে সম্ভবপর?

উঃ—ভাষা বা কথা প্রসঙ্গ সাধারণতঃ কয় প্রকারের হইতে পারে সেইটা আগে যদি ভাবিয়া লন তাহা হইলে আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। কথায় হয় কেহ অপরকে "পারসুয়েড্" করে বা লওয়ায় অথবা নিজের মতে আনিবার চেষ্টা করে, অথবা "ডিসুয়েড" বা কোন বিষয় হইতে কান্ত করাইতে চেষ্টা করে। কিম্বা হয়তো কোন একটা বিষয় বুঝাইয়া দিয়া ঔৎসুক্য মিটাইয়া দেয়, দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা দেয়, বন্ধু যে সে বন্ধুর দুঃখের জন্য অথবা তাহার অবস্থার উন্নতির জন্য খবরাখবর করে; কিন্তু শত্রু যদি খবরাখবর করে তাহা হইলে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ থাকিতে পারে। কারণ সে খবর লইয়া উপকার করে না, অপকারই বরাবর করিয়া আসে। কাজেই কথা বা ভাষা যে উদ্দেশ্য-বিহীন সে কথা বলা চলে না।

প্রঃ—তাহা হইলে কেহ যদি "জেরার"ভাবেই প্রশ্ন করে তাহা হইলেই কি সন্দেহ করা হইবে ?

উঃ—সন্দেহ করা বা না করা এক কথা আর উদ্দেশ্য থাকে কি না এই তথ্য আর এক কথা। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একই প্রশ্ন বা একই কথা বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়াই দেখা দেওয়া সম্ভব। সমাজ-বিজ্ঞানে বলে "মোটিভস্ আর ওয়ার্ডস্" উদ্দেশ্যই হইল বাক্য বা কথা। উদ্দেশ্য বা মতলব হইতেছে কার্য্যপরিণতির পূর্ব্ব-পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত বস্তু। ভবিষ্যতের ঘটনা-গুলির ভিন্ন নাম হইল "পূর্ব্বের উদ্দেশ্য" এবং সেই ঘটনাগুলিকে সংসাধিত করিবার জন্য যে যে কার্য্য তাহারা হইল উদ্দেশ্যের লক্ষ্যমাত্র "করোবোরেটিভ ফ্যাক্টর"। ধরুন একজন লোক আর একজন লোকের অনবরত দোষ অনুসন্ধান করে এবং ক্রমাগত তাহাকে অপমান করিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়। এখানে প্রশ্ন হইবে যে লোকটা দোষ অনুসন্ধিৎসু তার মতলব বা উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য সেখানে তাহার কথা, ভাষা, প্রশ্ন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং কার্য্যবিনিময় প্রভৃতি সবগুলির ভিতর দিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। ধরা যাক্, যে লোকটী দোষ অনুসন্ধান করে তার নাম "ক" এবং যার দোষ অনুসন্ধান করে তার নাম "খ"। "ক"এর ভাষা সব সময়েই রুক্ষ এবং অস্বাভাবিক-তেজপূর্ণ। "ক"এর প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ভাব থাকে তাহা হইল "খ"এর সম্বন্ধে নানাবিষয় জানার অভিপ্রায়, যে কথা জানিয়া "ক"এর কোন লাভ নাই কিন্তু "খ"এর অনিষ্ট করা সম্ভবপর। কারণ "ক" কোন দিন "খ"এর উপকার করিবার পাত্র নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জানা যায় যে, "ক" বুঝিয়া নিয়াছে "খ"এর নিঃসহায় অবস্থা এবং তাহার হিংসা চরিতার্থতার বাধাস্বরূপ কিছুই নাই বরং দু'চারটী সমাজ-নেতা "ক"এর কার্য্যে সহায় হইতে প্রস্তুত। "ক" ও "খ"এর কার্য্য বিনিময়ের মধ্য দিয়া দেখা যায় যে কোন সময়েই যে তাহাদের মধ্যে মিল আছে বা হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই। এই সমগ্র ব্যাপার একত্রে দেখিয়া বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, "ক" দোষ অনুসন্ধান এবং বিরুদ্ধতা করিয়া আসিয়াছে "খ"কে অপদস্থ করিয়া সরাইবার জন্য এবং তাহার মধ্যে শত্রুতার পূর্ণ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই হয় নাই এবং তাহা প্রমাণিত হয় "খ"এর কার্য্যবিরতিতে। আবার একই ধরণের প্রশ্ন যখন "গ" "ঘ"কে করিল এবং পরে "গ"এর বাস্তব উপকারিতা কার্য্যে প্রতিফলিত হইল তখন "ঘ"এর আর কোনরূপ বলিবার অবকাশ থাকে না যে "গ" তাহার বন্ধু নহে। জগতে প্রত্যেক অবস্থাতেই ঠিক এইভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলে কে কেমন লোক তাহা ধরা পড়িতে বাধা। মানুষ কথার জালিয়াতি করিতে পারে—কার্য্যের জালিয়াতি করিতে পারে না। এবং যদি কেহ কথা ও কাজের সুসম্বন্ধ সংযোগ রাখিয়া যায় তাহা হইলে অন্তে খারাপ বলিবার অবকাশ পাইতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাস্তব ঘটনাগুলিকে বা কার্য্যকে চাপা দিতে পারে।

প্রঃ—কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটী কথা মনে জাগে তাহা হইল এই যে সকল সময়ে একই অবস্থায় ভাষার বা কার্য্যের কি এক তাৎপর্য্য থাকে ?

উঃ—আপনি প্রশ্ন ঠিকই করিয়াছেন। সকল অবস্থাতে এবং সকল সময়েই ভাষার তাৎপর্য্য এবং কার্য্যের অনুমোদন সমান নহে। পূর্ব্বের উত্তরেই এ কথার আভাষ দিয়াছি যখন বলিয়াছি যে কোন কোন জিনিষ বিবেচনাধীন হইলে একটী লোকের প্রশ্নের পিছনে উদ্দেশ্যকে সঠিক বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। এখানে আরও পরিষ্কারভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। উদ্দেশ্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যেমন পৃথক হওয়া সম্ভব তাহার কার্য্য ও ভাষার বিভিন্নতা তেমনই সম্ভব। ম্যাক্স্ওয়েবার

বলিয়াছেন—"ভাট্ ইন্ এ ক্রি সোসাইটী দি মোটিভস্ হুইচ ইনডিউস্ পিপল্ টু ওয়ার্ক ভারি উইথ ডিফারেণ্ট সোসিয়াল ক্লাসেস···দেয়ার ইস্ নরম্যালি এ গ্র্যাডুয়েটেড স্কেল্ অব মোটিভস্ থাই হুইচ্ মেন ফ্রম ডিফারেণ্ট সোসিয়াল ক্লাসেস আর ড্রিভন্ টু ওয়ার্ক" (স্বাধীন সমাজে যে উদ্দেশ্য লোককে কার্গে নিয়োজিত করে তাহা সামাজিক শ্রেণী অনুসারে বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের একটা ক্রমিক সোপান আছে যাহার মধ্য দিয়া সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক কার্য্য করিতে চেষ্টান্বিত হইয়া থাকে)। কাজেই দেখা যায় প্রথমেই শ্রেণী হিসাবে উদ্দেশ্য ও কার্য্যের বিভিন্নতা আসে, তাহাদের ভাষা ও কথার মধ্যেও পার্থক্য থাকিতে বাধ্য। ধরুন একজন ব্যবসায়ীর যে বাণিজ্য সম্বন্ধে বেশ পটুতা লাভ করিয়াছে তাহার মস্তিষ্ক, ভাব ও চিন্তা-ধারার অনেকখানি ব্যবসাত্মক হইতে বাধ্য এবং তিনি যখন গৃহস্থালীর কার্য্য করেন তখনও তাঁহার ভাষার অধিকাংশ প্রয়োগই এই বাণিজ্যিক ধরণের হইয়া পড়ে। যে লোক থিয়েটার করে অর্থাৎ এক্টর, তাহার বহু কথার মধ্যে নাটা সংলগ্ন ভাব ও ভাষা আসিয়া পড়ে। জীবনের বহুক্ষেত্রে এই জিনিষ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবেন যে মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে জীবনের পেশাটা বহুল পরিমাণে আভ্যন্তরিণ জগতে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সেই জন্য তাহাদের ভাষা ও ব্যবহারের মধ্যে তারতম্য থাকে। যাহারা অশ্লীলতাকে রহস্যকর বলিয়া গণ্য করেন তাঁহাদের মধ্যে দেখিবেন যে অশ্লীল ভাষাই যেন একমাত্র ভাবের আদান প্রদানের বাহন। আবার আর এক স্তরের লোকের কাছে মার্জ্জিত আচরণই যেন সমস্ত কার্য্যের মূল, তাহাদের ভাষা এবং কথা বলার প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রঃ—শ্রেণীগত পার্থক্য ব্যতিরেকে আর কোন্ অবস্থায় ভাষার তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয়?

উঃ—সমাজ-বিজ্ঞান বলে "ইন্ টিপিক্যালি প্রাইমারি সেক্রেড এণ্ড রুরাল সোসাইটীস্, দি মোটিভ্স্ অব পার্সন্স্ উড্ বি রেগুলারলি কম্পার্টমেণ্টালাইজড্। ভোক্যাবুলারিস অব মোটিভস্ অর্ডার্ড্ টু ডিফারেণ্ট সিচুয়েসনস্।" (বিশেষ করিয়া প্রাথমিক, পবিত্র এবং গ্রাম্য সমাজে লোকের উদ্দেশ্যগুলি নিয়মিতভাবে কক্ষ হিসাবে বিভক্ত। বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে ভাষার প্রয়োগ যেন ধরাবাঁধা।) কিন্তু—"ইন্ সেকেণ্ডারি, সেকুলার এণ্ড আরবান্ ট্রাক্চার্স, ভ্যারিং এণ্ড কম্পিটিং ভোক্যাবুলারিস অব মোটিভস্ অপারেট কোটারমিনাস্লি এণ্ড দি সিচুয়েসনস্ টু হুইচ দে আর এপ্রোপ্রিয়েট আর নট্ ক্লিয়ারলি ডিমার্-কেটেড্। "(দ্বিতীয় স্তরের, জড়বাদী নাগরিক সমাজে বহু ধরণের এবং বিরোধী উদ্দেশ্যবাদী ভাষা একই ঘটনাসমাপ্তিহেতু ব্যবহৃত হইতে পারে এবং যে যে অবস্থায় তাহারা প্রযোজ্য তাহা যেন সুস্পষ্ট ভাবেই নির্দ্দিষ্ট থাকে)। হয়তো একই ভাষা এক সময়ে দোষের ছিল না, আবার তাহাই আর এক সময়ে দোষের হয়। এক প্রদেশে এক কথা খারাপ নহে অন্য প্রদেশে সেই কথাই অতি খারাপ। এ সবের উদাহরণ সাধারণ জীবনে বহু দেখা যায়। "শালা" এই কথা বাঙ্গলায় গালাগালি কিন্তু মাদ্রাজে ইহা আদরের। বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্মণে মামাতো ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারে না, দাক্ষিণাত্যে তাহার প্রচলন আছে। ভাষা ও কার্য্য দুইয়েরই ব্যবহার ও প্রয়োগের বিভিন্নতা এখন বুঝা গেল।

প্রঃ—আচ্ছা "উদ্দেশ্য" বলিতে কি বোঝেন?

উঃ—আমার মনে হয় উদ্দেশ্য বলিতে বুঝায় যে "ইচ্ছা" বা প্রেরণার দ্বারা একজন ভাল বা মন্দ কার্য্য করিবার উদ্যোগ করে অথবা বাস্তবিক কার্য্য

সম্পাদন করে। ধরা যাক একটা ঘটনা—"ক" ও "খ"এর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত। "খ" মিটাইয়া লইতে চায় কিন্তু "ক" তাহা মিটাইতে দিবে না। অথচ হঠাৎ একদিন দেখা গেল "ক" আসিয়া "খ"এর জীবনরক্ষক "গ"র নিকটে কাগজপত্র দিয়া গেল যে সে মিটাইতে রাজি আছে "গ" যে ভাবে বলিবেন সেই ভাবেই। এই সূত্রে "গ"এর কাছে আসিয়া "খ" সম্বন্ধে বহু নিন্দা, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি করিয়া গেল। তারপর "গ" মিটাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল "ক" আসিয়া কাগজপত্র লইয়া চলিয়া গেল কারণ সে মিটমাট করিবে না। এ স্থলে বলুন তো "ক"এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

প্র:—মিটমাট করিবার উদ্দেশ্যই ছিল নচেৎ যাইবে কেন?

উ:—"খ" ইতঃপূর্বে অন্য লোকের দ্বারা যখন চেষ্টা করিয়াছিল মিটাইবার জন্য তখন "ক" তাহাতে রাজিতো হয়ই নাই পরন্তু বলিয়াছিল "খ"কে জব্দ করিয়া ছাড়িবে এবং তাহার অন্ন নষ্ট করিবে। তাহার পরই "গ"এর নিকটে "ক" সাধু সাজিয়া গিয়া "খ"এর নামে দুর্নাম দিয়া তাহার অন্ন উঠাইবার প্রত্যাশী হয়। কিন্তু যখন দেখিল যে "খ" এর বিরুদ্ধে বলিয়া তাহার যে নীচ, হিংস্র উদ্দেশ্য ছিল তাহা সফল হইল না তখন বাধ্য হইয়া কাগজ ফিরাইয়া লইয়া গেল এবং বিবাদ মিটিতে পারে না এই কথাই বলিয়া গেল।

প্র:—আচ্ছা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কোন মতামত আছে কি?

উ:—ফ্রয়েডের মতে "উদ্দেশ্য" বলিতে বুঝায় "এস্ দি ডিউ ফাই দি রিয়্যাল মোটিভস্ অব কণ্ডাক্ট আর দোজ্ হুইচ উই আর এ্যাসেমড্ টু এ্যাডমিট ইফার টু আওয়ারসেল্ভস্ অর টু আদার্স"। (আচরণের আসল উদ্দেশ্য যাহা, তাহা আমরা নিজের কাছেও প্রকাশ করিতে লজ্জা পাই অথবা অন্যের কাছেও প্রকাশ করা যায় না)। ইহার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন ব্যবসাদার হয় তো "রোটারি ক্লাবের" সভ্য হইলেন এবং জাহির করিলেন তাঁহার জনসেবার উদ্দেশ্য; কিন্তু আসলে হয়তো তাঁহার অন্যান্য লোকের সংস্রবে আসিয়া নিজের প্রতিপত্তি ও বাণিজ্যের উন্নতি করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু ফ্রয়েডের যে মত তাহা সকল সময়ে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কতকটা দেখা যায় যে "আপার বুরজোয়া প্যাট্রিআরক্যাল গ্রুপে" অবশ্য সেখানে যৌন অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ-চরিতার্থতাই প্রবল সেই ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দেখা যায় জুনো মিট্টেন্-হসোহেগ কর্তৃক লিখিত "হুয়র সোসিয়লগীয়ে ডার সিকোআনালিস্টিশের এরকেন্ট নিস্" নামক প্রবন্ধে (ম্যাক্সসেলারে প্রকাশিত) ফেরহুথে হু আইনার সোসিয়লগী ডেস্ ডিসেনস্ সম্পাদিত—৩৬৫-৩৭৫, মিউনিক্, ১৯২৯)।

প্র:—আচ্ছা "উদ্দেশ্য" তো একটা না হইয়া দুইটা বা তিনটা একত্রে থাকিতে পারে?

উ:—নিশ্চয়ই তাহা থাকা সম্ভব এবং বহু ক্ষেত্রে উহাই সত্য। সমাজ বিজ্ঞানে তাহাকে বলে "মিক্সড্ মোটিভ্" এবং "মোটিভেসানল কন্ফ্লিক্টস্"। বাঙ্গলায় বলা চলে "মিশ্র উদ্দেশ্য" এবং "বিরুদ্ধাত্মক উদ্দেশ্য সমন্বয়")। এইসকল উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয় এমন কি বিচ্ছিন্ন ও বহুকালব্যাপী ঘটনাক্রমও হইতে পারে। "মিশ্র উদ্দেশ্য" যেখানে থাকে সেখানে দুইটা অথবা তিনটা উদ্দেশ্য একটী প্রধান উদ্দেশ্য হইতেই নিঃসৃত হয় অথবা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। একটা উদাহরণ লওয়া যাক যেমন "ক" একজন লোক, সে শিক্ষিত, সৎ ও কর্মঠ। তাহাকে খাটিয়া খাইতে হয়, অন্যান্য সংসারের ভার বহন করিতে হয়। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়া অন্য কিছু তাহার সম্বন্ধে

আমরা জানি না। তাহাকে কিন্তু দেখা যায় যে কোন কোন সময়ে অবিরল ভ্রমণে নিযুক্ত এবং বহুদূর পর্য্যন্ত একাকী, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করে। "অ" এর শত্রুপক্ষীয়েরা প্রথমে উদ্দেশ্য নির্ণয় করিল যে সে "চরিত্রহীন"। অতএব বহুলোককে তাহার পিছনে লাগিল কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। তারপর "শত্রুপক্ষীয়েরা" ঠিক করিল সে চোর অথবা ঐ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে জড়িত। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক লাগিয়া গেল কিন্তু তাহার আচরণের কোন স্থলেই চুরি বা অসৎ চরিত্রের কোন লক্ষণ কেহই ধরিতে পারিল না। কিন্তু শত্রুদের চিন্তা হইল যদি "অ" দরিদ্র হয় অর্থাৎ খাটিয়া খায় তাহা হইলে সে কি করিয়া এতদিন ভদ্রভাবে এবং পরিষ্কার ভাবে চালাইতে সক্ষম হইবে? নিশ্চয় "আণ্ডারহ্যাণ্ড মিনস্" একটা কিছু আছে। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া গুপ্তচর ইত্যাদি লাগাইয়াও তাহার চরিত্রের উপর কালিমা লাগাইতে পারিল না। তাহার পর শত্রুরা ঠিক করিল যে "অ" চরের কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব তাহার পিছনে আবার অনুসন্ধান চলিল কিন্তু তাহাও ব্যর্থ। একটী কার্য্য "ভ্রমণ" এবং তাহা নিঃসঙ্গ ও সম্যক্ উদ্দেশ্য বিহীন বলিয়া যে সকল উদ্দেশ্য শত্রুরা ঠিক করিয়াছিল কিন্তু তাহা প্রমাণ করিতে অক্ষম হইল ইহার কারণ তাহাদের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান একেবারেই নাই। "ভ্রমণ" কার্য্যটা চোরের থাকিতে পারে, চরিত্রহীনেরও থাকিতে পারে চরের ত থাকিতে পারেই, যারা কেরি-ওয়ালা তাদেরও থাকিতে পারে এমন কি ক্যান-ভাসার যাহারা তাহাদেরও থাকা সম্ভব। আবার কবি, ভাবুক, উদাসীন, চিন্তাশীল, পর্য্যবেক্ষক প্রভৃতি "টাইপের" লোক যাহারা তাহাদেরও "নিঃসঙ্গ ভ্রমণ" একান্ত আবশ্যক। এখন উদ্দেশ্য "অ" এর কি ছিল তাহা কি করিয়া ঠিক করা যাইবে। তাহার "নেশা" এবং "পেশা" কি এই দুইটি যদি লক্ষ্য করা হইত তাহা হইলে অত রকম কিছুই দেখিতে হইত না। "নেশা" শব্দের অর্থ তাহার কোন দিকে ঝোঁক—লেখায়, চিন্তায়, মানসিক অশান্তি দূর করণে অথবা কি বিষয়ে তাহার ঝোঁক। "অ" এর ভ্রমণ সাধারণতঃ শ্মশান, নির্জ্জন স্থান, নদীর তীর অথবা খুবই নোংরা স্থান এও হইতে পারে। যে লেখক তাহাকে নোংরা স্থান দেখিয়া অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাহার অবস্থা তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার ভ্রমণ নিঃসঙ্গ না হইলে তাহার চিন্তা ও উদ্দেশ্য বিফল হয়। কাজেই "অ" এর মনস্তত্ত্ব এবং কার্য্য একই সঙ্গে দুইটা বা তিনটা থাকা সম্ভব—১ম—ভ্রমণের দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করা, ২য়—পর্য্যবেক্ষণ করা, ৩য়—শিক্ষা, ৪র্থ—মনোবেদনা ভুলিবার চেষ্টা করা।

প্রঃ—"উদ্দেশ্য" কি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন হওয়া সম্ভব?

উঃ—বিভিন্ন যুগে উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। যখন লোকে খুব ধর্ম্ম ভাবাপন্ন ছিল যেমন মধ্য-যুগের লোক, তখন প্রত্যেকটী "ভাল" বা "মন্দ" কথা আত্মা, ভগবান বা পরকালের সহিত বিজড়িত থাকিত এবং এখনও তাহার চিহ্ন বহু স্থলেই দেখা যায়। কারণ সমাজের তখন একটা উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মলাভ করা। এই যে ভাষার ব্যবহার এবং তাহার সংযোগ ইহাও সামাজিক শাসনের একটা অংশ এবং তাহার নির্দ্দেশক। বহু ক্ষেত্রে এই ধরণের ভাষা (উদ্দেশ্যের) বহু-ভাবে কার্য্যকে শাসন করিত। যেমন ধরুন যখন ব্রাহ্মণের উপর লোকের ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। তখন যদি কেহ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কথা বলিত বা কিছু করিত তখনই তাহার যে ভগবান কর্ত্তৃক বা অদৃষ্ট শক্তির দ্বারা অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কা হইত এবং এমন কোন কার্য্য হইলে লোকে নিন্দা করিত। ইহাই ছিল সামাজিক

শাসনের প্রয়োগ এবং প্রভাব। আধুনিক যুগে জাতি বিভাগ উঠিয়া গিয়াছে বা প্রায় উঠিয়াছে। এখন আইনই হইল সব। পরলোক বা নৈতিক নিয়ম আজ আর কার্যকর সব ক্ষেত্রে নহে। এখন পাওনা নাও থাকে যদি, অথচ হয় তো আইনে তাহা মঞ্জুর করিয়াছে, সেখানে পরলোক বা নৈতিক বাধা "সত্য পাওনা নাই" একথা ভুলিয়া লোকে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে না। এখানে সমাজের শাসন চলিয়া গিয়াছে এবং আইন বা রাষ্ট্রের প্রভাব অধিক হইয়াছে ইহা প্রমাণিত হয়। আবার দেখুন যেখানে বাস্তবিক পাওনা লোকের আছে কিন্তু "লিমিটেশন" অথবা "ইন্‌সল্‌ভেন্ট" প্রভৃতি আইনের দ্বারা ফাঁক পাওয়া যায়, তথায় খুব কম লোকই নীতির অনুসরণ করে। কাজেই বুঝিলেন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক শাসন, উপদেশ, ভাষা প্রভৃতি মানুষের পরিবর্তিত হইতে পারে।

"ফেডারাল রিজার্ভ বুলেটিন"

(ওয়াশিংটন, জুন, ১৯৪১)

১। মাসিক সমালোচনা—কলকারখানা ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি।

২। সাময়িক উঠা-পড়ার রকাকরণ।

৩। বোর্ডের করেসপণ্ডেন্স হইতে—কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি ডিফেন্স সেভিংস্ বণ্ড্স্ক্রয় করিতে অপারগ।

৪। ক্রেট-কার-লোডিং সম্বন্ধে রিভাইজড্ ইনডেক্স।

৫। দেশরক্ষা সম্বন্ধে আর্থিক সমস্যা।

"দি ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব ইকনমিক্স্"

(এলাহাবাদ, জুলাই, ১৯৪১)

১। "মনিটারি প্র্যাকটিস" সম্বন্ধে আধুনিক উন্নতি।

২। "ট্রেড সাইক্ল" (বাণিজ্য-সঙ্কট) নীতির সহজ ব্যাখ্যা।

৩। কর ও রুষ্টি-নীতি।

নোট ও মেমোরেণ্ডা।

৪। "ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম" ও তাহার দুইটী পর্য্যায়ক্রমিক ব্যবহার।

৫। বোম্বে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউট্স্ এ্যাক্ট সম্বন্ধে একটী মন্তব্য।

৬। পাওনাদারের আর্থিক সমস্যা।

উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে অধ্যাপক এম্ সীতারামায়া (অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়) কর্ত্তৃক লিখিত "রিসেন্ট ডেভালপমেন্ট ইন মনিটারি প্র্যাকটিস্" সম্বন্ধে প্রবন্ধটী আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে অধিক। প্রবন্ধটীর রচনা কৌশল অতি সুন্দর এবং ইহা এত বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত যে লেখকের চিন্তা ও জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সংখ্যা সংগ্রহের নিপুণতায় যেমন পারদর্শিতা দেখা যায় তাহার ব্যবহারও সেইরূপ সুস্থ ও সুন্দর।

১৯২৯ সনের সঙ্কটের পর হইতে বিভিন্ন দেশে টাকা-কড়ি সম্বন্ধে কত রকমের হেরফের হইয়াছে এবং প্রাক্‌যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরের বিভিন্ন প্রণালী যে কত রকমের তাহা লেখক আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছেন। এই যে নানা রকমের পার্থক্য তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লেখক সরল করিয়া দিয়াছেন :—১ম স্বর্ণমান বন্ধ এবং তাহারই পরিণতি হিসাবে টাকাকড়ির মান সম্বন্ধে ঘাটতি; ২য়—"মেথড অব ডিভ্যালিউয়েসন" ডেবিলিয়েশন বা স্থায়িত্বের পন্থা স্বরূপ এবং ষ্টার্লিং ও ডলার এক্সচেঞ্জ। তৎপরে দেশ-গুলিকে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করিয়াছেন. যেমন ষ্টার্লিং ব্লক, ডলার ব্লক এবং গোল্ডব্লক্। চতুর্থ বিভাগে পড়ে স্বর্ণ উৎপাদন, ভাগ এবং ডেবিলিয়েশনের প্রণালী। প্রবন্ধের পঞ্চম ভাগে লেখক আলোচনা করিয়াছেন "মুভমেণ্ট অব শর্টটার্ম ফাণ্ড"। ষষ্ঠভাগে আছে আধুনিক বিনিময় শাসন এবং সর্ব্বশেষভাগে লেখক দেখাইয়াছেন যে সেণ্ট্রাল ও কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের উপর শাসন বৃদ্ধি পাওয়ায় কি পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

১। স্বর্ণমান বন্ধ। বিভিন্ন দেশে দেখা গেল যে স্বর্ণমান ত্যাগ বা বন্ধ করাই যেন একটা সংক্রামক রোগের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ যে যখন কর্ত্তারা দেখিলেন যে স্বর্ণের যে চাহিদা তাহা অত্যন্ত বৃদ্ধি

পাইয়াছে এবং সে চাহিদা সরবরাহ করা সেই সময়ে সম্ভব নহে। কাজেই স্বর্ণমান ত্যাগ করা ভিন্ন আর কোন উপায়ও ছিল না। ঠিক সেই কারণেই প্রায় অধিকাংশ দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিল।

১৯২৯ সন হইতে প্রায় ৩৬টী দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ পায়। তাহাদের নাম ও কোন্ বৎসরে তাহারা স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

দেশের নাম	যে বৎসরে ত্যাগ করিয়াছে
আর্জ্জেন্টিনা	১৯২৯
উরুগুয়ে	
বলিভিয়া	
কানাডা	
কলম্বো	
ডেনমার্ক	
ইজিপ্ট	
ফিনল্যাণ্ড	
ইণ্ডিয়া	
আয়ারল্যাণ্ড	
ইউনাইটেড্ কিংডম	
জাপান	
মালাব্যার (ব্রিটিশ)	
মেক্সিকো	
নিউজিল্যাণ্ড	
নিকারাগুয়া	
নরওয়ে	
প্যালেষ্টাইন	
পর্ত্তুগাল	
স্যালভাডর	
সুইডেন	
চিলি	
ইকোয়াডোর	
গ্রীস	
পেরু	
সায়াম	
ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা	
অষ্ট্রিয়া	
কিউবা	
এস্থোনিয়া	
ইউ. এস্. এ	
বেলজিয়াম	
লাটভিয়া	
নেদারল্যাণ্ড	
নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিস্	

যখনই কারেন্সির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইবে তখনই তাহার মূল্য কমিয়া যাইতে বাধ্য এবং তাহার অনিবার্য্য পরিণতি হিসাবে মূল্যের হার বৃদ্ধি পাইবে। স্বর্ণমান বন্ধ হওয়ার পরিণতি হইল অধিকাংশ দেশে সঙ্কট ও কারেন্সির মূল্য ঘাটতি এবং বিনিময়েরও মূল্য ঘাটতি। নিম্নের তালিকায় দেখান হইয়াছে কিভাবে এবং কোন্ দেশে ও কোন্ কোন্ সময়ে মূল্যের ঘাটতি হয়।

দেশ	গোল্ড প্যারিটির বৎসর	কারেন্সির গোল্ড ভ্যালিউ ১৯৩৮ সনে
চায়না		৪১·৯
স্পেন		২৪·৪
ইরাণ		৪১·২
উরুগুয়ে		৩৭·৭
আর্জ্জেন্টিনা		৪৬·৫
ব্রাজিল		৪৩·৩
বলিভিয়া		৯·১
অষ্ট্রেলিয়া		৪৮·৫
নিউজিল্যাণ্ড		৪৮·১
পেরু		৩৬·৩
ভেনেজুয়েলা		৯৫·৭
মেক্সিকো		৩২·১
ইউনাইটেড্ কিংডম		৬০·১
ইণ্ডিয়া		৬১·৩

দেশ	গোল্ড প্যারিটির বৎসর	কারেন্সির গোল্ড ভ্যালিউ ১৩৩৮ সনে
ব্রিটিশ-মালয়		৬১·১
ডেনমার্ক		৪৯·৪
নরওয়ে		৫৫·৬
সুইডেন		৫৭·০
ক্যানাডা		৫৯·১
অষ্ট্রিয়া		৭৯·৫
সালভেডর		৪৭·৩
ফিনল্যাণ্ড		৫২·০
পর্তুগাল		৯০·৫
জাপান		৩৪·৪

যেসকল দেশ স্থায়িত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল তাহাদের কারেন্সির সম্মুখে দুইটী পথ আসিয়া দেখা দিল। "ডিফ্লেসনের নীতি" অবলম্বন করা টাকার মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, অবশ্য প্রাক্‌যুদ্ধের সময়ে স্বর্ণমান থাকাকালীন্ যেরূপ মূল্যস্তর অবস্থা ছিল সেই হারে আনিবার জন্য।

ডিফ্লেসন অনেকেই পছন্দ করিত কারণ ইহাতে আর্থিক সততা এবং আর্থিক সম্মানও বজায় থাকে। কিন্তু তখন কেহই ভাবিয়া দেখে নাই যে, ডিফ্লেসনের দ্বারা যতটা ভাল হওয়া সম্ভব ততটা মন্দ হওয়াও সম্ভব। বিশেষ করিয়া ডিফ্লেসন দ্বারা কৃত্রিম-মূল্যহার করার জন্য বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। অনেকেই বুঝিতে পারিল যে একেবারে প্রাক্‌যুদ্ধের হারে লওয়া ডিফ্লেসনের দ্বারা অসম্ভব। অবশ্য ফ্রান্স কিংবা ইতালীতে পূর্ব্বের যে টাকার মূল্য ছিল তাহাই ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। চেকোশ্লোভাকিয়াতে বেশ সাফল্য দেখা গিয়াছিল; কিন্তু উক্ত নীতির পরিণতি হিসাবে "শিল্প-সঙ্কট" আসিয়া হাজির হইল এবং বেকার সংখ্যা ভয়ানক বৃদ্ধি পাইল।

ডিভ্যালিউয়েসন দ্বারা বুঝায় যে, চলতি স্বর্ণমান দ্বারা যে পরিমাণ টাকার মূল্য হওয়া সম্ভব ঠিক সেই পরিমাণে স্থায়িত্ব সাধন করা। প্রধানতঃ ইউরোপীয় দেশেই নির্দ্দিষ্ট ডিস্‌কাউণ্টে ডলার মূল্য স্থিরীকৃত করার চেষ্টা দেখা যায়। ডিভ্যালিউয়েশন দ্বারা স্থিরীকৃত করার পূর্ব্বে দুইটী অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। বাস্তব স্থিরীকৃত অবস্থা আর আইনানুযায়ী স্থিরীকৃত অবস্থা।

তাহার পর দেখা যায় বিভিন্ন দেশকে কিভাবে শ্রেণী-ভুক্ত করা হইয়াছে। ষ্টার্লিং এরিয়াতে পড়ে গ্রেটব্রিটেন। ১৯৩১ সনে এম্পায়ারভুক্ত দেশের সহিত নন্-এম্পায়ারভুক্ত দেশের যোগাযোগ বজায় করিবার চেষ্টায় হইল "ষ্টার্লিং এরিয়া"। তাহার পর হইল ডলার এরিয়া—সেখানে দেখা যায় ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ আর কতগুলি অধীন রাষ্ট্র লইয়া ডলারের সহিত যুক্ত হইতে প্রতিশ্রুত হইল। তাহার পর "গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড এরিয়া"। ইহার মধ্যে পড়ে বেলজিয়াম, সুইটজারল্যাণ্ড যাহারা কমবেশী স্বাধীন নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অবশেষে দেখা যায়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গ্রুপ—ইহাতে পড়ে জার্মাণি ও ইতালী। ইহাদের আর্থিক-নীতি রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিয়া চলিল। তাহারা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিয়া চলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না।

CALCUTTA UNIVERSITY

"এলিমেন্টস্ অব রুর্যাল সোসিয়লজি"; নিউওয়েল্ লেরয় সিম্স্ কর্তৃক লিখিত; নিউইয়র্ক; টমাস ওয়াই ক্রাউয়েল্ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৬৯০; মূল্য ৩·৭৫ ডলার।

অধ্যাপক সিম্স্ পুস্তকখানিকে আধুনিকতম উপায়ে রচনা করিয়াছেন। ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১৯২৮ সনে। তাহার পর পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে ১৯৩৪ সনে। ইতিমধ্যে এমন কোন ঘটনা হইয়া যায় নাই যাহা লেখক পুস্তকে পুনর্মুদ্রণের সময়ে সন্নিবেশিত করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। লেখকের আসল পুস্তকের যে চিন্তাধারা তাহাই সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া দ্বিতীয়বার ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজ-তত্ত্ব হইল 'গ্রুপ-লাইফ' সম্বন্ধেই গবেষণা। এই 'গ্রুপ-লাইফ' পল্লীজীবনেই খুব বেশী সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে, কারণ ইহার দ্বারাই "কমিউনিটি" জিনিষটা রচিত হয়। সুতরাং "কমিউনিটি ও তৎ-সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যাই সমাজতত্ত্বের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া এই পুস্তকের কেন্দ্র হইয়াছে "পল্লী"। পুস্তকের প্রথম ভাগ এই ধরণের বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে কিন্তু লেখক বিভিন্ন দেশের "কমিউনিটি-লাইফ" কিরকম তাহাই অনুসন্ধান করিয়াছেন। উপসংহারে দেখাইয়াছেন যে, তিনি আমেরিকার "গ্র্যান্ড কমিউনিটির" সম্বন্ধেই লিখিয়া শেষ করিয়াছেন। সমাজের এই গঠন-প্রণালীর বিশ্লেষণ করিবার সময়ে দেশীয় লোকের বিশেষত্ব এবং জীবিকা আহরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখককে আলোচনা করিতে দেখা যায়। তাহার পর দেখা যায় যে, পঞ্চম ভাগে প্রায় ১৩টী অধ্যায় কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণাতেই পরিপূর্ণ। শেষের অংশে "সোসিওকালচারাল প্রোসেস" সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিবার চেষ্টা দৃষ্ট হয়।

পুস্তকখানি পুনরুল্লেখ-দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে দুইবার পর্য্যালোচনার আবশ্যক হওয়ায় প্রমা সমাজতাত্ত্বিক দল এই ধরণের "মুস্কিলে" পড়িয়া থাকেন মনে হয় এবং উহার "আসান" হওয়ার পথও নাকি লেখকের মতে সুদূরপরাহত।

"দি ফ্যামিলি এণ্ড ইট্স্ সোসিয়াল ফাংসান্স্"; আর্নেষ্ট আর গ্রেভ্স্ কর্তৃক লিখিত; জে, বি, লিপিনকট কোং কর্তৃক প্রকাশিত; শিকাগো; পৃঃ ৬৩১।

"গৃহ" অথবা "বিবাহ" সম্বন্ধে যেসকল পুস্তক কলেজের পাঠ্যরূপে দেখা যায় তন্মধ্যে প্রায়ই এমন কতকগুলা ঘটনা সংগৃহীত থাকে যাহাতে মানব মনে কামোদ্দীপনার সাহায্য করে অথবা কতকগুলা "কেসমেটিরিয়াল" থাকে। "ফ্যামিলি" বা গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সহিত সমাজের সম্বন্ধ অথবা সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত গৃহের কিরূপ সংযোগ এই বিষয়ে যথাযথ বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচিত পুস্তক খুবই কম আমাদের নজরে আসে। লেখক তাঁহার পুস্তকখানি রচনা করিয়া এই অভাব সত্যই মোচন করিয়াছেন। ইহাতে হালকা গল্প বা সরস যৌন আলোচনার অভাব আছে; কিন্তু গম্ভীর ও নীরস গৃহের প্রকৃতি, ইহার স্থায়িত্ব, কার্য্য, কৃষ্টির সহায়তা, গভর্মেণ্ট, শিক্ষা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিষ্কার আলোচনায় পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গৃহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও লেখক সমাজতাত্ত্বিকের কার্য্যই বজায় রাখিয়াছেন। এই বইখানিতে সমাজতত্ত্ববিদই কথা

বলিয়াছেন, এখানে যৌন বিজ্ঞানবিদের কোন কথাই নাই। এলিস্, হার্সফোল্ড, রোবি এবং ডিকিনসনের সঙ্গে যে পার্থক্য রাখিয়া সমাজ বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন "গৃহ"কে কেন্দ্র রাখিয়া, তাহাতে সত্যই লেখকের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ সমাজের অন্তর্গত একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে "গৃহ", সাইকোএ্যানোলিসিস এবং মেন্টাল হাইজিন্ সম্বন্ধে নূতন ধরণের আলোচনা করিয়াছেন।

এই সকল কারণে, আশা করা যায় যে, পুস্তকখানি "সাইকোসোসিয়লজিক্যাল ষ্টাডি" হিসাবে বহুদিন যাবৎ অত্যাবশ্যক গ্রন্থ রূপে পাঠকগণদ্বারা গৃহীত হইবে। পুস্তকখানির আলোচনার মধ্যে আড়ষ্টভাব বা কৃত্রিমতার চিহ্ন পাওয়া যায়, অথচ লেখকের নিজস্ব যেন প্রায় সকল স্থলেই সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। সেই জন্য বইখানি যেন "ফ্যাক্ট" (বস্তু) ও "কমেণ্ট"এ (ব্যাখ্যায়) সুসজ্জিত। অদ্ভুত ধরণের কল্পনাপ্রসূত নূতন চিন্তার সমাবেশ নাই। গৃহ যেন একটী পারস্পরিক প্রভাবের অবিচ্ছিন্ন পটভূমি রূপেই তাঁর লেখনীতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। "পার্সোন্যালিটি মাল্‌এ্যাডজাষ্টমেণ্ট" ব্যক্তিগত বিসদৃশতা আছে বলিয়া "গৃহকে" প্রায়ই দোষী করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে লেখক বেশ সুন্দর যুক্তি দিয়াছেন। লিনডসের "কম্প্যানিয়নেট" বিবাহের পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহা অচল। জীবন্ত স্পেন্সারের মত খানিকটা মানিয়া লইয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জননশক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে। গৃহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, ইহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয় নাই বরং ভবিষ্যতের সভ্যতাকে এই গৃহই বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিবে। যদিও ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠান নহে, তথাপি ইহা যে একটী অনিবার্য্য প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লেখক মনে করেন না ভবিষ্যতে "গৃহ" উঠিয়া যাইবে বা লোকেরা এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সম্যক বিদ্রোহী হইবে, বরং তিনি বলেন যে, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে একটা আর্থিক নিরাপত্তা ও বন্ধুত্বের উদ্ভব হওয়াই সম্ভবপর। তাঁহার মতে সুদূর ভবিষ্যতে হয় তো দেখা যাইতে পারে যে, যাহারা অনবরত "ডাইভোর্স" করেন তাঁহাদের আর পুনরায় বিবাহ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে না, এমন ধারা আইন হইতে পারে। "সেক্স" এবং "রিপ্রোডাক্‌শনের" মধ্যে একটা পার্থক্য আছে এই কথা লইয়া লেখক খুব বেশী রকমই আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য ইহা কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে সমালোচনায় বলা অতি কঠিন। তাঁহার মতে উন্নত ধরণের সন্তানসন্ততি জন্মানই হইল "সেক্স" বা যৌন জীবনের মূলতত্ত্ব। অর্থাৎ যৌন জীবন ও মানবতত্ত্ব উভয়ই অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

"সেক্স ইন্ মারেজ" আর্নেষ্ট আর গ্রোভ্‌স্ এবং গ্লাডিস্ হোগল্যাণ্ড গ্রোভ্‌স্ কর্ত্তৃক লিখিত; এমারসন বুক ইন্‌করপোরেটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; পৃঃ ২৫০, মূল্য ২·০০ ডলার।

পুস্তকখানির নূতন সংস্করণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের প্রশ্ন আসে। যাহাই হউক বইখানি "যৌন তত্ত্বের" অন্তর্গত বলিতে হইবে। বইখানির প্রথম প্রকাশের পর আজ পর্য্যন্ত এই দিকে এত আধুনিক ধরণের পুস্তক রচনা হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হওয়া, যৌন স্বাস্থ্য, স্বামী স্ত্রীর প্রেমের আর্ট, জন্মশাসন প্রভৃতি বিষয় এত পরিষ্কার-ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে এক্ষণে মিঃ গ্রোভ্‌সের পুস্তকখানি পড়িলে মনে হয় ইহা অনেক পিছনে এবং ইহার প্রকাশ অতিরিক্ত মাত্র।

"ডেনমার্ক; এ সোসিয়াল ল্যাবরেটরি"; পিটার ম্যানিকি কর্ত্তৃক লিখিত; কোপেনহেগেন; পৃঃ ২১৩; মূল্য ১·৫০ ডলার।

পুস্তকখানিতে যেসকল চিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে তাহাই পাঠকের মনে একটা সুন্দর চিন্তার রেশ অঙ্কিত করিতে সক্ষম। লেখকের আলোচনায় কিন্তু তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া কঠিন। লেখক একজন "কোক স্কুলের" প্রিন্সিপ্যাল। তিনি ডিনেমারদের সামাজিক জীবন বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন চারটী প্রধান সামাজিক (ষ্টক্‌হেল্মের) উপর নির্ভর করিয়া। প্রথম হইল কৃষক

দিগের স্বাধীন কৃষিজীবন সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহা। এখানে ৩১ একর ভূমির মালিক যে তাহাকে "স্মল হোলডার" বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহারাই মোট পল্লী জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী। লেখক তৎপরে আলোচনা করিয়াছেন "ফোক্ হাইস্কুল সম্বন্ধে"। এই বিদ্যালয়গুলির অভ্যুত্থান হয় বিশপ গ্রুণ্ট্‌ভিগের নেতৃত্বে। শুধু তাহাই নহে সমগ্র জাতির মধ্যে এমন কি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্যান্য জাতির মধ্যেও ইহা প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শেষের দুইটী ভাগে লেখক আলোচনা করিয়াছেন—"কনসিউমার কো-অপারেটিভ, কমিউনিটি প্ল্যানিং, পাবলিক ওয়ার্কস্, এবং সোসিয়াল রিফার্ম লেজিসলেসন। ডেনমার্কের সমগ্র সামাজিক আইন আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, এখনও যেসকল সমস্যা রহিয়াছে তাহার জন্য আইন প্রণয়নের বহু আবশ্যকতা রহিয়াছে। ১৯৩৯ সনে ২৬·৮% অর্গ্যানাইজড্ শ্রমিকের মধ্যেই বেকার ছিল বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ১২৫,০০০ ঘুরা বেকার ছিল—(ইহা নাৎসীদের করতলগত হইবার পূর্ব্বের সংখ্যা)। অন্যান্য দেশের ন্যায় ডেনমার্কও বেকার রোগে আক্রান্ত। বেকার বীমার ব্যাপক প্রসারের দ্বারা এই রোগের প্রতিকার করিবার জন্য ডেনমার্ক চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বেনিফিট আসল রোগের ঔষধ নহে, উহাতে মাত্র কষ্ট কমায় নিরাময় করেনা।

"ভিলেজেস অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ সোস্যাল প্যাটার্ন্‌স্" (পল্লী ও সহরের সামাজিক গড়ন),—বিনয়কুমার সরকার, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং; কলিকাতা; ৭০৩ পৃষ্ঠা; ১৯৪১; দাম ১৫৲।০

বর্ত্তমানে ভারতের যে কয়জন মনীষী আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং বিশ্বের বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, অধ্যাপক বিনয়কুমার তাঁহাদের অন্যতম। অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানে তাঁহার মতামত ইয়োরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত মহলেও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়। অধ্যাপক সরকার সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে জার্ম্মাণ, ইংরাজী ফরাসী এবং বাঙ্গালা ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই দুই শাস্ত্রে তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ যে বাঙ্গালা সাহিত্যকে নূতন প্রেরণা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থ "ভিলেজেস অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ সোস্যাল প্যাটার্ন্‌স্" ইংরাজী ভাষায় লিখিত প্রায় সাত শত পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ গ্রন্থ। গ্রাম ও সহরের ভিতর দিয়া মানব-সমাজের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে,—প্রাকৃতিক, আর্থিক ও নৈতিক শক্তি কিভাবে মানব সমাজের বিচিত্র বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এই গ্রন্থে অধ্যাপক সরকার তাহারই আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ হইতে সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঐগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতে বিভিন্ন দেশে যেসকল অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি সামাজিক পরিবর্ত্তনের মূলে কার্য্য করিতেছে, কোনটিই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভারতবর্ষ এবং বাঙ্গালা দেশের সামাজিক পরিবর্ত্তন ও বিকাশের কথা তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক সরকার বাস্তববাদী সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ এবং বাস্তববাদের দৃষ্টিতেই তিনি সমগ্র বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সকলে একমত হইতে না পারেন, কিন্তু এই গ্রন্থ যে অধ্যাপক সরকারের গভীর পাণ্ডিত্য, চিন্তা ও বিশ্লেষণ শক্তির অনন্য নিদর্শনরূপে গণ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহা মূল্যবান অবদান রূপে গৃহীত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

• এই সমালোচনাটী আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে গৃহীত।

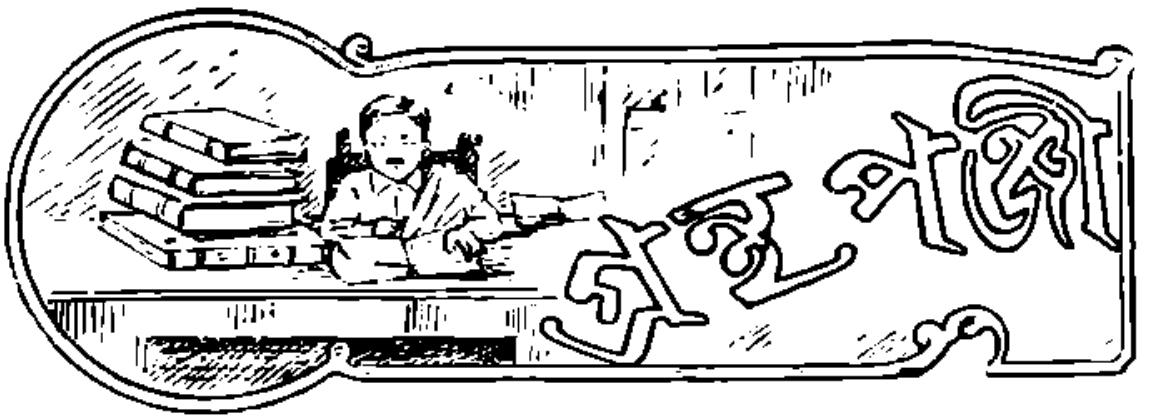

১। "দি ইণ্ডিয়ান পুয়োর ল; ইট্‌স্ ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড এড্‌মিনিষ্ট্রেসন উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দি প্রভিশন অব ষ্টেট কেয়ার ফর দি সিক্ পুয়োর।" এ্যালিস সাফের, মেরি ওয়াইসর কেফার এবং সোফোনিস্‌বা পি, ব্রেকিনরিজ কর্ত্তৃক লিখিত; সোসিয়্যাল সার্ভিস মনোগ্রাফ্, নং ২৮, সিকাগো; ইউনিভার্সিটী অব সিকাগো প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৩৭৮; মূল্য ৩·০ ডলার।

২। "দি এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন অব গুড এজ এ্যাসিসটেন্স ইন্ থি ষ্টেট্‌স্"; রবার্ট টি ল্যাণ্ডস্‌ডোল এবং এসোসিয়েট্‌স্ কর্ত্তৃক লিখিত; কমিটি অন্ পাবলিক্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন অব দি সোসিয়াল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল কর্ত্তৃক প্রকাশিত; সিকাগো; পৃঃ ৭৮।

৩। "ওল্ড্ এজ এণ্ড দি সোসিয়াল সিকিউরিটি এক্ট"; টমাস এল্ মর্টোন কর্ত্তৃক লিখিত; মাষ্টার এণ্ড ষ্ট্রার্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; পৃঃ ১১৬; মূল্য ১·০০ ডলার।

৪। "স্লাম্‌স্ এণ্ড স্লামার্স; এ সোসিয়লজিক্যাল ষ্টিডিস্ অন দি হাউসিং প্রব্লেম"। সি, আর, এ, বার্টন কর্ত্তৃক লিখিত; জন্ বেল সন্স এণ্ড ড্যানিয়েলসন কর্ত্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; পৃঃ ১৮৫; মূল্য ৬ শিলিং মাত্র।

৫। "সিক্‌নেস এণ্ড ইন্সিওরেন্স: এ ষ্টাডি অব দি সিক্‌নেস প্রব্লেম এণ্ড হেল্‌থ্ ইনসিওরেন্স"; হ্যারি এল্‌ডিন মিলিস কর্ত্তৃক লিখিত; সিকাগো; দি ইউনিভার্সিটি অব চিকাগো প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ১৬৬; মূল্য ২·০০ ডলার।

৬। "রেন্ অন দি জাষ্ট্" ক্যাথিলিন মুন্‌হাউস কর্ত্তৃক লিখিত; লি কারম্যান কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; পৃঃ ৩১৯; মূল্য ২·৫০ ডলার।

৭। "দি নিগ্রো ইন দি ফিলাডেলফিয়া প্রেস; জর্জ ইটন্ সিম্‌পসন কর্ত্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি অব পেন্‌সিলভেনিয়া প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ফিলাডেলফিয়া; পৃঃ ১৫৮ মূল্য ২·০০ ডলার।

৮। "এসেস ইন সোসিয়াল ইকনমিক্স্"; ইন অনার অব ডেসিকা ব্লাস্কে পিস্কোটো; ভূমিকা লিখিত ওয়েসলি সি মিচেল্ কর্ত্তৃক এবং জীবনী লিখিত হেন্‌রি র‍্যাণ্ড হাট্‌ফিল্ড কর্ত্তৃক; ইউনিভার্সিটি অব কালিফোর্ণিয়া প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৩৬৩।

৯। "দি অর্গ্যানিসেসন অব সোসিয়াল ইকনমি"; অলওয়ার্ড ডন্ নল ব্রাউনিং কর্ত্তৃক লিখিত; ক্রস পাবলিসিং কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৬; পৃঃ ৪৫১; মূল্য ৩.৫ ডলার।

১০। "দি ক্যামিলি এন্‌কাউণ্টার্স দি ডিপ্রেসন"; রবার্ট এ্যাগেল কর্ত্তৃক লিখিত; চার্লস্ স্ক্রিবনার্স এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; পৃঃ ৩০৯।

১১। "দি রোল অব্ পলিটিক্স ইন সোসিয়াল চেঞ্জ"; চার্লস ই মেরিয়াম কর্ত্তৃক লিখিত; নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; পৃঃ ১৪৯।

১২। "এ ষ্টাডি অব দোজ হু ইনফ্লুয়েন্স এণ্ড অব দোজ হু আর ইনফ্লুয়েন্সড্ ইন ডিস্যাশন"; আর এইচ্ সিনপহন্ কর্ত্তৃক লিখিত; বিউরো অব পাব্লিকেশনস্; টিচার্স কলেজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; পৃঃ ৮৯; মূল্য ১.৬০ ডলার।

১৩। "দি এ্যামেরিকান টিচার; এভলিউশন অব এ প্রফেশন ইন এ ডেমক্রাসি; উইলার্ড এম্ এল্‌স্‌ব্রি কর্ত্তৃক লিখিত; এ্যামেরিকান বুক কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; পৃঃ ৪৬৬; মূল্য ২.৭৫ ডলার।

১৪। "রিডাইরেক্টিং টিচারস এডুকেসন"; গুড উইন ওয়াটসন, ডোনাল্ড পি কটেল্ এণ্ড এল্‌থার এম লয়েড্ জোন্স কর্ত্তৃক লিখিত; বিউরো অব্ পাব্লিকেশন; টিচার্স কলেজ—কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ১০০; ১.৩৫ ডলার।

ল্যাপল্যাণ্ডের সমাজকথা*

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

স্থইডিশ রাষ্ট্রের উত্তরতম অংশে আদিম ল্যাপ জাতির বাস। সেজন্য ইহার নাম ল্যাপল্যাণ্ড অর্থাৎ ল্যাপদের দেশ। ইহার অধিকাংশই সুমেরুবৃত্তের অন্তর্গত। ল্যাপল্যাণ্ড আয়তনে ১১৮৯৫০ বর্গ কিলোমিটার। বস্তুতঃ রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড, স্থইডেন ও নরওয়ের উত্তরাংশে মেরুপ্রান্ত দেশে ল্যাপ জাতি ছড়াইয়া আছে। রুশ-দেশীয় ল্যাপরা কোলা উপদ্বীপের উত্তর ভাগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত ভূখণ্ডে বাস করে। ফিনল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্ত প্রদেশে পেটসামো, আরে, উৎসাসোকী, এনন্টেকিস, সোদাসক্যালা, মুওনিয়ন-নিস্কা ও কাটিলা নামক স্থানে এবং নরওয়ের ফিনমার্ক প্রদেশের ট্রন ও নিউল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ল্যাপরা বাস করিয়া থাকে। স্থইডিশ রাষ্ট্রের অধিবাসী ল্যাপরা দেশের উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণে রোবস পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশগুলির এখানে সেখানে ছড়াইয়া আছে। নরওয়ে ও রাশিয়া অপেক্ষা স্থইডেনেই অর্থাৎ স্থইডিশ প্রদেশ ল্যাপল্যাণ্ডে অধিকাংশ ল্যাপ বাস করে। ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসী ল্যাপদের কথাই আজকার আলোচনার বিষয়।

একথা নিশ্চিত যে ল্যাপরাই ল্যাপল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী। ইহারা প্রথমে কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কতকাল পূর্ব্বে আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে লিখিতভাবে কিছুই জানা যায় না। ল্যাপরা মঙ্গোলিয়দের একটা শাখা এবং মধ্য এশিয়া হইতে আগত এরূপ আনুমানিক সিদ্ধান্ত এখনও চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান ল্যাপ বিশেষজ্ঞরা এই আনুমানিক সিদ্ধান্তকে ঠিক মানিয়া লইতেছেন না; কারণ ইহাদের শরীরের গড়নের সঙ্গে মঙ্গোলিয় অপেক্ষা কোন কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত সাদৃশ্য বেশী দেখা যাইতেছে। সে যাহা হউক, ল্যাপরা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূর্ব্বদিক হইতে উত্তর মেরু প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছিল, এ সম্বন্ধে সকলেই একমত।

স্থইডিশ সভ্যতা ক্রমশঃ উত্তর দিকে প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে স্থইডেনের অধিবাসীরা ল্যাপদের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করে। নরওয়ের লোকেরা, কারেলিয়ানরা ও রুশেরা স্থইডদের পূর্ব্বেই ল্যাপদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ফিনল্যাণ্ডবাসীদের পূর্ব্ব পুরুষদের সঙ্গে ল্যাপদের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একত্র বসবাস করার ফলে ইহাদের সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে ল্যাপরা নিজেদের ভাষা বিস্মৃত হইয়া ফিনল্যাণ্ডীয় ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেইজন্য ল্যাপদের বর্ত্তমান ভাষাকে উগ্রোফিনিস্ ভাষাশ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়।

স্থইডেনের রাজা মাগনুস লাডুলোসের (১২৯০ খৃঃ) রাজত্বকালে রাজার ইচ্ছাক্রমে ল্যাপদিগকে স্থইডিশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হয়। কাগজপত্রে ইহা সাধিত হইলেও পরে বহুকাল যাবৎ ল্যাপদের সঙ্গে প্রতিবেশী স্থইডদের সম্বন্ধ বা যোগাযোগ অতি ক্ষীণ ছিল বলিলেই হয়। যেসকল রাষ্ট্রের অধীনে ল্যাপরা বাস করিত সেসকল রাষ্ট্রের আইনতঃ অধিকার হইতে ল্যাপরা বহুকাল বঞ্চিত ছিল এবং সকল রাষ্ট্রই ল্যাপদের নিকট হইতে জোর করিয়া কর আদায় করিত। পর জাতিদের শাসনের নির্য্যাতন যুগ যুগ ধরিয়া ল্যাপদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। বহুকাল রাষ্ট্রগত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকার পর সর্ব্বপ্রথম ১৫২৫ সনে টেবসিনা নামক স্থানে ও পরে ১৬১৩ সনে নেরেডে স্কাণ্ডিনাভিয়ার অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে

---

* বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদে পঠিত ও আলোচিত (২৪শে আগষ্ট ১৯৪১)।

শান্তি ও সন্ধিপত্র লেখার সময়ে ল্যাপদের বাসভূমির বিভাগ ও সীমানা নির্দ্ধারিত হয়। ইহার ফলে কে কোন রাজ্যের প্রজা, নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ল্যাপদের অবস্থার কতকটা উন্নতি হয়। কিন্তু রাষ্ট্রগত অধিকার পাইলেও সংস্কৃতির পার্থক্যহেতু ল্যাপ ও ল্যাপপ্রতিবেশীদের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য বর্ত্তমান, তাহা মিলিয়া যায় নাই। গোড়ায় ল্যাপরাই নির্য্যাতিত হইয়াছে বেশী। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বন্য হরিণের চামড়া ও উহার সুস্বাদু মাংস কর হিসাবে ল্যাপদের নিকট হইতে জোর করিয়া হইলেও আদায় করিত।

বর্ত্তমানে সুইডিশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত অর্থাৎ ল্যাপল্যাণ্ডের ল্যাপরা রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রজাদের তুলনায় সুবিধাই ভোগ করে বেশী। এই ক্ষুদ্র আদিম জাতিকে সভ্যতার পেষণে নিশ্চিহ্ন না করিবার জন্য একদল সংস্কারকের চেষ্টায় নূতন নূতন রক্ষণমূলক আইন পাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ল্যাপদিগকে প্রগতিশীল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সন্তানদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার সমস্ত ব্যয় সুইডিশ গবর্ণমেণ্ট বহন করেন, ল্যাপদিগকে সেজন্য কোন কর দিতে হয় না। ল্যাপদের একমাত্র সম্পত্তি বন্য হরিণের পালন ও চারণ সম্বন্ধেও আইন করিয়া নিয়ম কানুন করা হইয়াছে।

ল্যাপ শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে আজও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। ফিন্‌ল্যাণ্ডে ল্যাপকে 'লাপ্পী' বলা হইত। ল্যাপরা আপনাদিগকে সামেদ্ (এক বচনে সামে) বলিয়া পরিচয় দেয়। ল্যাপরা ল্যাপ শব্দটিকে অবজ্ঞাসূচক মনে করে। সুইডেনে এখন ল্যাপদিগকে অনেক সময়ে 'পাহাড়ী জাতি বলা হয়।*

আকৃতিতে প্রতিবেশী সুইডদের সঙ্গে ল্যাপদের সাদৃশ্য অল্পই। বেঁটে হইলেও ইহাদের শরীরের গঠন সোটা ও সুন্দর। ইহাদের সাধারণ দৈর্ঘ্য ১৫২ সেন্টিমিটার অর্থাৎ পাঁচ ফুটের সামান্য অধিক, মাথাটা বড় এবং সাধারণতঃ গোল। কিন্তু মুখের আকৃতিতে নর্ডোলিয়ানদের চেয়ে ইউরোপীয়ানদের সহিতই সাদৃশ্য বেশী। সাধারণতঃ ল্যাপদের নাক ছোট ও সোজা, চোখের রং কটা, চুল সোজা এবং রং গভীর কটা— কালোই বলা চলে। চামড়ার রং অনেকটা শ্যাম, কোন কোন ক্ষেত্রে একটু হলদে আভা আছে, আবার কখনোও বা কটা পিঙ্গল। চুলের বৃদ্ধি কম। চোয়াল প্রশস্ত, কিন্তু গালগুলি ক্রমশঃ সরু হইয়া ডিমের মত নীচের ঠোঁটের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। মোটের উপর মুখের গড়ন ডিম্বাকৃতি। তদ্ব্যতীত এই যে, গালের উপর দিকটা চওড়া ও প্রশস্ত। শরীরের হাড়গুলি বেশ মোটা, তবে মাংসল নয়।

ইহাদের কর্ম্মশক্তি প্রবল, স্বভাবে সহিষ্ণু, ইহাদের চিন্তাশক্তি দ্রুত। এইসকল গুণের বলেই মেরুপ্রান্তের নানা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইহারা বাঁচিয়া আছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত সততায় ইহাদের তুলনা নাই, ইহাদের চিত্তপ্রসন্নতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ইহাদের ব্যবসাবুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। চতুর ব্যবসায়ীও ইহাদিগকে সহজে ঠকাইতে পারে না। ইহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় ইহাদের স্বজাতীয় পোষাক ও মনোরম কারুশিল্পে। অতি সামান্য যন্ত্রপাতি লইয়া ইহারা হাড়ের উপর অতি চমৎকার নক্সা প্রস্তুত করে।

ল্যাপ মেয়েরা প্রথম জীবনে সুন্দরী বলিয়াই বিবেচিত হয়; কিন্তু শীতপ্রধান দেশের কঠিন জীবন-যাত্রার ফলে চল্লিশের কোঠায় পা দিতে না দিতেই বার্দ্ধক্যের চিহ্ন দেখা দেয়—কপালের ও হাতের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া উঠে, রংএর সরসতা ম্লান হইয়া যায়।

উত্তর ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল ল্যাপই যাযাবর ছিল অর্থাৎ বন্য-হরিণের পিছে পিছেই তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইত। তারপর—বিশেষভাবে সুইডেন ও নরওয়ের ল্যাপরা প্রতিবেশীদের প্রভাবে স্থায়ী বসতি করিয়া বাস করিবার আদর্শ ক্রমশঃ গ্রহণ করিতে থাকে। সে প্রক্রিয়া এখনও চলিতেছে। প্রথম প্রথম যেসকল ল্যাপ বন্য-হরিণ হারাইত, তারাই শুধু নদনদী ও হ্রদের তীরে বসতি নির্ম্মাণ করিয়া মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ক্রমে তাহারাই মৎস্যজীবী ল্যাপ বলিয়া গণ্য হয়। ইহাদের মধ্যে একদল ল্যাপ বনাঞ্চলে ক্রমশঃ ভূমি চাষ ও বন্য-হরিণ পালন সুরু করে। এইভাবে একটি কৃষক-শ্রেণীর উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে আরণ্যক ল্যাপ বলা যাইতে পারে।

* লক্ষ্মীশ্বর সিংহ প্রণীত 'ল্যাপল্যাণ্ড' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

উক্ত প্রক্রিয়ার ফল এই হইয়াছে যে অর্দ্ধেকেরও বেশী সংখ্যক ল্যাপ এখন যাযাবর ও ভ্রমক। তাহারা যাযাবর জীবন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া, স্থায়ী কুটীর তৈরী করিয়া প্রতিবেশীদের মত বাস করে। এমন কি প্রতিবেশীদের ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মিশ্রণও ঘটিতেছে। পক্ষান্তরে যাযাবর ল্যাপরা এখন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাচীন রীতিনীতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। যাযাবরদিগকে সাধারণতঃ 'পাহাড়ী ল্যাপ' বলা হয়। ইহার কারণ এই যে, বৎসরের অংশ-বিশেষে তাহারা পাহাড় পর্ব্বতের উপর বাস করে।

পাহাড়ী ল্যাপদের প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি বন্য-হরিণ। এই জীব সম্বন্ধেও বহু গবেষণা হইয়াছে। ১৭১৪ সনে একজন ল্যাপ বিশেষজ্ঞ লিখিয়া গিয়াছেন—"যাহাদের বন্য-হরিণ বহু, তাহাদিগকে হরিণের যত্ন লইতে হয় না। তথাপি হরিণগুলি তাহাদের পালকের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজে লাগে। বহু বন্য একাধারে ঘোড়া ও গাভীর কাজ করে। জমি হইতে জীবিকার যে উপাদান সংগ্রহ করা যায়, বন্য হইতেও সেই পরিমাণ উপকার বা লাভ পাওয়া যায়।" দুইশত বৎসরের পর আজও এই মন্তব্য সত্য—যদিও পূর্ব্বের মত নহে। বহু বন্য-হরিণ ভ্রাম্যমাণ জীব; সে জন্য ইহার পালককেও যাযাবর হইতে হইয়াছে। ফলে যাযাবর ল্যাপ শ্রেণীর পক্ষে স্থায়ী বসতি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করা সম্ভব নহে। হরিণের পিছে পিছে বনভূমি ও পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ী ল্যাপদিগকে সারা বৎসর চলাফেরা করিতে হয়। বসন্ত ঋতুতে বন্য-হরিণ স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে আপনা হইতেই উচ্চ পাহাড়ের দিকে চলিতে সুরু করে এবং গ্রীষ্মকালটা পাহাড় দেশেই শৈবাল খাদ্য কুড়াইয়া খায়। আবার শীত ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বনভূমিতে নামিয়া আসে, সেখানেই শীতকালটা বরফে ঢাকা শৈবাল সংগ্রহ করিয়া খায়। বন্য-হরিণের গতিবিধির স্থিরতা নাই। ইহারা যখন যে দিকে যায় সেই দিকে মালিককেও সপরিবারে যাইতে হয়। শীতকালে তুষার রাশি জমাট বাধিয়া গেলে বন্য আপন ধারাল পদক্ষুরের সাহায্যে তাহা ভাঙ্গিয়া খাদ্য কুড়াইয়া লয়। হরিণগুলি যাহাতে নেকড়ে বাঘ ও বন্য জন্তুর কবলে না পড়ে সেজন্য মালিককে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। পাহাড়ী ল্যাপরা এইভাবে বন্য-হরিণ দলকে সঙ্গে লইয়া বনভূমি ও পাহাড় দেশের মধ্যে প্রতি বৎসর যাতায়াতে ২১০।৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। বন্যের চারণ ভূমি আইন করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেজন্য পালকের লাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু হরিণদলকে নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে রাখার জন্য পরিশ্রমও বাড়িয়াছে, হরিণকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনা করিবার জন্য প্রকৃষ্টক ল্যাপ কুকুর ল্যাপদিগকে খুবই সাহায্য করিয়া থাকে। কুকুরকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ইহারা সর্ব্বদাই হরিণের গতিবিধি সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

চলার পথে পাহাড়ী ল্যাপরা মুক্ত আকাশের নীচেই অবশ্যকরণীয় কাজ অর্থাৎ খাওয়াপরা ও বিশ্রাম করিয়া থাকে। যখন হরিণের দল কোন একটি স্থানে কিছু দিনের জন্য খাদ্য কুড়াইয়া খায় তখনই শুধু যাযাবর ল্যাপরা অস্থায়ী তাঁবু (ল্যাপ ভাষায় কোট্টা—বহু বচনে কোটর) নির্ম্মাণ করিয়া গৃহসুখ ভোগ করিয়া থাকে। স্থানান্তরে গমন কালে তাঁবুর আসবাবপত্র শীতকালে নৌ-স্লেজে এবং গ্রীষ্মে তুষারহীন ভূমির উপর হরিণের পিঠে করিয়া চালান দেওয়া হয়।

ল্যাপরা অতিথিসেবাপরায়ণ। কোট্টাতে অতিথি আসিলে কফি ও বন্যার দুধে তৈরী পনির পরিবেষন করা হয়। অতিথি অভুক্ত থাকিলে তাহাদিগকে নিজেদের খাদ্যে আপ্যায়িত করা হয়। সচরাচর হরিণের মাংসকে লবণাক্ত করিয়া ধোঁয়ায় শোধন করিয়া রাখা হয়। প্রয়োজনমত সেই মাংসকে পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া ভাজা হয়। ইহা অতি সুস্বাদু খাদ্য বলিয়া বিবেচিত। ল্যাপরা নিজেরা সাধারণতঃ টাটকা মাংস সিদ্ধ করিয়া খায়। হরিণ বধ করিলে ইহার রক্ত হরিণেরই পাকস্থলীতে থাকা অবস্থায়ই সঞ্চয় করা হয়। ইহা শুকাইয়া প্রায় কাল হইয়া যায়। ইহা গরম দুধ বা জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়া হয়। পাহাড়ী ল্যাপরা মাংস খাওয়াটাকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার পক্ষে অবশ্যকরণীয় মনে করে। পাহাড়ী ল্যাপদের খাদ্য স্থায়ী ল্যাপদের অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর।

ছোট-খাট একটি পরিবার প্রতিপালনের জন্য অন্ততঃ ৩০০ শত বল্গা থাকা প্রয়োজন। পাহাড়ী ল্যাপদের মধ্যে এক হাজার হরিণের মালিকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। এক হাজার হরিণের মূল্য ৪০০০ পাউণ্ডের উপর।

বল্গা-হরিণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সংপ্রণীত ল্যাপল্যাণ্ড পুস্তকে করা হইয়াছে। ল্যাপদের খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রাচীন ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ, ইহাদের অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধেও আলোচনা ইহাতে করিয়াছি। এখানে শুধু ল্যাপদের ভাষা ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

ল্যাপল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম পার্ব্বত্য সীমান্ত হইতে অনেকগুলি নদী যেমন,—মূলে, পিতে, তর্ণে প্রভৃতি

নদী প্রায় সমান্তরাল ভাবে পূর্ব্বমুখী হইয়া বোথানিয়ান উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ল্যাপ সমাজ এই নদীগুলি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হইয়াছে। এই নদীগুলির নামে ল্যাপ সমাজগুলি পরিচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ল্যাপরা অতীত যুগের ফিন্‌ল্যাণ্ডীয় ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু নদী দ্বারা বিভক্ত ল্যাপসমাজ যুগ যুগ ধরিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে ইহাদের ভাষার মধ্যেও পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন তর্ণের ল্যাপরা পিতের ল্যাপদের ভাষা বুঝিতে পর্য্যন্ত পারে না। কিন্তু পাহাড়ী ল্যাপরা তাহাদের প্রাচীন ভাষাকে এখনো সযত্নে ব্যবহার করে। ল্যাপদের সঙ্গে ইহাদের ভাষার কথা বলিতে পারিলে ইহারা অতিশয় খুসী হয়; আদর আপ্যায়নও বেশী পাওয়া যায়।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ল্যাপল্যাণ্ডের দক্ষিণ অঞ্চলের অতি মাত্র অল্পসংখ্যক ল্যাপ লিখিতে পড়িতে পারিত। কিন্তু ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের ল্যাপদের প্রায় সকলেই লিখিতে পড়িতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সুইডেনের গবর্ণমেণ্ট বহন করেন।

ল্যাপদের ভাষায় আজকাল অনেক বই অনূদিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ল্যাপদের নিজেদের সাহিত্য নিতান্তই অপ্রচুর। ল্যাপদের মধ্যে একজন ইদানীং সাহিত্যিক ও কবি হিসাবে নাম কিনিয়াছেন, তাঁহার নাম যোহান তুরী। তাহার প্রসিদ্ধ বই "মুইতালু সামীদ বীড়া"। ল্যাপ-সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইহাদের উপকথা। ল্যাপদের পূর্ব্ব ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তর্গত রাখাল-রাক্ষসীর কথা অবলম্বনে অনেক উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে।

ল্যাপরা গান গায় বটে কিন্তু নিজেদের কোন বাদ্য যন্ত্র নাই। সাঁওতালদের মত ল্যাপদের গানে সুরের বৈচিত্র্য অল্পই। গানের বিষয় বলগা হরিণ-বল, নিজেদের যাযাবর জীবন, শীকার, পাহাড় পর্ব্বত নদ নদী ও বৃক্ষ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়। সময়ে সময়ে ব্যক্তি বিশেষকে সম্মান দেখানোর জন্যও গান রচিত হয়।

বিশাল মেরুপ্রান্ত প্রদেশের নির্জ্জন প্রকৃতির কোলে ল্যাপদের বাস। কিন্তু যাযাবর ল্যাপরা তাহাদের স্বাধীন ভ্রাম্যমাণ জীবন অতি আনন্দের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও কাঠিন্যকে অবহেলা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

ল্যাপদের বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রমশীলতা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রভৃতি গুণের বিচার করিয়া ও প্রগতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষজ্ঞেরা এই মেরুপ্রান্তবাসী আদিম জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুকূল মত ঘোষণা করেন।*

"আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য"

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের এই সভা সম্বন্ধে "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় (২০ সেপ্টেম্বর ৪১) :

গত ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদে ল্যাপ জাতির সমাজ সংগঠন সম্বন্ধে শ্রীযুত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। অ্যাডভোকেট কেশবচন্দ্র গুপ্ত সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুত সিংহ ল্যাপল্যাণ্ড সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি শিক্ষা-ব্যপদেশে সুইডেনে থাকাকালীন বহুবার সেখানে গিয়া ল্যাপ জাতির সহিত বসবাস করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত সিংহ বলেন যে, ফিনল্যাণ্ড নরওয়ে ও রুশিয়ার উত্তরাংশে এই জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। ইহাদের অনেকে বর্ত্তমানে যাযাবর জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। আরণ্য ও পার্ব্বত্য ল্যাপদের একমাত্র জীবিকা হইতেছে বল্গা হরিণ চারণ। অতঃপর শ্রীযুত সিংহ বিশদভাবে তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস, বিবাহ, মৃত-সংকার প্রভৃতি সামাজিক আচার ব্যবহারের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনা সুরু হয়।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, একদল মনে করেন আদিম জাতিগুলি যেমন ল্যাপ, এস্কিমো, সাঁওতাল বা মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির সংস্কৃতি লোপ পাইলে পৃথিবীর ক্ষতি হইবে। কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র সংস্কৃতিগুলি ক্রমাগত বৃহত্তর সংস্কৃতিগুলির দ্বারা গ্রস্ত হইয়া পরে বিনষ্ট হয়. পৃথিবীর সভ্যতা এই ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জোর করিয়া এই প্রকার জাতি-গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়াসের কোন সার্থকতা নাই।

সভার এ্যাডভোকেট শ্রীযুত পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুত বাণেশ্বর দাস, ডাঃ সরসীলাল সরকার, শ্রীযুত প্রফুল্লরতন বিশ্বাস এম এ প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেবশচন্দ্র গুপ্ত বলেন যে, প্রবন্ধ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং গবেষণাসমূহের ফলে বাঙালী জীবন সম্পদশালী হইয়াছে।

---

* ল্যাপজাতি সম্বন্ধে সুইডিশ ভাষায় উল্লেখযোগ্য বই :—
(১) ১৮শ শতাব্দীতে লিখিত "লেকসিকন—লাপনিকুম"।
(২) ল্যাপভাষার ব্যাকরণ—ল্যাপ বিশেষজ্ঞ কে, বি, হিল্‌লুও প্রণীত।
(৩) "ল্যাপ"—অধ্যাপক বি কলিওার, ল্যাপ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীকেশবচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

অগ্রহায়ণ—১৩৪৮ ১৬শ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

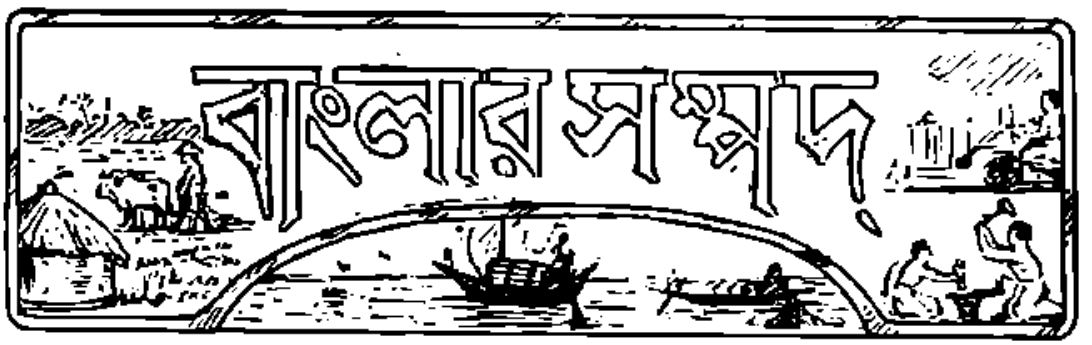

পাট ও শণে প্রস্তুত দ্রব্য

ইদানীং বাংলাদেশে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকার কাপড় ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেছে। প্রধানতঃ শণ, পাট প্রভৃতি দ্রব্য হইতেই এগুলি প্রস্তুত হয় বলিয়া বাংলাদেশেই এগুলি প্রস্তুত করিতে সুবিধা। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, শণ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদির সকল অর্ডারই সরবরাহ বিভাগ বাংলার কণ্ট্রোলার অব্ সাপ্লাইয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবে। ইহার ফলে অর্ডার তাড়াতাড়ি সরবরাহ করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আর এক দিক্ দিয়া বাংলাদেশের বয়ন-শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। চট প্রস্তুত করিবার তাঁতগুলিতে বর্তমানে তুলার সূতায় প্রস্তুত ক্যাম্বিস প্রস্তুত হইতেছে। পাট-বস্ত্র সম্পর্কীয় পরামর্শদাতার (অ্যাডভাইসর অব্ জুট সাপ্লাইজ) অনুরোধক্রমে দুইটি চটকল এইরূপ ক্যাম্বিসের নমুনা উপস্থিত করিয়াছে। বর্তমানে এই নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

মোটরের ছাতে ব্যবহারের উপযুক্ত ক্যাম্বিসও বর্তমানে বাংলাদেশেই প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার কোন একটি মিলকে ১০ লক্ষ গজ ক্যাম্বিস সরবরাহের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

হস্তচালিত তাঁতে বোনা কম্বলও বাংলাদেশে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। বাঙলার সরকারী শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর ১৯৪২ সনের মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্ডার অনুযায়ী ৩০ হাজার ছাড়া আরও ১৪ হাজার কম্বল সরবরাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

জলপ্লাবনে মেদিনীপুরের অবস্থা

এ বৎসর অতিবৃষ্টি ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রবল জলরাশির

চাপে যেসকল স্থানের শস্যক্ষেত্র ও ঘরবাড়ী আদির ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীহারে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। এ সম্বন্ধে বিপন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট হইতে যেসব পত্র নীহারে প্রকাশের জন্য আসিতেছে তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পটাশপুর থানার পানিয়া, সারদাবাড় হিতসাধন-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ত্রিপাঠী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মাল, শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য ও আড়গোয়ালের শ্রীযুক্ত মানগোবিন্দ নন্দী প্রমুখ ভদ্রলোকগণ লিখিয়াছেন যে, এ বৎসর প্রবল বৃষ্টি ও পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভীষণ জলের চাপে বারচৌকায় যেরূপ প্রবল বন্যা হইয়াছিল, সেইরূপ বন্যা বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। ফলে আড়গোয়াল সার্কেটের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঐ সার্কেটের ক্ষতি করিয়াছে। ঐ বাঁধ বাঁধিবার জন্য অথবা বাঁধটীকে পূর্ব্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাহারও কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় নাই। এরূপ ঔদাসীন্যের কারণ কি ?

এগরা থানার খাসদা পাঠ হিতকরী সমিতির সম্পাদক বাবু রমণীমোহন মাইতি লিখিয়াছেন—প্রবল বৃষ্টিতে এবং একদিকে পাঁচন, জলেশ্বর অঞ্চলের প্রবল জলপ্রবাহ কুদী ও নেওয়া খাল দিয়া চাপিয়া আসিয়া অন্যদিকে পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভীষণ জলরাশি বারচৌকা অঞ্চল ও কাঁথি-বেলদা জেলাবোর্ড রাস্তার বালাঁঘাইর নিকট এক মাইল পথকে ডুবাইয়া ১০ বর্গমাইল ডুবদাঁ বেসিনকে বিপন্ন করে। ঐ সঙ্গে তাজপুর এষ্যাকমেণ্ট ও উৎপরে কাঁথি-বেলদা জেলাবোর্ড রাস্তার তাজপুরের নিকট দীর্ঘ অংশ ডুবাইয়া সরপাই অঞ্চলের দিকে প্রবল বেগে সেই জল ধাবিত হওয়ায় বিস্তৃত মাঠ অঞ্চলের ধান্যক্ষেত্র রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু ডুবদা বেসিনের গভীর অংশের ক্ষতি হইয়াছে এবং বাড়ীঘরও নষ্ট হইয়াছে। গত বৎসর বন্যায় ডুবদা বেসিনে আদৌ ধান্য না জন্মায় লোকের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে; এর উপর বর্ত্তমান প্লাবনে গৃহহীন নিরুপায় নিরন্ন ব্যক্তিরা অন্নাভাবে মরণাপন্ন হইয়া পড়ায় তাহা কাঁথি বন্যা-ত্রাণ সমিতির সভাপতি প্রমথ বাবু ও সম্পাদক ঈশ্বর বাবুকে জানাইলে ঈশ্বর বাবু উহাদের সাহায্যার্থ ২৫৲ টাকা প্রদান করায় ঐ টাকায় ৩।০ টাকা মণ হিসাবে ২৪।০ টাকার ধান ও রোগার্ত্তদের জন্য সাগু ও মিছরী কিনিয়া বিতরণ করা হইয়াছে। আমরা সামর্থ্যিকভাবেও কিছু কিছু সাহায্য করিতেছি। এতদ্ব্যতীত ১৩ নং ইউনিয়নের বাবু উদয়নারায়ণ জানা কুলটীকরী গ্রামের ৫০টী গৃহস্থকে এক মাস কাল চাউল ও ধান বিতরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তা'ছাড়া গোখাদ্যের অভাবে গরুগুলি ধ্বংসের পথে যাইতেছে। ইতিমধ্যে অনেক গরু মারা গিয়াছে। এদিকে দেশবাসী ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পানিপিয়া অঞ্চলের রামোদরপুর হইতে বাবু সতীশচন্দ্র গিরি লিখিয়াছেন—বিগত জলপ্লাবনে আমাদের পানিপিয়া বেসিনের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই বলিয়া অনেকের যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা ভ্রান্ত। কারণ ঐ অঞ্চলের বল্লিসপুর, চেচুড়াপুট, নয়াপুট, করঞ্জী, শীলাবপুর, হরিপুর, শ্যাম-রাইবাড়, বাগমারী ও কুণ্ডরপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহে প্রায় হাজার বারশত বিঘা জমির ধান গাছ ৫।৬ দিন জলের নীচে ডুবিয়া থাকা সত্ত্বেও এবং পানিপিয়া সি-স্লাইকে হানা দেওয়ার ২।৩ দিন পরে ধান গাছগুলি জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেলেও উহার কোন ক্ষতি হয় নাই বলিলে আর ক্ষতি কাহাকে বলে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এছাড়া বাড়ীঘর ও পোনাপুকুর আদির ক্ষতি ত যথেষ্টই হইয়াছে। যদি পানিপিয়া সি-স্লাইকে হানা দিয়া অবিলম্বে জল নিকাশ ব্যবস্থা না করা হইত, তাহা হইলে এতদঞ্চলবাসীদেরও দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। এজন্য কি কর্ত্তৃপক্ষ, কি কংগ্রেসকর্ম্মী সকলেই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই পানিপিয়া অঞ্চলের যাহাতে চিরস্থায়ী জলনিকাশের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা সকলকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

সুবলপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতির সম্পাদক বাবু কিরণ চন্দ্র শাসমল লিখিয়াছেন—পটাশপুর থানার খাসমহলের

অন্তর্গত ১৩নং ও ১৪নং ইউনিয়নের দরিদ্র প্রজা সাধারণের বিগত অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। পাহাড়পুর ক্যানেলের জল জলপাই অঞ্চলের মধ্য দিয়া খাসমহালের বাউণ্ডারী ডুবাইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। বহু গৃহ ভূমিসাৎ হওয়ায় পোস্তা বাঁধের উপর নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। গৃহ চাপা পড়িয়াও অনেকে আহত হইয়াছে। শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক অনাহারে আছে। তাহারা দুই বৎসর কাল ধান্যের মুখ দেখিতে পায় নাই। ফলতারে সকলেই জর্জ্জরিত। নূতন ধান্য পাইবার আশায় কোনক্রমে বাঁচিয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় তাহারা একেবারে মরণাপন্ন হইয়াছে। একদিকে চরদারগণ মাছকরের আশায় পাহাড়পুর ক্যানেলের স্লুইসগুলি খুলিয়া রাখায় এবং অন্যদিকে খাসমহালের বাউণ্ডারীর বাঁধ বে-মেরামত থাকায় বারচৌকায় প্রবল জলরাশি অবাধে প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এগরা ও পটাশপুরের মাননীয় সার্কেল অফিসার মহাশয় সমগ্র অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ বাঁধ রক্ষার জন্য উত্তর সন্দলপুর নিবাসী বাবু গজেন্দ্রনাথ শাসমল বিশেষ যত্ন পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

ব্রজমোহন পাল চৌধুরী আদি ভদ্রলোকদিগের লিখিত, কাঁথি, এগরা ও রামনগর থানার সন্নিহিত স্থানসমূহে পুনঃপুনঃ বন্যাজনিত অজন্মা ও শস্যহানি আদির ফলে লোকের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদিও নীহারে প্রকাশার্থ আমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহার সারমর্ম্মও উক্তরূপ। তজ্জন্য সেগুলি প্রকাশ করা আর আমরা আবশ্যক মনে করিলাম না। (নীহার)

ইণ্ডিয়ান স্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জীর পৌরহিত্যে গত ৭ই সেপ্টেম্বর উক্ত ব্যাঙ্কের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। হরিপুরের জমীদার কুমার বিশ্বেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও কুমার রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, ভেওতার শ্রীযুক্ত কুমারশঙ্কর রায়, ভাগ্যকুলের শ্রীযুক্ত রঙ্গিৎকুমার রায়, মহারাজা মণীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, মিঃ আই বি সেন, মিঃ এস এম সিংহ এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট নাগরিক উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আর রায় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এদেশে আরও অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আমেরিকায় প্রতি তিন হাজার লোকের মধ্যে একটি, গ্রেটবৃটেনে প্রতি ৪ হাজার লোকের মধ্যে একটি, জাপানে প্রতি সাড়ে নয় হাজার লোকের মধ্যে একটি ব্যাঙ্ক কার্য্য করিতেছে। আর ভারতে প্রতি ১,৮৭০০০ লোকের মধ্যে মাত্র একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আছে। জাপানের সহিত তুলনা করিলেও ভারতে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের বিগুণ বেশী ব্যাঙ্ক চলিতে পারে। ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বলেন যে, দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির যথাযথ উন্নতি হইতে পারে না, যদি উহার পশ্চাতে জাতীয় ব্যাঙ্ক না থাকে। আর্থিক সমস্যা এদেশে যত বেশী জটিল হইয়া উঠিতেছে দেশের লোক ততই ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছে। তিনি আশা করেন, ইণ্ডিয়ান স্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড জনসাধারণের যথেষ্ট সহানুভূতি পাইবে। 'আর্থিক জগতের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, জাতীয় ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতির মেরুদণ্ড। নির্ভর-যোগ্য ব্যাঙ্কের অভাব দূর করিতে হইলে আরও অনেক ব্যাঙ্ক এদেশে গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জী তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, দেশের শিল্প বাণিজ্য জাতীয় সম্পদের উৎস; ইহার পশ্চাতে চাই মূলধন যোগাইবার জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক। তিনি এজন্যই এইরূপ উৎসবকে জাতীয় উৎসব মনে করিয়া ইহাতে আনন্দের সঙ্গে যোগদান করেন। এই ব্যাঙ্কের উন্নতি হউক এই আকাঙ্ক্ষার সহিত তিনি ইহার পরিচালকবর্গকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান চালাইতে যে পরিমাণ ধৈর্য্য, সৎসাহস, এবং কার্য্যকুশলতা আবশ্যক উহার অভাব যেন তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত না হয়। অতঃপর তিনি 'ব্যাঙ্কটি খোলা হইল' বলিয়া উৎসবের কার্য্য শেষ করেন।

কাপড়েয় কলের কার্যকাল বৃদ্ধি

তূলা হইতে সূতা কাটিবার মিলসমূহের এবং বস্ত্র বয়নের বিভিন্ন মিলের সাপ্তাহিক কার্যকাল ফ্যাক্টরী আইনানুযায়ী অনুমোদিত সর্বোচ্চ সময় ৫৪ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া ৬০ ঘণ্টায় উন্নীত করা হইয়াছে।

বাংলা সরকার তাহাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা প্রসঙ্গে ৩রা সেপ্টেম্বর সোমবার নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি দান করিয়াছেন :—চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় কিছুদিন যাবৎ সূতা ও কাপড়ের দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরের সাধারণ গতি হ্রাস করিবার জন্য এবং যুদ্ধের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাল পাওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তূলা হইতে সূতা কাটা এবং বয়নের মিলসমূহের সাপ্তাহিক কার্যকাল ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী অনুমোদিত ৫৪ ঘণ্টা হইতে বাড়াইয়া ৬০ ঘণ্টা করা হইল। ফ্যাক্টরী আইনের ৩৪ ধারা হইতে উপরোক্ত শ্রেণীর মিলসমূহকে রেহাই দিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে। এই ধারা প্রতিপালনের হাত হইতে রেহাই দেওয়ার ফলে দৈনন্দিন কাজের সময় এখন ১০ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ থাকিবে। কর্মীরা চিরাচরিত রবিবার ছুটি পাইবে এবং অতিরিক্ত ছয় ঘণ্টার জন্য সাধারণ হারে একদিনও এক-চতুর্থ দিনের মাহিনা পাইবে।

ভারতীয় বন্দর—

বোম্বে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বোম্বে বন্দরে ১৯১৩-১৪ ও ১৯৩৪-৩৫ সনে প্রধান প্রধান দ্রব্যাদির কিরূপ আমদানি হইয়াছে তাহার তুলনামূলক একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

প্রধান প্রধান বণিজ্য দ্রব্য		পরিমাণ	
		১৯১৩-১৪	১৯৩৪-৩৫
ইট, টাইল, চূণ ও বালি	টন	৩২৬,০০০	২১১,০০০
কয়লা	"	৬৫৬,০০০	১৯৭,০০০
তূলা	বেল	৫২২,০০০	৭৪১,০০০
কাঠ	টন	৯৬,০০০	৩৪,০০০
শস্য	"	২৯৮,০০০	৪০৬,০০০
লৌহ	প্যাকেজ	১২৫,০০০	২২,০০০
	টন		

প্রধান প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য		পরিমাণ	
		১৯১৩-১৪	১৯৩৪-৩৫
লৌহ এবং ষ্টীল		২৩৮,০০০	৮০,০০০
মেশিনারি, বয়লার এবং রেলওয়ে মেটিরিয়াল্‌স্		১৩৯,০০০	৯১,০০০
তৈল ও জ্বালানি	গ্যালন		৪৯,৮০০,০০০
তৈল কেরোসিন			৪৬,৩৭৯,০০০
পিস্‌গুড্‌স্	বেল এবং কেস		৩২৬,০০০
চিনি	টন		৮৩,০০০
টিম্বার			৭৭,০০০
টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ			

উপরি উক্ত দ্রব্যগুলির আমদানির পরিমাণ হইতে দেখা যায় যে, ইট, টাইল, চুণ ও বালি ১৯১৩-১৪ সন হইতে ১৯৩৪-৩৫ সনে বেশ কমিয়া গিয়াছে। ঠিক সেইভাবে কমিয়াছে কয়লার ও তুলার আমদানি, কাঠের আমদানি, লৌহ এবং ষ্টীলের আমদানি, মেশিনারী ও বয়লার ইত্যাদির আমদানি। অপর দিকে দেখা যায় শস্য, লৌহ ইত্যাদির আমদানি ১৯৩৪-৩৫ সনে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহার পর দেখা যাইবে রপ্তানির দিক্ হইতে বোম্বে বন্দরের কতখানি কার্য্য-তৎপরতা। নিম্নে ১৯১৩-১৪ এবং ১৯৩৪-৩৫ সনের তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল :—

প্রধান প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য		পরিমাণ	
		১৯১৩-১৪	১৯৩৪-৩৫
তুলা	বেল	২,১৯৫,০০০	১,৯২৪,০০০
শস্য	টন	৪৫১,০০০	১৬৭,০০০
চিনাবাদাম		৫১,০০০	৮০,০০০
চামড়া		৪০৪,০০০	২,০০০
লৌহ		৩১,০০০	৩৫,০০০
ম্যাঙ্গানিজ ওর		৬১২,০০০	৫৪,০০০
হরীতকী		৩১,০০০	৩১,০০০
তৈল, কেরোসিন	গ্যালন	৪,২৬৭,০০০	৬৩৩,০০০
পিসগুড্‌স্	বেল এবং কেস	২৩৭,০০০	৩৬৪,০০০
বীজ	টন	৮২২, ০০	২৫৪,০০০
চিনি	"	৪৬,০০০	১৪,০০০
টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ	বেল	৫২৯,০০০	১০৪,০০০

কয়েকটী দ্রব্য দেখা যায় যে, প্রাক্‌যুদ্ধ কালের ইতিহাসে বোম্বের বাণিজ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না; কিন্তু তৎপরে তাহারা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং প্রধান আমদানি হিসাবে গণ্য হইয়াছে। ঐগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল—

জিনিষ	পরিমাণ	
	১৯৩৪-৩৫	
কাচের দ্রব্য	প্যাকেজ	১১৯,০০০
মোটর গাড়ী এবং লরি	-	১৮,৮০০
পেট্রোল	গ্যালন	
কাগজ ও ষ্টেশনারি	প্যাকেজ	
চা		
মদ, স্পিরিট এবং বিয়ার	গ্যালন	

বোম্বে বন্দরের আয়-ব্যয়

(১৮২১-২৮ হইতে ১৯৩৪-৩৫)

বৎসর	আয় (পাউণ্ড হিঃ)	ব্যয় (পাউণ্ড হিঃ)
১৮২১-২৮	৩০৬,৪২০	৩১৯,৭৩০
১৯০২-০৩	৩২৪,০০০	৩৬৬,৬০০
১৯০৭-০৮	৪১৮,৪০০	৪৩৬,৪৬০
১৯১২-১৩	৪৯২,৪৩০	৪১৫,১৩০
১৯১৭-১৮	১,১৬৬,৯৩০	১,০৪১,৩৩০
১৯২২-২৩	১,৭৩০,৮২৩	১,৭১৮,৩১০
১৯২৭-২৮	২,১০৮,০২৫	২,০৪১,৪৭৫
১৯৩২-৩৩	১,৭৩০,৮৫০	১,৮৪৫,২২৫
১৯৩৩-৩৪	১,৮৪০,২৭৫	১,৮৪০,১২৫
১৯৩৪-৩৫	১,৮৭৯,০৮৫	১,৮৫০,৭০০

৩১শে মার্চ্চ (১৯৩৫) মোট ক্যাপিট্যাল এক্সপেণ্ডিচার দেখা যায় ২৪.১ কোটী টাকা—(১৮,১২০,০০০ পাউণ্ড)। ষ্টার্লিং মোট ঋণ ২·৩০ কোটী—(১৫,২২৫,০০০)। উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য একটী "সিঙ্কিং ফাণ্ড" স্বরূপ তহবিল গঠন করা হইয়াছে। যে টাকা কর হইতে আদায় হয় তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে টাকা উক্ত তহবিলে দেওয়া হয়। উপরি উক্ত তারিখে দেখা যায় "সিঙ্কিং ফাণ্ড" তহবিলে জমিয়াছিল মোট ৪ কোটী টাকা।

মাঙ্গালোর

নর্থ কানারার বোম্বে ডিষ্ট্রিক্টে গোয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। কারওয়ারের দিকে বাণিজ্যের জন্য সেখানে "হোনাভার" এবং "ভাটকল" নামক দুইটী বন্দরের নাম জানা যায়। শেষোক্তটী আবার মাদ্রাস ডিষ্ট্রিক্টের ত্রুটিয়ারের দিকে সম্পূর্ণ বন্ধ। "কুদাবুর"এরই একটু দূরে অবস্থিত। এটী হইল ষ্টিমার (অবশ্য বোম্বে মাঙ্গালোরের মধ্যে নিবদ্ধ) বন্দর। মাঙ্গালোর হইল ডিষ্ট্রিক্ট হেড্ কোয়ার্টার। এখানকার লোকসংখ্যা (পূর্ব্বেকার সংখ্যা) ৬৬,০০০। মাঙ্গালোর অবশ্য টাইড্যাল বন্দর হিসাবেই পরিগণিত। কারণ ইহার জল পিছন থেকে বাড়িয়া আসে। এখানে একজন "পোর্ট অফিসার" ও একজন "কাসটম কালেক্টর আছেন। উপরন্তু একটি পোর্ট কন্‌সারভেন্সি বোর্ড আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

সাউথ ইণ্ডিয়ার রেলওয়ের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মাঙ্গালোর অবস্থিত। যেসব জাহাজ প্রায় ২০০ টন অবধি, তাহারা "ব্যাক ওয়াটার"এর দিকে ভিতরে নঙ্গর করিতে সমর্থ হয়। যদি বড় জাহাজ আসে তাহা হইলে তীর হইতে প্রায় ২০০ মাইল (?) দূরে তাহাকে নঙ্গর করিতে হয়। ছোট একটী "আলোকস্তম্ভ" (লাইট হাউস) আছে। মাঙ্গালোর থেকে বিদেশে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি রপ্তানি হিসাবে পাঠান হইয়া থাকে—গোল মরিচ, চা, ক্যাসিউ, কফি, চন্দন কাঠ (মাইসোরের। রবার পাঠান হয় সিংহলে এবং টাইল, চাউল, নোণা মাছ, শুষ্ক ফল উক্ত দ্বীপে পাঠান হয়। তাহা ছাড়া গোয়া এবং পার্শিয়ান গাল্‌ফেও সরবরাহ করা হয়।

এক্ষণে বিদেশী আমদানি দ্রব্যের হার বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া জানা যায়। লাক্কাডিভ্ এবং আমিন-ডিভি দ্বীপের লোকের পক্ষে মাঙ্গালোর বন্দরের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। তাহারা নারিকেলের দড়ি,

ছোবড়া প্রভৃতি নারিকেল হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ এই বন্দরে পাঠায়। জাভা থেকে চিনির আমদানিও এখানে দেখা যায়। ১৯১৩-১৪ সনে ১১৪টী ষ্টীমার, যাহার মোট টনেজ হয়ত ২১৩,৪২০ টন, আসিয়াছিল এবং ১৯২২-২৩ সনে ১২১টী জাহাজ আসে এবং তাহাদের মোট টনেজ ছিল ১৭৮,৯৯২। তৎপরে ১৯৩২-৩৩ সনে ১৭০টী জাহাজ নোঙ্গর করে এবং উহাদের মোট টনেজ জানা যায় ২৮৭,৪৪৩।

টেলিচেরি

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কালিকাট-মাঙ্গালোর এক্সটেনসনে এবং মাঙ্গালোর হইতে প্রায় ৯৪ মাইল দক্ষিণে টেলিচেরি অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা হইল মোট ৩০,৩৪৯। যেসব ষ্টীমার তীর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে নোঙ্গর করে তাহারাও বর্ষাকালে টেলিচেরি বন্দরে আসিতে পারে যখন অন্যান্য বন্দরগুলি একেবারে রুদ্ধ থাকে। ইহার কারণ এই বন্দরটীর চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের অসমান পাথরগুলি থাকায় জলের গতি স্বভাবতই "ব্যাক্ ওয়াটার"। এখানেও একটী ছোট লাইট হাউস আছে। একটী সমুদ্রের দিকে দেওয়াল আছে। তাহা সিমেণ্ট ও ল্যাটেরাইট দিয়া তৈয়ারি। ইহা লম্বায় ১,১৯৫ ফুট। ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল জাহাজের হাত হইতে স্থানটীকে রক্ষা করিবার জন্য। ৬টী এক টনী এবং ১টী পাঁচ টনী ক্রেণ আছে। একজন "পোর্ট কন্সারভেটর" এবং একজন "কাসটম কালেক্টর" এই বন্দরে থাকেন। এই বন্দরের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইল কফি, গোলমরিচ যেসব জিনিষ মহীশূর ষ্টেট, কুর্গ প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। তাহা ছাড়া চন্দন কাষ্ঠ, চা, আদা, এলাচ এবং "রোজ্ উড্" প্রভৃতিও বহু পরিমাণে বিদেশে পাঠানো হইয়া থাকে। বিদেশী ব্যবসা এই বন্দরে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া জানা যায়। আমদানির মধ্যে জাভা হইতে চিনি, ভিজা খেজুর, চাউল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ও কলকব্জাও কিছু কিছু আসে। ১৯১৩-১৪ সনে এখানে প্রায় ১২৮টী ষ্টীমার নোঙ্গর করে এবং তাহাদের মোট টনেজ হইল ৩৮১,১৪৬। তাহার পর ১৯২২-২৩ সনে এই বন্দরটীতে ১০১টী জাহাজ আসে এবং তাহাদের টনেজ ৩১৯,৭৪৮ আর ১৯৩৩-৩৪ সনে প্রায় ২৩৪টী ষ্টীমার পহুছায় এবং তাহাদের টনেজ হইল ৪০১,৪২৫ টন।

মাহী

টেলিচারির পাঁচ মাইল দক্ষিণে ফরাসী সেটেলমেণ্টে "মাহী" বন্দরটী অবস্থিত। ইহার বিস্তৃতি পাঁচ স্কোয়ার মাইল। লোকসংখ্যা মাত্র ১১,০০০। এই বন্দরের কর্ত্তা একজন এড্মিনিষ্ট্রেটর। মাহী নদীর দক্ষিণ তীরে, পাহাড়ের নাবাল স্থানে মাহী বন্দরটী একখানি ডুবির মত দাঁড়াইয়া আছে। ইহার মুখেই আরব উপসাগর। ইহার বিদেশী কারবার কিছুই নাই। কেবল মাত্র টেলিচারির সহিত যৎসামান্য কারবার আছে।

চীনদেশের শিল্পজাত দ্রব্য

১৯৪০ সনে ডাঃ ওঙ ওয়েন হাও, মিনিষ্টার অব ইকনমিক এফেয়ার্স, "সেন্ট্রাল উইকলি" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, চীন দেশের প্রধান প্রধান শিল্প ও খনিজ পদার্থের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য উক্ত সনে ছিল ৪,৬২৩,১০০,০৮০ ডলার। কিন্তু উক্ত সংখ্যার মধ্যে ছোট ছোট উৎপাদনকারী কারখানার হিসাব ধরা হয় নাই।

ক্রি চায়নাতে টেক্সটাইলের উৎপাদন হইয়াছে ১৯৪০ সনে ১,১৬৩,০০০,০০০ ডলার মূল্যের। কেমিক্যাল প্রস্তুত হইয়াছিল ১,৪৩৮,০০০,০০০ ডলার মূল্যের। উৎপন্নের তালিকার তৃতীয় স্থান অধিকার করে স্বর্ণ এবং চতুর্থ বৈদ্যুতিক আলোর জিনিষপত্রাদি। বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

	ডলার হিঃ
টেক্সটাইল	১,১৬৩,০০০,০০০
কেমিক্যাল	১,৪৩৮,০০০,০০০
স্বর্ণ	২৮০,০০০,০০০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	১৮১,০০০,০০০
টিন	১৬০,০০০,০০০
লৌহ ও ষ্টীল	১২৭,০০০,০০০
কয়লা	১১৪,০০০,০০০
পাওয়ার	৯৯,০০০,০০০
মেশিন	৬৭,০০০,০০০
টাঙ্গষ্টিন	৬৫,০০০,০০০
ক্রুডপ্রোডাক্ট	
এ্যান্টিমণি	
মার্কারি	
কপার	
অন্যান্য ধাতু	
বিবিধ	৩৪২,০০০,০০০
ডলার	৪,৬২৩,১০০,০০০

চীনের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রধান রূপ হইল যুদ্ধের জন্য আবশ্যক পদার্থের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তাহা ব্যতিরেকে রপ্তানির মালও দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং বেসিক ইণ্ডাষ্ট্রির উন্নতি ও খনিজ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করাও আর্থিক পুনর্গঠনের আর একটা দিক্।

নূতন যেসব কারখানা আরম্ভ করা হইতেছে, সেখানে সাধারণতঃ দেখা যায় "হাইড্রলিক পাওয়ার" ব্যবহার হইয়া থাকে। হিসাব করিয়া জানা যায় যে, সেচোওয়ান নদী একাই প্রায় ২১,৫০০,০০০ কিলো-ওয়াট পরিমাণ "শক্তি" উৎপন্ন করিতে সক্ষম।

১৯৪০ সনের শেষ অবধি জানা যায় যে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রায় ৪৫০টী ফ্যাক্টরী পিছনের দিকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাদের সাজসরঞ্জাম ছিল ১১৩,৩১৫ টন ওজনের। গভর্ণমেণ্ট থেকে ১২,০০০ টাকা দিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা ছাড়া ৩০,০০০ শ্রমিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মারফত পাঠানো হইয়াছে। নিম্নে উক্ত শিল্পসমূহের দ্রব্যাদির সামান্য তালিকা দেওয়া গেল :—

	টন
আয়রণ এবং ষ্টীল	৩৭,২৪২
স্পিনিং এবং উইভিং	৩২,১১৬
মেকানিক্যাল	১৮,৪৮৭
কেমিক্যাল	৯,৭৪৬
বিবিধ	৫,৮৪২
পাওয়ার	৫,১৭৫
মোট	১১৬,৩৭৫

তালিকা দেওয়া গেল। ইহারা গত চার বৎসরের মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে।

শিল্প	প্ল্যান্টের সংখ্যা
মেকানিক্যাল	৩১২
মাইনিং এবং মেটালার্জিক্যাল	৯৩
ইলেক্ট্রিক	৪৭
কেমিক্যাল	৩৬১
টেক্সটাইল	২৮২
বিবিধ	২৪৯
মোট	১,৩৪৪

বর্তমানে নূতন ইনডাষ্ট্রি খোলা হইয়াছে। নিম্নে তাহার

ফ্রান্সে রুগ্ন অসমর্থ মজুর

ফ্রান্সে শ্রমিকরা রোগে সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থায় কত দিন থাকে তাহার মাহিনা ও বয়স হিসাবে তালিকা নিম্নরূপ (১৯৩০-৩১) :—

বয়স	মাহিনা হিসাবে শ্রেণী					
	৮ ফ্রাঁ। কমে	৮ হইতে ১৪-৯৯ ফ্রাঁ।	১৫ হইতে ১৯-৯৯ ফ্রাঁ।	২০ হইতে ৩১-৯৯ ফ্রাঁ।	৩২ ফ্রাঁ। এবং তদূর্দ্ধ	সমস্ত রকমের মাহিনা হিসাবে শ্রেণী
১৫ বৎসরের নিম্নে	১·৭০	১·৬০		২·৭০		১·৭৫
১৫-১৯	২·৫৭	২·৭৫		৩·০৬		২·৯২
২০-২৪	২·৯৮	৩·৫৮		৩·৯০		৩·৫৫
২৫-২৯	২·৯৮	৩·৬৮		৩·৫৫		৩·৪৪
৩০-৩৪	৩·০২	৩·৬৭		৩·৭৯		৩·৬২
৩৫-৩৯	৯·৭১	৩·৪০		৩·৯৬		৩·৭২
৪০-৪৪	২·৮৫	৩·১২		৩·৮৮		৩·৭৭
৪৫-৪৯	২·৩৯	৩·২৩		৩·৮০		৩·৮১
৫০-৫৪	২·৫১	৩·৪৪		৪·১০		৪·১০
৫৫-৫৯	২·৬৫	৩·৬১		৪·৫৬		৪·৪১
৬০-৬৪	২·৪৬	৩·৬৬		৫·৩৯		৫·২৫

চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুগ্ন অসমর্থ মজুর

চেকোশ্লোভাকিয়াতে শতকরা কতজন পুরুষ শ্রমিক রোগে সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থায় ছিল (১৯৩৫ সনে) তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

বয়স হিসাবে শ্রেণী

মাহিনা	২০ বৎসরের নিম্নে	২১ হইতে ৩০ বৎসরের	৩১ হইতে ৪০ বৎসরের	৪১ হইতে ৫০ বৎসরের	৫১ হইতে ৬০ বৎসরের	৬১ এবং তাহার উপর	সকল বয়সের শ্রেণী
৬ ক্রাউন অবধি	৪১·৫৮	৩৩·৬১	২৪·৬৮	৩৩·৭৬	২৫·৫২	২৫·২০	৩৯·৪৪
৬ „ হইতে ১০ অবধি	৩১·৬৬	৩১·৯৯	৩৫·৫৮	৩৭·২৩	৪০·০৮	৩৯·০৮	৩৩·৮৫
১০ „ হইতে ১৪	৪৮·৮০	৩৭·৭৭	৩৯·৩০	৪১·২৭	৪৩·৩৮	৪১·৮৭	৪০·৩৮
১৪ „ হইতে ১৮	৬৪·৩৫	৪৭·৫৫	৪৫·১০	৪৪·৮৩	৪৫·৮২	৪৫·৪৫	৪৭·৭২
১৮ „ হইতে ২২ „	৭৮·০০	৪৮·৫৩	৪৪·৪৩	৪৪·৩৩	৭৩·৩৮	৪৭·২১	৪৭·৪৮
২২ „ হইতে ২৫·৫০ „	৮০·৩০	৪৯·৬৫	৪৪·১১	৪৩·৮৭	৪৪·৩৩	৪৮·৭৬	৪৮·০৩
২৫·৫০ ২৮·৫০ „	৭৩·৮১	৪৮·৭৫	৪৪·১৮	৪২·১৯	৪২·৩৯	৪৮·৭৩	৪৮·০৯
২৮·৫০ ৩১·৫০ „	৭৪·৫৭	৫০·৬৪	৪৩·৮১	৪২·৩৩	৪২·৫২	৫১·১২	৪৬·৪৫
৩১·৫০ „ ৩৪·৫০ „	৭২·৪৩	৪৭·১১	৪০·০৭	৪০·২১	৪২·০৪	৪৮·৩৩	৪৩·১১
৩৪·৫০ এর উপরে	৬৬·১	৪৫·৮৭	৩৮·৭৮	৩৭·৪৭	৩৯·৫৮	৪৭·৮০	৪০·৭৭
সমস্ত মাহিনার শ্রেণী	৪৩·৭০	৪৩·৩৫	৪১·২০	৪০·৭২	৪১·৮৯	৪২·৯৯	৪২·৪১

চীন হইতে ধাতু রপ্তানি

'নিচি নিচি শিম্বু' নামক জাপানী পত্রিকায় এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত বিশেষ আর্থিক তদন্তকারী ডক্টর হেনরি গ্রেডি অনধিকৃত চীন হইতে রপ্তানির উপযোগী টুঙষ্টেন, টিন, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতু মার্কিণে পাঠাইবার একচেটিয়া অধিকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানে চীনা সরকারী মহল ঐ সংবাদের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। মার্কিণ হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য চীন হইতে সমস্ত টুঙষ্টেন মার্কিণে প্রেরিত হইতেছে এবং প্রেরিত হইতে থাকিবে। কিন্তু, অন্যান্য ধাতু রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার মার্কিণ লাভ করিতে চাহিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে এখানে কর্তৃপক্ষীয় মহল তাহা স্বীকার করেন নাই। চীন হইতে পণ্যক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও ঐ সংবাদের সত্যতা সমর্থন করিতেছেন না।

নোয়াখালীর ঝড়বন্যা সম্বন্ধে করাটিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর বর্ণনা।

করাটিয়ার ছাত্র শিক্ষকদের চেষ্টায় কিছু চাঁদা সংগৃহীত হয়। ঐ টাকার একাংশ তোলা মহকুমার সাহায্যার্থ পাঠান হয়। বাকী টাকা বিতরণের জন্য নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত চাটখিল নামক স্থানে একটী সাহায্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। চাটখিল সাহায্য-কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী ১২টি ইউনিয়নে কিছু কিছু সাহায্য বিতরণ করিতেছে।

নোয়াখালীর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল ও উক্ত চাটখিল কেন্দ্রের কাজ দেখিবার জন্য আমি গত ৮ই অক্টোবর চাটখিল উপস্থিত হই। সোনাইমুড়ী ষ্টেশনে নামিতেই সাইক্লোন ও বন্যার ধ্বংসলীলা চোখে পড়ে। লোকে বাড়ী-ঘর কোন রকমে ঠিক করিয়া বসবাস সুরু করিয়াছে, কিন্তু বহু ঘরের চাল এখনও মাটিতে পচিতেছে। পথে দুইটী স্কুল ঘর চোখে পড়িল। একটী স্কুলের দুইটী ঘরের একটী খাড়া করা হইয়াছে, অপরটির টিন ও কাঠ চুরমার হইয়া গিয়াছে। অন্য একটী স্কুল ঘরেরও ঐ অবস্থা। ছেলেরা কখনও গাছতলায়, কখনও বা গ্রামের মোড়লের বাংলা-ঘরে ক্লাস করিতেছে। এ অঞ্চলের লোকের প্রধান অবলম্বন নারিকেল ও সুপারির বাগান। এসব বাগানের অর্দ্ধেক পরিমাণ গাছ ভাঙ্গিয়া বা উপড়াইয়া গিয়াছে; বাকী অর্দ্ধেক গাছে ফল নাই, ঝড়ে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ধানের বড় বড় মাঠ। সে-সব মাঠে ধানগাছের চিহ্নমাত্র নাই। কেবল দূরপ্রসারী জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে। ধানের খরচগুলিও বিনষ্ট হইয়াছে। আমার উপস্থিতিতে তিনটী স্থানে চাউল বিতরণ করা হয়। ঐ উপলক্ষে সমাগত লোকদিগের অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহা ইতিপূর্ব্বে কাগজে পড়িয়াছি, কিন্তু নিজ চোখে কখনও দেখি নাই। ছেলেমেয়ে, যুবক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই উপবাসক্লিষ্ট। চোখগুলি বসিয়া গিয়াছে, পাঁজরের প্রত্যেকটী হাড় গণা যায়—শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোকের এই অবস্থা। বাকী ২৫ জনের মধ্যে বোধ হয় ২০ জনও দুই বেলা ভাত পায় না। কেহ দুইবেলা অন্তর, কেহ তিন বেলা অন্তর কিছু মুখে দেয়। এক পোয়া চালের 'ঝাউ' পাক করিয়া হয়তো ৩ জনে খায়। ঘেঁচু কচু, শালুক এসবও অনেকে পায়। কলেরা দেখা দিতেছে। অজীর্ণ তো আছেই। এইসব রোগে মাঝে মাঝে লোক মরিতেছে এরূপ অনেক লোকে বলিল। আমি পৌঁছিবার দিন শুনিলাম, ২০০৫ মণ চাল-বোঝাই একখানা নৌকা একদিন আগে ডুবিয়া গিয়াছে। আমি ফিরিবার দিন সোনাইমুড়ী ষ্টেশনে শুনিলাম, ৫ দিন পরে ঐ চাল জলের নীচ হইতে লোকে তুলিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া লইয়া গিয়াছে। একটী শক্তিমান যুবক—কিন্তু বর্ত্তমানে কঙ্কালসার—আমাকে বলিল দু'বেলা উপবাস করিয়া সে ঐ পচা চাল পাইয়াছে এবং পেটে দারুণ ব্যথা বোধ করিতেছে।

গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এযাবৎ যে সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা গভর্ণমেণ্টের হিসাবে হয়ত অপ্রচুর নয়; কারণ কোন কোন ইউনিয়নে ৩০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে; ইহা ছাড়া নগদ দানও কিছু কিছু করা হইতেছে; কিন্তু লোকের অভাবের তুলনায় উহা আদৌ প্রচুর নয়—হইতে পারে না। সব চেয়ে বড় দুঃখ ভূমিহীন দিনমজুরদের; ইহারা কৃষিঋণ পাইতে অধিকারী নয়, মজুরী করার কোন সুযোগও বর্ত্তমানে নাই। নূতন শস্য পাওয়া পর্য্যন্ত ইহারা যে কি করিয়া বাঁচিবে ইহাই সমস্যা।

গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইহাদিগকে

আরও সাহায্য করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; গবর্ণমেণ্ট ও জিং বোর্ড রিলিফের ব্যবস্থা শীঘ্রই করিবেন, এরূপ শুনিলাম। ইহাতে অনেকটা উপকার হইবে, কিন্তু ইহাও যথেষ্ট হইবে না।

এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকদিগকে কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কিছু কিছু কাজ দেওয়া এবং তাহাদিগকে নানাপ্রকার বীজ দান করিয়া নূতন নূতন ফসলের আবাদে (জোর করিয়া হইলেও) প্রবৃত্ত করান। লাউ ও মাসকলাইয়ের আবাদ এখনও চলিতে পারে। রোপার অনেক জমি পতিত দেখিলাম। চারা সংগ্রহ করিয়া দিয়া এসব জমিতে রোপা বুনিতে কৃষককে বাধ্য করান উচিত ছিল। সামনে গম, যব, চিনাবাদাম সাগরকন্দ আলুর আবাদ আছে। যাহাদের জমি আছে অথচ বীজ সংগ্রহের উপায় নাই তাহাদিগকে বীজ দিয়া ইহার কোন একটী আবাদ করিতে বাধ্য করা দরকার। বাধ্য করার কথা বলিতেছি এই জন্য যে, যেখানে যে ফসলের আবাদের চলন নাই, সেখানে কৃষকেরা উহার আবাদ করিতে নারাজ। কাজেই বাধ্য না করিয়া কেবল উপদেশ দিলে এসব ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ হয় না। এই কাজকে আমি নিতান্ত জরুরী মনে করি বলিয়া আমি এ ব্যাপারে আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীর ও চিন্তাশীল নেতৃগণের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরিশেষে আমার নিবেদন এযাবৎ যেসব সহৃদয় দেশবাসী এসব বিধ্বস্ত অঞ্চলের অভাগাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা আরও কিছুকাল সাহায্য করুন; যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা করাটিয়া রিলিফ কমিটির বরাবরও সাহায্য পাঠাইতে পারেন। নোয়াখালী জেলার সর্ব্বত্র বিধ্বস্ত হয় নাই। নোয়াখালী জেলার যে সব অধিবাসী চাকুরী ও ব্যবসা উপলক্ষে দেশের ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে ছড়াইয়া আছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহারা এ সাহায্য কাজে মুক্তহস্তে অগ্রসর হউন।

যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা ব্যবস্থা

ফেডারেল বাজেটের ডিরেক্টার মিঃ হ্যারল্ড স্মিথ বলিয়াছেন যে, গত তিনমাসে জাতীয় রাজস্বের শতকরা ১৪ ভাগের অধিক দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। গত আর্থিক বৎসরে শতকরা ৮ ভাগ ব্যয় করা হইয়াছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় রাজস্বের শতকরা ১৮ ভাগ দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। মিঃ স্মিথ বলেন, "ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে যুদ্ধের ব্যয়বাবদ জাতীয় আয়ের অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ এবং জার্ম্মাণিতে প্রায় ৫০ ভাগ ব্যয় হইতেছে। তিনি আরও বলেন, এই দেশে জাতীয় রাজস্ব এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দেশরক্ষা বাবদ এত ব্যয় হওয়াতেও আত্মরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার পূর্ব্বের সময়ের চেয়ে বর্ত্তমানে বেসামরিক উদ্দেশ্যই অধিক অর্থ রক্ষিত হইতেছে। মিঃ স্মিথ অনুমান করেন যে, আগামী বসন্তকালে প্রতি মাসে দেশরক্ষা বাবদ ২ শত কোটি ডলার ব্যয় হইবে ও ১৯৪২ সনের ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইবে তাহাতে মোট ১৮ শত কোটি ডলার ব্যয় হইবে। ইহাতে ১ শত কোটি ডলার যাহা বৃটিশ কর্ত্তৃক ব্যয় হইবে তাহা ধরা হয় নাই। ইজারা ও ঋণ দানের দরুণ মোট দেশরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের কত অংশ যাইবে তাহা মিঃ স্মিথ বলিতে অস্বীকার করেন।

বাংলার জনস্বাস্থ্য

বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ১৯৩৯ সনের যে সরকারী কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে আলোচ্য বর্ষ বেশ ভালই গিয়াছে। নিম্নে সরকারী কার্য্য-বিবরণীর মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

এই বৎসর কোন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ হয় নাই এবং ১৯৩৮ সনের ভয়াবহ বন্যার পরে এই বৎসরটা বেশ ভালই কাটিয়াছে। বিভিন্ন মারাত্মক রোগে মৃত্যু সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল। পল্লীস্বাস্থ্য বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কে এক ব্যাপক পরিকল্পনা বাংলা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ সাতটি জেলার সাতটি নির্দ্দিষ্ট মহকুমায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ঐ সাতটি জেলার জেলাবোর্ড এই পরিকল্পনা গ্রহণে এবং

উহাতে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, প্রত্যেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সমিতি এবং জনসাধারণ জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা ও সাহায্য করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্বাভাবিক কার্য্য যথারীতি চলিয়াছে এবং কোন কোন বিষয়ে উহা আরও প্রসারিত করা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য কল্যাণমূলক কার্য্যের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে ও বিভিন্ন সমিতিকে যথারীতি সরকারী সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হেল্‌থ অফিসারদের বেতনের কিয়দংশ প্রদান করা ব্যতীতও গভর্ণমেণ্ট পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন থানায় যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা পরিচালনার জন্য জেলাবোর্ডসমূহকে ১১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা অধিক মঞ্জুর করিয়াছিলেন, আলোচ্য বর্ষেও তাহা প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভারত গভর্ণমেণ্ট পল্লী-উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় দফায় যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন উহা হইতেও পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন জেলায় ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পল্লী-অঞ্চলে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ছোট-খাটো স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন উহা হইতে আরও ১৪ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়।

রোগ নিবারণ

ইহা ব্যতীত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালাজ্বর নিবারণের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, বিনামূল্যে টীকা দেওয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য ৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বঙ্গীয় বসন্ত নিবারণী সমিতি ও বৃটিশ সাম্রাজ্য কুষ্ঠ-নিবারণী সমিতির বঙ্গীয় শাখাকে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১০ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। কোথাও মহামারীর প্রকোপ আরম্ভ হওয়ামাত্র জনস্বাস্থ্য বিভাগ অবিলম্বে তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যার্থ চিকিৎসক, ঔষধ ও প্রতিষেধক প্রেরণ করিয়াছেন।

জন্ম-মৃত্যু

আলোচ্য বর্ষে ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬ শত ৫১ জনের জন্ম এবং ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫ শত ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর জন্ম-সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ২১ হাজার ২ শত ৫৪। কাজেই আলোচ্য বৎসরে লোকসংখ্যা মোট ৭৬ হাজার ৩ শত ৯৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ৮৬। কাজেই আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু-সংখ্যা বিশেষভাবে (শতকরা ১৭ জন) হ্রাস পাইয়াছে দেখা যায়।

আলোচ্য বর্ষে মোট ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩ শত ৪টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৯ শত ২৩টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে কলেরায় ৩৩ হাজার ২ শত ২১ জনের, বসন্তে ৭ হাজার ২৯ জনের, এবং জ্বরে ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫ শত ৮৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে এই বৎসর ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৩ শত ২১ জনের কালাজ্বরে ১৭ হাজার ৫৬ জনের এবং শ্বাসযন্ত্র-সম্পর্কিত রোগে ৮৮ হাজার ৪ শত ৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সাধারণ জ্বর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতিতে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা

১৯৩৭ সনে বাংলার বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, ১৯৩৯ সনে তাহা শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফাণ্ড এসোসিয়েশন এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট একযোগে যশোহর এবং তৎ-সংলগ্ন পল্লী-অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ১৯৩৯ সনের জুলাই মাস হইতে তাহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

যক্ষ্মা-নিবারক পরিকল্পনার প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে

আলোচ্য বর্ষে যক্ষ্মা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রীরামপুর এবং বরিশাল এই দুইটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতিও আলোচ্য বর্ষে মূল্যবান প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট যথারীতি এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়াছেন। এই সমিতির অধীনে বহু শিক্ষিত কর্ম্মী রহিয়াছে।

প্রসূতি-কল্যাণ

১৯৪০ সনে বঙ্গীয় প্রসূতি-কল্যাণ আইন প্রয়োগ সম্পর্কিত সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, নারী শ্রমিক কাজ করে এইরূপ ৬৬৮টি কারখানায় ঐ আইন প্রয়োগ করা হয় এবং ঐ কারখানাগুলিতে মোট ৪১ হাজার ৩ শত নারী শ্রমিক ঐ সময়ে কাজ করিত। আলোচ্য বর্ষে মোট ৩ হাজার ৭ শত ১৬টি দাবী গৃহীত হয় এবং মোট ১,১৩,৯০৬৸৯ পাই সাহায্য প্রদান করা হয়।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, জুটমিল, কটনমিল প্রভৃতি বড় বড় কারখানায় নারী শ্রমিকদের প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে যে সাহায্য করা নির্দ্ধারিত আছে, তাহা কঠোরভাবে পালিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই এবং ইনস্পেক্টরগণও তদন্ত করিয়া কোন ত্রুটি পান নাই।

বর্ত্তমানে ২০টি মিলে প্রসূতি-চিকিৎসাগার আছে অথবা উহা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। ঐসকল চিকিৎসাগারে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে নারী-শ্রমিকগণকে এবং নবজাত শিশুদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হইলে আইনে যে সুবিধা প্রদানের কথা আছে, তাহা কার্য্যকরী হয় না।

আলোচ্যবর্ষে কাহাকেও অভিযুক্ত করার দরকার হয় নাই। আইন প্রয়োগকালে সামান্য দোষত্রুটি ধরা পড়িয়াছে এবং উহা যথাসময়ে সংশোধিত হইয়া যাইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সমাজ-বিজ্ঞানে প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলতা

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্

[লেখকের সহিত অনেক বন্ধুর উক্ত বিষয় লইয়া যে আলোচনা হয় তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

প্রঃ—"প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলতা" যে আপনি বলিতেছেন, তার মধ্যে "প্রতিষ্ঠান" বলিতে কি বোঝেন ?

উঃ—আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যেও এই "প্রতিষ্ঠান" শব্দের সংজ্ঞা লইয়া বিরোধ আছে। কেহ বলেন প্রতিষ্ঠান বলিতে বোঝায়, সমাজতত্ত্বের দিক্ হইতে অবস্ত, গৃহস্থ, রাষ্ট্র ইত্যাদি ধরণের জিনিষ। কিন্তু অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ মনে করেন যে প্রতিষ্ঠান শব্দের অর্থ বিশেষ কোন "দল" অথবা "সঙ্ঘ"। এই দুই মতের প্রথমটীকে বলে "নমিন্যালিস্‌টিক" (নামবাচক) ধারণা এবং দ্বিতীয়-টিকে বলে "রিয়ালিস্‌টিক্" (বস্তুবাচক) ধারণা। আমার লেখার মধ্যে পূর্ব্বে যেসব "সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান" আকারে কথোপকথন প্রকাশিত হইয়াছে তৎসমুদয় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বা রিয়ালিস্‌টিক্ ধারণার অনুসরণে। কোন্ মত ভাল বা ঠিক তাহা এখানে বলিতে গেলে কিছু অবান্তরতা আসিতে পারে, সেই জন্য তাহা বলিতে পারিলাম না।

প্রঃ—আপনার যে রিয়ালিস্‌টিক্ মত তাহাই কি এখানে নির্ভরযোগ্য "ডেটা ?"

উঃ—এখানে "প্রতিষ্ঠান" বলিয়া যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিব তাহা সম্যক্ রিয়্যালিষ্টিক্ এবং ইহার পৃষ্ঠপোষক "টমাস" এবং "এংব্রানেকি"।

প্রঃ—এক্ষণে "বিশৃঙ্খলতা" শব্দের কি অর্থ তাহা বুঝাইয়া দিন। নচেৎ আলোচনা হয় তো অন্য পথে চলিয়া যাইতে পারে।

উঃ—বিশৃঙ্খলতা বলিলে খুব সরল কথায় বুঝিতে হইবে যে পুরাতন নিয়মের অমান্য করিয়া নূতনের প্রবর্ত্তন। অবশ্য এইটাই আধুনিক মত এবং এইভাবেই সাধারণ সমাজ-বিজ্ঞানবিদেরা "বিশৃঙ্খলতা" শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের যে "শাসন" ছিল তাহার সমাপ্তি অথবা আংশিক শিথিলতা। মনে করুন একটা প্রতিষ্ঠান যেমন আমাদের "কংগ্রেস", এখানে যে শাসন পূর্ব্বে ছিল তাহা যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের লোক মানিয়া না চলে অথবা তাহার সভ্যগণের আদর্শের পরিবর্ত্তন হেতু প্রতিষ্ঠানের মূলগত আদর্শ ঠিক ঠিক অনুসৃত না হয় তাহা হইলে বলিব "বিশৃঙ্খলা" হইয়াছে। কিন্তু একজন বা দুইজন ব্যক্তির অনুরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে না। উহার প্রমাণের জন্য সংখ্যাধিক্যের আবশ্যক। যেমন কংগ্রেসের মধ্যেই কংগ্রেস সোসিয়ালিষ্ট পার্টি আবার তার মধ্যে উগ্রতর বা সামঞ্জস্যসাধক উভয়ই আছে। এখানে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, কাজেই তাহার অনুশাসন কখনই সমান থাকিতে পারে না।

প্রঃ—একটী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিভাবে বুঝা যাইবে যে "বিশৃঙ্খলতা" আসিয়াছে ?

উঃ—একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেসকল লোক কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক আচরণের উপর শাসন না থাকাই হইল বিশৃঙ্খলতা। কাজেই সেই শাসন-হীনতা বা উহার আংশিক হ্রাস-প্রাপ্তিই হইল বিশৃঙ্খলতার প্রধান লক্ষণ। একটা উদাহরণ ধরা যাক্—একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আছেন আর তাঁহার অধীনে কয়েকজন কেরাণী কাজ করেন। এখন যদি কেরাণীরাই প্রিন্সিপ্যালকে চালায় এবং তাঁহার কথার বা প্রভাবের কোন মূল্যই না থাকে সে স্থলে প্রতিষ্ঠানের বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে বলিলে ভুল হইবে না। এই শাসনের রূপ দুই প্রকার যথা —"ফরম্যাল" ও "ইন্‌ফরম্যাল"। "ফরম্যাল"কে বলিব পদ্ধতি-সম্পন্ন ও ইন্‌ফরম্যালকে বলিব পদ্ধতিবিহীন। যে-কোন প্রতিষ্ঠানই হউক না কেন তাহাতে যে সকল লোক কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে যেসব বিভিন্ন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব তাহাকেও এইভাবে পদ্ধতিমূলক বা পদ্ধতিবিহীন হিসাবে ভাগ করিলে বিশেষ ভ্রান্তি হওয়ার কথা নয়। মোট কথা হইল সর্ব্বপ্রকার বিভিন্নতাকে একত্রিত করিয়া ধরিলে, একটী সমগ্র "বৈষম্যে সাম্য" ভাবের "মাপ" বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড খাড়া করা যায়। দুইটা বা তিনটা শ্রেণীর মধ্যে সাম্য থাকে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের স্থিতির জন্য, যেমন ধরুন কলেজের লাইব্রেরি সেকসন আর খাতা-কলমের, মাহিনা-পার্সেণ্টেজের সেক্‌সন এই দুইটী হইল বিভিন্ন শ্রেণী। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সাম্য থাকিবে। তাহা হইলে দেখা গেল বৈষম্য থাকিবে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিন্তু তাহাদের মিলিত অবস্থায় সাম্য থাকিবে।

প্রঃ—কোন্ কোন্ চিহ্ন "বিশৃঙ্খলতা" প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়?

উঃ—কতকগুলি প্রমাণ হইল সাময়িক এবং কতগুলি হইল বরাবরের জন্য। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেটা "কাসটমারি প্যাটার্ণ" বা প্রচলিত ছাঁচ, কর্ম্মচারীদের মধ্যে আনুগত্য এবং অনুশাসন ইত্যাদির মধ্যে, যদি উক্ত প্রচলিত ছাঁচের ধারা না থাকে অথবা তাহা যদি মাড়িয়ে চলা হয় তাহা হইলে বিশৃঙ্খলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। একটা প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন সম্বন্ধে যতটা মূল্য আরোপ করা দরকার, তাহা যদি না করা হয়, এবং পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে যদি তাহার উপর শ্লেষ করা হয় তাহা হইলেও বোঝা যাইবে যে বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে। কয়েকটী আচরণ সম্বন্ধে যেসকল প্রশংসাবাদ থাকা দরকার এবং কয়েকটী আচরণ যেমন সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রীতি-বিগর্হিত বলিয়া গণ্য করা উচিত তাহাদের উভয়েরই যখন অস্তিত্ব থাকে না অথবা কার্য্যকারীদের নিকটে যথোচিত সমাদর লাভ না করে তখনই বুঝা যাইবে যে, প্রতিষ্ঠানে ঘুণ ধরিয়াছে। কিন্তু এই যে লক্ষণগুলি বলা হইল তাহা যদি সংখ্যায় অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় এবং বহুলোকের মধ্যেই তাহা প্রকাশ পায় তাহা হইলেই নিশ্চিতভাবে বলা যাইবে যে, প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে।

প্রঃ—আর কোন্ উপায়ে ধরা যায় বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে কিনা?

উঃ—যদি দেখা যায় যে, "নেতাদের নেতৃত্বের প্রাধান্য লইয়া গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছে বা কোন নেতাকে তাড়াইবার জন্য অন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তখনও বুঝা যাইবে প্রতিষ্ঠানে গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে। উদাহরণে বলা চলে যে, মার্কিণ দেশে একটী "কমিটি ফর ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল অর্গ্যানিজেশন" নামে প্রতিষ্ঠান আছে। তাহার জন্ম হইল "আমেরিকান ফেডারেসন অব লেবার" ভাঙ্গিয়া। এ রকমও দেখা গিয়াছে যে, নেতৃত্বের প্রাধান্য লইয়া গণ্ডগোল হইল কিন্তু তাহা বহুদিন পরে মিটিয়া যায় যখন দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান এক হইয়া যায়।

প্রঃ—প্রতিষ্ঠানের জীবনে কোন একটা "নর্ম্‌স" বা "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" দেখা যায় কি ?

উঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক ধরণের "বৈষম্যের সাম্য"ভাবের "মাপ" স্থির হয় তাহাকেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলা চলিতে পারে। "নর্ম্‌স" বলিতে বুঝায় যে, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কত বেশী পরিমাণ বা কত কম পরিমাণ আনুগত্য ও প্রাধান্যের প্রতি মূল্য আরোপ করা হয়, অথবা তাহাদের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের তদ্ তদ্ অবস্থা কতটা হজম করিয়াছে। একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী হয়তো কাহারও প্রাধান্য অধিক এবং অন্যের হয়তো তাহারই নিম্নে আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় অধিক। ইহার মধ্যে যেসকল কর্ম্মচারী কার্য্য করেন তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর ধারা যথা —কার্য্যারম্ভ, কার্য্য শেষ, বিশ্রাম, সুখ বা তৃপ্তির সম্ভোগ প্রভৃতির নিয়ম বিশিষ্ট। তাহা ব্যতিরেকে "ব্যবহার" বা "আচরণের" বিশিষ্টতা আর একটী প্রধান চিহ্ন যাহাতে "নর্ম্‌স" ধরা যায়। যেমন ধরুন সাধারণতঃ, অবশ্য সব ক্ষেত্রে নহে, আমাদের দেশে রেলের শাসনের মধ্যে একটা দুর্ব্ব্যবহার খুবই চোখে পড়ে, মনে হয় তাহাদের আচরণের "নর্ম্‌স" এই প্রকারই। আবার একটা ভাল ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কে যান, সেখানে কথাবার্ত্তা লোককে এ্যাটেণ্ড্ করার কেতা-কায়দা এবং তাহাদের আচরণ সম্যক সুন্দর। ব্যবহার বা আচরণের দিক্ থেকে প্রত্যেকেই নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য রহিয়াছে। তাহার পর আনুগত্য প্রাধান্য হিসাবে যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন সাধারণতঃ যেখানে শ্বেতাঙ্গ প্রধান কর্ম্মী থাকে সেখানে আনুগত্যের দিক্ হইতে এবং সহানুভূতি ও সাহায্যের দিক্ হইতে যে রকম ষ্ট্যাণ্ডার্ড তাহা এবং দেশী লোকের কর্ত্তৃত্বের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাহার কারণ অবশ্য যাহাই হউক, বাস্তব যাহা তাহাই লক্ষ্যের বস্তু। আনুগত্য যাঁহারা স্বীকার করিবেন তাঁহাদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও দায়িত্বের জ্ঞান এত কম দেখা যায় যে, দেশী প্রতিষ্ঠানের "নর্ম্‌স" খুব নিম্নে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজন কর্ম্মচারী যে প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করেন সেখানকার নিন্দা বা সেখানের নিয়ম-কানুনের মূল্য যে অতি অল্প তাহা প্রমাণ করিতে পারিলেই যেন কর্ম্মচারীদের বাহাদুরি হয় বেশী। এই যে বাহাদুরি করার প্রবল একটা প্রবৃত্তি তাহা হইতে বুঝা যায় যে, "মূল্য" দেওয়া সম্বন্ধে মতদ্বৈধ পরিষ্কার। কাজেই "নর্ম্‌স" সেখানে কোথায় তাহা বুঝা যায় না। এইভাবে যদি তুলনামূলক হিসাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তাহা হইলে "নর্ম্‌স" পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা হইতেছে কিনা বুঝা যাইবে।

প্রঃ—"নর্ম্‌স"এর বিভিন্নতার সহিত "বিশৃঙ্খলতার" পার্থক্য কি করিয়া ধরা যাইবে ?

উঃ—যখন সমগ্র সমাজের মধ্যে একটা ক্ষিপ্র পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় তখন নানাদিক্ হইতে এত রকমের রদবদল ও রূপান্তর আসে যে তাহার মধ্যে "বিশৃঙ্খলতা" কোথায় নাই তাহা নির্ণয় করা যায় না। এই ধরণের রূপান্তরকে সাধারণ পরিবর্ত্তনের মধ্যে গণ্য করাই শ্রেয়ঃ। বিশৃঙ্খলতা হইল কোন একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান, দল বা সঙ্ঘের মধ্যে পূর্ব্বের সহিত আধুনিক কালের তুলনামূলক রূপান্তর। একটা পার্টির পলিসি বা নীতি একভাবে চলিয়া আসিতেছিল এবং সেই পার্টির অন্তর্গত লোকেরা উক্ত নীতির অনুসরণ একটা বিশেষ পন্থায় করিতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু যদি সেই নীতির পরিবর্ত্তন হয় তখন তাহাকে বলিব "নর্ম্‌সের" পরিবর্ত্তন এবং এই নর্ম্‌সের পরিবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচার, আনুগত্য, প্রাধান্য, নিয়মের মূল্য ইত্যাদির ভাবও বিভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু নীতির পরিবর্ত্তন যদি

না হয়, আনুগত্য, প্রাধান্য ও নিয়মের রূপান্তর না হয়, অথচ ব্যাবহারিক জগতে যদি সভ্যের অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের লোকদের মধ্যে মূল্য-বিচার, আচরণ, আনুগত্যের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় সে স্থলে বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে বলিতে বাধ্য হইব।

প্রঃ—বিশৃঙ্খলতার দুইটী শ্রেণীর কথা আপনি বলিয়াছেন —একটী "পদ্ধতি-সম্পন্ন" বা ফরম্যাল আর একটী "পদ্ধতিশূন্য বা ইনফরম্যাল। ইহাদের পার্থক্য কি?

উঃ—"ফরম্যাল ডিসঅরগ্যানিসেসন" বা পদ্ধতিমূলক বিশৃঙ্খলতা বলিলে বুঝা যাইবে যে, বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে নিয়মকানুনে, আইনে বা নজিরে, অথবা আনুগত্য-প্রাধান্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। "আনুগত্য-প্রাধান্য" শব্দটী ইংরাজির "সাবর্ডিনেশন-সুপার অর্ডিনেশন" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বরাবর ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।

"ইনফরম্যাল" বা পদ্ধতিবিহীন যে বিশৃঙ্খলতা তাহা দেখা যাইবে (কোকওয়ে) বা লোকাচারে, সাধারণের মধ্যে চলতি প্রথায়, আচার-বৈশিষ্ট্যে এবং ঘটনার ব্যাখ্যার বিভিন্নতায়।

প্রঃ—তাহা হইলে ব্যাবহারিক জগতের দিক্ হইতে "প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলতা"র প্রকৃত মানে কি তাহা বলুন।

:—"বিশৃঙ্খলতার" মানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শৃঙ্খলা এবং পূর্ব্বপ্রচলিত ঐক্যের ক্রমিক অপসারণই প্রধান কথা। কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলতা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে হইবে যে, ঠিক বিপরীত দুইটী জিনিষের মধ্যে তুলনামূলক বৃদ্ধি বা কমতির পরিমাপ। বিপরীত দুইটী জিনিষ হইল—১ম শৃঙ্খলা বা প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্য এবং ২য় বিশৃঙ্খলা বা প্রাতিষ্ঠানিক অনৈক্য বা বৈষম্য।

প্রঃ—"বিশৃঙ্খলতার" আর কোন রূপ আছে কি?

উঃ—বিশৃঙ্খলতার আর একটী রূপকে আমরা "সাইকো সোসিয়াল ফেনমেনা" বা "মনো-সামাজিক-বৃত্ত" বলিয়া থাকি। ইহা অতি সহজে সাধারণ জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। ইহার লক্ষণ হইল কোন উৎসবে বা বিশেষ সভায় উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণ করার পরিবর্ত্তন। বিভিন্ন লোকের মধ্যে পরস্পরের মিলন ও চিন্তার দেওয়া-নেওয়ার যে স্বাভাবিক গতি তাহা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, একটা বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে কি না। ইহার আবার বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন একটা কলেজে কতগুলি ছাত্র, তাহাদের উপস্থিতি কি রকম, তাহারা টাকা দেওয়ার নিয়ম কতটা মানে, কলেজের বিভিন্ন উৎসবে তাহারা কি পরিমাণে যোগদান করে, (অবশ্য টাকা লইয়া), কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহাদের আচরণ ও পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি সাহচর্য্য কতটা এবং তাঁহারা নিম্ন স্তরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন ও কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন? এইসকল দিক্ হইতে যখন দেখা যায় তখন বুঝা যায় "মনো সামাজিক" দিক্ হইতে সেখানে কতটা বিশৃঙ্খলতা আছে। অবশ্য উপরে যতগুলি বৈশিষ্ট্য বলিলাম প্রত্যেকটীই যে বিশৃঙ্খলতা আনে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রতিষ্ঠানের মূলগত কার্য্যের বাধা আনিয়া দেয় অথবা তাহার সৌন্দর্য্যের বা সুশৃঙ্খলার বিঘ্নস্বরূপ হয়; তাহাদিগকেই বিশৃঙ্খলতার চিহ্ন বলিতে হইবে।

প্রঃ—আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলতার উদাহরণ কি প্রকারে দেখা দিয়াছে তাহা বলুন।

উঃ—প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বিশৃঙ্খলতা কিছু না কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা লক্ষ্যের বস্তু নহে। কিন্তু যেখানে সেই বিশৃঙ্খলতার জন্য প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিবর্ত্তন হয় তখন তাহাকে বিবেচনাধীন নয় বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দিক্ হইতে দেখা যায় ব্যক্তিগত পূজা-পার্ব্বণ এখন সমষ্টিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ "সার্ব্বজনীন" পূজার এত প্রসার হইতেছে যে, ব্যক্তিগত পূজার মূল্য

কমিয়া যাইতে বাধ্য। এখানে কিন্তু আমি "সাইকো-সোসিয়াল" দিক্ হইতেই পর্য্যালোচনা করিতেছি। কারণ সার্ব্বজনীন পূজায় যে কি রকম লোক-সমাগম হয় সকলেরই সে অভিজ্ঞতা আছে। ব্যক্তিগত উৎসবের মধ্যে লোক নিমন্ত্রণ করাইয়া আনার একটা সাধারণ প্রবৃত্তি দেখা যায়। কারণ অবশ্য অতি প্রত্যক্ষ "অর্থ নৈতিক সঙ্কট"।

ধর্ম্ম আচরণের দিক্ হইতে দেখা যায়, বৈদিক যুগের যে আচার অনুষ্ঠান তাহা প্রায় লুপ্তই হইয়াছে। তাহার স্থলে অতি অল্প ব্যয়ের পৌরাণিক আচারের সহজ প্রচার দেখা যায়। কাজেই ঈশ্বরের আরাধনার যে আচার তাহারও সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা ভাল কি মন্দ আমার বিচার্য্য নয়, বাস্তব কি তাহাই বলিলাম।

ইহা গেল ধর্ম্মের দিক্ হইতে হিন্দু সমাজের কাঠামো পরিবর্ত্তন। তাহার পর দেখা যাইবে যে, "বিবাহের" দিক্ হইতে কি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। শ্রেণীগত পার্থক্যের এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহার ভাঙ্গন আজ ধরিয়াছে এবং "ইণ্টারকাষ্ট ম্যারেজ" কানুন পাশ হইয়া যাহাকে অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া ঘৃণা করা হইত তাহার প্রসার এখন বেশ ভাল-ভাবেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিবাহের মধ্যে যেসব আচার-অনুষ্ঠান তাহাও আইন অনুসারে রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে, অবশ্য অতি ধীরে ধীরে। বিবাহের পাত্রপাত্রী এখন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে স্থির করাই সম্ভব হইয়াছে এবং বিজ্ঞাপনের জাতিবিচার কি বা কতদূর তাহা আমাদের বলা দুঃসাধ্য।

সামাজিক ব্যবহারের দিক্ হইতেও বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়, বিশেষ করিয়া আমোদ উপভোগের যে উপায় তাহার দিক্ হইতে। সিনেমার সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং ফিল্মের সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও অগণ্য এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে যাঁহারা দেখিতে যান তাঁহাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে, ফুটবল খেলার মাঠে, মেলা পরিদর্শনে, কোন একটা সাধারণ উৎসবে নারীদের এখন যে সহজ গমনাগমন ও তাহাতে যোগদান করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সংখ্যা দৃষ্টেই যে-কেহ বুঝিতে পারিবেন।

সাজ-সজ্জা বা নারী-পুরুষের মধ্যে সহজ-আদান-প্রদানের বৈষম্যও কাটিয়া গিয়াছে অনেক স্থলে নারী পুরুষ অপেক্ষা সমাজের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে অধিক ইচ্ছুক তাহা সুপ্রকাশিত বলিয়া মনে হয়। এই সকল হইতেই সামাজিক পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী।

ইণ্টার-ন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ

(মে, ১৯৪১)

১। ফিনল্যাণ্ডের পুনর্গঠন।

২। মরবিডিটি ট্রেণ্ড এবং ট্রেড্ সাইক্‌ল্।

৩। নদার্ণ রোডেশিয়ার তাম্বার খনির অঞ্চলে সামাজিক সমস্যা।

৪। ইউ, এস্, ক্যানাডার ট্রাইপার্টাইট মিটিং, লেবর সাপ্লাই এবং ন্যাশন্যাল ডিফেন্স।

উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের পুনর্গঠন সম্বন্ধে আলোচনাটী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার লেখক এল্‌জাস কাহারা। ইনি ফিনিস মিনিষ্ট্রি অব কমিউনিকেশন এবং পাবলিক ওয়ার্কস্‌এ কার্য্য করেন। সমগ্র প্রবন্ধটীকে নিম্নলিখিতভাবে লেখক বিভক্ত করিয়াছেন—

১ম আলোচনা করেন "পিস্ ট্রিটির জন্য কি কি ক্ষতি হইয়াছে", ২য়—আহতদের নিরাময় করিবার উপায়"; ৩য়—"যে সকল ক্যারালিয়ান নগর পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের কষ্টের উপশম করিবার উপায়; ৪র্থ—বন্ধি হওয়ার জন্য যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার পূরণ; ৫ম—জমি পুনরুদ্ধারের জন্য উন্নতির চেষ্টা; ৬ষ্ঠ—বহুকাল-ব্যাপী পুনর্গঠনের উপায়; ৭ম ল্যাণ্ড মেট্‌লমেণ্ট; ৮ম—অন্যান্য স্থান পরিত্যাগকারীদের জন্য বিলি ব্যবস্থা; ৯ম—নিয়োগের বাজার। যে যুদ্ধে প্রথম দিকে রুশেরা ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করে তাহা মস্কো নগরে যে পিস্ হয় (১৩ই মার্চ্চ তারিখে ১৯৪০ সনে) তাহাতেই মিটমাট হইয়া যায়। তখন ফিনল্যাণ্ড বিশেষ দোষ করিয়াছিল বলিয়া আক্রান্ত হইয়াছিল কিনা এতৎ সম্বন্ধে এই ট্রিটিতে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই।

এই ট্রিটির সর্ত্ত অনুসারে ফিনল্যাণ্ডকে রুশিয়ার নিকটে সমগ্র কারেলিয়া এবং অন্যান্য কতিপয় অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে হইবে। পরিত্যক্ত সমস্ত অঞ্চলের পরিমাণ হইল ৪০,০০০ স্কোয়ার কিলোমিটার। ইহা ব্যতিরেকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে হ্যাঙ্কো সহর ও তাহার আশেপাশে আড্ডাজমিও ছাড়িয়া দিতে ফিনিদ্‌দের বাধ্য হইতে হয়।

এই অঞ্চলগুলি ফিনেরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ না করিয়া পারে নাই। কারণ তাহাদের আর্থিক জীবনের সঙ্গে এই অঞ্চলটী বিশেষরূপেই বিজড়িত ছিল। বিনা দোষেই কি ফিন্‌ল্যাণ্ডের এই শাস্তি ভোগ করিতে হয় নাই? মস্কো পিস্ ট্রিটিতে প্রায় ২½ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি ছাড়িতে হইয়াছিল। ২৬০,০০০ হেক্টর কৃষির ভূমিও অম্লানবদনে হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছিল এই ট্রিটির জোরে। তৎসহ ফিনেরা আরও কিছু দণ্ড দেয়, তাহা হইল উহাদের কয়েকটী বড় বড় কলকারখানা। সেখানে ছিল সেলুলোস এবং কাগজের প্রকাণ্ড কারখানা ও কয়েকটী কাঠকাটা মিল। ইহাদের সকলের মোট আয় ১৯৩৮ সনে ছিল ২,৩০০ মিলিয়ন ফিনিস মার্ক। রোয়াহিয়ালা এবং এন্‌সোর বড় বড় দুইটী পাওয়ার ষ্টেশনের উৎপাদন ছিল ১৯৪,০০০ কিলোওয়াট্—এইগুলি নিরপরাধ ফিনদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হইয়াছে। কমিউনিকেসন হিসাবে নষ্ট হইয়াছে ১,০০০ কিলোমিটারের রেলওয়ে

লাইন, কয়েকটী বন্দর এবং সাদমা ক্যানেলের কয়েকটী অংশ। এই ক্যানেলটী টিমবার ট্রান্সপোর্টের বিশেষ উপযোগী ছিল। কিন্তু ট্রিটির সর্ত্ত পালন করিতে যাওয়ায় তাহাদের সে সুযোগ উপভোগ করার পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

রাজধানী ছাড়া আরও বহু বিষয়সম্পত্তি ষ্টেটের ও ব্যক্তিগত-অধিকারভুক্ত অথবা লোক্যাল অথরিটির হাতে যা' ছিল সে সকলই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যেসকল ক্ষতি ব্যক্তিগতভাগে স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা ফিন্ গভর্মেণ্টকে শোধ করিবার জন্য আবেদন করা হয়। তাহারই মোট পরিমাণ দেখা যায় ১০,৬০০ মিলিয়ন মার্কস।

এইসকল বিষয় সম্পত্তির ক্ষতির উপর আছে যুদ্ধের খরচা। তাহার তো কোন পরিমাণ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে একখানি ইকনমিক পিরিয়ডিক্যাল ("ট্যালাউসেলামা" নামক পত্রিকা) লিখিয়াছিল যে, যুদ্ধের বাবদ ফিনল্যাণ্ডের প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন মার্ক খরচা হইয়াছিল। লোক যা হতাহত হইয়াছে তাহার তো টাকার কোন হিসাব পাওয়া সম্ভব নহে।

পুনর্গঠনের প্রধান কার্য্য হইল যে আহত বা নিহতদের আর্থিক নিরাপত্তা যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা করা। ষ্টেট এ্যাক্সিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স এই সময়ে এত অধিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িল যে অন্যান্য ধরণের সাহায্য এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে ফিন্ গভর্মেণ্ট বাধ্য হয়। অধুনা একটী আইন পাশ হওয়ায় যাহারা আহত হইয়াছে তাহাদের বিশেষ ভাতারক করা হইতেছে। ষ্টেট ভোকেশানাল ট্রেনিংএর জন্য সাহায্য দান করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্য যোগাড় করিয়া দেয় এবং যদি আবশ্যক হয় তাহাদের যে রোজগার তাহার উপরেও কিছু সাহায্য দান করিয়া তাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট আয় করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা নিয়তম আবশ্যকীয়াদি উক্ত আয় হইতে তাহারা ক্রয় করিতে পারে। ডিস্এবেল্ড্ লোকেরা পূর্ব্বের যে আয় ছিল তাহার অন্ততঃ পক্ষে ⅔ অংশ আয় নিশ্চিত যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে উহার উচ্চতম সীমা হইল ২৪,০০০ মার্ক। যদি কাহারও পোষ্য থাকে তবে তাহার পক্ষে উচ্চতম সীমা অন্যরূপ হইবে অর্থাৎ ৩০,০০০ মার্ক পর্য্যন্ত। ফিনিস রেড্ ক্রস সোসাইটীও যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। এখনকার রেড্ ক্রস কয়েকটী হাসপাতাল, কনভালেসেণ্ট হোম এবং অসমর্থদের জন্য পলিক্লিনিক তৈয়ারি করিয়াছে।

যেসকল কারেলিয়ান তাহাদের বসবাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের জন্যও গভর্মেণ্ট সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। কারেলিয়ানরা এক্ষণে বিপাবলিক্ অব্ ফিনল্যাণ্ড যেখানে অবস্থিত সেই স্থানেই বসতি করিতেছে। তাহাদের নিজেদের যাহাকিছু ধন-সম্পত্তি ছিল তাহা লইয়া যাইবার কোন রকম সুবিধা তাহারা পায় নাই। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এবং গবাদি গৃহ-পালিত পশু ব্যতিরেকে তাহারা কিছুই লইয়া আসিতে পারে নাই।

প্রত্যেক কমিউনে, যেখানে ইভাকুইদের পাঠান হইয়াছিল, সেখানে একজন করিয়া "গার্ডিয়ান" নিযুক্ত করা হয়। ইহার কাজ ছিল সেই কমিউনের নূতন অভ্যাগতের জন্য খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য সুখ সুবিধার বিষয় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। এক্ষণে এই ধরণের যতজন "গার্ডিয়ান" নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মোট সংখ্যা ৭৪০। লোক্যাল পপিউলেশন থেকেই ইহাদের নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। শেষ অবধি ইহাদের মধ্যে যাহারা গ্রামা তাহাদিগকে ল্যাণ্ড সেট্‌লমেণ্টে এবং যাহারা নগর অথবা কলকারখানা-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া থাকিত তাহাদিগকে সুবিধামত স্থানে, যেখানে ভাল কাজ পাওয়া যাইতে পারে সেখানে, পাঠানো হইয়াছে। ইহাদের যে সকল খরচা তাহা ষ্টেট্ বহন করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, যাহারা বাধ্যতামূলকভাবে দেশত্যাগ করিয়াছিল তাহা-দিগকে ষ্টেট খরচ দিতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, এই খরচের মধ্যে খাওয়া এবং থাকা ছাড়া অন্য খরচা কিছুই নাই। তৃতীয়তঃ, যে লোক সত্যই কমিউনিটির সাহায্য

পাইবার উপযুক্ত কেবল তাহারাই ষ্টেট এড্ পাইবে। এখন যাহা ব্যবস্থা আছে সেই অনুসারে দৈনিক এলাউয়েন্স হইল বড়দের জন্য ১২ মার্ক এবং ১৫ বৎসর অবধি শিশুদের জন্য ৮ মার্ক। কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, ৬ হইতে ৮ মার্ক দিন খরচা প্রত্যেকে পায়। দেখা যাইতেছে যে, ষ্টেট কেবলমাত্র খাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই করিবে না। কাজেই যাহারা জীবন-সংগ্রামের জন্য কিছুই সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে নাই তাহাদের কি করিয়া চলিতে পারে? তাহাদের ব্যক্তিগত সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটী সঙ্ঘ গঠন করা হইয়াছে। প্রথম দিকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করে "ফিনিস স্কাণ্ডাল রিলিফ"। ইহারা প্রথমে যেসকল দ্রব্য এবং টাকা বাহির হইতে বা দেশে সংগৃহীত হয় তাহা একত্রিত করে এবং শেষে তাহাই বণ্টন করিয়া দেয়। ছভার কলেকশান এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স রেড্ ক্রস ইহারা উভয়েই বহু জিনিষ এবং টাকা পাঠায়। ১৯৪০ সন থেকে টাকা এবং জিনিষ একেবারে সোজাসুজিভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে পাঠান হয়। "ফিনিস স্কাণ্ডাল রিলিফ" ইভাকুইদের "কার্ডএড্" দেয়। ইহারা কাপড়চোপড়, বাড়ীর জিনিষ, যন্ত্রপাতি, বাইসাইকেল প্রভৃতি যাবতীয় দরকারী এবং দৈনিক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তাহাদের সরবরাহ করিয়া থাকে। এইভাবে তাহাদিগকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলে। ইভাকুইদের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, যাহাতে লেখা-পড়া শেখার সুবিধা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকদের জন্য বোনবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। নোট কথা যাহা কিছু ষ্টেট্ না দিয়াছে তাহা এই স্কাণ্ডাল রিলিফ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ইহা ছাড়া তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছে।

যুদ্ধে বোম্বার্ডমেণ্টের জন্য বিশেষ ক্ষতি পূরণার্থ আইন পাশ করা হইয়াছে। যদি ফিনিশ সৈন্যদের দ্বারা ক্ষতি সংসাধিত হয় তাহা হইলে উহার জন্য বিশেষ নিয়ম করা আছে। আর যদি শত্রুর সৈন্যে ধ্বংস করিয়া থাকে তাহার জন্য দুইটী আইন পাশ করা হইয়াছে—একটী ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৯ সনে এবং আর একটী ১২ই মার্চ্চ ১৯৪০ সনে।

এই দুইটী আইন অনুসারে বীমা করা এক রকম বাধ্যতামূলক—অবশ্য বিশেষ কতগুলি বাড়ীর সম্বন্ধে এবং মেশিনারি সম্বন্ধে। ফিনিশ নাগরিকের বাড়ী হইলে যদি ১০,০০০ মার্কের উপর অগ্নিবীমা করা থাকে তবে তাহারও বীমা করা বাধ্যতামূলক।

"উই কল ইট হিউম্যান নেচার।" পল্‌গ্রাবে কর্তৃক লিখিত; হার্পার এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৯; পৃঃ ১২০; মূল্য ২·৫০ ডলার।

মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যত পুস্তক হইয়াছে তাহার মধ্যে চিত্রের সাহায্যে মনস্তত্ত্ব বুঝাইবার দুষ্কর চেষ্টা মিঃ গ্রাবেই এই প্রথম করিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সাধারণ লোকের জন্য গ্রাবের বইখানি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু যাঁহারা গভীর জ্ঞানের অন্বেষণ করিতে চান, অবশ্য মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে, তাঁহারা হয়তো ছবির মধ্যে মনোবিজ্ঞানের বিকাশকে একটু ভ্রূকুঞ্চন করিয়াই দেখিবেন। একটা অতি কঠিন বিজ্ঞানকে সাধারণের মধ্যে এত সহজভাবে প্রচার করার চেষ্টা খুবই বিরল।

"রিলিজিয়ন ইন প্রিমিটিভ সোসাইটী"; উইলসন ডি ওয়ালিস কর্তৃক লিখিত; এফ্‌ এস্‌ ক্রফ্‌টস্‌ এণ্ড কোঃ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৯; পৃঃ ৩৮৮; মূল্য ৩·৫০ ডলার।

প্রাক্‌-ঐতিহাসিক যুগে অথবা ইতিহাসের আরম্ভের সময়ে ধর্ম্মের রূপ কি ছিল তাহার সম্বন্ধে একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারাবাহিক গবেষণামূলক বইয়ের আবশ্যকতা বহুদিন ধরিয়া ছিল—অন্ততঃ পক্ষে সোসিয়লজিষ্টদের এবং এ্যানথ্রপলজিস্‌ট্‌দের মধ্যে। মিঃ ওয়ালিস এই প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই দিকে লেখা বই যতগুলি আছে সে সমুদয়ের সারাংশটুকুও এই পুস্তকখানির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহু পুরাকালের চিন্তাধারার আড়ষ্টতা আর ধূলি-মাখান কথার ঘেরা বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকখানি রচিত হয় নাই; বরং আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় বাস্তবতা ও সরল সত্যের মুক্ত বিকাশই যেন পুস্তকখানিকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। আলোচনার বিষয়-বস্তুগুলিও পছন্দসই। যাহা আমরা এখন সাধারণতঃ গবেষণা করিয়া থাকি—যেমন ম্যাজিক কি সুপারন্যাচারাল, সেক্রেড্‌ প্লেস কি কি, বৃক্ষ জীব, মানুষ, ভগবান, পবিত্রীকরণ, বলি, প্রার্থনা, অনুষ্ঠান, আধিভৌতিক অনুজ্ঞা এবং মৃত্যুর পরে জীবন কি হয় ইত্যাদি ধরণের জিনিষ। ইহা ব্যতিরেকে অতি আধুনিক ভাবধারার স্পর্শও বইখানিতে স্থান পাইয়াছে—ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের কি রকম স্থান ছিল? কৃষ্টির সম্বন্ধ, ধর্ম্মের যে প্যাটার্ণ তাহা কি ভাবে বিভক্ত হইয়াছিল? সব শেষে লেখক আলোচনা করিয়াছেন কাহাকে বলে "রিজন্‌, মোটীভ্‌ ও ক্যাপ্রিস্‌"।

লেখক তাঁহার আলোচনাগুলিকে ইচ্ছা করিয়াই যেন সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন—সমাজান্তর্গত ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যাপারের মধ্যে। অর্থাৎ কিভাবে একটী গ্রুপ ধর্ম্মের জীবনকে সংগঠন কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া লেখক তাঁহার পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া যে ধার্ম্মিকরা নিষ্ঠার জীবন যাপন করেন তাহার মাহাত্ম্যের দিকে ততটা লক্ষ্য করেন নাই। তাহার কারণ লেখক বৈজ্ঞানিক, তিনি ধর্ম্মের যাজক বা প্রচারক নহেন। লেখকের মতে কৃষ্টির একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হইল এই ধর্ম্ম, এবং কৃষ্টির সাধনারও ইহা একটা প্রধান পন্থা। তিনি ধর্ম্মের মূলগত ধারণা ও নীতির প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি অবিশ্বাস্য অতিপ্রাকৃত অথবা ভৌতিক

বিষয় বা ঘটনার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই ও ধর্ম্মের জন্য তাহার কতটা ক্ষতি কি লাভ হইল তাহাও তিনি দেখান নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতাদের প্রাপ্তব্য ঐহিক কি পারত্রিক সুখ-সুবিধার তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন ধর্ম্মের সেই "নেগেটিভ্" দিকটা যাহা মনুষ্যত্বের ভাজন আনিয়াছিল কিন্তু প্রকৃত "মঙ্গল" কিছু আনিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি ছয় পৃষ্ঠা ভগবান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন আর "পিউরিফিকেশন" বা পবিত্রীকরণের জন্য অন্ততঃ ২৪ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন। লেখক ইহাও বিশ্বাস করেন না যে, ভগবানের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়াই ধর্ম্মবুদ্ধির একমাত্র বিকাশ। লেখক বলেন যে, বহু পুরাকালের ধর্ম্মের অংশ স্বরূপ যে "মানুষ বলি" ছিল তাহা নহে, ঠিক সেইরূপ প্রার্থনাও পুরাকালের ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল না। কিন্তু তথাপি দেখা যায় যে, প্রার্থনার যে অধ্যায়গুলি আছে তাহার মূল্য নেহাৎ অল্প নহে, বিশেষ করিয়া ভারতীয় প্রার্থনার। এ কথা লইয়া বিবাদের কিছু নাই। পুস্তকের উপসংহারে দেখা যায় যে প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত সংযোগ নহে বরং কামনা বা বাসনার পরিপূর্ণতা ও সাফল্যের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করা। ঠিক সেই দিক্ থেকে যদি দেখা যায় তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, ম্যাজিকই ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অপেক্ষা সাধারণের কাছে অধিক চমকপ্রদ। অবশ্য সমাজ বিজ্ঞানের দিক্ থেকে প্রাধান্য দেওয়া হবে ধর্ম্মের অনুজ্ঞা ও অনুশাসনকে যাহা সাধারণের আচরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

এ্যানথ্রপলজির দিক্ থেকে বলা যায় যে, লেখকের "নিউজরার্ক" খুবই কম, তাঁহার যাহা কিছু তথ্য লাইব্রেরীর পুস্তক হইতেই সঙ্কলিত। কাজেই এখনও এই লাইনের কার্য্য বহু বাকী রহিয়াছে। লেখকের যে "কেস" সিলেকশন বা বস্তু-নির্ব্বাচন তাহা উদাহরণের যোগ্য বটে, কিন্তু সংখ্যাবিজ্ঞানের দিক্ হইতে তাহার মূল্য অতি অল্প।

বইখানির লেখার ভঙ্গী অতি চমৎকার। এ্যানথ্রপলজির বিষয়ে যে লেখকের বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিপত্তি আছে তাহা আলোচনার ধারা হইতে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা ছাড়া ক্ল্যাসিক্স ও ওরিয়েন্টাল্ ক্লিপ্‌চার্স সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান যথেষ্ট। কিন্তু তাঁহার একটা তথ্য আমরা হজম করিতে পারি না যাহা হইল "রিলিজিয়ন ইস্ নার্থলি এ ম্যাটার অব নার্ভস" (ধর্ম্ম হইল স্নায়বিক উৎপাদন মাত্র)। কোন ধর্ম্মই একেশ্বরবাদী নহে। প্রায় সকল ধর্ম্মই বহু ঈশ্বরবাদী তাহা পরিষ্কার মানিয়া লউক আর নাই লউক। আর একটী কথা দেখা যায় যে, "পবিত্রতা" এই ধারণার কোন একটা সামঞ্জস্য সর্ব্বস্থলে দেখা যায় না। উক্ত কথাটীর মধ্যে একটা বিভাব অন্তর্নিহিত আছে। কাজেই বহু স্থলেই এই পবিত্রতার আতিশয্যের গল্প কথা ও বাহাদুরি দেখা যায়। আর একটী চমৎকার কথা লেখক বলেন যে, যদি মনস্তত্ত্বের জ্ঞান সামনের দরজা দিয়া প্রবেশ করে তাহা হইলে ধর্ম্ম পিছনের দরজা দিয়া পলায়ন করে এবং নিরাপদ স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। সেই জন্য ধর্ম্মের পাণ্ডারা বলেন "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। অবশ্য আধুনিক যুগের যত রকমের মনোবিজ্ঞানের তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের পক্ষে উপরি লিখিত উক্তি প্রয়োগ করা যায় কিনা সন্দেহ। অবশ্য এ কথা সত্য যে যাহারা "রিসন্" বা যুক্তির কথা শুনিলে আঁৎকে ওঠেন তাঁহাদের মত ধার্ম্মিকদের ধর্ম্ম পিছন দিয়া পলায়ন করিতে ও নিরাপদ স্থান লইতে বাধ্য হইবে।

"সোসিয়াল রিলেশনস্ ইন্ দি নিয়ার ইষ্ট"; হুবার্ট কার্টার উড্ এবং তাঁহার সহকারিগণ কর্ত্তৃক লিখিত; ১৯৪০; পৃঃ ৭৯০।

উডের লিখিত "ডাইমেনসন্স অব সোসাইটী" নামক পুস্তকখানির ৩৯ অধ্যায়ের মধ্যে ১১টী অধ্যায়ের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং ১৮টী পুনর্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে এই আলোচ্য পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। "নিয়ার ইষ্ট" বা নিকট প্রাচ্যের কৃষি সম্বন্ধে এত চমৎকার ও এত বিশ্লেষিত আলোচনা আর কোন পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। যাহাদের ইংরাজি ও আরবী

দুইটী ভাষায় দখল আছে তাহাদের পক্ষে এই বইখানির মূল্য যথেষ্ট। ইহাতে ৪৩টী প্লেট আছে। ছাপাটা খুব বেশী ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আর একটী দোষ হইল এত প্রকাণ্ড পুস্তকের একটী ইনডেক্স বলিয়া কিছু নাই। এই হইল বইখানির খারাপ দিক্। প্রায় ছয়জন লোকের একত্রিত চেষ্টায় এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

সোসিয়লজির যে প্রণালী তাহার উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইয়াছে এই রকম ধরণের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে ইহার স্থান অন্যতম। ইহার চিন্তাভঙ্গী ও প্রকাশ সুসংবদ্ধ ও এত সুন্দর যে এতগুলি লেখক একসঙ্গে লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই সিস্টেমটীর একটী বিশেষ নাম আছে, তাহা হইল "উডস্ স্কিম"—"পি. আই. এস্. টি"—অর্থাৎ পিপ্‌ল্ এণ্ড দেয়ার ইণ্টার রিলেশনস্ ইন টাইম এণ্ড স্পেস্। এই স্কিম অনুযায়ী লেখক ইচ্ছা করিলেই সামাজিক বিষয়বস্তুগুলিকে আলাদা করিয়া "লজিক্যালি ও সিস্টেমেটিক্যালি" ব্যবহার করিতে পারেন। প্রথমে হইল "পি"-ফ্যাক্টর ইহা লোকসংখ্যা—মৃত্যু ও জন্ম, শিশু ও মাতা প্রভৃতি বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়া থাকে। "এস্" মানে খিওরি এবং ইহার দ্বারা "সোসিয়েটাল সিচুয়েসন" বা সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে। "টি" ফ্যাক্টর দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন ধারা লক্ষ্য করা হয় এবং তাহাকে একটা "জেনারালিজেশন" সাধারণ রূপের অন্তর্গত করা হয়। ইহাতে অবশ্য কৃষ্টি-সাধনার প্রগতি, কৃষ্টির অতীত, উপস্থিত ও ভবিষ্যৎ সব কিছুই লক্ষ্য করা হয়। "আই" ফ্যাক্টর দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক সম্বন্ধাসম্বন্ধ এবং সময় ও কালের পার্থক্য অনুপাতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও কমতি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করা হয়।

এই স্কিমটী অতি সুন্দর এবং সরল। ইহার দ্বারা কোন একটা একঘেয়ে বা একপেশে ধারণার স্থান অথবা সীমাবদ্ধ কূপমণ্ডুকতা প্রকাশ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। "সোসিয়েটাল' ফেনমেনার" বৈজ্ঞানিক ভাবে এত সুন্দর গবেষণা ইহাতে আছে যাহা যে কোন সমাজ-বিজ্ঞানের ভক্তদের কাছে অতি আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

১। "চার্জিনিয়াস সোসিয়াল এঞ্জিনেরিং"; আর্থার ডাবলিউ ডেমস্ রিসমণ্ড কর্তৃক লিখিত: গ্যারেট এণ্ড ম্যাসি ইন্‌কর্পোরেটেড্ কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩১; পৃঃ ১৭৮; মূল্য মাত্র ৩·০০ ডলার।

২। "গভর্ণমেণ্ট স্পেণ্ডিং এণ্ড ইকনমিক এক্সপ্যানশন"; আর্থার ই বার্ণস্ এণ্ড ডোনাল্ড এস্ ওয়াটসন কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান কাউন্সিল অব্ পাবলিক এফেয়ার্স কর্তৃক প্রকাশিত; ওয়াশিংটন; ১৯৪০; পৃঃ ১৭৬; মূল্য ২·৫০ ডলার।

৩। "দি চেঞ্জিং ফ্রন্ট অব হেল্‌থ্"; মিল ব্যাঙ্ক মেমোরিয়াল ফাণ্ড দ্বারা প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক; পৃঃ ১০৪ মাত্র।

৪। "ব্যালট এ্যানালিসিস এণ্ড ব্যালট চেঞ্জেস সিন্স ১৯৪০;" এ সার্ভে অব ষ্টেট লস রিগার্ডিং দি ডেরিয়াস টাইপ্‌স্ অব ব্যালট ইন ইউস্ থ্রুআউট দি কাণ্ট্রি"; স্পেন্সার ডি অলট্রাইট্ কর্তৃক লিখিত; কাউন্সিল অব ষ্টেট গভর্ণমেণ্টস্ কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৩৫; ১৯৪০।

৫। "ষ্টেয় ক্লাইট এণ্ড হোয়াট টু ডু এবাউট ইট"; ডু ইট্ এডারেট ওয়াটকিন্‌স্ এবং হ্যারিসন এম্ কার কর্তৃক লিখিত; এন্ড্রপ্রেসন কোং কর্তৃক প্রকাশিত; বোষ্টন, ১৯৪০; পৃঃ ১১০, মূল্য ১·৫০ ডলার।

৬। "দি ইউনিভার্সিটি আউটসাইড ইয়োরোপ: এসেস অন দি ডেভেলপমেণ্ট অব ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউশন্‌স্ ইন্ ফোরটিন কাণ্ট্রিস্"; এডওয়ার্ড ব্র্যাডবি কর্তৃক লিখিত; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৯; পৃঃ ৩৩২; মূল্য ৩·৫০ ডলার।

৭। "দি ফিউচার অব দি লিবারাল কলেজ"; নরম্যান ফোয়েরেষ্টার কর্তৃক লিখিত; ডি এ্যাপ্‌লটন সেঞ্চুরি কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৮; পৃঃ ১০৩; মূল্য ১·২৫ ডলার।

৮। "ইকোন্যাল এডুকেশনাল অপারচুনিটি ফর ইউথ, এ ন্যাশন্যাল রেসপন্‌সিবিলিটি"; নিউটন এডওয়ার্ডস্ কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান কাউন্সিল অব এডুকেসন কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ১৮৯; মূল্য ২·০০ ডলার।

৯। "দি ফেলিং ষ্টুডেণ্ট: এ ষ্টাডি অব্ একাডেমিক ফেলিওর এণ্ড দি ইম্‌প্রিকেশন ফর এডুকেসন।" কেনেথ এল্ হিটন এবং ভিভিয়ান উইডন কর্তৃক লিখিত; দি ইউনিভার্সিটি অব সিকাগো প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; সিকাগো; ১৯৩৯; পৃঃ ৩৮৬; মূল্য ২·৫০ ডলার।

১০। "দি কলেজ প্রফেসার ইন আমেরিকা; অ্যান্ অ্যানালিসিস অব আর্টিকল্‌স্ ইন্ দি জেনারাল ম্যাগাজিন্‌স্।" ১৮৯০-১৯৩৮ ক্লাউডি সি বাউমেন কর্তৃক লিখিত; সেণ্ট্রাল পাব্লিশিং হাউস্ কর্তৃক প্রকাশিত; হ্যারিসবার্গ; ১৯৩৮; পৃষ্ঠা ১৯৬; মূল্য ১·৫০ ডলার।

১১। "এ ডিক্লারেশন অব ইণ্টারডিপেণ্ডেন্স"; এইচ্ এ ওভারষ্ট্রীট্ কর্তৃক লিখিত; ডাবলিউ, ডাবলিউ নর্টন এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৭; পৃঃ ২৮৪।

১২। "দে ডাল্ নট্ ওয়েষ্ট্।" ম্যাক্সিনি ডেভিস কর্তৃক লিখিত; ম্যাকমিল্যান এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৭; পৃঃ ৪১৮; ২·৫০ ডলার মূল্য।

১৩। "এ ফরেনার লুকস্ এট দি টি ভি এ"; ওডেটি কোয়েন কর্তৃক লিখিত; লঙম্যান গ্রীন্‌স্ এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৭; পৃঃ ৮৯; মূল্য ১·২৫ ডলার মাত্র।

১৪। "পিপ্‌ল্: দি কোয়ান্টিটি এণ্ড কোয়ালিটি অব পপিউলেশন"; হেনরি প্রাট্ আয়ার চাইল্ড কর্তৃক লিখিত; হেনরি হোল্ট এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৯; পৃঃ ৩১৫; মূল্য ৩·০০ ডলার।

বঙ্গদেশে বারিপাত, মৃত্যুহার ও পাটের দরের তারতম্যের তরঙ্গ-গতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস্ সি, বি এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক প্রকার পদ্ধতিতে কয়েকটি সংখ্যার গড় নির্ণয় করিয়া সাধারণ গতি নির্দ্দেশ করা হয়। এই পদ্ধতিকে চলমান-গড় পদ্ধতি আখ্যা দেওয়া যায়। চলমান-গড় পদ্ধতিদ্বারা সাধারণ-গতি নির্দ্দেশক সংখ্যাগুলি এক সরল রেখায় অবস্থিত হয় না। এইরূপ গড়গুলি বক্ররেখাদ্বারা গতি নির্দ্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির চলমান-গড় দেখাইতেছি।

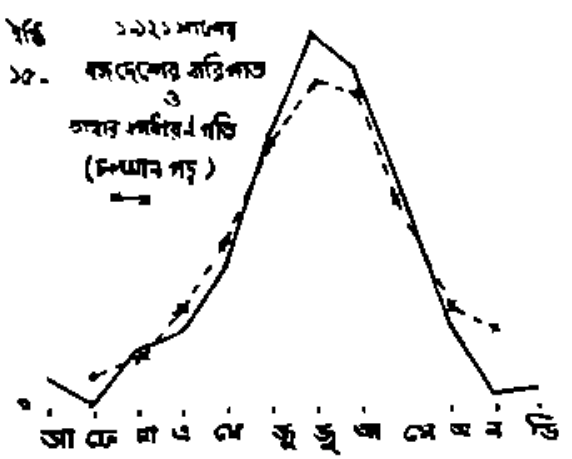

এই সংখ্যাগুলির চলমান গড় এইরূপ—

	তিন সংখ্যার চলমান গড়
জানুয়ারী	
ফেব্রুয়ারী	১·৪৬
মার্চ্চ	২·২৫
এপ্রিল	৪·৩৪
মে	৬·৫২
জুন	১২·৬৭
জুলাই	১৭·০৭
আগষ্ট	১৫·৭৫
সেপ্টেম্বর	৯·৬৭
অক্টোবর	৩·৭৬
নবেম্বর	·০২
ডিসেম্বর	·০৩

তিন সংখ্যার চলমান গড় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে এই ভাবে। প্রথম তিন মাসের সংখ্যাগুলি যোগ করিয়া তাহার গড় লওয়া হইল এবং এই গড় প্রথম তিন মাসের মাঝের মাসে দেখান হইল। যথা, প্রথম তিন মাসের সংখ্যাগুলির যোগফল ১·২০+·২৭+২·৯২=৪·৩৯, এবং ইহাদের গড়= $\frac{৪·৩৯}{৩}$ =১৪·৬, এই সংখ্যা ফেব্রুয়ারীতে দেখান হইল। আবার ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী তিনমাসের সংখ্যাগুলি একত্র করিয়া, তাহার গড় মার্চ্চ মাসে দেখান হইল। যথা, ·২৭+২·৯২+৩·৪৭=৬·৭৬; $\frac{৬·৭৬}{৩}$=২·২৫।

অন্যান্য সংখ্যাগুলি পাওয়া গেল এইভাবে :—

২·৯২	৩·৪৭	৬·৫২	১২·৬৭
৩·৪৭	৬·৫২	১২·৬৭	১৭·০৭
৬·৫২	১২·৬৭	১৭·০৭	১৫·৭৫
৩ | ১৩·০১	৩ | ২২·৭৬	৩ | ৩৬·২৬	৩ | ৪৫·৪৯
৪·৩৪	৭·৪৮	১২·০৮	১৫·১৬

১৭·০৭	১৫·৭৫	৯·৬৭	৩·৭৬
১৫·৭৫	৯·৬৭	৩·৭৬	·০২
৯·৬৭	৩·৭৬	·০২	·০৩
৩ | ৪২·৪৯	৩ | ২৯·১৮	৩ | ১৩·৪৫	৩ | ৩·৮১
১৪·১৬	৯·৭৩	৪·৪৮	৩·২৭

দশমিকের পরের শেষ সংখ্যা আংশিকভাবে ঠিক রাখা হইয়াছে।

এইভাবে প্রত্যেকবার একটি মাস বাদ দিয়া পরবর্ত্তী তিন মাসের সংখ্যাগুলির গড়-সংখ্যা লইতে থাকিলে গড়টি যেন একটি একটি মাসের পাশ দিয়া ক্রমাগত চলিতেছে। এই জন্য এরূপ গড়কে চলমান-গড় আখ্যা দেওয়া হইল। ১৯২১ সনের বারিপাতের সংখ্যা-গুলির পার্শ্বের তালিকায় যে সংখ্যাগুলি দেখান হইল সেইগুলিকে মূল সংখ্যাগুলির সাধারণ গতি-নির্দ্দেশক সংখ্যারূপে ধরা যায়। কিন্তু এরূপ প্রথা সহজসাধ্য হইলেও আপত্তিকর এইজন্য যে, কয়টি সংখ্যার চলমান গড় লওয়া কর্ত্তব্য তাহার স্থিরতা নাই। এই উদাহরণে তিন সংখ্যার গড় লওয়া হইয়াছে, পাঁচ সংখ্যা লইলে ফল অন্যরূপ দাঁড়াইত; গোড়ায় ও শেষে কয়েকটি মাস বেশী বাদ পড়িত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কাল-শ্রেণীর সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের সাধারণ-গতি সাধারণতঃ সরলরেখা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তের সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের সাধারণ গতি কিরূপ সরলরেখাদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় তাহা এখন দেখান যাইবে। প্রথমে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাসের বারিপাতের সংখ্যাগুলি লইয়া সাধারণতঃ প্রচলিত প্রক্রিয়াদ্বারা কিরূপ সরলরেখা পাওয়া যায় তাহা দেখান হইতেছে যথা :—

	ক	খ	ক×খ
জানুয়ারী	১	১·২০	১·২০
ফেব্রুয়ারী	২	·২৭	·৫৪
মার্চ্চ	৩	২·৭২	৮·১৬
এপ্রিল	৪	৩·৪৭	১৪·২৮
মে	৫	৬·৪২	৩২·৬০
জুন	৬	১২·৬৭	৭৬·০২
জুলাই	৭	১৭·০৭	১১৯·৪৯
আগষ্ট	৮	১৫·৭৫	১২৬·০০
সেপ্টেম্বর	৯	৯·৬৭	৮৭·০৩
অক্টোবর	১০	৩·৬৭	৩৬·৭০
নবেম্বর	১১	·০২	·২২
ডিসেম্বর	১২	·০৩	·৩৬
যোগফল	৭৮	৭৩·৩৬	৫০৩·২৫
	Σক	Σখ	Σ(ক×খ)	Σক^2

Σখ = ন×চ + ছ×Σক (২)

Σ(ক×খ) = চ×Σক + ছ×Σক^2 (৩)

অর্থাৎ ৭৩·৩৬ = ১২×চ + ছ×৭৮ (৪)

এবং ৫০৩·২৫ = ৭৮×চ + ছ×৬৫০ (৫)

এই প্রক্রিয়ার সময় ও তৎসংশ্লিষ্ট সংখ্যা পরস্পরে কিরূপ সম্বন্ধে জড়িত তাহা সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। সময়কে ১ হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর কয়েকটি সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, এই সংখ্যাকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা গেল একটি অক্ষর 'ক' দ্বারা, আর সময়ের সংশ্লিষ্ট বারিপাতের সংখ্যাকে 'খ' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা গেল। আমাদের প্রশ্ন—ক ও খ-এর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কোন্ সরলরেখা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়? সাধারণভাবে দুই প্রকারের সংখ্যার সরলরেখার সম্পর্ক নির্দ্দেশ করা হয় এইভাবে যে, যদি কএর পরিবর্ত্তনের সহিত খএর পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে, খ = চ + ছ×ক, (১) চ ও ছ দুইটী অপরিবর্ত্তনশীল সংখ্যা। খ = চ + ছ×ক, এই সাম্যের মধ্যে চ ও ছ দুইটী অপরিবর্ত্তনশীল সংখ্যা; অতএব যদি আমাদের দৃষ্টান্তের চ ও ছ কিরূপ সংখ্যা তাহা সাব্যস্ত করা যায় তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টান্তের অভীপ্সিত সরলরেখা নির্দ্দিষ্ট হইবে। সাম্য (১) হইতে আরও দুইটী সাম্য পাওয়া যায়, যথা Σখ = ন×চ + ছ×Σক (২) এবং

Σ(ক×খ) = চ×Σক + ছ×Σক^2 (৩)

বীজগণিতের নিয়ম অনুযায়ী (৪) ও (৫) সাম্য হইতে

চ ও ছ-এর পরিমাপ নির্ণয় করা যায় এইভাবে :—(৩)কে ১৩ দ্বারা ও (৫)কে ২ দ্বারা গুণ করিলে হয়,

$$৯৫৩·৬৮ = ১৫৬ \times চ + ১০১৪ \times ছ \quad (৬)$$

$$১০০৬·৫০ = ১৫৬ \times চ + ১৩০০ \times ছ \quad (৭)$$

$$৫২·৮২ = -২৮৬ \times ছ \quad (৮)$$

অর্থাৎ $ছ = \frac{৫২·৮২}{২৮৬} = ·১৯$ (প্রায়)

(৪) অথবা (৫) যে কোন সাম্যে ছ এর পরিমাপ প্রয়োগ করিলে চ এর পরিমাপ নির্দ্ধারণ করা যায় ; (৩) এ ছ এর পরিমাপ প্রয়োগ করিলে হয় এইরূপ :—

$$৭৩·৩৬ = ১২ \times চ + ·১৯ \times ৭৮ \quad (৯)$$

$$১২ \times চ = ৭৩·৩৬ - ১৪·৮২ = ৫৮·৫৪$$

$$চ = ৪·৮৮ \text{ (প্রায়)}$$

এই দুই সাম্যের তাৎপর্য্য এই যে, ক-জাতীয় যতগুলি সংখ্যা আছে তাহাদিগের যোগফল $\Sigma ক$ ও খ-জাতীয় যতগুলি সংখ্যা আছে তাহাদের যোগফল $\Sigma খ$ এবং যতবার উভয় জাতীয় সংখ্যাগুলি লইয়া আলোচনা হইতেছে তাহাকে যদি 'ন' দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, তাহা হইলে এই দুই সাম্য হইতে চ ও ছ দুইটী অপরিবর্ত্তনশীল সংখ্যার পরিমাপ নির্ণয় হইবে, এবং এই পরিমাপ জানিলে সাধারণ-ভাবে জানা যেন ক ও খ কিরূপভাবে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট।

এই উদাহরণে, $\Sigma ক = ৭৮$, $\Sigma খ = ৭৩·৩৬$

$\Sigma(ক \times খ) = ৫০৩·২৫$, $\Sigma ক^২ = ৬২০$, $ন = ১২$ এই পরিমাপগুলি (২) ও (৩) সাম্যে বসাইয়া চ ও ছএর পরিমাপ কিভাবে পাওয়া যায় তাহাও দেখান হইল।

চ ও ছ এর পরিমাপ জানিতে পারায়, এখন সরল রেখাটিকে নির্দ্দেশ করা যায় এইভাবে :—

$খ = ৪৮৮ + ·১৯ \times ক$, অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলি হইবে।

জানু	৪·৮৮
ফে	৪·৮৮ + ·১৯ = ৫·০৭
মা	৫·০৭ + ·১৯ = ৫·২৬
এ	৫·২৬ + ·১৯ = ৫·৪৫
মে	৫·৪৫ + ·১৯ = ৫·৬৪
জু	৫·৬৪ + ·১৯ = ৫·৮৩
জুলা	৫·৮৩ + ·১৯ = ৬·০২
আ	৬·০২ + ·১৯ = ৬·২১
সে	৬·২১ + ·১৯ = ৬·৪০
অ	৬·৪০ + ·১৯ = ৬·৫৯
ন	৬·৫৯ + ·১৯ = ৬·৭৮
ডি	৬·৭৮ + ·১৯ = ৬·৯৭

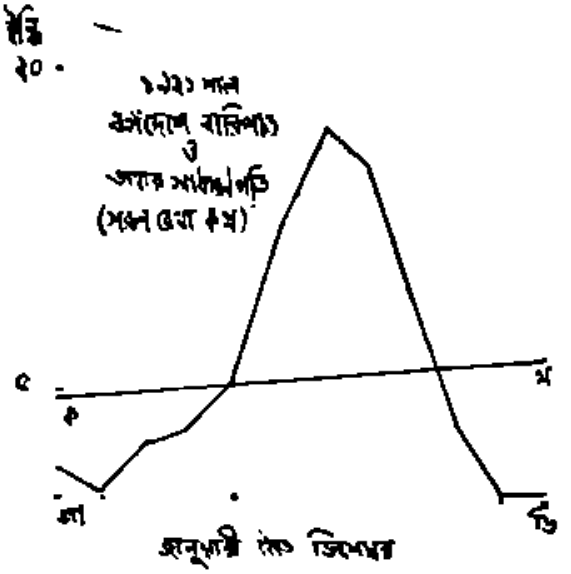

এই সরলরেখাকেই ১৯২১ সনের বারিপাতের সংখ্যার সাধারণ গতি-নির্দ্দেশক রেখা অথবা সংক্ষেপে সাধারণ-গতি বলিয়া অভিহিত করা যায়, যদি জানুয়ারী মাস হইতে এই গতি গণনা করা হয়।

অঙ্কের লাঘব করিবার জন্য এই প্রক্রিয়াই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহার করা যায়, যথা :—

	ক	খ	ক + খ	ক²
জানুয়ারী	−৬	১·২০	৭·২০	৩৬
ফেব্রুয়ারী	−৫	·২৭	১·৩৫	২৫
মার্চ্চ	−৪	২·৯২	১১·৬৮	১৬
এপ্রিল	−৩	৩·৫৭	১০·৭১	৯
মে	−২	৬·৫২	১৩·০৪	৪
জুন	−১	১২·৬৭	১২·৬৭	১
জুলাই			−৫৬·৫৫	৯১

	ক	খ	ক+খ	ক²
আগষ্ট	+১	১৫·৭৫	১৫·৭৫	
সেপ্টেম্বর	+২	৯·৬৭	১৮·৩৪	৪
অক্টোবর	+৩	৩·৭৬	১১·২৮	৯
নবেম্বর	+৪	·০২	·০৮	১৬
ডিসেম্বর	+৫	·০৩	·১৫	২৫
	−৬	৭৩·৩৬	+৪৫·৬০	৫৫
			−১১·০৫	১৪৬
	Σক	Σখ	Σ(ক×খ)	Σক²

Σখ = ন×চ + ছ×Σক (১)

Σ(ক×খ) = চ×Σক + ছ×Σক² (২)

অর্থাৎ ৭৩·৩৬ = ১২×চ + ছ×(−৬) (৩)

এবং −১১·০৫ = −৬×চ + ছ×১৪৬ (৪)

বীজগণিতের নিয়ম অনুযায়ী চ ও ছএর পরিমাপ সাব্যস্ত করা যায় এইভাবে, (৪)কে ২ দ্বারা গুণন করিলে হয়,—২৩ = −১২×চ + ১৯২×ছ (৫)

এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারাও সময় ও তৎসংশ্লিষ্ট সংখ্যা পরস্পরে কিরূপভাবে জড়িত তাহা সাব্যস্ত করা যায়। সময় প্রায় মাঝামাঝি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় পার্শ্বে যোগ বা বিয়োগ ধরিয়া লইতে হয়; যথা, জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বার মাসের মধ্যে জুলাই বাদ দিয়া অর্থাৎ জুলাইকে ০ ধরিয়া জুন হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মাসকে ক্রমান্বয়ে −১, −২, −৩, −৪, −৫ ধরিয়া যাওয়া যায়, এবং আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মাসকে ক্রমান্বয়ে +১, +২, +৩ ইত্যাদি ধরা যায়।

পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত মত এই দুইটী সাম্যের মধ্য হইতে চ ও ছ এই দুইটী অপরিবর্ত্তনশীল সংখ্যার পরিমাপ সাব্যস্ত করিতে হইবে।

Σখ = ন×চ + ছ Σক

Σ(ক×খ) = চ×Σক + ছ + Σক²

এই দুইটী সাম্য ব্যবহার করিয়া এই উদাহরণে চ ও ছ এর পরিমাপ হয় এইরূপ

চ = ৬·২, ছ = ১৭

১৯২১ সনের বারিপাতের গতিনির্দ্দেশক অর্থাৎ সরল রেখাটি নির্দ্দিষ্ট হইল ;—

খ = ৬·২ + ·১৭×ক, গতি গণনা করা হইবে জুলাই মাস হইতে।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, পূর্ব্ব প্রক্রিয়া আর এই প্রক্রিয়ার পার্থক্য গতি গণনার স্থানের সম্বন্ধে। (৩) ও (৪) সাম্য যোগ করিলে হয়

$$ছ = \frac{৫০·৩৬ - ২৮৬ \times ছ}{২৮৬}$$

= ·১৭ প্রায়

(৩) সাম্যে ছ এর এই পরিমাপ প্রয়োগ করিলে চ এর পরিমাপ নির্দ্ধারণ করা যায় এইভাবে

৭৩·৩৬ = ১২×চ + ·১৭×(−৬) (৬)

১২×চ = ৭৪·৩৮

অর্থাৎ চ = ৬·২

প্রথম প্রক্রিয়ায় এই স্থান হইয়াছে ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাস, পরের প্রক্রিয়ায় এই স্থান হইয়াছে ১৯২১ সনের জুলাই মাস। সরল রেখা নির্দ্দেশ করিবার যে দুইটি অপরিবর্ত্তনশীল সংখ্যা আছে তাহাদের পূর্ব্বে নাম দেওয়া হইয়াছে চ ও ছ। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় চ ও ছ এর পরিমাপ এবং গতি-গণনার স্থান হইয়াছে এইরূপ :—

	চ	ছ	গতিগণনার স্থান
প্রথম প্রক্রিয়ায়	৪·৮৮	·১৯	জানুয়ারী
দ্বিতীয়	৬·১৮	·১৭	জুলাই

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় প্রায় একই সরল রেখা নির্দ্দেশ করিতেছে যথা—

প্রথম প্রক্রিয়ায় সরল রেখাটি যে মানে যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করে তাহা সাব্যস্ত করা যায় জানুয়ারী মাস হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া যে মাস-সংখ্যা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ছএর পরিমাপ ·১৯কে গুণন করিয়া গুণফলকে চএর সহিত যোগ করিলে। যথা জানুয়ারী মাস সংখ্যা ১ ধরিলে জুলাই মাসের সংখ্যা ৭, অতএব জানুয়ারীর খ হইবে—

খ = ৪·৮৮ + ·১৯×১ = ৫·০৭ এবং

জুলাইএর খ হইবে খ = ৪·৮৮ + ·১৯ × ৭

= ৪·৮৮ + ১·৩৩ = ৬·২১

কারণ, চ = ৪·৮৮ এবং ছ = ·১৯

তেমনি, দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় জুলাইকে ০ ধরিয়া পশ্চাৎদিকে জুন মাসে—১, মে মাসে—২ এবং জানুয়ারীতে—৬, এবং এইরূপ গণনায় দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় সরলরেখার জানুয়ারীর সংখ্যা হইবে খ = ৬·১৮ + ·১৭ × (-৬)

= ৬·১৮ − ১·০২ = ৫·১৬

এবং জুলাইয়ের সংখ্যা হইবে

খ = ৬·১৮ + ·১৭ × ০ = ৬·১৮ + ০ = ৬·১৮

অর্থাৎ উভয় প্রক্রিয়ায় গতিনির্দেশক সরলরেখার জানুয়ারী ও জুলাই-এর সংখ্যাগুলি এইরূপ—

প্রক্রিয়া	জানুয়ারী সংখ্যা	জুলাই সংখ্যা	
প্রথম	৫·০৭	৬·২১	·১৯
দ্বিতীয়	৫·১৬	৬·১৮	·১৭

এখানে ছ-এর পরিমাপ বিশেষ দ্রষ্টব্য, কারণ ছ-এর পরিমাপই প্রতি মাসের আপেক্ষিক গতি নির্দেশ করে, ইহারা উভয়েই প্রায় ·২ এর সমান।

(ক্রমশঃ)

ভারতের যৌথ কারবার

শ্রীকালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

সম্রাট অশোকের সময়ের কোন শেঠ যদি বিংশ শতাব্দীর ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে উপস্থিত হন, তবে তাঁর কাছে আধুনিক দুনিয়াটা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে। তাঁর সময়কার দুনিয়া ও বর্ত্তমান দুনিয়ায় একেবারে 'আসমান্-জমিন ফারাক'। তখনকার দ্রব্য-ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়-প্রথা এখন আর নাই। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পের স্থলে আজ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের চিমনীগুলি সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া অতীতকে যেন পরিহাস করিতেছে।

বর্ত্তমান কালের ব্যবসা-বাণিজ্য আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার দ্বারা এরূপভাবে প্রভাবান্বিত যে তাহাতে কুটীর-শিল্প আর প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না। তাই আজ দুনিয়ার বুকে বিরাট কল-কারখানার এত প্রাদুর্ভাব। আধুনিক ব্যবসা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালাইতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এত অর্থ ব্যক্তিবিশেষের তাঁবে সচরাচর থাকা অসম্ভব। তাই ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্য দেশেও ব্যবসা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধন যৌথ কোম্পানীর দ্বারা সংগৃহীত হইয়া থাকে। সীমাবদ্ধ দায়িত্বে বহু লোকের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দ্বারা যৌথ কোম্পানীগুলি পরিচালিত হয়।

ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানীগুলির উৎপত্তি বেশী দিনের ঘটনা নয়। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ইহাদের আর্থিক অবস্থাও নগণ্য। ইয়োরোপে অনেক আগেই যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। তথায় সরকার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া যৌথ কারবারগুলির অবস্থা দেশবাসীকে জানাইয়া দেন। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার যৌথ কোম্পানীগুলির সেরূপ বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন না। প্রায়ই দুই তিন বৎসরের বিবরণ একত্রিত হইয়া একবার রিপোর্টে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই দেশের লোক যথাসময়ে তৎসম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌হাল হইতে পারে না। দুই তিন বৎসরে অনেক নূতন কারবার স্থাপিত হয় ও অনেক পুরাতন কারবার বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য-বিভাগ হইতে ভারতে যৌথ

কোম্পানীর ১৯৩৭-৩৮ সনের অবস্থা সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সনে চল্‌তি যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ১০৬৫৭ দাঁড়াইয়াছিল। এই কোম্পানী-গুলির সমষ্টিগত আদায়ী মূলধন ছিল ২৭৯ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু তার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৭ সনে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ১০৯৫১ এবং আদায়ী মূলধন ২৮৪ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা ছিল। কাজেই এ হিসাবে দেখা যায়, ভারতে যৌথ কোম্পানীগুলির অবনতি ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানী আইন প্রচলিত হইবার পর হইতে ১৯৩৭-৩৮ সন পর্য্যন্ত মোট ২২৬৮৯টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। এইসব কোম্পানীর মধ্যে ১৯৩৭-৩৮ সনে মাত্র ১০৬৫৭টী চলতি ছিল। বাকী কোম্পানীগুলি কারবার গুটাইয়াছে। এইসব ফেল-মারা কোম্পানীর মধ্যে কতকগুলি আদৌ কাজ আরম্ভই করে নাই। কতকগুলি পরিচালকদের অক্ষমতা বা বৈদেশিক প্রতিযোগিতাবশতঃ অচল হইয়াছে।

আমাদের দেশে প্রচলিত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথারও কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। ম্যানেজিং এজেন্টরা কারবার রেজেষ্ট্রী করিবার সময় এমনভাবে চুক্তি করিয়া লন যাহাতে ভবিষ্যতে কোন ক্রমেই কোম্পানী অন্য লোকের হাতে যাইতে না পারে। পিতা কারবার চালাইবার উপযুক্ত বলিয়া ছেলেও যে তাঁহার স্থান উপযুক্ত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। প্রায়ই বড়-লোকের ছেলেরা আরাম-প্রিয় হইয়া থাকে। ব্যবসায়ীর পক্ষে বিষ-তুল্য অনেক মারাত্মক দোষেও তাহাদিগকে সমধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ফলে কর্ম্মিকর্ম্মা পিতার অবর্ত্তমানে অনেক সময়েই 'অকর্ম্মা' বংশধরের উপর কারবারের ভার ন্যস্ত হইয়া থাকে। তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অকর্ম্মণ্যতা কোম্পানীকে ধ্বংস করিয়া দেশের লোককে বিপন্ন করে। ব্যবস্থাপক সভায় আইন করিয়া এই প্রথার কিছুটা পরিবর্ত্তন করা সমীচীন।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

পৌষ—১৩৪৮ ১৬শ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহিঃ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

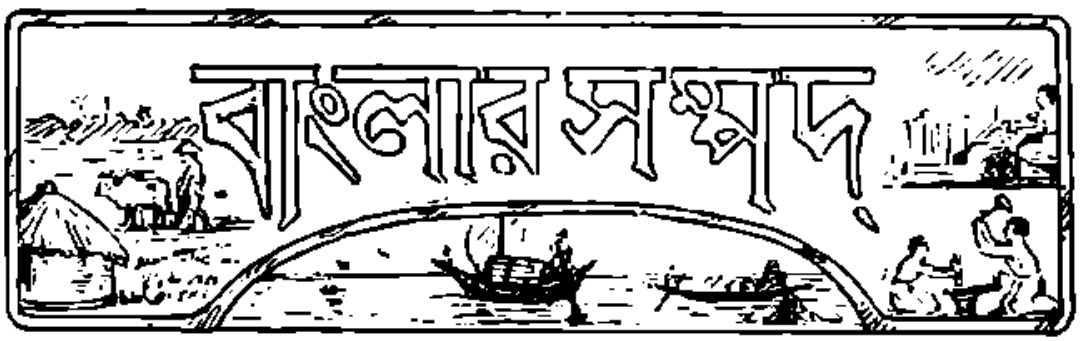

মেদিনীপুরে পল্লী-উন্নয়ন

(১) রাস্তাঘাট

বর্ত্তমান বৎসর কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগ্‌রা থানার অধীন বেহুরী ইউনিয়নের তিন মাইল দীর্ঘ খাস মহল রাস্তা মূলতঃ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে মেরামত করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড এই ব্যাপারে মাত্র ১৩৮৷৹ প্রদান করিয়াছে। প্রকৃত হিসাব করিলে দেখা যাইত যে, এই কার্য্যে ঐ অর্থের দশগুণ ব্যয় হইত। এগ্‌রা ইউনিয়ন বোর্ড সাত মাইল দীর্ঘ একটি কাঁচা রাস্তা এবং অপর একটি পিচ্‌-ঢালা রাস্তার জন্য ৩০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। পাচরোল নামক স্থানে চারিটি বাঁশের পুল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বারদা ইউনিয়ন বোর্ড অনুরূপভাবে তিনটি গ্রামে ১,০৫০ গজ পল্লী-পথ মেরামত করার কাজে ৭১৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। সিয়ারী বাসনবার পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে পটাশপুর থানার অন্তর্গত ১৪ নং ইউনিয়নের মৌজা বামনবার নামক স্থানে ৫০ ফুট দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং মোট দেড় মাইল লম্বা চারিটি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করিয়াছে। উক্ত থানার অন্তর্গত কানপুর মৌজায় প্রায় ১,৯০০ হাত রাস্তা স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত ৯৫৲ টাকা দ্বারা জামনগর সমিতি নির্ম্মাণ করিয়াছে। উক্ত ইউনিয়নেই তপচিবার পল্লী সমিতি ৩৫০ হাত দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা তৈরী করিয়াছে। মুক্তাফাপুর মৌজার অন্তর্গত লালট-জনা রোড হইতে পল্লীর মসজিদ পর্য্যন্ত ১,২০০ ফুট দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা স্থানীয় প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই রাস্তার উপর দুইটি বাঁশের পুল তৈরী করা হইয়াছে। এগ্‌রা থানার অন্তর্গত চোরাপলিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন মোট এক মাইল লম্বা তিনটি পল্লী-পথ স্থানীয় প্রচেষ্টায়

নির্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতর একটি জল-নিকাশের খালের উপর ৮৲ টাকা ব্যয়ে একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হইয়াছে; কাঠ ও তক্তা জনসাধারণ সরবরাহ করিয়াছে।

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত পলাশপাই পল্লী-সংগঠন সমিতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে অর্দ্ধমাইল লম্বা একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে। অনুরূপভাবে সাতপোতা পল্লী-সংগঠন সমিতি এক মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করে এবং সগলা পল্লী-সংগঠন সমিতি ১০০ গজ লম্বা একটি পল্লী-পথ মেরামত করে। ঘনশ্যামবাটী পল্লী-সংগঠন সমিতি শিমুলিয়া হইতে পাইরাশী পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথের সংস্কার করে। নিমতলা মনোহরপুর পল্লী-সংগঠন সমিতি আংশিকভাবে সরকারী সাহায্যলাভ করিয়া মনোহরপুর হইতে নিমতলা পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথ নির্মাণকার্য্য সমাধা করে। মহাবলা ও কইজুরী পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি করিয়া পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করে। ভগবানচক পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রায় ৭০০ ফুট লম্বা একটি রাস্তা নির্মাণ করে। ডেরী চাইপাট সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে ১০০ ফুট দীর্ঘ একটি সরকারী রাস্তা মেরামত করে। উক্ত পথ দিয়া যাতায়াত এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

তমলুক মহকুমার শ্রীরামপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি যাতায়াতের সুব্যবস্থা এবং চাষবাসের সুবিধার জন্য পুট-পুটিয়া, শ্রীকান্ত এবং কালাসন্ধা নামক মৌজার অন্তর্গত বাঁধগুলির সংস্কারসাধন করিয়াছে।

(২) জল-সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা

জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উন্নতি বিধানার্থ কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগরা থানার অধীন জগন্নাথপুর মৌজার ২ নং ইউনিয়নে দুইটি দলকূপ খনন করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড ৬০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে, বাদবাকী টাকা জনসাধারণ চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ৪ নং ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন হাট ইচ্ছা এবং পটাশপুর থানার অন্তর্গত ৬ নং ইউনিয়নের অধীন তেপার পাড়া নামক স্থানে পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত দুইটি পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ১১ নং ইউনিয়নের অধীন চোরে পালিয়া নামক স্থানে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে তিনটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। এগরা ইউনিয়ন বোর্ড জঙ্গল ও পুষ্করিণী পরিষ্কার করার জন্য ৮৯৷/০ আনা ব্যয় করিয়াছে এবং উক্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানার্থ যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ৮ নং ইউনিয়নের ভেথান নামক জায়গায় দুই হাজার গজ লম্বা জল-নিকাশের খালের সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ১১ নং ইউনিয়নের অধীন নির্ব্বাপুর নামক স্থানে গ্রাম-বাসিগণ নেওয়া খাল হইতে মাটি কাটিয়া দেড় মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরী করিয়াছে। এই রাস্তা বাঁধ হিসাবে উক্ত অঞ্চলকে রক্ষা করিবে এবং জল নিকাশের খাল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে সাহায্য করিবে।

ঘাটাল মহকুমায় রাধাবল্লভপুর ও সোনাখালি পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমিত জমির নালের বড় বড় পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। বালা সমিতি তিন বিঘা পরিমিত অঞ্চলের জঙ্গল সাফ করিয়াছে এবং গুহাটি, চাইপাট বেল-ডাঙ্গা এবং জোটেকেশব পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে ১২ বিঘা পরিমিত জমির জঙ্গল সাফ করিয়াছে। এই ভাবে সোনাখালী, কইজুরী ও হাতগেছি পল্লী-সংগঠন সমিতি উক্ত পরিমাণ জমি হইতে জঙ্গল সাফ করিয়াছে। সাতপোতা পল্লী-সংগঠন সমিতি ছয়টি পুষ্করিণী ও এগারটি ডোবা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। নাটোক, শ্যামগঞ্জ এবং সাগরপুর পল্লী-সংগঠন সমিতি তাহাদের অঞ্চলে আর নূতন করিয়া পানা জন্মাইতে দেয় নাই।

শ্যামগঞ্জ, নাটোক এবং পাইক-মাজিতার পল্লী চিকিৎসা-লয়সমূহ ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত রোগিগণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া অশেষ হিতসাধন করিতেছে। সোনাখালী পল্লী-সংগঠন সমিতি ৩০টি পুষ্করিণী, ভগবানচক

সমিতি ৮টি পুষ্করিণীর এবং পান্না সমিতি ৩টি পুষ্করিণীর পানা পরিষ্কার করিয়াছে। গত মে মাসে চাইপাট নামক স্থানে একটি নূতন পল্লী-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে উহা বেশ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। চৌকা ও ভগবন্তপুর সমিতিও গ্রামসমূহে উক্তরূপ চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ এলাকায় চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। আশা করা যাইতেছে যে, আগামী শীতকালের মধ্যেই এই দুইটি সমিতি দুইটি পৃথক ডিস্পেনসারী স্থাপনে সমর্থ হইবে। তমলুক মহকুমার অন্তর্গত কাপাসবেড়িয়া সমিতি পল্লীপথের উভয় পার্শ্বের জঙ্গল এবং খাল ও ডোবাসমূহ হইতে কচুরীপানা সাফ করিয়াছে।

(৩) শিক্ষা

শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির উন্নয়নার্থ কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগরা থানার অধীন বারিদা নামক স্থানে ৩০ জন শিক্ষার্থী লইয়া একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ৩ নং ইউনিয়নের অধীন নাট বানিচা নামক স্থানে ১,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই গ্রামে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক একটি নৈশ বিদ্যালয় সংগঠিত হইয়াছে।

পরস্পরের মধ্যে পল্লী-গ্রন্থাগার সার্ভিস্ বাক্সগুলি যথারীতি আদান-প্রদান ও ব্যবহার করা হইয়াছে এবং চলতি নৈশ বিদ্যালয়গুলি আশানুরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গত এপ্রিল মাসে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত পান্না-পল্লীসংগঠন সমিতি নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি নূতন শিক্ষা-কেন্দ্র খুলিয়াছে। কৃষ্ণপুর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাধাবল্লভপুর, দাসপুর, উত্তরবার, সোনাখালী, শুচহাটি, কাইজুরী, শঙ্করা, দোরীরাণীচক এবং ইরদালা প্রভৃতি চলতি কেন্দ্রসমূহ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। বহুসংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি এইসকল কেন্দ্রে উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। কৃষ্ণপুর, শ্যামগঞ্জ, উত্তরবার ও সাগরবার প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগার-সমূহ বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সার্ভিসে নূতন নূতন পুস্তক সরবরাহ করার ফলে জনসাধারণের মনে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। এইসকল বক্তৃতা শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে বহু জনসমাগম হইয়াছে।

তমলুক ও অন্যান্য মহকুমার অন্তর্গত ক্লাব ও গ্রন্থাগার-সমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ করিতেছে। পল্লী-মঙ্গলের গ্রন্থাগারসমূহে নূতন এবং চিত্তাকর্ষক পুস্তকাদি সরবরাহ করার ফলে সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং পাঠক-সমাজে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইতেছে।

(৪) কৃষিকার্য্য

কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যাপারে কাঁথি মহকুমা পল্লীসংগঠন সমিতি এরূপ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে উন্নত ধরণের বীজ ও সার বুদ্ধিমান কৃষকদিগের মধ্যে বিতরণ করিবার প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সমিতি কুটির-শিল্পের উন্নতি বিধানার্থ অর্থব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কাঁথি ওকট্রেনিং স্কুলে একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। দরিয়াপুর নামক স্থানে যে বঙ্কিম-স্মৃতি মেলা হইয়াছিল, তাহাতে একটি কৃষি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। কৃষি-বিষয়ক এবং পশ্বাদির উন্নতিবিধানার্থ বহু প্রাচীর-পত্র সর্ব্বজন সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

রামনগর থানার অন্তর্গত বাদলপুর নামক স্থানে এক সপ্তাহের জন্য অনুরূপ একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সরকারী সিনেমাপার্টি এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া কৃষি, পশ্বাদির উন্নতি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত বহু-বিধ ছবি প্রদর্শন করে। ঘাটাল মহকুমায় ডেরী পল্লী-সংগঠন সমিতি কৃষি-কার্য্যের উন্নয়নার্থ সেচ কার্য্যের সুবিধার জন্য ২,০০০ ফুট দীর্ঘ একটি জল-নিকাশের

খাল খনন করিয়াছে। পাট, চীনাবাদাম এবং জোয়ারের উন্নত ধরণের বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল এবং সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উহাদের চাষ বেশ ভাল হইয়াছে। গত জুন মাসে নাটোর নামক স্থানে একটি কৃষি-ফার্ম স্থাপিত হইয়াছে।

(বাংলার কথা)

গোল আলুর চাষে বাংলা ও ভারত

শতাব্দীকাল পূর্ব্বে গোল আলুর চাষ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু আজ সারা ভারতবর্ষে ইহার মত ব্যাপক চাষ আর কোনও সব্জীরই নাই। আবহুল শস্য হিসাবেও আলুর গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বৎসরে গড়ে প্রায় পাঁচ কোটি মণ আলু উৎপন্ন হয় এবং দুই টাকা মণ হিসাবে ইহার মূল্য দশ কোটি টাকা। গত পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে গড়ে প্রায় সাড়ে তের লক্ষ বিঘা জমিতে আলুর চাষ হইয়াছিল। বাঙলাদেশে আনুমানিক আড়াই লক্ষ বিঘা জমিতে ইহার চাষ হয় এবং সর্ব্বত্রই ইহার চাষ আরও বাড়িবে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সমতল ভূমির উত্তাপে আলু সংরক্ষণে অসুবিধা থাকায় এখন পর্য্যন্তও বহু পরিমাণ বীজ-আলু বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি হয়। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, গত কয়েক বৎসরে গড়ে তেত্রিশ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ মণ আলু ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে এবং এই আলু প্রধানতঃ বর্ম্মা, ইটালি এবং আফ্রিকার কেনিয়া উপনিবেশ হইতে আসে। বাংলায় যে আলু আসে তাহার প্রায় সবই বর্ম্মা হইতে আমদানি হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আলু-চাষ আমদানি বীজের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণে যে-কোন মাল আমদানি-রপ্তানির পথে প্রভূত বিঘ্ন ঘটে। এখন হইতে দেশের মধ্যে বীজ-আলু সংরক্ষণের কোনও সুব্যবস্থা না করিলে এ দেশের আলু-চাষের বিশেষ অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গত মহাযুদ্ধকালে দেখা গিয়াছিল ইটালি হইতে বীজ-আলু না আসায় বোম্বাই প্রদেশের শুধু পুণা জেলাতেই আলুর চাষ ১৯ হাজার বিঘা হইতে কমিতে কমিতে যুদ্ধের চার বৎসরে ৭ হাজার বিঘায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আলু একটা পচনশীল পদার্থ, তাই গুদামে ও পথে যাতায়াতে বহু পরিমাণ আলু উত্তাপে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। অনুমান হয় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে পঁচাশী লক্ষ মণ আলু এইভাবে লোকসান হয়। ইহার মূল্য দুই কোটি টাকার কাছাকাছি, অর্থাৎ ভারতবর্ষে মোট যে পরিমাণ আলু উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় পাঁচভাগের এক ভাগ নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণেই নিজেদের বীজ রাখার প্রতি চাষীদের আগ্রহ থাকে না। তাই চাষের সময়ে বেশী দাম দিয়াও অন্য স্থান হইতে বীজ ক্রয় করে এবং তাহাতে আলু-চাষের খরচাও অনেক বেশী হইয়া যায়। আবার, আলু উঠিলে কিছুদিন ঘরে রাখিয়া দাম চড়ার অপেক্ষা করিতেও চাষীরা ভরসা করে না। কম দরে মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিতে তাহারা বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক হিসাবে ইহা যে কত বড় লোকসান, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

আনন্দের বিষয় এই যে, ভারত-সরকারের কৃষি-গবেষণা পরিষৎ এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং আলু সংরক্ষণের ডিপোকে কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা রাখিয়া শুধায়-জাত আলুর পচন কি করিয়া নিবারণ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছেন। চাষীরাও যদি সেই সঙ্গে এই বিষয়ে যত্নশীল হয়, তাহা হইলে এ লোকসান অনেকটা বন্ধ হয় এবং বেশী দাম দিয়া বিদেশ হইতে বীজ-আলু কিনিতে হয় না। নিম্নোক্ত সহজ উপায়গুলি যথার্থভাবে অবলম্বন করিলে আলুর পচন নিবারিত হয়। বাংলার আলুচাষী ও আলু-ব্যবসায়ীরা এইগুলির প্রতি নজর রাখিলে উপকৃত হইবেন :—

(১) আলুর গাছগুলি পাকিয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে আলু তুলিবে না। এইরূপ আলুকেই পাকা আলু বলে।

(২) মাটি হইতে উঠাইবার সময় কোদালের আঘাতে দু'-পাঁচটা আলু কাটিয়া যায় বা তাহার ছাল

উঠিয়া যায়। এইরূপ কাটা বা ছাল-ওঠা আলু বাছিয়া পৃথক করিয়া সম্পূর্ণ অক্ষত আলুই গুদামজাত করিবে।

(৩) পোকা বা ছাতারোগে আক্রান্ত আলু রাখা উচিত নয় এবং এইরূপ আলু কখনও বীজরূপে ব্যবহার করিবে না।

(৪) খুব বড় আকারের আলু পচে বেশী, আবার খুব ছোট আলুতে সবল বীজ হয় না; সুতরাং মাঝারি আকারের আলুই বাছিয়া রাখা উচিত।

(৫) আলু মাটি হইতে উঠাইয়া গুদামজাত করিবার পূর্ব্বে দুই-একদিন রৌদ্রে শুকাইয়া রস কমাইয়া লইলে বেশী দিন টেঁকে।

(৬) আলুর গুদাম বেশ শুকনা অথচ ঠাণ্ডা এবং অবাধ বায়ু-চলাচলযুক্ত হওয়া চাই। বদ্ধ বা স্যাঁতসেঁতে ঘরে আলু খুব বেশী পচে।

(৭) আলু বস্তায় বাঁধিয়া রাখা উচিত এবং উহার স্তর এক ফুটের বেশী হওয়া অনুচিত। খুব উঁচু গাদা করিয়া রাখিলে ভিতরে গরম হইয়া আলু বেশী পচে। উক্ত এক ফুট স্তরের উপরে শুকনা মিহি বালি ছড়াইয়া আলুগুলি ঢাকিয়া দিলে পোকার আক্রমণ হয় না।

(৮) মৈত্র-আষাঢ় মাসে, অর্থাৎ ভিজা উত্তাপে আলু পচে সবচেয়ে বেশী। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে মধ্যে আলুর গাদাগুলি ভাঙ্গিয়া পচা আলুগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিলে লোকসান অনেক কমিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আলুর চাষ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে আলুর সাধারণ ফলন অতিশয় কম এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ফলনের সহিত তাহার তুলনাই চলে না। ইহার কারণ ইহা নয় যে, ভারতবর্ষের মাটি বা জলবায়ু আলুর অনুপযোগী। বাংলা দেশের হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিঘায় একশত মণ হইতে দেড়শত মণ পর্য্যন্ত ফলন প্রায়ই দেখা যায়; বাংলার অন্যান্য জেলায় আলুর সাধারণ ফলন বিঘাপ্রতি পঞ্চাশ-ষাট মণের বেশী নয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়, যথাযথভাবে চাষ হইলে বাংলার আলুর ফলন কতদূর বাড়িতে পারে। ভারতবর্ষে, তথা বাংলাদেশে, আলুর কম ফলনের কারণ—খারাপ বীজ, অনুপযুক্ত চাষ, সারের অভাব, পোকা ও ছাতারোগ দমনের প্রতি চাষীদের অবহেলা, এবং মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগী বীজের অভাব। নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আলুর ফলন অনেক বাড়ান যায়:—

(১) হাল্‌কা সরস মাটি' অর্থাৎ রসযুক্ত বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিই আলুর উপযোগী। এইরূপ মাটিতে আলু বড় হয় ও বেশী ফলে। আঁট মাটিতে আলুর ফলন কম হয়।

(২) আগাম লাগাইলে আলুর ফসল বাড়ে এবং বীজও শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। মাটি ও আকাশের অবস্থা বুঝিয়া কার্ত্তিক মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করা উচিত।

(৩) প্রয়োজন মত সার প্রয়োগে আলুর ফলন অনেক বাড়ে। আলু মাত্র তিন-চার মাসের ফসল। সুতরাং গরিমা বা রেড়ির খৈল এবং গোবর, এমোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্ প্রভৃতি যেসকল বিলাতী সার শীঘ্র গলিয়া যায়, সেইসকল সারই জমিতে কার্য্যকর হয়। আলু বসাইবার পূর্ব্বে জমিতে বর্ষাকালে শণ বা ধৈঞ্চার সবুজসার করিলে আলুর ফসল বেশী হয়।

(৪) পৌষ মাসে দুইবার এবং মাঘ মাসে একবার বা দুইবার জল সেচন করিলে আলু অনেক বেশী ফলে এবং খুব বড় হয়।

ভারতের লোকসংখ্যা

ভারতের আদমসুমারীর ফল প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, ১৯৪১ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ। ১৯৩১ সনে লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ। সুতরাং বৃদ্ধির হার শতকরা পনের হইয়াছে।

ব্রিটিশ ভারতে বৃদ্ধির হার শতকরা ১৪·২ এবং দেশীয় রাজ্য ও এজেন্সীসমূহে শতকরা ১৬·৩ হইয়াছে।

যেসব সহরে এক লক্ষাধিক লোকের বাস, সেই সব সহরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ সহরের সংখ্যা ১৯৩১ সন অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে এবং এইরূপ সহরের লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় এগার হইতে কাণপুরের ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় একশত পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। গবর্ণর-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বৃদ্ধির হার সর্ব্বাধিক অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ। দ্বিতীয় স্থান বাংলার। বাংলার বৃদ্ধির হার শতকরা কুড়ি।

ভারতবর্ষের রাজধানী ও চীফ কমিশনারের প্রদেশ দিল্লীর লোকসংখ্যা শতকরা ৪৪ জন বাড়িয়াছে।

অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা

ভারতের মোট ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙ্গালায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সর্ব্বাধিক, অর্থাৎ ৯১ লক্ষ ২০ হাজার জন। মাদ্রাজ তৎপরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার। আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম—মাত্র ছয় হাজার।

বৃটিশ ভারত ও করদ রাজ্যসমূহের জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের-সংখ্যা

(হাজার হিসাবে)

	জনসংখ্যা ১৯৪১	জনসংখ্যা ১৯৩১	বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−) (শতকরা)	অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৪১
ভারতবর্ষ	৩৮৮,৮০০	৩৩৯,১১৯	+১৫·০	৪৭,৩২২·৭
প্রদেশসমূহ	২৯৫,৮২৭	২৫৬,৭৪৫	,, ১৪·২	৩৭,০১৬·২
মাদ্রাজ	৪২,৩৪২	৪৪,২০৫	,, ১১·৬	৬,৪২০·৯
বোম্বাই	২০,৮৪৮	১৭,৯৯২	,, ১৫·৯	৪,০৬৭·৮
বাংলা	৬০,৩১৪	৫০,১১৬	,, ২০·৩	৯,৭২০·৪
যুক্তপ্রদেশ (আগ্রা ও অযোধ্যা)	৪৫,০২১	৩৮,৪০৯	,, ১৩·৬	৪,৬৫৩·৩
আগ্রা	৪০,৯০৬	৩৫,৬১৪	,, ১৪·১	৩,৭৩১·৮

	জনসংখ্যা ১৯৪১	জনসংখ্যা ১৯৩১	বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−) (শতকরা)	অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৪১
অযোধ্যা	১৪,১১৪	১২,৭৯৫	,, ১০·৪	৯২১·৫
পাঞ্জাব	২৮,৪১৯	২৩,৪৮১	,, ২০·৫	৩,৯৬৪·৭
বিহার (বিহার ও ছোটনাগপুর)	৩৬,৩৪০	৩২,৩৭১	,, ১২·৩	৩,৩৩৯·৭
বিহার	২৮,৮২৪	২৫,৭২৯	,, ১২·৫	২,৬৮৫·৮
ছোটনাগপুর	৭,৫১৬	৬,৬৪২	,, ১৩·১	৬৫৩·৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৬,৮২২	১৫,৩২৩	৯·৮	১,৯০৯·৭
মধ্যপ্রদেশ	১৩,২২০	১১,৮৯১	,, ১১·৩	১,৩৫২·৮
বেরার	৩,৬০২	৩,৪৪২	৪·৬	৫৫৬·৯
আসাম	১০,২০৫	৮,৬২৩	,, ১৮·২	১,১৭৪·৩
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩,০৩৮	২,৪২৫	,, ২৫·২	২৩৩·৯
উড়িষ্যা	৮,৭২৯	৮,০২৬	৮·২	৯৪৮·২
সিন্ধু	৪,৫৩৭	৩,৮৮৭	,, ১৬·৭	৪৭৩·৮
আজমীঢ়-মাড়োয়ার	৫৮৪	৪০৭	,, ১৫·১	৭৯·০
আন্দামান নিকোবার দ্বীপ	৩৪	২৯	,, ১৫·৪	৬·৯
আন্দামান	২১	১৯	,, ১১·৮	
নিকোবার	১৩	১০	,, ২২·৫	
বেলুচিস্থান	৪০২	৪৬৪	৮·২	
কুর্গ্	১৬৯	১৬৩	৩·৩	
দিল্লী	৯১৭	৬৩৯	,, ৪৪·১	

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা

ইংলণ্ডের আধুনিকতম শিল্পব্যবস্থায় যে ১৯ জন ভারতীয় ছয় মাসের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লেচওয়ার্থ গার্ডেন সিটির হোষ্টেলে সার্টিফিকেট প্রদান করা হইয়াছে। গত সোমবার সহকারী ভারতসচিব ভিউক অব ডেভনশায়ার এই সার্টিফিকেটগুলি প্রদান করিয়াছেন।

এই শিক্ষার জন্য এদেশে কয়েকদল শিক্ষার্থী আগমন করিয়াছেন। এই প্রথমদল শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৫০ জন ভারতীয় রহিয়াছেন। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদিগকে সম্প্রতি লর্ড মেয়র, মাঞ্চেষ্টারের অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষার্থীদের কার্য্যাবলী-সম্পর্কে ভারত-সচিব মিঃ আমেরী যে চমৎকার রিপোর্ট পাইয়াছেন তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্ব্বক এক বাণী প্রেরণ করেন। ডিউক অব্ ডেভনশায়ার মিঃ আমেরী-প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। মিঃ আমেরী শিক্ষার্থীদের শুভকামনা করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের আশা জ্ঞাপন করেন। গত মে মাসে যে ৫০ জন ভারতীয় শিক্ষার্থী এদেশে আগমন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ প্রথম আগত দল। লেচওয়ার্থস্থ তাঁহাদের শিক্ষাকেন্দ্র ও হোষ্টেল গত

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী পরিদর্শন করিয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে দ্বিতীয় শিক্ষার্থিদল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এই শিক্ষার্থীদের সকলেরই বয়স বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। এই শিক্ষার্থীদের সকলেরই পূর্ব্ব হইতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন পূর্ব্ব হইতেই সুপটু শ্রমিক ছিলেন। শিক্ষাকেন্দ্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষা-লাভের পর তাঁহাদিগকে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা-কারখানায় প্রেরণ করা হয়। সেইসকল কারখানা হইতে শিক্ষার্থীরা সময়োপকরণ নির্ম্মাণ সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

হোষ্টেলে থাকাকালীন শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্য জীবনযাত্রাপ্রণালী শিক্ষা করেন এবং পরে ইংরাজ পরিবারদের সহিত থাকিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যের খাদ্যাদিতে অভ্যস্থ করান হয়। তাঁহারা কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা প্রণালীতেই অভ্যস্থ হন নাই, ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন এবং তাহা পরিচালনের সহিত মালিক ও শ্রমিকদের বিবাদ মিটানো এবং সাধারণভাবে শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কি উপায়ে উন্নতি করা যাইতে পারে, সেই সম্পর্কেও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা

গত আগষ্ট মাসে ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল ভারতবর্ষে ১৬২ প্রকার দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছে। ইহার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং মাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছুচির-শিল্পের জিনিষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য আছে। এই অর্ডার হইতে দেখা যায় ভারতবর্ষ শুধু যে অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে তাহাই নহে, মনিহারি দ্রব্য, ইলেকট্রিক্ সরঞ্জাম, চামড়ার জিনিষ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি দ্রব্যাদিও সরবরাহ করিতেছে।

দেশরক্ষা বিভাগের চাহিদা মিটাইয়াও ভারতবর্ষ এই সকল দ্রব্য সরবরাহ করিতে সমর্থ হইতেছে। বস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের জন্যই সর্ব্বাধিক অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। ভারতে প্রস্তুত শেলাইয়ের কলের জন্যও বড় বড় অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

দুনিয়ার পেট্রল

১৯৩৮ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, এই বৎসরে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন পেট্রলের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮ কোটী টন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর পেট্রল উৎপাদনের পরিমাণ চার কোটী টনের উর্দ্ধে বৃদ্ধি পায়, ইহার মধ্যে একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনেই ৩ কোটী টন বৃদ্ধি পায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার চিরাচরিত প্রথম স্থান দখল করে। এই বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ কোটী টনের উর্দ্ধে। যেসকল দেশের পেট্রল খনি বৃটিশ ব্যবসায়ীবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় তাহাদের উৎপাদনের মধ্যে ইরাণের উৎপাদন ৩ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটী ১ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। ইরাকের উৎপাদন প্রায় ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার ত্রিনিদাদের উৎপাদন ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ২১ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। পারস্য উপসাগরে বাহেরিন দ্বীপপুঞ্জের তৈলের উৎপাদনও গত কয়েক বৎসরে ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ১০ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। দুইটি মার্কিণ প্রতিষ্ঠান এই দ্বীপের তৈল খনির পরিচালনা করিতেছে।

দুনিয়ায় পাটের চাহিদা

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি জুলাই মাসে যে বুলেটীন প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জাপানে প্রধান প্রধান ৮টি চট কলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে একটি কলে ফরমোসায় উৎপন্ন পাট ব্যবহৃত হয়। অপরাপর মিলসমূহে ভারত হইতে আমদানি পাট ব্যবহৃত হয়। পাট আমদানিকারক সঙ্ঘের মারফতে জাপানের চটকল-সমূহ তাহাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় পাট ক্রয় করে। শুধু এই সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দই জাপানে পাট আমদানি করিবার অধিকারী। জাপানী চটকলসমূহ মেস্তা, শণ ও চীনের একপ্রকার ঘাসও ব্যবহার করে। এইসকল জিনিষ চীন, মাঞ্চুকুও এবং জাপানে উৎপন্ন হয়। পাটের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন দ্রব্যাদি চাষের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা চলিতেছে। মাঞ্চুকুওতে এইসকল দ্রব্যের চাষ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। গম, ধান্য, যব, ছোলা, বার্লি প্রভৃতি বস্তাবন্দী করিবার কাজে জাপানে চটের থলিয়ার পরিবর্ত্তে ছোবড়ার তৈরী থলিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

ব্রাজিলে পাটের ব্যবসা

কিছুকাল যাবৎ ব্রাজিলে বিভিন্ন চটকলের কাজ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বাড়িয়াছে। ১৯৪০ সনে ব্রাজিলে ২৯৮ টন চট, ২৯ টন পাটের সুতলী, ৬৭ টন থলিয়া এবং ৫৪২৭ কিলোমিটার তুলা প্যাক করিবার চট আমদানি হইয়াছে। এই হিসাব হইতে যদি অনুমান করা হয় যে, ভবিষ্যতে ব্রাজিল আরও অধিক পরিমাণে ভারতীয় পাট আমদানি করিবে, তাহা হইলে ভুলই করা হইবে। কেন না ব্রাজিলে উৎপন্ন পাট ও পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য অপরাপর দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রাজিল সরকার

চটকলসমূহে কারোয়ার আশ নামে এক প্রকার জিনিষ পাটের সহিত ব্যবহার করিবার জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯৪০ সনে ব্রাজিলে ২২,৪০৬ টন কাঁচা পাট আমদানি হয়। ১৯৩৯ সনে আমদানির পরিমাণ ছিল ২৬,৭৩২ টন।

আর্জ্জেন্টিনায় পাটের অবস্থা

আর্জ্জেন্টিনায় চটের থলিয়ার অভাব ও দরবৃদ্ধি সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ শুনা যাইতেছে। কাঠ ফলার উৎপাদনকারীরা একযোগে এই আবেদন জানাইয়াছেন যে, চটের থলিয়ার অত্যধিক দর বৃদ্ধির দরুণ তাহাদের থলিয়া ব্যবহারের হাত হইতে রেহাই দেওয়া হউক।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাটকর

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের থলিয়া তৈরীর কাজে পাটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য মিঃ ফুলমার কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্যাদির আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মিঃ ফুলমার ইতি পূর্ব্বেও একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নকল সিল্ক ও অপরাপর ধরণের সুতা অথবা তিসি প্রভৃতি গাছের আঁশ আমদানির উপর ট্যাক্স ধার্য্যের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে মিঃ ফুলমারের প্রস্তাবিত বিলে পাটের উপর সমভাবেই ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পাটের শ্রেণী বিভাগ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দেশরক্ষার পরিকল্পনার পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একান্ত প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় এই তিনটী ভাগে যাবতীয় দ্রব্যাদি বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমে পাটকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আওতায় ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু ওয়াশিংটনের পাট ব্যবসায়ীদের সমবেত চেষ্টায়, পাটজাত দ্রব্যাদিকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে, কেননা ইহাতে ভবিষ্যতে পাটের জন্য যাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্থান পাওয়া যাইবে।

মার্কিণ দেশের আমদানি ও রপ্তানির বহর

রপ্তানি

(মিলিয়ন ডলার)

মাস	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
জানুয়ারী	২২৩	২৮৯	২১৩	৩৭০
ফেব্রুয়ারী	২৩৩	২৬২	২১৯	৩৪৭
মার্চ্চ	২৪৭	২৭৫	২৬৮	৩৪১
এপ্রিল	২৬৯	২৭৪	২৩১	৩২৩
মে	২৯০	২৪৭	২৪৯	৩২৪
জুন	২৬৫	২৩৩	২৩৬	৩৫০
জুলাই	২৬৮	২২৮	২৩০	৩১৭
আগষ্ট	২৭৭	২৩১	২৫০	৩৫১
সেপ্টেম্বর	২৯৭	২৪৬	২৮৯	২৯৫
অক্টোবর	৩৩৩	২৭৮	৩৩২	৩৪৪
নবেম্বর	৩১৫	২৫২	২৯২	৩২৮
ডিসেম্বর	৩২৩	২৬৯	৩৬৮	৩২২
বৎসর	৩,৩৪৯	৩,০৯৪	৩,১৭৭	৪,০২১

আমদানি

(মিলিয়ন ডলার)

মাস	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১
জানুয়ারী	২৪০	১৭১	১৭৮	২৪২	২২৯
ফেব্রুয়ারী	২৭৮	১৬৩	১৪৮	২০০	২৩৪
মার্চ্চ	৩০৭	১৭৩	১৯০	২১৭	২৬৮
এপ্রিল	২৮৭	১৬০	১৮৬	২১২	
মে	২৮৫	১৪৮	২০২	২১১	
জুন	২৮৬	১৪৬	১৭৯	২১১	
জুলাই	২৬৫	১৪১	১৬৯	২৩২	
আগষ্ট	২৪৬	১৬৬	১৭৬	২২১	
সেপ্টেম্বর	২৩৩	১৬৮	১৮২	১৯৪	
অক্টোবর	২২৪	১৭৮	২১৫	২০৭	
নবেম্বর	২২৩	১৭৬	২৩৫	২২৪	
ডিসেম্বর	২০৯	১৭১	২৪৭	২৫৩	
	৩,০৮৪	১,৯৬০	২,৩১৮	২,৬২৫	

উপরিউক্ত আমদানি ও রপ্তানির হিসাব তুলনামূলকভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, রপ্তানি অধিক হইয়াছে। কোন্ কোন্ বৎসরে কত পরিমান রপ্তানির আধিক্য হইয়াছে তাহাই নিম্নে দেখান হইল :—

রপ্তানির আধিক্য

(মিলিয়ন ডলার ছিঃ)

মাস	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
জানুয়ারী	—১৮	১১৮	৩৫	১২৮
ফেব্রুয়ারী	—৪৫	৯৯	৬১	১৪৭
মার্চ্চ	—৫১	১০২	৭৭	১৩৪
এপ্রিল	—১৮	১১৫	৪৫	১১১
মে	৫	১০৯	৪৭	১১২
জুন	—২১	৮৭	৫৭	১৩৮
জুলাই	৩	৮৭	৬১	৮৪
আগষ্ট	৩১	৬৫	৭৪	১৩০
সেপ্টেম্বর	৬৩	৭৯	১০৭	১০১
অক্টোবর	১০৮	১০০	১১৭	১৩৭
নবেম্বর	৯২	৭৬	৫৭	১০৪
ডিসেম্বর	১১৫	৯০	১২১	৬৯
বৎসর	২৬৫	১,১৩৪	৮৫৯	১,৩২৬

মার্কিণ দেশের বাণিজ্যিক লোকসান

মার্কিণ দেশে প্রতি ডিষ্ট্রিক্টে কি পরিমাণ বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

ফেডারাল রিসার্ভ ডিষ্ট্রিক্ট	সংখ্যা			ডলার		
	১৯৪১		১৯৪০	১৯৪১		১৯৪০
	এপ্রিল	মার্চ্চ	এপ্রিল	এপ্রিল	মার্চ্চ	এপ্রিল
বোষ্টন	১০৩	১০৮	১০৬	১,২১৩	১,২৪৬	১,৩৯১
নিউইয়র্ক	৪০৭	৪৫৬	৪৪০	৫,৭১৫	৪,৪৬৬	৬,৩২০
ফিলাডেলফিয়া	৫৬	৭৮	৯৯	৬৬৭	১,১৬৪	১,৪৬৬
ক্লিভল্যাণ্ড	৬১	৮১	৪৬	৮৮১	১,০০৩	৪৯৭
রিসমণ্ড	৪২	৩৫	৪৮	২৮১	৫৪৭	৩৪৮
এ্যাটলাণ্টা	৪৫	৪৪	৭০	৯৫৮	৪৩৯	৮২৯
সিকাগো	১৫০	১৪৬	২০১	১,৯৭১	১,৪১০	২,২১৫
সেণ্টলুই	৩৬	৪৮	৩৮	১৮৪	৮০০	৪৩৮
মিনিয়াপোলিস	২৪	১৫	১৯	৩০২	২০৬	২৭২
কনসাস সিটি	৪৪	৪৯	৫৫	১৯৪	৪৫৫	৪২২

যুদ্ধে বিনষ্ট বাণিজ্য-জাহাজ

গত ১৩ মাসে যেসকল জাহাজ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে অথচ তাহারা বাস্তবিক বাণিজ্যের কাজ সরবরাহ করিতেছিল তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

যে মাসে বিনষ্ট হইয়াছে	ব্রিটিশ		মিত্রশক্তির ও নিরপেক্ষ দেশ		মোট	
	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন
১৯৪০						
মার্চ্চ	১৪	৩৪,৪৬৭	২৩	৫৮,১৩৭	৩৭	৯৭,৬০৪
এপ্রিল	২১	৭৫,২৫৮	২১	৬০,১১৪	৪২	১৩৫,৩৭২
মে	৩১	৭৫,১৪১	৩৩	১৭৩,৪৯৯	৬৪	২৪৮,৬৫০
জুন	৬৫	২৬৯,৭৮৩	৬৩	২৬৪,১১৯	১২৮	৫৩৩,৯০২
জুলাই	৬৮	২৮৪,৭৮৩	৩৫	১১০,৪৯৯	১০৩	৩৯৫,৩৮২
আগষ্ট	৫৭	২৮২,২৩০	২৯	১০২,৪৫০	৮৬	৩৮৪,৭৮০
সেপ্টেম্বর	৬০	৩০৭,৪২৭	৩২	১২৮,১২৬	৯২	৪৩৫,৫৫৩
অক্টোবর	৬৬	২৯৯,৩৯৯	৩০	১১৭,৭০৮	৯৬	৪১৭,১০৭
নবেম্বর	৬৩	২৮৬,১২৬	২০	৬৮,৯৯০	৮৩	৩৫৫,১১৬
ডিসেম্বর	৫৪	২২৪,০৬৫	১৭	৮২,৮৯০	৭১	৩০৬,৯৫৫
১৯৪১						
জানুয়ারী	৪০	২০০,৩৭০		৮৬,৮৯৪		২৮৭,২৬৪
ফেব্রুয়ারী	৬৫	২৪৮,৮৮০		৬৯,৪৮১		৩১৮,৩৬১

ফ্রান্সের পতনের পর ব্রাজিলের বিদেশী বাজার

	আমদানি		রপ্তানি	
	১৯৩৮	১৯৪০	১৯৩৮	
গ্রেট ব্রিটেন	১১·৬	২·১	৮·৪	
স্পেন পর্তুগাল	২·২	১·৯	৯২·১	৫·০
অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ	৪৮·৫	৪·০		
	৬৩·৩	১৫·০	৫০·৫	১৯·০
ইউ. এস্. এ.	২৯·৩	৪৫·৫	৩৫·২	৫১·০
আর্জেন্টিনা	১০·৪	১২·৩	৪·৭	৯·০
অন্যান্য	৩·৪			

মুসলিম সাহিত্য পরিষদে বিনয় সরকারের যন্ত্রনিষ্ঠা

১৬ নবেম্বর রবিবার ১৯৩১ অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকার সময় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় ১১৪নং লোয়ার সার্কুলার রোডে (ডেন্টাল কলেজ-হলে) এক সাহিত্য-সভার অধিবেশন হয়। মিঃ এস্. ওয়াজেদ আলী বি-এ (ক্যান্টাব) বার-এট-ল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক শৈলেশ গাঙ্গুলী, অধ্যাপক আবদুস সাদেক, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইদরিস আলী, মৌলভী নইনউদ্দীন হসায়ন বি-এ, কবি আবদুল কাদির, কাজী মিঃ হাশমৎ উল্লাহ এম-এ, মিঃ আবদুল হাকিম বি-এ, মিঃ নুরুল হুদা বি-এ, মিঃ ওসমান গনি বি-এল্. মিঃ মোস্তাফিজুর রহমান খাঁ, কবি কাজী কাদের নওয়াজ, মিঃ আবদুল রহমান, মিঃ ছিজেন গাঙ্গুলী, মিঃ খালেকদাদ চৌধুরী, মিঃ মোহাম্মদ কবির উদ্দীন, মিঃ মোহাম্মদ মুকুজ্জমান খাঁ, মিঃ এস, এম, খতিবুল্লাহ, হাজি মোহাম্মদ আজহারুল হক প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভার কার্য্যে যোগদান করেন। অধ্যাপক আবদুস সাদেক "বাঙ্গলার অর্থনৈতিক গঠন" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, অত্যধিক সুদ চার্জ্জের দরুণ এদেশে যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালার নিরন্ন কৃষককুলের নর্ম্মান্তিক দুর্গতির কাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত নোট প্রচলন এবং সেই কাগজের টাকা কৃষকদিগকে কর্জ্জ দিয়া এদেশের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির পথ অবারিত করিতে পারেন।

অতঃপর স্বনামধন্যসিদ্ধ প্রফেসার বিনয়কুমার সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এদেশের ধনবিজ্ঞানীদের মোটামুটি ধারণা, এদেশ অতীতে সমৃদ্ধিশালী ছিল। ১৯২০ সনের পর ভারতে এ-বিষয়ে যত বই বাহির হইয়াছে তাহাতেও এই কথাই প্রবল যে, আমরা ক্ষয়িষ্ণু ও দরিদ্র, কিন্তু অতীতে আমরা ছিলাম বিত্তশালী। এ-ধরণের উক্তিতে সুপ্রকট যে, এদেশের অবস্থার বিচারে আমরা এক প্রকার মাপকাঠি ব্যবহার করি এবং অন্য দেশের বিচারের বেলায় অন্য মাপকাঠি ব্যবহার করি। আমাদের 'ভারত মাতা' 'ভারত মাতা' চীৎকারে অনেক সময় ইহাই মনে হয় যে, আমাদের মতন দেশপ্রেমিক কোনো দেশে বুঝি আর নাই। কিন্তু আমার কাছে বাঙ্গলার তথা ভারতের আর্থিক গড়ন পৃথিবীর যে কোনো দেশের আর্থিক গড়ন হইতে মোটের উপর পৃথক নয়। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমরা কুসংস্কারপ্রিয় ও নিরক্ষর ; সভ্য-জগতের বহির্ভূত জাতি। আমার মতে যন্ত্রপাতির ব্যবহারই হইতেছে সভ্যতার মাপকাঠি। বাঙ্গালী বা ভারত-সন্তান যে যতখানি যন্ত্রনিষ্ঠ সে ততখানি সভ্য। আমাদের দেশে রাসায়নিক কুলী ও বৈজ্ঞানিক মজুরের আবির্ভাব কিছু কিছু হইয়াছে বটে ; কিন্তু কোনো কার্য্যকর যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা জন্মান নাই বলিলেই চলে। আমরা গোরুর গাড়ী ও কলুর ঘানি তৈয়ার করিয়াছি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে পারি নাই। এই যন্ত্রহানিই সভ্যতাহানির মূলীকৃত হেতু। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইউরোপের মাত্র দশ আনা লোক সভ্য। বর্ত্তমান রাশিয়া যন্ত্রনিষ্ঠ হইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে। সেজন্যই দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী আক্রমণের

বিরুদ্ধে আজও টিঁকিতে পারিতেছে। জারের আমলের অবস্থা থাকিলে সেপ্টেম্বর মাসেই মধ্যে নাৎসী-কবলে চলিয়া যাইত। রাশিয়ার যন্ত্র-প্রয়োগ শক্তি যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ তাহার কারখানাসমূহের শ্রমিক সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়িয়াছে; সে অনুপাতে সে হইয়াছে সভ্য অর্থাৎ উন্নত জীবন-যাত্রার অধিকারী। পাঁচকোটী ইংরেজের এক পঞ্চমাংশ হইতেছে কারখানার সঙ্ঘবদ্ধ মজুর। জার্মাণির এক-চতুর্থাংশ আর রাশিয়ার এক-দশমাংশ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক। কিন্তু ভারতের মামুলী মজুরের সংখ্যা হইতেছে ২০ লক্ষ আর নিয়মিতভাবে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ৪ লক্ষ। এই হিসাবে বাঙ্গলার মজুর সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাঙ্গালাও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে বটে; কিন্তু সেই উন্নতি হইতেছে হোমিওপ্যাথিক মাত্রায়। ফ্যাক্টরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দিক্ দিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গলা গোটা এশিয়ারই অনেকটা অনুরূপ। তবে ১৯০৫ সন হইতে জাপান দ্রুততর বেগে যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে আগাইতেছে। জাপান আজ সম্পন্ন দেশ, কাজেই সুসভ্য। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষায় অসভ্যতাই হইতেছে দারিদ্র্য। দরিদ্র ও অসভ্য একার্থক। ১৮৫০ সন হইতে যে-সব বাঙ্গালী বিত্তশালী হইয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা কি সত্যই বিত্তাধিকারী ছিলেন? আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ধনবান ও সুখী ছিলেন—আমরা হইয়া গিয়াছি অসুখী ও গরীব, এইরূপ চিন্তা হইতেছে বুজরুকী। বিশ্বের যে কোনো মানুষ কোন-না কোন কারণে অসুখী, সর্ব্ববিষয়ে পরিপূর্ণ সন্তোষ কোনো মানুষেরই ভাগ্যে নাই। এদেশে অতীতে যতগুলি বাড়ী ছিল, লোকসংখ্যা অনুপাতে একালে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ধান বেশী উৎপন্ন হইতেছে। মাথাপিছু চাউল কম রান্না হইতেছে না। গোটা ভারতে যত কাপড় দরকার তার এক-তৃতীয়াংশ আজও এদেশের তাঁতী ও জোলারা বুনিতেছে। অতীতের "সোনার বাঙলা" সম্বন্ধে কী জানি? মসলিনের কথা বলা হয়, কিন্তু সেই মসলিন তৈয়ার করিয়া কয়টি পরিবার জীবন-ধারণ করিতে পারিত। সেকালের বিদেশী পর্য্যটকদের পুঁথি সহায় করিয়া এদেশের ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়া থাকে, কিন্তু অতীতের গৌড় ও মুর্শিদাবাদের অংশ বিশেষ দেখিয়াই কি সমগ্র দেশের বিচার চলে? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ সনে একটা বিলাতী কমিশনে সাক্ষী দিতে গিয়া বলেন যে, এদেশের তাৎকালীন ধনীদের আহার্য্য হইতেছে ভাত মাছ ও তরকারী এবং জনগণের খাদ্য হইতেছে ভাত ও নুণ। রামমোহনের উক্তি হইতে সুস্পষ্ট যে, সেকালে স্বল্পসংখ্যক ধনী ব্যবহার করিত কতুয়া ও শাল, বাস করিত ইষ্টক-গৃহে, আর অগণিত জনসাধারণ পরিধান করিত নেংটী, বাস করিত চালা-ঘরে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ফুল্লরা যেভাবে 'বারমাস্যায়' দুঃখ-দুর্দ্দশার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে একালের অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, আজিকার অবস্থা তদপেক্ষা খারাপ নয়। আমরা বর্দ্ধিষ্ণু নিশ্চয়ই, তবে অত্যন্ত ধীরে ধীরে আমরা আলো, আনন্দ ও অমৃতের পথে অগ্রসর হইতেছি। পক্ষ পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে লেনিনের মতো আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি ব্যক্তিগত পুঁজির স্থানে রাষ্ট্রগত পুঁজির সৃষ্টি করেন। তাহার অধিকাংশই তিনি এবং তাঁহার ম্যানেজার নিয়োগ করিলেন ফ্যাক্টরী পরিচালনায়। আজ রাশিয়া যতখানি হইয়াছে যন্ত্রনিষ্ঠ, ততখানি সভ্য। কিন্তু তাহাতে জনগণের চাষীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উন্নতি হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে সেই পন্থা অনুসরণের কথা ভাবিতে হইবে।

অতঃপর অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বলেন যে, একজন রুশীয় মনীষীর মতে মারণ-যন্ত্রের প্রতিযোগিতায়ই ভারতবর্ষ হারিয়া যায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে। যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ও উদ্ভাবনার বিষয় ভাবিবার সময় এই মারণ-যন্ত্রের প্রয়োজন ও কার্য্যকারিতার কথাও ভাবা দরকার। যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যেই আছে শোষণ-নীতি ও প্রতিযোগিতার স্থান; তাহার ফলে জাতিতে জাতিতে কিরূপ স্বার্থ-সংঘর্ষ জাগে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার পশ্চাদ্‌পদ জাতিগুলির ভাগ্য কিরূপ বিড়ম্বিত হইয়া থাকে,

তাহার প্রতিও লক্ষ্য করিতে হইবে। যন্ত্রশক্তির সহায়তা নিশ্চয়ই চাই; কিন্তু তৎসঙ্গে চাই মানুষের মনোভাবের পরিবর্ত্তন। সমৃদ্ধির মূলে আছে কর্ম্মোদ্দীপনা, সভ্যতার মাপকাঠি হইতেছে সৃষ্টি-কার্য্য। আহার ও পরিধেয়ের পরিমাণ দ্বারা নয়, প্রাণের প্রাচুর্য্য দ্বারাই চিহ্নীকৃত হয় জাতির ঐশ্বর্য্য। আমরা যে দরিদ্র, তাহার প্রমাণ, আমাদের অভাবের বোধও তীক্ষ্ণ নয়। আজ চাই সংহতি-বোধ। এই বোধ নাই বলিয়াই আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কিছু করিবার চেষ্টা বা আয়োজন নাই।

অতঃপর কবি কাজী কাদের নওয়াজ, মিঃ কাজী হাশনৎ উল্লাহ্, মিঃ নুরুল হুদা, মিঃ আবদুল কাদির এবং অধ্যাপক মোহম্মদ ইদ্‌রিস আলী বাঙ্গলার অর্থনীতিক সংগঠন সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি সাহেব তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিলে পর রাত্রি প্রায় ৭টার সময়ে সভাভঙ্গ হয়।

(নবযুগ, কলিকাতা)

নারীর অভিযোগ

নারীর প্রতি আজ প্রচলিত কয়েকটি প্রধান সামাজিক অবিচারের উদাহরণ দিতে চাই এবং তৎসঙ্গে সেসব অবিচারের প্রতিকার সম্বন্ধেও আলোচনা করতে চাই।

বিবাহ প্রথা:—প্রাচীন যুগে বাল্যবিবাহপ্রথা এক-রকম ভালই ছিল, এই হিসাবে যে, অপরিণতবয়স্ক বালিকা, জ্ঞান-বিদ্যা দ্বারা সুমার্জ্জিত না হয়ে সরল মন নিয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতো এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের দায়িত্বও বুঝ্‌তো। কিন্তু এখনও এদেশে প্রাচীন যুগে প্রবর্ত্তিত সামাজিক নিয়মকানুনকে যুগোপযোগী করবার কোনও চেষ্টাই হলো না। সারদা-আইনের প্রবর্ত্তনে বাল্যবিবাহের প্রথা কিছুমাত্র রোধ হয় নি।

"কনে দেখা":—বিয়ের আগে "কনে দেখা" হয়। ছেলের অভিভাবকেরা মেয়ের বাড়ীতে এসে সমুচিতভাবে আপ্যায়িত হয়ে "কনে" দেখেন—তখন বালিকাকে তার বিদ্যা, নৃত্যগীতে পারদর্শিতা, রন্ধনবিদ্যার জ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। মেয়ের দৈহিক গঠন, রং ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করার পর মেয়ের বাবাকে "খবর" দেবার আশ্বাস দিয়ে তাঁরা বিদায় গ্রহণ করেন। "খবরটি" পরে প্রায়ই হয়ে দাঁড়ায় পণের দাবীর প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব। প্রশ্ন এই যে, মেয়েরা সেই বর্ব্বর যুগের ক্রীতদাস ক্রয়বিক্রয়ের মতো নিজেদের দৈহিক রূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে ছেলেদের অভিভাবকের অথবা প্রকারান্তরে ছেলে এবং তার বন্ধুদের সামনে হাজির হবে কেন? এটা কোন্ সভ্যতার নিদর্শন? আজকাল সাধারণতঃ মেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হয়, তাতে তাদের ভালমন্দ বোঝবার ক্ষমতা কিছু কিছু হয়; সুতরাং বিয়ে ঠিক করবার আগে সম্ভব হলে পাত্র মেয়েকে দেখিয়ে এবং তার মতামত নিয়ে বিয়ে ঠিক করা উচিত। যাকে নিয়ে চিরদিন ঘর করতে হবে, যাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে হবে, সে স্বামী যদি তার মনের মতই না হলো তবে সে বিয়ে দিয়ে লাভ কি? পুরাতনপন্থীরা হয়তো ইতিপূর্ব্বেই বলে বসেছেন "সর্ব্বনাশ!" কিন্তু সর্ব্বনাশ কার?

বিবাহ বিচ্ছেদ:—এবার বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপায়ী, এবং অত্যাচারী স্বামীর সংখ্যা বাঙ্গলাদেশে কিছু কম নয়। আবার সাংসারিক রোজনামচায় স্ত্রীপ্রহার এবং আরও নানারকম অত্যাচার অনেক সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে জীবনের সায়াহ্নে সব-কিছু সুখশান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষার যবনিকাপাত করে' অস্বাভাবিকভাবে মেয়েদের জীবনদীপ নির্ব্বাণের করুণ কাহিনী আজকাল সংবাদপত্রে প্রায়ই চোখে পড়ে। এ ছাড়া অথর্ব্ব বা ক্ষয়ব্যাধিযুক্ত অনেক পুরুষ নিজেকে স্বামিপদে অভিষিক্ত করে' স্ত্রীর সুখ ও স্বাস্থ্যের হানি করে। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনঃ-বিবাহের প্রথা একান্ত বাঞ্ছনীয় নয় কি? সব চাইতে ভাল হয় যদি বিয়ের আগে স্বামী ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়—যাতে পরে একজনের কোনও দুষ্ট সংক্রামক ব্যাধির বিষে অপরজন জর্জ্জরিত না হতে পারে। যারা বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথার বিরোধী তাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, নারী হয়ে জন্মাবার অপরাধে আমৃত্যু একটা দারুণ অশান্তিময় জীবন যাপনের

প্রতিকারকল্পে বিবাহ-বিচ্ছেদ বাঙালী হিন্দু সমাজে প্রচলন হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত নয় ?

পণ-প্রথা :—পণ-প্রথার দাবী এবং আধিক অনটন হেতু অনেক দুঃস্থ পিতা কন্যাকে ভালো পাত্রে দান করতে পারেন না। এর প্রতিকার শুধু আইন প্রণয়নের দ্বারাই সম্ভব নয় ; তবে মেয়েরা যদি বিবাহকেই নারীজীবনের একমাত্র কাম্য না ভেবে নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, তাহলে হয়তো "দাবীর" মাত্রাটা কিছু কমতে পারে এবং সেই সঙ্গে মেয়েদের নিজেদেরও অর্থ নৈতিক অসহায়তা অনেকটা দূর হয়। টাকা রোজগার করা পুরুষের একচেটিয়া—এই ধারণা সমাজে এখনও প্রবল বলেই মেয়েদের এইভাবে "বোঝা" করে তোলা হয়েছে। বর্তমানে মেয়েদের জন্য অর্থ রোজগারের পন্থা অনেকভাবে খুলে গেছে।

ঐ সর্বনাশা পণপ্রথা নিবারণের আর একটি উপায় হোলো অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন। কুলীন, মৌলিক, পর্য্যায়, গোত্র ইত্যাদি প্রায় শতাধিক সামাজিক বৈবাহিক বিধিনিয়ম মেনে চলতে গেলে বরপক্ষকে পণ দাবীর সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং বর্ণ অথবা শ্রেণীবিভাগ না করে বিবাহকে কেবলমাত্র নারীপুরুষের বৈধ মিলন মনে করে সম্বন্ধ ঠিক করা অন্ততঃ এই দুর্দিনে অর্থ নৈতিক দিক্ দিয়া যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। সমাজ-সংস্কার করতে হোলে যখন এইরকম ব্যবস্থা কোনদিন অবলম্বন করতেই হবে, তখন আর দেরী করে লাভ কি ?

বর্তমান যুগে অবরোধ-প্রথা প্রায় এককরম উঠে গেছে। আধুনিক পরিবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থেকে স্ত্রী পুরুষের ভদ্রভাবে মেলামেশা হওয়ার অনেক সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রণয়ের পর পরিণয়ের ব্যর্থ চেষ্টা হেতু আত্মহত্যার কাহিনী তবুও কেন শুনতে পাওয়া যায় ? বৈবাহিক মিলনের পথে বাধা দেয় সমাজ, যেহেতু বর্ণ, জাতি ইত্যাদি বিবাহের চেয়ে বড় স্থান অধিকার করেছে।

(শ্রীপ্রতিমা দেবী,—আনন্দ বাজার)

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘ

ইনসিওরেন্স ওয়ার্ল্ড-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস সি রায়ের আমন্ত্রণে আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংএ ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের শারদীয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে সঙ্গীত ও চিত্তাকর্ষক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুবিখ্যাত নট নরনারায়ণ ও তাঁহার দলের প্রাচ্য নৃত্য-কলা দর্শকমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছে।

ডাঃ ডি এম মৈত্র তাঁহার অনুকরণীয় ভঙ্গীতে ইয়োরোপে যুব-আন্দোলন সম্পর্কে সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠন ও বায়স্কোপের ছবিদ্বারা উহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মনে তাঁহার এই বক্তৃতা গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু সাংবাদিক-বৃন্দের সঙ্ঘবদ্ধতার ও পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। সঙ্ঘের সদস্য শ্রীযুক্ত এস সি রায় ভারত গভর্ণমেণ্টের বীমা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং শ্রীযুক্ত আই বি সেন কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায়, সভাপতি মহাশয় সঙ্ঘের পক্ষ হইতে উভয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ভারত-বাসীদের মনে এক নূতন ভাবধারা সৃষ্টির চেষ্টায় ডাঃ মৈত্রের অমূল্য দানের জন্য তাঁহাকেও ধন্যবাদ জানান হয়।

অনুষ্ঠানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—আচার্য্য স্যর পি সি রায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও তাঁহার পত্নী, মিঃ এস এইচ কিং ও তাঁহার পত্নী, শ্রীযুক্ত এস সি রায় ও তাঁহার পত্নী, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্তা ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সরকার, শ্রীযুক্ত কে এন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত আই বি সেন, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, অধ্যাপক ডাঃ বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ ঘোষ, ডাঃ এম মৌলিক প্রভৃতি।

সমাজগঠন বিজ্ঞান

(শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত জনৈক বন্ধুর কথোপকথন)

প্রঃ—সমাজ-গঠন বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ—সমাজ-গঠন বিজ্ঞান বা "সোসিয়োমেট্রি" ও সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য তো থাকিবার কথা নয়, বরং উহারা একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশমাত্র বলা যায়।

প্রঃ—সমাজ-গঠন বিজ্ঞান বলিতে কি বোঝায় ?

উঃ—দুইটী দেরুর মধ্যে সমাজ-গঠন বিজ্ঞান হইল একটী এ্যাক্সিস্ মাত্র। সেই এ্যাক্সিস বা দেরুদণ্ডের এক-ভাগ গিয়াছে সমাজের আকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবধারার ও অবস্থার অনুসন্ধান ও গবেষণার দিকে, আর একটী গিয়াছে সমাজের আকৃতির মধ্যে যে যে উপাদান কার্য্যকরী তাহাদিগকে লইয়া উহার নূতনতর রূপ দেওয়ার চেষ্টা কিভাবে করা যায় তাহারই একটা নকসা করার দিকে—যাকে বলে "ব্লিম" ওয়ার্ক। যিনি সোসিয়োমেট্রি লইয়া থাকিবেন তাঁহার কাযাই হইবে বস্তুনিষ্ঠভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অনুসরণ করিয়া সমাজের বাস্তবিক কার্য্যকরী অংশ কি কি তাহা নির্ণয় করা এবং দেখা যে সেই সেই অংশের লোকে পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্রঃ—তাহাতে লাভ কি হইবে ?

উঃ—সামাজিক গতির উপর যথার্থ শাসন এবং উহার উন্নততর অবস্থা আনিতে হইলে, যে "ভাগ্য" দৈবের হাতে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকি তাহার রূপান্তর আনিতে হইলে, সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের নিজনিজ পথে স্বাধীনভাবে উন্নত হইবার উপায় মুক্ত করিতে হইলে এবং সামাজিক সাহায্যে পরস্পরের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজের গঠন বিজ্ঞান ও তাহার প্রচার একান্ত আবশ্যক। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে মানুষে ; দৈব ঘটনা ও ভাগ্য একই পদার্থ নয় সেই জন্য সমাজ-গঠন বিজ্ঞান আবশ্যক।

প্রঃ—সামাজিক গতি বলিতে আপনি কি বোঝেন ?

উঃ—আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ (ইণ্টার-পার্সোন্যাল রিলেশন-শিপ) যাহাতে মানুষও মানুষের মধ্যে ভাব ও অভাব দৃষ্ট হয় তাহাই বোঝায়।

প্রঃ—"গঠন" বলিতে কি বোঝায় তাহা হইলে ?

উঃ—ব্যক্তিগত আত্মীয়তা ও হৃদ্য মিলনের বাস্তব আকার যাহা রহিয়াছে, ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তৎ সমুদয়কে একত্রে লইয়াই গঠনের বিচার করা সম্ভব। সমাজের গতিধারাই গঠনের সৃষ্টি হইয়া থাকে যেমন একটা মেশিন যদি না চলে তাহা হইলে কোন উৎপাদনই হয় না, ঠিক তেমনি সমাজের গতি যদি না থাকে তাহা হইলে উহার গঠন বা রূপ সৃষ্টি হইতে পারে না।

প্রঃ—সোসিয়োমেট্রিক আন্দোলন দ্বারা আপনি কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান ?

উঃ—সোসিয়োমেট্রিক মুভমেণ্ট যাহাতে চাই সমাজকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারা যে প্রত্যেক মানুষই তাহার যথাযোগ্য কার্য্যে আসিতে পারে

এবং তাহাদের যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়। আজকের দিনে আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী "সমাজ" বলিতে যাহাই থাকুক না কেন, যাহার কোন রকম "জোর" আছে সে-ই তাহা নিঃসহায়ের প্রতি প্রয়োগ করিয়া অথবা দল পাকাইয়া অন্যকে দোষী প্রমাণ করিয়া নিজের দোষকে ঢাকা দিয়া আপন স্বার্থ সাধন করার চেষ্টাই উন্নতিকরণের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করে। দলে ভারি হইলেই নির্দোষ। সব লোকে "হার্ড সাইকলজি" অনুসারে সেই দিকেই ভিড়িতে চেষ্টা করে। একমাত্র যাহারা বিনয় সরকারের কথায় "বাপ্‌কা-বেটা" তাহারাই উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ চালাইবার সাহস রাখে।

প্রঃ—একটা "সমাজ", যাহার জন্য একজন আদর্শবাদী তার চিন্তা ও সময় নিয়োগ করিতে পারে তাহা কিভাবে গঠন করা যায়?

উঃ—আদর্শ সম্মুখে না রাখিয়া চলিলে কোন দিনই চলার পথ ঠিক করা যায় না। উন্নতি কেবল আদর্শ নির্দ্ধারণ করিলেই হইবে না, আমরা সেই আদর্শের নিকটে পঁহুছিবার জন্য কতটা কার্য্য করিয়াছি তাহারই উপর নির্ভর করে। তাহা কেবলমাত্র অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, কৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা সম্ভবপর নহে কিন্তু সেই সেই জ্ঞানগুলি এবং তাহাদের বিষয়বস্তুসমূহের "বস্তু" বা ফ্যাক্ট আমাদের জীবনের সহিত কতদূর সংশ্লিষ্ট এবং সেই জ্ঞান আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও ব্যক্তিগত উন্নতি কিভাবে হইতে পারে তাহার পথ প্রদর্শন করার উপযোগী হওয়া চাই। মানুষের আর্থিক অবস্থার পিছনে কি রহিয়াছে তাহার কৃষ্টির পটভূমিতে কি আছে, তাহার রাষ্ট্রিক অবস্থার ভিত্তি কি এবং তাহার সামাজিক অবস্থার জন্য দায়ী কোন্ কোন্ উপাদান আছে—সবগুলি নির্দ্ধারণ করিয়া সমাজ গঠনের দিকে ঝোঁক দিতে হইবে। কাজেই উহা সহজসাধ্য নহে। যে সমাজে পরস্পরের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সাহায্যের অভাব থাকে না সেই সমাজেই থাকে একটা সুন্দর বিশ্ব-সমাজের ছাপ চাবি। আর যে সমাজে নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে বলি দেওয়াই বাহাদুরি এবং কৃতিত্বের পরিচয় সে সমাজ গায়ের জোরে কিছুদিন থাকিতে পারে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রঃ—কি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব?

উঃ—একটা লোকে বা একটা জীবনে সকল বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রত্যেকের চেষ্টা এক এক বিন্দু জলের মত একটী সমগ্র জলপাত্রকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। বহুলোক এই ধরণের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে গত দশ বৎসরের কার্য্যে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের উল্লেখযোগ্য নাম এখানে দেওয়া গেল যথা—যে, এইচ্ ক্লিনবেল্স, ইনি গবেষণার ফলাফল লিখিয়াছেন "এ সোসিয়োমেট্রিক ষ্টাডি অব রেস প্রিজুডিস ইন দি ক্লাসরুম" নামক প্রবন্ধে, জি, এ, লুণ্ডবারা এবং এম্ ষ্টীল্ লিখিয়াছেন "সোসিয়াল এ্যাট্রাকশন প্যাটার্ণস ইন্ এ ভিলেজ" ও এল্ ডি এণ্ডেলেনির লিখিত "সোসিয়োমেট্রি ইন্ দি কলেজ ক্লাসরুম"। উক্ত লেখকবর্গের গবেষণার পূর্ব্বের লেখকগণের পরীক্ষাজনিত ফলাফলের উপর আরও আলোক প্রদর্শন করিয়াছে। এই উপায়ে সম্মিলিত চেষ্টায় একটী আদর্শ লাভ করার পথে অগ্রসর হইলে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, নচেৎ নহে। বাস্তবিক সামাজিক আকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।

প্রঃ—আচ্ছা তথ্যসমূহ সঙ্কলিত হইলে তাহা হইতে গতি নির্ণয়ের বিভিন্ন মতামত হইতে পারে তো?

উঃ—বিভিন্ন মতামত হইতে যেমন পারে তেমনি উহাদের আবার "ভেরিফিকেশন" ও বস্তুনিষ্ঠভাবে মতামতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যবস্থা আছে। সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব পূর্ব্বের মত অভিমত প্রকাশ বা গৃহস্থের ছবি আঁকা বা গল্পের মধ্যে বা

নাটকের মধ্যে সামাজিক ঘটনা সম্বলিত নহে ইহার আকার একণে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধারায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রঃ—প্রমাণ কিভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ?

উঃ—অনুসন্ধানকারী গবেষকের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য ঘটনাদ্বারা অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করা বিজ্ঞাননীতির বিরুদ্ধ। যে ঘটনা স্বাভাবিক এবং সত্য তাহাই আমাদের বিবেচ্য। একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যেমন ধরুন একজন লোক "ক", তাহাকে বলা হইল যে সে "এ্যাব-নরম্যাল" কারণ তাহার ক্রোধ অত্যন্ত।

এই "ক্রোধ" অত্যন্ত কি না তাহা প্রমাণের জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি (অবশ্য শত্রুদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া) যদি নানারকম কৃত্রিম ঘটনা সৃষ্টি করিতে থাকে তাহাতে যদি 'ক'এর "এ্যাবনরম্যাল" ক্রোধ প্রকাশ পায় তাহা হইলে বলিব সেখানে "সামাজিক অত্যাচার" কৃত মনস্তত্ত্বের প্রমাণ গ্রহণ করা হইতেছে। স্বাভাবিক অবস্থায়, কৃত্রিম ঘটনা সংযোজনা না করিয়া যদি উক্ত "এ্যাবনরম্যালিটির" প্রকাশ পাইত তাহা হইল প্রমাণ সত্য বলিয়া গ্রহণ-যোগ্য হইত।

প্রঃ—সমাজের গঠন বলিলে উপরের আকৃতি ধরিতে হইবে তো ?

উঃ—উপরের আকৃতি ধরিতে হইবে না। কারণ সোসিয়মেট্রিতে অন্তর্নিহিত ঘটনার প্রসূত চিত্র ও সম্বন্ধাসম্বন্ধের ভিতর দিয়া গভীর ও সাধারণ দৃষ্টির বাহিরে যে যে অবস্থা তাহাই নির্ণয় করা উদ্দেশ্য। উপরের আকৃতির কথা সমাজবিজ্ঞানের চিন্তাশীল ব্যক্তি ও লেখকদ্বারা বহুকাল ধরিয়াই কথিত হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু তাহাতে আমাদের এমন দৃষ্টি উন্মোচিত হয় নাই বা এমন তথ্যের সাহায্য পাওয়া যায় নাই যাহার দ্বারা সমাজের গতির কারণ ও দিক্ নির্ণয় করা যায়। ইহার কারণ দুইটী প্রথম :—যে "আকৃতি" আমাদের সবার চোখের সম্মুখে ধরা পড়ে তাহা অতিরিক্ত দুর্বোধ্য কিন্তু আমরা মনে করি অতি সরল, কারণ বস্তু-নির্ব্বাচনে আমাদের মোলযোগ থাকে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের "দৈহিক সীমাবদ্ধতা" যেমন একটা "হাউসিং ইউনিট্" অথবা একটা কারখানা সেখানে সামান্য সংখ্যার লোক থাকাই সম্ভব। কাজেই তাহা গবেষণার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। অনুসন্ধানকারীকে সেই জন্য বৎসরের পর বৎসর, একই বিষয়ের বহু সংখ্যার বস্তু লইয়া বিচার করিয়া যাইতে হইবে।

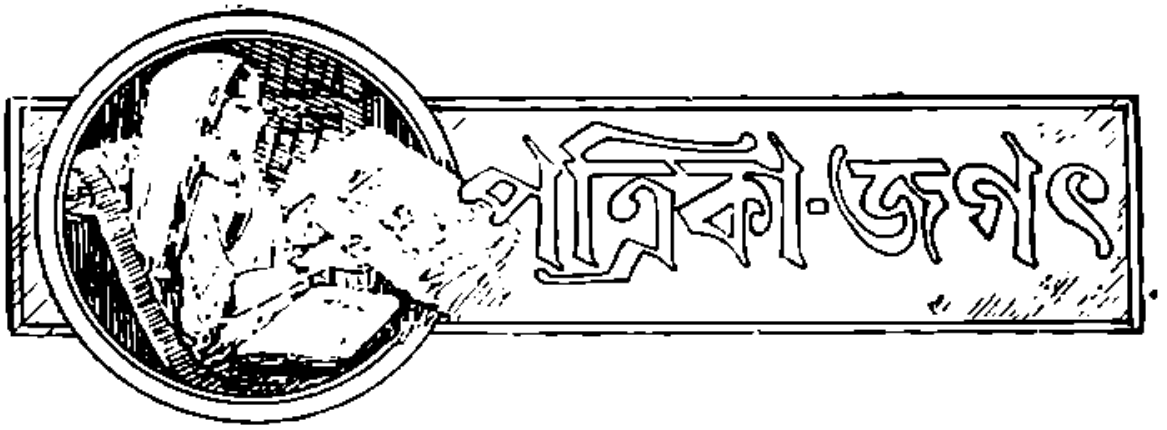

"চায়না এট্ ওয়ার"

(নভেম্বর, ১৯৪১)

১। চীনদেশে যুদ্ধ।
২। সুদূর প্রাচ্যের দৃশ্য।
৩। দি লোলোস অব সিকাং।
৪। সিকাংএর উন্নতির জন্য ঋণ।
৫। হুনানের পুনর্গঠন নক্সা।
৬। প্রদেশের ও ডেলার-অর্থ।
৭। চীনের রেশম শিল্পের পুনরুত্থান।
৮। সেচোয়ান আরও রেশম উৎপন্ন করিতেছে।
৯। চীনের ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্টেশন।
১০। চীনের মিলিটারি পোষ্ট আফিস।
১১। কোয়ানটাঙে অবরোধ।
১২। গরীব বালকদের জন্য সি আই সি ষ্টেড স্কুল।
১৩। এ ইউ এস্ রেড্ ক্রসের দান।
১৪। অক্ষম সৈনিকদের কাজ।
১৫। চীনের লোকেরা যুদ্ধরত।
১৬। মাঞ্চুরিয়া এক্ষণে করতলগত।
১৭। বর্ম্মা-চীন রেলওয়ে।
১৮। বিখ্যাত সাংবাদিকের মৃত্যু।
১৯। চীনে মোট সূর্য্য-গ্রহণ সংখ্যা।

"দি ওয়ার ইন চায়না সেপ্টেম্বর" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, চুংটিয়াওসান যুদ্ধে (সান্‌সি প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে) গত যে মাসে জাপানীরা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার পর সেপ্টেম্বর মাস অবধি যুদ্ধের আবহাওয়া কিছু মন্দা ছিল। তৎপরে হুনান প্রদেশে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জাপানীরা ইয়োচো থেকে দক্ষিণ দিকে খুব প্রবল চাপ দিতে আরম্ভ করে এবং তাহাদের ছিল ১০০,০০০ সৈন্য। তাহাদের লক্ষ্য-বস্তু ছিল হুনানের রাজধানী "চাংসা"। চীনাদের সৈন্য সংখ্যা চুচোতে ছিল ৩০০,০০০। এখানে জাপানীরা হটিয়া যায়।

"সুদূর প্রাচ্যের দৃশ্য" নামে প্রবন্ধটীর মূল কথা হইল জাপানের সঙ্গে আমেরিকার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল খুবই সঙ্গোপনে এবং তা লইয়া বহু রকমের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। জাপানের প্রধান মন্ত্রী (পূর্ব্বতন) কোনোয়ে নাকি প্রথমে রুজভেল্টের সাথে এই ধরণের কথাবার্ত্তা চালাইবার প্রস্তাব আরম্ভ করেন। কিন্তু চিয়াং-কাইসেক এতদবস্থায় চীনে অবস্থিত আমেরিকান দূতের সঙ্গে দেখা করিয়া মত প্রকাশ করেন যে, তিনি যে কোন উপায়ে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে পর্য্যন্ত না "আল্টিমেটাম্" প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঠিক এই সময় নাকানো নামক জাপানী ফাসিস্ত নেতা প্রকাশ করেন যে জাপানের সঙ্গে আমেরিকার মতবাদ মিলিতে পারে না; কারণ সেখানে আছে "কাণ্ডামেণ্টাল কন্‌ফ্লিক্ট"। ইতিমধ্যে চিন্তা সুরু হইল জাপানে যে, যদি আমেরিকা রাশিয়াকে তৈল সরবরাহ করে ভ্লাডিভষ্টকের মধ্য দিয়া তাহা হইলে কি হইবে? জাপানের মত হইল "কিছুই করিব না নীতি"। সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখে আমেরিকান ট্যাঙ্কারে তৈল যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিয়া-ছিল। টোকিওতে সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ পড়িল যে

আমেরিকার তৈল ও অন্যান্য দ্রব্যের সরবরাহ ভ্লাডিভস্টকের মধ্য দিয়া যাইবার "পারমিট" কোথায় ?

"মুকডেন ঘটনা" অবলম্বনে চীনারা একটা উৎসব করিল এবং সেই উপলক্ষে চিয়াং কাইসেক এক বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি মনে করেন মাঞ্চুরিয়াতে যে ৩০ মিলিয়ন চীনা বাস করে তাহারা তাহাদের জ্ঞাতভাই এবং সকলেই এক। ঠিক ইহার পরই বার্লিন, রোম ও টোকিওতে ত্রি-শক্তি চুক্তির দিবস পালন করা হয় এবং তদুপলক্ষে উৎসব হয়। সেই উৎসবে জাপানী বক্তা মাবুচি বলেন, ত্রি-শক্তির চুক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া জাপানীরা কোন অংশেই লাভবান হইতে পারে না। ঠিক এই কথারই অনুসরণ করিয়া চীনের বিশিষ্ট বক্তা ডাঃ টি, এফ্ সিয়াং বলেন যে, জাপানের বিদেশী নীতির মূল ভিত্তিই হইল ত্রিশক্তি চুক্তি।

রুজভেল্টের ৩২ পৃষ্ঠার লিজ ও ল্যাণ্ড বিল সম্পর্কে বিবরণীর মধ্যে প্রকাশিত হয় যে চীনকে আমেরিকা বহুল পরিমাণে সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি জানাইতেছে। শুধু যে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠান হইবে তাহাই নহে, রেঙ্গুনের মধ্য দিয়া বার্মারোডকে ও য়ুনান-বার্মা রেলকে ভালভাবে সুগঠিত করিবার সকল রকম দ্রব্য পাঠাইবে। তাহা ছাড়া চীনের পাইলট শিক্ষা দিবার জন্যও আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দেয়। তাহা ব্যতিরেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারাল ম্যাগুডার ৫০ জন আমেরিকান অফিসার লইয়া চীনদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পায়।

সেপ্টেম্বর মাসের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল এই যে, সুদূর প্রাচ্যে ডেমক্রাসির রক্ষার্থে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট খুবই তদ্বির করিয়াছেন। নূতন তৈল সরবরাহের জন্য অ্যালোলিম, ফিউয়েল এবং অন্যান্য লিউব্রিক্যাণ্ট ফিলিপাইন দ্বীপে পাঠাইয়াছেন। ম্যানিলাতে প্রেসিডেন্ট কেজন এবং জেনারেল ম্যাক আর্থার ফিলিপাইনের সৈন্য সংগ্রহ ও তাহাদের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারাই "ইউ এস্ আর্মি ইষ্টার্ণ" আখ্যা নামে অভিহিত হয়। নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজে রাণী উইলহেলমার জন্মতিথি উপলক্ষে একটি উৎসব হয়। তাহাতে আধুনিক যত রকম যুদ্ধের কুচকাওয়াজ তাহা প্রদর্শিত হয়। সেপ্টেম্বর ৩রা তারিখে আরও ভারতীয় সৈন্য আসিয়া সিঙ্গাপুরে অবতীর্ণ হয়। সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখে বহু ব্রিটিশ বম্বার্স আসিয়া সিঙ্গাপুরে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ এয়ার মার্শাল সার রবার্ট ব্রুক পপ্‌হাম নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজে "কার্টে ব্লাঁ ভিজিট" দিতে যান। ডাঃ কুপার, যিনি বিখ্যাত ব্রিটিশ মন্ত্রী তিনিও এই সময়ে সিঙ্গাপুরের যুদ্ধায়োজন দেখিয়া বলেন যে, জাপানীদের সকল আশা এইবার চূর্ণ হইয়াছে, কারণ এখন আমাদের সৈন্যবল ও যুদ্ধায়োজন সম্পূর্ণ ও সবল। এমন কি দরকার হইলে নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজেও আমাদের লোক সাহায্যার্থ যাইতে পারে।

প্যাসিফিক ও এ্যাটলান্টিকে আমেরিকার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল নক্স প্রকাশ করেন যে, আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট ৭,২৩৪,০০০,০০০ ডলার খরচার জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। সেই টাকায় যে নেভি তৈয়ারি হইবে তাহাতে আশা করা যায় ৩,৫০০ যুদ্ধের জাহাজ নির্মিত হইতে পারে। উহার ওজন মোট ৩৯ মিলিয়ন টন।

"দি লোলোস অব সিকিয়াং"; সিকাংএর দক্ষিণ দিকস্থিত প্রদেশে যে লোলো অধিবাসীরা থাকে তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে বলা চলে যে চীনাদের তুলনায় ২:১। ৩০০,০০০ স্কোয়ার কিলোমিটারের জমির উপর মাত্র ৮০০,০০০ চীনা বসবাস করে। তাহারা নগরে, সীমাবদ্ধ গ্রামে অথবা রেলের নিকটেই থাকে। কিন্তু তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বসবাস করে ১,৫০০ যুদ্ধপ্রিয় লোলো। প্রত্যেক বয়স্ক লোলো জানে যে কি করিয়া বন্দুক ব্যবহার করিতে হয়।

"হিউম্যান নেচার ইন দি লাইট অব সাইকো-প্যাথলজি;" দুই গোল্ডষ্টাইন কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত; কেম্ব্রিজ; ১৯৪০; পৃঃ ২৫৮; মূল্য ২·৫০ ডলার।

বইখানিতে মূলনীতি অনুসরণ করা হইয়াছে কিভাবে তাহা যদিও পরিষ্কারভাবে লেখক স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহা রচনা হইতে বেশ বোঝা যায়। যাহা "স্বাচারাল" তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। অন্যথা অপ্রাকৃতিক অবস্থার ঘটনাসমূহের সহিত তুলনামূলকভাবে। "গেস্টাল্‌টিষ্ট" ও "এটমিস্‌টিক" থিওরি যাহা মনোবিজ্ঞানে দেখা যায়, তাহার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিয়া লেখক রচনা আরম্ভ করিয়াছেন এবং শেষ করিয়াছেন "ব্যক্তি"র উপর কয়েকটী অবজারভেসন বা পরীক্ষামূলক মতবাদ প্রকাশ করিয়া।

রচনার মধ্যে যুক্তির ও তত্ত্বের সমন্বয় অতি সুন্দর এবং তাহা কোথাও গায়ের জোর বা অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, "নরম্যাল" ব্যক্তি যে "এব্‌স্ট্রাক্সান" করিতে সমর্থ আর "এব্‌নরম্যাল" ব্যক্তি হয় তাহা একেবারেই পারে না অথবা অতি অল্প পরিমাণে সক্ষম হয়। প্রত্যেক জীবাণুর একটা নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতা আছে এবং তাহাদের মধ্যে উহা আছে বলিয়াই কর্মক্ষমতা প্রকাশের আবশ্যক। মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণই হইল যে মানুষ "এব্‌স্ট্রাক্ট বিহেভিয়ারের" জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন জীব। প্রত্যেক জীবের মূলগত ঝোঁকই হইল যে তাহার প্রকৃতি অনুপাতে নিজের নিজত্বকে উপলব্ধি করা। সাইকোপ্যাথলজি পড়িয়া জানা যায় যে, মানুষের প্রকৃতি হইল যে মানুষ চায় পৃথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া নিতে সবচেয়ে ভাল উপায়ে এবং ভালভাবে অর্থাৎ তাহার "এ্যাবস্ট্রাক্ট এটিচিউডের" দ্বারা। অর্থাৎ মানুষ আগে চিন্তা করে তাহার পর কাজ করে। উদ্দেশ্য লইয়াই মনোভাব প্রকাশ করে। কোন্‌টা সম্ভব তাহা ঠিক করিয়াই একটা সম্ভাবিত ঘটনার সংযোজনা করা হয়।

"সুপারভিসান ইন্ পাব্‌লিক্ হেল্‌থ্ নার্সিং"; ভায়লেট হজসন কর্তৃক লিখিত; কমনওয়েলথ ফাণ্ড কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৯; মূল্য ২·৫০ ডলার।

পাব্‌লিক্ হেল্‌থ্ প্র্যাক্‌টিস্ সম্বন্ধে হজসনের বইখানি অমূল্য। বিশেষ করিয়া পাব্‌লিক্ হেল্‌থ নার্সদের জন্য ইহা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার-যোগ্য। যাঁহারা মেডিকাল সোসিয়াল ওয়ার্ক বিষয়ে নিযুক্ত এবং পাব্‌লিক্ হেল্‌থ্ নার্সিং ও এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে বিজড়িত আছেন তাঁহাদেরও এই পুস্তক বহু উপকারে আসিতে পারে। কি কি ভাবে পাব্‌লিক্ হেল্‌থ্ নার্স কার্য্য করিয়া থাকে, পাব্‌লিক্ হেল্‌থ্ এজেন্সি কি ভাবে সংগঠন করা হয় এবং চালান হয় তাহা এই বইখানিতে অতি সুস্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত আছে।

"এ সারভে অব্ দি সোসিয়াল সারভিস ইন দি অক্সফোর্ড ডিষ্ট্রিক্ট (চলিউম): লোকাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ইন এ চেঞ্জিং এরিয়া"; হান্‌ক্লে মিল্‌ফোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ৪২৪; ১৪টী ম্যাপ ও ডায়াগ্রাম-সম্বলিত; মূল্য ৬ ডলার।

ব্যক্তিগতভাবে "সোসিয়াল সারভিস্" বা সামাজিক কার্য্য কিভাবে করা হইয়াছে তাহারই একটা সমালোচনা-মূলক ও তথ্যপূর্ণ রচনা বইখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অক্সফোর্ড ডিষ্ট্রিক্টে যত সমাজ-সেবার এজেন্সি আছে তাহাদের একটা বিস্তৃত কার্য্যবিবরণী (অবশ্য সমালোচনা-মূলক) বইখানিতে দেখা যায়। সোসিয়াল সারভিস্ এক্‌টিভিটি সম্বন্ধে আধুনিক অবস্থা এবং তৎসম্বন্ধে জাতীয় নীতি কি তাহা বইখানিতে সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে এই জাতীয় নীতির পটভূমিতে অক্সফোর্ড ডিষ্ট্রিক্টে প্রত্যেকটী সমাজ-সেবার কার্য্য কিভাবে গঠিত হইয়াছে তাহার বিশ্লেষণ ভালভাবেই করা হইয়াছে। ব্রিটিশ আইলসে এই ধরণের কার্য্য কিভাবে চলিয়া থাকে তাহার সুন্দর ছবি এই পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

"মোসন পিক্‌চার্স ইন্‌ এডাল্ট এডুকেশন"; টি, আর, এ্যাডাম কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর এ্যাডাল্ট এডুকেশন কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৪০; পৃঃ ৯৪; মূল্য ৭৫ সেন্ট।

২। "দি নিউজিয়াম এণ্ড পপুলার কালচার"; টি, আর এ্যাডাম কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর এডাল্ট এডুকেশন কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৯; পৃঃ ১৭৭; মূল্য ১·০০ ডলার।

৩। "দি ওয়ার্কার্স রোড্‌ টু লার্নিং"; টি, আর এ্যাডাম কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর এডাল্ট এডুকেশন কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০; পৃঃ ১৬২; মূল্য ১·২৫ ডলার।

৪। "ট্রেনিং ফর দি জব: ভোকেশানাল এডুকেশন ফর এডাল্টস্‌" ফ্র্যাঙ্ক আর্থেষ্ট হিল্‌ কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর এডাল্ট এডুকেশন কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০; পৃঃ ১৬০; মূল্য ১·২৫ ডলার।

৫। "রুর‍্যাল আমেরিকা রিডস্‌; এ ষ্টাডি অব দি রুর‍্যাল লাইব্রেরি সারভিস" ম্যারিয়ন হাম্‌রাল্‌ কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর এডাল্ট এডুকেশন কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮; নিউইয়র্ক; পৃঃ ১০১; মূল্য ১·৯১ ডলার।

৬। "দি পাবলিক লাইব্রেরী—এ পিপ্‌ল্‌স ইউনিভার্সিটি" এলভিন জনসন কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর এডাল্ট এডুকেশন কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৩৮; পৃঃ ৮৫; মূল্য ১·০০ ডলার।

৭। "এডাল্ট এডুকেশন কাউন্সিলস্‌"; রুথ্‌ কোটীন্‌স্‌কি কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর এডাল্ট এডুকেশন কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৮৫; মূল্য ১·০০ ডলার।

৮। "ট্রেনিং ফর রিক্রিয়েশন: এন্‌ একাউন্ট ফর দি ইন্‌ সারভিস ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ডিভিশন অব রিক্রিয়েশন, ওয়ার্কস্‌ প্রোগ্রেস এ্যাডমিনিস্‌ট্রেশন; অক্টোবর ১৯৩৫—অক্টোবর ১৯৩৭"; ডোরোথি জে, ক্লাইন কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি অব্‌ শিকাগো কর্তৃক প্রকাশিত; শিকাগো; ১৯৩৯; পৃঃ ১৩০; মূল্য ৬০ ডলার।

৯। "এডোকেশনস্‌ ইণ্টারেষ্ট প্যাটার্ণস্‌: এ ষ্টাডি ইন্‌ দি সাইকলজি অব্‌ এডোকেশনস্‌।" ডোনাল্ড ই, সুপার কর্তৃক লিখিত; ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ক্যালিফোর্ণিয়া; ১৯৪০; পৃঃ ১৪৮; মূল্য ২·২৫ ডলার।

১০। "এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব পাবলিক ওয়েলফেয়ার"; আর, ক্লাইড্‌ হোয়াইট্‌ কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান বুক কোং কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০; পৃঃ ৫২৭; মূল্য ৩·৫০ ডলার।

১১। "দি ইলিনয়িস্‌ এমারজেন্সি রিলিফ্‌ কমিশন"; ফ্র্যাঙ্ক ষ্টিক্‌ কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি অব চিকাগো প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; চিকাগো; ১৯৪০; পৃঃ ২৪৭ (লিথোপ্রিণ্ট)।

বঙ্গদেশে বারিপাত, মৃত্যুহার ও পাটের দরের তারতম্যের তরঙ্গ-গতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস্ সি, বি এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার আমরা বঙ্গদেশে বারিপাতের ১৯২১ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের গতি-নির্দ্দেশক সরল রেখা, যাহাকে অন্য কথায় "সাধারণ-গতি" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সাব্যস্ত করিবার প্রক্রিয়া দেখাইব। ১৯২১ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১২০ মাসের সংখ্যা —তালিকায় দেখান হইয়াছে। এই সংখ্যাগুলিকে দুই-ভাগে ভাগ করিয়া, অর্থাৎ ৬০ মাসের দুইটি অংশ লইয়া সমগ্র সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের গতি দুইটি সরল রেখা দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে সরল রেখা দুইটি কিরূপ সামা দ্বারা প্রকাশ করা যায় দেখান হইবে। দুইটি সরল রেখা দ্বারা ১২০ মাসের সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তনের গতি নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে আমাদের দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি পাইবে, ১৯২১ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬০ মাসের সংখ্যার পরিবর্ত্তনের গতি নির্দ্দেশ করিবে একটি সরল রেখা এবং ১৯২৬ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬০ মাসের সংখ্যার পরিবর্ত্তনের গতি নির্দ্দেশ করিবে অপর একটি সরল রেখা। পূর্ব্বে যে দুইটি প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা দ্বারা সরল রেখা সাব্যস্ত করিলে গণনার সংক্ষেপ হয়, এই ব্যবস্থা দ্বারা সরল রেখা দুইটি নির্দ্ধারণের গণনা কিরূপ তাহা দেখান হইবে উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ ১৯২০ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সংখ্যার এবং ১৯২৬ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সংখ্যার। পূর্ব্বের প্রক্রিয়ায় ১২টি সংখ্যা ছিল এবং সপ্তম মাস-সংখ্যা অর্থাৎ জুলাই মাস-সংখ্যাকে ০ ধরা হইয়াছিল। এক্ষেত্রে ৬০ মাস-সংখ্যার ১৯২১ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর এর মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৯২৩ সনের জুন মাস-সংখ্যাকে ০ ধরা হইবে, তদ্রূপ অপর ৬০ মাস-সংখ্যার (১৯২৬ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর-এর) প্রায় মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৯২৮ সনের জুন মাস-সংখ্যাকে ০ ধরা হইবে। এরূপ ধরিলে ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাস-সংখ্যা হইবে—২৯, এবং তাহার পর হইতে ক্রমশঃ —২৮, —২৭ করিয়া বাড়িয়া চলিবে এবং ১৯২৩ সনের জুন মাস-সংখ্যা ০ ছাড়াইয়া ক্রমশঃ বাড়িবে এবং ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাস-সংখ্যা হইবে ৩০। মাস-সংখ্যাগুলিকে অর্থাৎ সময়-সংখ্যাকে 'ক' অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইলে 'ক' সংখ্যাগুলির যোগফল অর্থাৎ ∑ক হইবে ৩০, কারণ —২৯এর সহিত ২৯, —২৮এর সহিত ২৮ এই-ভাবে প্রত্যেক জোড়া মিলিয়া যোগফল হইবে ০, কিন্তু ৩০এর জোড়া মিলাইবার কিছুই থাকিবে না। বারি-পাতের সংখ্যাগুলি 'খ' অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে, ক × খ সংখ্যাগুলির গুণফল-সংখ্যাগুলির প্রয়োজন হইবে, আর একটি গণনার প্রয়োজন হইবে তাহা ক^{২}। ১ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যার বর্গ প্রয়োজন হইবে দুইবার এবং ৩০এর বর্গ প্রয়োজন হইবে একবার। ১ হইতে যে কোন সংখ্যার বর্গসংখ্যার যোগফল নির্দ্ধারণের একটি প্রক্রিয়া বীজগণিতে আছে, সেই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হইবে বলিয়া নীচের তালিকায় তাহা বাদ দেওয়া হইল আর অপরগুলি দেখান হইল।

১৯২১	ক	ক × খ
জানুয়ারী	—২৯	—৩৪·৮০
ফেব্রুয়ারী	—২৮	৭·৫৬
মার্চ্চ	—২৭	১৮·৮৪
এপ্রিল	—২৬	২২·৮২
মে	—২৫	১৬৩·০০

১৯২১	ক	খ	ক × খ
জুন	−২৪	১২·৬৭	৩০৪ ০৮
জুলাই	−২৩	১৭·০৭	৩৯২·৬১
আগষ্ট	−২২	১৫·৭৫	৩৪৬·৫০
সেপ্টেম্বর	−২১	৯·৬৭	২০৩·০৭
অক্টোবর	−২০	৩·৭৬	৭৫·২০
নবেম্বর	−১৯	·০২	·৩৮
ডিসেম্বর	−১৮	·০৩	·৫৪
		৭৩·৩৫	−১৬৯৯·৪০

১৯২২	খ	ক × খ
জানুয়ারী	·২০	−৩·৪০
ফেব্রুয়ারী	·০৮	·৩২
মার্চ্চ	·১১	১·৬৫
এপ্রিল	১·৪৭	২১·৫৮
মে	৪·১৮	৫৪·৩৪
জুন	২২·৫৫	২৭০·৬০
জুলাই	১৩·৯০	১৪২·৯০
আগষ্ট	১৫·৭৫	১৫৭·৫০
সেপ্টেম্বর	১৩·৩৭	১২০·৩৩
অক্টোবর	৪·১২	৩২·৯৬
নবেম্বর	·২০	·১৪
ডিসেম্বর	·০৭	·৪২
	৭৫·৮২	−৮১৬·১৪

১৯২৩	খ	ক × খ
জানুয়ারী	·০০	−·০০
ফেব্রুয়ারী	২·২৬	৯·০৪
মার্চ্চ	·৩৩	·৯৯
এপ্রিল	২·৫৮	৫·১৬
মে	৬·১৬	৬·১৬
		−২১·৩৫
জুন	১১·২৪	০
জুলাই	১৫·৪৮	১৫·৪৮
আগষ্ট	১৩·৬৮	২৭·৩৬
সেপ্টেম্বর	৮·২২	২৪·৬৬
অক্টোবর	২·৭৭	১১·০৮
নবেম্বর	·৫৮	২·৩০
ডিসেম্বর	·০৬	·৩৬
	৬৩·৩৬	৮১·৮৪

১৯২৪	ক	খ	ক × খ
জানুয়ারী	৭	·২২	১·৫৪
ফেব্রুয়ারী	৮	·২৮	২·৫৪
মার্চ্চ	৯	·০৪	·৩৫
এপ্রিল	১০	৩·৫২	৩৫·২০
মে	১১	৬·৭৫	৭৪·২৫
জুন	১২	১৪·৬৫	১৭৫·৮০
জুলাই	১৩	১৮·৪৪	২৩৯·৭২
আগষ্ট	১৪	১৪·১৬	১৯৮·২৪
সেপ্টেম্বর	১৫	১৪·২৯	২১৫·৩৫
অক্টোবর	১৬	৩·৫৩	৪৬·৪৮
নবেম্বর	১৭	২·৯০	৪৯·৩০
ডিসেম্বর	১৮	·০২	·৩৬
		৭৮·৮১	১০৪৭·৯৩

১৯২৫	খ	ক × খ
জানুয়ারী	·৫৪	১০·২৬
ফেব্রুয়ারী	·৭২	১·৪৪
মার্চ্চ	১·৪৬	৩০·৬৬
এপ্রিল	৭·২৭	১৫৯·৯৪
মে	৭·৮৯	১৮১·৪৭
জুন	১১·৭৭	২৮১·৪৮
জুলাই	১৩·৬৮	৩৪২·০০
আগষ্ট	১১·৬৩	৩০২·৫৮
সেপ্টেম্বর	১২·২৯	৩৩১·৮৩
অক্টোবর	৫·৭২	১৬০·১৬
নবেম্বর	·৪০	১১·৬০
ডিসেম্বর	·০১	·৩০
	৭৩ ৩৮	১৮১৩·৫২

Σক = ৩০, Σখ = ১৩·৪৫ + ৭৫·৮২ + ৬৩·৩৬ + ৭৮·৮১ + ৭৩·৩৮ = ৩৬৩·৮২

Σ(ক × খ) = (১৮১৩·৫২ + ১০৪৭·৯৩ + ৮১·৮৪) − (২১·৩৫ + ৮১৬·১৪ + ১৬৯৯·৪০) = ২৯৪৩·২৯ − ২৫৩৬·৮৯ = ৪০৬·৪০

Σক^২ = ২(১^২ + ২^২ + ৩^২ + ··· + ২৯^২) + ৩০^২ = ২ × ৮৫৫৫ + ৯০০ = ১৭১১০ + ৯০০ = ১৮০১০

গণনা : Σখ = ন × চ + ছ × Σক (১)

Σ(ক × খ) = চ × Σক + ছ × Σক^২ (২)

অর্থাৎ ৩৬৩·৮২ = ৬· × চ + ছ × ৩· (৩)
৪·৬ ৪· = ৩· × চ + ছ × ১৮·১· (৪)
৮১২·৮· = ৬· × চ + ছ × ৩৬·২· (৫)

৪৪৮·০৮ = ছ × ৩৫৯·

(৪)কে ২ দিয়া গুণ করা যাক ;

(৫) হইতে (৩) বিয়োগ করা যাক

অর্থাৎ ছ = ৪৪৮·১৮ ÷ ৩৫৯· = ·০০১২৫

(৩) অথবা (৪)এ, ছ এর পরিমাপ বসাইলে, চ এর পরিমাপ পাওয়া যায়।

(৩) হইতে চ এর পরিমাপ পাওয়া যায় এই ভাবে, ৩৬৩·৮২ = ৬· × চ + ·০০১২৫ × ৩·

অর্থাৎ চ = ৬·০৬ ; অতএব ঘ = ৬·০৬ + ·০০১২৫ × ক

ইহাই 'সাধারণ গতি' নির্দ্দেশ করে ১৯২১ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের বারিপাত-সংখ্যার পরিবর্ত্তনের।

এই একই প্রকারে ১৯২৬ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বারিপাতের সংখ্যার পরিবর্ত্তনের 'সাধারণ-গতি' নির্দ্দেশক সরলরেখা নির্দ্ধারণ করা যায় এইভাবে :—

১৯২৬	ক	খ	ক × খ
জানুয়ারী	—২৯	·৬৯	—২০·০১
ফেব্রুয়ারী	—২৮	·৩৩	৯·২৪
মার্চ্চ	—২৭	৩·৯৬	১০৬·৯২
এপ্রিল	—২৬	৩·১৪	৮১·৬৪
মে	—২৫	৬·৬০	১৬৫·০০
জুন	—২৪	৯·৪০	২২৫·৬০
জুলাই	—২৩	২১·৫৯	৪৯৬·৭৭
আগষ্ট	—২২	১৫·৮৩	৩৪৮·২৬
সেপ্টেম্বর	—২১	১২·৪২	২৬০·৮২
অক্টোবর	—২০	৪·৪৪	৮৮·৮০
নবেম্বর	—১৯	·১৭	৩·২৩
ডিসেম্বর	—১৮	·৯৫	১৭·১০
		৭৯·৫২	—১৮২৩·১৯

১৯২৭	খ	ক × খ
জানুয়ারী	১·০৫	—১৭·৮৫
ফেব্রুয়ারী	১·২৯	২০·৬৪
মার্চ্চ	১·০০	১৫·০০
এপ্রিল	—১৪	২·৯৫	৪১·৩০
মে	—১৩	৭·০৮	৯২·০৪
জুন	—১২	১২·৪২	১৪০·২৪
জুলাই	—১১	১২·১২	১৩৩·৩২
আগষ্ট	—১০	৮·৯১	৮৯·১০
সেপ্টেম্বর	— ৯	১২·২৭	১১০·৪৩
অক্টোবর	— ৮	৩·৩২	২৬·৫৬
নবেম্বর	— ৭	·২৩	১·৬১
ডিসেম্বর	— ৬	·০০	·০০
		৬২·৭৪	—৬৯৮·০৯

১৯২৮	ক	খ	ক × খ
জানুয়ারী	—৫	·৪১	—২·০৫
ফেব্রুয়ারী	—৪	·১৯	·৭৬
মার্চ্চ	—৩	·৪০	১·২০
এপ্রিল	—২	২·৪৭	৪·৯৪
মে	—১	৮·২১	৮·২১
			—১৮·১৬

জুন	১৭·২৭	০
জুলাই	১৮·২৪	১৮·২৪
আগষ্ট	১৫·২৪	৩০·৪৮
সেপ্টেম্বর	৭·১৫	২১·৪৫
অক্টোবর	৮·৮৬	৩৫·৪৪
নবেম্বর	·১৪	·৭০
ডিসেম্বর	·০১	·০৬
	৭৮·৫৯	১০৬·৩৭

১৯২৯	খ	ক × খ
জানুয়ারী	১·৬২	১১·৩৪
ফেব্রুয়ারী	·২৮	২·৩৪
মার্চ্চ	১·৪১	১২·৬৯
এপ্রিল	৪·১১	৪১·১০
মে	৫·১৭	৫৬·৮৭
জুন	১৩·১৫	১৫৭ ৮০
জুলাই	১৫·৩০	১৯৮·৯০
আগষ্ট	১১·৩৫	১৫৮ ৯০
সেপ্টেম্বর	১০·৪৩	১৪৬·৪৫
অক্টোবর	১০·৭২	১৬১·৫২
নবেম্বর	০·০৬	১·০২
ডিসেম্বর	০·৭৫	১৩·৫০
	৭৪·৩৫	৯৭২·৩৩

১৯৩০	ক	খ	ক × খ
জানুয়ারী	১৯	·৩৪	৬·৪৬
ফেব্রুয়ারী	২০	·৫০	১০·০০
মার্চ্চ	২১	৩·১৯	৬৫·৯৯
এপ্রিল	২২	১·৪৪	৪০·৪৮
মে	২৩	৬·৪০	১৪৭·২০
জুন	২৪	১৩·৬৪	৩২৭·৩৬
জুলাই	২৫	১৭·০৩	৪২৫·৭৫
আগষ্ট	২৬	১৪·২৫	৩৭০·৫০
সেপ্টেম্বর	২৭	৭·৬৮	২০৭·৩৬
অক্টোবর	২৮	২·৯২	৮১·৭৬
নবেম্বর	২৯	৩·৪৫	১০০·০৫
ডিসেম্বর	৩০	·০৩	·৯০
		৭০·২৭	১৭৪৯·৮৯

$\Sigma ক = ৩০$, $\Sigma খ = ৭০·২৭ + ৭৪·৩৫ + ৭৮·৫৯ + ৬২·৭৪ + ৭৯·৫২ = ৩৪৫·৫৭$

$\Sigma(ক \times খ) = (১৭৪৯·৮১ + ৯৭২·৩৩ + ১০৬·৩৭) - (১৮·১৬ + ৬২৮·০৯ + ১৮২৩·১৯) = ২৮৩৩·৫১ - ২৫৩১·৪৪ = ২৯৪·০৭$

$\Sigma ক^২ = ১৮০১০$

গণনা, $\Sigma খ = ন \times চ + ছ \times \Sigma ক$ (১)

$\Sigma(ক \times খ) = চ \times \Sigma ক + ছ \times \Sigma ক^২$ (২)

অর্থাৎ $৩৪৫·৫৭ = ৩০ \times চ + ছ \times ৩০$ (৩)

$২৯৪·০৭ = ৩০ \times চ + ছ \times ১৮০১০$ (৪)

(৩)কে ২ দিয়া ভাগ করিলে

$১৭২·৭৪ = ৩০ \times চ + ছ \times ১৫$ (৫)

(৪) ও (৫) হইতে ছ = ·০০৬৬ এবং ছএর পরিমাপ

(৩) অথবা (৪) এ বসাইলে, চ = ৫·১৫৫ অথবা ৫·১৬

ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন

কালশ্রেণী বিশ্লেষণের একটি অঙ্গ ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণ করা। ইহাকে বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্য্যায় বলা যায়। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এইরূপ ঋতু আছে যখন প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তনের মাত্রা প্রায় একরূপ। যে কোন প্রকার কালশ্রেণী হইতে ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণ করা যায়। কোন ক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্ত্তন স্পষ্ট, কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হইতে পারে। ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণ করিবার যে প্রক্রিয়া সাধারণতঃ প্রচলিত আমরা তাহার সাহায্যে কয়েকটি কালশ্রেণীর ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণ করিয়া দেখাইব। এই প্রক্রিয়াকে সাধারণতঃ পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যথা,—

১। শৃঙ্খল অনুপাত নির্দ্ধারণ—যদি জানুয়ারী মাস হইতে কালশ্রেণীর সংখ্যা আরম্ভ হয় তাহা হইলে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যা পূর্ব্বের জানুয়ারীর সংখ্যার অনুপাতে কিরূপ, মার্চ্চ সংখ্যা ফেব্রুয়ারীর সংখ্যার অনুপাতে কিরূপ, এপ্রিল সংখ্যা মার্চ্চ সংখ্যার অনুপাতে কিরূপ এইভাবে প্রতি মাসের সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের সংখ্যার অনুপাতে কিরূপ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। প্রত্যেক মাস ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের অনুপাতের তুলনা যেন একটি মাস-সংখ্যাকে অপর মাস-সংখ্যার সহিত একটি মালা গাঁথার মত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া চলে, এইজন্য এই প্রক্রিয়ার নামকরণ করা যায় শৃঙ্খল-অনুপাত পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা হইতে ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তনের একটি পরিষ্কার নিদর্শন লাভ করা যায়। এইজন্য এ প্রক্রিয়ার স্বপক্ষেও বলিবার কথা যথেষ্ট রহিয়াছে। মতভেদের আলোচনা না করিয়াও আমরা ইহাকে একটি কার্য্যকরী পদ্ধতি বলিয়া মানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে পারি। জানুয়ারী হইতে যে কালশ্রেণীর আরম্ভ, তাহাতে জানুয়ারীর পূর্ব্ববর্ত্তী ডিসেম্বর মাসের সংখ্যা থাকিবে না। এইজন্য শৃঙ্খল-অনুপাতে একটি সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই কম হইবে। $\frac{\text{ফেব্রুয়ারী}}{\text{জানুয়ারী}}, \frac{\text{মার্চ্চ}}{\text{ফেব্রুয়ারী}}, \frac{\text{এপ্রিল}}{\text{মার্চ্চ}}, \frac{\text{মে}}{\text{এপ্রিল}}$, এই-ভাবে একটি মাসের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের সংখ্যা, পূর্ব্ব-বর্ত্তীর সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মাসের সংখ্যা, তৎপূর্ব্ববর্ত্তীর সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মাসের সংখ্যার অনুপাত, এইভাবে ক্রমাগত অনুপাতের শৃঙ্খল বা বন্ধন অনুপাত নির্দ্ধারণ করিয়া শেষ মাসের সংখ্যা পর্য্যন্ত চলিলে শৃঙ্খল অনুপাত সম্পূর্ণ হইবে। যে মাসের সংখ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের সংখ্যার সহিত অনুপাত

নির্দ্ধারণ করা হইল সেই অনুপাত সেই মাসের জন্যই ধরিতে হইবে। যথা, $\frac{\text{ফেব্রুয়ারী}}{\text{জানুয়ারী}}$ অনুপাতটি ফেব্রুয়ারীর জন্য, $\frac{\text{মার্চ্চ}}{\text{ফেব্রুয়ারী}}$ অনুপাতটি মার্চ্চের জন্য ইত্যাদি রূপে ধরিতে হইবে।

২। শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থ নির্দ্ধারণ—শৃঙ্খল অনুপাত নির্দ্ধারিত হইবার পর যে কোন মাসের যতগুলি অনুপাত নির্দ্ধারিত হইল সেই অনুপাতগুলির মধ্যস্থ কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, অর্থাৎ যদি ১০ বৎসরের প্রতি মাসের সংখ্যাগুলির (সর্ব্বপ্রথম মাস সংখ্যা বাদ পড়িবে) শৃঙ্খল অনুপাত নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি মাসের জন্য ১০টি করিয়া শৃঙ্খল অনুপাত পাওয়া যাইবে কারণ কালশ্রেণীর প্রত্যেক মাসের (সর্ব্বপ্রথম মাস সংখ্যা বাদে) সংখ্যাগুলি তখন শৃঙ্খল অনুপাত সংখ্যায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। জানুয়ারী হইতে মাস গণনা হইয়া থাকিলে প্রত্যেক মাসের শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জানুয়ারীর শৃঙ্খল অনুপাত পাওয়া যাইবে ৯টি, এবং ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের জন্য ১০টি করিয়া শৃঙ্খল অনুপাত পাওয়া যাইবে।

মধ্যস্থ নির্দ্ধারণ করিবার একপ্রকার পদ্ধতি পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।*

সেখানে 'মধ্যস্থ' কাহাকে বলে তাহা বলা হইয়াছে এইভাবে—"বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগে সংখ্যাগুলি বিন্যাস করিবার পর যে শ্রেণীর উপরে ও নীচে সমপরিমাণ সংখ্যা থাকে সেই শ্রেণীকে 'মধ্যস্থ' আখ্যা দেওয়া হয়।"

শৃঙ্খল অনুপাত সংখ্যাগুলি বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগে বিন্যস্ত করিলেও যেক্ষেত্রে জোড়া সংখ্যা থাকিবে, যেমন ১০টি শৃঙ্খল অনুপাত যে স্থলে পাওয়া যাইবে, সে স্থলে শ্রেণী-বিন্যাস করিয়াও উপরে এবং নীচে সমপরিমাণ সংখ্যা পাওয়া যাইবে না, সে স্থলে মধ্যস্থ নির্দ্ধারণের যে কৌশল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহা প্রয়োগ করা চলে। অঙ্কের সঙ্কেতে এই কৌশল লেখা হইয়াছে

$$\text{মধ্যস্থ} = \text{নি} + \frac{\text{অ}[\frac{1}{2}(\text{ন}+১) - \Sigma\text{স}_1]}{\text{স}}$$

সঙ্কেতের অক্ষরগুলির অর্থ এইরূপ :

নি—যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যস্থ দেখা যায় সেই শ্রেণী বিভাগের নিম্ন সীমা,

অ—শ্রেণী বিভাগের অন্তর,

ন—মোট শ্রেণী-সংখ্যা,

$\Sigma\text{স}_1$—যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যস্থ দেখা যায় সেই শ্রেণী বিভাগ অপেক্ষা ছোট শ্রেণী বিভাগের শ্রেণী-সংখ্যাগুলির সমষ্টি,

স—যে শ্রেণী-বিভাগে মধ্যস্থ দেখা যায় সেই শ্রেণী-বিভাগের শ্রেণী সংখ্যা,

উদাহরণ :—বঙ্গদেশে মৃত্যুহারের কয়েক বৎসরের মার্চ্চ মাসের শৃঙ্খল অনুপাত সংখ্যাগুলি পাওয়া গেল এইরূপ :—

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
মার্চ্চ	১২২·৪	১০৭·৬	১০৪·৩	১১৭·৬	১১৩·৭
	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
মার্চ্চ	১১৬·৩	১১০·২	১০৬·৩	৯১·৮	৯৭·১

এই শৃঙ্খল অনুপাত-সংখ্যাগুলিকে শ্রেণী-বিভাগে বিন্যস্ত করিলে হয় এইরূপ :—

শ্রেণী বিভাগ		শ্রেণী সংখ্যা
উর্দ্ধ	নিম্ন	
৯০—	৯৫	১
৯৫—	১০০	১
১০০—	১০৫	১
১০৫—	১১০	২
১১০—	১১৫	২
১১৫—	১২০	২
১২০—	১২৫	১
		১০

* আর্থিক উন্নতি, শ্রাবণ ১৩৪৫, ১৮৫ পৃঃ।

† আর্থিক উন্নতি, শ্রাবণ ১৩৪৫, ১৮৬ পৃঃ।

এ স্থলে 'মধ্যস্থ' নির্দ্ধারণ করার পূর্ব্বের কৌশল প্রয়োগ করা যায় এইভাবে :—

মধ্যস্থ ১১০·১১৫ শ্রেণীতে আছে ধরা যায়। এই শ্রেণীর উপরে আছে শ্রেণী সংখ্যা ৫টি, নীচে আছে ৩টি ১০৫-১১০ শ্রেণী ধরিলে হইবে, উপরে নীচে ৫। ১১০-১১৫ শ্রেণী ধরিলে সঙ্কেতগুলি হয় এইরূপ :—

নি=১১০, অ=৫, ন=১০, Σস, =৫, স=২,

$$\text{অর্থাৎ মধ্যস্থ} = ১১০ + \frac{৫[\frac{১}{২}(১০+১)-৫]}{২} = ১১০ + \frac{৫ \times ·৫}{২}$$

$$= ১১০ + ১·২৫ = ১১১·২৫$$

৩। মধ্যস্থের-বন্ধন নির্দ্ধারণ—মধ্যস্থগুলি নির্দ্ধারিত হওয়ার পর এই মধ্যস্থগুলি পুনরায় শৃঙ্খলবদ্ধ করা প্রয়োজন। এইজন্য জানুয়ারীর মধ্যস্থকে ১০০ ধরিয়া অপরগুলিকে ইহার সহিত পরস্পর যুক্ত করিতে হয়। ধরা যাক্, শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, $শ_১$, $শ_২$, $শ_৩$……$শ_{১১}$, তাহা হইলে ধরিতে হইবে মধ্যস্থের বন্ধন যদি $ম_১$, $ম_২$, $ম_৩$…ইত্যাদি দ্বারা সঙ্কেতে প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে হইবে $ম_২ = ১০০ শ_১$, $ম_৩ = ম_২ \times শ_৩$… $ম_{১১} = ম_{১১} \times শ_{১১}$। বারিপাতের শৃঙ্খল-অনুপাতের দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে এবং এই শৃঙ্খল অনুপাত হইতে মধ্যস্থ-বন্ধন নির্দ্ধারণ করিয়া প্রক্রিয়া দেখান যাইতে পারে। বারিপাতের শৃঙ্খল অনুপাতগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট মধ্যস্থ-বন্ধন নিম্নে দেখান হইল। প্রত্যেক মাসের শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থ প্রথম স্তম্ভে ও মধ্যস্থ বন্ধন তৃতীয় স্তম্ভে দেখান হইল, দ্বিতীয় স্তম্ভে মাসগুলি দেখান হইল, জানুয়ারীর মধ্যস্থ-বন্ধন ১০০ ধরিলে ফেব্রুয়ারীর মধ্যস্থ-বন্ধন হইল ১২৪·২×১০০=১২৪·২, অর্থাৎ জানুয়ারীর মধ্যস্থ-বন্ধনের সহিত ফেব্রুয়ারীর শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থ গুণ করিয়া ফেব্রুয়ারীর মধ্যস্থ বন্ধন নির্দ্ধারণ করা হইল। তেমনি, ফেব্রুয়ারীর মধ্যস্থ-বন্ধনের সহিত মার্চ্চএর শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থ গুণ করিয়া মার্চ্চের মধ্যস্থ-বন্ধন নির্দ্ধারণ করা হইল, অর্থাৎ যে কোন মাসের মধ্যস্থ-বন্ধন=সেই মাসের শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থ×পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের মধ্যস্থ-বন্ধন। এইভাবে প্রত্যেক মাসের মধ্যস্থ-বন্ধন নির্দ্ধারণ করিয়া তৃতীয় স্তম্ভের সংখ্যাগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

	অনুপাতের শৃঙ্খল	মাস	মধ্যস্থ-বন্ধন	
$শ_১$	৯৯৯·০	জানুয়ারী	১০০·০	$ম_১$
$শ_২$	১২৪·২	ফেব্রুয়ারী	১২৪·২	$ম_২$
$শ_৩$	২১২·৩	মার্চ্চ	২৬৩·৭	$ম_৩$
$শ_৪$	৩২৪·৭	এপ্রিল	৮৫৩·২	$ম_৪$
$শ_৫$	২২৯·৫	মে	১৯৬৪·৯	$ম_৫$
$শ_৬$	২০৫·৮	জুন	৪০৪৩·৮	$ম_৬$
$শ_৭$	১২৫·৭	জুলাই	৫০৮৩·০	$ম_৭$
$শ_৮$	৮৩·০	আগষ্ট	৪২১৮·৯	$ম_৮$
$শ_৯$	৮৪·০	সেপ্টেম্বর	৩৫৪৩·৯	$ম_৯$
$শ_{১০}$	৩৭·৩	অক্টোবর	১৩২১·৯	$ম_{১০}$
$শ_{১১}$	৮·১	নবেম্বর	১০৬·১	$ম_{১১}$
$শ_{১২}$	৪৫·৯	ডিসেম্বর	৪৮·৭	$ম_{১২}$

৪। স্থিরীকরণ :—এইভাবে অগ্রসর হইলে একটি ত্রুটী প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, সর্ব্বশেষ মাসের মধ্যস্থ-বন্ধনকে সর্ব্বপ্রথম মাসের শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থ দ্বারা গুণ করিলে প্রথম মাসের মধ্যস্থ-বন্ধন যে ১০০ ধরা হইয়াছে তাহা পাওয়া যায় না। এই দৃষ্টান্তে ডিসেম্বরের মধ্যস্থ-বন্ধন নিরূপিত হইয়াছে ৪৮·৭, ইহাকে জানুয়ারীর শৃঙ্খল অনুপাতের মধ্যস্থ ৯৯৯·০ দ্বারা গুণ করিলে হয় ৪৮·৭×৯৯৯=৪৮৬·৫১৩ = ৪৮৬·৫ (প্রায়); কিন্তু জানুয়ারীর মধ্যস্থ-বন্ধন ধরা হইয়াছে ১০০।

অর্থাৎ $ম_{১২} \times শ_১$ ও $ম_১$ সমান হইল না, কারণ $ম_{১২} \times শ_১ = ৪৮৬·৫$ এবং $ম_১ = ১০০$। এই তারতম্য প্রত্যেক মাসেই কিছু কিছু করিয়া রহিয়া গিয়াছে। এই তারতম্য যদি সঙ্কেতের ত-অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে হয়, $১০০(১+ত)^{১২} = ম_{১২} \times শ_{১২}$, অর্থাৎ মধ্যস্থ-বন্ধনগুলি নূতন করিয়া স্থির করিতে হইবে এবং স্থিরীকৃত মধ্যস্থ-বন্ধনগুলি হইবে $ম_১, \frac{ম_২}{(১+ত)}, \frac{ম_৩}{(১+ত)^২}, \frac{ম_৪}{(১+ত)^৩}$, ……$\frac{ম_{১২}}{(১+ত)^{১১}}$.

[কারণ, $\frac{ম_২}{(১+ত)^১} = ম_১$ এবং $(১+ত)^১ = ১+ত$]

এই দৃষ্টান্তে স্থিরীকৃত মধ্যস্থ-বন্ধন নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। এজন্য ত-এর পরিমাপ জানিলেই বিষয়টি সহজ হইবে। ত-এর পরিমাপ এবং স্থিরীকৃত মধ্যস্থ নির্দ্ধারণ লগারিথম সাহায্যে সহজে হয়।

ত-এর পরিমাপ নির্দ্ধারণ করা যায়,

সামা $১০০(১+ত)^{১২} = ম_{১২} \times ম_১$, হইতে,

অর্থাৎ $১০০(১+ত)^{১২} = ম_{১২} \times ম_১ = ৪৮৬\cdot৫$

লগ $(১+ত)$ = লগ ৪৮৬·৫ − লগ ১০০ / ১২

$= \frac{২\cdot৬৮৭০ - ২}{১২} = \cdot০৫৭২ =$ লগ ১·১৪১

অর্থাৎ ত = ·১৪১

অতএব, স্থিরীকৃত $ম_২ = \frac{ম_১}{১+ত} = \frac{১২৪\cdot২}{১\cdot১৪১} = ১০৯\cdot৩$

$ম_৩ = \frac{ম_০}{(১+ত)^২} = \frac{২৬৩\cdot৭}{(১\cdot১৪১)^২}$,

কারণ, লগ (স্থিরীকৃত $ম_৩$) = লগ ২৬৩·৭ − ২ × লগ ১·১৪১

= ২·৪২০২ − ২ × ·০৫৭২

= ২·৩০৫৮ = লগ ২০২·২

= ২০২·২

$ম_৪ = \frac{ম_৩}{(১+ত)^৩} = \frac{৮৫৬\cdot২}{(১\cdot১৪১)^৩} = ৫৭৬\cdot৮$;

কারণ, লগ (স্থিরীকৃত $ম_৪$) = লগ ৮৫৬·২ − ৩ × লগ ১·১৪১

= ২·৯৩২৬ − ৩ × ·০৫৭২

= ২·৭৬১০ = লগ ৫৭৬·৮

$ম_৫ = \frac{ম^৫}{(১+ত)^৫} = \frac{১১৬৪\cdot৯}{(১\cdot১৪১)^৪}$,

= ১১৬০·০

কারণ, লগ (স্থিরীকৃত $ম_৫$) = লগ ১১৬৪·৯ − ৪ × লগ ১·১৪১

= ৩·২৯৩৪ − ·২২৮৮

= ৩·০৬৪৬ = লগ ১১৬০·০

এইভাবে, লগারিথম সাহায্যে, স্থিরীকৃত $ম_৬$ = ২০১৩·০

$ম_৭$ = ২০৩৮·০

$ম_৮$ = ২২৩০·০

$ম_৯$ = ১২৩৬·০

$ম^{১০}$ = ৪০৪·০

$ম^{১১}$ = ২৮·৪

$ম^{১২}$ = ১১·৩

৫। ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তনের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ—এই শেষ প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। স্থিরীকৃত মধ্যস্থ বন্ধন-গুলি একত্র যোগ করিলে যে সংখ্যা হয় তাহা প্রায়ই ১২০০ হয় না; ১২০০ সংখ্যা লইবার তাৎপর্য্য এই যে স্থিরীকৃত মধ্যস্থ-বন্ধনের গড় প্রতি মাসে যদি ১০০ হইত তাহা হইলে বারটি মাসে তাহারা ১২০০ হইত—প্রতি মাসে অনুপাতে ১০০ যদি ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তনের পরিমাপ হইত, তাহা হইলে বারটি মাসের কোন মাসে ১০০ হইতে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের মাত্রা কিরূপ তাহার নিদর্শন যে সংখ্যাগুলি হইতে পাওয়া যায় তাহাকে সেই বিশেষ ক্ষেত্রের ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তনের সূচক-সংখ্যা বা মাপকাটি বলা যায়। যে প্রক্রিয়ায় এই সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহাই ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণের শেষ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় স্থিরীকৃত মধ্যস্থ-বন্ধনের যোগফলে ১২০০-র যত গুণ বেশী বা কম তাহা পূর্ব্বে গণিয়া লওয়া হয় এবং এই অনুপাতে প্রত্যেক মাসের স্থিরীকৃত-মধ্যস্থ-বন্ধনের সংখ্যাকে বাড়ান বা কমান হয়, এইরূপ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় তাহাই ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তনের সূচক-সংখ্যা।

আমরা যে উদাহরণ লইয়া আলোচনা করিতেছি সে উদাহরণে জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে কয়টি স্থিরীকৃত মধ্যস্থ বন্ধন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের যোগফল ১০১৮৯·০, এই যোগফল ১২০০ অপেক্ষা বেশী $\frac{১০১৮৯}{১২০০}$ গুণ, অর্থাৎ ৮·৪৯ গুণ। এখন, ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তনের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে প্রত্যেকটি স্থিরীকৃত মধ্যস্থ বন্ধন এইতে। যেহেতু স্থিরীকৃত মধ্যস্থ বন্ধন সূচক-সংখ্যার ৮·৪৯ গুণ বেশী। স্থিরীকৃত মধ্যস্থ বন্ধন হইতে সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রত্যেকটি স্থিরীকৃত মধ্যস্থ বন্ধনকে ৮·৪৯ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।

যেমন, জানুয়ারীর সূচক-সংখ্যা $= \frac{১০০\cdot০}{৮\cdot৪৯} = ১১\cdot৮$

ফেব্রুয়ারীর $= \frac{১০৯\cdot৩}{৮\cdot৪৯} = ১২\cdot৯$

মার্চ্চের $= \frac{২০২\cdot২}{৮\cdot৪৯} = ২৩\cdot৮$

এপ্রিলের $= \frac{৫৭৬\cdot৮}{৮\cdot৪৯} = ৬৭\cdot৮$

মে-র $= \frac{১১৬০\cdot০}{৮\cdot৪৯} = ১৩৬\cdot৭$

এইরূপে, প্রত্যেক মাসের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া একটি পৃথক স্তম্ভে নিম্নের তালিকার মত, দেখান যায়।

এই তালিকার সংখ্যাগুলি নিম্নের চিত্রে দেখান হইল।

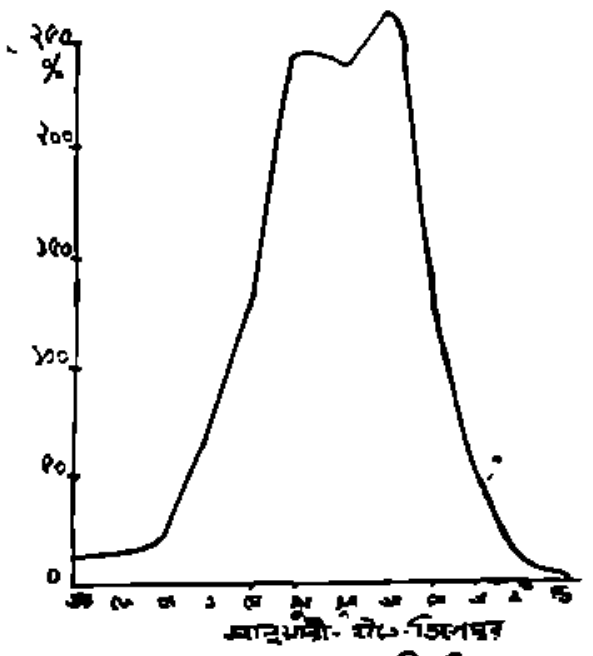

বঙ্গদেশে বারিপাত: ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তন

	স্থিরীকৃত মধ্যম্ব বন্ধন	ঋতুব্যাপী পরিবর্ত্তনের সূচক-সংখ্যা
জানুয়ারী		১১·৮
ফেব্রুয়ারী	১ ০·৩	১২·৯
মার্চ্চ	২০২·২	২৩·৮
এপ্রিল	৫৭৬·৮	৬৭·৮
মে	১১৬০·০	১৩৬·৭
জুন	২০৯৩·০	২৪৭·১
জুলাই	২০৩৮·০	২৪০·২
আগষ্ট	২২৩১·০	২৬২·৮
সেপ্টেম্বর	১২৩৬·০	১৪৪·৪
অক্টোবর	৪০৪·০	৪৭·৬
নবেম্বর	২৮·৪	৩·৪
ডিসেম্বর	১১·৩	১·৫
যোগফল	১০১৮৯·০	১২০০·০

এই সূচক-সংখ্যাগুলিই বঙ্গদেশে ১৯২১ হইতে ১৯৩০ সনের বারিপাত মাপকাঠি নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রতি বৎসরেই সাধারণতঃ মে মাসের মাঝামাঝি হইতে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে প্রবল বারিপাত হয় এবং বর্ষার আগমন ও প্রত্যাগমন উভয়ই যে সহসা ঘটিয়া থাকে তাহার নিদর্শন সূচক-সংখ্যাগুলির তারতম্যে সূচিত হইল এবং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। বঙ্গদেশে বারিপাতের তারতম্যে তরঙ্গগতি আছে কিনা তাহার বিচার করিবার জন্য দ্বিতীয় পর্য্যায় শেষ হইল ঋতুব্যাপী তারতম্যের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণে। ইহার পর আর দুইটি পর্য্যায়ে দেখা যাইবে আমাদের অন্বেষিত গতি তরঙ্গাকৃতি কিনা।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

মাঘ—১৩৪৮ ১৬শ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

সূতা, কাপড় ও কাগজের দুর্মূল্যতা

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অজুহাতে দেশের যাবতীয় নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যই দিন দিন অগ্নিমূল্য হইয়া পড়ায়, বিশেষতঃ সূতা, কাপড় ও কাগজ দিন দিন যেরূপ অতিমাত্রায় দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে দেশময় একটা ভীষণ উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। কাগজ অবশ্য বেশীর ভাগই বিদেশ হইতে আমদানি হয়, তা ছাড়া এদেশে কাগজের কলসমূহে যাহা তৈরী হয়, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। সুতরাং যুদ্ধের জন্য বিদেশী কাগজ আমদানির পথ রুদ্ধ হওয়ায় এদেশে কাগজ-সঙ্কট উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু এদেশে এখন বহুসংখ্যক কল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সূতা ও কাপড়ের দর এরূপ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইবার কারণ কি তাহা বুঝা যাইতেছে না। যদি উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা বেশী হয়, তাহা হইলে দেশবাসী সকলের সমবেতভাবে দেশের সর্ব্বত্রই অধিক পরিমাণে তুলা, সূতা ও কাপড় উৎপাদনের জন্য কায়মনোবাক্যে ব্রতী হওয়া ও ঐ সঙ্গে যতদূর সম্ভব অনাবশ্যক বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কমাইয়া দেওয়া ছাড়া এই সঙ্কট নিবারণের যে উপায়ান্তরই নাই তাহা দূরদর্শী, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

কিন্তু এই সূতা ও কাপড় দোকানে প্রচুর মজুদ থাকা সত্ত্বেও উহার দর হাটে বাজারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দোকানদারের নিকট যে কত তারতম্য দেখা যাইতেছে। দোকান যাচাই করিয়া ক্রয় করিতে গেলে জোড়া প্রতি ।৹—৸৹ আনা পর্য্যন্ত কমবেশী দেখা যাইতেছে। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে এই বস্ত্র ও সূতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া যথেচ্ছাচারিতা রোধ করিবার ব্যবস্থা না করিলে আর প্রতি-

কারের কোন উপায়ই নাই। বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ফটকা ব্যবসাই যে এই অতিমাত্রায় মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ তাহা কর্তৃপক্ষকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং সুচতুর, অতি-লোভী ব্যবসায়ীদের এই অবৈধ কারচুপী বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হওয়া সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন।

আর সুতার দরও সহসা অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই মূল্যাধিক্যের জন্য দেশী তাঁতেও কাপড় তৈয়ারী প্রায় বন্ধ হওয়ায় বহু তাঁতীকে নিরন্ন ও বেকার হইতে হইয়াছে। এই বস্ত্র-সঙ্কটের জন্য চারিদিকে যে একটা উৎকট অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে অবিলম্বে ইহার উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে দেশের অবস্থা অতি সঙ্কটময় হইয়া দাঁড়াইবে।

অন্য দিকে এই বিষম সমস্যার দিনে এখন হইতে প্রত্যেকেরই প্রাচীন যুগের ন্যায় ঘরে ঘরে কিছু কিছু তুলার চাষ ও চরকায় সুতা কাটা প্রবর্ত্তন ও সেই সুতায় তাঁতে বস্ত্র তৈয়ারীর জন্য সর্ব্ব-প্রযত্নে ব্রতী না হইলে সকলকে 'দিগম্বরের সাজ' ধরিতে হইবে। আমরা সকলকে একবার স্থিরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এ ছাড়া আমাদের অনাবশ্যক বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, যাহা আমরা ইচ্ছা করিয়াই বাড়াইয়া দিয়াছি, সেগুলিও ত্যাগ করা একান্তই উচিত। জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী যখন কটী-বস্ত্র পরিহিত থাকিয়া সারা বিশ্বের বরণীয় হইতেছেন, তখন এই মহামানবের আদর্শ অনুসরণে আমাদের লজ্জা কি?

যদিও দীর্ঘ বস্ত্র না হইলে মাতৃ-জাতির চলিবে না, কিন্তু তাঁহাদের সেমিজ, বডি, সায়া, ব্লাউজ আদি না হইলেও কোনই অসুবিধা নাই, অথচ দেশের বর্ত্তমান বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে ঐ উপায়ে বহু পরিমাণ বস্ত্র রক্ষা পাইয়া যাইবে। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কটের প্রারম্ভ হইতেই এই বিষয়ে সকলের বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(নীহার)

কেরোসিন তৈল বিভ্রাট

যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে কেরোসিন তৈল পাওয়া যাইবে না বলিয়া এক গুজব রাষ্ট্র হওয়ায় কেরোসিনের দর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কর্তৃপক্ষ অনেক স্থলে কেরোসিন তৈল নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়ায় কোন কোন ব্যবসায়ী অধিক লাভের আশায় কেরোসিন মজুদ রাখা সত্ত্বেও কেরোসিন নাই বলিয়া বিক্রয় করিতে না চাওয়ায় জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। প্রকাশ যে, দাঁতনের এক ব্যবসায়ী কেরোসিন তৈল বিক্রয় করিতে অস্বীকার করায় এবং যে পরিমাণ কেরোসিন বিক্রয়ের লাইসেন্স তাহার আছে, তদুর্দ্ধ পরিমাণ কেরোসিন রাখায় ভারতীয় পেট্রোলিয়াম আইন অনুসারে তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। সহরের বিভিন্ন গুদামের প্রায় ১৬,০০০ গ্যালন তৈল বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। মেদিনীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পি, এন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থানীয় পুলিশকে ঐ তৈল জন-সাধারণের নিকট বাজার-দরে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা মেদিনীপুর ট্রেজারীতে জমা দিবার আদেশ দিয়াছেন।

গ্রামে ফিরিয়া যাও

"গ্রামে যাও" বলিয়া যে আন্দোলন বহু বৎসর পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে ভারতের নেতৃবর্গ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা এযাবৎ কার্য্যতঃ সাফল্যলাভ করে নাই। দু'চার জন ভাবুক ভাবের ঝোঁকে গ্রামে গিয়াও তিষ্ঠিতে পারেন নাই, কারণ রাজশক্তির উৎসাহ ও সাহায্য এবং সমগ্রভাবে দেশবাসী সঙ্ঘবদ্ধ না থাকায় এ শুভেচ্ছা "দরিদ্রাণাং মনোরথে"র মত অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। সাধুদের ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত শক্তি ভগবানকে বিচলিত করে এবং ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়। জাগতিক দুর্যোগে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে বহু লক্ষ লোক কলিকাতা সহর ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে যাইতেছে। শত অসুবিধা তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। ইহারা যদি সে অসুবিধা ক্রমে সহিয়া

যাইতে পারে তবে অনেক গ্রাম একটু সজীব হইতে পারিবে। কিন্তু ইহা দ্বারা স্থায়ী ফল কি হইবে জানিনা। স্বরাজ না আসিলে, রাশিয়ার ন্যায় নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে, এ গ্রামে যাওয়ার অর্থ হয় না। গ্রামে গিয়া কি খাইবে, কি ভাবে অর্থ উৎপাদন করিবে, তাহার ব্যবস্থা না হইলে চোর ডাকাত হইতে আত্মরক্ষা করার উপায় অবলম্বন করিতে না পারিলে, এক কথায় পণ্ডিত জওহর-লালের ভাষায় গ্রামকে সহরে পরিণত করিতে না পারিলে এ গ্রামযাত্রায় সুফল ফলিবে না। (বরিশাল হিতৈষী)

চাউলের দর-নিয়ন্ত্রণ

চাউল ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ যাহাতে অতিরিক্ত লাভের আশায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিতে না পারে তজ্জন্য মাননীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, ও, বেল, আই, সি, এস, মহোদয় গত ১৭শে ও ২০শে ডিসেম্বর জেলার সর্ব্বত্র ঢোল সহরৎ করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, এখন হইতে পুরাতন চাউল প্রতি মণ ৬।০ আনা ও নূতন চাউল ৫৮/০ আনা দরে বিক্রয় হইবে। এতদতিরিক্ত মূল্যে কেহ বিক্রয় করিলে ক্রেতাদের থানায় অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে জানাইতে হইবে। এতৎ-সত্ত্বেও চাউলের দর অনুরূপ চলিতেছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে। কর্তৃপক্ষের আদেশ যাহাতে ফলবান হয় তৎপ্রতি সরকারী কর্ম্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

খাসিয়া ও জৈন্তিয়ার নূতন রাজস্বের হার

সেটেলমেণ্ট অফিসারের সুপারিশ অনুযায়ী আসাম গভর্ণমেণ্ট খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড় জেলার জোয়ান মহকুমার ২১জন দলুইয়ের অধীন এলাকায় নূতন রাজস্বের হার ধার্য্য করিয়াছেন। শ্রেণী-বিভাগ ও ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে এই হারের তারতম্য হইবে এবং দশ বৎসরকাল ইহা প্রচলিত থাকিবে। ২১ জন দলুইর মধ্যে ১৯জন এবং জৈন্তিয়া দরবার এই নূতন হার ধার্য্যের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

নূতন হারের মধ্যে টাকায় চারি আনা মকুব করা হইয়াছে।

কাগজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

ভারতে সকল প্রকার কাগজ আনুমানিক প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন ব্যবহৃত হয়। আমদানি এখন হ্রাস পাইয়াছে এবং আমদানি বৃদ্ধি করাও চলিবে না। ভারতের সকল মিলের উৎপাদন এক লক্ষ টনের অধিক করা যাইবে না। কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে প্রায় ৩০ হাজার টন কাগজ কম পড়িবে। সরকারি ও বিভিন্ন বিভাগের কাগজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রহ্মে চাউল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

এইরূপ জানা গিয়াছে যে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট ও বিভিন্ন চাউল ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনার ফলে গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী চাউল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিকল্পনা অনুসারে গভর্ণমেণ্টকে টেণ্ডার ব্যবস্থায় চাউল ক্রয় করিতে হইত এবং গভর্ণমেণ্ট নিজেই বিভিন্ন বন্দরে চাউল রপ্তানি করিতেন। সংশোধিত পরিকল্পনা অনুসারে গভর্ণমেণ্ট চলতি বাজার-দরে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চাউল ক্রয়ের প্রস্তাব করিতেছেন। তাঁহারা আর একমাত্র চাউল রপ্তানিকারক হইবেন না। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা এই ব্যবসায় রপ্তানিকারক ছিলেন, তাঁহাদের উপরে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে যে একটি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবেন তাহা হইতেছে এই যে, যাহারা চাউল রপ্তানি করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে রাইস কনট্রোলারের নিকট হইতে অথবা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে তাঁহার কোনও এজেন্সীর নিকট হইতে চাউল ক্রয় করিতে হইবে।

বিহার জেলে বন্দীদের শিক্ষা

১৯৩৯ সনে বিহারে কারাবাসীদের শিক্ষা বিষয়ে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকায় দেখান হইল—

মোট অশিক্ষিতের সংখ্যা	পুরুষ	৫৯,৭১২	৬১,১৮৪
	স্ত্রী	১,৪৭২	
যাহারা শিক্ষার জন্য ক্লাসে যোগদান করিয়াছে	পুরুষ	৫৪,০২৭	৫৪,৩৭৩
	স্ত্রী	৩৪৬	
যাহারা পাঠ করিতে শিক্ষা করিয়াছে	পুরুষ	২৩,৪৯১	২৩,৮২১
	স্ত্রী	২৩০	
যাহারা পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিয়াছে	পুরুষ	১৬,৯৯৪	৬২,৮৩২
	স্ত্রী	৬২	
যাহারা লিখিতে, পড়িতে এবং সামান্য অঙ্ক কষিতে পারে	পুরুষ	৮,৯১৬	
	স্ত্রী	৩৯	

বিহারের সেন্ট্রাল এবং ডিষ্ট্রিক্ট জেলে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেক জেলে একটী করিয়া লাইব্রারী আছে। সেইসকল লাইব্রারীতে কয়েদীদের উপযুক্ত পুস্তক রাখা হয়। যেসকল কয়েদী একটু পড়িতে পারে তাহারা যাহাতে লাইব্রারীর পুস্তক লইয়া পাঠ করে তজ্জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়। এইসকল জেলে নৈতিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

ভারতের আমদানি

১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সনের আমদানির তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, ভারতে কোন্ কোন্ দ্রব্যের চাহিদা খুবই বেশী ছিল এবং তাহার পরিমাণইবা কত ছিল। এই তথ্য জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, যুদ্ধের সময়ে কোন্ কোন্ দ্রব্যের শিল্প বা ব্যবসায় করিলে উপস্থিত তো লাভ হইতে পারেই ভবিষ্যতেও যুদ্ধাবসানে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা কম।

(হাজার টাকা হিসাবে)

	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৮-৩৯ সনের মোট আমদানির শতকরা হিসাব
তূলা এবং তূলাজাত দ্রব্যাদি	১৭,৬৮,১৭	২২,৬৬,২০	১৯·৪৪
মেশিনারি ও মিলওয়ার্ক	১৭,১৪,৯৩	১৯,০৪,৭৮	১২·৫০
তেল	১৮,৬৯,৯৯	১৫,৬২,৪১	—
শস্য, ডাল ও ময়দা	১২,১৬,৮৫	১৩,৭৮,৪৬	১০·২৬
ধাতু ও খনিজ দ্রব্য	১৩,৩৯,৩৪	১০,৮৬,৫২	৯·০৪
গাড়ী ইত্যাদি	৮,৯২,৩০	৬,৬৮,২৬	৭·১৩
ইন্সট্রুমেণ্ট্ ইত্যাদি	৬,১৩,৩৬	৫,৮৫,২৭	৪·৩৯
কাগজ ও পিসবোর্ড	৪,১৪,৭১	৩,২২,৯৩	৩·৮৪
রং করার ও চামড়ার ঔষধাদি	৩,৯৪,০৬	৩,১১,২০	২·১২
রসায়ন দ্রব্যাদি	৩,৩২,৮২	৩,০৫,২৯	২·০৫
কাঠ ও টিম্বার	২,৯৮,২৬	২,৮৬,৬৯	২·০১
পশম (কাঁচা ও তৈরী)	৪,১৪,৮৭	২,৮১,৯০	১·৮৮
মশলা ইত্যাদি	১,৮২,৮৩	২,৬৩,৪৬	১·৮৫
লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি	৩,৬১,২২	২,৫৭,২৭	১·৭৩
অয়েলম্যান ষ্টোর্স	২,৬০,৩২	২,৪৮,৪১	১·৬৯
কৃত্রিম রেশম	৪,৮৭,৪৯	২,২৩,৬২	১·৬৩
ঔষধ ইত্যাদি	২,৩৬,১৭	২,২০,৫৩	১·৪৭
যন্ত্রাদি	২,৩০,৩৪	২,১০,৮৩	১·৪৫
রেশম (কাঁচা ও তৈয়ারী)	২,৮৫,৫৮	১,৯৪,১৫	১·৩৮
রবারের তৈয়ারী দ্রব্যাদি	১,৮৮,৯৯	১,৪০,৫৬	১·২৭
চাল ও শাকসব্জী	১,৫৮,২৩	১,৩৪,৪৩	০·৯২
কাচ ও কাচের দ্রব্যাদি	১,৫১,৮৮	১,২৫,১২	০·৮৮
মূল্যবান পাথর ও মুক্তাদি যাহা বসান হয় নাই	১,২৪,৪৭	১,১৫,০৩	০·৮২

কারখানা নির্ম্মাণ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

বোম্বাইয়ের গভর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, পূর্ব্ব হইতে গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া এবং কারখানাকে বিমান আক্রমণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম আক্রমণযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে কিম্বা যেসকল ব্যক্তি উহা ব্যবহার করিবে বা উহাতে যাইবে তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্টতর রক্ষা-ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট উক্ত কারখানা যেরূপভাবে নির্ম্মাণ করিতে নির্দ্দেশ দিবেন সেই অনুসারে ছাড়া দ্রব্যাদি প্রস্তুতকার্য্য কিম্বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ শ্রম-শিল্পের যন্ত্রপাতি চালাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নির্দ্দিষ্ট এলাকাসমূহে ২ শত বা তদধিক শ্রমিকের পক্ষে কার্য্যোপযোগী কোনও কারখানা নির্ম্মাণ বা উহার প্রসার সাধন করা যাইবে না। নির্দ্দিষ্ট এলাকাসমূহ—বোম্বাই ও আমেদাবাদ সহর; কৈরা, বড়োদা ও পাঁচমহল, সুরাট থানা বোম্বাই সহরতলী, আহম্মদনগর, নাসিক, পুনা, বেলগাঁও, ধারওয়ার, কানারা, কোলাবা ও রত্নগিরি জেলাসমূহ। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও কারখানার পক্ষে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে না।

লৌহ ও ইস্পাত

পৃথিবীর মধ্যে পিগ্-লৌহের উৎপাদন জানা যায় মোট ৮০ মিলিয়ন টন এবং ষ্টীলের উৎপাদন ১০৬ মিলিয়ন টন (১৯৩৮ সনে)। কিন্তু ১৯৩৭ সনের সংখ্যা দেখিলে জানা যায় যে, ১৯৩৮ সন অপেক্ষা পিগ্ লৌহ ২২% অধিক উৎপন্ন হইয়াছিল ও ষ্টীল উৎপন্ন হইয়াছিল ২০% অধিক।

১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারতে পিগ্ লৌহ, ষ্টীলের ও লৌহের তৈয়ারী দ্রব্যাদির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

(হাজার টন হিঃ)

রকমারি দ্রব্য	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	বৃদ্ধি (+) হ্রাস (−)
পিগ্ লৌহ	১,৬৪৪	১,৫৭৬	−৬৮
লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি	১১৫	৮৮	−২৭
ষ্টীল ইনগট্স্	৯২২	৯৭৭	+৫৫
বেমিস্	৭৫৯	৭৯১	+৩২
ষ্টীল নির্ম্মিত দ্রব্যাদি	×	×	×
এঙ্গল্স্	৫০	৫১	+১
টিস্	৬	৫	−১
সিট্স্ গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্	৮১	৯৫	+১৪
সিট্স্ ব্লাক্	২৭	২৬	
প্লেট্	৬৫	৬৫	×
রেল	৭৭	৯৪	+১৭
ষ্টীল স্ল্যাপার	২	১৭	+১৯
ফিশ প্লেট্	৪	৪	×
টিন প্লেট	৫৬	৪৬	−১০
বার, বিম্ ও চ্যানেল	২৬৭	২৮৭	+২০
অন্যান্য	২৬	৩৬	+১০
মোট ফিনিস্‌ড্ ষ্টীল	৬৬৮	৭২৬	+৫৮

ভারতবর্ষে উপরিউক্ত পরিমাণ লৌহ জন্মান সত্ত্বেও যে কত চাহিদা থাকে তাহার একটা ধারণা করিবার জন্য ১৯৩৬ হইতে ১৯৩৯ সন পর্য্যন্ত যে যে দেশ হইতে লৌহ-জাত দ্রব্যের আমদানি করা হয় এবং যত পরিমাণে আমদানি করা হয় তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

বৎসর	যুক্তরাজ্য	জার্ম্মাণি	বেলজিয়াম	ফ্রান্স	ইউনাইটেড ষ্টেট্স্	অন্যান্য দেশ	মোট
	হাজার টন হিঃ	শতকরা হাজার টন হিঃ	শতকরা হাজার টন হিঃ	শতকরা হাজার টন হিঃ	শতকরা হাজার টন হিঃ	শতকরা হাজার টন হিঃ	শতকরা হাজার টন হিঃ
১৯৩৬-৩৭	১৪৭	৪৪·৪	৪৫	১৩·৬	৭১ ২৩·১	১০ ৩·১ ৪ ১·২	৪২ ১২·১ × ৩৩০
১৯৩৭-৩৮	১৬৮	৪৫·৫	৫০	১৩·৪	৫৪ ১৪·৬	১৪ ৩·৮ ২৭ ৭·৩	৫৬ ১৫·৩ × ৩৬৯
১৯৩৮-৩৯	১৩৬	৫০·০	৩০	১১·০	৩৩ ১২·১	৩·৭ ৯ ৩·৩	৫৪ ১৯·৯ × ২৭২

অন্যান্য দেশের মধ্যে জাপানের নাম উপরে উল্লিখিত হয় নাই। জাপান হইতে সাধারণতঃ গ্যাল্‌ভানাইজড্ সীটই আমদানি করা হইত। উহার পরিমাণ ২২,০০০ টন হইতে ১৭,০০০ টন দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সন হইতে ১৯৩৮-৩৯ সনে পড়িয়া গিয়াছিল।

আমেরিকা হইতে সেমিস্-ইন্‌গটস্, ব্লুমস্, বিলেট্‌স্ এবং ব্যাকস্ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে আমদানি করা হইত।

ত্রিবাঙ্কুরের বাণিজ্য

কাথিওয়াড়ের রপ্তানির তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ত্রিবাঙ্কুরের সহিত বিভিন্ন ষ্টেটের কিরূপ বাণিজ্য-সম্পর্ক চলিয়াছিল।

			শতকরা হিঃ	
	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
নওয়ানগর	৮৮,২১	১,৪৪,২৩	৩·৩	৬৭·৯
জুনাগড়	৯০,৩৬	১,০৬,৩২	৩১·০	২৭·৯
ভবনগর	৬৫,৪৫	৬৬,০৬	২২·৫	১৭·৩
পোর বন্দর	৪৬,২২	৫২,৫৩	১৫·৯	১৩·৮
মোর্ভি	×	৭,১৪	×	১·৯
বড়োদা	৮৮	৪,৫৬	০·৩	১·২
মোট	২,৯১,১২	৩,৮০,৮৪	১০০	১০০

কাথিওয়াড় ষ্টেটের বিদেশী বাণিজ্য

			শতকরা হিঃ	
	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
ইউনাইটেড্ কিংডম্	১,৮২,৬৬			
ইজিপ্ট	২৬,৮৯			
বেলজিয়াম	২৬,৭৬			
জার্মাণি	১১,৮২			
ফ্রান্স	৪,৬১			
নেদারল্যাণ্ড	৪,০৮			
বার্মা	৫,৩০			
জাপান	৬,১৯			
ইতালি	৫,৬০			
অন্যান্য দেশ	১৭,২১			

ফ্রন্টিয়ারের বাণিজ্য

আমদানি

দ্রব্য	পরিমাণ		
	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
	(মণ হিঃ)	(মণ হিঃ)	(মণ হিঃ)
গম	২০৩,০০১	৩২৬,২২৩	১৭৪,৯৫৮
গ্রাম ও পাল্‌স্	৫২৯,৪৯৪	৪৭১,৫৮৪	৩৭৫,১৫০
চাউল			
হাস্‌কড্			
আন্‌হাস্‌কড্			
অন্যান্য শস্য, পাল্‌স্ ও ময়দা	৬৮০,৫২১	১,১২৫,১৮৯	১,০৮৮,৯২০
চামড়া	১৬৯,৩১৫	১৭৬,৪১০	১৬৬,৬৪৭
তামাক	৯৯,৮১০	১১৪,৯৭২	১১৫,৭০৭
পশম (কাঁচা)	২৬৩,৫৬২	১৭৭,৫৪২	১৯০,৩২৪
পাট (কাঁচা) (নেপাল হইতে)			
লিনসিড্ (নেপাল হইতে)	৩৪৯,১৫১		
ব্যাট্টার্ড (রেপ্‌সিড্)	৩৮৭,৯৩৯		

রপ্তানি

দ্রব্য	(মণ হিঃ)		
	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
কটন পিস্‌গুডস্	৬২১,৪৬৫	৬১৫,৪৮৭	৬১৯,৮৪৩
গম	৮২৬,১১৩	৪৫৯,৮৭০	৫৭১,৬৩১
চাউল	৬০৬,৩১৭	৬১৪,৮২১	৫১৭,৫১৩
অন্যান্য শস্য	১,২৯০,১৩০	১,১৪৮,৫৫২	১,০৯১,৭৮৯
লৌহ, ষ্টীল প্রভৃতি	৫১৫,০৮৮	৩৬৯,৭৮২	৪৮১,৮৮৮
পেট্রোলিয়াম	৩২৩,৯৫৭	৫১০,৪৫৩	৫৫৬,৪২২
লবণ	১,৫১৭,১৪৩	১,৬২৬,৮৮৭	১,৬২৮,১৫০
চিনি	২৭৪,২১৭	১,৭৭৫,৫৬৩	৮৮২,৮৬১
চা	১৯০,২৫৫	১৬৯,৫৯৫	১৫৪,৩২৮
তামাক	১১০,৮৭০	১০৫,১১২	১৯১,০৬১

বুলগেরিয়ার শিশুমঙ্গল সমিতি

১৯৩৮

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিশুর সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিশুর সংখ্যা
সর্টিং সেন্টার					২২
ক্রেসি					৫১৯
চিল্ড্রেন্স্ ডে হোম					৫,৮১৪
হস্‌পিসেস্					১,৪৯৩
কমিউনিটিস	৩৮				৩,২৪৩
এনবুলেটরিস					৩৫
দুর্বল ও খারাপ শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠান					
ট্রেনিং ইনস্‌টিটিউসন্					
ডেলিকোয়েণ্ট চিল্ড্রেন ইন্সটিটিউসন		১৩৮			৯২
কালা বোবাদের জন্য বোর্ডিং স্কুল		১৩৭			১৫০
অন্ধ বালকদের জন্য বোর্ডিং স্কুল		৮৯			৯২
পিপল্‌স্ সুপ্ কিচেন্		১৮২,২১৩			২৪৬,১৫৩
সামার প্লে-গ্রাউণ্ড		৪২,৮১৩			৪১,৭৭১
সামার কলোনিস		১৩,৫৩৫			১৪,০৫০
সামার ক্যাম্পস্		১,৮৩৫			১,৫৭৬
মেটারনিটি হোমস্					৭৮৭
হেল্‌থ সেণ্টারস্					২২৯,৩৮৯

শিশুদের জন্য কি কি বিষয়ে খরচা করা হয়

(লেডা হিঃ)

	ক্রেসি	হস্‌পিট্যাল
খাদ্য	১,১৬৯,৪৮৪	৩,১১৬,১৯২
উত্তাপ	৩২৭,৫৫২	৪২৪,৪৪৮
আলোক	৬১,৪৫৩	৮০,৭১২
ভাড়া	৬৭,৭৮৮	৩৭৪,০৬৪
জামাকাপড় ইত্যাদি	১৭২,০৪৪	১,২২৯,০১২
ষ্টাফের মাহিয়ানা	৯১৯,৩৩২	১,৪৯৭,৪০০
অন্যান্য খরচা	৪৮২,০৬৮	১,১৮৪,০৪৮

বুলগেরিয়ায় গৃহস্থের সেবায় দানের পরিমাণ

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, বুলগেরিয়ায় গরীব গৃহস্থদের ভরণপোষণের সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে দানস্বরূপ কত দেওয়া হয় :—

	লেডা
কমিউনের দান	২৪,০০০,০০০
দ্রব্যাদি দান (যেমন কাঠ, ঔষধ ইত্যাদি)	
পাবলিক এ্যাসিসট্যান্স ফাণ্ড হইতে সাহায্য	
উইনটার রিলিফ ফাণ্ড হইতে দান	
ক্রিশ্চান এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক দান	
কার্য্যের বিনিময়ে গরীব দুঃখীদের খাদ্যদান	১২,০০০,০০০
অন্ধকে দান	১,৭৪৬,০০০
মোট	৬২,৬৬৩,০০০

এই ধরণের দান সাধারণতঃ শিশুদের জন্যই করা হইয়া থাকে।

চীনের বিদেশী বাণিজ্য

স্বাধীন চীনের রাজধানী চুং কিং সহরটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সহর এবং এখানকার বাণিজ্যই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র চীনের বাণিজ্যের গতি-প্রদর্শক। চুংকিং হইতে যেসকল দ্রব্য বাহিরে রপ্তানি করা হয় তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

কাঠের তৈল, সাদা ব্রিসল্, পিগ্ কেসিং, রেশম এবং পশুর চামড়া। ১৯৩৯-৪০ সনের প্রধান দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(কুইন্টল হিঃ)

	১৯৩৯	১৯৪০
উড অয়েল	৬৪,২১৯·০৩	৮২,৩২২·০৯
হগ্ ব্রিসল্	৪,৯৬৩·১৯৭	৭,৩৭৪·৩৬
পিগ্ কেসিং	১,২৯৫·১৭	১,৪৮১·৩৩
সল্টেড পিগ ইনটেস্‌টিনস্	×	×
সিপ স্কিন্	৮,৮৭৬·০৬৫	১৩,২৬৪·২২
নেটিভ ব' সিল্ক	×	৮২১·৯৯
সাদা ও হলদে সিল্ক	×	×
মহিষের চামড়া	৯৭৬·৯৭	×
গরুর চামড়া	১৬২·৩৪	×
খরগোসের চামড়া	×	×

বার্ম্মা রোডে ম্যালেরিয়া নাশ

ডাঃ সেসিল বার্ম্মা গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া বার্ম্মা রোড সম্পর্কে তদন্ত করিতে আসেন এবং তিনি বলেন যে, লাশিওতে বহু বড় বড় বাড়ী তৈরী হওয়ায় এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় ম্যালেরিয়া অনেক কমিয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, "ট্রাক্ট সিস্টেম্" যত বৃদ্ধি পাইবে ততই ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইবে। লাশিও হইতে চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত নূতন রেল লাইন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাতেও ম্যালেরিয়া তাড়াবার সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু শান্ দেশের গ্রামগুলিকে ঠিক একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলা বহু ব্যয়সাধ্য। কাজেই তাহা এক্ষণে হইবার নহে।

UNIVERSITY

বঙ্গীয় অর্থনৈতিক তদন্ত-বোর্ডের কার্য্যবিবরণী

বাঙলার অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ডের ১৯৩৯-৪১ সনের রিপোর্টে প্রকাশ, প্রথমে চেয়ারম্যান সহ মোট ২১ জন সদস্য লইয়া বোর্ডটি গঠিত হয়। বিগত ১৯৩৪ সনের গোড়ার দিকে বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের ১৯৩৪-৩৭ এবং ১৯৩৬-৩৮ সনের কার্য্যকালে ইহা যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের তদন্তে লিপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নের কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

বাঙলার চাষীদের মধ্যে ঋণগ্রস্তশ্রেণীভুক্ত লোকজনের ঋণের বিবরণ এবং পরিমাণ নির্দ্ধারণ, তন্তুবায় এবং তাঁত শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত, কাগজের মণ্ড তৈরীর জন্য বাঁশের-উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান, কাশ এবং কুশ ঘাসের অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত ইত্যাদি।

বোর্ডের তদন্তের ফলাফলকে ভিত্তি করিয়া বঙ্গীয় কৃষি-ঋতক আইন রহিত হয়। ইহা ছাড়া বোর্ড গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটির গঠনপ্রণালী, বাঙলার মৎস্য ব্যবসায়ের উন্নতি এবং বাঙলার ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রগুলি সংযোজনের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ দান করেন। বিগত ১৯৩৯ সনে ২১ জন সদস্য লইয়া বোর্ডের পুনর্গঠন হয়। পদাধিকারবলে বাঙলার লেবার কমিশনার ও বাঙলার সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার বোর্ডের সদস্য হওয়ায় উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ হয়।

বোর্ডের কার্য্যাদি নিম্নরূপ—

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে-সকল অর্থনৈতিক ব্যাপার বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং যে-সকল ব্যাপার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হয় নাই, গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে উহাদের সম্পর্কেও উদ্যোগী হইয়া তদন্ত করা।

গত ১৯৩৮-৩৯ সনে যখন বোর্ডের পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন বিবেচনাধীন ছিল, তখন ধান ও পাটের সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট একটি স্পেশাল কমিটি নিয়োগ করেন। সে সময়ে শিল্প তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। বোর্ডের বিবেচনাধীন কোন কোন বিষয় সাতে কমিটি এবং অন্যান্য স্পেশাল কমিটির তদন্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বোর্ড ঐগুলি তাহাদের কার্য্যসূচী হইতে বাদ দিয়া নিম্নোক্ত সমস্যাগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন—

(১) অধিকতর প্রয়োজনীয় শিল্প-কেন্দ্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের সংসারযাত্রার খরচের সংখ্যা-তালিকা রচনার জন্য শিল্প শ্রমিকদের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের তদন্ত ;

(২) বাঙলার কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য গুদাম-ঘর স্থাপনের সমীচীনতা ;

(৩) বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ;

(৪) কৃষক, কৃষি-শ্রমজীবী ও পল্লীগ্রাম এবং শহরবাসী অন্যান্য লোকজনের আর্থিক অবস্থা এবং বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ;

(৫) বাঙলার প্রধান শস্যগুলির উৎপাদনের হার এবং গড়পড়তা ব্যয় নিরূপণ সম্পর্কে অনুসন্ধান।

উপরোক্ত বিষয়গুলির তদন্ত সম্পর্কে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। গুদামঘর স্থাপন সম্পর্কিত তদন্তের খসড়া রিপোর্ট প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিম্নে এই তদন্তের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে—

গত ১৯৩৮ সনে বাঙলা সরকার বোর্ডকে শিল্প-শ্রম-

জীবীদের পারিবারিক আয়-ব্যয় সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে অনুসন্ধান, পরিকল্পনা রচনা এবং তদন্তের ব্যয় নিরূপণের জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চলে এবং এ মর্ম্মে একটি পরিকল্পনাও রচিত হয় যে, নির্ব্বাচিত অঞ্চলের শিল্প-শ্রমজীবীদের মধ্য হইতে ন্যূনপক্ষে শতকরা ২ জনের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক অঞ্চলে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়-তালিকা রচনার জন্য দ্রব্যাদির দর নির্ণয় করা হইবে। পরে কমিটির প্রেসিডেন্টস্বরূপ উক্ত কাজের ভার ভারতীয় সংখ্যা-তথ্য ইনষ্টিটিউটের উপর অর্পিত হয়।

বাঙলার কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য গুদাম স্থাপনের সমীচীনতা সম্পর্কে রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে অর্থ সরবরাহের জন্য গুদামঘরগুলি মধ্যস্থতার কাজ করে। গুদামজাত করার ব্যবস্থার অভাবহেতু বাঙলায় অথবা ভারতের অন্যান্য অংশে ব্যাঙ্ক ইহার বিশেষ কোন সুযোগই গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই কারণে কৃষিজাত দ্রব্যাদির ব্যবসাক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং গুদামঘর স্থাপন করিলে এ দেশের পক্ষে উহা মঙ্গলজনক হইবে কি না এবং যদি হয় তাহা হইলে কি প্রণালীতে উহা প্রতিষ্ঠা করা এবং চালু রাখা যাইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করাই হইবে উক্ত তদন্ত কমিটির উদ্দেশ্য।

বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কত লোক বেকার আছে এবং বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে, তদন্ত কমিটি তাহা ঠিক করিয়া দিবেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য কমিটি একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য অবৈতনিক ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের সমীচীনতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় কলিকাতা ও হাওড়া ব্যতীত বাঙলার অবশিষ্ট মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে কমিটি উক্ত উপায়ে সংখ্যা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছে। শেষোক্ত দুই স্থানে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছেন।

পল্লীঅঞ্চল সম্পর্কে কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, আবশ্যক সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য তাহারা স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাহিবেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙলা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবে বেকারদের সংখ্যা-সম্পর্কিত যে সকল রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল, কমিটি সেইগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। পল্লীগ্রাম এবং শহরবাসী বিশেষ করিয়া চাষী এবং কৃষি-শ্রমিকদের ক্রয়-ক্ষমতা কতটুকু, তাহা জানিবার জন্যই কমিটি পল্লীগ্রাম এবং শহর-বাসীদের আর্থিক অবস্থার তদন্ত করিতেছেন। ইহাদের বেকার-সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করাও কমিটির কাজ।

বাঙলার প্রধান প্রধান শস্যগুলির উৎপাদনের হার এবং গড়পড়তা ব্যয়ের তদন্তের প্রশ্ন সম্পর্কে কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, কি প্রণালীতে ন্যায়সঙ্গত অর্থব্যয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও কমিটি নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে আর্থিক অনুসন্ধান করিতেছেন—

(১) জল-সেচ এবং জল-নিকাশের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক ছোট ছোট অনাবাদী বা এক ফসলের জমিতে ফসল আবাদ বা অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা;

(২) পতিত, অনুর্ব্বর এবং জলাভূমিসমূহের অর্থ-নৈতিক ব্যবহারের সম্ভাবনা;

(৩) বাগানের উৎকর্ষতা সাধনের সম্ভাবনা।

(৪) বাঁড়সায় গবাদি পশুর উন্নতির সম্ভাবনা।

এক্সিস্-বিরোধী শক্তি-সঙ্ঘ

এক্সিস-বিরোধী বিভিন্ন রাষ্ট্র এই মর্ম্মের এক অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে, এক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন এবং কেহ পৃথকভাবে এক্সিসের সহিত সন্ধি করিবেন না।

যুক্ত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, কোষ্টারিকা, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, দি ডোমিনিকান রিপাবলিক, স্যালভেডর গ্রীস, গুয়াটেমালা, হাইতি, হনডুরাস, ভারতবর্ষ, লাক্সেমবুর্গ, দি নেদারল্যাণ্ড্স, নিউজিল্যাণ্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে পানামা, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুগোশ্লাভিয়া।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল যথাক্রমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের তরফ হইতে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। আন্তর্জাতিক মতৈক্য সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, হিটলারবাদের বিরুদ্ধে এই বিজয় অভিযানে অন্যান্য সমস্ত জাতি এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে পারিবে। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, ত্রিশক্তি চুক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। ত্রিশক্তির সহযোগী অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত যুক্ত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক শক্তির সহিত পারস্পরিক সহযোগিতা করিতে হইবে এবং কোন গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে মিঃ লিটভিনফ এবং চীনের পক্ষ হইতে মিঃ সুঙ উক্ত যুক্ত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ হইতে মিঃ কেইসি, কানাডার পক্ষ হইতে মিঃ লেটন ম্যাকার্থি, নিউজিল্যাণ্ডের হইয়া মিঃ ফ্রাঙ্ক ল্যাংটোন, ভারতের হইয়া মিঃ বাজপেয়ী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার তরফ হইতে মিঃ রালফ্ অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এক্সিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ডাচ, নরউইজান, লাক্সেমবুর্গ, বেলজিয়ান এবং দক্ষিণ আমেরিকার নয়টি গণতন্ত্রের প্রতিনিধিগণ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য সহকারী রাষ্ট্র-সচিব মিঃ গার্ডিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ গার্ডিয়া বলেন যে, উক্ত চুক্তিপত্রে ছাব্বিশ বা সাতাশটি স্বাক্ষর পড়িয়াছে।

একজন ল্যাটিন আমেরিকান কূটরাজনীতিবিদ উক্ত অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, আটলান্টিক সনদে স্বাক্ষর করিয়াই তিনি ও আর সকলে এই অঙ্গীকার-পত্রের বিধানগুলি মানিয়া লইয়াছেন।

হুগলী জেলায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যাবলী

হুগলী জেলা হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, কর্তৃপক্ষের ব্যাপক প্রচারকার্য্যের ফলে গত এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত কার্য্য সমভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে সভা-সমিতির আয়োজন করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণকে এইসকল সমিতির সহিত বিশেষভাবে সহযোগিতা করিতে এবং উহারা যাহাতে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে পারে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করা হয়। পূর্ব্বের ন্যায় কচুরীপানা পরিষ্কার, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এবং পথ নির্ম্মাণ-কার্য্য সমভাবে পরিচালিত হইতেছে। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত মধুবাটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি গ্রামের মধ্যে একটি প্রসূতি-সদন এবং শিশু-কল্যাণ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে।

পূর্ব্বে যেসকল জমিতে পাটচাষ হইত, তাহার কতক অংশে কৃষকগণ আউশ ধান বপন করিয়াছেন। উন্নত ধরণের বীজের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা রহিয়াছে। ইউনিয়ন-সমূহে সভা আহ্বান করিয়া কৃষকগণকে জঙ্গলাকীর্ণ এবং পতিত জমিতে শাক-সব্জীর চাষ করিতে বলা হইয়াছে।

খেলার মাঠের উন্নতিকল্পে শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং আকুনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গভর্ণমেণ্ট ১৫০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। উক্ত মহকুমাতেই জনাই ও বোড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের কাজ সমাধা হইয়াছে। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত মধুবাটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি ছেলেদের জন্য একটি খেলার মাঠ তৈরী করিতেছে।

সদর মহকুমার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নামক স্থানে একটি পল্লী-মিলনাগার ও একটি গ্রন্থাগারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে।

হাতে-কলমে উন্নত ধরণের বয়ন শিক্ষাদানকারী সরকারী ভ্রাম্যমাণ দল রাজবলহাট নামক স্থানে আগমন করিয়া স্থানীয় তাঁতীদিগকে উন্নত ধরণের বয়ন বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে।

গোষ্ঠী-গবেষণার আধুনিক গতি

(শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সহিত কথোপকথন)

প্রঃ—গোষ্ঠী সম্বন্ধে গবেষণা কতদিন ধরিয়া চলিতেছে ?

উঃ—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে "ফ্যামিলি" বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয় "ল্য প্লে" নামক একজন গবেষক যখন ৩৬টী ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা করেন তখন। তিনি অবশ্য গবেষণা করিয়াছিলেন কেবলমাত্র আর্থিক দিক্ হইতে। তৎপরে ওয়েষ্টার-মার্ক গত পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের পরে ঐতিহাসিক ও এ্যানথ্রপলজির দিক্ হইতে গোষ্ঠী সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করেন এবং "হিষ্ট্রি অব্ হিউম্যান ম্যারেজ" নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত গোষ্ঠী সম্বন্ধে সমাজতত্ত্বের দিক্ হইতে বিশেষভাবে কোন গবেষণা আর খুব বেশী পরিমাণে হয় নাই। ওয়েষ্টারমার্ক প্রধানতঃ ঐতিহাসিক দিক্ হইতে গবেষণা করিয়াছিলেন বলিয়া "প্রিমিটিভ্" বা আদিম গোষ্ঠীর বা পরিবারের আকার ও ব্যয় সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি। আধুনিক গোষ্ঠীর আকার ও রূপ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও তাহার বিশেষ গবেষণার চেষ্টা আমাদের বড় বেশী নাই। তবে ওয়েষ্টারমার্কের আদিম গোষ্ঠীর গবেষণা আধুনিক গোষ্ঠীর গবেষণার বিষয়ে খুবই সাহায্য করে এবং বলা চলে, সবাকার গবেষণার পথ তিনিই একপ্রকার পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

প্রঃ—আধুনিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে কি কিছুই গবেষণা হয় নাই ?

উঃ—কিছুই হয় নাই এ কথা বলিতেছি না, আমার কথা হইল বড় বেশী পরিমাণে হয় নাই এবং এই সম্বন্ধে গবেষণা করিবার বহু অবসর রহিয়াছে। আধুনিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে যে গবেষণা করা হইয়াছে তাহা হইতে লব্ধ প্রধান সূত্র হইল "প্রিন্সিপল্ অব্ সোসিয়াল ইন্টার-এ্যাক্সন" বা সামাজিক আন্তঃপ্রতিক্রিয়ার নীতি।

প্রঃ—এই নীতির দ্বারা সমাজতত্ত্বের দিক্ হইতে কি লাভ হইয়াছে ?

উঃ—এই নীতির দ্বারা পূর্ব্বেকার ঐতিহাসিক বা এ্যানথ্রপলিজম গবেষণার মাত্র "বর্ণনা"র ধারা পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এক্ষণে বলা চলে যে, সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট যে বৈজ্ঞানিক ধারা তাহার উপযোগী একটা পথ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অবশ্য আর্থিক দিক্ হইতে আইনের দিক্ হইতে সাধারণ বর্ণনা করাই গবেষণার একমাত্র উপায় ছিল। বলিতে গেলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত হয় এই সামাজিক আন্তঃপ্রতিক্রিয়ার নীতি হইতে।

প্রঃ—উক্ত নীতিকে কি সর্ব্বপ্রকার সমাজবিজ্ঞানবিদের মনোনীত নীতি বলিয়া ধরা চলে ?

উঃ—গত মহাযুদ্ধের পর প্রথম যুগে এই নীতি সম্বন্ধে কেহই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন নাই। তখন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক দিক্ ও সাধারণ জ্ঞানের দিক্ হইতেই

গবেষণা চালানো হইত। কিন্তু একটী অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সাইকিএ্যাট্রিক বা সাইকোএ্যানালিটিক গবেষক যদিও সমাজবিজ্ঞানের বাহিরে ছিলেন তাঁহারা কিন্তু সামাজিক আন্তঃপ্রতিক্রিয়ার নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন।

প্রঃ—এই নীতি কি এক্ষণে গৃহীত হইয়াছে?

উঃ—এক্ষণে অবশ্য এই নীতি অনুসারে গবেষণার উপায়-গুলির কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং অনেক স্থলেই ইহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

প্রঃ—কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে?

উঃ—প্রথম পরিবর্ত্তন হইল "রেফারেন্স" সম্বন্ধে। দ্বিতীয় হইল গোষ্ঠী সম্বন্ধে গবেষণার স্থান বা "এরিয়ার" পরিবর্ত্তন এবং তৃতীয়তঃ, গবেষণার প্রণালী ও বিষয় সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

প্রঃ—"রেফারেন্স" সম্বন্ধে কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে?

উঃ—সামাজিক আন্তঃপ্রতিক্রিয়ার নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে গবেষণার রেফারেন্স সৃষ্টির বিষয়ের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার জন্য গোষ্ঠীকে আর এখন "ইন্‌স্টিটিউশনাল এরেঞ্জমেণ্ট" বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে ধরা হয় না, "স্পেসিফিক ক্যারিয়ার" বা গোষ্ঠী বিশেষ হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ গোষ্ঠীকে সমাজ হইতে পৃথককরণের যে ধারণা তাহাই ইহার পরিণতি বলা চলে। কাজেই গোষ্ঠীর সংজ্ঞাও এই দিক্ থেকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা এখন হইল একটা সক্রিয় শক্তি (ডাইনামিক্ এন্‌টারপ্রাইজ) যাহাতে ব্যক্তিগত ভাব ও আচরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষ্য-বস্তু। বিবাহ এবং জনন-ক্রিয়ার উদ্ভূত যে যে ব্যষ্টি তাহার প্রত্যেকটী যে যে বিষয়-বস্তুর উপর মূল্য আরোপ করে এবং তাহার প্রত্যেকটী যে যে কার্য্য করিয়া থাকে তৎ-সমুদয়ই আমাদের বিবেচনাধীন করিলে "রেফারেন্স" সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

প্রঃ—ইণ্টার-এ্যাক্‌শনাল প্রিন্সিপল্ কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ নূতন কি কি প্রণালী ইহা গ্রহণ করিয়াছে?

উঃ—প্রথমেই বলা চলে পূর্ব্বে "টাইপলজি" অর্থাৎ "ছাচ-তত্ত্ব" বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু এই নীতি এক্ষণে ইণ্টার-এ্যাক্‌শনাল প্রিন্সিপলের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। গোষ্ঠী বা পরিবারের আচরণ সমান অর্থাৎ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে কিন্তু পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তার যে ছাচ তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। গ্রাম ও নগরের পরিবার বেশ সহজেই পৃথক করা সম্ভব, সেই অনুসারে ইন্টিগ্রেটেড্ এবং ডিসইন্টিগ্রেটেড্, স্থায়ী এবং অস্থায়ী ইত্যাদি বহু ধরণের পরিবারের ছাচ পাওয়া যায়; যেমন কোন স্থলে পিতাই ক্ষমতাবান, কোন স্থলে মাতার ক্ষমতা বেশী ইত্যাদি।

প্রঃ—স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিবার বলিলে কি বুঝায় এবং তাহাতে ইণ্টার-এ্যাক্‌শন প্রিন্সিপল্ কেমন করিয়া খাটে?

উঃ—স্থায়ী পরিবার বলিতে সহজ কথায় বুঝায় যেখানে পরিবারের অন্তর্গত সদস্যগণের মত-বিরোধ স্বল্প বা নাই অর্থাৎ যেখানে পরস্পরের ইণ্টার-এ্যাক্‌শন বা আন্তঃপ্রতিক্রিয়ার দ্বারা একটা মত বা উদ্দেশ্যকে কার্য্যতঃ সমানভাবে ব্যক্ত করা হয়। যেখানে আন্তঃ-প্রতিক্রিয়া এমন ধারা যাহাতে মতদ্বৈধই পূর্ণ প্রকাশিত হয় এবং পরিবারে "ইউনিটি" বা একতা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে সেখানে বলিতে হইবে যে পরিবার অস্থায়ী।

প্রঃ—আর কোন্ স্থলে ইণ্টার-এ্যাক্‌শন প্রিন্সিপল্ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে?

উঃ—প্যাটার্ণ এবং প্রোসেস অর্থাৎ ছাচ ও গতি সম্বন্ধে যে নীতির কথা বলিলাম তাহা ছাড়া "রোল এ্যানালিসিস্" বিষয়েও ইহার প্রসার দেখা যায়। ছাচ বা গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। এ্যাটিচিউড্ বা মনোভাব সেন্টিমেণ্ট বা বোধশক্তি, ভ্যালিউ বা মূল্য আরোপ এবং

ব্যক্তিগত ইচ্ছা কি? ব্যক্তিগত ভাব, ইচ্ছা লক্ষ্যের বস্তু।

:—"রোল এ্যানালিসিস" ব্যতিরেকে আর কি কিছু আছে?

উ:—ইণ্টার-এ্যাকশন নীতির বিস্তার আর যে বলে দেখা যায় তাহাকে সমাজ বিজ্ঞান বলে "ইকলজিকাল এ্যানালিসিস"। ইহা হইতে দেখিতে হইবে যে পারিবারিক জীবনের ছাঁচ দলগত জীবনের ছাঁচের সহিত কোন না কোন ভাবে বিজড়িত আছে। মানুষ বিভিন্ন বাসস্থান যখন থাকে তখন তাহাদের বিভিন্নভাবে জীবন ধারণের প্রথা ও আচার ব্যবহারও উদ্ভূত হইয়া থাকে। কাজেই বেশ বুঝা যায় আর্থিক দিক্ হইতে ও কৃষির দিক্ হইতে দুইটী বিভিন্ন স্থানের সমষ্টির আচরণ কতটা পৃথক।

প্র:—"পরিবার সম্বন্ধে গবেষণার স্থান-পরিবর্তন" সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উ:—ডিভোর্স এবং ডেসারশান অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পরিবার ত্যাগের সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয় গত মহাযুদ্ধের পর হইতে। এই দুইটীর প্রতিক্রিয়াতেই পরিবারের মধ্যে ডিস্-ইন্টিগ্রেশন বা অসামঞ্জস্য আনিয়া ফেলে।

পরিবার-ত্যাগ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সমাজতত্ত্বের গবেষণার মধ্যে আসিয়া পরিবারের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটা নূতন আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে। অনেকটা বলা চলে যে, প্যাথলজি যেমন ডাক্তারদের পক্ষে মানুষের দেহ সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করে তদ্রূপ।

ইহার মধ্যে "কেস্ ষ্টাডি" অর্থাৎ বাস্তব ঘটনা হইতে তথ্য সংগ্রহ করা ও ব্যক্তিগত চরিত্র পর্য্যালোচনা করা এবং সামাজিক সঙ্কট, যেমন আর্থিক সঙ্কট হইতে পরিবারের বিশৃঙ্খলা কিরূপে আসে, এইসকল ব্যাপারও বিশেষভাবে আলোচনার অন্তর্গত হইয়াছে।

প্র:—"কেস্ ষ্টাডি" অর্থাৎ ঘটনা হইতে তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করিতে পারেন?

উ:—সমাজ-বিজ্ঞানবিদেরা পোড়ার দিকে চিঠিপত্র, ডাইরি বা দিনপঞ্জিকা আত্মজীবনী এবং জীবন ইতিহাস হইতে অনেক তথ্য পাইতেন। ইদানীং "মোলাকাৎ" বা ইণ্টারভিউর দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

:—প্রণালী এবং উপায় সম্বন্ধে কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে?

:—গত মহাযুদ্ধের পর হইতে সংখ্যার সাহায্য গ্রহণ করার প্রবৃত্তি বৈজ্ঞানিক মহলে একটা সাড়া দিয়াছে। কাজেই এজেন্সি বোর্ড,—অবশ্য গভর্ণমেণ্টের ও সাধারণের উভয়ই—ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তৎপরে দেখা গেল যে, এইসকল এজেন্সি রেকর্ড খুব পর্য্যাপ্ত নহে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায়। তখন কোয়েশ্চেনেয়ার বা প্রশ্নপত্রের দ্বারা উহার সংগ্রহ করিয়া সেই সেই বিষয় বাস্তব পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইতে লাগিল। তাহার পরে সংখ্যাবিজ্ঞানের সহকারিরূপে দেখা দিল মোলাকাৎ প্রথা।

প্র:—পরিবার সম্বন্ধে গবেষণার আধুনিক গতি কোন দিকে?

:—প্রথম (এবং তাহাই খুব প্রসিদ্ধ) হইল প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত উন্নতি এবং বিবাহিত জীবনের সম্মিলন এই দুইয়ের মধ্যে কতটা সম্বন্ধ আছে তাহার আলোচনা করা এবং দ্বিতীয়তঃ (অবশ্য যদিও খুব বেশী প্রত্যক্ষ নহে) হইল বিবাহিত জীবন সফল কি বিফল এবং তাহার কারণসমূহ কি কি হইতে পারে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা।

"দি সোশিয়াল সার্ভিস কোয়ার্টারলি"

(জুলাই, ১৯৪:)

১। বাটী ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

২। ইণ্ডোরে গরীবের কুটীর নির্ম্মাণ পদ্ধতি।

৩। বয়স্কদের অক্ষর পরিচয়ের স্থান এডুকেশনল সিসটেমের কোন খানে ?

"বাটী ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ্‌ ই মারে। লেখার উদ্দেশ্য হইল সংক্রামক ব্যাধি হইতে কি করিয়া মুক্তি পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন দেশে কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোক প্রদান করা।

নিম্নলিখিত বিষয়ে সমগ্র প্রবন্ধটীকে ভাগ করা হইয়াছে —১ম গৃহস্থদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির প্রয়োজন, ২য়—অগ্রগামী দেশসমূহে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ৩য়—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা, ৪র্থ—সর্ব্বই নিম্নলীর অভ্যাসসমূহ।

নগরে বা গ্রামে কতকগুলি জিনিষ আমাদের প্রত্যেকের রক্ষা করা দরকার, যেমন বাড়ীর জঞ্জাল ফেলা। যখন তখন রাস্তার মধ্যে বা অপর এক জনের বাড়ীর সম্মুখে বাড়ীর ময়লা ফেলা যে কত দূষণীয় তাহা আমরা ভাবি না। অন্যান্য দেশে ইহার প্রতিষেধক আইন আছে এবং সেই আইন-ভঙ্গের পরিণতি "জেল"।

আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক বাড়ীতে দুইটী করিয়া টিনের টব আছে এবং তাহা ঠিক পূর্ণমাত্রায় ঢাকা দিবার মত ঢাক্‌নি থাকে। একটী টিনে আলু পটল ইত্যাদির খোসা ফেলা হয় এবং আর একটী টিনে রাবিস্‌, কাগজ-সুঁচা, সিগারেটের ছাই প্রভৃতি ফেলা হয়। ফেলিবার সময় কোন জিনিষ বাইরে পড়িয়া থাকিতে পারিবে না। সপ্তাহে দুইবার কি তিনবার ময়লা তোলা গাড়ী আসিয়া ঢাক্‌নি খুলিয়া লইয়া যাইবে। যদি কোন জিনিষ বাইরে পড়ে তাহা হইলে ময়লাতোলা লোক পিছা রিপোর্ট দিলেই বাড়ীওয়ালার ফাইন হইয়া যায়।

"হাউসিং অব দি পুয়োর ইন ইণ্ডোর" (ইন্দোরে গরীব লোকের বাটী-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি)। এই রচনার লেখক হইলেন অধ্যাপক আর কে ইয়ার্দে। ইন্দোরে হরিজন কলোনি নং ১ সম্বন্ধে লেখক বলেন যে, এখানে ৯১টী কাড়ুদার গৃহস্থের থাকিবার বাসস্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে ৮৭,০০০৲ টাকা খরচায়।

ইন্দোরের মহারাজা বহু টাকা দান করিয়া ঐ সকল বাড়ী তৈয়ারীর বিষয় সাহায্য করিয়াছেন, এবং তাঁহার বদান্যতার ফলে আজ প্রায় সর্ব্বত্রই এই দরিদ্র মজুরদের প্রতি একটা সহানুভূতির ভাব বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সংপ্রতি ইন্দোর সিটি মিউনিসিপ্যালিটী ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছে মিউনিসিপ্যালিটির কাড়ুদারদের উন্নতি সাধন করিবার জন্য।

মহারাজা হোল্‌কার বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন যাহাতে কলকারখানাওয়ালারা ও দরিদ্র কারিকরদের বাসভবনের সুবিধা করিবার বিষয়ে যত্নবান্‌ হন। এখন মহারাজা অনেক কারখানাওয়ালাকে বাধ্য করিয়া "ফাইল" অর্থাৎ পাতার কুটীরগুলির সংশোধন করাইয়াছেন।

"বয়স্কদের অক্ষর পরিচয় শিক্ষার স্থান শিক্ষানীতিতে কোনখানে" নামক প্রবন্ধটী এন্‌ এম্‌ মোসী কর্ত্তৃক লিখিত। প্রবন্ধটি অতি সুন্দর এবং লেখকের প্রাণ ও রচনা পদ্ধতির পরিচয়দায়ক। বাধ্যতামূলক শিক্ষা-পদ্ধতির বাধাস্বরূপ সাধারণের অজ্ঞতা যে কতখানি পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা কল্পনাতীত। বোম্বের মিউনিসিপ্যালিটি বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন এবং সেখানে কারখানার শ্রমিকদের সমস্ত বালককে আনয়ন করা যে দুঃসাধ্য তাঁহারাই সে কথা জানেন। এক্ষণে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতি বোম্বেতে নীতিরূপে পরিণত হইয়াছে।

"দি পেশেন্টস্, ডিলেমা"; হিউ ক্যাবট্ কর্তৃক লিখিত; রেনাল ও হিচ্‌কক্ কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক, ১৯৪০; পৃঃ ২৮৪; মূল্য ২·৫০ ডলার।

বইখানির ভূমিকাতেই লেখক বলিয়াছেন যে, ইহাতে আর্থিক, সামাজিক বা বাণিজ্যিক সমস্যা লইয়া কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় নাই, অথবা ইহাতে তথ্যের প্রাচুর্য্য দেখা যাইবে না। রচনাটিতে মাত্র একটী "দর্শন" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। বইখানিতে "স্পেশালিজেশন" সম্বন্ধে, মেডিকেল চিকিৎসার খরচাপাতি সম্বন্ধে এবং মেডিকেল রীতি সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ক্যাবট আধুনিক ঔষধপত্রাদির উপর একেবারেই সন্তুষ্ট নহেন এবং সে কথা তিনি জোরের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকান সমাজে মতবাদ প্রকাশ করিবার ক্ষমতাকে আমাদের সমাজের লোকের মত কটূক্তির বিষোদ্গারে দমন করা হয় না, যদিও তাহাতে সমাজের খারাপ দিকটা খানিক উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। তাহারা ক্ষত চাপা দিয়া লজ্জা নিবারণ করে না, ক্ষত সারাইবার জন্য চেষ্টা করে। সেই জন্য ক্যাবটের বই পড়িলে মনে হয় যে, কত মুক্তভাবে ডাক্তার আর রোগীর সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে হইলে তাঁহার বাড়ী যাইয়া বোধহয় বিপক্ষ গালিগালাজ করিয়া আসিত। তিনি ইন্সিওরেন্স ও ট্যাক্স সাপোর্টের বিষে যে মেডিক্যাল সাহায্য দেওয়া হয় সেই বিষয়ে প্রতি অণুপরমাণু পরীক্ষা করিয়া তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। আমেরিকায় যে "ফ্রি চয়েস" নীতি কোন কালেই অনুসরণ করা হয় না তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

একজন ডাক্তার যে তাঁহার সমব্যবসায়ীর দোষগুণ এমন সাহসের সহিত প্রকাশ করিতে পারেন তাহা আমাদের স্বপ্নের কথা। মানুষের ব্যক্তিগত দোষ তত বেশী ক্ষতিকর হয় না যদি তাহা ব্যবসাগত হইয়া না উঠে। ক্যাবটের মত কোন লেখক প্রকৃত তথ্য লইয়া আমাদের সমাজের কল্যাণের জন্য এই ধরণের পুস্তক লিখিলে মঙ্গল হইবে আশা করা যায়।

পাবলিক্ রিলিফ্ ১৯২৯-১৯৩৯"; জোসেফিন সি ব্রাউন কর্তৃক লিখিত; হেনরি হোল্ট এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০; পৃঃ ৫২৪; মূল্য ৩·৫০ ডলার।

বইখানির নাম হইতে বুঝা যায় যে, ইহা সাধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বই। সাধারণের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য সঙ্কটের পর কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহারই বর্ণনা ইহাতে দেখা যায়। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের কত যে যে ব্যবস্থা ছিল তাহার বর্ণনা করিয়া লেখিকা প্রাইভেট ও পাবলিক্ চ্যারিটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বইখানিতে উচ্ছ্বাসের আবেগ নাই, অথবা নীরস তথ্যের ঠোকাঠুকি নাই। উভয়ের সম্মিলনে ইহার নূতন রূপ পাঠকের হৃদয়গ্রাহী। মিস্ ব্রাউন প্রত্যেক বিষয়টীকে ধরিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন; কিন্তু তর্ক করিতে গিয়া সীমার বাহিরে যাইয়া খেই-হারা ন্যায়ের মত বলেন নাই "তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল।"

বইখানিতে—"ফেডারাল-ষ্টেট লোক্যাল রিলেশনস", "হাউ রিলিফ ওয়াজ গিভ্‌ন্", "দি মেথড্‌স্ অব হেল্‌পিং

পিপল্" এবং "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব এড্" নামক অধ্যায়গুলি আমাদের সকলেরই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। মিস্ ব্রাউন ছাত্র ও গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হিসাবে বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন।

"দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স্"; সেক্রেটারি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স্ কর্ত্তৃক লিখিত; ৯নং বেক্-হাউস্ লেন, ফোর্ট, বোম্বে।

এই বইখানিতে এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স্ সম্বন্ধে বহু লেখকের রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে এবং সকল রচনাই কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এগ্রিকালচারাল হোল্ডিং কিভাবে কন্সলিডেট্ করা যায়, কয়্যাল ইন্ভেষ্টমেণ্ট্স্, ক্রপ প্ল্যানিং প্রভৃতি নানা বিষয়ে সুন্দর আলোচনা দেখা যায়। যাঁহারা এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স্ সম্বন্ধে জানিতে চাহেন তাঁহারা এই বইখানি হইতে বিশেষভাবেই উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

"নর্ডার্ণ আইডিয়াল হোম্স্ ফর ইণ্ডিয়া" আর এস্ দেশপাণ্ডে কর্ত্তৃক লিখিত; পুনা।

পুস্তকখানি অতি সযত্নে এবং সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। লেখকের মত হইল, যদি কোন জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় এবং তাহাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে আবশ্যক ভাল খাদ্য, ভাল স্বাস্থ্য এবং ভাল বাসস্থান। পশ্চিমাদের মধ্যেই এ কথা প্রবাদের মত আসিয়া পড়িয়াছে যে ভাল বাসস্থানই হইল সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। গ্রেটব্রিটেনে হাজার হাজার বাড়ী নূতন ধরণে এবং নূতন ছাঁচে তৈয়ারি করা হইতেছে এবং বহু পুরাতন বাড়ীকে ভাঙ্গিয়া নূতনের ছাঁচে পরিণত করা হইতেছে। লেখক বলেন যে, ঠিক এই ধরণের জিনিষ ভারতবর্ষের জাতীয় নীতির মধ্যে আসিয়া পড়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেখানে অর্দ্ধেকের উপর নরনারী অর্দ্ধাহার বা অনাহারে আছে সেখানে কোন্‌টা আগে এবং কোন্‌টা পরে সে কথা বিবেচ্য নয় কি? মিঃ দেশপাণ্ডে ঠিক ভারতীয়দের পক্ষে উপযোগী করিয়াই হাউসিং স্কিম দিয়াছেন এবং তাহা সাধারণের পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য।

"সায়েন্স অব ইকনমিক্স"; আই এস্ কাপুর কর্ত্তৃক লিখিত; ইংলিশ বুক ডিপো কর্ত্তৃক প্রকাশিত; লাহোর; ১৯৪০; পৃঃ ১২০; মূল্য ১৸০ মাত্র।

ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে নীতিগুলির আলোচনা আমাদের দেশে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। মিঃ কাপুরের লেখাতেও এই নীতি লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা হইয়াছে। প্রথমে ইকনমিক্স্ বিজ্ঞানটী কি তাহা লইয়াই তিনি আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পর দেখাইয়াছেন, ঐতিহাসিক চিত্র এবং তাহার পর ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে সংজ্ঞা লিখিয়াছেন। স্কেলে, ল' এবং মেথড্ পর পর আলোচনা করিয়া অর্থবিজ্ঞানের প্রাধান্য এবং আধুনিক ইকনমিক অর্গ্যানিজেশন অব্ সোসাইটী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ডাঃ হিউ ড্যালটন কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত হইয়াছে।

"দি কো-অপারেটিভ্ মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল"; বে পি নিয়োগী কর্ত্তৃক লিখিত; মেসার্স ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৪০; পৃঃ ২৬৭; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স মাত্র।

ভূমিকাতেই ডাঃ নিয়োগী লিখিয়াছেন যে, বইখানি লেখার উদ্দেশ্য হইল কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ এবং মার্কেটিং সোসাইটী বাঙ্গলার যত আছে তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যতে এইসকল দিকে উন্নতির পথে আলোকপাত করা। ইহা ছাড়া এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটীর সুবিধা যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থার দিকেও খানিকটা আগাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানির আটটী অধ্যায়ে লেখকের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। কো-অপারেটিভ্ মুভমেণ্টের দুইটী দিক ১ম—ক্রেডিট এবং ২য় মার্কেটিং, এই দুইটী বিষয়েই লেখক যথোচিত আলোচনা করিয়া আমাদের অভাব দূর করিয়াছেন। লেখকের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক রচনাপদ্ধতি আমাদের সকলেরই মনোজ্ঞ এবং তাহা সকল পাঠকের কাছেই সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

১। "দি ষ্ট্রাক্‌চারাল বেসিস অব ইণ্ডিয়ান ইকনমি —এ সার্ভে অব ইন্‌টারপ্রিটেশন" ; এইচ্‌ ভেঙ্কাটাসুব্বায়া কর্তৃক লিখিত ; অর্জ্জ এলেন এণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন ; ১৯৪০ ; পৃঃ ১৪৬ ; মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স।

২। "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভালাপমেণ্ট অব মাইসোর" ; আর বালকৃষ্ণ কর্তৃক লিখিত ; বাঙ্গালোর প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; বাঙ্গালোর ; ১৯৪০ ; পৃঃ ৩১৯ ; মূল্য ৫৲।

৩। "ডক্‌ লেবারারস্‌ ইন্‌ বোম্বে ; আর সি চোলিয়া কর্তৃক লিখিত ; লঙ্‌ম্যান্‌ গ্রীন্‌ এণ্ড কোঃ কর্তৃক প্রকাশিত ; বোম্বে ১৯৩১ ; পৃঃ ১৬৪ মূল্য ৪।০ মাত্র।

৪। "হিস্‌টরিকাল এণ্ড ইকনমিক ষ্টাডিজ্‌" ডি ডি কার্বে কর্তৃক সম্পাদিত ; ডি ই সোসাইটীর অফিসের (ফারগুসন কলেজ) সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ; পুনা ৪ ; ১৯৩১ ; পৃঃ ২৩৮ ; মূল্য ৩৲ মাত্র।

৫। "রিপোর্ট অন দি ওয়ার্ক অব দি ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেণ্ট ট্রেড্‌ কমিশনার, এসাকা ; ডিউরিং ১৯৩৯-৪০" ; আর আর সাক্‌সেনা কর্তৃক লিখিত ; ডিপার্টমেণ্ট অব্‌ কমার্সিয়াল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ কর্তৃক প্রকাশিত ; ক্যালকাটা ; ১৯৪০ ; পৃঃ ১০৮ ; মূল্য ৩৷৵০ মাত্র।

৬। "প্রস্‌পেক্টস্‌ অব ইণ্ডিয়াস ট্রেড্‌ উইথ ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ আমেরিকা" ; টি ই গ্রেগরি এণ্ড সার ডেভিড্‌ মিক্‌ কর্তৃক লিখিত ; গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার অব পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত ; দিল্লী ; ১৯৪০ ; পৃঃ ৪৩ ; মূল্য ৷৵০।

৭। "রেলওয়েজ ইন মডার্ণ ইণ্ডিয়া" ; রামস্বরূপ ভি তিওয়ারি কর্তৃক লিখিত ; দি নিউ বুক কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত ; বোম্বে ; ১৯৪১ ; পৃঃ ২৮৪ ; মূল্য ১০৲ মাত্র।

৮। "দি ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল, ১৪২০-১৯৪০" ; জুবিলি ইডেসন ; ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণালের সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ; বোম্বে ; ১৯৪১ ; পৃঃ ৩৭৮ ; মূল্য ৩৲ মাত্র।

৯। "পিওর থিওরি অব্‌ ক্যাপিটাল" ; ফ্রেডারিক এ হায়াক্‌ কর্তৃক লিখিত ; মেসার্স ম্যাক্‌মিল্যান এণ্ড কোঃ কর্তৃক প্রকাশিত ; লণ্ডন ; ১৯৪১ ; পৃঃ ৪১৩ ; মূল্য ২১ শিলিং।

১০। "এম্প্লয়মেণ্ট এণ্ড ইকুইলিব্রিয়াম" ; এ সি পিগু কর্তৃক লিখিত ; মেসার্স ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত ; ১৯৪১ ; পৃঃ ২৮৩ ; মূল্য ১৬ শিলিং।

১১। "দি সোশিয়াল পলিসি অব নাৎসি জার্মানি" ; দি ডাবলিউ গিলেবণ্ড কর্তৃক লিখিত ; কেম্ব্রিজ্‌ ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; লণ্ডন ; ১৯৪১ ; পৃঃ ১৩৭ ; মূল্য ৩ শিলিং ৬ পেন্স মাত্র।

১২। "হোয়াই জ্রান্স লষ্ট্‌ দি ওয়ার" ; এ. রাইথিংগার কর্তৃক লিখিত ; অস্‌কার পিস্‌ট্‌ কর্তৃক প্রকাশিত ; নিউ ইয়র্ক ; ১৯৪০ ; পৃঃ ৭৫ ; মূল্য ১·২৫ ডলার।

১৩। "দি আর্ট অব মডার্ণ ওয়ার" ; হারম্যান্‌ ফোর্স কর্তৃক লিখিত ; অস্‌কার পিস্‌ট্‌ কর্তৃক প্রকাশিত ; নিউ ইয়র্ক ; ১৯৪০ ; পৃঃ ২৭৩ ; মূল্য ২·২৫ ডলার।

১৪। "দি ইকনমিক ফিলসফিস অব মার্শাল, পিগু এণ্ড জে এ হবসন্‌" আর এম্‌ আগারওয়ালা কর্তৃক লিখিত ; আর এম্‌ আগারওয়ালা কর্তৃক প্রকাশিত ; কলিকাতা ; ১৯৪১ ; পৃঃ ৮৬ ; মূল্য ১৲ মাত্র।

জাতীয়তাবাদের জনক জার্ম্মাণ মনীষী ফিখ্‌টে

শ্রীপ্রফুল্লরতন বিশ্বাস, এম এ, গবেষক বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

বলদৃপ্ত হিট্‌লারের পদতলে পিষ্ট হইয়া সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের আজ যে অবস্থা হইয়াছে, ১৩৭ বৎসর পূর্ব্বে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের বিজয়ী বাহিনীর পদভরে ইউরোপের অনুরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। তবে সেদিন যে বিজয়ী ছিল সেই ফ্রান্স আজ পরাজিত এবং সেদিনকার পরাজিত জার্ম্মাণি আজ বিজয়ী। চিরদিন কোন দেশের অবস্থা একরূপ যায় না। আজ যে জার্ম্মাণি দুই বৎসরের মধ্যে পোলাণ্ড, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যগুলির স্বাধীনতা নির্ম্মমভাবে হরণ করিয়া তাহার সৈন্যবাহিনীর রক্ত চরণ চিহ্নে এশিয়ার দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে সেই জার্ম্মাণিই হইয়াছিল তখন নেপোলিয়নের হস্তে নির্ম্মমভাবে পরাজিত। নেপোলিয়নের তীব্র আক্রমণে জার্ম্মাণ শৌর্য্য সেদিন স্তিমিত ও জার্ম্মাণ প্রতিভার বুদ্ধিদীপ্তি সেদিন ক্ষণিকের জন্য নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮০৬ অব্দে নেপোলিয়ন জার্ম্মাণ গোষ্ঠির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান আরম্ভ করিলেন। ৯ই অক্টোবর যুদ্ধ ঘোষিত হইল এবং সপ্তাহকালের মধ্যেই (১৪ই অক্টোবর) জেনা এবং অরষ্টাডে জার্ম্মাণ বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের পর আর প্রুশিয়ার পুনরায় যুদ্ধ করিবার শক্তি রহিল না। ২৪শে অক্টোবর বলদৃপ্ত নেপোলিয়ন তাঁহার বিজয়ী বাহিনীর পুরোভাগে জার্ম্মাণ রাজধানী বার্লিনের রাজপথে প্রবেশ করিলেন। জার্ম্মাণির সাহায্যের জন্য যে রুশ বাহিনী প্রুশিয়ায় আসিতেছিল তাহাদের সহিত ফরাসী সৈন্যদের কয়েকটী অমীমাংসিত যুদ্ধ হয়। অবশেষে ১৮০৭ অব্দের ৮ই জুলাই রুশ ফরাসী সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

ইহার পর জার্ম্মাণির ভাগ্যে চরম অপমান ঘটে। সমস্ত লিখিত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় জার্ম্মাণ জাতির ভাগ্যে এমন অপমান আর কোন দিন ঘটে নাই। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের দুর্গে ফরাসী সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা ঠিক হয়। ফরাসীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে হয় এবং জার্ম্মাণিকে তাহার সৈন্যের সংখ্যা ৪২,০০০এর অনধিক করিতে বাধ্য হইতে হয়। কালের দুর্লঙ্ঘ্য বিধান অনুযায়ী আমরা একশত ত্রিশ বৎসর পরে ঠিক সেই অবস্থারই বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করিতেছি—পরাজিত ফ্রান্সকে অনুরূপ অপমানকর সর্ত্তে আজ জার্ম্মাণির অধীনতা করিতে হইতেছে।

জার্ম্মাণ জাতির সেই চরমতম সঙ্কটমুহূর্ত্তে যে মহাপুরুষ জার্ম্মাণ জাতিকে জাতীয়তার ও পুনরুত্থানের সঞ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তিনি কেবল জার্ম্মাণ জাতিরই নমস্য নহেন, সমগ্র মানবজাতিরও প্রণম্য। যেসকল মনীষী নব-নব চিন্তাধারায় মানব সমাজের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাঁহারা সাধারণ মানব নহেন, কিন্তু যেসকল মহামনীষী কেবল মানব জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাঁহারা মানব ইতিহাসকে নবরূপ প্রদান করিয়া মানব সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা অতিমানব। মনীষী জন গট্‌লিব ফিখ্‌টে ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর একজন ঋষি। আদাম স্মিথ হইতে যেমন অর্থনীতিশাস্ত্রের সৃষ্টি, রুশোর আমল হইতেই যেমন আধুনিক রাজনীতির জন্মপত্রিকা গণনা করা হয়, তেমন ফিখ্‌টে ছিলেন আধুনিক জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মানব সমাজের ইতিহাসকে মোটামুটি জাতীয়তাবাদের ইতিহাস বলিলেও ভুল হইবে না। ফিখ্‌টেই ছিলেন এই জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা। এই জার্ম্মাণ দার্শনিকই আধুনিক জাতীয়তাবাদকে রূপ প্রদান করিয়াছেন। ফিখ্‌টে অবশ্য এইজন্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জার্ম্মাণ দার্শনিক হার্ডারের নিকট ঋণী; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অবদানকে কোন মতেই ক্ষুণ্ণ করা চলে না।

১৭৬২ অব্দের ১৯শে মে জার্মাণির অন্তর্গত আপার সুসেটিয়া জেলার একটি নগণ্য গ্রামে এক দরিদ্র ফিতা-বয়ন শিল্পীর ঘরে ফিখ্‌টের জন্ম হয়। তাঁহার ছয়জন ভ্রাতা ও একজন ভগ্নীর মধ্যে তিনিই ছিলেন পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। প্রথম হইতেই তাঁহার মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এই সময় স্থানীয় এক জমিদারের সুদৃষ্টিতে পতিত হন। ইনিই তাঁহাকে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য নিডোরিউতে প্রেরণ করেন। বালক ফিখ্‌টে এখানে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেন। অতঃপর ১৭৭৪ অব্দে তিনি ফোর্টার বিখ্যাত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। এই বৎসরই উক্ত বদান্য জমিদারের মৃত্যু হইলেও তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার সাহায্যবিষয়ে কোনরূপ তারতম্য করেন নাই। আরও ১০ বৎসরকাল এইরূপে বিদ্যাশিক্ষায় অতিবাহিত হইবার পর ১৮০৪ সনে তাঁহার বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। এইবার কিন্তু ফিখ্‌টের বিদ্যাশিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি ১৭৭০ অব্দে প্রথমে জেনা ও পরে লিপজিকে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার অধ্যয়ন তখনও শেষ হয় নাই। বৃত্তি বন্ধ হওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া গৃহশিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। ১৭৮৪ হইতে ১৭৮৮ অব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবারে গৃহশিক্ষকতা করিয়া তিনি জ্ঞান সঞ্চয় করিতে থাকেন। উক্ত বৎসর জুরিখে সৌভাগ্য-বশতঃ মাগডোকের ইনেসপেক্টরের কন্যা জোনা য়্যানএর সহিত তাহার পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা জন্মে। উত্তরকালে এই মহিলাই ফিখ্‌টের জীবনে অনেক প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন।

১৭৯০ অব্দে তিনি লিপজিকে গমন করিয়া কোন ভাল চাকুরীর খোঁজ করিতে থাকেন। এই সময় কোন ছাত্রকে শিক্ষাদিবার জন্য তিনি কাণ্টের দর্শন পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহা তাঁহার উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিল। তিনি অদৃষ্টবাদের উপর বিশ্বাস হারাইলেন। মানবের নৈতিক স্বাধীনতা ও নৈতিক চরিত্রের মূল্যের উপর তাঁহার দৃঢ় আস্থা জন্মিল। ১৭৯১ অব্দে তিনি এই উপলক্ষে কোনিসবুর্গে কাণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং বৃদ্ধ দার্শনিকের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। এখানে কাণ্ট তাঁহার লিখিত ক্রিটিক অব্ অল রিভেলেশন নামক রচনাটীর সমাদর করেন। কিছুকাল পরে কাণ্টের সুপারিশে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকাশকের ত্রুটি বশতঃ রচনার লেখকের নাম প্রকাশিত হয় না। ইহাতে এক আশ্চর্য্য ফল ফলিল। লোকে পুস্তকখানিকে কাণ্টের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিল। পরে যখন প্রকৃত লেখকের নাম প্রকাশ পাইল তখন ফিখ্‌টের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ তিনি তাঁহার প্রিয়তমা য়্যানকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইলেন।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ফিখ্‌টে মানবের নৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে মানব অধিকার সম্বন্ধীয় রচনাবলী প্রকাশ করেন। ইহার ঊর্দ্ধবিধ ফল ফলিল। রক্ষণশীল দল তাহাকে প্রগতিবাদী কুশিক্ষক ও ভয়ঙ্কর লোক বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের ভিতর তাহার খ্যাতি দ্রুত বিস্তৃতিলাভ করিতে আরম্ভ করিল। ১৮০৪ অব্দে তিনি 'জেনা' নগরে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই চিন্তাশক্তি, বিশ্বস্ততা এবং একাগ্রতার গুণে শিক্ষক-হিসাবে অসাধারণ যশঃ লাভ করেন।

কিন্তু তাহার শত্রুগণ কখনই নিরস্ত্র ছিল না, রক্ষণশীল রাজনৈতিক গঠনে বিশ্বাসী এবং তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাসী লোকেরা নিয়তই তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ আনিতে আরম্ভ করিল। তাহারা প্রচার করিল যে, তিনি ভগবান এবং মুক্তিবাদকে এক আসনে বসাইয়াছেন এবং তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন। এই সময় ১৭৯৫ অব্দে তাঁহার সহকারী সম্পাদনায় প্রকাশিত একটি দার্শনিক পত্রিকায় তাহার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি জগতের নৈতিক নিয়মকে ভগবানের স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শত্রুগণ এই সুযোগে স্যাক্সন সরকার কর্ত্তৃক উক্ত পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করাইলেন এবং ফিখ্‌টেকে জেনা হইতে বহিষ্কৃত করাইলেন। তিনি সামান্য একটু নত হইলেই সেযাত্রা হয়ত সরকার তাঁহাতে অব্যাহতি দিতেন; কিন্তু ফিখ্‌টে সে শ্রেণীর লোক

ছিলেন না। অতএব অল্পকাল পরে ১৭৯৯ অব্দে তিনি পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলে তাহা গৃহীত হইল।

তিনি বার্লিনে গমন করিলেন। এখানকার 'রোমান্টিক দলীয়' জেলীজেলস, ফেলিংস প্রভৃতি ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হইলেন। কিন্তু ইহাদের দুষ্ট নৈতিক আবহাওয়া রুচি ও বিশুদ্ধ চরিত্র ফিখ্‌টের ভাল লাগিল না। অবশেষে ১৮০৫ অব্দে তিনি 'এর্লাঙ্গেন'এ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় তাঁহাকে পলাইয়া পূর্ব্ব প্রুসিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নেপোলিয়নের জার্মাণি বিজয়ের কালে তিনি ১৮০৬ এবং ১৮০৭ অব্দে কোনিগ্‌স্‌বুর্গে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি শেক্সপীয়রের রচনাবলীর প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করেন। ১৭৮৮ অব্দে তিনি প্রথমে এই লেখকের রচনাবলীর সহিত এবং পরে ১৭৯৩ অব্দে লেখকের সহিত প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। এখন পুনর্ব্বার ইহার শিক্ষানীতি ও ব্যক্তির তাহার উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে।

১৮০৭ অব্দে টিলসিটের সন্ধি তাঁহার বার্লিন প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ দান করে এবং এইখানেই ১৮০৭ এবং ১৮০৮ অব্দে তিনি তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় অমর বক্তৃতাবলী প্রদান করেন। পূর্ব্ববর্ণিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রভাব তাঁহার বক্তৃতাবলীতে তিনি জাতীয়তার নবরূপ প্রদান করেন। ১৮০৭ অব্দের আগষ্ট মাসে যখন তিনি বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখনও জার্মাণদের প্রিয় রাজধানী বার্লিন শত্রুকবলিত। জার্মাণির অনেক বীর সন্তানের মত তিনিও চিন্তা করিতে পারিলেন না যে, জার্মাণ জাতি চিরদিনের মত পরাধীন থাকিবে। শার্নহোর্ষ্ট যেমন রণনীতি সংশোধনে মন দিলেন, ষ্টীন যেমন কৃষি-সম্বন্ধীয় বিধি সংস্কারে মনোযোগী হইলেন, তিনিও তেমনি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি দর্শনে নব জাতীয়তার মন্ত্র আবিষ্কারের উপলক্ষ্যে রত হইলেন। নেপোলিয়নের যুদ্ধের উপর জাতীয়তা ও স্বাধীনতার মন্ত্রোচ্চারণে যে অসমসাহসিকতার প্রয়োজন ছিল ফিখ্‌টের চরিত্রে তাহার অভাব ছিল না বলিয়াই এই দুরূহ কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিল।

তাঁহার "জার্মাণ জাতির প্রতি আবেদন" কেবল জার্মাণ জাতিকে নহে পৃথিবীর এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে যে-কোন জাতির প্রাণেই পুনরুত্থানের মন্ত্র ধ্বনিত করিবে। এই আবেদন জাতির মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। ষ্টেইন বলিয়াছিলেন যে, ইহার অসাধারণ প্রভাব হইতে জার্মাণ কৃষক-সাধারণও অব্যাহতি পায় নাই। বার্লিনে তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক চতুর্দ্দশটী বক্তৃতাই 'জার্মাণ জাতির প্রতি আবেদন' নামে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে এক প্রকার উদাসীন ছিলেন। কেন না বক্তৃতাগুলি বাহ্যতঃ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন উপলক্ষে শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রাণহীন দার্শনিক বক্তৃতা বলিয়াই বোধ হয় তাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফিখ্‌টের দার্শনিক মতামত পরে বিশদভাবে বিবৃত হইবে। আপাততঃ আমরা তাঁহার কর্ম্মবহুল সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তিনি এই বক্তৃতাবলীতে শিক্ষা, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সুনিপুণ পরিকল্পনাও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ও অন্যান্য দেশবাসীর সমবেত চেষ্টার অবশেষে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় এবং ১৮১০ অব্দে তিনি সেখানকার অধ্যাপক এবং পরবৎসর সেখানকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বলিতে গেলে তিনিই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা ও প্রথম অধ্যক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার অ-নমনীয় যৌলিক চিন্তা-ধারার সহিত কাহারও মতের মিল না হওয়ায় তিনি অল্পকাল পরেই অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন।

১৮১৪ অব্দে তাঁহার প্রিয় পত্নী বার্লিনের আহত ও রুগ্নদের সেবা করিতে গিয়া রোগাক্রান্ত হন। ফিখ্‌টের অসীম চেষ্টা ও সেবায় তাঁহার পত্নী আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু সেই একই রোগে নিজে আক্রান্ত হইয়া ১৮১৪ অব্দের ২৭শে জানুয়ারী ফিখ্‌টের অলোকসামান্য কর্ম্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শাস্তি-ব্যবস্থায় প্রোবেশন-রীতি

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্

প্রোবেশন কাহাকে বলে ?

প্রকৃত শাস্তির পরিবর্ত্তে আধুনিক যুগে প্রোবেশন নীতির অনুসরণ করাই বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে যে, প্রোবেশন বুঝি কারাগারের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয়; কিন্তু তাহা আংশিক সত্য হইলেও মূলতঃ সত্য নহে। অন্যান্য প্রকারের চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে শাস্তি মুলতুবি রাখাই প্রোবেশনের উদ্দেশ্য। যে লোক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার ভাল আচরণের আশায় তাহার প্রাপ্য শাস্তি মুলতুবি রাখা হয়। শাস্তি যে দেওয়া হইল না তাহার কারণ এই যে অপরাধী তাহার আচরণ সংশোধন করিয়া লইবে। তবে অনেকে মনে করেন যে, প্রোবেশনও এক প্রকারের শাস্তি।* ক্রস বলেন যে প্রোবেশন শাস্তির মুলতুবি অবস্থা নহে, ইহাও আর প্রকার শাস্তি অথবা শাস্তির প্রকারান্তর মাত্র!

এখন কথা হইল শাস্তির মুলতুবি বলিতে কি বুঝায়। শাস্তি একেবারে দেওয়াই হইল না, অথবা শাস্তি যা' দিবার তাহা বলিয়া দিয়া বিচারক তাহার প্রয়োগ বন্ধ রাখেন, অথবা শাস্তি আইন-অনুসারে উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বে তাহা স্থগিত রাখা হয়। যদি একবার শাস্তির কথা উচ্চারিত হয় এবং তৎপরে প্রয়োগ বন্ধ হয় তাহা হইলে বিচারকের পক্ষে অসুবিধা হয় এই যে, পরে শাস্তির সম্বন্ধে আর কিছু পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হয় না; কিন্তু শাস্তি দেওয়ার পূর্ব্বে যদি অপরাধীকে প্রোবেশনে রাখা হয় তাহা হইলে সে আশঙ্কা থাকে না; বিচারক সমস্ত ঘটনা ও আচরণাদি পরিষ্কারভাবেই বুঝিতে পারেন ও তাহা বিচার করিতে সমর্থ হন।

প্রোবেশন দেওয়া হয় সাধারণতঃ যে সকল অপরাধীর খুব বেশী সাজা দেওয়া হয় অবশ্য "কাইন" হিসাবে, তাহাদিগকে। উহাদের প্রতি আদেশ দেওয়া হয় যে, তাহারা উক্ত ফাইনটী মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া দিতে থাকিবে এবং তন্মধ্যে ষ্টেটের সাহায্যে নিজেদের চরিত্র সংশোধন করিয়া লইবে। ষ্টেট যে অপরাধীকে সাহায্য করিবে ইহাই হইল প্রোবেশনের একটী প্রধান অঙ্গ। এই জন্যই বলা হয় যখন অপরাধী ষ্টেটের সাহায্য পাইতেছে এবং ইতিমধ্যে "কাইন" দিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে তাহাকে বলে "প্রোবেশন"। পুরাতন অপরাধ বিষয়ক আইনের সঙ্গে এখনকার এই নীতির পার্থক্য হইল আজ আর অপরাধী বলিয়া তাহাকে অপরাধীর শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয় না, বরং তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা করা হয়, যাহাতে তাহার সংশোধন হয়। প্রোবেশনের দ্বারা অপরাধীকে কষ্ট দেওয়া হয় না বরং তাহাকে কষ্ট হইতে মুক্তিদান করা হয়। সেই জন্য একদিক্ হইতে বলা চলে যে "রিট্রিবিউটিভ্" নীতির সম্যক্ বিপরীত পথ গ্রহণ করাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। অবশ্য ষ্ট্যাটাসের দিক্ থেকে সত্যই তাহার একটু ক্ষতি হয়। সে দিক্ থেকে তাহার কিছু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ইহার কোন উপায় নাই। ইহা ইচ্ছা করিয়া দেওয়া হয় না, বরং যতটা সম্ভব তাহার সে অপমান নিবারণ করার চেষ্টাই হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে "প্রোবেশন অব ফার্ষ্ট অফেন্ডার্স এ্যাক্ট" প্রথম পাশ হইয়াছিল ১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ। ইহাকে ইংলণ্ডে কণ্ডিশানাল রিলিস হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।

প্রোবেশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রোবেশন প্রথা অবলম্বন করা হয় একটা কোন বিশেষ ঘটনার পরে। আইনতঃ কিন্তু উহা

* এ এ ক্রস কর্ত্তৃক লিখিত "দি পাওয়ার টু সাসপেণ্ড এ ক্রিমিন্যাল সেণ্টেন্স" প্রবন্ধ মিনেসোটা ল' রিভিউ, ভলিউম ৬ প্রকাশিত হয়, এপ্রিল, ১৯২২।

দেশের মধ্যে গৃহীত হয় নাই। এক্ ডাবলিউ গ্রিনেল বলেন যে, ষ্যাটুটারি আইন হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রোবেশন প্রথার এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা চলিতেছিল ম্যাসাচুসেট্‌স্‌এ। প্রথমাবস্থায় কোর্ট শাস্তি মুলতুবি রাখিয়া দিত বহুদিন যাবৎ, এবং অপরাধীকে একেবারে মুক্তি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, অবশ্য "গুড্ বিহেভিয়ার" বা সদাচরণ পালন করিবার সর্ত্তে।" কখনও কখনও অপরাধীকে বলা হইত যে, কিছু টাকা জামিন রাখিতে হইবে, যাহাতে সে ভাল ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়।—অবশ্য সেই টাকা গচ্ছিত হিসাবে রাখা হইত যতদিন তাহার শাস্তি মুলতুবির সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিত সেই পর্য্যন্ত। তাহার পর সে টাকা ফিরাইয়া পাইত। অপরাধী যে মুহূর্ত্তে পুনরায় অন্যায় করিবে তখনই তাহার শাস্তি বলবৎ হইবে এবং তাহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই চিন্তার দ্বারাও অপরাধী বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইত। ইহার সহিত থাকিত তাহার আর একটী আশঙ্কা যে, তাহার জামিনের টাকাও বিনষ্ট হইবে। কাজেই অপরাধী উক্ত সময়ের মধ্যে কোন রকম অসৎ আচরণ দেখাইতে সাহস করিত না। তাহার পর দেখা গেল যে, ভলান্টিয়াররা সেই সেই অপরাধীর সংশোধনের জন্য সাহায্য করিতে তৎপর হইল। এই রকমের স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অগ্রগামীর নাম হইল "জন্ অগষ্টাস্"। ইনি বোস্টনের একজন জুতা তৈয়ারি করার মিস্ত্রী। ১৮৪৯ খ্রীঃ অঃ জন অগষ্টাস্ বোস্টনের পুলিশ কোর্ট হইতে একজন বিখ্যাত মাতালকে অব্যাহতি পাওয়াইয়া দেন নিজে তাহার জন্য গ্যারান্টি দাঁড়াইয়া। এই মাতালটী পরে উক্ত জন্ অগষ্টাসের কথামত থাকিয়া নিজেকে সংশোধন করিতে সক্ষম হয় এবং পরে সম্পূর্ণভাবে মদ্যপানে বিরত হয়। তৎপরে অগষ্টাস্ তাঁহার প্রচেষ্টা আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়াস করিলেন। পরে সাত বৎসরের মধ্যে অগষ্টাস্ ২৫০ জন পুরুষ এবং ১৭৯ জন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে গ্যারান্টী দাঁড়াইয়াছিলেন এবং শুনা যায় যে, উক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহই অগষ্টাসের কথার বাহিরে তো যায়ই নাই, পরন্তু মুক্তির কোন সর্ত্তই লঙ্ঘন করে নাই। ক্রমশঃ দেখা গেল এই ধরণের প্রোবেশন স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং প্রোবেশন অফিসার সম্বন্ধে আইন অগ্রিম পাশ হইয়া গেল তাহার পরে প্রোবেশন এ্যাক্ট পাশ হয়।

১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ আইন অনুসারে ষ্টেট ডিজিটিং এজেন্সিকে ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, তাহারা যুবা-অপরাধীর তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে। তাঁহাদের আরও ক্ষমতা দেওয়া হইল যে, তাঁহারা প্রাইভেট ফ্যামিলিতে ইহাদেরকে রাখিতেও পারিবে। ইহাতেই প্রোবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। অন্ততঃ পক্ষে ২৩% যুবা-অপরাধীর পক্ষে এ কথা প্রযোজ্য।

প্রথম ষ্যাটুটারি প্রোবেশন প্রথার প্রবর্ত্তন হয় ম্যাসাচুসেট্‌সে ১৮৭৮ খ্রীঃ অঃ। তখন মাহিনা করা অফিসারও নিযুক্ত হইয়াছিল এই উদ্দেশ্যে। ১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, ম্যাসাচুসেটসই একমাত্র স্থান ছিল যেখানে প্রোবেশন সিস্টেম আইনের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর ১৯১৭ সনের শেষ বরাবর প্রত্যেক ষ্টেট হইতে প্রোবেশন অনুমোদন লাভ করিল, অর্থাৎ কলাম্বিয়া, এ্যালাস্কা, পোর্টোরিকো এবং হাওয়াই প্রভৃতি স্থানে ইহা আইন-অনুসারে বিস্তৃতি লাভ করিল। ১৯২৯ সনে কেডারাল কোর্টও যাহাতে প্রোবেশন নীতি গ্রহণ করিতে পারে তাহার কানুন পাস হয়।

ইংলণ্ডে অবশ্য "প্রোবেশন অব্ ফার্ষ্ট অফেন্ডার্স এ্যাক্ট পাশ হইয়াছিল ১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ; কিন্তু তাহার পরে সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের আইন পাশ হইয়াছিল কন্টিনেণ্টে—বেলজিয়ামে এবং তাহার নাম ছিল "লে জুনে ল"। ফ্রান্সে উহা গৃহীত হয় রেরেজার ল' নামে ১৮৯১ খ্রীঃ অঃ। বেলজিয়ম এবং ফ্রান্সে উহা "কন্‌ডাম নেসিঁও কোনডিসিওনেল" নামেই অধিক প্রচলিত। তাহার পর হইতে কন্টিনেণ্টে অন্যান্য দেশেও উহা গৃহীত হয়, যেমন পর্ত্তুগাল, নরওয়ে, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি স্থানে। ইংলণ্ডে যে আইন প্রচলিত হয় তাহাতে কিন্তু আমেরিকার মত ষ্টেট কর্ত্তৃক "সারভেলেন্স" রাখার প্রথা নাই। সেখানে অপরাধী সর্ত্তাধীনে মুক্ত হয় এবং ভাল আচরণের জন্য বণ্ড দিতে বাধ্য হয়। আবার কন্টিনেণ্টে সারভেলেন্স প্রথা

নাই, উপরন্তু অপরাধীর নিকট হইতে কোন প্রকার বণ্ড বা মুচলিকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় না। যদি সে আবার নূতন অপরাধ করে তাহা হইলে শাস্তির মূলতুবি নাকচ করা হয় মাত্র। কন্ডিশনেটে আর একটী নিয়ম আছে যে, প্রোবেশন এ্যাক্ট প্রযোজ্য হইবে কেবল মাত্র সেই অপরাধীগুলির প্রতি যাহাদের নিম্নতম শাস্তি দেওয়া হইয়াছে ছয়মাস কারাদণ্ড। কাজেই উহার বিস্তৃতি খুব বেশী।

প্রোবেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্র

প্রোবেশন প্রথা যদিও এখন পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত হইয়াছে তথাপি ইহাকে কিছু-না-কিছু সীমাবদ্ধভাবে প্রয়োগ করিবার নিয়মও সর্ব্বত্র দেখা যায়। এ কথা সত্য যে, সীমার রূপ বা নিয়োগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের। প্রথম সীমা হইল যে, ক্রিমিন্যাল কোর্ট ব্যতিরেকে উক্ত প্রথা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। যেসকল অপরাধী পূর্ব্বে আর কোন অপরাধ করে নাই, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই এই ধরণের শাস্তি হইতে সর্ত্তাধীন অবস্থায় রেহাই দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট বয়সের অপরাধীর প্রতিই প্রয়োগ করা সম্ভব। প্রোবেশন প্রয়োগ সম্বন্ধে এইসকল সীমা বা বাধা-নিষেধ যাহা সচরাচর দেখা যায় তাহা মূলনীতির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নহে এবং তাহা বিভিন্নদেশে এত পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রচলিত যে তাহা ঠিক করাও খুব কঠিন। দ্বিতীয় সীমা দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই প্রোবেশন অফিসারদিগকে নিয়মিত অর্থ দেওয়া হয় না। তৃতীয় সীমা দেখা যায় যে, হয়তো প্রোবেশন প্রথা আইন অনুসারে প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু কোর্ট তাহা প্রয়োগ করে না।

যদি প্রোবেশন নীতির মূলকথা বিচার করা যায় যে অপরাধীকে শাস্তির বিনিময়ে সৎ উপদেশ এবং সৎ সংসর্গের দ্বারা সংশোধন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা হইলে উপরে যেসকল সীমার আলোচনা করা গেল তৎসমুদয় কার্য্যকর নয় বলিয়া মনে হয়। কারণ সংশোধনই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে বয়স বা প্রথম কি দ্বিতীয় অপরাধ গণ্য করার কোন মানে হয় না। সকল অপরাধীকেই সংশোধিত হইয়া সমাজের সাধারণের মত থাকিবার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই তাহাকেও প্রোবেশন দেওয়া হইবে কি না তাহা অপরাধী-বিশেষের সম্বন্ধে বিশদ পর্য্যালোচনা করাই একমাত্র উপায়। এই সম্বন্ধে একটী প্রকৃত ঘটনা (অবশ্য বিলাতী বই হইতে গৃহীত) নিম্নে দেওয়া গেল।

"ঘটনাটী একটী নরহত্যা-অপরাধীর কেস বিষয়ে আলোচনা। একটী বালক একদিন একজন আর্ম্মেনিয়ানকে ঠাট্টা করিয়া যখন সে নিদ্রিত ছিল তখন তাহার নাকের নিকটে ঠোঁটের উপর একটী ছোট লঙ্কা রাখিয়া দিয়াছিল। নাক ডাকিবার সময় সে উহা নাকের মধ্যে টানিয়া লয়। সে ঘুম হইতে উঠিয়া জল লইয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া যখন ফেরে তখন দেখে যে তাহার পাশে আর একজন নিদ্রিত রহিয়াছে। সে ভাবিল পাশের লোকটীই উহাকে ঠাট্টা করিয়া কপট নিদ্রা দিতেছে। আর্ম্মেনিয়ান রাগ করিয়া কাছে একটা কাঁটা ছিল তাহা তুলিয়া সেই নিদ্রিত ব্যক্তির কপালে জোর করিয়া মারে। তাহাতে সেই ব্যক্তি মরিয়া যায়।"

এ স্থলে দেখা যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সেই আর্ম্মেনিয়ানটী উক্ত অপরাধ করিয়াছিল তাহা একান্ত আকস্মিক। তাহার পূর্ব্বের জীবন ও পূর্ব্ব সঙ্গীরা কেহই খারাপ নহে। কাজেই উহাকে প্রোবেশন প্রথার উপযুক্ত পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কিন্তু এ স্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মানুষের মনস্তত্ত্বে আদিমযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতিহিংসার যে প্রবৃত্তি তাহা লোপ পায় নাই এবং পাইতেও পারে না। কাজেই আইন যে শাস্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে প্রতিহিংসাবৃত্তির খানিকটা উপশম করিবার চেষ্টা নিহিত আছে। সেই হিসাবে যদি দেখা যায় যে, অপরাধী দোষী হইলেও তাহাকে একেবারে বেকসুর ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা হইলে পুনরায় আর একটা অপরাধ (অবশ্য প্রতিহিংসামূলক) ঘটা থাকিল। সেই জন্য যদি অপরাধীকে

কিছু অর্থদণ্ড করিয়া সেই অর্থের কিঞ্চিৎ অংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে করিয়াদীকে দেওয়া হয় উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে সব দিক্ বজায় থাকে।

প্রবেশন-প্রথার মূল্য

প্রোবেশন-প্রথা অপরাধবিজ্ঞানের দিক্ থেকে কতদূর উপযোগী বা অনুপযোগী তাহা লইয়া বহু তর্ক ও মতবাদ আছে। সেসকল মতবাদ বিশ্লেষণ না করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, একদল প্রোবেশন প্রথার সপক্ষে এবং আর একদল উহার বিপক্ষে। যাঁহারা সপক্ষে তাঁহারাও এ কথা বলেন যে, অপরাধী মাত্রকেই প্রোবেশনের মধ্যে দেওয়া ভাল তাহা নহে। তাঁহাদের ধারণা হইল যে, কয়েকটী বিশেষ ধরণের অপরাধ আছে যেখানে ইহার প্রয়োগ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহা ব্যতিরেকে কয়েক প্রকারের অপরাধীও আছে যাহাদিগকে প্রোবেশন প্রথার অন্তর্গত করিলে অপরাধতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য সমাজীকরণ করা সহজ-সাধ্য হয়। তাহার কারণ হইল প্রোবেশন প্রথায় অপরাধীকে একেবারে সমাজ হইতে পৃথক করা হয় না বরং তাহাকে সমাজের মধ্যে রাখিয়া বহু প্রকারে সাহায্য করা হয়, যাহাতে সে তাহার ব্যক্তিগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

প্রোবেশনের মূল্য অবশ্য সংখ্যাদ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব না হইলেও এবং বহুক্ষেত্রে ইহা বিফল হইলেও ইহা যে কারাগার হইতে অনেক ভাল শিক্ষার পন্থা তাহা বলা বাহুল্য। মানুষের জীবনে পৃথকীকরণ দ্বারা যতখানি অসামাজিকতার ছাপ আনিয়া দেওয়া হয় ততটা আর কিছুতেই হয় না। যে মুহূর্ত্তে একজনকে কারাগারে দেওয়া গেল তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাজের একটা নিরন্তর-ভুক্ত জীব বলিয়া ছাপ দেওয়া হইল। তৎপরে যখন সে তার শাস্তি ভোগ করিতে লাগিল তখন সমাজের সঙ্গে তাহার আর কোন সম্পর্কই রহিল না। সে যখন পুনরায় ফিরিয়া আসিল তখন হয় তো নিজের মনের গ্লানি-হেতু (অবশ্য যদি তাহার লজ্জা থাকে) পরিষ্কারভাবে মিশিবার মত মনের অবস্থাই পাইবে না। না হয় জেল-ফেরতদের যে অবস্থা হয় অর্থাৎ "নাক-কান-কাটা"—যাহাকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় "সেন্সিবিলিটি" বা "সেন্টিমেন্ট"-শূন্য বলিব—তাহাই হইয়া পড়ে। এই সকল অবস্থা সমাজের সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। আজ আমাদের সমাজে যে যুগ আসিয়াছে তাহাতে "সেন্টিমেন্ট" থাকিলেই সে মন্দ হয়, সে অবজ্ঞার পাত্র হয়, আর উপরোক্ত প্রকারের "সেন্টিমেন্ট-শূন্য" হইলেই প্র্যাক্‌টিক্যাল হয়। ইহা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা।

প্রোবেশনের আর একটী উপকার হইল যে, করের রক্ষার জন্য যত টাকা ব্যয় করিতে হয় তাহা ইহাতে লাগে না। বরং প্রোবেশনার যে থাকে সে কাইন অথবা আর্থিক শাস্তি শোধ করার সুবিধা পায়। তাহার সংসারের খরচাও খাটিয়া চালাইতে পারে সেই জন্য তাহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি ঠিক বজায় থাকে এবং যে কার্য্যে নিয়োজিত থাকে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া মনের স্থৈর্য্য রাখা সম্ভবপর হয়।

সমাজ-সেবার দিক্ থেকে প্রোবেশন যখন কোন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করিতে হয়, তখন দেখিতে হইবে যে, উহার মূলনীতি এবং উদ্দেশ্য যেন বজায় থাকে। ইহার বিশেষ প্রণালী হইল "বিশিষ্টতা" অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের জন্য বিশেষ পন্থা ও আদর্শ নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহাতে সেই ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল হইয়া সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির মতই চলিতে পারে, যাহাতে তাহাকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যের মধ্যে পতিত হইতে না হয়। এই আদর্শে পঁহুছিতে হইলে তিনটী জিনিষ পরপর আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগতভাবে যে সামাজিক জীবন যাপন করিবে তাহাকে শিক্ষা, ধর্ম্ম, শ্রম প্রভৃতির সহিত কিভাবে সংশ্লিষ্ট রাখিলে সে সমাজের একজন হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, সেই ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহার প্রয়োজন কি এবং তাহার কতটা উন্নতি সাধনার্থ ক্ষমতা আছে, এবং তৃতীয়তঃ, তাহাকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, তাহার নিজের কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নতি

করিলে সমাজের প্রাপ্তব্য সুবিধা-সুযোগগুলিকে ব্যবহারে আনিয়া সে সমাজকে সেবা করিতে পারিবে।

পূর্বোক্ত নীতিকে সম্মুখে রাখিয়া যদি জেলা-ভেদে, পুরুষ ও নারী-ভেদে এবং ধর্মভেদে বিভিন্ন প্রোবেশন অফিসারের হাতে অপরাধীকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সম্যক উপকার দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রথমোক্ত জিলা ভেদে যদি প্রোবেশন অফিসারের মারফৎ প্রোবেশনার দেওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে এবং ধর্মাধর্ম ভেদ না করিয়া একজন প্রোবেশন অফিসারের অন্যান্য সহকারী প্রোবেশনার কর্মীদের তাঁবে অপরাধীরা পরিচালিত হইবে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোবেশন অফিসারদের শিক্ষা সম্বন্ধে খুবই বেশী লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। ইহাদের কিন্তু একটা খুবই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, যখন স্ত্রীলোক অপরাধীর সংশোধন-কার্যে ইহারা নিযুক্ত হইবেন, বিশেষ করিয়া যদি সেই স্ত্রীলোক যৌন চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোন অপরাধ করিয়া থাকে তাহা হইলে। ঠিক ঐ রকমই মুস্কিল হইবে যদি অফিসার ও অপরাধী বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী হন। সে স্থলে প্রোবেশন সাফল্য লাভ করিতে পারে না, বরং বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। আসল জিনিষ হইল যুবা অপরাধী অথবা ক্যাজুয়াল বা সাময়িক অপরাধীরা চায় একটা সহানুভূতিসম্পন্ন সত্যকার বন্ধু, যে তাহাদিগকে ভালপথে লইয়া যাইতে পারে। অফিসারদের মধ্যে যদি বেশী গোঁড়ামি থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রভাব তৎক্ষণাৎ কমিয়া যাইতে বাধ্য। অনেক সময় দেখা যাইবে, স্পেসালিজেশন দিবার জন্য অনেকে টেক্‌নিক্যাল এক্সপার্ট পছন্দ করেন, কিন্তু তাহাতে ঠিক আদর্শ অনুসৃত না হইয়া কতকগুলি দোষযুক্ত মেশিন তৈয়ারী হইয়া থাকে মাত্র।

(ক্রমশঃ)

দুনিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

দুনিয়ার নর-নারীর দারিদ্র্য ও অন্যান্য আর্থিক দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় বাৎলাইবার জন্য আমি এ প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। আমি ধরিয়া লইয়াছি যে, আগামী যুদ্ধোত্তরকালীন বিশ্বদৌলত ১৯৩৯ সনের আর্থিক দুনিয়ার পথেই অগ্রসর হইবে।

প্রথমেই "যুদ্ধোত্তর আর্থিক অবস্থা" এবং "বিশ্বদৌলত" কথা দুইটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন।[১] কিন্তু ইহার জন্য বিশেষ মাথা ঘামাইবার দরকার দেখিতেছিনা—১৯১৯-৩৯ সনের আর্থিক ব্যবস্থা আলোচনা করিলেই চলিবে।

"যুদ্ধোত্তর আর্থিক অবস্থা" বলিলে বুঝিব পরবর্তী যুদ্ধের জন্য তৈয়ারী হইবার আর্থিক ব্যবস্থা। "বিশ্বদৌলত" বলিলে গোটা বিশ্বের আর্থিক অবস্থা বুঝিব না, বুঝিব ততটুকু জায়গার আর্থিক অবস্থা, যতটুকু জায়গা একটা জাত তাহার নিজের কাজে লাগাইতে পারে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কাজে লাগাইবার অর্থ শোষণ করা নহে, নিজের মতলবে তাহাকে ব্যবহার করা নহে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে লেন-দেনের ফলে পারস্পরিক লাভ ও সুযোগ বিনিময় এই বিশ্বদৌলতের অন্তর্গত।

---

* সরকার : পোষ্ট-ওয়ার ওয়ার্ল্ড-ইকনমি (কলিকাতা, ১৯৪১)। বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের গবেষক ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত এবং ৩০শে নবেম্বর, ১৯৪১, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে পঠিত ও আলোচিত।

১ সরকার—দি ইকুয়েশনস্ অব ওয়ার্ল্ড-ইকনমি (ক্যালকাটা রিভিউ, জুন, ১৯৪১)

বর্ত্তমান যুদ্ধ হয়ত ১৯৪৪ সনে শেষ হইবে। কিন্তু এই লড়াই-ই শেষ লড়াই নহে। প্রতিশোধ হিসাবে আবার ১৯৬০ সনে যুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে যুদ্ধোত্তর আর্থিক অবস্থা বলিলে বুঝিব আগামী ষোল বছরের দুনিয়ার আর্থিক গড়ন ও পরিবর্ত্তন।

এই প্রবন্ধে আর্থিক জীবনের কয়েকটি বিষয় দুই ভাগে আলোচনা করিব। কোন বিষয়ের বা কোন দেশের হিসাব খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিব না। অর্থনৈতিক আসরে চাল্লিশ ও ষোলানের অবস্থা আপেক্ষিকরূপে বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমরা প্রথমেই মার্কিণ দেশ, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, গ্রেটবৃটেন ও ভারতবর্ষের আমদানি-রপ্তানির কিরিস্তি লইব। এই জন্য আমরা তিনটী যুগ বাছিয়া লইয়াছি—প্রথম যুগ (১৯১৩ বা ১৯০৯-১৩র গড়পড়তা) প্রাক্-যুদ্ধ যুগ। বিগত যুদ্ধোত্তর অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯২৭-৩১ (বা ১৯২৯-২৩) সনে। তৃতীয় যুগটি [১৯৩২-৩৬ (১৯৩৯)] বর্ত্তমান যুদ্ধের আভাস দেয়।

এই প্রবন্ধের প্রথমভাগের গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা বর্ত্তমান লড়াইয়ের শেষে বিশ্ব-দৌলতের রূপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। ইহার পরে কতকগুলি বিষয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিয়া আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

বিশ্বদৌলত (১৯১৩-৩৯)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—১৯১৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি ছিল ১,৮১৩,০০০,০০০ ডলার[২]। তন্মধ্যে যুক্তরাজ্য, ডোমিনিয়ন, উপনিবেশ ও ভারতবর্ষ এই ব্রিটিশ শাসিত দেশগুলি হইতে আমদানি ছিল প্রায় ৪৬৫,০০০,০০০ ডলারের। মার্কিণ আমদানির শতকরা ৩০·৬ ভাগ ব্রিটিশ বাণিজ্য।

১৯২৭-৩১ সনের গড়পড়তা হিসাবে মার্কিণ আমদানির পরিমাণ প্রায় ৩,৫৬৪,০০০,০০০ ডলার; তাহার ভিতরে ব্রিটিশ হিস্সা ১,১০৭,০০০,০০০ ডলার। কাজেই মার্কিণ আমদানির শতকরা ৩১·০ ভাগ ব্রিটিশ বাণিজ্য।

বিগত প্রাক-যুদ্ধবর্ষ অর্থাৎ ১৯১৩ সনের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯২৭-৩১ এই পাঁচ বছরে তেমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ১৯৩২-৩৬ সনে শতকরা হিসাবে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন দেখা যায়:—

বছর	শতকরা	বছর	শতকরা
১৯৩২	২৬·০	১৯৩৫	৩৩·৬
১৯৩৩	২৯·৭	১৯৩৬	৩৬·৫
১৯৩৪	৩২·৮		

এই পাঁচ বছরের গড়পড়তা ৩১·৭কে আমরা ১৯১৩ সনের ৩০·৬ এর পটভূমিকায় ফেলিতে পারি। কাজেই পরিবর্ত্তন তেমন হয় নাই। তারতম্যটা আপেক্ষিক হিসাবে অতি-সামান্য।

এইবার রপ্তানির কথা ধরা যাউক। ১৯১৩ সনে মার্কিণ মুলুক হইতে রপ্তানির পরিমাণ ২,৪৬৬,০০০,০০০ ডলার। ইহার ভিতরে ব্রিটিশ হিস্সা ১,১১২,০০০,০০০ ডলার। কাজেই ব্রিটিশ বাণিজ্য মার্কিণ রপ্তানির শতকরা ৪৫·১ ভাগ। ১৯২৭-৩১ সনে মার্কিণ রপ্তানি ৪,৩০১,০০০,০০০ ডলার, ব্রিটিশ হিস্সা ১,৭৮৭,০০০,০০০ ডলার। মার্কিণ রপ্তানির ৪১·৫ ভাগ ব্রিটিশ বাণিজ্য। ১৯১৩ সনে ছিল ৪৫·১।

১৯৩২-৩৬ সনের হিসাব নিম্নরূপ:—

বছর	শতকরা	বছর	শতকরা
১৯৩২	৩৮·৯	১৯৩৫	৪১·৬
১৯৩৩	৩৬·৯	১৯৩৬	৪২·২
১৯৩৪	৩৯·৭		

পাঁচ বছরের গড়পড়তা ৩৯·৯। ১৯১৩ সনে ছিল ৪৫·১। তার মানে ১৯১৩ সনের ৪৫ এবং ১৯২৭-৩১ সনের ৪২-এর পরিবর্ত্তে দাঁড়াইল প্রায় ৪০। কাজেই পরিবর্ত্তনটা নগণ্য নহে।

১৯১৪-১৮ সনের লড়াইতে মার্কিণ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আমদানি-রপ্তানির তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মোটামুটি দেখিতে গেলে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন

২ রিপোর্ট অন্ ইনটার-ন্যাশনাল ট্রেড, মে, ১৯৩৭ (পি-ই-পি, পোলিটিক্যাল এণ্ড ইকনমিক প্ল্যানিং, লণ্ডন) পৃঃ ২৫২।

ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক শিল্প ও ব্যবসার আলাদা কোষ্ঠি লইলে দেখা যাইবে যে, পরিবর্তন যথেষ্টই হইয়াছে। কোন কোন ব্যবসা হয়ত আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে কোনটা বা হয় নাই। তেমনি আবার কোন কোন জনপদে হয়ত নতুন-নতুন কারবার মাথা খাড়া করিয়াছে। সেখানে পূর্বে হয়ত কোন ব্যবসাই ছিল না। তবে সমগ্র দেশের হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, মার্কিণ-ইংরেজের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রায় এক রকমই আছে। লড়ায়েইর প্রথম দিকে মার্কিণ নিরপেক্ষ ছিল। যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগে মার্কিণ বন্ধু হয়। কিন্তু এই রাজনৈতিক ও সামরিক মিতালি এই দুই দেশের বাণিজ্য-ধারায় কোন যাদুর কাণ্ড করে নাই। ইহাতে যুদ্ধের পরবর্তী কালে বিশ বৎসর পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন পরিবর্তন আসে নাই।

ফ্রান্স[৩]—ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিলেও এই তরফ হইতে বেশ-কিছু শিক্ষাপ্রদ জিনিষ পাওয়া যায়। ১৯০৯-১৩ সনে মোট ফরাসী আমদানি ছিল বার্ষিক ৭,৬২৭,০০০,০০০ ফ্রাঁ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিস্সা ১,৬৬১,০০০,০০০ ফ্রাঁ:। অর্থাৎ ব্রিটিশ বাণিজ্য মোট আমদানির শতকরা ২১·৮ ভাগ। ১৯২৭-৩১ সনে মোট আমদানি ৫১,৯১৫,০০০,০০০ ফ্রাঁ; ব্রিটিশ হিস্সা ১১,০২৯,০০০,০০০ ফ্রাঁ। অর্থাৎ বিটিশ বাণিজ্য শতকরা ২১·২ ভাগ। ১৯০৯-১৩ সনের ২১·৮ হইতে খুব বেশী তফাৎ হয় নাই।

পরবর্তী পাঁচ বছরের শতকরাগুলা নিম্নরূপ :—

বছর	শতকরা	বছর	শতকরা
১৯৩২	১৮·৫	১৯৩৪	১৬·৩
১৯৩৩	১৬·১	১৯৩৬	১৪·৯
১৯৩৪	১৫·৯		

এই বর্ষ-পঞ্চকের গড় শতকরা ১৫·৩। আগেকার ২১·৮ এবং ২১·২ হইতে এই সংখ্যার ফারাক বেশ-কিছু বড়।

এইবার ফরাসী রপ্তানির কিরিস্তি দিতেছি। ১৯০৯-১৩ সনে গড়পড়তা বার্ষিক রপ্তানির কিমৎ ছিল ৬,৩২৪,০০০,০০০ ফ্রাঁ। তাহার ভিতর বৃটিশ সাম্রাজ্যের হিস্সা ১,৩৮৮,০০০,০০০ ফ্রাঁ। এই অবস্থা গোটা ফরাসী রপ্তানি-বাণিজ্যের শতকরা ২২·০ অংশ। ১৯২৭-৩১-এর বার্ষিক গড় ৪৮,১৪২,০০০,০০০ ফ্রাঁ। তাহার ভিতর বৃটিশ হিস্সা ৯,০২৬,০০০,০০০ ফ্রাঁ, অর্থাৎ শতকরা ১৯·৬। এই শতকরা ১৯০৯-১৩ বর্ষপঞ্চকের শতকরার (২২·০) বেশী দূরে নয়।

পরবর্তী পাঁচ বছরে—

বছর	শতকরা	বছর	শতকরা
১৯৩২	১৩·৩	১৯৩৪	১২·০
১৯৩৩	১১·৬	১৯৩৬	২০·৬
১৯৩৪	১২·৬		

গড়পড়তা দাঁড়াইল ১৩·৬। ১৯০৯-১৩ সনের ২২·০ এবং ১৯২৭-৩১ সনের ১৯·৬-এর সঙ্গে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। ঘাটতিটা বেশ পুরু।

ফরাসী-ইংরেজ বাণিজ্য সম্বন্ধে একটু বৈচিত্র্যও আছে। লড়াইর গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত উভয়ের মিতালি অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৩১ সন পর্যন্ত অর্থাৎ লড়াইয়ের পরবর্তী শান্তি কালীন ১৩ বছর ব্রিটিশ আমদানি-রপ্তানি প্রাক-যুদ্ধযুগের মতই ছিল। ইহা দেখিয়া অনেকে ভাবিতে পারে যে, লড়াইয়ের ফলে কোন পরিবর্তন আসে নাই।

কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবর্তন আসিয়াছে—বেশ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনই আসিয়াছে। আমদানি-রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ বাণিজ্য কমিতে থাকে। কিন্তু ইহা যুদ্ধের জন্য হয় নাই। কোন প্রকার রাজনৈতিক বা সামরিক মিতালি এই হ্রাস রোধ করিতে পারিল না। এমন কি রাষ্ট্রসঙ্ঘের আশ্রয়ে আন্তর্জাতিক মিতালি থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ ঘাটতি কমে নাই।

লড়াইয়ের যাদু, মিতালির যাদু, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যাদু, লড়াই খতম করিবার উদ্দেশ্যে লড়াইয়ের যাদু—এই সকল কোন-কিছুই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন তাজ্জব

৩ পূর্বোক্ত বইয়ের ২৫৩ পৃঃ

কাজ করে না। ধর্মের মত অর্থনীতির ক্ষেত্রেও যাদুর একটা অংশ আছে বটে, কিন্তু এই যাদু সকল সময়ে কাজ করে না।

জার্মানি[৪]—জার্মানির সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক বিবেচনা করিলেও আমরা অনেক-কিছু শিখিতে পারি। ১৯১৩ সনে জার্মানির মোট আমদানি ১০,৭৭০,০০০,০০০ মার্ক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিস্সা ২,০৮৩,০০০,০০০ মার্ক। অর্থাৎ ব্রিটিশ বাণিজ্য মোট আমদানির শতকরা ১৯·৩ ভাগ। ১৯২৭-৩১ সনের গড়পড়তায় মোট ১১,৭৬৯, ০০,০০০ মার্ক, ব্রিটিশ হিস্সা ২,২৬০,০০০,০০০ মার্ক—অর্থাৎ ব্রিটিশ বাণিজ্য শতকরা ১৯·২ ভাগ। ১৯১৯ সনের পরবর্তী পাঁচ বছরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে জার্মাণ আমদানির পরিমাণ প্রাক্‌যুদ্ধ কালের মতই ছিল।

জার্মাণি ও ব্রিটেন ছিল পরস্পরের শত্রু। কিন্তু ইহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ফরাসী এবং মার্কিণ সম্বন্ধের মতই ছিল। সাময়িক শত্রুতা বা মিত্রতা লড়াইয়ের পরবর্তী যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই চারিটি দেশ ১৯৩১ সনে ঠিক ১৯১৩ সনের অবস্থাওয়ালাতেই চলিতেছিল। ইহা দেখিয়া মনে হইবে যেন ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধটা আদৌ ঘটে নাই।

১৯৩২-৩৬ সনে জার্মাণির আমদানিতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের শতকরা ভাগের হিসাব :—

বছর	শতকরা	বছর	শতকরা
১৯৩২	১৭·৩	১৯৩৫	১৪·৯
১৯৩৩	১৮·৬	১৯৩৬	১৬·৮
১৯৩৪	১৬·৭		

গড়পড়তায় ১৬·৮—১৯১৩ সনে ছিল ১৯·৩। অর্থাৎ ১৯১৩ সন হইতে ২·৫ কমিয়াছে। পরিবর্তনটা বাণিজ্যের অনুরূপ।

রপ্তানির দিক্ বিচার করিলে দেখা যাইবে, ১৯১৩ সনে জার্মাণির মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১০,০৯৭,০০০,০০০ মার্ক। ব্রিটিশ হিস্সা ১,২৬০,০০০,০০০ মার্ক অর্থাৎ শতকরা ১২·৪ ভাগ। ১৯২৭-৩১ সনে বার্ষিক গড়পড়তা হিসাবে মোট রপ্তানি ১১,৫২৪,০০০,০০০ মার্ক, ব্রিটিশ হিস্সা ১,৭২৫,০০০,০০০ মার্ক, অর্থাৎ শতকরা ১৪·৯ ভাগ। ১৯১৩ সনের ১২·৪ হইতে অনেকটা নামিয়া আসিয়াছে।

১৯৩২-৩৬ সনের জার্মাণ রপ্তানি-বাণিজ্যের ব্রিটিশ শতকরা ভাগের হিসাব :—

সন	শতকরা	সন	শতকরা
১৯৩২	১২·১	১৯৩৫	১৫·২
১৯৩৩	১৩·০	১৯৩৬	১৫·৬
১৯৩৪	১৫·১		

গড়পড়তা ১৪·২—প্রায় ১৯২৭-৩১ সনের সমান।

১৯১৩ সনের পর জার্মাণির মোট রপ্তানিতে ব্রিঃ বাণিজ্যের শতকরা হিস্সা কমিয়া যাওয়া ফরাসী-ব্রিটিশ বাণিজ্য অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

জাপান[৫]—১৯১৩ সনে জাপানের মোট আমদানির পরিমাণ ৮৩৪,৬০০,০০০ ইয়েন। তাহার ভিতর ব্রিঃ হিস্সা ৩১৯,১০০,০০০ ইয়েন—অর্থাৎ শতকরা ৩৮·২ ভাগ। ১৯২৭-৩১ সনে বার্ষিক গড়পড়তায় ৩০·৯ ভাগ। ৩৮·২ হইতে ৩০·৪-এ নামিয়া আসা উল্লেখযোগ্য।

১৯৩২-৩৬ সনের হিসাব :—

সন	শতকরা	সন	শতকরা
১৯৩২	২৮·৪	১৯৩৫	৩১·৩
১৯৩৩	৩১·৭	১৯৩৬	৩১·৭
১৯৩৪	৩১·৫		

গড়পড়তায় ৩০·৯—১৯২৭-৩১ সনের প্রায় অনুরূপ। আমদানিক্ষেত্রে ব্রিঃ হিস্সার এই পতন (১৯১৩-র অবস্থা হইতে) লাগিয়াই আছে।

১৯১৩ সনে জাপানের রপ্তানির পরিমাণ ৭২৯,০৫০,০০০ ইয়েন ; ব্রিঃ হিস্সা ১২০,৭০০,০০০ ইয়েন। অর্থাৎ শতকরা

৪ পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ২৫৪

৫ পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ২৫৫

১৬'৫। ১৯২৭-৩১ সনে বার্ষিক গড়পড়তায় ২১'৫। ১৯৩২-৩৬ সনে—

সন	শতকরা	সন	শতকরা
১৯৩২	২৬'৮	১৯৩৫	২৬'৭
১৯৩৩	২৫'৭	১৯৩৬	২৬'৬
১৯৩৪	২৭'৬		

গড়পড়তায় ২৬'৭। ১৮'৫ হইতে এই বাড়তি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ-শাসিত দেশগুলিতে জাপানী রপ্তানির পরিমাণ হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে।

হাতে-কলমে দেখানো যায় যে, ১৯১৩ সনে ব্রিঃ সাম্রাজ্যে জাপানী রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১২০,৭০০,০০০ ইয়েন। ১৯৩৬ সনে ৭১২,৫০০,০০০ ইয়েন। যুক্তরাজ্যে রপ্তানি ও ভারত ও সিংহলে রপ্তানিটা আলাদা হিসাব করিলে দাঁড়ায় এইরূপ :—

(দশ লক্ষ ইয়েন হিসাবে)

দেশ	১৯১৩	১৯৩৬
যুক্তরাজ্য	৩২'৯	১৪৭'৩
ভারত ও সিংহল	২৯'৯	২৭২'৯

ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সাম্যসম্বন্ধ পাইতেছি—

যুক্তরাজ্যে জাপান (১৯৩৬)

= ৪'৫ যুক্তরাজ্যে জাপান (১৯১৩)

ভারত-সিংহলে জাপান (১৯৩৬)

= ৯'১ ভারত-সিংহলে জাপান (১৯১৩)

এই সমীকরণ হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, ১৯১৩ সনে জাপান যা রপ্তানি করিয়াছে ১৯৩৬ সনে তার ৪'৫ গুণ বেশী রপ্তানি করিয়াছে যুক্তরাজ্যে এবং ৯'১ গুণ ভারত-সিংহলে।

আর এই সময়ে যুক্তরাজ্য হইতে জাপানের আমদানি ১২২,৭০০,০০০ ইয়েনের স্থলে কমিয়া ৭২,৯০০,০০০ ইয়েন দাঁড়াইয়াছে এবং ভারত-সিংহল হইতে আমদানি ১৭৩,২০০,০০০ ইয়েনের স্থলে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৩৭৪,৬০০,০০০ ইয়েন।

তাহা হইলে ব্রিটিশের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কটা কোন শ্রেণীর? শত্রু, মিত্র না নিরপেক্ষ? সে যাহাই হউক, বাণিজ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে জাপান ব্রিঃ সাম্রাজ্যের বাজারে বাড়িয়া চলিয়াছে। জাপানী রপ্তানির চার আনা মাল ব্রিঃ সাম্রাজ্যে আসে।

যুক্তরাজ্য[৬]—বছর পঁচাত্তরের বাণিজ্য-অবস্থা বিবেচনা করিলে আমরা একটা লম্বা-মেয়াদী বাণিজ্য বিবর্তন লক্ষ্য করিব। সাম্রাজ্য-বহির্ভূত দুনিয়া হইতে যুক্তরাজ্যে আমদানির পরিমাণ প্রায় স্থিরই আছে। ১৮৫৬ হইতে ১৯২৯ সন পর্যন্ত যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝা যাইবে—

সন	শতকরা	সন	শতকরা
১৮৫৬	৭৫'১	১৯০১	৭৯'৮
১৮৭১	৭৮'০	১৯১৩	৮৫'১
১৮৮১	৭৬'৯	১৯২৯	৭৩'৮
১৮৯১	৭৭'২		

শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ আমদানি অ-সাম্রাজ্য দেশ হইতে আসে। এই হিসাব প্রায় স্থায়ী ভাবেই রহিয়াছে—পরিবর্তন যাহা হইয়াছে তাহা সামান্য।

১৯৩১-৩৬ সনে সাম্রাজ্যিক ও অ-সাম্রাজ্যিক দেশ হইতে যুক্তরাজ্যে যাহা আমদানি হইয়াছে তাহার হিসাব[৭] :—

সন	সাম্রাজ্যিক দেশ	অ-সাম্রাজ্যিক দেশ	মোট
১৯৩১	২৮'৭	৭১'৩	
১৯৩২	৩৫'৪	৬৪'৫	
১৯৩৩	৩৬'৯	৬৩'১	
১৯৩৪	৩৭'১	৬২'৯	
১৯৩৫	৩৭'৬	৬২'৪	
১৯৩৬	৩৯'২	৬০'৮	

৬ বোলে—ইংল্যাণ্ডস ফরেন ট্রেড ইন্ দি নাইন্‌টিন্‌থ্ সেঞ্চুরি (লণ্ডন, ১৯০৫), সাম ইকনমিক কনসিকোয়েন্সেস্ অব দি ওয়ার (লণ্ডন, ১৯৩০), ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাবষ্ট্র্যাক্টস ফর দি ইউনাইটেড কিংডম্ (লণ্ডন, ১৯৩৪) পৃঃ ৩৪৮-৪৯। সরকার—ইম্‌পিরিয়্যাল প্রেফারেন্স্ ভিসাভি ওয়ার্ল্ড ইকনমি (কলিকাতা, ১৯৩৪) পৃঃ ১২১।

৭ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রিপোর্ট (পি-ই-পি, লণ্ডন, মে ১৯৩৭) ২৪৮ পৃঃ

ব্রিঃ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ হইতে আমদানি ২৮·৮-এর স্থলে ৩৯·২ এবং ব্রিঃ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশ হইতে আমদানি ৭১·৩-এর স্থলে ৬০·৮-এ নামিয়াছে।

রপ্তানি-ক্ষেত্রে অ-সাম্রাজ্য দেশের হিস্সা (১৮৫৬-১৯২৯)

সন	শতকরা	সন	শতকরা
১৮৫৬	৭১·২	১৯০১	৬২·৪
১৮৭১	৭৭·০	১৯১৩	৬২·৮
১৮৮১	৬৬·৩	১৯২৯	৫৯·০
১৮৯১	৬৫·২		

অ-সাম্রাজ্য দেশে রপ্তানি কমিতেছে। ১৮৫৬ সনের ৭১·২ হইতে ১৯২৯ সনে ৫৯·০এ নামিয়া আসিয়াছে। তার মানে সাম্রাজ্যিক দেশগুলিতে ব্রিঃ রপ্তানি ক্রম-বর্দ্ধমান। ১৮৫৬ সনের ২৯·০ হইতে ১৯২৯-সনে ৪১·০-এ পৌঁছিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাম্রাজ্যিক দেশগুলিতে রপ্তানিবৃদ্ধি এই ৭৪ বছরের একটা বিবর্ত্তন।

সাম্রাজ্যিক ও অ-সাম্রাজ্যিক দেশে রপ্তানির বহরটা ১৯৩১-৩৬ সনে এইরূপ :—

সন	সাম্রাজ্যিক দেশ	অ-সাম্রাজ্যিক দেশ	মোট
১৯৩১	৪৩·৭	৫৬·৩	১০০
১৯৩২	৪৫·৩	৫৪·৭	১০০
সন	সাম্রাজ্যিক দেশ	অ-সাম্রাজ্যিক দেশ	মোট
	৪৪·৪	৫৫·৬	
	৪৬·৯	৫৩·১	
	৪৮·০	৫২·৮	
	৪৯·২	৫১·৮	

রপ্তানির শতকরা সাম্রাজ্যিক দেশে ৪৩·৭ (১৯৩১) এর স্থলে ৪৯·২ (১৯৩৬) এবং অ-সাম্রাজ্যিক দেশে ৫৬·৩-এর স্থলে ৫১·৮ দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় আমরা সাম্রাজ্যিক "পক্ষপাতে"র প্রভাব দেখিতে পাইতেছি।

ভারতবর্ষ—১৯১৩ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বছরে অসাম্রাজ্যিক দেশ হইতে ভারতে আমদানির পরিমাণ ছিল ভারতের মোট আমদানির শতকরা ৩০·৩ ভাগ। ১৯১৯-২৩ সনে ৩৪·৮। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অঙ্গ ও রাজনৈতিক বন্ধনে জড়িত। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যিক দেশের উপর ভারতবর্ষের নির্ভরতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই বাড়তি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৮-৩৯ সনে অ-সাম্রাজ্য দেশের উপর এই নির্ভরতা আরও বাড়িয়া দাঁড়াইল ৪১·২। এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে ১৯১৩ সনে ছিল ৩০·৩।

প্রাক-১৯১৩ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ শতকরা ৫৮·৯; ১৯১৯-২৩ সনে ৫৮·৬ (প্রায় সমান)। ১৯৩৮-৩৯ সনে কমিয়া হইল ৪৬·৪।

কাজেই দেখা যাইতেছে, লম্বা-মেয়াদী বাণিজ্য-সম্পর্কটা যুদ্ধের মনোভাব বা কূটনৈতিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বাণিজ্য-সম্পর্ক অস্বাভাবিক ও অরাষ্ট্রিক ঘটনায় গড়িয়া ওঠে—লড়াই বা রাষ্ট্রিক সম্পর্কের উপর তেমন নির্ভর করেনা। আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে নিজ নিজ মতলব-মাফিক কোনো নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া বাণিজ্য-নীতি চালানো কর্ত্তব্য। তাহার জন্য মাসের পর মাস ব্যবসা-বাণিজ্যের বাড়তি-ঘাটতির উপর গভীর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

৮ রিভিউ অব দি ট্রেড অব ইণ্ডিয়া (দিল্লী) ১৯২৮-২৯, পৃঃ ১৭১ ; ১৯৩৮-৩৯, পৃঃ ১৯০।

২নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

ফাল্গুন—১৩৪৮ ১৬শ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের বৃষ্টি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি

"বর্দ্ধমানের ক্যানাল অঞ্চলে এবং অনুকূল আবহাওয়ার দরুণ হাওড়া, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও জলপাইগুড়ী জেলায় যে আর্থিক উন্নতি দেখা দিয়াছে, তাহা ব্যতিরেকে বাংলার অপর কোথাও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।" বাংলার ভূমি-রাজস্ব বিভাগের রিপোর্টে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরে স্বল্প পরিমাণে ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হইয়াছে; ফলে প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। মেদিনীপুরে অতি-বৃষ্টির ফলে যে বন্যা হয়, তাহাতে ধন-সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে। ২৪ পরগণার কোন কোন অঞ্চলে বন্যার দরুণ পূর্ব্ব বৎসর হইতে যে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে আলোচ্য বৎসরে স্বল্প পরিমাণে রাজস্বের আদায়ে তাহার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। বেশীর ভাগ জেলাতেই খয়রাতী ধান ও অপরাপর ধরণের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, ও বীরভূমে পুষ্করিণী সংস্কার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুরে পরীক্ষামূলকভাবে সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করা হইয়াছে। বাজারে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর পাট আমদানির দরুণ কতক পরিমাণে এবং যুদ্ধের দরুণ রপ্তানি-বাণিজ্য হ্রাস পাওয়াতে পাট চাষে বিশেষ বিঘ্ন দেখা দেয়। ইক্ষু ও গুড়ের দরও অত্যন্ত নিম্নস্তরেই ছিল। কোন কোন কৃষিজাত পণ্যের দরে যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেলেও কৃষিজীবিগণ ইহাতে কোনমতেই লাভবান হইতে পারে নাই। কেননা দরবৃদ্ধির পূর্ব্বেই সাধারণতঃ তাহারা বেশীর ভাগ মাল বিক্রয় করিয়া দেয়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর সর্ব্বতোভাবেই বৃদ্ধি

পাইয়াছে। ইহার জন্য অংশতঃ চাষ-আবাদের অসাফল্য এবং অংশতঃ বৃদ্ধ দায়ী। যাহা হউক, পটু এবং অপটু উভয় শ্রেণীর শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারসমস্যা পূর্ব্বের মতই তীব্রভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। গত বৎসরের রিপোর্টের ন্যায় এবারও একথা বলিতেই হইবে যে, পল্যমূল্য কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ধরা-বাঁধা রোজগারের লোকদের উপর ইহার প্রভাব বিশেষ ভাবেই দেখা দেয়। সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে অতি-লাভের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের যথেষ্ট প্রসার হইতে দেখা গিয়াছে। বিভিন্ন পল্লী-উন্নয়ন সঙ্ঘ, প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র, ব্যায়াম সঙ্ঘ ও ক্লাব সঠিক পন্থায় জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। সম্ভবমত এইসকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেকার বকেয়া পাওনা ৯০৪১২১৮৲ টাকা সহ আলোচ্য বৎসরে মোট পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৭২৯২৯৮৲ টাকা। ইহার মধ্যে ২,৯৬,০২,৪৪৩৲ টাকা অথবা ৭২'৬৮ ভাগ আদায় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৬'৭১ এবং ৯৮'২২ ভাগ। আলোচ্য বৎসরে আদায়ী ৩২৮৯৭১৲ টাকা হিসাবে জমা হইতে পারে নাই। অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৮১২১০২৲ টাকা অথবা মোট অর্থের ২৬'০৪ ভাগ। ইহার বেশীর ভাগ অর্থই আদায় হইয়া আসিতেছে। জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক দুর্গতি ও চাষ-আবাদের ক্ষতির জন্য আলোচ্য বৎসরে আদায়ী অর্থের পরিমাণে অবনতি দেখা যায়।

কলিকাতায় চুরি ও চোরাই মাল

পুলিশ ইত্তাহারে প্রকাশ বর্ত্তমান বৎসরে অক্টোবর মাসে কলিকাতায় ২৪টি পকেটমার ঘটিয়াছে এবং তন্মধ্যে ৬টির আসামী ধরা পড়ে নাই। তৎপূর্ব্ব মাসে ১৯টি পকেটমার হইয়াছিল। পূর্ব্বমাসে ৭৮টি সাইকেল চুরি হইয়াছিল; আলোচ্য মাসে ৩৭টি হইয়াছে। সাইকেল চুরির দুই দলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার চুরি, রাহা-জানি প্রভৃতি দমনের জন্য ৮২৭ জন গুণ্ডা এবং দাগী আসামীর উপর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কতকগুলি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের নিকট (গোয়েন্দা বিভাগ) প্রমাণ দিয়া মালগুলি গ্রহণ করিবার জন্য মালিকদের অনুরোধ করা হইয়াছে।

বাজার-দর বিভ্রাট

বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহের উৎকট মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ায় এবং অনেকস্থলে প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি পাওয়া না যাওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষ ও অশান্তির সৃষ্টি হওয়ায় ইহার প্রতিকারকল্পে গভর্ণমেণ্ট হইতে অনেকগুলি জিনিষের দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহাতেও সকল স্থানে বাজার-দর সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নভাবে বাজার দরের হ্রাস-বৃদ্ধির একটা ভিন্নমাত্রী চলিতে থাকায় সাধারণের ক্লেশ ও অসুবিধা দূর হইতেছে না। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট হইতে যে কয়েকটী জিনিষের দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার দর যথেচ্ছভাবে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হইতে না পারিলেও সেগুলির দর এখনও পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই, সেগুলির দর দিন দিন উৎকটভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশবাসীর দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সুতা, কাপড়, ধান চাউল এবং নিত্যব্যবহার্য্য কতকগুলি জিনিষের দরে বিশেষ তারতম্য দেখা যাইতেছে। এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের দরের তুলনা করিলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। কলিকাতায় সুতা, কাপড় ও ধান চাউলের বাজার-দর সম্বন্ধে গত ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতার কোন সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইয়াছে—জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে যে ক্রমাবনতি ঘটিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে উহা প্রতিরুদ্ধ হইয়া বাজারে উন্নতির স্পষ্ট লক্ষণ

দেখা যায়। অবশ্য ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তের কাজ-কারবার পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ আছে বলিলেই চলে। তবে নগদ কাজকারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশ। মজুতকারীরা এখন আর মাল খালাস করিবার জন্য সেরূপ উদ্‌গ্রীব নহে। বরং অদূর ভবিষ্যতে বাজারে চড়তি ভাবের আশায় বর্ত্তমানে তাহারা কতকটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইতেছে। অনেক মজুতকারী কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী নিরাপদ অঞ্চলসমূহে তাহাদের মজুত মাল স্থানান্তরিত করিয়াছে। মফঃস্বলের বিক্রয়-কেন্দ্রগুলিতে বেশীর ভাগ বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য বৎসর এই সময় বাজারে শীতবস্ত্রাদির বেশ চাহিদা থাকে। এবার সেরূপ চাহিদা নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে মফঃস্বল অঞ্চলসমূহে সুতা চালানের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক। অবশ্য প্রায় সমস্তই নগদে। ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া-নেওয়ার সর্ত্তে কাজ কারবার খুব সামান্যই হইয়াছে। সুতার বাজারে আশায় ক্রয়-বিক্রয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখনও সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিবার মত অনুকূল অবস্থা দেখা যাইতেছে না।

তুলার বাজারের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। বোম্বাই-এর তুলার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বোম্বাই তুলার দর আরও হ্রাস পাইয়া এপ্রিল-মের দর ১০৲ টাকা কমিয়া ২০৩৷০ আনা এবং জুলাই-আগষ্টের দর ৭৲ টাকা কমিয়া ২০৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতি মণ ধান ও চাউল নিম্নরূপ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে—

ধান—২৩নং পাটনাই ৩৷৵৬—৩৷৶৬; পাটনাই মাঝারী ৩৵০—৩৶০; রূপশাল ৩৷৶০—৩৷৶৬; দাদখাল ৩৶০—৩/০; হামাই ৩৵০—৩।০; পূবা পাটনাই ২৸০—২৸৵০ আনা।

চাউল—২৩নং পাটনাই ৬৷৵০—৬৷৶০; কামিনী আতপ ৬৸০—৭।০; রূপশাল ৭৶০; কাটারীভোগ আতপ ৯৵০ আনা।

(নীহার)

কলিকাতায় নলকূপ

বিমান-আক্রমণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা-হিসাবে কলিকাতায় নলকূপ খনন পরিকল্পনা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে যেসকল অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, সে দিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এইসকল অভিযোগ সাধারণতঃ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে বিলম্ব, নলকূপ বসাইবার উপযুক্ত স্থান, নলকূপের আকার ও গভীরতা এবং নলকূপ হইতে কি ধরণের ও কি পরিমাণে জল পাওয়া যাইবে তৎসম্পর্কেই করা হইয়াছে। এইসকল ব্যাপারে উপযুক্ত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতই সম্ভবতঃ এইপ্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেছেন। পরিকল্পনাটির নামেই প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতায় বর্ত্তমান পানীয় জলসরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রায় ২,৪০০ নল-কূপের সাহায্যে অন্য উপায়ে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইবে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইবে, উক্ত কার্য্য এখন পর্য্যন্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে :—

(১)	প্রস্তাবিত নলকূপের সংখ্যা	২,৪২৬
(২)	এ পর্য্যন্ত (১৯ই ফেব্রুয়ারী) যতগুলি নলকূপ খনন করা হইয়াছে	২,০৩২
	যে পরিমাণ শ্রমিক প্রত্যহ নিযুক্ত করা হইয়াছে	৬৫
(৩)	যতগুলি নলকূপের জল বিশ্লেষণ করা হইয়াছে	৯৬৮
(৪)	পরিকল্পনাটির কার্য্য যত দিনের মধ্যে সমাধা হইবে তাহার আনুমানিক তারিখ	১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪২

মূলতঃ পাইপের অভাবেই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। যখন টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন কোন কার্য্যই তাহাদের মজুত মাল হইতে প্রয়োজনীয়

সমস্ত পাইপ সরবরাহ করিবে এরূপভাবে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে নাই।

তদনুসারে এই মর্মে একটি অতিরিক্ত চুক্তি করা হয়, যে, বিশেষ একটি তারিখের মধ্যে আমেরিকান পাইপ আনাইয়া সরবরাহ করিতে হইবে। তাহার চলাচলে ঘোলযোগ ঘটায় এইসকল পাইপ পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। তদুপরি বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য গত মাস হইতে এই কাজে মজুরেরও অভাব ঘটিয়াছে। যেসকল নলকূপ ইতিপূর্ব্বেই খনন করা হইয়াছে, তাহার পাম্প এবং কোন কোন অংশ চুরি গিয়াছে, কিম্বা উহার ক্ষতি করা হইয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে। তদনুসারে উক্ত নলকূপগুলির পাম্প ও প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ পুনরায় না বসানো পর্য্যন্ত উহা অব্যেজো হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এইসকল অতিরিক্ত কাজ বিলম্বের কারণ হইয়াছিল।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অফিসারদিগের সহিত আলোচনা করিয়াই নলকূপ বসাইবার স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। জমির নীচের পাইপ, জল এবং গ্যাস মেইন, উপরকার তার, স্থানে স্থানে ভাইবিন ও প্রস্রাবখানা থাকার দরুণ কোন কোন অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিশেষ করিয়া গলিগুলিতে যানবাহন চলাচলের কথা বিবেচনা করিয়া, নলকূপ হইতে জল তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট স্থানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া, অনেক লোক যাহাতে জলের জন্য নলকূপের কাছে পৌঁছিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা রাখিয়া (জরুরী অবস্থায় নিশ্চয়ই এরূপ জনতার সমাবেশ হইবে) নলকূপ বসাইবার স্থান নির্দ্দেশ যে কতটা কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই বোধগম্য। অধিকন্তু, নলকূপ বসাইবার জন্য নির্ব্বাচিত স্থান যে দরিদ্র শ্রেণী, বস্তি অঞ্চল, বাজার, ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং জনসঘাকীর্ণ অঞ্চলের বিশেষ উপযোগী হওয়া চাই, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ, হাসপাতাল, শিক্ষা কিম্বা অন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নলকূপ বসাইবার প্রস্তাব এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু উহাদের নিকটস্থ সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে বহুলোক তাহাদের বাড়ীর সন্নিকটে নলকূপ খনন সম্পর্কে তুমুল প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিল।

সাধারণতঃ নলকূপগুলির পরিধি ১।০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ২৫০ ফুট। নলকূপগুলি ৫০ হইতে ৭০ ফুট পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, উহা একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এরূপ নিম্নে জলধারাবাহী নালি নাই। প্রত্যেকটি নলকূপের জল কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান বিশ্লেষণকারী বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, জল পানের সম্পূর্ণ উপযোগী। যেসকল নলকূপের জল বিশ্লেষণে সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহার জল পুনরায় একমাস অপেক্ষা করিয়া পরীক্ষা করা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণতঃ, ২৫০ ফুট গভীর স্তর হইতে যে জল আসে তাহার মধ্যে জীবাণু থাকে না। যেসকল ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রম ঘটিবে সেখানে জলে ক্লোরিণ প্রদত্ত হইবে।

জলের পরিমাণ সম্পর্কে বলা চলে যে, অধিকাংশ নলকূপেই প্রচুর জল পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নলকূপের গোলমাল হওয়ায় কম জল পাওয়া যাইতেছে বটে ; কিন্তু সে সম্বন্ধে যতদীঘ্র সম্ভব যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। (বাংলার কথা)

কোচিন বন্দর

কালিকাট হইতে কোচিন প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বোম্বে এবং কলম্বোর মধ্যে কালিকাট বন্দরটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে কেবলমাত্র মাদ্রাজ বন্দরের বাণিজ্য ব্যতিরেকে ইহার বাণিজ্যই সব চেয়ে বেশী। ব্যাক্‌ওয়াটার সিস্‌টেম্ বরাবর প্যারালালভাবে থাকার দরুণ দ্রব্যাদি বহনের খরচা খুবই অল্প লাগে এবং এই স্থানটী কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটের বহস্থানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। ইহার প্রাকৃতিক সুবিধা সুযোগগুলি যখন আরও কাজে লাগান যাইবে তখন ইহার বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। এডেন হইতে কোচিন বোম্বের চেয়ে ৩০০ মাইল নিকটবর্ত্তী এবং কলম্বো হইতে এডেন যতদূর তাহা অপেক্ষা ২৪২ মাইল নিকটে। এডেন হইতে যে জাহাজ ক্রিম্যান্টল্ পর্য্যন্ত আসে, তাহা যদি কোচিন স্পর্শ করিয়া যায় তাহা হইলে মাত্র ৩৯ মাইলের পার্থক্য হয়। এই বন্দরের দক্ষিণপূর্ব্ব প্রবেশ-পথে ম্যাটানচেরি নামক একটী নগর আছে। এই নগরটী কোচিন ষ্টেটের মধ্যে খুবই উন্নত, অবশ্য বাণিজ্যের দিক্ হইতে। ইহার আরও দক্ষিণে প্রায় ২০০ মাইল ধরিয়া কোষ্ট লাইনটী ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটের অধীন।

যাহাতে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি সকল সময়েই এই বন্দরে আসা-যাওয়া করিতে পারে তাহার জন্য ব্যাক্‌-ওয়াটারের মুখেই একটা চ্যানেল বা পরীখা খনন করা হইয়াছে। ইহা নিউ হার্ব্বার স্কিম্ অনুযায়ী হইয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী "ভেণ্ডুরুথি দ্বীপে" প্রায় ৪০০ একর ভূমি উক্ত স্কিমের কল্পনা অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। এইখানে অফিস, মালপত্র রাখার স্থান, বন্দর কর্ত্তাদের থাকিবার আবাস এবং অন্যান্য বাড়ী স্কিম্ অনুযায়ী তৈয়ারী হইয়াছে এবং ইহা আরও জানা যায়, ভবিষ্যতে আরও ৪০০ একর ভূমি গ্রহণ করা হইবে। এক্সপেরিমেণ্ট হিসাবে যে পরীখা খনন করা হইয়াছে তাহা ১৫০ ইঞ্চি চওড়া এবং তাহাতে খরচ পড়িয়াছে ৬০,০০০ পাউণ্ড। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষের মতে এই এক্সপেরিমেণ্ট বেশ কার্য্যকরী হইয়াছে। তাহার পরের স্কিম অনুসারে একটী পার্শ্বান্তাণ্ট চ্যানেল খনন করা এবং তাহাও ভিতরে আনয়ন করার ব্যবস্থাও সমাপ্ত করা হইয়াছে। তাহার পর প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী ড্রাই ডক্ তৈয়ারি করা হইয়াছে প্রায় ১৯২৩ হইতে ১৯২৫-২৬এর মধ্যে। ইহার আরও উন্নতি সাধন করিবার জন্য স্কীম দিয়া "উইলিংডন আইল্যাণ্ড" (পুনরুদ্ধৃত স্থানটীর নূতন নাম) আর্থাৎ মূলান ও ব্রিটিশ কোচিনের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা হইলে উক্ত পুনরুদ্ধৃত ভূমির উপর দিয়া রেল যাতায়াত করিতে পারিবে। অবশ্য এক্ষণে কোচিন বন্দরটী ব্রিটিশ এলাকায় অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু ইহার আরও উন্নতি সাধন করিতে হইলে কোচিন ষ্টেট ও ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটের এলাকায় পহুছিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্ট ও কোচিন গভর্ণমেণ্ট একটী চুক্তি করিয়াছেন যে, তাঁহারা তিনেই উক্ত বন্দরের উন্নতিকল্পে খরচা বহন করিবেন এবং বন্দরের আয়কর তিনভাগে বিভক্ত হইবে। ১৮৮৪ সনের "ইণ্টারপোর্টাল কনভেনশনের" সর্ত্ত ধারাবাহিক ব্যবস্থাকে নাকচ করে। একটী পোর্ট ট্রাষ্ট বিল খুবই শীঘ্র পাশ করা হইবে আশা করা যায় এবং বোম্বে ও

অন্যান্য বন্দরের মত এখানেও একটী ট্রাষ্ট সৃষ্ট হইবে। নিউহার্ব্বার স্কিম অনুসারে আর্থাকুলাম সহরটী পোডানুর-বাঙ্গালোর ব্রড্‌গেজ সেকশনের সহিত (সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে) যুক্ত হইয়াছে।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ইষ্টার-পোর্ট্যাল কনভেনশন অনুযায়ী কোচিন দরবার তামাকের মনোপলি (একচেটিয়া) ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং বন্দরে আন্তর্জ্জেশিক বাণিজ্য-করও ছাড়িয়া দিতে রাজি হইয়াছেন। দরবার আরও বলিয়াছেন যে, দেশের অন্যান্য বন্দরে যে কর ধার্য্য হইয়াছে তাহা ব্রিটিশ বন্দরে করের যে হার সেই অনুপাতে হইবে। তাহা ছাড়া উক্ত চুক্তি অনুসারে মালাবার ভিন্নিষ্ট প্রকৃতিতে যে মূল্যে লবণ বিক্রয় হয় সেই মূল্যে বিক্রয় হইবে। সকল সর্ত্তের পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মিনিয়াম কাষ্টম এবং তামাকের কর হিসাবে ১,৩৬০ পাউণ্ড দিবেন। ষ্টেটে আর কোন বন্দর না থাকায় এবং কাষ্টম কর বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যে উপরিউক্ত সারচার্জ্জের হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কোচিন হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হয়:—ইয়ার্ণ, কোয়্যারম্যাট এবং ম্যাটিংস, লিমন গ্রাস অয়েল, ক্যাসিয়া কার্পেল, কোপ্রা, কোকোনাট অয়েল, চা, রবার এবং চিনাবাদাম।

কোচিন বন্দর হইতে জাহাজ যাতায়াতের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উত্তরোত্তর কিভাবে বন্দরটী শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে—

বৎসর	জাহাজ সংখ্যা	টনেজ
১৯২২-২৩	২২৩	৭৩০,৫৮৮
১৯২৩-২৪	২৫৭	৭৫৩,৩৫২
১৯২৪-২৫	২৭৩	৭৯২,৮৭৪
১৯২৫-২৬	২৭৬	৮০১,০৮৮
১৯২৬-২৭	৩০৬	৮১৭,৭২৪
১৯২৭-২৮	৩৬৬	৯৬৮,৬৭৫
১৯২৮-২৯	৪৭০	১,১৪৭,০৪৩
১৯২৯-৩০	৫০৪	১,১৯০,০৬৪
১৯৩০-৩১	৬০০	১,৪১৮,১৪২
১৯৩১-৩২	৬০২	১,৪২৭,৮৭০
১৯৩২-৩৩	৬১৯	১,৪৩২,৩৩৭
১৯৩৩-৩৪	৬৭৫	১,৬৭৯,৩৪৭

১৯৩০-৩১ সনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ইহার আমদানি ও রপ্তানির ওজন ছিল ৫০০,০০০ টন এবং তাহা ১৯৩৪-৩৯ সনে দাঁড়ায় ৮০০,০০০ টন। যাত্রীর বন্দর হিসাবে যে ইহার উপযোগিতা এবং সুবিধা তাহা অল্পদিন হইল আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। ১৯৩৭ সন বরাবর প্রত্যহ প্রায় বড় বড় জাহাজ কোম্পানীর যাত্রিবাহী জাহাজ এখানে আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পি এণ্ড ও, বি আই এস্ এন লাইন, বিস্কি লাইন এবং এলেরমান ও সিটি লাইনের জাহাজ এখানে বরাবর নিয়মমত আসিতেছে।

অন্নাভাবের প্রাদেশিক হিসাব

	যাহারা রীতিমত খাইতে পায়	যাহারা আধ পেটা খায়	যাহারা কেবল পিত্তরক্ষা করে
	(সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা হার)		
আসাম	৫৩	৩৮	৯
যুক্তপ্রদেশ	৪০	৩৯	২১
বাংলা	২২	৪৮	৩১
মাদ্রাজ	৪৬	৩৬	১৮
বিহার-উড়িষ্যা	৪২	৪০	১৮
পাঞ্জাব	৪২	৩৮	২০
বোম্বাই	৪৫	৪৪	১১

উপরিউক্ত অঙ্কগুলি হইতে দেখা যাইবে, সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙ্গলার অবস্থা কি শোচনীয়! শতকরা ২২ জন পেট ভরিয়া খায়, শতকরা ৪৭ জন আধপেটা খায়, আর শতকরা ৩১ জন কোন রকমে পিত্ত রক্ষা করে অর্থাৎ সত্য সত্য না মরিয়া টিঁকিয়া থাকে।

ডাক্তারী দ্রব্য তৈরীর উন্নতি

পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানি হইত এইরূপ ২৯২ প্রকার ঔষধ ও ডাক্তারী দ্রব্য বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ২৮ রকমের ঔষধ এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে যে, এগুলি বিদেশে পর্য্যন্ত রপ্তানি করা চলে। সরবরাহ বিভাগ অনেকগুলি ঔষধের জন্য অর্ডারও দিয়াছে। যেসকল ঔষধের কাঁচামাল ভারতে পাওয়া যায়, তাহার সবগুলি এখন দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। বিদেশী কাঁচামাল দিয়াও নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে জোর কাজ চলিতেছে। ফলে এই-ভারতবর্ষের সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা মিটাইবার মত শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জিনিষই ভারতে উৎপন্ন হইতেছে। বর্ষাতি কাপড়, গরম জলের থলে প্রভৃতি যেসকল রবার দ্রব্য হাসপাতালে ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই এখন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতের সমুদ্রতীরস্থ হইতে হাঙ্গর ধরিয়া তাহা হইতে কড্‌লিভার অয়েলের মত এক প্রকার ঔষধ তৈয়ারী হইতেছে। ভারতে প্রস্তুত এই ঔষধটি কড্‌লিভারের ন্যায় কার্য্যকরী। সরকারী মেডিক্যাল ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট একাই ৮ হাজার গ্যালনের উপর এই ঔষধের জন্য অর্ডার দিয়াছে। বাংলার একটি প্রতিষ্ঠানে পেনিসিলিন প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পরীক্ষার পর সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কলিকাতার ২।৩টি বিখ্যাত কাঁচা দ্রব্যের কারখানায় জর পরীক্ষার থার্ম্মোমিটার এবং কাচের ছিপি-আটা বোতল তৈয়ারী হইতেছে।

ভারতে লৌহ-উৎপাদন

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে পিগ্ লৌহ যথেষ্ট পরিমাণে আনিতে হইত তাহার নিজের চাহিদা মিটাইবার জন্য। ১৯৩৮-৩৯ সনে দেখা যায় যে, ইউনাইটেড্ কিংডম হইতেই প্রায় ২,৮০০ টন লৌহ আমদানি করা হইয়াছিল। আর ১৯৩৭-৩৮ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১,৯০০ টন। এইভাবে দেখা যায় যে, ফেরো এলয়, ম্যাঙ্গানিজ্‌ আয়রণ প্রভৃতির প্রত্যেকটী জিনিষই বিদেশ হইতে আনা হইয়াছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে লৌহ এবং ষ্টীল ব্রিটিশ ভারতে কিরূপ আমদানি করা হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	(টন হিঃ পরিমাণ)			(টাকা হিঃ মূল্য)		
	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
ষ্টীল এঙ্গল	১৪·৪	১৪·৩	৯·৪	১৫·২	২১·৬	১৫·৩
ষ্টীল বার্স	২৪·৬	৪১·২	১৭·০	৩২·৪	৩৬·৭	৪৩·৬
বিম চ্যানেল, পিলার, গার্ডার এবং ব্রিজওয়ার্ক						
বোল্ট এবং নাট্						
ফেন্সিং মেটিরিয়াল						
হুপ্ এবং ষ্ট্রীপ্						
পেরেক, রিভেট্ এবং ওয়াসার						
গ্যালভানাইজ্‌ড্ শিট্ ও প্লেট্						
টিন্ শিট ও প্লেট্						
শিট ও প্লেট যাহা গ্যালভানাইজ করা হয় নাই						

	(টন হিঃ পরিমাণ)			(টাকা হিঃ মূল্য)		
	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
রেল, চেয়ার এবং ফিসপ্লেট	৯'৬১	৭'৫	১১'৫	৯'৭	১১'১	১৪'৭
টিউব্, পাইপ এবং ফিটিংস্	৩৫'১	৪১'৪	৩৪'৩	৯২'৬	১,০৭'০	১,০৩'৮
তারের পেরেক	৪'৪		৪'১	৬'৭	১৫'২	১০'১
তারের দড়ি	২'৮	৪'৩	৩'২	১৪'৫	২৩'৭	২০'৭
কাষ্ট্ পাইপ এবং ফিটিংস্	১'০	১'৪	২'৪	৫'০	৭'০	৯'০
স্লিপার এবং ষ্টীল্বিম্	৪'৬	২'৫	০'৮	৬'৫	৪'১	২'০

দেখা যায় যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে উপরি উক্ত কয়েকটী দ্রব্যের আমদানি কমিয়া গিয়াছিল যেমন ষ্টীলবার, গ্যালভানাইজ্ড্ শীট্ আর কন্স্ট্রাক্সান মেটিরিয়াল, যেমন বিম্, চ্যানেল, পিলার ইত্যাদি।

অন্যান্য দেশের সহিত লৌহ সম্পর্কে যেরূপ বাণিজ্য চলিত তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(হাজার টন হিঃ)

	ইউনাইটেড্ কিংডম্	জার্ম্মানি	বেলজিয়াম	ফ্রান্স	ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্	অন্যান্য	মোট
১৯৩৬-৩৭	১৪৭				৪		৩৩০
১৯৩৭-৩৮	১৬৮				২৭		৩৬৮
১৯৩৮-৩৯	১৩৬				৯		২৭২

মেশিনারি ও মিল ওয়ার্ক

(লক্ষ টাকা হিঃ)

	১৯৩৬-৩৭		১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
	পারসেণ্ট		পারসেণ্ট	পারসেণ্ট
ইউনাইটেড্ কিংডম্	৬৬'৬	১১,৩৮	৬৩'৩	৫৮'৮
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	৮'৩	১,৫১	৮'৪	১১'৪
জার্ম্মানি	১৫'০	২,৬৬	১৪'৮	১৬'১
বেলজিয়াম	১'০	২৬	১'৪	১৩'১
অন্যান্য দেশ	৯'১	২,১৭	১২'১	১১'৭

ভারতে কেরোসিন আমদানি

	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
যে দেশ হইতে আমদানি	গ্যালন	গ্যালন	গ্যালন
	...	...	...
ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব্ আমেরিকা	১৮৫	৩,১৯০	১,৩০৫
সোভিয়েট রিপাবলিক্	৪০,৭৭০	২০,৯০৩	×
ইরাণ	৬,৬২৬	১১,৪৬১	৩০,২৭৩
বোর্ণিও, সুমাত্রা ও সেলিবিস	১৩,০৬৪	৩০,৮৯০	১৭,৯৬৮
বার্মা	১২০,৪০৬	১৩২,৮৮০	১১৪,০৭৫
অন্যান্য দেশ	৭৭৩	৩,৩২২	১৮,৪০৩

মোটর গাড়ী আমদানি

বৎসর	ইউনাইটেড্ কিংডম	ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ অব আমেরিকা	ক্যানাডা	ফ্রান্স	ইতালী	অন্যান্য দেশ
১৯৩৬-৩৭		৩,৭৪২			৩৮২	
১৯৩৭-৩৮		৪,৮৭৬			২৮১	
১৯৩৮-৩৯		৩,১৭০			২৩২	

মোটর, ওম্নি বাস্, ভ্যান প্রভৃতি আমদানি

১৯৩৬-৩৭	১,২০২		১,৭১৯	১৯৮
১৯৩৭-৩৮	২,৩৩৭		২,১৯৭	৪০৮
১৯৩৮-৩৯	৬০৭		১,২৫৮	১৪৮

কিন্তু দাম কমিয়া যাওয়ায় মোটর সাইকেলের আমদানি ও কাট্তি বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সনে দেখা যায় ১,৩৭১টী সাইকেল আসে, অথচ ১৯৩৭-৩৮ সনে উহার সংখ্যা ছিল ১,২৭১। জার্ম্মাণি যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব অবধি এই মোটর সাইকেল বহু টাকার ভারতে পাঠাইত এবং জানা যায় যে, প্রায় ১৫৮টী সাইকেল প্রায় ২½ লক্ষ টাকায় ১৯৩৮-৩৯ সনে এখানে বিক্রয় করিয়াছে।

চীনের কো-অপারেটিভ্ মুভ্‌মেণ্ট

গত শতাব্দী হইতেই চীন দেশে গ্রাম্য অঞ্চলে কো-অপারেটিভ্ মুভমেণ্ট বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়; রেজিষ্টার্ড সোসাইটীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তির পথেই চলিয়াছে। প্রাক্‌যুদ্ধকালে যে সংখ্যা ছিল তাহা অপেক্ষা যুদ্ধের মধ্যে সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে। ১৯৪০ সনের শেষ অবধি দেখা যায় যে, ইহার রেজিষ্টীরুত সোসাইটীর সংখ্যা ছিল মোট ১৪৬,২৯৭ এবং তাহাতে সভ্যের সংখ্যা ছিল ৭,৫৮২,১০৭।

১৭টী বিভিন্নমনে যতগুলি কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীতে ধার দেওয়া আছে তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল:—

	ডলার
সেচোয়ান	৪০,১৭৮,৫১৯·৫৮
হুনান	১৪,২০১,২৭১·৯০
কিয়াংসি	১৪,২০৩,২৬৭·৪০
কোয়াংসি	১৩,৮৩৪,১৬৮,০০
কোয়ানটুং	১১,৫৪৮,১৬৮·৫৫
কোয়েচো	৯,৬৬২,৪৮২·৭৫
কানসু	৮,৫৪৫,২৫২·৬১
ইউনান	৮,১২৫,৮১১·৭০
হুপে	৭,৬০৭,৪৮২·১৯
সেনসি	৭,৪০৬,১৩৯·০০
আনহোয়ে	৬,৫৮৪,৪১৯·২৬
ফুকিন	৫,২৬৯,৬০৬·৮৯
হোনান	৩,১৮৩,৩৩২·১০
চেকিয়াং	৩,১২৩,৮৩৮·৪৬
সিকাং	১,১৮০,৬৬১·৭৮
চুকিং	৬৭০,২৭১·৮৩
নিংসিয়া	২৪৫,৮৭০,০০
মোট	১৪৫,৫৮৮,৬৬৪·২০

একটী স্থানস্কাল কো-অপারেটিভ সাপ্লাই এণ্ড সেলিং ডিপো খুলিবার জন্য স্বয়ং চিয়াং কাই সেক ৫,০০০,০০০ ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন। অবশ্য গভর্ণমেণ্টের চারটী ব্যাঙ্কের ইয়েণ্ট কণ্ট্রোল বোর্ড হইতেই উহা দেওয়া হইবে। ১৯৩৯ সনে ১৯ মে তারিখে যে নূতন স্থানস্কাল গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানস্কাল কো-অপারেটিভ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চীনের কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতির পরিণতি হিসাবে দেখা যায় যে, স্বয়ম্ভ শাসনের উন্নতি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা ও সংস্কারের উন্নতি সকলের মনকেই আকৃষ্ট করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠান ও সঙ্ঘের মধ্য দিয়া উন্নত করিয়া তুলিতে পারে যদি তাহাদের একতা ও নিষ্ঠা থাকে।

তৎপরে চীনদেশের কো-অপারেটিভের আর একটী দিক্ আমাদের নজরে পড়ে, তাহা হইল ইনডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ্ মুভ্‌মেণ্ট্স সি আই সি অথবা ইনডুসকো। ইহার সত্বর বৃদ্ধি যে কিভাবে হইয়াছে তাহা জানিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৯) দেখা

যায় যে ১,২৮৩টী কো-অপারেটিভ সি আই সি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ৩১শে মার্চ্চ (১৯৪১) তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১,৬৬৪, ৩রা মার্চ্চ যে যে শিল্পের সম্বন্ধে সি আই সি গঠন করা হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

	সোসাইটীর সংখ্যা	শতকরা হিঃ
টেক্সটাইল	৫৪৭	৩২·০০
কেমিক্যাল	৩০৩	১৮·২০
সিউইং ক্লোদিং		১১·৮০
মাইনিং ও মেটালারজি		১০·৪০
বিল্ডিং মেটিরিয়ারি		
খাদ্য		
মেশিনারি		
কালচার ও কেমিক্যারি		
ট্রান্সপোর্ট		
অন্যান্য		
মোট		

গ্রীসের মেটারনিটি মুভমেণ্ট

কনসালটেশন সেণ্টার বলিয়া এক একটী প্রতিষ্ঠান থাকে সেখানে প্রসূতিরা প্রথমাবস্থায় পরামর্শ ও অন্যান্য সাহায্য পাইয়া থাকে। সেখানে তাহাদের সপ্তাহে একদিন করিয়া হাজিরা দিতে হয়, অবশ্য গাইনকোলজিষ্টদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার উদ্দেশ্যে। যেসকল নারীর অর্থাভাবে সংকুলান হয় না তাহাদিগকে এখান হইতেই খাদ্য ও ঔষধাদি দেওয়া হয়।

ছেলেপিলে জন্মায় পাবলিক বা কমিউনের হাসপাতালে এবং বাড়ীতে খুব কমই জন্মাইয়া থাকে। যেখানে দরকার হয় সেখানে এন্টিটিউবারকিউলোসিস ভ্যাক্সিন ইঞ্জেক্শন করা হয়।

মেটারনিটি সেকশন নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত আছে—

এথেন্স্ (১) মিলিয়নি ষ্ট্রীট নং ৪; (২) সুমোনস্থরো ষ্ট্রীট নং ৯; (৩) সেণ্ট প্যাণ্টেলিমন স্কোয়ার; (৪) আর্গা ষ্ট্রীট (কোয়াসারিয়ানি নামক একটী সুবার্ব্বে অবস্থিত); (৫) ক্যালিকথিয়া ষ্ট্রীট নং ৪৮।

১৯৩৮ সনে এথেন্সের সেণ্টার হইতে ২৪৪ জন মাতাকে সাহায্য করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

নবজাত শিশুর রক্ষার্থ এথেন্সে যতগুলি সেণ্টার আছে তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল—

	শিশুর সংখ্যা
এথেন্স—বাতরন সুবার্ব্ব	১১৫
নিয়া আরোনিয়া	১২০
দাউয়গোটি	৮০
হিমারোকাস্টে	৮০
বসচাটো	৩০
	৪৪৫
প্রদেশ—দিপিরিয়াস	১৫০
ক্যাটো নেত্রোকোপিয়ন	৭০
পাত্রাস	৮০
কোমোটিনি	
ভেরোরিয়া	৬০
সাবরা	৪০
	৫০০

বিভিন্ন দেশের ধান চাষের বিবরণ

(বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ)

ভারতবর্ষ	৩৪১২০০০ টন
ব্রহ্ম	৫৪৪০০০ ,,
মালয়	২২৯০০০
সিংহল	২০০০০০ ,,
সিয়েরা লিয়ন	১১৭০০০ ,,
ব্রিঃ বোর্ণিও	১০৩০০০ ,,
ব্রিঃ গায়না	৫৪০০০ ,,

অষ্ট্রেলিয়া

টাস্মানিয়াকা

বিভিন্ন দেশের রপ্তানি

ব্রহ্ম	১৭৪৫০০০	,,
কোরিয়া	১১৪৭০০০	,,
শ্যাম	১৩৪২০০০	,,

বহিরের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ধান্য উৎপাদন

জাপান	৮৬৪৫০০০	টন
ইন্দোচীন	৪০৮৮০০০	,,
জাভা	৪১৮২০০০	,,
শ্যাম	৩১০১০০০	,,
কোরিয়া	৩০৫৮০০০	
ফিলিপাইন	১৪২৫০০০	
ফরমোসা	১২৪৬০০০	,,
ব্রাজিল	৮২০০০০	,,
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৬৪১০০০	,,
ইতালী	৪৭৬০০০	,,
মিশর	৪৬৮০০০	,,
মাদাগাস্কার	৪২৬০০০	,,
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	২৬২০০০	,,
স্পেন	১৯৫০০০	,,
ইরাক	১৪৭০০০	,,
পেরু	৪০০০০	

বিভিন্ন দেশে গম আমদানি ও রপ্তানি

[হাজার হন্দরে হিসাব ; ৪৮০ পাউণ্ডে হন্দর]

	আমদানি	উৎপাদন	রপ্তানি
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	—	৯৪৩৭০	১২৪০০
ভারতবর্ষ	—	৪৬৩২০	২৩৩০
বৃটেন	২৮৮৫০	—	—
জার্মাণি	৪৬৯০	২৪৭৮০	—
রুমানিয়া	—	২০৬১০	৫৬৭০০
যুগোস্লাভিয়া	—	১৩০৬০	৬২০১
বুলগেরিয়া	—	৮৮৯০	৪৪০
গ্রীস	১৬৩০	৪৭৯০	—
নরওয়ে	১০৬৯০	—	—
হাঙ্গারী	—	১৪০৯০	৩৭১০
চেকোস্লোভাকিয়া	১৮০	১৪৭০	—
ডেনমার্ক	৬৭৯	১৮৮০	—
হল্যাণ্ড	৩৮০০	১৬৬০০	—
বেলজিয়াম	৪৭০০	২০০০	—
পোল্যাণ্ড	—	১০৪২০	৪১০
ইতালী	২২২০	৩৪৪০০	—
ফ্রান্স	২০৩০	৩৪৪০০	৬৯০
স্পেন	২৭০০	১৩৯ ০	—
রাশিয়া	—	১৭০০০০	৪০০০
কানাডা	—	৬১২০০	২০৪৭০
আর্জেন্টিনা	—	১৪৭৫০	১৫০০০
অষ্ট্রেলিয়া	—	২৬৩১০	১২০০০
তুরস্ক		২১১৭০	২৩০১
ইরাক	—	২৫০০	১৭০

মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(শ্রীকিতীশচন্দ্র সরকার, এম এ, বি এল)

রাজসাহীতে বর্ত্তমান যুগে যে কয়জন মনীষী বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ ক'রে যশস্বী হ'য়েছিলেন, পরলোকগত আচার্য্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই মনীষী ব্যক্তির সাহচর্য্য লাভের ও প্রাচীন ভারত ইতিহাসের কিঞ্চিৎ শিক্ষার উপাদান তাঁরই পাদমূলে ব'সে সংগ্রহ ক'রবার সৌভাগ্য আমার কিছুদিন হয়েছিল; সুতরাং তাঁর স্মৃতিবাসরে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা ক'রতে পারলে ধন্য হব ও আত্মশ্লাঘা বোধ ক'রব। তবে অক্ষয়কুমারের বহুমুখী প্রতিভার বিস্তৃত আলোচনায় শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে, তা' ছাড়া আমার অক্ষমতাই সে সম্পর্কে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। সুতরাং আজ সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখ প্রত্যূষে অক্ষয়কুমারের কর্ম্মক্লান্ত জীবনের যবনিকাপাত হয়। দেখতে দেখতে প্রায় এক যুগ চলে গিয়েছে। রাজসাহীবাসী তাঁর স্মৃতির সমাদর করতে আজ পুনরায় উপস্থিত। একদিকে এদেশের পরিচয় ছিল 'রাজ-রাজড়ার' দেশ। রাণী ভবানীর পবিত্র নামের ও তাঁর দানশীলতার সঙ্গে জড়িত হয়েছিল এদেশের সম্যক্ পরিচয়। তারপর বণিক্-রাজের আগমনে এদেশের প্রসিদ্ধি শিল্পের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে এদেশ রেশম-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বলে সুপরিচিত হতে লাগল। তারপর যে যুগের আবির্ভাব হলো, তাতে রাজ-রাজড়ার ঐশ্বর্য্যের কিম্বা বাণিজ্য-শিল্পের নামগন্ধ নাই; শুধু ব্যক্তি-বিশেষের পরিচয়ই সুধীসমাজে রাজসাহীর সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছিল। এই যুগে রাজসাহীবাসী বঙ্গদেশের বিদ্বজ্জনসমাজে এই দেশ অক্ষয়কুমারের ও কবি রজনীকান্তের বলে গৌরব অনুভব করত।

অক্ষয়কুমারের সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে তিনি বাল্যজীবনে যে আবহাওয়া ও পল্লীগুরুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া দরকার।

প্রাচীন প্রথানুযায়ী পঞ্চম বর্ষ বয়সে নদীয়া জেলায় কুমারখালি গ্রামে এক শুভক্ষণে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে সম্মিলিত পাঠশালায় মাটীতে ধান বুলিয়ে অক্ষয়কুমারের হাতেখড়ি হয়। এই পাঠশালায় গুরুগিরি করেন অক্ষয়কুমারের এক পিতৃসখা হরিনাথ মজুমদার ইনিই উত্তরকালে স্বনামখ্যাত কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিত হন। হরিনাথের এই বঙ্গবিদ্যালয়ে অক্ষয়কুমারের সতীর্থ ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর জলধর সেন ও পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। অক্ষয়কুমারের পাঠশালার গুরুমহাশয় কাঙ্গাল হরিনাথ তৎকালে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক "সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়ট" এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় পরিচালিত 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় প্রজাপক্ষের মুখপাত্র হয়ে নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। এই আদর্শ ও আবহাওয়ার মধ্যেই বালক অক্ষয়কুমার পরিবর্দ্ধিত হতে লাগলেন। কাঙ্গাল হরিনাথই ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু। অক্ষয়কুমারের পিতা মথুরানাথ ও কাঙ্গাল হরিনাথ উভয়ে অভিন্নহৃদয় ছিলেন। এই দুই বাল্যসখা তৎকালে স্বদেশসেবায়, গ্রামের জ্ঞানোন্নতি ও নৈতিক উন্নতিসাধনে ব্রতী হওয়ায় গ্রামবাসীর নেতৃত্বপদ অধিকার করেন। তৎকালে সুসাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ ও রচনাদি এঁদের উপর প্রভূত প্রভাব

বিস্তার করেছিল। যাহাতে স্বীয় পুত্র স্বনামখ্যাত অক্ষয়-কুমার দত্তের ন্যায় সুপণ্ডিত ও যশস্বী হয়, তজ্জন্য মথুরানাথ পুত্রের নামকরণ করেছিলেন "অক্ষয়কুমার"। পিতার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল—ভাগ্যক্রমে তিনি পিতৃদত্ত নামকরণের সার্থকতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করবার জন্য পিতা ততদিন জীবিত ছিলেন না।

বাল্যকাল হতেই 'অক্ষয়কুমার' সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করেন। সর্ব্বপ্রথম তাঁর কবিতা রচনার দিকে আগ্রহ ছিল। চতুর্থ (বর্ত্তমান সপ্তম) শ্রেণীতে পড়বার সময় 'গ্রে'র 'এলিজি'র বঙ্গানুবাদ করে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বছর তিনি 'বঙ্গ-বিজয় কাব্য' প্রণয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় 'সমরসিংহ' নামে আর একখানি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সেকালের রাজসাহীর ছাত্রসমাজের মধ্যে যঁরা সাহিত্য সেবার দ্বারা আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিতেন, তাঁদের মধ্যে 'দেবীযুদ্ধ' প্রণেতা শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, অক্ষয়কুমার ও অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মচারী মহাশয় কৈশোরেই অক্ষয়কুমারের অলোকসামান্য প্রতি-ভার পরিচয় পেয়েছিলেন। 'ভাবী বঙ্গের ভরসা' শীর্ষক কবিতায় তিনি অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন, তা সত্যসত্যই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু অম্বিকাচরণ অকালে পরলোকগমন করেন।

কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অক্ষয়কুমার অবশেষে এই রাজসাহীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল বলে খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন। কিন্তু ব্যবসায় দ্বারা অর্থ রোজগারের প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষা বাণীর একনিষ্ঠ সেবাতেই ছিল তাঁর প্রকৃত আগ্রহ।

অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক নিবন্ধ—'সিরাজদ্দৌলা' সর্ব্বপ্রথম 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দে ক্রমশঃ প্রকাশিত হ'তে থাকে। লেখক তখনও আত্ম-প্রকাশ করেন নাই এবং সেই জন্য পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য বিব্রত হ'য়ে উঠ্‌তে হয়েছিল। 'সিরাজদ্দৌলা' রচনায় অক্ষয়কুমারের ওকালতি জীবনের মেধার পরিচয় পরিস্ফুট হ'য়ে রয়েছে। সম-সাময়িক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ক'রে, অকাট্য প্রমাণ, যুক্তি-তর্কের ও ভাষার সম্পদে অন্ধকূপহত্যার দুর্ভাগ্য অপরাধীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত করেছিলেন এবং অযথা কলঙ্কিত সিরাজের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রকাশ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। আজ কলিকাতার রাজপথে তথাকথিত হলওয়েল মনুমেণ্ট সিরাজদ্দৌলার মিথ্যা কুকীর্ত্তির কথা আর ঘোষণা করে না। সেজন্য সমগ্র দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে অক্ষয়কুমারের নিকট এবং সত্যা-গ্রহীদের কঠোর ব্রতের জন্য অবশ্যই চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয়কুমারের অসাধারণ অধিকার ছিল। 'গৌড়লেখমালায়'—প্রাচীন লিপি পাঠোদ্ধারের টীকাটিপ্পনীর ভূয়সী প্রশংসা করে সুপণ্ডিত ভক্টর টমাস বিলাতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অক্ষয়কুমারের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা ক'রতে ত্রুটি করেন নাই।

অক্ষয়কুমারের লেখনী-পরিচালনায়, বাগ্মিতায় ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেদীপ্যমান। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনু-সন্ধান সমিতি তাঁর একটি স্নেহের পুতুল ছিল। এই অনুসন্ধান সমিতির উৎকর্ষ-বিধানের জন্য তাঁকে বিরল-অবসর ওকালতি-জীবনে অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হ'য়েছিল।

"বৃহত্তর বঙ্গের" ইঙ্গিত বহুপূর্ব্বে অক্ষয়কুমার যখন দিয়েছিলেন তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সে কথা বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে দ্বিধাবোধ ক'রেছিলেন। বাঙ্গালার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সুদূর দ্বীপোপদ্বীপে বিস্তৃত হ'য়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'সাগরিকা' প্রবন্ধে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে অক্ষয়কুমারের এই উক্তি চরম সত্যে পরিণত হ'য়েছে। এখন অবশ্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

অক্ষয়কুমারের মৌলিক গবেষণার ধারা ছিল অভিনব, প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা ও প্রাকৃতন প্রতিভার সংযোগেই সম্ভবতঃ তাঁকে সর্ব্বতোমুখী গতিদান ক'রেছিল।

অক্ষয়কুমার স্বদেশী যুগে পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন। সেকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর বজ্র-নির্ঘোষ বক্তৃতা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে নূতন উন্মাদনা সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিল। তাঁর শেষ জীবন রাজোপাধিতে অলঙ্কৃত হ'লেও যাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষ জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাই জানেন, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তাঁর কত প্রগাঢ় ছিল, দেশবাসীর উন্নতিসাধনের জন্য তাঁর আগ্রহ কত ঐকান্তিক ছিল। কোন এক বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষাকে কৃত্রিম পণ্যে পরিণত করে দিবার উদ্দেশ্যে দেশের ইতিহাসের মর্য্যাদা অপেক্ষা কোন জাতির স্বার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করে একখানি মূল-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। তদুত্তরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ তেজস্বীতার সঙ্গে জানিয়েছিলেন—"আত্মবিক্রয় ক'রে স্বদেশের অসত্য ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা তাঁহার অসাধ্য। ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

ক্যাথারিন মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া" পুস্তক প্রকাশিত হবার পর বরেন্দ্র সমিতির যুবক সদস্যগণকে উদ্দেশ্য ক'রে ভারতবর্ষের পুরাতন সভ্যতা ও কৃষ্টির পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাহাই অক্ষয়-কুমারের স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশিষ্ট বিচিত্র নিদর্শন-পূর্ণ এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষ যে এখনও অন্যান্য সভ্যতাভি-মানী দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধন সংস্কারের শিক্ষণীয় উপাদান সংগ্রহ করে দিতে পারে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা তাহাই তিনি উপস্থিত করতে সকলকে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন।

যতদিন অক্ষয়কুমারের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ফিরিঙ্গি বণিক্', 'গৌড়লেখমালা', 'অজ্ঞেয়বাদ' ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ইতঃপূর্ব্বশঙ্কিত কীর্ত্তিকলাপ সভ্য জগতের সম্মুখে সগৌরবে বিরাজিত থাকবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। অক্ষয়কুমার স্বহস্তেই অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত ক'রে গিয়েছেন। কোন মর্ম্মরমূর্ত্তি ইহা অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দান করতে পারে না জানি, তথাপি আশা করি, বঙ্গবাসী তাঁর উপযুক্ত স্মৃতির সমাদর করতে ভুলবে না।*

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সংপ্রতি কয়েকটী নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া নিম্ন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্ন-লিখিত দ্রব্যাদির সর্ব্বোচ্চ মূল্য পুনঃ নির্দ্ধারণ করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। যদি কোন বিক্রেতা নির্দ্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্য ক্রেতাগণের নিকট হইতে গ্রহণ করে, তবে তাহাকে ভারতরক্ষা বিধান মতে দণ্ডিত করা হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, মাল মজুদ রাখিয়া কোন বিক্রেতা তাহা উপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয় করিতে অসম্মত হইলে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে, এবং সরকার সেই সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(১) বালাম (পুরাতন) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ৭৲ ; (নূতন) ৪।০। বালাম ব্যতীত অন্যান্য চাউল (নূতন) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ৫৲। (২) কেরোসিন তৈল (উৎকৃষ্ট সাদা) ৪।১০ টিন, ৵০ বোতল ; (নিকৃষ্ট লাল) ৩৷৵১০ টিন, ৵১০ বোতল। (৩) কয়লা ৸৵০ মণ। (৪) ময়দা (উৎকৃষ্ট) ৮৲ মণ। (৫) আটা ৭।০ মণ। (৬) ঘব ৪৲ মণ। (৭) ইট ১নং ১০" × ৫" × ৩" ১৪৲ প্রতি হাজার।

সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, ১৯৪১ সনের বর্ম্মীয় বিক্রয়কর আইন অনুসারে চাউল, ডাল,

* রাজসাহী সারস্বত সম্মেলনে অক্ষয় স্মৃতি বাসরে পঠিত। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

আটা, ময়দা, মাছ, মাংস, শাক-সব্জী, গুড়, চিনি দুধ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং সুতা, তাঁতের কাপড়, কেরোসিন তৈল, দেশলাই প্রভৃতি জিনিষের উপর কোনপ্রকার বিক্রয় কর আদায় করা বে-আইনী।

কলিকাতায় শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী "আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রী" প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন—

ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমার অপেক্ষা মিঃ মুকুল দের একটা বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। এই চিত্রপ্রদর্শনীতে যেসকল ছবি রক্ষিত আছে তাহা তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা এখনো দেখিবার সুযোগ লাভ করি নাই; কাজেই আমি তাহাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি না। যাহা হউক, আমি শুধু এই কথা বলিতে পারি যে, এই জাতীয় শিল্পে ভারতবর্ষের যথেষ্ট যোগ্যতা আছে বলিয়াই নহে, পরন্তু এই প্রদর্শনী চিত্রকলা ও শিল্পকে সমসূত্রে গাঁথিয়াছে বলিয়াই গত বৎসরের প্রদর্শনী আমার মনে বিশেষ ছাপ রাখিতে পারিয়াছে।

যেসকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান পুরস্কার প্রদান করিয়াছে এবং এই প্রদর্শনীতে যাহাদের বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে, তাহাদের এইভাবে একই জায়গায় সমবেত করা বড় সহজসাধ্য কাজ নহে। প্রায় প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানই এখানে প্রতিনিধিত্ব করিতেছে এবং তৎসহ একটি বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্র এবং চারুকলার পৃষ্ঠপোষক মিঃ বি সি লাহা এই শিল্পের সহিত একযোগে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনজন বিশিষ্ট নাগরিক তরুণ ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে চারুকলার পৃষ্ঠপোষকতায় এইরূপ সাক্ষল্যমণ্ডিত যোগাযোগ ঘটিয়াছে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং মিঃ মুকুল দের বক্তব্য অনুসারে বলা চলে যে, তাঁহাদের এই সূচনা যথোপযুক্তভাবে পুরস্কৃত হইবে।

কোন কোন লোকের এই ধারণা হইতে পারে যে, যখন আমরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তখন যুদ্ধ জয় না করা পর্য্যন্ত শিল্পকলাকে গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইবে।

এই ধারণা যে কতটা ভ্রমাত্মক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজিকার দিনে ভারত-সরকারের এবং আমাদের এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে, যাহা আমরা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাই। তন্মধ্যে ডিফেন্স সেভিং বিষয়টি আমি উল্লেখ করিতে চাই। উহা এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হউক আমি এই মতামত প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আমি আশা করি তাহা আমরা দেখিতে পাইব। বিভিন্ন প্রাচীরপত্রদ্বারা এ আর পি এবং ভারতীয় এয়ার ফোর্সে লোক সংগ্রহার্থ ভারত সরকার এই প্রদর্শনীর সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং আমি আশা করি যে, এই প্রদর্শনী বিশেষ যোগ্যতা-সহকারেই তাহা সম্পাদন করিবে; নতুবা উহা একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইত। সত্য কথা বলিতে হইলে আমাকে এই কথাই বলিতে হয় যে, আজিকার মত প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর প্রয়োজন ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। আমাদের মিত্রপক্ষ চীন দেশে একটি চল্‌তি প্রবাদ আছে যে—"হাজার কথার চেয়ে একখানি ছবির দাম বেশী" এবং গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগের সমর-সম্পর্কিত প্রচার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

এদেশের প্রাচীরপত্র সম্পর্কে একটা কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হইয়াছে যে, উহা সাধারণতঃ জটিল হইয়া থাকে। কিন্তু বিন্যাসের সরলতার উপরই প্রাচীরপত্রের যোগ্যতা নির্ভর করে। আমি আশা করি যে, এই প্রদর্শনীর পরে তাহা সম্ভবপর হইবে এবং তাহা ভবিষ্যতে শিল্পিবৃন্দকে পথ প্রদর্শন করিবে। বিশেষ করিয়া কারু-শিল্প সম্পর্কিত ব্যাপারে গঠনমূলক সমালোচনার সকল সময়ই প্রয়োজন আছে এবং যদি "আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রী" প্রদর্শনীর সংগঠনকারিগণ ভারতীয় শিল্পিবৃন্দের মধ্যে ব্যবসায়ী-শিল্পের কলাকুশলতা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান জন্মাইতে পারেন, তবে তদ্দ্বারা উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

পরিশেষে আমি আশা করি যে, ভারতের বিভিন্ন অংশের একটি প্রতিনিধিমূলক শিল্প-প্রদর্শনী বলিয়াই ইহা

গণ্য হইবে। কারণ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, যদি ইহাকে মূলতঃ বাংলাদেশের প্রদর্শনী বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে ইহার যথার্থ মূল্য অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। প্রদর্শনীর চিত্রের তালিকা দৃষ্টে আমি জানিতে পারিতেছি যে, লক্ষ্ণৌ, লাহোর এবং মাদ্রাজের শিল্প-কেন্দ্র হইতে কোন চিত্র আসে নাই বলিলেই চলে। আমি আশা করি যে, আগামী বৎসর আমরা এই দেশের অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রের ছবিও দেখিতে পাইব। আজিকার এই উদ্বোধন-উৎসব সম্পাদন করিতে আসিয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং এ বিষয়ে আমি স্থির-নিশ্চয় যে, ভবিষ্যৎকালে এই প্রদর্শনী এ দেশের চিত্র ও শিল্প-জগতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইবে। সেই সঙ্গে আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যথার্থ প্রতিভার আবিষ্কার এবং ভারতের যেসকল শিল্পী বহু শতাব্দী যাবৎ জগতের শিল্পানুরাগীদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে এই প্রদর্শনীর সম্যক্ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

মিঃ মুকুল দে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, স্যার জন হার্বার্ট বাংলাদেশে আসার পর হইতে এই দেশের শিল্প এবং সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নশীল হইয়াছেন এবং আজ সেই বিদ্যালয়-ভবনে আমরা এই ধরণের এক শিল্প-প্রদর্শনী দেখিতে পাইতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই প্রদর্শনী ক্রমেই অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে।

বার্ম্মাশেল কোম্পানী কর্তৃক ইহার প্রবর্ত্তনের পর হইতে আমি এবং আমার শিল্প-বিদ্যালয় এই প্রদর্শনীর সহিত যুক্ত আছি বলিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, আমাদের প্রথম প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফলে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা এই বৎসর যে প্রদর্শনী পরিচালনা করা হইবে তাহাতে শিল্পী এবং শিল্প অধিকতরভাবে উপকৃত হইবে। গত বৎসরের প্রদর্শনী সম্পর্কে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ব্যক্তিগতভাবে যেরূপ যত্নশীল ছিলেন, তাহাতে আমরা বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছি এবং এ বৎসরও স্যার জন একটি যুদ্ধবিষয়ক প্রাচীর-পত্র বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের প্রদর্শিত চিত্রাবলী যে অনেক উচ্চাঙ্গের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ড এবং আমেরিকার অনুরূপ ব্যবসায়-শিল্প অর্জিত করিতে হইলে আমাদের অনেক স্তর অতিক্রম করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা যে, এই প্রদর্শনী বৎসরের পর বৎসর সমভাবে চলিয়া যাইবে এবং সমগ্র ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে দেশব্যাপী প্রেরণা সঞ্চার করিবে। আমাদের বিচারক ও অভিজ্ঞগণের মন্তব্য অনুসারে শিল্পিদল তাঁহাদের কাজের স্তরের উন্নতিসাধন করিবেন এবং ভারতবর্ষে ব্যবসায়-শিল্পকে উচ্চাঙ্গের করিয়া তুলিবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়-শিল্প কলা-শিল্পের একটি বিশেষ অঙ্গ। একটি বিশেষ বাণী ইহা দ্বারা পরিষ্কাররূপে ও সরলভাবে সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং তদুপরি উহা অনায়াসে মুদ্রণ ও বহুসংখ্যায় তৈরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র জগৎব্যাপী প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীরা এই ব্যবসায়-শিল্প সম্পর্কে অধিকতর কালক্ষেপ করিতেছেন। এই প্রদর্শনীর দ্বারা যে ফল পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারা ইহার উদ্যোক্তাগণ পুরস্কৃত হইবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ বটমলি বলেন যে, ভারতে কারুশিল্প বহু যুগ ধরিয়া প্রচলিত আছে; কিন্তু ব্যবসায়-শিল্প এই দেশে একেবারে নূতন। আমার মনে হয় এই প্রদর্শনীর অন্তর্গত যে শাড়ীর পাড়ের বিভাগ আছে, তাহা সত্যই অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রচার-পত্র, বিজ্ঞাপন সাজানো প্রভৃতির কাজ ভারতীয় শিল্পীদের কাছে একেবারে নূতন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের আরো পরিশ্রম করিতে হইবে। এইসকল বিশিষ্ট শিল্পে রাতারাতি নৈপুণ্য লাভ করা সম্ভবপর নহে এবং উহা আন্তর্জাতিক স্তরের হইবে এরূপ আশা করা ভুল। আমার

দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রদর্শনী ভারতীয় ব্যবসায়-শিল্পের প্রগতির সহায়তা সাধন করিবে এবং সর্ব্বোপরি শিল্পী ও শিল্পের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করে বলিয়া উহার মূল্য অনেক বেশী। আমার বলিবার কথা এই যে, যে-কোন যোগ্যতাসম্পন্ন শিল্পী সত্যিকারের রসজ্ঞ ও প্রথম শ্রেণীর শিল্প-কলাকামীদের সম্মুখে এই প্রদর্শনীর মারফৎ তাঁহার গুণপনা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং বহু শিল্পী যে এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া তাহাদের উজ্জ্বল শিল্পি-জীবনের সূত্রপাত করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরিব্রাজক চিত্তরঞ্জন

পরিব্রাজক চিত্তরঞ্জন দাস ১৩০৯ সনের মার্চ্চ মাসে উড়িষ্যায় তাঁর প্রথম দেশভ্রমণ সুরু করেন। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব ও রাজপুতানার কিছু দেশীয় রাজ্য এবং বাংলা দেশের অবশিষ্ট আসাম ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া এখন দাক্ষিণাত্য গিয়াছেন। গত তিন বৎসরে তিনি পদব্রজে প্রায় ১০,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। পর্য্যটনকালে তিনি নানা সহর, গ্রাম, বন জঙ্গল ও রোমাঞ্চকর বহু ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ ও অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। পর্য্যটনকালে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক প্রসিদ্ধ ভারতীয় লোকের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের বাড়ী বরিশাল জিলার বাইসারী গ্রামে। (নীহার)

সমাজবিজ্ঞানে ভবিষ্যদ্বাণী

(শ্রীশঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন)

:—ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্ব্বাভাস তো গণৎকারের একচেটিয়া জানতুম, এটা আবার সমাজবিজ্ঞান বেহাত করলে কি ক'রে ?

উ:—গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীতে জুয়াচুরির বা ধাপ্পাবাজির স্থান থাকতে পারে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে না কষে করা হয় না। শুধু তাহাই নহে, সমাজবিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব দ্বারা না মিলিয়ে করা হয় না, যেমন দুই আর দুইয়ে চার, এর পার্থক্য হয় না এবং তাহা যে কেহ মিলিয়ে নিতে পারে। সমাজবিজ্ঞানেও তাহাই হয়। এসট্রলজার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠীগত হিসাবে বলতে পারা যায় যে তারা যা বলে তা মেলে তো বহৎ আচ্ছা, না হয় আপনার কোষ্ঠির দোষ, না হয় জন্মের তারিখে গোলমাল, না হয় হাতটাই ভুল ইত্যাদি বহু রকমের ফাঁকিবাজি হাতের পাঁচ তাদের আছেই।

প্র:—কি রকম ভাবে সমাজবিজ্ঞানে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে ?

উ:—ইহাতে মানুষ হিসাবে "কে" এই প্রশ্ন নিয়াই ভবিষ্যদ্বাণী হয়। মানুষের ভাগ্য দেবতায় গড়ে না গ্রহবিগ্রহে করে না; ইহা শুধু মানুষেই ক'রে থাকে, সেটা সমাজই হউক বা জাতিই হউক বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই হউক। একটা মানুষকে যদি কেহ খারাপ প্রমাণ করতে চায় তাহা যদি সাফল্যের সহিত করতে পারে, তবে কেন তাহার উন্নতি বা ভাল করার দিকটাই ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় ?

প্র:—কি করে সত্যিকারের ভাল লোককে খারাপ প্রমাণ করা চলে ?

উ:—দলের এবং টাকার যদি জোর থাকে এবং যদি চাকরি খরিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকে, তবে সারা বাংলা কেন সারা ভারতেও একজনকে স্বচ্ছন্দে "মাতাল", "চোর", "লম্পট" যাহা ইচ্ছা তৈয়ারি করে দেওয়া যায়।

প্র:—মনে করুন উপরি উক্ত তিনটি উপাদানই একত্রে আছে, তা হলে কি উপায়ে সাধিত হবে ?

উ:—কি কি ভাবে অত্যাচার হ'য়ে থাকে সেটা বলা যাক। "ক" একজন লোক, হয় তো কোন রকমে ঐ রকম দলের লোকের কুদৃষ্টিতে পড়ে গেল, তখন হতে শত্রুতা আরম্ভ হ'ল। তাহারা চেষ্টা করে প্রথমতঃ "ক"কে বন্ধুবিহীন করতে, যদি দেখে বন্ধু রয়েছে, তাহাকে কি উপায়ে শত্রু করা যায় এবং যাহাতে সে সাহায্য না করে তাহার চেষ্টা করতে থাকে। এই কার্য্যে সাফল্যের জন্য নিয়মিত "ক"এর জীবনের প্রতি খুঁটিনাটি গুপ্তচরের সাহায্যে বন্ধু বা পরিপার্শ্বকের নিকটে

পৌঁছিয়া দেয়। খবরের সঙ্গে থাকে খানিকটা পদার্থ অবিশ্বাস সৃষ্টি করার এবং খানিকটা ঘৃণা ও ভয় সৃষ্টি করার উপাদান। কেই বা জগতে এমন আছে যে জেনে শুনে নিজের বিপদ মাথায় করে নেবে? কাজেই "ক"কে তাহারা বর্জ্জন করবার চেষ্টাই করে। "ক" যে পাড়ায় থাকে প্রথমে সেই ঠিকানা সংগ্রহ করে। তাহার পরে সেই পাড়ায় উক্ত দলের তাঁবে কে আছে তাহা দেখতে চেষ্টা করে। যদি না থাকে তাহা হলে সেই দলের লোকের আত্মীয় কুটুম্ব অথবা নিকট বন্ধু ইত্যাদি ধরণের লোক বাহির করে। তাহাকে প্রথমে "ক"এর সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সে হয়তো কিছুই জানে না। তখন তাহার কাছে "ক"র নামে যত রকম কলঙ্ক আছে তাহা বলতে থাকে এবং তাহারা যে খুব ভাল চেনে তাহাও বলে দেয়। যেই সন্দেহের উদ্রেক হয় তখন সেই লোকটা পাড়ায় তাহার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ সব কথা বলে। এইভাবে "ক"এর জানার আড়ালে তাহাকে চোর, বদমায়েসের ইত্যাদি প্রমাণ করে। দশমান চক্রে ভগবানও ভূত, মানুষ তো কোন ছার! আমাদের সমাজের নেতারাই নিঃসহায় ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে শত্রুতা করে যে কি রকম নির্য্যাতন করে তাহা কল্পনাতীত। এ শুধু একটা দিক্। এই রকম আর্থিক, মানসিক ও দৈহিক অত্যাচার সৃষ্টির উপায় আর একদিন বলবার চেষ্টা করব।

প্রঃ—এই যে চরিত্র ইহা আপনি ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে করতে পারতেন?

উঃ—বাস্তবিকই তাহাদের "ক"এর উপর এবং অন্যান্য লোকের উপর আচরণ লক্ষ্য করেই বলেছিলাম যে উক্ত দলের চরিত্রই হইল "বদমায়েসকে" ভাল বলে প্রচার করা আর প্রকৃত ভালকে সমাজে ঘৃণ্য করে তাহাকে অসামাজিক করে তোলা। জানা যায় যে, উক্ত "ক" একদিন এত নিষ্ণুক ছিল যে অন্ততঃ ১৬টী সঙ্ঘের সে সভ্য ছিল এবং বহু স্থলে সে সমাজের কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেছে। তাহাকে শেষে "চোর", "পাগল" ইত্যাদি বলে উক্ত দলের লোক প্রচার করে বহুদিন সমাজে ঘৃণা করেছিল।

প্রঃ—কিভাবে আপনি ধরতে পারেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন?

উঃ—প্রথম জিনিষ হল "রেজেষ্ট্রি করা" বা "কেস্ হিষ্টোরি" নেওয়া। আচরণ, নিয়ম, নীতি, সুবিধা ও অসুবিধা প্রভৃতি প্রত্যেকটী জিনিষ যখন "রেকর্ড" করা হয় এবং মাসের পর মাস বহুদিন যদি ঠিক রেকর্ড থাকে তা হলে ভবিষ্যদ্বাণী অনিবার্য্য করা যায়।

প্রঃ—রেকর্ড কি সব সময়ে ঠিক পাওয়া যায়?

উঃ—যে খবরটা ভেরিফাই করা হয় নাই সে খবরের মূল্য কিছুই নাই। তা ছাড়া রেকর্ড করবার সময় উক্ত খবর যেন ভুল করে না লেখা হয়।

প্রঃ—আপনি যে উপরি উক্ত ঘটনার উল্লেখ করলেন তাহার প্রত্যেক খবর যে সত্য তাহা জানলেন কি করে?

উঃ—প্রত্যেকটী খবর "ভেরিফাই" না করে কখনও গ্রহণ করতে নাই। প্রথমে চোখে দেখি, তাহার পর আচরণ নির্দ্ধারণ করি, তাহার পর উহাকে মিলাবার চেষ্টা করি এবং সেই মিলান একটী বা দুইটী বার নহে যত বার সম্ভব তাহার "ভেরিফিকেশন" করি। তাহার পর স্থির করি।

প্রঃ—কিন্তু আপনার দেখবার ভুলও তো হতে পারে।

উঃ—দেখবার ভুল হলে পরীক্ষা বা টেষ্টএর সময় ধরা পড়বে। যদি তাহাও না পড়ে ভেরিফিকেশনের সময়েও ধরা পড়বে। বীমাকারীরা যেমন একচুয়েরির উপর নির্ভর করে এবং তাহার ভুলের একটা মাত্রা বাদ দিয়ে চলে, সমাজবিজ্ঞানেও ঠিক

তাহাই। আমরাও খানিকটা বাদ দিয়ে ধরে থাকি যেটুকু ভুল হবার সম্ভাবনা আছে।

প্রঃ—আচ্ছা "ক"এর রেকর্ড থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখান যে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য।

উঃ—প্রথম চরিত্র যাহা আমার রেকর্ড আছে উক্ত দলের লোক হইল "উৎপীড়নকারী"। এই "উৎপীড়ন" করা সম্বন্ধে "ক" এবং অন্যান্য লোক যাহার উপর উৎপীড়ন করা হয়েছে তাহাদের ঘটনাগুলিকে যথাযথ সাজিয়ে কার্ড রাখতে হয়। সেই কার্ড থেকে "ডিটেল্‌ড্‌ পয়েন্ট অব ইন-ভেষ্টিগেশন" অর্থাৎ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করতে হয়। তাহার ফলে দেখলাম যে "ক"কে যখন উক্ত দলের লোক নিয়োগ করে তখন তাহাকে পরিষ্কার করে কিছুই বলে নাই যে কি ধরণের কাজ বা কখন হতে কখন ডিউটি ইত্যাদি। হঠাৎ শোনা গেল যে "ক"কে ভোর সাড়ে চারটের সময় একটা ঘরের চাবি খোলার জন্য প্রত্যহ রাত্রি ৩টা হইতে ৪:৩০ মধ্যে হাজিরা দিতে হবে, নচেৎ যাহা শাস্তি তাহা পাবে। দ্বিতীয় ঘটনার সমাবেশ হল উক্ত "ক"এর কর্মস্থলে অন্যান্য কর্মচারীরা যেন "ক"কে তাড়াতে পারলে তাহাদের শান্তি হয় এই রকম ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। তাহারা দেখতে লাগল "ক"এর কোনটা অপছন্দ। তাহারা স্থির করল যে "ক" কাহারও কোনও নিন্দা বা কুসড়া ইত্যাদি অশান্তির মধ্যে থাকতে চাহে না এক কথায় শান্তি-প্রিয়। তাহারা ঠিক করল "ক"কে ক্রমান্বয়ে দিনরাত্র লোক দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে। তাহাতেও মনস্কামনা পূর্ণ হল না। "ক" যেখানে কার্য্য করত সেখানে তিনজন লোক। কিন্তু ভাগ্যক্রমে উৎপীড়কদলের নেতার হুকুম হল "ক"কে প্রত্যহ রাত্রে কর্মস্থলে হাজির থাকতে হবে অর্থাৎ "নাইট ডিউটি" দিতে হবে। কারণ তাহারা ভাল করে জানে যে "ক"এর বাড়ীতে কেহ নাই এবং বহু অসুবিধায় পড়ে যাবে। অতএব ঐ রকমভাবে জব্দ করলেই ঠিক হবে। তাহার পর নানা লোক দিয়ে "ক"এর নামে যথেচ্ছ অপবাদ রটাতে আরম্ভ করল। তাহার পর "ক"এর যাহা মাহিয়ানা ছিল তাহা অত্যন্ত অপ্রচুর, কাজেই সে অন্য সময়ে খেটে রোজগার করত। সেই রোজগার যাহাতে বন্ধ হয়, তাহার জন্য তাহাকে বহু উপায়ে ডিউটির কড়াকড়ি করে ওপরচর লাগিয়ে তাহাকে জব্দ করল। আচ্ছা এইবার ধরুন আমার যে গোড়ার দিকে চরিত্র নির্ণয় করা ছিল, তাহা বাস্তব দ্বারা প্রমাণিত হল। ইহার পরও পূর্ণ এক বৎসর ধরে উক্ত চরিত্রের অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করেছি এবং তাহার ফলাফল রেকর্ড করেছি। তাহার পরে উক্ত পরিণতি নিঃসন্দেহে ধরে নিয়েছি। এস্থলে অত্যাচারী বলতে পারে ভাগ্যে ছিল কি হবে? সমাজ বিজ্ঞান বলবে চক্রান্তে ছিল, ভাগ্যে ছিল না।

প্রঃ—আপনার একটা ভুল আছে এই পরিণতিতে। তাহা হল মানুষ যখন প্রথম আসে তখন তাহাকে লোকে পরীক্ষা করে লয়—সেই পরীক্ষায় যদি মানুষ তাহার পরিচয় না দিতে পারে তাহা হলে কি হবে?

উঃ—পরীক্ষা চলে দু'মাস বা চার মাস—বৎসরের পর বৎসর পরীক্ষা চলে না। পরীক্ষা করার কালে অত্যাচারের সীমানা রাখা যায়, কিন্তু উৎপীড়নের সময় তাহা রাখা যায় না। শেষ জবাব হল, যে "মানুষ" হবে সে "মানুষ"কে আপন করার পন্থা জানবে কিন্তু কুকুরের দল যেমন নূতন কুকুর দেখলে ঘেউ ঘেউ ক'রে তাহাকে কামড়ায়, মানুষ তাহা করে না। রোম যদিও গ্রীসকে এক-দিন পরাজিত করেছিল কিন্তু গ্রীস তাহার কৃষ্টি দিয়ে রোমকে পরাজয় করে, এ কথা ইতিহাস-বিদিত রোম ব্রিটন্‌দের পরাজিত করেছিল এবং

তাহার সভ্যতার ছাপ দিয়ে এসেছে তাদের দেশে রোমের আইন দিয়ে। সমগ্র ইংলিশ ল' এক্ষণে বলা চলে রোমের আইনের উপর গঠিত। আর্যেরা যখন ভারতে এসেছিল অনার্যাদিগকে তাহারা কামড়ায় নাই বা তাহাদের উপর অত্যাচারও করে নাই; কিন্তু কৃষ্টি দিয়ে তাহাদিগকে জয় করেছিল। মানুষের স্বভাব মানুষের সহিত সু-সম্বন্ধ স্থাপন করা। মানুষের মনস্তত্ত্বে ও কুকুরের মনস্তত্ত্বের যদি পার্থক্য না থাকে তাহা হলে আর কিছু বলবার নাই।

প্রঃ—ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এমন গবেষকদের নাম দু' একটা বলুন।

উঃ—বারজেস্, ব্রুকস্, ফোর্ড, টিবিট্স্ প্রভৃতি মনীষিগণ মানুষের আচরণ লক্ষ্য করে বহু অপরাধীর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন এবং তাঁহাদের বাণী অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পূর্ব্বে "সোসিয়াল প্রেডিক্শন্" বা সামাজিক ভবিষ্যদ্বাণী অপরাধ বিষয়ক ব্যাপারেই অধিকাংশ সময়ে সীমাবদ্ধ থাকত, কিন্তু এক্ষণে তাহা অন্যান্য বহু সামাজিক সমস্যার বিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে—যেমন বিবাহ, অর্থ-সঙ্কট, বেকার, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি।

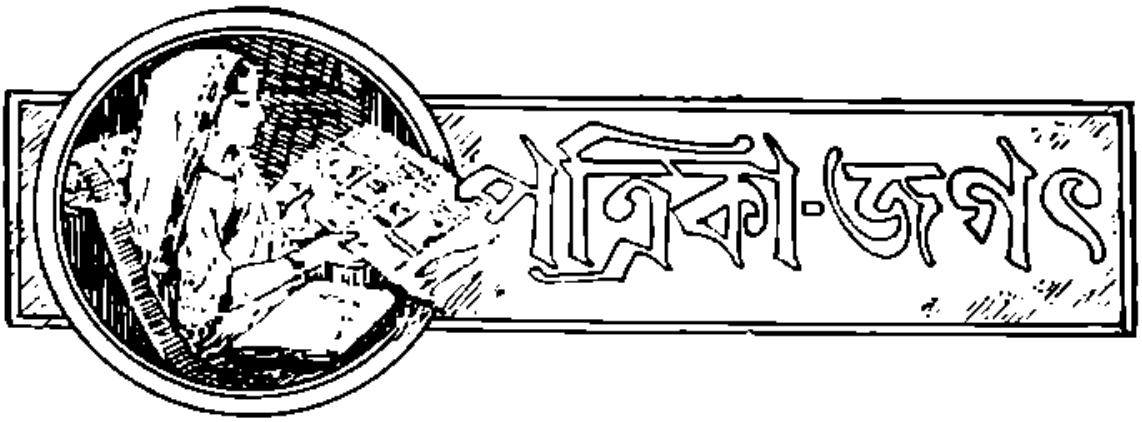

"দি মাইসোর ইকনমিক জার্ণাল"

(আগষ্ট ১৯৪১)

দি মাইসোর রিপ্রেজেণ্টেটিভ এসেম্‌ব্লি।

আর্থিক সামঞ্জস্য।

মহীশূরের রাজস্ব।

সাধারণ লোকের ব্যাঙ্কের ধারণা।

যুদ্ধ এবং বোম্বের দ্রব্যমূল্য।

হাইকের "পুঁজি" সম্বন্ধীয় নীতি।

ক্যানাডার বাণিজ্য এবং রাজস্ব।

৮। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ছিটেফোঁটা।

মহীশূরের রিপ্রেজেণ্টেটিভ এসেম্‌ব্লি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী লেখা হইয়াছে তাহা স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক। তাঁহার মতে গতবারের যে রিপ্রেজেণ্টেটিভ এসেম্‌ব্লির সেশন হইয়া গিয়াছে তাহার নাকি অসম্ভব একটা ঐতিহাসিক প্রাধান্য আছে। কারণ উহাতে অধিকসংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি ছিল। অবশ্য নূতন কন্‌স্টিটিউশন অনুসারে। আরও একটা কথা, ইহার স্থিতিও নাকি পূর্ব্ব বৎসরগুলির অপেক্ষা অধিক দিন ছিল যাহা উহার ইতিহাসে নাই। ১৪১টী প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তাহার উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছিল। ৪০টী রিপ্রেজেণ্টেশন গ্রহণ করা হয় এবং ৪০টী বক্তৃতা দেওয়া হয় কেবল বাজেট সম্বন্ধে। সভার সম্মুখে সাতটী বিল আনয়ন করা হয়। ম্যাচ এক্‌সাইস বিল্ ব্যতিরেকে আর সব কটিই সম্মতি পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়। নূতন দেওয়ান মিঃ এন্ মাধবা রাও তাঁহার প্রথম বক্তৃতা করিয়া উক্ত এসেম্‌ব্লি খোলেন। দেওয়ান বাহাদুর বলেন যে, সংখ্যা বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা দেখা গিয়াছে ছেলে যাহারা ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে পাঠ সুরু করে তাহাদের ৭৫% কোর্স ইয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে না। ইহাতে তিনি বলেন যে ঐ সব ছাত্র উচ্চ শিক্ষা-লাভ করিতে পারে না যাহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইতে পারে। বাংলায় অনেকের মুখে শোনা যায় যে, অধিক শিক্ষাই আমাদের পতনের মূল। আর মহীশূরে শোনা গেল তাহা না পাওয়ায় জাতীয় উন্নতি হয় না। এখন বলিব কি যাহার যেটা থাকে সেটাই অমঙ্গলের সূত্র, না উচ্চ শিক্ষা দিল্লীর লাড্ডুর মত "যো খায়া ওবি পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওবি পস্তায়া" ?

"ইকনমিক ইকুইলিব্রিয়াম" প্রবন্ধটী অধ্যাপক গুস্টভ্ ক্যাসেল লিখিয়াছেন। লেখক বলেন যে, ন্যাশন্যাল ইকনমিতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনও হইতে পারে না। কাজেই উহা কি কি কারণে হয় বা হয় না তাহার আলোচনা করা মাত্র থিওরেটিক্যাল হওয়া ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লেখক বলেন যে, ইহার আলোচনা আবশ্যক। এখানে বলা ভাল যাঁহারা আমাদের দেশে শিক্ষার পাণ্ডা, তাঁহারা প্রায়ই বক্তৃতা-ক্ষেত্রে বলিয়া থাকেন "প্র্যাক্‌টিক্যাল" না হ'লে তাহার দাম কি ? কিন্তু জ্ঞানের আহরণে যাহারা ব্রতী তাহাদের কাছে "প্র্যাকটিক্যাল" আর "থিওরেটিক্যাল" দুইয়ের দামই সমান। গুস্টভ্ ক্যাসেলের মত চিন্তাবীরও ঠিক এই কথার প্রমাণের জন্য এমনি একটা নীরস অনাবশ্যক তথ্য লইয়াই সময় ও শক্তির অপচয় করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন যে, ন্যাশন্যাল ইকনমি বলিতে কি বুঝায় তাহা বুঝিবার আগে ধরিয়া লইতে হইবে যে, ন্যাশন্যাল

ইকনমিতে যেন সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তাহার পর ধরিতে হইবে একটা আত্মনির্ভর ন্যাশন্যাল ইকনমি। কারণ বর্ত্তমানের জন্য আন্তর্জ্জাতিক প্রভাবকে এড়িয়ে চলাই হইল উদ্দেশ্য। মানুষের প্রয়োজন থাকিবেই এবং তাহার সরবরাহের জন্য ব্যবহার্য্য প্রস্তুত হইয়া চলিবেই। ঠিক সেইভাবে প্রয়োজনীয় বস্তুর যাদনও হইতে থাকিবে। ইহাই হইল চিরাচরিত ন্যাশন্যাল ইকনমি। লেখকের অন্যান্য মতের মধ্যে একটী এই সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা হইল যে ক্রয়শক্তির পরিমাণ ঠিক এমনভাবে লোকের হস্তে দেওয়া দরকার যাহাতে সাধারণ দ্রব্য-মূল্যের সাম্য ঠিক থাকে। তাহা না হইলেই মূল্যের পার্থক্য ও তাহার স্বাভাবিক পরিণতিগুলির আবির্ভাব হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

"মহীশূরের রাজস্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধের লেখক হইলেন এন্ মাধবা রাও। এই প্রবন্ধটী হইল লেখকের রাজস্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা হইয়াছিল তাহারই অংশমাত্র। বক্তৃতাটী ১০ই জুন (১৯৪১) দেওয়া হয়। বক্তৃতার প্রথম কথাই হইল তাঁহার পূর্ব্ব দেওয়ান বাহাদুরকে প্রশংসা করা। লেখক বলেন যে, তিনি আজ যে স্থানে নীত হইয়াছেন সে স্থানে ছিলেন একজন "সর্ব্ব ভারতবিদিত, দূরদর্শী ও ক্ষমতাবান মনীষী।" একথা মাধবা রাওর মত উদারচেতা মহৎ ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া নিজেকে আরও মহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ কথা তিনি বলিয়াছেন আমিন্-উল্-মুল্ক্ মিরজা ইস্মাইল সম্বন্ধে। আসছে বৎসরের এষ্টিমেট হিসাবে দেখা যায় যে, ৪৫৮·২৪ লক্ষ টাকা রেভিনিউ আদায় এবং খরচা হইল ৪৫৭·০৪ লক্ষ টাকা।

যুদ্ধের কন্‌ট্রিবিউশন হিসাবে ষ্টেট ১১ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ইহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য তৈয়ার হইবার উদ্দেশ্যে দি ফার্ষ্টে ব্যাটেলিয়ান অব্ দি মাইশোর ইনফ্যান্ট্রিকে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ সম্বন্ধে খরচা বৃদ্ধি করিয়া ১ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। ৩০০ নূতন সিভিক্ গার্ড তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এরোপ্লেন নির্ম্মাণের জন্য হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ কোম্পানী খোলা হইয়াছে, অবশ্য ইহাতে মহীশূর গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট ও মেসার্স ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ৭৫ লক্ষ টাকা পেড্ আপ্ ক্যাপিট্যাল।

"দি জেনারাল পাব্‌লিক্‌স্ কনসেপসন অব ব্যাঙ্কস্" (সাধারণ লোকের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ধারণা)। ইহার লেখক হইলেন আইনার হাস্ ডি এস্ সি। ইনি যদিও প্রবন্ধের শিরোনামায় "সাধারণের" জন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বাস্তবিক পক্ষে ইহা কিন্তু সুইডিস্ ব্যাঙ্কের সম্বন্ধেই লিখিত। সুইডেনের ব্যাঙ্কের লাভ খুব বেশী নয়। ১৯৩০-৩৮ সনে ব্যাঙ্কের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছিল ব্যাঙ্ক ইন্‌স্পেক্‌টোরেটের তথ্য অনুসারে ৪·২৮ পারসেণ্ট। এখানে দুই রকমের ব্যাঙ্ক দেখা যায় ১ম—সেভিংস্ ব্যাঙ্ক —অবশ্য পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, ২য়—কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কস্। এই কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলিই অধিক দিন যাবৎ টাকা খাটাইয়া থাকে।

"যুদ্ধ এবং বোম্বের দ্রব্যমূল্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধটী এস্ খিরভেঙ্কাভাখান কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে যুদ্ধের তাড়নায় দ্রব্যের মূল্য কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই দেখান হইয়াছে। নিম্ন প্রদত্ত তালিকা হইতে অনেকটা উপলব্ধি করা সম্ভব।

বোম্বের পাইকারী দর

(জুলাই ১৯১৪ = ১০০

দ্রব্য	জুলাই ১৯৩৯	আগষ্ট ১৯৩৯	সেপ্টেঃ ১৯৩৯	অক্টোঃ ১৯৩৯	নভেঃ ১৯৩৯	ডিসেঃ ১৯৩৯	জানুঃ ১৯৪০	ফেব্রুঃ ১৯৪০	মার্চ্চ ১৯৪০	এপ্রিল ১৯৪০	মে ১৯৪০	জুন ১৯৪০
খাদ্য	১০৩	১১০	১১৮	১২১	১৩৯	১৩২	১২৪	১২১	১১৫	১১৬	১১১	১১২
খাদ্যাতিরিক্ত দ্রব্য	৯৯	৯৯	১২০	১২২	১২৯	১৩৭	১৩০	১২৬	১২১	১২৪	১২১	১১৪
জেনারেল ইনডেক্স	১০০	১০৩	১২০	১২১	১৩৩	১৩৪	১২৮	১২৪	১১৯	১২১	১১৮	১১৪

"প্রব্লেম্‌স্ অব ওয়ার প্ল্যানিং ইন্ গ্রেট্‌ব্রিটেন" ভলিউম্ ৬ ; নং ৪ (এপ্রিল, ১৯৪০) পৃঃ ১০১-৩২ ওয়াশিংটন ; ন্যাশন্যাল ইকনমিক এণ্ড সোসিয়াল প্ল্যানিং এসোসিয়েশন ২৫ সেণ্ট।

বইখানি সংখ্যাবিজ্ঞানের কারখানা থেকে একেবারে হস্ত-স্পর্শবিহীন অবস্থায় বাহির হইয়া পাঠকের টেবিলে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন বই-খানির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল প্রমাণ করা যে সমস্ত সঙ্কটই বুঝি "পিগুর" ইকনমিষ্টদের আদর্শ অনুপাতে চলিলেই সীমাংসিত হইয়া যাইবে। "ইকনমিক ল' " না মানিয়া চলিয়াই আজ বুঝি দুর্দশার সীমা নাই।

ন্যাশনাল ইকনমিক এণ্ড সোসিয়াল প্ল্যানিং এসো-সিয়েশন বলতেন না যে সমগ্র যুদ্ধ-অর্থনীতিক সমস্যার চাবিকাটিটি মন্ত্রণের আর্থিক উদ্দেশ্য হইতে সৈনিকের যুদ্ধ-সরঞ্জামের আর্থিক উদ্দেশ্যে পরিণত হওয়ার মধ্যে নিহিত আছে, যদি তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন যে ব্রিটিশ এম্পায়ারের ছবিখানি মহাযুদ্ধ নং ২ এর পূর্ব্বে কিরূপ ছিল। উক্ত এসোসিয়েশনের কথাটার ঠিক বাস্তব ঘটনার সহিত মিল থাকে না, কারণ প্রাক্‌যুদ্ধের ইকনমিক্ অবজেক্‌টিভ্ গ্রেট্ ব্রিটেনে ছিল "ওয়েলফেয়ার" বা মঙ্গল। আচ্ছা প্রশ্ন হইল "অবজেক্‌টিভ্" বলিতে বুঝায় কি এবং "মঙ্গলটা" কাহার ?

অনেক রকমের নিয়মকানুন আছে, অবশ্য কতকগুলি সত্যই প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী। তাহার অতিরিক্তভাব পূর্ণ রাষ্ট্রীয় শাসন আসিয়া পড়ে। উহাতে দেখা যায় বিদেশী বাণিজ্যের উপর কঠোর শাসন, এবং সাধারণের খাদ্যের উপর "রেসনিং", কাঁচা মালের উপর রেসনিং এবং পুঁজির উপরেও রেসনিং। "কম্‌প্লিট্ কণ্ট্রোল" সম্পূর্ণ শাসন সম্বন্ধে বহুৎ কিছু বলিবার আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা আমাদের বাঞ্ছনীয় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

"দি ল্যাণ্ড অব টু রিভার্স" বাল্‌জিৎ সিং কর্ত্তৃক লিখিত ; দি ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এলাহাবাদ, ১৯৪০ ; পৃঃ ১৭৩ ; মূল্য ২৲।

ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধীয় অর্থনীতি বিষয়ে যেসকল পুস্তক আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে আলোচ্য পুস্তকখানি তাহাদের অন্যতম। মীরাট ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে কয়েকটী পল্লীগ্রাম দেখিয়া মিঃ সিং নিজে যেসকল তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। আপার দোয়াবের একটা বিশেষ অংশ অবশ্য মীরাট ডিষ্ট্রিক্ট, এবং কোন কোন স্থলে দোয়াবের অন্যান্য অংশের কথাও লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। যেসকল তথ্য অতি মূল্যবান্ বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্কীর্ণ বাস্তবের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে।

সাধারণতঃ যেসব তথ্য আমরা জানি তাহা হইতে অনেক বিষয়েই পৃথক মত সিঃ সিং পোষণ করেন। লেখক দেখাইয়াছেন যে পরীক্ষা বা ক্যানাল কাটার জন্য চাষের যে অবিমিশ্র মঙ্গল দেখা দিয়াছে তাহা নহে, ইহাতে আসিয়াছে বহু দুঃখ ও অশান্তি, যাহার জন্য আধিক দিক্ দিয়া চাষীদের কষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ উহার ফলে চাষের যে রকম বিধি-ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল তাহা আর এখন নাই এবং পূর্ব্বের যে যে ফসলের চাষ লোকে নির্ব্বাচন করিত তাহারও অনেক পরিমাণে ওলট-পালট দেখা দিয়াছে।

কাজেই আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

নূতনতর যে উন্নত বীজ বপন করা হইতেছে সেই সকল বীজ হয় তত ভাল নহে, না হয় উহা যে জমিতে বপন করা হইতেছে তাহা উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়াছে, যে কোন কারণেই হউক না কেন, বীজ ও মাটীর উন্নতি যে হিসাবে হওয়া উচিত সেরূপ হইতেছে না। আরও এক কথা আমাদের নজর আকর্ষণ করে তাহা হইল যে পশ্চিমাঞ্চলের যে সব সার তাহা আমাদের দেশের অভাব একেবারেই পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। লেখকের মত হইল যে মাটীর উর্ব্বরতা খুব সত্বরই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে কারণ আমাদের গতানুগতিক প্রথানুযায়ী আর ফসল রোপণ করা হয় না এবং পর পর যদি সেই ভাবে একটী ফসলের পর আর একটী ফসল চাষ করা যাইত তাহা হইলে আর এ দুর্দ্দশা হইত না। কিন্তু ভাবিবার কথা ঔষধের দোষ কি ডাক্তারের দোষ।

"ম্যারিটাইম লেবার ইন ইণ্ডিয়া"; দিনকর দেশাই কর্ত্তৃক লিখিত; সারভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; বোম্বে, ১৯৪০; পৃঃ ২৫৬, মূল্য ২।০ মাত্র।

ম্যারিটাইম লেবারার বা নাবিক শ্রেণীর শ্রমিকদের সম্বন্ধে সুচিন্তিত এবং তথ্যপূর্ণ বই একখানি এই সময়ে প্রকাশ করিয়া মিঃ দেশাই যথার্থ একটা অভাব মোচন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে কোন্ দিক দিয়া গেলে উক্ত শ্রমিকদের বাস্তবিক উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে এবং সেই সেই উপায়গুলি আন্তর্জ্জাতিক মাপকাঠির উপর নির্ভর করিয়াই স্থির করা হইয়াছে। মিঃ এম্ এন রোসি ভূমিকা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বইখানিতে ঠিক ঠিক তথ্যপূর্ণ জ্ঞান এবং যথাযথ উপসংহারগুলি সত্যই নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে।

ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত যে ভারতবর্ষে যত নাবিক আছে তাহা সংখ্যা অনুপাতে পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান বলিয়া ধরা হইয়াছে অথচ তাহারই নিজস্ব একটী জাতীয় নৌবহর বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ইহা ছাড়া এই সকল নাবিকগণের মধ্যে বহু শ্রমিক মধ্যে মধ্যে বেকার হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পুত্র-কন্যা ইত্যাদি লইয়া কিরূপ অভাবের মধ্যে পড়ে তাহা চিন্তা করিলেও দুঃখ বোধ হয়। ডেক্, সেলুন, ইঞ্জিনের ঘর প্রভৃতির অবস্থা অতি শোচনীয়, কিন্তু সেখানেই তাহাদের কার্য্য করিতে হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিককে কি কি কার্য্য করিতে হয় তাহা পুস্তকখানিতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঘুঁষ নেওয়া, অথথা টাকা আদায় করা এবং উৎপীড়নের নানা রকম রূপ লেখক কলমের দ্বারা চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে, যদি একটী অরেণ্ট ম্যারিটাইম বোর্ড তৈয়ারি করা যায় তাহা হইলেই অনেক পরিমাণে উপরি উক্ত কষ্টগুলি বিদূরিত হইতে পারে।

এই সকল শ্রমিকেরা অনেক সময়ে বেকার হইয়া পড়ে। সেই সময়ে তাহারা সারেং প্রভৃতির নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া চালায় কিন্তু তৎপরে আর তাহা পরিশোধ করিতে পারে না এবং তাহাদেরই দাস হইয়া থাকে। তৃতীয় অধ্যায়ে মিঃ দেশাই অতি সুন্দর পরিকল্পনা দিয়াছেন যাহাতে করিয়া এই দরিদ্র প্রাণীদের দুঃখ-কষ্ট কিছু পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

১। "ষ্টেট্ অব্ দি মাসেস। সি থ্রেট্ অব দি ক্লাসলেস সোসাইটী"; এমিল লোভেরার কর্তৃক লিখিত; ডাবলিউ ডাবলিউ নর্টন এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০; পৃঃ ২৪৫।

২। "দি ডিউয়্যাল ষ্টেট; এ কনট্রিবিউসন টু দি থিওরি অব ডিক্টেটরশিপ্"; আর্থেষ্ট ক্রাইনকেস্ কর্তৃক লিখিত; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক এবং লণ্ডন; ১৯৪১; পৃঃ ২৭৮; মূল্য ৩·০০ ডলার।

৩। "দি জার্ম্মাণ আর্ম্মি"; হার্ব্বার্ট রোজিনিস্কি কর্তৃক লিখিত; হারকুর্ট; ব্রেস এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০ পৃঃ ২৬৭; মূল্য ৩·০০ ডলার।

৪। "নট বাই আর্ম্মস্ এলোন"; হান্স্ কোন্ কর্তৃক লিখিত; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত; কেম্ব্রিজ; ১৯৪০; পৃঃ ১৬১; মূল্য ১·৭৫ ডলার।

৫। "রুয়্যাল লাইফ ইন্ প্রোসেস"; পল্ এইচ্ ন্যাগ্রিস কর্তৃক লিখিত; ম্যাক্‌গ্রহিল বুক কোং কর্তৃক প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৪০; পৃঃ ৫১১; মূল্য ৩·৭৫ ডলার।

৬। "ফর কনসান্স সেক; এ হিষ্ট্রি অব মেনোনাইট্ মাইগ্রেসনস্ রেসাল্‌টিং ফ্রম্ দি ওয়ার্লড্ ওয়ার;" জনকোর্ড ক্যানডিন ইয়োডার কর্তৃক লিখিত; মেনোনাইট্ হিস্টরিক্যাল সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৪০; পৃঃ ৩০০; মূল্য ২·০০ ডলার।

৭। "দি সেকার এ্যাড্‌ভেঞ্চার, এন্ এক্সপেরিমেণ্ট ইন্ কন্‌টেণ্টেড্ লিভিং"; মার্গারাইট্ এফ্ মেলচার কর্তৃক লিখিত; প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; প্রিন্সটন; ১৯৪১; পৃঃ ৩১৯; মূল্য ৩·০০ ডলার।

৮। "রোড্ রেল ট্রান্সপোর্ট"; এস্ আর এন বত্রি য়াণ্ড কর্তৃক লিখিত; আন্নামালি ইউনিভার্সিটী কর্তৃক প্রকাশিত; চিদাম্বারাম; ১৯৪১; পৃঃ ৩০৮; মূল্য ৫৲ টাকা।

৯। "ষড়ার্থ ইকনমিক প্রব্লেম্স্" অধ্যাপক বালভির সিং কর্তৃক সম্পাদিত; ডি এ ভি কলেজ ইকনমিক ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত; কানপুর; ১৯৪১ পৃঃ ১৭৩; মূল্য ২৲।

১০। "এন ইকনমিক সার্ভে অব লাহোর—এ চ্যাপ্টার ইন্ দি কামরা ডিষ্ট্রিক্ট অব দি পাঞ্জাব"; ফাইজ ইলাহি কর্তৃক লিখিত; দি বোর্ড অব্ ইকনমিক এনকোয়ারি, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত; লাহোর; ১৯৪০ পৃঃ ১২৭; মূল্য ৩৲ টাকা।

১১। "এগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিস্টিক্স অব্ দি (ব্রিটিশ) পাঞ্জাব, ১৯২৮-৩৯" (সাপ্লিমেণ্ট টু পাব্‌লিকেশন নং ৫২); বোর্ড অব্ ইকনমিক এনকোয়ারি কর্তৃক প্রকাশিত; লাহোর; ১৯৪০; পৃঃ ৩৩ মূল্য ।৵০।

১২। "আর্ব্বান ওয়ার্কিং ক্লাস, কষ্ট অব লিভিং ইনডেক্স নাম্বার (১৯৩৯) ইন্ দি পাঞ্জাব"; বামলাল কর্তৃক লিখিত; বোর্ড অব ইকনমিক এনকোয়ারি কর্তৃক প্রকাশিত; লাহোর; ১৯৪১; পৃঃ ৪০; মূল্য ।০ মাত্র।

১৩। "সোলজার্স সেভিংস্ এণ্ড হাউ দে ইউস্ দেম"; রোসাবলাল আনন্দ কর্তৃক লিখিত বোর্ড অব ইকনমিক এনকোয়ারি কর্তৃক প্রকাশিত; লাহোর; ১৯৪০; পৃঃ ৪০; মূল্য ।০ মাত্র।

১৪। "দি নিউ ইয়ার বুক, ১৯৪১; এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত; কলিকাতা; ১৯৪১; পৃঃ ৩২৮; মূল্য ১৲ মাত্র।

ভারতের বিদেশী ও স্বদেশী ঋণ

শ্রীপ্রফুল্ল রতন বিশ্বাস, এম এ, গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

ভারতবর্ষ দরিদ্র এবং পৃথিবীর ধনী জাতিগুলির নিকট ঋণ-গ্রস্ত। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সম্যকভাবে কাজে লাগাইতে হইলে প্রচুর টাকা ঢালিতে হয়। ভারতের এ অর্থের একান্ত অভাব, তাই যন্ত্রনিষ্ঠ হওয়ার জন্য তাহাকে বিদেশ হইতে বহু সহস্র কোটী মুদ্রা ঋণ করিতে হইয়াছে। বিদেশী মূলধন স্বদেশের ব্যবসায় ও শিল্পে নিয়োগ করা উচিত কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে; কিন্তু দরিদ্র ভারতের অন্য উপায় না থাকায় সে প্রশ্নই উঠে না। বস্তুতঃ, সমস্ত দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগে এক দিক্ হইতে ভারতের কিছু সুবিধা হইয়াছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা হউক শিল্প-উন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতকে ক্রমবর্দ্ধিত পরিমাণে মূলধন নিয়োগের চেষ্টা করিতে হইতেছিল। ইংলণ্ডের সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ তাহার ফলে লণ্ডন সহরের আর্থিক বাজার হইতে তাহাকে তাহার মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। লণ্ডনের বাজার অবশ্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনিময়-কেন্দ্র। পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশ ও বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি এই বাজারে নিয়মিত কেনা-বেচা করিয়া থাকে। এজন্য এখানে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ভারত প্রায় সকল ধনী দেশের নিকটই ধার করিতে পারিত। যাহা হউক গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর হইতে ভারতের বৈদেশিক ঋণের অনুপাত কমিতে থাকে এবং কমিতে-কমিতে অবশেষে প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু বৈদেশিক মূলধন আর প্রতিবৎসর পূর্ব্বের মত বাড়িতে না থাকিলেও ইতিপূর্ব্বে নিয়োজিত মূলধনের সুদের পরিমাণও কম নয়। ভারতের রাজস্ব হইতে প্রতিবৎসর কয়েক কোটি টাকা কেবল ঋণ শোধের জন্য নির্দ্দিষ্ট তহবিলে (সিঙ্কিং ফাণ্ড) আমানত করিতে ও ঋণের সুদ দিতেই বাহির হইয়া যায়।

১৯০৯ অব্দের সেপ্টেম্বরে ইঙ্গ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতের বৈদেশিক ঋণের বাজারে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নানা প্রকার কাঁচা মাল ভারতবর্ষ হইতে কিনিতে লাগিলেন। যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে সরবরাহ-বিভাগ ভারত হইতে ১৬৪ কোটী টাকার উপর মালপত্র কিনিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৯৪০ অব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৪১এর মার্চ্চের ভিতরই সরবরাহ বিভাগ প্রায় ৭৮ কোটী টাকার উপর মালপত্র কিনিয়াছেন। ভারত এইসকল দ্রব্যের বিনিময়ে কিন্তু সোনা বা রূপা পাইল না। বৃটিশ সরকার ইহার মূল্য দিলেন ষ্টার্লিংএ অর্থাৎ ইংলণ্ডে প্রচলিত কাগজের নোটে। চার্চ্চিল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বৃটিশ সরকার ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কতকটা ব্যয় বহন করেন। এই খরচের জন্যও তাঁহারা ভারতকে মাঝে মাঝে ষ্টার্লিং দিয়া থাকেন। অপর দিকে ভারতকে ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের ব্যয় প্রভৃতির জন্য যে টাকা পাঠাইতে হইত তাহা যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষের হাতে প্রচুর ষ্টার্লিং জমিয়া উঠিতে লাগিল। লণ্ডনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে শাখা আছে তাহাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে এই ষ্টার্লিং বৃদ্ধি পাইল। ১৯৪০ অব্দের ৫ই জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এইপ্রকার মজুদ ষ্টার্লিংএর মূল্য ছিল ৬ কোটী ৪ লক্ষ টাকা। ১৯৪১এর ৩১শে জানুয়ারী উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ৫৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। এখন এই মজুদ ষ্টার্লিং লইয়া ভারত-গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন? দেখা গেল যে ভারত সরকারের সম্মুখে তিনটী পন্থা রহিয়াছে :—

প্রথমতঃ, ভারতের যেসমস্ত রেলওয়ের শেয়ার তখনও বিদেশী শেয়ার-ওয়ালাদের নিকট ছিল তাহা কিনিয়া হস্তগত করা। কিন্তু ইহার জন্য এত অধিক অর্থের প্রয়োজন ছিল না। ১৯৪০ অব্দের মার্চ্চ মাসে ঐ প্রকার শেয়ারের মূল্য ছিল মাত্র ২৭,১০,০০,০০০ টাকা।

দ্বিতীয়তঃ, নূতন ঋণ করিয়া যেমন পূর্ব্বে বিদেশ

হইতে শিল্প-উন্নয়নের জন্য যন্ত্রাদি কেনা হইত তেমন যন্ত্রপাতি নগদ মূল্যে কিনিয়া আমদানি করা। এবং তৃতীয়তঃ, ভারত সরকারের পরিশোধ-উপযোগী ষ্টার্লিং দেনা শোধ করিয়া দেওয়া।

ভারত-সরকার বিচার বিবেচনার পর তৃতীয় পন্থা গ্রহণই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। ১৯৪১ অব্দের প্রথমে ভারতবর্ষের মোট ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭১,৮০০,০০০ পাউণ্ড। ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত—যেগুলি একবৎসরের নোটিশ দিয়া শোধ করিতে হইবে তাহার পরিমাণ ছিল ১৭৫,৬০০,০০০ পাউণ্ড এবং অন্য প্রকার ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৬,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে শেষোক্ত প্রকারের ঋণের সুদের হার অধিক। অতএব ইহা তাড়াতাড়ি শোধ করিতে পারিলে ভারতের রাজস্বের উপর হইতে সুদের ধারের বড় বোঝাটি নামিয়া যায়। তাই সরকার এই প্রকার ঋণ পূর্ব্বে শোধ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। নিম্নোক্ত ঋণপত্রগুলি শোধ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইল :—

৩% হারের ১৯৪৯-৫২ ষ্টার্লিং		যুদ্ধের প্রাক্কালের মোট বাকী	শুধিবার সময়কার বাজার দর	প্রত্যেক ১০০ পাউণ্ডের জন্য দেয় মূল্য
		৯৫,০০০,০০০	৯৮⅞	১,০৩০৸০
৩½%	১৯৪৪-৪৯	১০,০০০,০০০	১০১⅞	১,০৭০৸৵০
৪%	১৯৪৮-৫০	১১,৩৫৭,০০০	১০৪½	১,৪২১৴০
৪½%	১৯৫৮-৬৮	১৭,৫০০,০০০	১১২½	১৫০৪৫৶০
৪½%	১৯৫০-৫৫	১৮,৯০২,৭৮০	১০৯½	১,৪৬৭৸৵০
৫%	১৯৪২-৪৭	৮,৮৭৯,৬১৪	১০৪½	১,৩৯৭৫৶০

এই বিরাট ষ্টার্লিং ঋণ স্বদেশে ফিরাইয়া আনিতে ভারত সরকারের কোন জটিল পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। ১৯৪০ অব্দের শেষভাগ হইতে ভারত সরকার লণ্ডনের বাজারে খোলাখুলিভাবে ষ্টার্লিং ঋণ-পত্র কিনিতে আরম্ভ করেন। ১৯৪১ অব্দের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এইভাবে ক্রীত ষ্টার্লিংএর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮,৫০০,০০০ পাউণ্ড। এইভাবে ষ্টার্লিং ঋণপত্র কেনার ফলে উহার চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং ক্রমশঃ মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাধ্য হইয়া এই প্রকার ঋণপত্র ক্রয় যখন বন্ধ করিবার উপক্রম হইল তখন বৃটিশ সরকার যুদ্ধের দরুণ প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে ঘোষণা করিলেন যে, প্রত্যেক বৃটেনবাসীকেই ভারত-সরকারের কোন ষ্টার্লিং ঋণপত্র থাকিলে তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রচলিত বাজার দরে বিক্রয় করিতে হইবে। এইভাবে ষ্টার্লিং কিনিয়া তাঁহারা আবার উহা ভারত-সরকারের নিকট জমা দিতে লাগিলেন। অর্থাৎ ভারতকে দেয় অর্থ তাঁহারা ধাতব মুদ্রা অথবা যন্ত্রপাতি দ্বারা শোধ না করিয়া কাগজের নোটের দ্বারা শোধ করিতে লাগিলেন। ভারতে এই রীতির তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল এবং আমরাও উহার সমর্থন করিতে পারি না। যাহা হউক ভারত-সরকার এই সময় ঘোষণা করিলেন যে ভারতস্থিত ষ্টার্লিং ঋণের বিনিময়ে এদেশীয় টাকার ঋণপত্র দেওয়া হইবে।

পরিশোধকালে বিনা নোটীশে শোধ করিবার মত ঋণের মূল্য ৮৪,০০০,০০০ পাউণ্ড থাকিলেও উহার বাজার দর ছিল ৮৯,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ৭০,০০০,০০০ পাউণ্ডের ষ্টার্লিং ঋণ-পত্র স্বদেশে ফিরাইয়া আনা হইল। এই ৭০,০০০,০০০ পাউণ্ডের মধ্যে ৪৯,০০০,০০০ পাউণ্ডের ঋণ-পত্র ছিল ইংরেজ ধনিকদের। বাকী ১১,০০০,০০০এর ষ্টার্লিং ঋণ অবশ্য ভারতীয়দের হাতে ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও অনেক ইংরেজ ধনিক ছিলেন। মোট ৮৪,০০০,০০০ এর মধ্যে ৭০,০০০,০০০ এই ভাবে গেলে বাকী অপরিশোধিত ঋণ রহিল ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ডের। অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, এই ঋণ-পত্রগুলি ছিল ষ্টার্লিং এলাকার বাহিরের লোকের হাতে। অন্যথা এগুলিও টাকায় রূপান্তরিত অথবা শোধ করা সম্ভব হইত।

যাহা হউক এইভাবে ইংলণ্ডের মোট প্রায় ৬৫,০০০,০০০

পাউণ্ড মূল্যের ষ্টার্লিং দেনা শোধ করা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে ১০,৫০০,০০০ পাউণ্ড অথবা ১৪ কোটী টাকা মূল্যের ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট প্রায় ১২০ কোটী টাকা মূল্যের ঋণ শোধ করা হইয়াছে।

এই প্রকার ঋণ শোধের পর তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, ভারত সরকারের বিদেশে ১৯৪১ অব্দের ৩১ নবেম্বর পর্য্যন্ত বিলাতে নন-টারমিনেবেল অর্থাৎ অপরিশোধিতব্য ঋণের পরিমাণ রহিল ১৮০,০০০,০০০ পাউণ্ড আর সুদের বাবদ প্রতিবৎসর ভারত সরকারকে বিলাতে যত টাকা পাঠাইতে হইত তাহা হইতে ৩৫০০,০০০ পাউণ্ড বাঁচিয়া গেল।

এইবার আমরা ভারত সরকারের আভ্যন্তরীণ ঋণ অর্থাৎ টাকার ঋণ-পত্রের কথা আলোচনা করিব। ১৯৪১ অব্দের গোড়ার দিকে ভারতের অন্তর্দেশীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৯২,৭৫,০০,০০০ অথবা প্রায় ৪০০ শত কোটী টাকা। ইহার ভিতর পরিশোধিতব্য (টারমিনেব্‌ল) ঋণের পরিমাণ ২৪৫ কোটী এবং অবশিষ্ট ১৫৫ কোটী অপরিশোধিতব্য (নন-টারমিনেব্‌ল)। বৎসরের শেষে শেষোক্ত শ্রেণীর ঋণের মাত্রা প্রায় সমানই রহিয়াছে; কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ঋণের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কত বাড়িয়াছে তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। তবে ষ্টার্লিং-ঋণ-পত্রের বদলে টাকার-ঋণ-পত্র দিয়া যে ষ্টার্লিং ঋণকে টাকার ঋণে পরিণত করা হইয়াছে ইহাই প্রথম শ্রেণীর ঋণের পরিমাণবৃদ্ধির কারণ। এই প্রকার রূপান্তরিত ঋণের মোট মূল্য প্রায় ১০৩,৪১,০০,০০০ টাকা। তাহার উপর দুইবার করিয়া ডিফেন্স লোন বিক্রয় করা হইয়াছে। প্রথম দফায় গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত (১৯৪১) এই প্রকার ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫,১৪,০০,০০০ টাকা। এই ঋণের টাকা হইতে ১২,০৬,০০০ টাকা দিয়া আবার ১৯৪০-৪৩ অব্দের শতকরা ৫ টাকা সুদের ঋণ-পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে ২৬,০৮,০০,০০০ টাকা ঋণ বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় দফায় ১৯৪১এর ২৯শে নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণের পরিমাণ ৪১,৪৮,০০,০০০ টাকা। উহা হইতে ১০,৬৭,০০,০০০ গত বৎসরের বাকী ঋণ বাদ দিলে মোট দ্বিতীয় দফায় ঋণবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইল ৪১,১৪,০০,০০০। তৃতীয় দফায় আয়কর-মুক্ত ডিফেন্স বণ্ডের পরিমাণ গত ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ২,৬৩,০০,০০০ টাকা। তাহা হইলে দেখা গেল যে, ১৯৪০ অব্দের জুন মাসে প্রথম সমর ঋণ পত্র বিক্রয় করিবার পর ১৯৪১ অব্দের নবেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট সমর ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইল ১০৩,৪৮,০০,০০০ টাকা।

ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট বিক্রয়, পোষ্ট অফিস সেভিং ব্যাঙ্ক হইতে ধার ও বাকী ট্রেজারী বিলের পরিমাণও নাম মাত্র হইলেও এই সময় বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারের এই দারুণ খরচের দিনে হাত টানাটানির সময়েও কিন্তু বাকী ট্রেজারী বিলের পরিমাণ তেমন বাড়ে নাই। বরং আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গত বৎসর জানুয়ারীতে যে বাকী ট্রেজারী বিলের পরিমাণ ছিল ৩০,৮৮,০০,০০০ টাকা ১৫ই মার্চ্চ তাহা কমিয়া হয় ২২,৭৭,০০,০০০ টাকা। অবশ্য জুলাই মাসের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া আবার ৩৮,২৭,০০,০০০ টাকায় উঠিয়াছিল। বাকী ট্রেজারী বিলের পরিমাণ তেমন বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ বোধ হয় ভারত রক্ষা কর্জ্জ-পত্র বিক্রয়ের বাজারে জনসাধারণের আগ্রহ।

১৯৪১ অব্দের ভারতের সাধারণ ঋণের বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ভারতের পণ্য বিক্রয় লব্ধ অর্থে বিদেশস্থিত ষ্টার্লিং ঋণের একটি বৃহৎ অংশকে পরিশোধ করা। এই ব্যবস্থায় ভারতের জনমত সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন-শাখার হাতে ভারতের প্রাপ্য প্রচুর অর্থ জমিয়া উঠিতেছে। পাউণ্ডের মোট ষ্টার্লিংএ তাহাকে উহা গ্রহণ করিয়া সে দেশেরই দেনা শোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সরকারের হাতে যে ষ্টার্লিং জমিতেছে তাহা দ্বারা ভারত-স্থিত বিলাতী পুঁজিদারী ব্যবসাগুলি কিনিয়া লইলে ভাল হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতের ভারতীয় রেলওয়ের শেয়ারগুলির কথা বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ষ্টার্লিং ঋণশোধের বিরুদ্ধের আর একটি যুক্তি হইতেছে যে, যুদ্ধের পর যখন টাকার হারে ষ্টার্লিংএর দর পড়িয়া যাইত তখন এই ঋণ শোধ করিলে ভারতের পক্ষে ভাল হইত।

দুনিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বয়ং-সম্পূর্ণতার তথ্য ও তত্ত্ব

দেখা যাইতেছে ১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা একটু অদ্ভুত রকমের। লড়াইয়ের সময় যা পরিবর্ত্তন ঘটে এখুনে দেখিতে গেলে তাহা অতি সামান্য ও উল্লেখযোগ্য নহে। লড়াইয়ের পরে দুনিয়াটা আবার এমনভাবে চলিতে থাকে যে, দেখিয়া বুঝিবার যো নাই যে লড়াইটা আদৌ হইয়াছিল কিনা। লড়াইয়ের উন্মাদনা, লড়াইয়ের ভাবুকতা, লড়াইয়ের যুগের হিংসাদ্বেষ, লড়াইয়ের যুগের অলীক স্বপ্ন, লড়াইয়ের সময়কার সুসাবিধা এই সব টেঁকসই না হইতেও পারে। লড়াইয়ের পর যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় তার অনেক-কিছু অ-সাময়িক কারণে ঘটে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার কিছু-কিছু লড়াইয়ের জেরস্বরূপ চলিতে থাকে। রাজনীতি অপেক্ষা ব্যবসাবাণিজ্যার্থেই সাধারণতঃ বিশ্বদৌলৎ পরিচালিত হয়। দুনিয়াকে তলাইয়া দেখিলে যখন-তখন রাজনীতির উপর জোর দিবার দরকার হয় না। বর্ত্তমানক্ষেত্রে গভীরতর যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন খুবই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য প্রতি যুদ্ধেই নানা প্রকারের কলকব্জা, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক (শ্রম) আইনকানুনেও দ্রুত চরম পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই যুদ্ধের কথা বাদ দিয়াও বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৫ সনের অনেক পরিনতিরই ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে ১৯১৩ সনে। কিছু অত্যুক্তি করিয়া বিষয়টা বুঝানো হইল। কিন্তু কথাটা নেহাৎ অবহেলা করিবার মতও নয়।

আর্থিক দুনিয়া সম্পর্কে সংখ্যার হিসাব রাখিতে অভ্যস্ত হইলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে নানা দেশ ও বিভিন্ন প্রকার মালের গতিয়ান করিতে থাকিলে সাধারণতঃ বিপ্লব বস্তুর সঙ্গে পরিচয় কমই ঘটিবে। আর্থিক গড়নের পরিবর্ত্তন বুঝাইবার ব্যাপারে "বিপ্লব" কথাটা এড়াইয়া চলাই ভাল। পরিবর্ত্তনের প্রণালীগুলি সাধারণতঃ ধীর ও ক্রমিক,—খানিকটা লম্বা মেয়াদের—এমন কি আদপুরুষব্যাপী। অর্থাৎ বছর ১৫।১৬ ধরিয়া ব্যবসাবাণিজ্যের গতি দেখিলে পরিবর্ত্তনকে বিপ্লব মনে করা চলে না। আর্থিক বক্রিন বা গতিরেখাগুলি বস্তুনিষ্ঠ। এই রেখার ভিতর অল্প-মেয়াদী কারবারে বিপ্লবের নতন ঘটনা দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিপ্লব-সদৃশ অবস্থা নেহাৎ অল্প মেয়াদের বস্তু। লম্বা মেয়াদের আবহাওয়ায় এই বিপ্লবগুলি নজরে পড়ে না।

১৯২৭-৩১ সনে দুইটি আর্থিক স্তর দেখিতে পাওয়া যায়—"তেজী" ও "মন্দা"। ১৯২৯ সনে তেজী অবস্থা সর্ব্বোচ্চ শিখরে ওঠে। আবার ১৯৩০-৩১ সনে গোটা দুনিয়ায় মন্দা দেখা যায়। পরবর্ত্তী চার বছরে (১৯৩২-৩৬) সব দেশেই "নয়া আর্থিক রাষ্ট্রনীতি" দেখা দেয়। এই নয়া ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ বাণিজ্যশুল্ক ও সিক্কা বা টাকা-কড়ির উপর রকমারি হস্তক্ষেপ। প্রধানতঃ এই নয়া ব্যবস্থার ফলেই আমদানি-রপ্তানিতে উপরিলিখিত পরিবর্ত্তন-গুলা ঘটিয়াছে।

এই আর্থিক রাষ্ট্রনীতিগুলি প্রধানতঃ সংরক্ষণমূলক ছিল। সাধারণতঃ, বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্যই এগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে।[১] অর্থনীতির এবং রাজনীতির পাণ্ডারা এগুলিকে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা পাইবার উপায়

---

১ সরকার : ইণ্ডিয়ান কারেন্সী য়্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্লেম্‌স্ (কলিকাতা, ১৯৩৪) ৭৫-৮৪ পৃঃ, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, দ্বিতীয় ভাগ (কলিকাতা, ১৯৩৮) "দি ওয়ার্লড-ক্রাইসিস ইন্ ইটস্ রেয়ারিস্ অন্ দি রিঅ্যারনদ্ অব দি সেকেণ্ড য়্যাণ্ড দি ফার্ষ্ট ইনডাষ্ট্রিয়্যাল রেভলিউসন্‌স্" নামক পরিচ্ছেদ।

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৯৩২-৩৪ সনে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যে "সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত" গ্রহণ করা হইল আর জার্ম্মাণিতে দেখা দিল জাতীয় সমাজতন্ত্র। শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে দেখা দিল চতুর্থ-পরিকল্পনা। ইঙ্গ-ফরাসী ও জার্ম্মাণ স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন বিশ্ব-দৌলতে ছুড়িয়া বসিল।

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বছর বর্ত্তমান লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম করিতে লাগিয়াছে। কিন্তু এই সময়েও বিগত লড়াইয়ের মিত্র অথবা শত্রুপক্ষ—অথবা আগত-প্রায় নয়া লড়াইয়ের দুই দল—আমদানি-রপ্তানি ব্যাপারে বিশেষ কোনো শত্রুতা বা মিত্রতা অবলম্বন করে নাই। আমদানি-রপ্তানির অঙ্কগুলা বেশ সাক্ষ্য দিতেছে।

১৯৩৩-৩৯ এই পাঁচ বছরে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (আমদানি-রপ্তানির) দিক্-পরিবর্ত্তন মোটের উপর নগণ্য বলা চলে না। অবশ্য এই দিক্-পরিবর্ত্তনগুলা বহরে অত্যধিক নহে। কিন্তু সে যাহাই হউক এই দিক্-পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে দেখিতে পাই প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যিক রাষ্ট্রনীতি। এই বাণিজ্যিক রাষ্ট্রনীতিগুলা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে পরিচালিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক। এক সঙ্গে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর প্রত্যেক দেশের লোকই তাহাদের কৃষিসম্পদ্ ও শিল্পশক্তি বাড়াইতে সচেষ্ট ছিল। বলা বাহুল্য, আগামী বা অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের কথা চিন্তা করিয়াও সর্ব্বত্রই এই বাণিজ্যিক রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই আসল লক্ষ্য ছিল আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা। কোনো আন্তর্মিত্র সহযোগিতা বা শত্রু-বিরোধী কার্য্যপ্রণালী কিম্বা আন্তর্জাতিক আদর্শ এই সকল বাণিজ্য বা শিল্পনীতির সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত ছিল না।

দেখিতেছি ব্যবসায় ক্ষেত্রে দুই বিভিন্ন শক্তি কাজ করিতেছে—একটা অবশ্যম্ভাবী লড়াইয়ের আবহাওয়া, আর একটা শক্তি হইতেছে খাঁটি আর্থিক লাভালাভের সুযোগ-দুর্য্যোগ। এই দুই শক্তির ভিতর কোন্‌টা বেশী প্রবল তাহা বিচার করিতে সমর্থ একমাত্র পাকা ব্যবসায়ীরা। এই দুই শক্তির ছোট-বড় বিচার করিবার পর তাহারা নিজ নিজ ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-কৌশল স্থির করিতে পারে। সত্য কথা বলিতে কি, এই দুই শক্তির ভিতর আপেক্ষিক হিসাবে কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট এই সম্বন্ধে একটা সার্ব্বজনীন ও সনাতন ফতোয়া জারি করিতে যাওয়া চরম আহাম্মুকি।

আমদানি-রপ্তানির হিসাব হইতে অতি-সাধারণ কয়েকটা তথ্য ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করা চলে না।

রাষ্ট্রিক কারবারে যে বন্ধু, ব্যবসায়ের দিক্ দিয়া সে হয়ত ভাল মক্কেল নাও হইতে পারে। আবার রাষ্ট্রিক কর্ম্মক্ষেত্রে যে শত্রু, ব্যবসায়ের দিক্ দিয়া তাহার মতন ভাল মক্কেল হয়ত আর নাই। কাজেই যখন-তখন যে-পরোয়াভাবে আর্থিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রিক বা সামরিক ব্যাখ্যা চলিবে না। বিশেষতঃ একমাত্র সামরিক ও রাষ্ট্রিক কারণে শিল্পবাণিজ্যে উঠানামা কল্পনা করা অযুক্তি-সঙ্গত। এইরূপ রাষ্ট্রিক অদ্বৈতবাদ ধারণার নাই প্রয়োজক। সমাজ-শাস্ত্রী মার্কস্ প্রচার করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রিক, সামরিক ও সংস্কৃতির উৎপত্তি, পরিবর্ত্তন বা উন্নতি একমাত্র আর্থিক কারণে ঘটিয়া থাকে। এইরূপ চিন্তাপ্রণালীকে অর্থ-নৈতিক অদ্বৈতবাদ বলে। ইহাও প্রমাত্মক। রাষ্ট্রব্যবস্থার একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা যেরূপ গ্রহণীয় নয়, তেমনি আর্থিক ব্যবস্থারও একমাত্র রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ব্যবসায়ীরা বাছিয়া-বাছিয়া একমাত্র রাজ-নৈতিক বা সামরিক ক্ষেত্রের বন্ধুদের ভিতর মক্কেল ঢুঁড়িতে প্রলুব্ধ হয় না। তাহারা সাধারণতঃ এমন ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে কারবার করিতে চেষ্টা করে যাহাদের টাকাকড়ি দিবার ক্ষমতা অর্থাৎ ট্যাঁকে পয়সার জোর আছে। এই মক্কেল রাজনীতি ক্ষেত্রে শত্রু, মিত্র, না উদাসীন তাহার প্রশ্ন একপ্রকার উঠেই না। (ক্রমশঃ)

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চৈত্র—১৩৪৮

আর্থিক উন্নতি

১৬শ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডাশামাশাং বিষাসহি ।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

যুদ্ধকালীন আর্থিক দায়

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলার নূতন রাজস্ব-সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্যবস্থা পরিষদে আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ পেশ করার সময় যুদ্ধের ফলে প্রাদেশিক তহবিলে কিরূপ টান পড়িয়াছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন :—

"যুদ্ধের দরুন আমাদের রাজস্বের দুইটি দফায় বিপরীত ফল ফলিয়াছে। একদিকে শিল্প প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাওয়ায় আয়করের দরুন আয় বাড়িয়াছে। অপর দিকে রপ্তানির সুবিধা হ্রাস পাওয়ায় পাট রপ্তানি শুল্ক বাবদ আয় কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আপৎকালীন ব্যবস্থার দরুন টাকা সংস্থান করিতে হওয়ায় তহবিলে বেশ হাত পড়িয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সনে সামান্য ব্যয় করিয়া এই কার্য্যে হাত দেওয়া হয়। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই একজন প্রেস দেন্সার নিয়োগ, অনিষ্টকর কার্য্য দমনার্থ লোক নিয়োগ এবং যুদ্ধের সহায়তার জন্য প্রচার কার্য্যের জন্য লোক নিয়োগ করিতে হয়। এজন্য ১৯৩৯-৪০ সনে ৩ লক্ষ টাকা ও ১৯৪০-৪১ সনে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ভারত সরকার এই সমস্ত ব্যয়ই বহন করিতে সম্মত হন। চলতি বৎসরে অপ্রত্যাশিত খাতে ব্যয় বাবদ সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু বৎসরের আরম্ভেই বেশ বুঝা যায় যে, এই ব্যয় অনেক বড় অঙ্কে দাঁড়াইবে। গত এপ্রিল মাসে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার সমূহকে বিজ্ঞাপিত করেন যে, আপৎকালীন ব্যবস্থার জন্য অধিকতর টাকা ব্যয় করিতে হইবে ; ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থার তুলনায় প্রাদেশিক সরকারসমূহের অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে ; ভারত সরকার আগের মত উদারভাবে এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন না। ফলে আপৎকালীন ব্যবস্থার অধিকাংশ ব্যয়ভারই প্রাদেশিক তহবিল হইতে সঙ্কুলান করিতে হইবে ; ভারত সরকার মাত্র সিকি ভাগ ব্যয় বহন করিবেন।

অতঃপর মে মাসে সিমলায় ভারত সরকারের প্রতিনিধি-দের সহিত বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিদের একটি পরামর্শ হয়। সেই পরামর্শের ফলে স্থির হয় যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা অনুসারে এই বিষয়ে যে বিধান রহিয়াছে (অর্থাৎ দেশ-রক্ষার সমস্ত ব্যয় ভারত সরকার বহন করিবেন) সেই বিধান পরিত্যক্ত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার নিম্নলিখিত হারে ব্যয় বহন করিবেন :

(১) প্রথম এক কোটি টাকা—অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক

(২) এক কোটি টাকার উপর অতিরিক্ত—ভারত সরকার টাকা প্রতি বার আনা এবং প্রাদেশিক সরকার টাকা প্রতি চার আনা।

এই ব্যবস্থা অনুসারে দেয় মোটা টাকা দেওয়ার ক্ষমতা বাঙ্গলা সরকারের না থাকায় ভারত সরকার ৪ বৎসরে পরিশোধের সর্ত্তে বিনা সুদে বাঙ্গলা সরকারের দেয় অংশ কর্জ্জ দিতে সম্মত হন।

কার্য্যতঃ এই চুক্তি অনুসারে আশানুরূপ কাজ হয় নাই। কেন না চুক্তির সর্ত্তগুলি অনির্দ্দিষ্ট না থাকায় অনেক সময়ই কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। অনেক ব্যাপারেই প্রশ্ন উঠিয়াছে কোন একটা বিশেষ কার্য্য এই যৌথ দায়িত্বের অধীভূত কিনা। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর বুঝিতে পারা যায় যে, এই চুক্তির একটা সংশোধন প্রয়োজন—কে পরও যোগাইবে তাহার মীমাংসায় কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে ভারত সরকারও চুক্তি সংশোধন করিতে উৎসুক হন। ডিসেম্বর মাসে জানা যায় যে, আয়করের দরুন প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টনের জন্য যে টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল বস্তুতঃ তদপেক্ষা দুই কোটি বেশী টাকা বণ্টনযোগ্য হইবে। ভারত সরকার প্রস্তাব করেন যে, প্রদেশগুলি এই আয়-করের হিস্যা বাবদ যে টাকাটা বেশী পাইবে আপৎকালীন ব্যবস্থার খরচার দরুন ভারত সরকার সেই টাকাটা কম দিবেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগে দিল্লীতে আর একটা পরামর্শ সভা হয়। এই পরামর্শ সভায় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ যোগ দেন। পরামর্শের ফলে আপৎকালীন ব্যবস্থার দরুন বাদ বহনের নিম্নলিখিত পরিকল্পনা হয় :

(১) প্রত্যেক বৎসরের ব্যয় পৃথক্‌ভাবে ধরা হইবে ;

(২) প্রত্যেক বৎসরের ব্যয় ৩ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত থাকিবে ;

(৩) প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে কয়েকটি বিশেষ দফা বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহার শতকরা চার টাকা প্রথম খণ্ডের দরুন ব্যয় করা হইবে এবং সেই টাকার সম্পূর্ণটাই প্রাদেশিক তহবিল হইতে যাইবে ;

(৪) দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—ইহার অর্দ্ধেক ভারত সরকার এবং অর্দ্ধেক প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন ;

(৫) তৃতীয় খণ্ডেও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—ইহার বার আনা ভারত সরকার এবং চারি আনা প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন ;

(৬) উহার অতিরিক্ত সমস্ত ব্যয়ের চৌদ্দ আনা ভারত সরকার এবং দুই আনা প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন।

প্রাদেশিক সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন তাহা ভারত সরকার আগে কড়াকড়ির সহিত নিয়ন্ত্রণ করিতেন, অতঃপর আর সেরূপ করিবেন না। তাঁহারা প্রাদেশিক সরকারসমূহের কার্য্যে পরামর্শ দিবেন এবং সহযোগিতা করিবেন মাত্র। নূতন চুক্তি অনুসারে কোন্ কোন্ বিষয়-গুলি জনরক্ষার পর্য্যায়ে পড়িবে তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সংক্ষেপতঃ চুক্তির বিবরণ ইহাই। সমস্ত প্রদেশেই এইভাবে কার্য্য হইবে। কিন্তু বাঙ্গলার অবস্থাটা একটু স্বতন্ত্র। বাঙ্গলার জন্য একটা পৃথক্ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রথমতঃ বঙ্গদেশ পূর্ব্ব সীমান্তের সান্নিধ্যে অবস্থিত থাকায় এইখানে জনরক্ষার যে বিপুল ব্যবস্থা করিতে হইবে অন্যত্র সেরূপ করিতে হইবে না। তদুপরি আয়কর হইতে অধিক প্রাপ্তির পূর্ণ সুফল অন্যান্য প্রদেশ ভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশ ঐ বাবদ যাহা পাইবে তাহা পাট রপ্তানি শুল্কের ঘাটতিতে যাইয়া যাইবে। পাট রপ্তানি শুল্কে প্রাপ্তি হ্রাস যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল বলা

যাইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার বর্ত্তমান বর্ষের দরুন এবং ১৯৪২-৪৩ সনের দরুন জনরক্ষা বাবদ প্রথম দফা বাবদ, আমাদের রাজস্বের শতকরা চার টাকার অনেক কম হের ধরিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই বাবদ হিসাবে পর্ত্তব্য রাজস্বের শতকরা চারি টাকা ৫০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তৎপরিবর্ত্তে আমাদিগের উপর বর্ত্তমান বর্ষের দরুণ ২৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪২-৪৩ সনের দরুন ৩৭।০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। এই সাহায্যের জন্য আমরা ভারত সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ। আশা করা যায় যে, এই সংশোধিত চুক্তির ফলে আমরা এই প্রদেশের আপৎকালীন ব্যবস্থাসমূহ যথাসম্ভব সত্বর এবং সন্তোষজনকভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারিব।"

বাঙ্গলায় সমবায় ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক

বাংলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সনের সমবায় ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক সমূহের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ যে, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বীরভূম, পাবনা এবং যশোহরে যে ৫টি সমবায় ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক পরীক্ষামূলক ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, তাহাদের কার্য্যাবলী মোটামুটি সন্তোষজনক হওয়ায় বাংলা সরকার খুলনা, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা এবং জেলাতে (নোয়াখালী) আরও ৫টি অনুরূপ সমবায় ভূমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করার মনস্থ করিয়াছেন। পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত উপরোক্ত ৫টি ব্যাঙ্কের সভ্যসংখ্যা আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের ২,২২২ জনের স্থলে ২,৪৮২ জনে দাঁড়াইয়াছে। যে সকল সভ্যের টাকা ধাদন করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের ১,২৮৬ জনের স্থলে আলোচ্য বৎসরে ১,৪৯০ জন। এই সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সনে ৫,৬৫,০০০ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ২৪,০২,৯৩৪ টাকা উক্ত ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ধার নেওয়ার জন্য ৫,৩০৫ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ২,০৫৭ খানা আবেদনপত্র গৃহীত এবং ৯,৮৩,১০৮ টাকা বন্ধক দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪০ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উপরোক্ত সমবায় ভূমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ ২১,৭৭,০০০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ৭,২০,০০০ হাজার টাকা ধার দিয়াছেন।

সহরের সঙ্কটময় অবস্থা

কলিকাতা, হাওড়া, বড়জপুর ও জামসেদপুর আদি বড় বড় সহরে ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরী আদির জন্য যে সকল লোক সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধ ব্যাপারে বোমা বর্ষণের ভয়ে তাঁহারা অনেকে স্থান ত্যাগ করায় এবং নানা বাধ্যবাধকতায় পড়িয়া যাঁহারা স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদিগকে মফঃস্বলে রাখিয়া আসায়, একদিকে কলিকাতা সহরে চাকর বামন, মুটে মজুর আদির অভাবে যেরূপ একটা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই মফঃস্বলের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে ঐ লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, সেই সব স্থানেও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য লোকের নানারূপ কষ্ট দেখা দিয়াছে। বঙ্গদেশের নানা সহরে ঐ অত্যধিক লোক বৃদ্ধির জন্য ভাড়াটীয়া বাড়ীর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। আর সহরস্থ ভদ্রলোকদের বাটীও তাঁহাদের ঐ সকল স্থানের পরিচিত আত্মীয় স্বজনাদির সমাগমে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য হইয়া পড়ায় এবং কোন কোন জিনিষের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য লোকের ক্লেশ ঘটিয়াছে। এ অবস্থায় সহরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির আমদানি নাই। কলিকাতার বড় বড় দোকানদারেরা দূরবর্ত্তী স্থানে মাল অপসারিত করিয়া দোকান গুটাইবার প্রয়াস পাইতেছে ও মফঃস্বলে আর যাবে কোন কারবার করিতে চাহিতেছে না। কলিকাতায় মুটে মজুরের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরকারের সময় উহাদের পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কলিকাতা হইতে বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্র পথে দ্রব্যাদি আমদানি নিরাপদ না হওয়ায় লোকে কেবলে পথে কলিকাতা হইতে দ্রব্যাদি আমদানির বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কেবলের অধিকাংশ স্থান পলিতে ভরাট হওয়ার জন্য জলাভাবে কেবল পথে বোঝাই নৌকাদির যাতায়াতের বিষম প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে। দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানির বিষম প্রতিবন্ধক ও ব্যয় বাহুল্য ঘটিয়া যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন। দ্রব্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটা নির্দ্দিষ্ট দর বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যাদি আমদানির ঐ সমূহ অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার ব্যবস্থা না করিলে অবস্থা অধিকতর সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইবে।

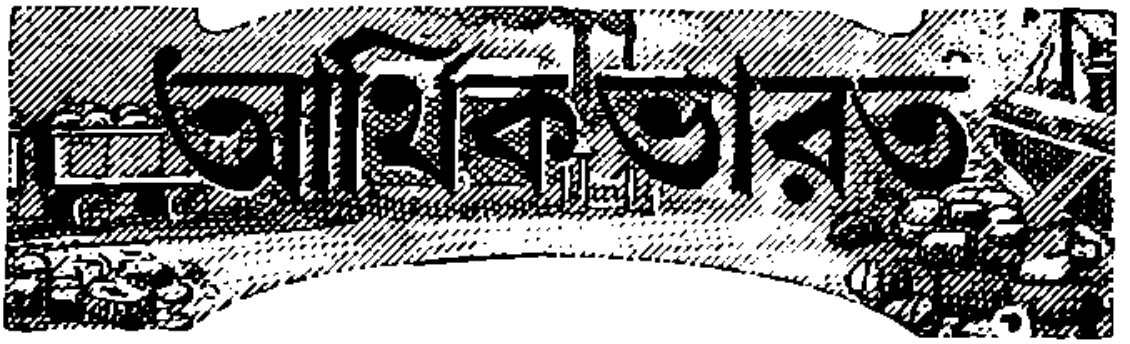

কারখানায় বাধ্যতামূলক বীমা

যুদ্ধের ঝুঁকির বিরুদ্ধে কারখানাগুলি বীমা করিবার জন্য একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে এবং উহা এখন হইতেই কার্যকর হইবে। সাধারণতঃ শত্রুর কার্যের ফলে অথবা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া কলকারখানায় যে ক্ষতি হইবে, তাহার জন্য বীমা করা হইবে। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা এই যে শত্রুপক্ষ যাহাতে কোন কলকারখানা ব্যবহার করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে সরকারী আদেশে উক্ত কলকারখানা ধ্বংস করা হইলে, তজ্জনিত ক্ষতিরও বীমা করা হইবে। কোন তারিখ হইতে বীমা করিতে হইবে, তাহা পরে ঘোষণা করা হইবে, কিন্তু ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বীমা সুরু হইবে।

বৃটিশ ভারতে অবস্থিত এবং ভারতীয় কারখানা আইনের প্রয়োগাধীন সমস্ত কলকারখানা এবং ১৯৩৯, ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের কারখানা আইনে যে সমস্ত গৃহাদি কলকারখানা বলিয়া গণ্য তৎসমুদয়ই নূতন অর্ডিন্যান্স অনুসারে বীমা করিতে হইবে। কারখানা বসাইবার জন্য নির্মাণাধীন গৃহাদিও কারখানা বলিয়া গণ্য হইবে।

সেই তারিখে কারখানা গৃহ এবং যন্ত্রপাতির প্রকৃত মূল্য অনুসারেই বীমার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। কারখানা হইতে দুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত যে সকল বাসগৃহ ও অন্যান্য গৃহ কারখানার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেগুলিও বীমা করিতে হইবে।

বীমা করিবার প্রথম দায়িত্ব হইবে কলকারখানার মালিকদের। তাঁহারা যদি বীমা না করেন, তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কলকারখানার দখলিকার, মালিকের এজেন্ট হিসাবে তাঁহাদিগকেই বীমা করিতে হইবে। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে সকল কলকারখানা বীমা করিবার যোগ্য, তাহাতে যাহাদের স্বার্থ আছে, তাঁহারাও নিজ নিজ স্বার্থের সমপরিমাণ অর্থের জন্য বীমা করিতে পারিবেন।

আপাততঃ কলকারখানার মূল্যের শতকরা চার টাকা হারে প্রিমিয়াম দিতে হইবে। প্রিমিয়াম কিস্তীবন্দী হিসাবে দেওয়া চলিবে। ১৯৪৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বীমা বলবৎ থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট ক্ষতির শতকরা ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত বহন করিবেন। কোন দাবী হইলে দাবীর শতকরা ২০ ভাগ এবং ১০০৲ টাকা, এতদুভয়ের মধ্যে যেটি অধিক, বীমাকারীকে ততটুকু পর্য্যন্ত নিজেই বহন করিতে হইবে।

এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে বীমা করিবার আবেদনপত্র এবং বীমাপত্র শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। আবেদন গ্রহণ সম্পর্কে কতকগুলি বীমা কোম্পানী গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহাদের মারফতে বীমার জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই সকল কোম্পানীর নাম যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হইবে।

ভারতে সামরিক বুট উৎপাদন

তিনগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ভারতবর্ষে আরও অধিক পরিমাণে সামরিক বুট উৎপাদন করা যায় কিনা, বর্ত্তমানে সে বিষয়ে তথানুসন্ধান চলিতেছে।

জুতার উৎকর্ষের মান সম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন গ্রাহ্য হইলে ভারতবর্ষে বৎসরে ৫৫ লক্ষ জোড়া বলে তৈয়ারী বুট উৎপাদন করা সম্ভব। বাজারের সাধারণ কারখানাগুলি হইতেও পূর্ব্ব হইতে আরও ৩০ লক্ষ জোড়া

বেশী জুতা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও ৩০ লক্ষ জোড়া বুট তৈয়ারীর উপযুক্ত কারখানাদি নির্মাণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে।

সবুজ চা

গ্রিন টি বা সবুজ চা কোথায় কত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। উক্ত তালিকাটি ১৯৩৩-৩৪ সনের।

দেশের নাম	উৎপন্নের পরিমাণ	
	১৯৩৩	১৯৩৪
	১০০০ পাউণ্ড	১০০০ পাউণ্ড
উত্তর ভারত	৩,৩৪৭	৩,৩৫৮
সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা	৮৮৫	৪১৯
বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা	৬৮২	৬৪৩
	৪,৯২৪	৪,৭২০

৮২০,৭০০ একর ভূমিতে গ্রীন্ টীর চাষ হয় এবং তাহার মধ্যে ফসল তোলা হয় ১৯৩৪ সনে ৭৬৫,৩০০ একর ভূমি হইতে।

ভারতবর্ষে ১৯৩৪ সনে কিরূপ চায়ের চাষ হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

প্রদেশ	আবাদী জমির সংখ্যা	মোট জমির পরিমাণ	গড় আবাদ
আসাম	১,০৪৬	৪৩০,৪১৭	৪১২ এ:
বাঙ্গলা	৩৮৫	১৯৯,৭৯৬	৫১৯
বিহার ও উড়িষ্যা	২৬	৩,৮৮৪	১৪৯
যুক্তপ্রদেশ	৪২	৬,২২৪	১৭৮
পাঞ্জাব	২,৫৬৪	৯,৬২৮	৪
মাদ্রাজ	৭৯৮	১৪,৭৫৩	১৫
কূর্গ	১	৪১৫	৪১৫
ব্রিটিশ ভারত মোট	৪,৮৬২	৭৭৬,১১৯	
ত্রিপুরা	৪৯	৯,২৫৩	২০৩
ত্রিবাঙ্কুর		৭৬,২৯৬	৩৮১
মহীশূর		৪,০৭০	২৯১
কোচিন		১,৬২৭	২৩২
মোট ভারতীয় স্বাধীন রাজ্য	২১০	৯১,৮৪৬	

বিভিন্ন প্রদেশে চায়ের শ্রমিক সংখ্যা কি রকম তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

প্রদেশ	প্রত্যহ কত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়	
	বাহিরের শ্রমিক	বাহিরের শ্রমিক (সাময়িক)
আসাম		৩৩,১৮০
বাঙ্গলা		৯,৯০৮
বিহার ও উড়িষ্যা		৯০২
যুক্তপ্রদেশ		১,৯৩৪
পাঞ্জাব		৯,৭৯৪
মাদ্রাজ		৫,৯৪০
কূর্গ		×
ত্রিপুরা	৫,৩৫৩	১,৮০৮
ত্রিবাঙ্কুর	৬৬,৫৭২	১,২৪৭

ভারত হইতে চায়ের বীজ বিভিন্ন দেশে যে রপ্তানি হয় তাহা আমরা খুব কম লোকই খবর রাখি। নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে ১৯১৩-১৪, ১৯১৮-১৯ এবং ১৯৩১-৩২ ও পরবর্তী কয় বৎসরে কি ভাবে উহা রপ্তানি করা হয়।

বৎসর	প্রধানতঃ আভাষ, সুমাত্রায় ও সিংহলে	প্রধানতঃ রুশিয়ায় ও মিশরে
	ঐ	

বৎসর	পরিমাণ (হন্দর)	কোথায়
১৯৩২-৩৩	১,৩০০	প্রধানতঃ জাপানে
১৯৩৩-৩৪	×	
১৯৩৪-৩৫	১২০	কেনিয়ায়
১৯৩৫-৩৬	২৪০	কেনিয়ায় ও টাঙ্গানিকায়

জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই চায়ের রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু জুন, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসেও উহার অনেকাংশ বাহিরে চলিয়া যায়। চায়ের কণ্ট্রোল হইবার পর হইতে দেখা যায় যে সিপিংএর যে সুবিধা তাহাও লোপ পাইল, কাজেই রপ্তানির ভার কমিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

১৯৩৪-৩৫ সনে দেখা যায় যে, আসামে চা-বাগানের শ্রমিকদের মাহিনা ছিল—

	স্থায়ী শ্রম		বদলি শ্রম	
	শিলিং	পেন্স	শিলিং	পেন্স
পুরুষ		১'২	৬	৭'৪
স্ত্রীলোক	৭	৩'৪	৬	৫'৩
শিশু	৪	৮'৩	৪	০'২

কত প্যাকেট চা সারা ভারতে বিক্রয় হয় তাহার একটা ধারণা করিবার জন্য নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল। উহাতে ১৯১৩-১৪, ১৯১৮-১৯ ১৯৩০-৩১, এবং ১৯৩১-৩২ সনের দেওয়া হইল—

প্রধান প্রধান দেশ	১৯১৩-১৪	১৯১৮-১৯	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২
আসাম	২০৯,৬৮৬	২৬৭,৮১৬	২৫৬,১১৭	২৪১,৮৫৪
কাছাড়	১৩৩,৫৪০	৬৬,৩৩৪	৪৯,১০৪	৭৯,৩৫২
শ্রীহট্ট	১১৬,১২৭	৭৩,২৪১	৮৪,৭০১	১১৬,৪৮২
দুয়ার্স	২৪০,১৬২	১২৭,৮৪৮	২৪০,৪৭৯	২০৬,৩৭৮
দার্জিলিং	৮৫,৮৭৭	৩৪,৬০৫	৩৮,৩০৬	২৮,৮৬৬
চট্টগ্রাম	৯,৬৪৭	৩,৯২৪	৭,৪৫৩	৬,৪৭২
টেরাই	৩৬,৭০৯	১৬,৭৭৫	৫০,৫২৫	৪৮,৯৭৬
ছোট নাগপুর	১,৩৮৭	১৩	২,৯১৭	২,৯২৭
কুমাউন ও কাঙ্গরা	২,০৮৯	১৫৮	×	×
দেরাদুন	৯,২১৭	১,৮৩১	৭৫০	
মাদ্রাজ	৫১৮	১৪২	×	×
নেপাল	১,০৬৯	৪৩৪	১,০৭৪	×
ত্রিপুরা	×	×	১১,৮৩৬	১১,৮৪১
অন্যান্য	৯৭৪	৭৬৫	৩৩৮	২০৬
মোট	৮৪৭,০৭৯	৫২৪,৫৮৬	৭৪৪,৭০৭	৭৪৬,৩৪৭

গড়ে দাম

প্রতিপাউণ্ড (পেন্স) ৭ ৭৫

অধিকৃত রাজ্যে জার্মাণীর মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং

জার্মাণী ও জাপান অধিকৃত দেশসমূহে মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের খবরাখবর জানিবার জন্যে অনেকে উদ্‌গ্রীব। এক্সিস্ শক্তিদিগের করতলগত বা পরাজিত দেশসমূহ সম্পর্কে অন্যান্য খবর পাওয়া যেরূপ দুষ্কর উপরোক্ত সংবাদ পাওয়া তেমনি কষ্টকর। সম্প্রতি রাইন্‌স্‌ব্যের ১৯৩৯-৪১ সনের ওয়ার্ল্ড ইকনমিক সার্ভে নামক পুস্তিকায় গত বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত জার্মাণ অধিকৃত বা পরাজিত ইয়োরোপীয় দেশসমূহের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের মতে জার্মাণ সামরিক বিভাগ কোনও কোনও অধিকৃত দেশ হইতে বিনা মূল্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ও বিনা মজুরীতে শ্রমিক লইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্র ইহুদী বিরোধী আইন দ্বারা ফ্যাক্টরী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়ীঘর দখল করিয়াছে। তবে তাহারা (১) নূতন মুদ্রা প্রচলন, (২) অধিকারের ব্যয় বহন এবং (৩) ক্লিয়ারিং একাউন্টের দ্বারা প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। প্রথমতঃ জার্মাণগণ সাময়িক-ভাবে নূতন নোট ইস্যু করে। পাছে মার্কের "ইন্‌ফ্লেসান্" হয়, তাই উক্ত নোটগুলি মার্ক হইতে পৃথক রাখা হয় এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ নিযুক্তাপিত রাইখ ক্রেডিট অফিস হইতে উক্ত নোট প্রচার করা হয়। উক্ত অফিসগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য জার্মাণ সৈন্যগণকে প্রয়োজনীয় টাকা সরবরাহ করা। যদিও মার্কের সহিত উক্ত নোটগুলির একটা বিনিময় হার বাঁধিয়া দেওয়া হয় তথাপি অন্য দিক দিয়া মার্ক হইতে উহা পৃথক রাখা হয়। সমস্ত দেশ পরাজিত করা হইয়াছে কিন্তু জার্মাণ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয় নাই সে সমস্ত জায়গায় রেন্টমার্কের সহিত উক্ত ক্রেডিট নোটগুলির একটা নির্দ্দিষ্ট বিনিময় হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দুই প্রকার কারেন্সিই চলিতে দেওয়া হয়। অপর দিকে ডানংসিগ্ এবং পশ্চিম পোলাণ্ড, ইউপেন এবং মলমেডি, লুক্সেমবুর্গ, আলসেস এবং লোরেন প্রভৃতি জার্মাণ রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে তাহাদের নিজস্ব কারেন্সি ও পূর্ব্বোক্ত ক্রেডিট নোট উহার কারেন্সিই তুলিয়া দিয়া জার্মাণ কারেন্সি প্রচলন করা হয়। ডেনমার্ক, নরওয়ে, হলাণ্ড, বেলজিয়াম এবং অধিকৃত ফ্রান্সে দুই প্রকার কারেন্সি বেশী দিন চলিতে দেওয়া হয় নাই। নূতন প্রচলিত এই সব ক্রেডিট নোটগুলি "জাতীয় কেন্দ্র ব্যাঙ্কগুলি" দ্বারা সংগৃহীত করা হয় এবং ঐগুলি দ্বারা অধিকারের ব্যয় মিটাইয়া দেওয়া হয় এবং আর নূতন ক্রেডিট নোট ইস্যু বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত ব্যাঙ্কগুলি হইতে জার্মাণ সৈন্যগণ প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ মুদ্রা পাইতে পারে। অধিকৃত দেশসমূহের কারেন্সির সহিত জার্মাণ মার্কের যে বিনিময় হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মার্কের মূল্য ইচ্ছা করিয়া বেশী ধরা হইয়াছে। ইহাতে অধিকৃত দেশ হইতে জার্মাণীতে মাল রপ্তানি উৎসাহিত করা হয়, কেননা রপ্তানিকারকেরা তাহাতে নিজেদের দেশের টাকা অধিক পরিমাণ পায়।

রাশিয়া ভিন্ন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বৃটিশ ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কগুলির অনুমোদিত বা অন্তর্ভুক্ত অনেক ব্যাঙ্ক কাজ

করিয়া থাকে। জার্মাণী কর্তৃক ইয়োরোপের যে সমস্ত দেশ অধিকৃত হইয়াছে সেগুলি হইতে উক্ত ব্যাংকগুলির পক্ষে লণ্ডন অফিসের সহিত কোন সম্পর্ক রক্ষা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়। সুতরাং উহাদের অবস্থা সম্পর্কে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই সমস্ত দেশ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে এবং যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও এই সমস্ত ব্যাংক বৃটিশ ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত তথাপি জার্মাণরা ঐ সব দেশে ইহাদিগকে স্থানীয় আইনানুসারে কাজ করিতে দিতেছে। ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাংকের ব্রুসেলস ও প্যারিস শাখা ঐ সব জায়গায় রীতিমত কাজ করিতেছে। বারক্লেস (ফ্রান্স) লিমিটেডের বুলোঁ শাখা ব্যতীত ইয়োরোপীয় সমস্ত শাখাগুলিই কাজ করিতেছে। অপর পক্ষে লয়েডস ও ন্যাশনেল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকের শাখাগুলিও ঠিকভাবেই ব্যবসা করিতেছে। জার্মাণগণ অধিকৃত দেশসমূহে অবাধে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া যাওয়ার যে নীতি অনুসরণ করিতেছে ব্যাংকিং ব্যবসাতেও সেই নীতি গ্রহণ করার দরুণই ব্যাংকগুলিকে কাজ করিতে দেওয়া হইতেছে। জাপান অধিকৃত মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, জাভা প্রভৃতি দেশ হইতে ব্যাংকিং ও মুদ্রানীতি সম্পর্কে এখনও কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না। (আনন্দবাজার)

মার্কিণ দেশে আবাদী উৎপন্নের মূল্যহার

উৎপন্ন দ্রব্যের নাম		৫ বৎসরের গড় আগষ্ট ১৯০৯ হইতে জুলাই ১৯১৪	জুলাই গড় ১৯১০-১৪	জুলাই ১৯৪০	জুলাই ১৯৪১
তুলা	সেণ্ট হিঃ	১২'৪		৯'৫৪	১২'৮১
শস্য		৬৪'২		৬৩'১	৬৮'৩
গম		৮৮'৪	৮৬'২	৬১'৪	৮৩'১
হে	ডলার হিঃ	১১'৮৭	১১'৭৮	৭'১০	৭'৮২
আলু	সেণ্ট হিঃ	৬৯'৭	৮১'৫	৮২'১	৬৪'৬
ওটস্		৩৯'৯	৪০'৯	২৮'৩	৩৩'৩
চাউল		৮৯'৩	(১)	৭৫'৯	১১৩'৪
তামাক		২৪'০	(১)	২২'০	৩০'০
আপেল	ডলার হিঃ	'৯৬	'৮৬	১'০৮	১'১৪
বিফ্ ক্যাটস্		৫'২১	৫'৩৩	৭'৪৮	৮'৬৩
হগ্	,,	৭'১২	৭'০৫	৫'৭৮	৮'১৮
চিকেন	সেণ্ট হিঃ	১১'৪	১২'২	১৩'৬	১৬'৩
ডিম		২১'৫	১৬'৭	১৬'৪	২৩'২
বাটার		২৬'৩	২৩'৫	২৫'৯	৩৫'৭
পশম		১৮'৩	১৭'৫	২৭'৯	৩৬'৫
ভিল্ কাভ্স্	ডলার হি	৬'৭৫	৬'৭৪	৮'৫৬	৯'৯০
ল্যাম্বস্	,,	৫'৮৭	৬'০৯	৭'৮৫	৯'১৪

(১) চিহ্নিত স্থানগুলির মূল্যহার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

মার্কিণ দেশের আবাদী জিনিষপত্রের মূল্যহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং লাইভ্‌ষ্টকের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীদের আয় যে বাড়িবে তাহা অনিবার্য্য। ১৯৪১ সনের আর একটি সুখবর এই যে, আমেরিকায় চাষের জিনিষের চাহিদাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে; এমন কি, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে খুবই বাড়িয়াছে।

আমেরিকার মজুরদের আয়

আমেরিকার মজুররা সাধারণতঃ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী রোজগার করে। তাহাদের কি রকমের আয় হয় তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল। তাহাদের খাদ্য ও অন্যান্য বাবদ খরচার তালিকাও দেওয়া হইল।

[সূচী সংখ্যা ১৯২৯ = ১০০]

	প্রতি মজুর পিছু কারখানার মজুরের আয় ডলার	শতকরা হিঃ	৪৮টি খাদ্যের খুচরা দাম ডলার	শতকরা হিঃ
	৮৭৯	৬৭·৫	২৭০	৬৪·১
১৯৩৩	৮৫৪	৬৪·৬	২৬৪	৬৩·৬
১৯৩৪	৯৪১	৭২·৩	২৯৫	৭১·১
১৯৩৫	১,০১৫	৭৮·০	৩০১	৭২·৮
১৯৩৬	১,০৮৩	৮৩·২	৩৪২	৮২·৭
১৯৩৭	১,১৭৯	৯০·৬	৩৫৩	৮৫·১
১৯৩৮	১, ৭৯	৮২·৯	৩২১	৭৭·৩
১৯৩৯	১,১৫৩	৮৮·৬	৩১১	৭৪·৯
১৯৪০	১,২২৬	৯৪·২	৩১৪	৭৫·৭

শ্রমিকদের (কৃষি সম্পর্কিত নহে) মাথাপিছু আয়

	ডলার				১৯২৯ সনের শতকরা	
			জানুয়ারী	জুন	জানুয়ারী	জুন
			১৯৪০	১৯৪১	১৯৪০	১৯৪১
ম্যানুফ্যাকচারিং			১,১৮০	১,৩৭২	৯০·৬	১০৫·৪
মাইনিং			১,২৫৪	১,৩৭৯	৮৭·৭	৯৬·৫
ট্রেড			১,১৯৬	১,২৩৮	৮৯·১	৯২·৩
ট্রান্সপোর্টেশন, ইউটিলিটি এবং কমিউনিকেশনস	১,৪৪৩	১,৮৩৭	১,৮২৯	১,৮২৯	১১১·৩	১১৩·৮
সারভিস	৯৬৪	৮৩৮	৮৩৫	৮৫৫	৮৬·৬	৮৮·৭
গবর্ণমেণ্ট (মিলিটারি ছাড়া)	১,৭২৮	১,৮৫৩	১,৮২৪	১,৮২৭	১০৫·৬	১০৫·৭
মোট গড়	১,৩৭২	১,৩০৬	১,২৮০	১,৩৯৬	৯৫·২	৯৩·৩	১০১·৭

চীনের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি

পিকুল হিঃ উৎপাদনের মাপ

স্থান	প্রাক্‌যুদ্ধের গড়	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
সেচোয়ান	৭,২৬২,৭৯৫	৮,৪০৩,৩৩৩	১,০৭৩,০৭২	১,৬২৪,৩৮৩
কোয়াংটুং	৪,৩৬৫,৬৬৬	৫,৫২৮,০৭৬	২,৮৫০,৯৯৬	৪,৮৪১,৭৫৯
চিকিয়াং	৩,১৭১,০০০	৪,০৯৫,৫৫৪	৪,২২৪,৬১৩	৪,৩৬৩,৫৪৮
ফুকিং	১,২৮৯,২৪০	১,৬৪৭,৩৩০	৮৫৭,৭৫৪	১,৩৩২,৪৪২
মধ্যপ্রদেশ	৪৫০,০০০	৬২৯,৫০৬	১,৪৪৫,৭২০	২,১৪৩,১১৪
উয়ানান্	৮,৯০,৯৭৬	৮৪৭,২১৪	৮৪৮,৯৬১	১,১৭৯,১৫৭
সেনসি	২৫,৪৮১	২৭,৩৬৮	৮১,০০৬	১৮১,০১২
মোট	১৮,৩৫৫,১৪৯	২১,৪৭৮,৪৩১	২০,০৮২,১২১	২৪,৭৩৫,৫৪১

১৬টি স্বাধীন চীনা প্রদেশে যত লবণ আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লবণ এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৬টি প্রদেশ যথা :—হুনান, কিয়াংসি, চিকিয়াং, সাদার্ণ আনহোয়ে, কোয়াংটুং, ফুকিং, কোয়াংসি, সেচোয়ান, হনে, কোয়েচু, সেনসি, হোনান, কানসু, চিংহাই, নিংসিয়া এবং উয়ানান ; মোট লবণ খরচা হয় ১৮,৮৭৬,০০০ পিকুল প্রতি বৎসরে।

খরচ চলার হিঃ

রিলিফের রূপ	১৯৩৮	১৯৩৯
এমারজেন্সি রিলিফ	৭,১৫৬,৮৩১'৩০	৬,২২৪,৫৭২'৪৪
এয়ার রেড্ রিলিফ	৩৪৮,৪২২'৪৮	২,৩৭৭,৪৭৬'৮০
রেফুজি ট্রান্সপোর্ট	৩৭,৬৩৭'৬০	১,১৩১,৭১৯'০৪
চাইল্ড ওয়েলফেয়ার	৬৯০,৪৬২'০০	২,৪১০,৩১৯'২৬
ফ্লাড রিলিফ	২৫৭,০৭৩'৫২	২৭৪,০০০'০০
জেনারেল রিলিফ	৩৪৩,৪২২'৫০	১,১৮৮,৮৩০'০০
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ও এগ্রিকালচারাল রিলিফ		১,১১২,৬৩২'৬০
সোসিয়াল রিলিফ		২,৬৬৩,২৪১'০০
অকুপেশনাল রিলিফ	১,৫২৮,৭২৬'০০	৬,০৯৩,৪০৪'০০
কলোনিজেশন ও রিক্লেমেশন		১,০৩৭,৮৪৬'০০
মেডিক্যাল রিলিফ এ্যাড্ মিনিষ্ট্রেটিভ এক্সপেণ্ডিচার	২৪৪,২৬৮'২৮	২৬৪,৪৮৪'২৭
মোট খরচ	১৬,১৩১,৩৫৮'৪৩	২৬,৩১৪,৪৩৩'৫৪

চীনের ন্যাশনাল রিলিফ কমিশন

আমেরিকা চীন সাহায্য হিসাবে যে দান করিয়া থাকে তাহা অন্যান্যভাবে খরচা হওয়া ছাড়াও রেফুজি সাহায্য বাবদেও খরচা হইয়া থাকে। এই টাকা খরচা করিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হইয়াছে ; তাহার নাম হইল ন্যাশন্যাল রিলিফ কমিশন। চীন গবর্ণমেণ্ট নিজের তহবিল হইতে এবং বাইরের সাহায্যের দ্বারা যুদ্ধের জন্য বিপদগ্রস্ত নরনারীর সাহায্যকল্পে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য চালাইয়াছে।

চীনের ন্যাশন্যাল রিলিফ কমিটি কি ভাবে খরচা করে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

চীনে পণ্যমূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বন্ধের চেষ্টা

গত ২রা ফেব্রুয়ারী, চুংকি বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনের অর্থ-সচিবের দপ্তরখানার অধীনে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ খোলা হইয়াছে। পণ্য মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চীন সরকার যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা আরও একধাপ অগ্রসর হইল।

বুলগেরিয়ায় ভীষণ বন্যা

বুলগেরিয়ার দানিয়ুব নদীতে ভীষণ বন্যার ফলে ভিডিন সহরের সহস্র সহস্র লোক সভ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বরফের স্তূপ ভাঙ্গিয়া বন্যার জল নিকাশের জন্য বিমান হইতে দানিয়ুবের উপর বোমাবর্ষণ করা হইতেছে, কিন্তু উক্ত চেষ্টা সফল হয় নাই। বৈমানিকরা দেখিতে পান যে বহু লোক ছাদের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সরকারী নিউজ এজেন্সী বলেন যে ভিডিন সহরের মধ্যে যাইবার পথ করিবার জন্য ভাসমান সেতু নির্মাণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বুলগেরিয়ায় এরূপ বন্যা আর কখনও হয় নাই।

কলিকাতায় গমের অভাব

কিছুদিন যাবৎ কলিকাতায় গমের অভাব সম্বন্ধে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদিগের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, এই সম্পর্কে ভারতীয় পণ্য ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিগণ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সহকারী কনট্রোলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাঙ্গলার বাহিরে যে সকল স্থানে গম উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্থান হইতে কিরূপে সহরে গম আমদানি করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয়। আরও জানা গিয়াছে যে, ব্যবসায়িগণ যাহাতে গম আমদানি করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে গমের মূল্য বৃদ্ধি করিবার অনুরোধ জানাইয়া উক্ত সমিতি তাঁহাদের নিকটে একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সমিতি জানাইয়াছেন যে, যদি নিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অন্ততঃ ৮৲ টাকা মণ না করা হয়, তবে ব্যবসায়ীদের পক্ষে কলিকাতায় গম আমদানি করা কঠিন হইবে।

কিং জর্জ্জ রাজকীয় সামরিক স্কুলগুলির প্রসার

সৈন্যদের সন্তানসন্ততির সামরিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা

জালন্ধর, কিলান এবং আবমীঢ় এই তিন জায়গাতেই একটি করিয়া কিং জর্জ্জ রয়েল মিলিটারী স্কুল আছে। ভারতীয় সামরিক অফিসার এবং সৈন্যদের ছেলেদের সৈন্যদলের কার্য্যে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই এই স্কুলগুলি খোলা হইয়াছিল। শিক্ষার কোর্স এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত। এই সময়ে ইহাদের লেখাপড়া, ড্রিল, খেলাধূলা, যান্ত্রিক জ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

জাপানী এবং ভারতীয়দের বাধা দেওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হওয়াতে সৈন্যবৃদ্ধি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এই স্কুলগুলিতে অধিক সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এখন হইতে এই স্কুলগুলির প্রত্যেকটিতে প্রতি বৎসর আরও একশো করিয়া বেশী ছাত্র নেওয়া হইবে।

সামরিক শিক্ষানবীশদের শিখাইবার জন্য অন্যান্য যে সকল স্কুল আছে এইগুলির জীবন যাত্রাও অনেকটা সেইরূপ। দক্ষতা, সাম্প্রতিকতা, এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এই স্কুলগুলিতেও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলেই তিনটি করিয়া ছাত্রাবাস আছে, প্রত্যেকটিতে ১২০ জন করিয়া ছাত্র আঁটে। প্রশস্ত শোবার ঘর, খাওয়ার ঘর, হল, লেকচার ঘর প্রভৃতি ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্রাবাসে বিজ্ঞান ঘর, ছুতার খানা, মোটরের মডেল তৈয়ারির ঘর, ড্রয়িং আঁকার ঘর, যন্ত্রাদি ফিট করার ঘর এবং গ্যারেজ আছে। এখানে ছাত্রেরা মোটরের যন্ত্রপাতি এবং মোটর যান ঠিক অবস্থায় রাখা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

অসুস্থ ছাত্রদের জন্য ভাল হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্ম শিক্ষা প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে আবশ্যক; এই জন্য প্রতি স্কুলের সহিত হিন্দুদের জন্য একটি মন্দির, মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ এবং শিখদের জন্য একটি গুরুদ্বার আছে।

চারুকলা পরিষদ, অভিনয় পরিষদ, বাগান তৈয়ারী প্রভৃতি মানসিক উন্নতির সহায়তা করে। স্কুলগুলিতে সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা আছে; এখানে ভূগোল ও ভ্রমণ সম্পর্কিত এবং অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক ছবি এবং নানা প্রকার হাসির ফিল্ম দেখানো হয়।

ছাত্রদের দিনে চারবার খাইতে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ছাত্রকে দৈনিক আধ সের করিয়া দুধ খাইতে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক ছাত্রেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে।

এই স্কুলগুলি হইতে ছাত্রেরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট এবং আইএস ইংরাজীর দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট লইয়া পাশ করিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে। মেধাবী ছাত্রেরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিশেষ শ্রেণীর সার্টিফিকেট এবং আইএস ইংরাজীর প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাওয়ার চেষ্টা করে। উভয় প্রকার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রেরাই হয় সরাসরিভাবে নয়ত যে সকল রেজিমেন্ট তাহাদের মনোনীত করিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাখিয়াছিল তাহাদের মারফৎ কমিশন-প্রাপ্ত অফিসার হিসাবে শিক্ষিত হইবার জন্য মনোনয়ন প্রার্থনা করিতে পারে। স্কুলগুলির একাধিক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সৈন্যবাহিনীতে কমিশন-প্রাপ্ত এবং কমিশন বিহীন অফিসার হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

নূতন পরিকল্পনা অনুসারে, এই স্কুলগুলিতে ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হইবে। ১৮ বৎসরে পড়িলে বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের কিচনার কলেজে শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইবে, অবশিষ্টেরা যে সকল সৈন্যদলে তাহাদের মনোনয়ন করিয়াছিল, সেগুলির অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহারা অবশ্য পরে কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হিসাবে মনোনীত হইবার অথবা উন্নীত হইয়া ভাইসরয়ের কমিশন প্রাপ্ত অফিসার অথবা কমিশন বিহীন অফিসার হইবার সুযোগ পাইবে।

এই স্কুলগুলিতে ভর্ত্তি হইতে হইলে প্রার্থীদের অন্ততঃ ৬ষ্ঠ ইংরাজী স্কুলের পরীক্ষা পাশ করা চাই এবং ইংরাজী ভাষা পরীক্ষার অন্যতম বিষয় থাকা চাই। ইহার সমপর্য্যায়ের অন্য পরীক্ষা পাশ হইলেও চলিবে। কোনও রেজিমেন্টের মনোনয়ন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট অথবা কাছের কিং জর্জ্জ রয়েল মিলিটারী স্কুলের কমাণ্ডেণ্ট বা অধ্যক্ষের নিকট সরাসরি ভর্ত্তির আবেদন পাঠান যাইতে পারে। ছাত্রের অভিভাবক যদি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া স্কুলের কমাণ্ডমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে আরও ভাল হয়।

স্কুলের মাহিনা মাসিক ১০৲ টাকার বেশী ধরা পড়ে না। প্রতি মাসে ছাত্র প্রতি ইহার উপর ৪০০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়ে; এই খরচ গবর্ণমেণ্টই বহন করিয়া থাকেন। অনাথ ছাত্রদের সমস্ত খরচই গবর্ণমেণ্ট বহন করেন।

ভারতের জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প

সুগঠিত করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ প্রয়োগ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই ভারতবর্ষ অধিক সংখ্যক জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইয়াছে। জাহাজ মেরামতের কারখানা হিসাবেও ভারতের ডকগুলি বিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। এই ডকগুলিতে শুধু যে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং ভারতীয় সওদাগরী জাহাজগুলি মেরামত হয়, তাহাই নহে, মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধ জাহাজ এবং সওদাগরী জাহাজও এগুলিতে মেরামত করা হয়। ভারতের উভয় পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় জাহাজ নির্ম্মাণ এবং মেরামতের ঘাঁটি হিসাবে ভারতের গুরুত্ব আরও বাড়িয়াছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটি সুষ্ঠুভাবে গঠিত করিবার জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি রিয়ার এডমিরাল টার্ণারকে নিযুক্ত করিয়াছেন। পোর্টসমাউথ বন্দরে ইনি চার বৎসর এডমিরাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে কাজ করিয়াছেন। এবং জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প সম্বন্ধে ইহার অভিজ্ঞতা প্রচুর।

এক বৎসরের কিছু আগে তিনি একবার জাহাজ মেরামত সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প এবং জাহাজ মেরামতের কাজে বহু লোক নিযুক্ত হইয়াছে এবং ভারতীয় শ্রমিকদের চেষ্টায় বহুশত সমুদ্রগামী জাহাজ তৈয়ারি হইয়াছে। জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের কাজে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ১৭ হাজারের উপর শ্রমিক নিযুক্ত আছে। শীঘ্রই আরও বহু লোক নিয়োগ করার প্রয়োজন হইবে।

বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি

যুদ্ধকালীন কর্ত্তব্যের আলোচনা

গত ৩১শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় রায় সাহেব সুরেশচন্দ্র ঘোষের এক অভিভাষণ পাঠ করা হয়।

দেশের ব্যবসা এবং শিল্পের উপরে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলিতে গিয়া রায় সাহেব যন্ত্রপাতি এবং ফ্যাক্টরী গুলিতে যুদ্ধ-বীমা গ্রহণ করার কথার উপরে বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন যে কাপড়ের মিলগুলি শান্তি এবং যুদ্ধ সর্ব্ব সময়েই দেশের এক বিশেষ শিল্প; এই মিলগুলির যন্ত্রপাতি ও ফ্যাক্টরীগুলিকে যেন বীমা-বদ্ধ করা হয়। বর্ত্তমানে কয়লার অভাবে মিলগুলিকে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে, তিনি তৎপ্রতিও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করার জন্য যে প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বাঙ্গলায় যে এইরূপ ভাল তুলা জন্মিতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা আলোচনা করিয়া উপসংহারে রায় সাহেব বলেন যে, দেশরক্ষাকল্পে গবর্ণমেণ্ট, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে যোগাযোগ রাখিবার জন্য একটি ছোট কমিটি গঠন করা উচিত।

সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস বি ভট্টাচার্য্য বলেন যে, কতক সরঞ্জামের অভাবে এবং কতক সাম্রাই ডিপার্টমেণ্ট হইতে যথোচিত সাহায্য প্রাপ্তির অভাবে বাঙ্গলার মিলগুলি যুদ্ধের অর্ডার উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারে নাই।

লড়াইয়ের বিপদে বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য

বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুন আমাদের অবস্থা কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা আজ বিশেষ ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন।

১। আমাদের দেশে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহাতে সারা বৎসরের খোরাকের ব্যবস্থা হয় না। প্রতিবৎসর রেঙ্গুন হইতে আমাদের দেশে চারি কোটি মণের অধিক চাউল আসিত। কেরোসিন তৈলের জন্য আমাদিগকে রেঙ্গুনের উপরই নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুন হইতে চাউল ও কেরোসিন তৈল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

২। বাংলা দেশে যে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে তাহাতে আমাদের প্রয়োজনের সামান্য অংশই মিটান যায়। আমাদের বেশীর ভাগ কাপড়ই বোম্বাই অঞ্চল হইতে আসে। বাংলা দেশে লবণ উৎপন্ন হয় না বলিলেই চলে। উহাও বাহির হইতে আসে। যুদ্ধের দরুন রেল কোম্পানী মাল বহিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে, আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী কাপড় এবং লবণ সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

৩। এমতাবস্থায় অনতিকাল মধ্যেই চাউল, কেরোসিন তৈল, কাপড় ও লবণের ভীষণ অভাব দেখা দিবে এবং পয়সা থাকিলেও উহা পাওয়া যাইবে না। গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে দেশবাসীর সজাগদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চাউল, তৈল, কাপড়, লবণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে এবং পাট চাষ কমাইয়া যত বেশী পরিমাণ জমিতে সম্ভব ধানের চাষ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

৪। বর্ত্তমানে যান বাহনের অভাব এবং অন্যান্য অসুবিধার দরুন পাট রপ্তানী হওয়ার আশা খুবই কম। ফলে, যাহারা পাট চাষ করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে পাট বিক্রয় করা কঠিন হইবে—অন্য দিকে ধানের চাষ কম করিলে চাউলের অভাব আরও অধিক বাড়িবে।

৫। যাহাতে এইরূপ গুরুতর অবস্থায় পড়িতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করা দেশবাসীর সমূহ কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(ক) যথা সম্ভব অধিক পরিমাণ জমিতে ধান উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। খুব তাড়াতাড়ি ধান পাওয়ার জন্য আউস ধান বপন করা প্রয়োজন। এখনই আউস ধান বপনের সময়।

(খ) বাড়ীতে বাড়ীতে অনতিবিলম্বেই ছোলা

(তেমন) গাছ লাগাইয়া রেড়ীর তৈল উৎপাদন করত: কেরোসিন তৈলের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনে রাখিবেন, ভেরেণ্ডা গাছ লাগাইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

(গ) ঘরে ঘরে চরকায় সুতা কাটার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় কার্পাস তুলা পাওয়া যায়। তুলা আমদানী করা সম্ভবপর না হইলে বাড়ীতে কার্পাস লাগাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(ঘ) আমাদের দেশে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং সাধ্যানুসারে প্রত্যেকেই লবণ কিনিয়া রাখিবেন।

৬। গ্রামে গ্রামে চুরি, রাহাজানি প্রভৃতি যথেষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহাতে চোর, বদমায়েস ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা সময়ের সুযোগ নিয়া নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিতে না পারে তজ্জন্য প্রত্যেক গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সভ্যগণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট লোকগণ একত্রিত হইয়া গ্রাম রক্ষীদল গঠন করত: গ্রামে গ্রামে পাহারার বন্দোবস্ত করিবেন। এই সম্পর্কে প্রয়োজন বোধে তাঁহারা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য চাহিবেন এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যাহাতে শান্তভাবে বাস করে তৎপ্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইবেন। আমাদের বিশ্বাস, অনতিবিলম্বে উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশবাসী নিশ্চিত দুর্দ্দশার হাত হইতে অনেকটা রক্ষা পাইবেন। আজ দেশ কি ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা ধনী দরিদ্র হিন্দু মুসলমান সকলেরই বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার। এই গুরুতর বিপদে ভীত না হইয়া শান্তভাবে সকলে একযোগে কাজ করত: বাঁচিবার ব্যবস্থা করেন, ইহাই দেশবাসীর নিকট আমাদের আবেদন। (চাঁদপুর সম্মিলনী, ৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ২।৪।৪২)।

মোলাকাৎ

বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন

[বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়ের সহিত কোনো সংবাদপত্র সেবীর প্রশ্নোত্তর]

প্র:—বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদে সেদিন আপনি বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, শুনিলাম ?

উ:—আলোচনাটা আমিই চালাইয়াছি বটে। কিন্তু কথা শুনা আমার নয়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকায় ১৯৪১ সনের এপ্রিল সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি তাহার বাংলা তর্জ্জমা করিয়াছি। সেইটাই পড়া হইয়াছিল।

প্র:—প্রবন্ধটার নাম কি ?

উ:—"বেঙ্গলি কাল্‌চার অ্যাণ্ড এ সিষ্টেম অব মিউচুয়াল আক্‌কুলটুরেশনস্‌।"

প্র:—"আক্‌কুলটুরেশন" কি চিজ্‌ ?

উ:—ইহা একটা নতুন শব্দ। কোনো "কাল্‌চার" বা সংস্কৃতি অন্য কোনো কাল্‌চার বা সংস্কৃতির ভিতর প্রবেশ করিতে থাকিলে অথবা প্রবেশ করিয়া বসিলে এই দুই সংস্কৃতি হইতে সংস্কৃতির নতুন গঠন বা ছাঁচ গড়া হয়। তাহারই কথা আক্‌কুলটুরেশনের অন্তর্গত। দুই সংস্কৃতির মেলমেশের প্রণালীকে আক্‌কুলটুরেশন বলা যায়।

প্র:—"মিউচুয়াল আক্‌কুলটুরেশন" কাহাকে বলে ?

উ:—পারস্পরিক সংস্কৃতি-বিনিময়। এক-তরফা দেওয়া নয়,—সঙ্গে সঙ্গে কিছু-কিছু লওয়াও বটে। ইহারই সোজা নাম লেনদেন। বিনয় বাবুর মতে বাঙালী জাতের সংস্কৃতিটা পুরাপুরি মৌলিক বা স্বাধীন চিজ নয়। ইহার ভিতর অ-বাঙালী মাল আসিয়া জুটিয়াছে বিস্তর। খাঁটি স্বদেশী বা ষোল আনা দেশী চিজ যাঁহারা বাংলার সমাজে-সভ্যতায়, শিল্প-কর্ম্মে, ধর্ম্মজীবনে, আচার-ব্যবহারে ঢুঁড়িতে চান তাঁহারা বিনয় বাবুর মতে হতাশ হইতে বাধ্য। বাংলার নরনারী কতখানি স্বদেশী আর কতখানি বিদেশী তাহার বিশ্লেষণই সেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

:—বাঙালী জাতের নিজ মাথা হইতে স্বাধীনভাবে উদ্ভাবন-করা কোনো জিনিষই কি বাংলার সভ্যতায় পাওয়া যায় না ?

উ:—যাইবে না কেন ? তবে সর্ব্বদাই—সকল যুগেই,—সকল খেলায়ই দেশী ও বিদেশী দুই শক্তিই দেখিতে হইবে।

:—এইবার তাহা হইলে বঙ্গ-সংস্কৃতির দেশী-বিদেশী সম্বন্ধে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিন।

উ:—দুএকটা নয়। অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। একখানা পাঁচশ পৃষ্ঠাব্যাপী বই লেখাও সম্ভব। তবে বিনয় বাবুর প্রবন্ধটা মাত্র আট দশ পৃষ্ঠায়ই গতম। কিন্তু তাহাতে যে-কোনো গবেষক পাঁচশ' পৃষ্ঠায় বই সম্পূর্ণ করিবার মতন তথ্য, ইসারা ও যুক্তি পাইবেন। বিনয় বাবু প্রথমে সংস্কৃতি কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার মত সাধারণো প্রচলিত মত হইতে পৃথক্‌।

প্র:—কেন? সংস্কৃতি ত অতি সোজা কথা। তাহার ব্যাখ্যায় আবার বিশেষত্ব কি?

উ:—এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। বিনয় বাবুর মতটা নিরূপণ।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা একই কথা এবং উভয়েরই অর্থ নয়া নয়া সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্টি কার্য্য কাহাকে বলে? মানুষের কার্যকর্মের পশ্চাতে কোন্ শক্তি দেখিতে পাই? পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করিবার আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ার উপর একত্তিয়ার কায়েম করিবার ইচ্ছা, সংসারে প্রভুত্ব চালাইবার বাসনা —এই সব ইচ্ছাই সৃষ্টি-শক্তির গোড়ার কথা। একমাত্র ইচ্ছা থাকিলেই কাজ হয় না। চাই শক্তি, চাই ক্ষমতা। মানুষকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা, তাঁবে আনিবার ক্ষমতা, মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার শক্তি,—এই সবও মানুষের সৃষ্টি কর্মের গোড়ার কথা। কোনো জিনিসকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভোল বদলাইয়া দেওয়ার নামই সংস্কৃতি। আধিপত্য করা, কর্ত্তামি করা প্রভৃতি সংস্কৃতির অঙ্গ। অতএব সংস্কৃতি বা সভ্যতা বলিলে বুঝিব কতগুলা প্রভাব বিস্তার। কোনো লোকের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িলে আশে-পাশের কতকগুলা নতুন-নতুন পথে চিন্তা ও কর্ম করিতে থাকে— ইহারই নাম মতান্তর-গ্রহণ, কর্ম-পরিবর্তন ইত্যাদি। সংস্কৃতি বলিলে এইরূপ মত-সৃষ্টি, মতান্তর-গ্রহণ ও পথান্তর-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিও বুঝিব। এক কথায়, সংস্কৃতি বিজয়লাভেরই প্রতিশব্দ। জীবনের বিস্তার, দিগ্বিজয় সাধন, জগতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, —এই সব সংস্কৃতি বা সভ্যতার নামান্তর মাত্র। পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিই প্রথমতঃ রূপ নেয় সামরিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ পায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি, আর্থিক ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থায়। বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপগুলাও ঠিক এই ক্রমেরই, অর্থাৎ বাঙালীর দিগ্বিজয় দেখিতে পাই প্রথমতঃ লড়াইর কাজে ও রাজনৈতিক জীবনে। তাহা ছাড়া জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, কলা, ধর্মপ্রচার, নৈতিক জীবন, আর্থিক কাজকর্ম ও সমাজ গঠনেও বাঙালী জাতি যুগে-যুগে দিগ্বিজয়ী হইয়াছে। প্রাক্-বৈদিক ও প্রাক্-বৌদ্ধ মহাভারতের লেখকেরা বাঙালীকে অবয়বস্ত যোদ্ধার জাতি বলিয়াই চিনিত। সেই তিন হাজার বছর বাঙালী উত্তর ভারত হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল।

প্র:—বাঙালী জাতিকে দিগ্বিজয়ী প্রমাণ করা কি?

উ:—নিশ্চয়। মহেঞ্জোদারীয় সভ্যতার কাল হইতে বুদ্ধদেবের আমল পর্য্যন্ত যে বঙ্গ-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে, তাহা বলা বাহুল্য নানা প্রকার অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, চিন্তা ও আদর্শের সমষ্টি। সে সবই "দিগ্বিজয়ের" নিদর্শন। কিন্তু এই সকল রীতি-নীতি ও লেনদেন যে সকল "দিগ্বিজয়ী" বাঙালী আবিষ্কার, সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করিয়াছিল তাহারা বর্তমান যুগের পরিভাষায় নানা শ্রেণীর পারিয়া, ইতর, অস্পৃশ্য ও অনার্য্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সকল সংস্কৃতি-প্রবর্তক বঙ্গ-সন্তান সেকালের মাপকাঠিতে "ছোটলোক" মাত্র বিবেচিত হইত। তথাকথিত ইন্দো-আরিয়ান বা আর্য্যেরা বাঙালী-জাতকে "বয়াংসি" অর্থাৎ চিড়িয়ামাত্র সমঝিতে ভ্রান্ত ছিল। বৈদিক সাহিত্যের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া শতপথ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত নানা স্থানে বাঙলার নরনারীকে কাক-পায়রা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আজকালকার দিনে পাহাড়ে, বন-বাদাড়ে, নদী-উপত্যকায় যে সকল আদিমবাসী দেখা যায় তাহারা এবং অন্যান্য অস্পৃশ্য অনুন্নত জাতি, এই প্রাক্-বৈদিক ও প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের বাঙালীদেরই বংশধর বা সংস্কারগত বাসভূত ভাই বিশেষ। অধিকন্তু এই অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জাতির কতকাংশ ঘটনাচক্রে তথাকথিত উচ্চ জাতিতে মিশিয়া গিয়াছে। এই উচ্চ জাতির কতক অংশও সেই প্রাক্-বৈদিক বাঙালী চিড়িয়া কাক ও

পায়রারাই এক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। নৃতত্ত্বের অন্তর্গত শারীরিক মাপজোকের সাহায্যে এই সকল যোগা-যোগ এবং সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা এখনো খুব সহজ ব্যাপার নহে। কেননা মাথা-চোখ হাত-পা ইত্যাদি লইয়া তুলনায় জরীপ করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনো বড়ো বেশী হয় নাই। অধিকন্তু বর্ত্তমানের আলোচনায় রক্তসংমিশ্রণ, বর্ণসঙ্কর, আকৃতিগত মিল ইত্যাদির সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতেছি না।

প্র:—এই ত গেল অতি-প্রাচীন যুগের কথা। তাহার পর ?

উ:—মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত হইতে সেনবংশ পর্য্যন্ত এই দেড় হাজার বছরও বাঙলা দেশ স্বাধীন ছিল—অর্থাৎ এই সময়ে বাঙলাদেশ উত্তর ভারতের তাঁবেদারিতে ছিল না। অবশ্য মৌর্য্য ও গুপ্তদের সময়ে কিছু-কালের জন্য পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিশ্বজয়ী হিন্দুদের ভাষা সংস্কৃত। কিন্তু পূর্ব্ব ভারতের লোকেরা সংস্কৃত বুঝিত না বলিয়া ইহাদিগকে চিড়িয়া বলা হইত। এই চিড়িয়াদের দেশে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের বৈদিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি কবে প্রথম আমদানি হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। বাঙলাভাষী লোকগুলির মগজে অবরদস্ত বৈদিক সংস্কৃতি, ইন্দো-আরীয় সভ্যতা ও হিন্দুত্ব ঢুকাইতে অনেক সময় লাগিয়াছে অর্থাৎ বাঙালী-জাতকে হিন্দু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে কম বেশ পাইতে হয় নাই। বুঝিতে হইবে, চিড়িয়া জাতীয় বাঙলার অনার্য্য নরনারীকে বৈদিক অথবা তথাকথিত ইন্দো-আরীয় সভ্যতা মাফিক্ সংস্কৃতীকরণ নেহাৎ "মধুর বহিবে বায়, বেয়ে যাব রঙ্গে" ব্যাপার ঘটে নাই। এক সংস্কৃতি হইতে আরেক সংস্কৃতিতে টানিয়া আনা নেহাৎ দু'একদিনে ঘটিয়া উঠে না। সংস্কৃতীকরণ বহুকাল-সাপেক্ষ। বাঙলার "হরিজন"রা খুব সহজে বিদেশী সংস্কৃতির খপ্পরে পড়ে নাই। পাঞ্জাবী ও কনৌজীয়দের হিন্দুধর্ম্ম এবং বিহারীদের বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙালীদের হাতে যথেষ্ট বাধা পাইয়াছিল। বাঙালীরা তাহাদের স্থানীয় দেবদেবী, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি দিয়া এই দুই অবাঙালী ও বিদেশী ধর্ম্মকে নতুন ছাচে ঢালিয়া লইয়াছে।

হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্ম্ম সেকালের বাঙলার অনার্য্য নরনারীর পক্ষে বিদেশী মাল। বাঙালী জাত এই বিদেশী ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে নিজ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি দিয়া জয় করিয়াছিল। অর্থাৎ তথাকথিত আর্য্য-ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি অনার্য্য বাঙালীর প্রভাবে পড়িয়া অনার্য্যীকৃত হইয়াছে। ইহাকে বলিব অবাঙালী সংস্কৃতির বাঙালীকরণ। হিন্দুধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনায়াসে বাঙালীদের জয় করিয়া লইতে পারে নাই, বাঙালী ধর্ম্মের নিকটও ইহাদের মাথা নোয়াইতে হইয়াছে। সন্ধি হইয়াছে। 'পারিয়া' অর্থাৎ অনার্য্য বাঙালী বা কাক ও পায়রা-জাতীয় নরনারীর সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটা বোঝাপড়া,, আপোষ, সমঝোতা সাধিত হইয়াছিল। ইন্দো-আরিয়ান ধর্ম্ম যেমন বাঙলা দেশকে জয় করিয়াছে বাঙালী ধর্ম্মও তেমনি উহাকে নাজেহাল করিয়াছে। জয়টা এক-তরফা হয় নাই—ধর্ম্মান্তর বা মতান্তর গ্রহণটা হইয়াছে পারস্পরিক, অনার্য্যের আর্য্যীকরণ আর আর্য্যের অনার্য্যীকরণ দুই-ই সেকালের বঙ্গ-সংস্কৃতির ভিতরে এক সঙ্গে দেখিতে হইবে, তাছাড়া বাঙলাদেশের খুব বেশি লোককে নতুন ধর্ম্মে আনা যায় নাই। বৈদিক মতে হিন্দুকরণ এবং বৌদ্ধকরণ সাধিত হইতে অনেক বাধা ছিল, অধিকন্তু সকল অঞ্চলে সমান মাত্রায় আর্য্যীকরণ সম্ভব হয় নাই। বিঘ্ন ছিল নানা রকমের। দেশে লোকের বসতি খুব ঘন ছিল না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব ছিল অনেক। বনবাদাড়, প্রচণ্ড নদী, পথ-ঘাটের অভাব, সব কিছু মিলিয়া আন্তর্ঘানবিক সম্বন্ধটা গড়িয়া উঠিতে দেয় নাই। কাজেই আর্য্য-দিগ্বিজয় পদে পদে বাধা পাইতে থাকে। এই সকল ধর্ম্মের বাধাবিপত্তি দূর করিবার মত কলাকৌশল

তখনকার দিনের আর্য্য, বৈদিক বা হিন্দুমিশনের অর্থাৎ প্রচারপ্রতিষ্ঠানের ছিল না। প্রচার কার্য্যটা সাধু সন্ন্যাসী, পণ্ডিতদের চেষ্টায় যা কিছু হইয়াছে —কোন প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় হয় নাই। শিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের সংখ্যা কম থাকায় প্রচার কার্য্যটা কাগজপত্রে তত হয় নাই যতটা হইয়াছে মুখে-মুখে।

ষোড়শ শতাব্দী (আকবরের সময়)—ষোড়শ শতাব্দী কেন, বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দী—পর্য্যন্ত বাঙলাদেশের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎই থাকে। এই আড়াই হাজার বছরে লোক সংখ্যা ও বসতি বাড়িতে থাকে, যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্ট হইতে থাকে এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়া চলে। দিনের পর দিন মানুষে-মানুষে, গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে ভাবের আদান-প্রদান কতকটা সহজ হইতে থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আদান-প্রদানের এইরূপ প্রগতি বা বাড়তি দেখা যায়। কিন্তু এই বাড়তির মাত্রাটা বড় বেশি উঁচু নয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আবহাওয়ায় অতি উঁচু মাত্রায় ও বিপুল বহরে লোকে-লোকে মেলামেশা, লেনদেন ও যোগাযোগ সাধিত হইতেছে। সেই বহরের ও সেই মাত্রায় মেলা-মেশা, লেনদেন ও যোগাযোগ ওই দুই হাজার বৎসরের প্রথমদিকে ঘটিয়া ওঠে নাই, ইহা প্রথমেই বুঝিয়া রাখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

"বুলেটিন অব ইণ্টার্ন্যাশন্যাল নিউজ"

বিলাতের অন্যতম "আন্তর্জাতিক লেন-দেন-পরিষৎ" রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইণ্টার্ন্যাশন্যাল অ্যাফেয়ার্স নামে পরিচিত। এই পরিষদের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং বাদশা। এই জন্য "রয়্যাল" শব্দটা নামের সঙ্গে গাঁথা আছে। প্রতি মাসে দুইবার করিয়া এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে পত্রিকা বাহির হয়। নাম "বুলেটিন অব ইণ্টার্ন্যাশন্যাল নিউজ।" বেশ খরচ পত্র করিয়া রচনা সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক লেখকই নামডাকা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক। লেখকের জন্য দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা আছে। কাজেই রচনাগুলা "নমোনমঃ" করিয়া সারিবার জো নাই।

এই পরিষদের শাখা ব্রটিশ সাম্রাজ্যের নানা কেন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দিল্লীতে আছে ভারতীয় শাখা। সেই শাখার অন্যতম সভ্য "আধিক উন্নতি"র সম্পাদক।

"বুলেটিন" হইতে মাঝে মাঝে আমরা "আর্থিক উন্নতি"র জন্য মাল সংগ্রহ করিয়া থাকি। ১৯৪১ সনের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে যে সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহার ভিতর আছে নিম্নলিখিত বস্তু:—(১) মালয় উপদ্বীপের আর্থিক বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ যানবাহনের কথা। মানচিত্র আছে। (২) যুগোস্লাভিয়ার ডাগবাটোআরা (মানচিত্র সহ)। (৩) মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা (১০ ডিসেম্বর ১৯৪১)। (৪) বিলাতী মন্ত্রি-প্রধান চার্চ্চিলের প্রদত্ত লড়াই বিবরণ (১১ ডিসেম্বর)।

দুনিয়াব্যাপী লড়াইয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয় নিয়মিত-রূপে। প্রথম অংশে আছে পশ্চিম ইয়োরোপ ও আট-লাণ্টিকের খবর (৮ ডিসেম্বর হইতে ২৭ ডিসেম্বর)। দ্বিতীয় অংশে পাই জার্মাণি ও রুশিয়ার সামরিক দিন-লিপি। উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের লড়াই বিবৃত আছে তৃতীয় অংশে। চতুর্থ অংশ প্রশান্তসাগর সম্বন্ধে। বুলেটিনের পরবর্ত্তী অধ্যায় দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক (সঙ্গে সঙ্গে সামরিক) সংবাদের জন্য বিশেষীকৃত। ইংরেজি বর্ণমালার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রথম অক্ষর হিসাবে দেশগুলা সাজানো হইয়া থাকে। আবিসিনিয়া হইতে যুগোস্লাভিয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের পাক্ষিক পত্রিকা পাইতেছি।

বলা বাহুল্য "বুলেটিনটা" সমসাময়িক ইতিহাসের দলিল হিসাবে যারপর নাই দামী। অবশ্য তথ্যগুলা সবই রয়টার ইত্যাদি সরকারী ও বে-সরকারী দপ্তরের দেওয়া চিজ। বুঝিতে হইবে যে, গোটা দুনিয়ার ইতিহাস-লেখা পর্য্যন্ত রয়টারের সংবাদদাতার সত্যনিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। দুনিয়ার যে-সব লোক রয়টারের গ্রাহক অর্থাৎ পাঠক নয় তাহারা হয়ত প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধে অন্য ধরণের সংবাদ পাইয়া থাকে। বিলাতী আন্তর্জাতিক পরিষদের তথ্যগুলা অন্য দেশীয় আন্তর্জাতিক পরিষদের তথ্যের সঙ্গে অনেক বিষয়ে না মিলিতেও পারে।

"ইণ্টার্ন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

জেনীভার "লীগ অব্ নেশন্‌স" (বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ) লড়াইয়ের হিড়িকে পটল তুলিয়াছে অথবা "গঙ্গা ঘুখো পা" হিসাবে শুইয়া আছে। তবে তাহার মজুর বিভাগ এখনো

চলিতেছে,—কিন্তু জেনীভায় নয়। কানাডা দেশের মণ্ট্রিয়াল শহরের বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্টার্ন্যাশন্যাল লেবার আফিসকে আশ্রয় দিয়াছে। সেই আশ্রয় হইতে আজকাল "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ" নামক আন্তর্জ্জাতিক মজুর পত্রিকা ফি মাসে বাহির হয়। ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর সংখ্যাটা এতদিনে হস্তগত হইল। রচনাগুলায় পূর্ব্বেকার উৎকর্ষ বজায় আছে। কারণ লেখকগুলা ত আর পঙ্গু প্রাপ্ত হয় নাই। অধিকন্তু তাহাদের পোষপোষ আর রাহা-খরচের ব্যবস্থা যথাপূর্ব্বই আছে।

একটা রচনায় আছে জার্ম্মাণি বিষয়ক তথ্য ও সংখ্যা। জার্ম্মাণ মেয়েরা ফ্যাক্টরিতে, কৃষিক্ষেত্রে, আর অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে হিট্‌লার-শাসনে কতটা কাজ করে আর তাহাদের জন্য সরকারী সুব্যবস্থা কতখানি করা হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধের মাল। প্রথম অবস্থায় (১৯৩৩-৩৬) হিট্‌লার মেয়েদেরকে ফ্যাক্টরি হইতে সরাইয়া তাহাদের ঠাঁইয়ে পুরুষদেরকে কাজ দিয়াছিল। ১৯৩৬ সনের পর ১৯৩৯ সেপ্টেম্বরে লড়াই সুরু হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েদেরকে আবার নতুন করিয়া নানা ফ্যাক্টরির কাজে মোতায়েন করা হইয়াছে। এই সময়ে হিট্‌লারের উদ্দেশ্য ছিল যেন-তেন প্রকারেণ মোসাবিদা-মাফিক জার্ম্মাণির ধন সম্পদ বৃদ্ধি করা। এই জন্য মজুর নিয়োগের বেলায় মেয়ে-পুরুষ তফাৎ করা হয় নাই। ১৯৩৯ সেপ্টেম্বরের পর লড়াইয়ের জন্য পুরুষেরা দিয়াছে প্রাণ দিতে। কাজেই মেয়েদেরকে আবার লাগানো হইতেছে সকল প্রকার ফ্যাক্টরির কাজে। এই আড়াই সনের ইতিহাসের কর্ম্মে স্ত্রী-প্রাধান্য দেখা যায়। ১৯৩২ সনে মেয়েদের সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৪০ সনে দাঁড়ায় ১৫০। ১৯৩৫ সনে সকল প্রকার গতর খাটাইবার কাজে মেয়েরা ছিল পুরুষের শতকরা ৩৪ জন। ১৯৪০ সনে শতকরা হার ৩৯। মেয়েদের যাহাতে কোনো হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ফ্যাক্টরির মালিক ও পরিচালকদিগকে জবরদস্ত শাসন করিতেছে। কেবল আয় সম্বন্ধে নয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মেয়েদের জন্য সুব্যবস্থা না করিলে প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্র চরম সাজা পাইয়া থাকে।

"বাংলায় রুসো"। বাংলায় আর একখানা ফরাসী বই আসিল। এই জন্য তর্জ্জমাকারীকে অভিনন্দন করিতেছি। তাঁহার নাম ননীমাধব চৌধুরী। মূল ফরাসী বইয়ের নাম "কঁত্রা সোসিয়াল" (সামাজিক চুক্তি)। ১৭৬২ সালে অর্থাৎ ১৮০ বৎসর পূর্ব্বেকার রচনা। গ্রন্থকার ছিলেন দুনিয়ার অন্যতম জগদ্‌গুরু জাঁ জাক্ রুসো (১৭১২—১৭৭৮)।

তর্জ্জমার একটা নমুনা দেখাইতেছি, যথা—"তাহা হইলে শাসনশক্তি কি? শাসনশক্তি প্রজাগণ এবং রাজশক্তির মধ্যে পরস্পরের আদানপ্রদানের জন্য স্থাপিত একটি সমবায়, যাহার কর্ত্তব্য আইন সমূহকে কার্য্যে পরিণত করা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উভয় প্রকারের স্বাধীনতা বজায় রাখা।"

আর একটা নমুনা নিম্নরূপ :—"যে মুহূর্ত্তে শাসনকর্ত্তৃপক্ষ রাজশক্তির স্থান জবর দখল করে সেই মুহূর্ত্তে সামাজিক চুক্তি ভঙ্গ হয় এবং সাধারণ নাগরিকবর্গ অধিকার সূত্রে আপনাদিগের স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়। তখন তাহারা আদেশ পালনে বাধ্য হইতে পারে কিন্তু আদেশ পালন করা আর তাহাদের কর্ত্তব্য থাকে না।"

বাংলা অনেক স্থলেই প্রাঞ্জল এবং সুবোধ্য।

ফরাসী-জান্তা কেহ কেহ বলিতেছেন, "ভলঁতে জেনেরাল" (বা "জেনারল উইল") বলিলে "সাধারণ ইচ্ছা" বুঝায় না। হওয়া উচিত "সার্ব্বজনিক মত বা ইচ্ছা" অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের মত বা ইচ্ছা। সেইরূপ "ভলঁতে পার্টিকুলেয়ার" "বিশেষ ইচ্ছা" নয়, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা।

এক হিসাবে বাংলা তর্জ্জমা করা ইংরেজি হইতে যতটা কঠিন বা সোজা, ফরাসী হইতেও অবিকল তাই। "আর্থিক উন্নতি"র এপিঠ ওপিঠ সব পিঠেই তর্জ্জমায়-তর্জ্জমায় ধুল পরিমাণ। বহুসংখ্যক বিদেশী পত্রিকার, পুস্তিকার ও গ্রন্থের মাল বাংলায় আনিয়া হাজির করা "আর্থিক উন্নতি"র মাসিক ধান্ধা। কাজেই অনেক সময়ে বেশ চোস্ত মোলায়েম মুখরোচক শব্দ আসিয়া জুটে না। ননীবাবুর তর্জ্জমায়ও এই ধরণের অসম্পূর্ণতা থাকা মারাত্মক-কিছু নয়।

রুসোর বই বাংলায় হাজির হওয়া উচিত ছিল বঙ্কিম-যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো সময়ে, অর্থাৎ কম-সে-কম পঁচাত্তর বৎসর আগে। এতদিনেও যে রুসোর মতন গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে দেখা দেন নাই তাহাতে বাঙালীর ইজ্জৎ খাটো ছাড়া বড় হয় না।

ত্রিশ-একত্রিশ বৎসর হইল "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদক অধ্যাপক বিনয় সরকার ১৯১১ সনে পাশ্চাত্য সাহিত্যে বাংলা তর্জ্জমার আন্দোলন সুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষোপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবের সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে তিনি একটা ধনভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেন। সেই তত্ত্বাবধানে রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক ফরাসী পণ্ডিত গীজো প্রণীত "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" বাংলায় বাহির হইয়াছে। সেই তত্ত্বাবধানেই বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম গবেষক সুধাকান্ত দে ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী রিকার্ডো প্রণীত "ধনবিজ্ঞান ও রাজস্ব" নামক গ্রন্থের তর্জ্জমা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু মোটের উপর বাংলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সমাজশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ক উচ্চশ্রেণীর গদ্য-গ্রন্থের তর্জ্জমা যারপর নাই কম। ইহা লজ্জার কথা। ননী বাবু রুসোর জগদ্‌বিখ্যাত বইয়ের খানিকটা বাঙালীকে যে উপহার দিলেন ইহা আনন্দের বিষয়।

এই সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বিনয় বাবু নিম্নে চারখানা বিদেশী বই বাংলায় ঘাড় করাইয়াছেন,—যথা (১) মার্কিণ "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর", (২) ফরাসী "ধন-দৌলতের রূপান্তর" (মার্কস-পন্থী লাফার্গের বই), (৩) জার্ম্মাণ "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি" (ফ্রেড্‌রিক লিষ্ট প্রণীত, (৪) জার্ম্মাণ "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের রচনা)।

সুতরাং "আর্থিক উন্নতি"র আবহাওয়ায় এবং পাঠক মহলে ননীমাধব চৌধুরীর "সামাজিক চুক্তি" সমাদৃত হইবে। ননী বাবুর পথে আরও অনেক বাঙালী লেখক তর্জ্জমায় হাত খেলাইতে সুরু করুন। বাঙালীর গৌরব বাড়িবে।

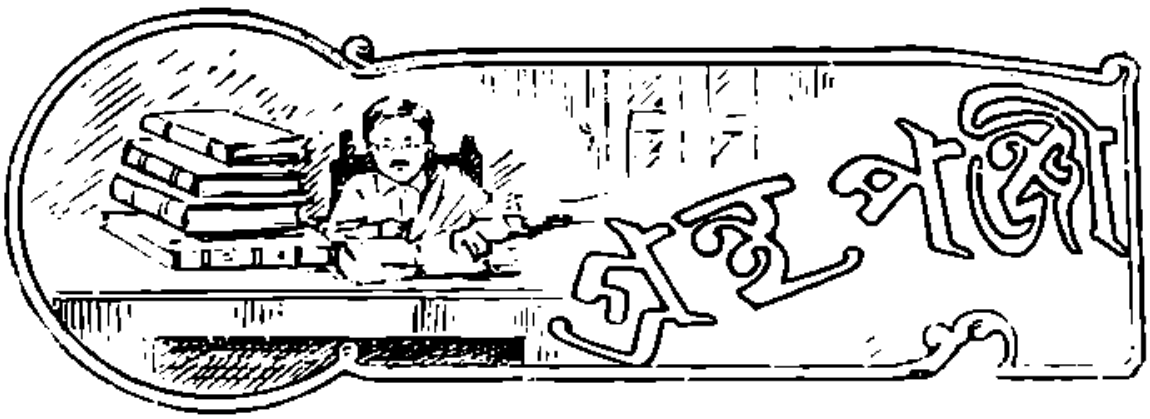

১। "সিটিজেন্‌স্‌ উইদাউট ওয়ার্ক" (কর্মহীন স্বদেশবাসী) ; ই রাইট বাকে ; নিউ হেভ্‌ন, ইলে বিশ্ব-বিদ্যালয় ; ১৯৪০ ; ১১ + ৩১১ পৃষ্ঠা ; ৩ ডলার।

২। "থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস অব্‌ অ্যাক্‌সিডেণ্ট অ্যাণ্ড হেল্‌থ্‌ ইন্‌শিওর‍্যান্স" ; (স্বাস্থ্য-বীমার জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড) ; এস, এম, লাইণ্ট্‌ ; ফিলাডেলফিয়া ; স্পেক্‌-টেটার ; ১৯৪১ ; ২৩৫ পৃষ্ঠা।

৩। "পার্সনেল ম্যানেজমেণ্ট" (কর্মকেন্দ্রের লোক-শাসন) ; ওয়াল্টার ডিল স্কট ও রবার্ট ক্লোদিয়ার ; নিউ ইয়র্ক ; ম্যাক্‌গ্র হিল কোং ; ১৯৪১ ; ২২ + ৫৮৯ পৃষ্ঠা। ৪ ডলার।

৪। "দি ষ্ট্রাগ্‌ল্‌ ফর নর্থ চায়না" (উত্তরে চীনের জন্য লড়াই) ; জর্জ টেলার ; নিউ ইয়র্ক ; ইনষ্টিটিউট অব প্যাসিফিক রেলেশন্‌স ; ১৯৪০ ; ১৪ + ২৫০ ; ২ ডলার।

৫। "ক্লাশ অব্‌ থ্রি এম্‌পায়ার্স" (তিন সাম্রাজ্যের সঙ্ঘর্ষ) ; ডি, ডি, ঘোষী ; এলাহাবাদ ; কিতাবিস্তান ; ২০৭ পৃষ্ঠা।

৬। "ওয়ার্ল্‌ড-কমিউনিজম" (দুনিয়াব্যাপী সাম্য) ; এফ্‌ বোকেনাও ; নিউ ইয়র্ক ; নর্টন কোং ; ৪৪২ পৃষ্ঠা ; ৩·৭৫ ডলার।

৭। "ন্যাশন্যাল ইউনিটি অ্যাণ্ড ডিস্‌ইউনিটি" (জাতিগত ঐক্য ও অনৈক্য) ; ওস্কার ডিপুফ্‌ ; বুমিংটন ; প্রিন্সিপিয়া প্রেস ; ১৯৪১ ; ১৯ + ৪০৮ পৃষ্ঠা ; ৩·৫০ ডলার।

৮। "প্রেফেস টু ইউজেনিক্‌স্‌" (সুপ্রজনন-বিদ্যার ভূমিকা) ; এফ্‌ অসবর্ণ ; নিউ ইয়র্ক ; হার্পার ব্রাদার্স ১৯৩০ ; ১১ + ৩১২ পৃষ্ঠা ; ২·৭৫ ডলার।

৯। "ডীলিং উইথ ডেলিক্কোয়েন্সি" (অপরাধ চিকিৎসা) ; মার্জোরি বেল ; নিউ ইয়র্ক ; ১৯৩০ ; ৩৪১ পৃষ্ঠা ; ১·২৫ ডলার।

১০। "দি ক্রিমিন্যালিটি অব ইয়্‌থ" (যৌবনের অপরাধ) ; টি, সেলিন। ফিলাডেল্‌ফিয়া ; ১৯৩০ ; ১১৬ পৃষ্ঠা ; ১·৫০ ডলার।

১১। "পুলিস সিষ্টেম্‌স্‌ ইন দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌" ; (মার্কিণ দেশের পুলিশ ব্যবস্থা) ; বি, সিমথ ; নিউ ইয়র্ক ; হার্পার ; ১৯৪০ ; ২০ + ৩৮৪ পৃষ্ঠা ; ৩ ডলার।

১২। "ইণ্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড ক্রাইম" ; (বুদ্ধি ও অপরাধ) ; স, টান্‌চিন। শিকাগো, বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৩৯ ; ১৩ + ১৬৬ পৃষ্ঠা ; ২ ডলার।

দুনিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জাতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এ যুগে ছিল না, ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য[১০]। সংখ্যা-রাশির নজিরে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দশকের পর দশকে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার ফিরিস্তি দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন।

তাহা হইলেও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার "আদর্শ"টা সব দেশেই দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার মাত্রা বারপর নাই সঙ্কীর্ণ ছিল। সর্ব্বত্রই আপেক্ষিকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কাম্য দেখা যাইত কিন্তু মোটা রকমের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এক রকম ছিল না বলিলেই চলে।

নীট জাতীয় আয়ের সঙ্গে নীট আমদানির তুলনা করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানাস্থানে এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অভাব দেখা যাইবে। মোট আয়ের ভিতর আমদানির শতকরা হিস্যা এইরূপ (১৯২৯ সনের আমদানি এবং ১৯২৫-৩৪ সনের আয় দেখান হইতেছে[১১]) :—

দেশ	শতকরা	দেশ	শতকরা
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪৭·২	কানাডা	২৫·৬
নিউজিল্যাণ্ড	৩৩·৭	যুক্তরাজ্য	২৪·৭
অষ্ট্রেলিয়া	২৭·৮	ভারতবর্ষ	৬·১

১৯২৯ সনে এই স্থানগুলি শতকরা ৬·১ (ভারত) হইতে ৪৭·২ (দক্ষিণ আফ্রিকা) ভাগ পর্য্যন্ত বিদেশী আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল। সমগ্র ব্রিঃ সাম্রাজ্যকে জনপদ হিসাবে একত্র ধরিয়া লইলে এই বিভিন্ন শতকরা হিস্যাগুলো বতাইয়া না দেখিলেও চলে। কেন না ১৯৩৭ সনে ব্রিঃ সাম্রাজ্য শতকরা ৮·০ ভাগ মাত্র অন্যান্য দেশের আমদানির উপর নির্ভর করিত।

বাস্তবিক পক্ষে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা কোথাও ছিল না। আপেক্ষিকভাবে বলিলে বলা উচিত যে, ১৯২৯ সনে বৃহদায়তন দেশগুলির স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ছিল মন্দ নয়। বিদেশী দ্রব্যের উপর নির্ভরতা ইহাদের অপেক্ষাকৃত কম ছিল। যথা :—

দেশ	শতকরা	দেশ	শতকরা
রুশিয়া	২·৬	ভারত	৬·১
চীন	৩·৬	যুক্তরাষ্ট্র	৬·৬

রুশিয়া, চীন, ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আপেক্ষিকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশে পরস্পর-নির্ভরতাই ছিল বিশ্বঠোলত্তের ছাঁচ বা গড়ন। যুক্তরাজ্যে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে কয়েকটা দেশে বিদেশী দ্রব্যের উপর নির্ভরতার হিসাব দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

দেশ	শতকরা	দেশ	শতকরা
যুক্তরাজ্য	২৪·৭	জার্ম্মাণি	১৮·২
ইতালি	২১·৪	জাপান	১২·৩
ফ্রান্স	১৮·৩	ব্রিঃ সাম্রাজ্য	৮·০

এই কথা জানা দরকার যে, স্বয়ং-সম্পূর্ণতাই আর্থিক উন্নতির নিদর্শন নয়। তবে রাষ্ট্রিক তথা সামরিক দিক্ হইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা কাম্য হইলে বলিতে হইবে যে, ১৯৩৭ সনে ব্রিঃ সাম্রাজ্যের অবস্থা (৮·০ ভাগ পরনির্ভরতা) খুব ভাল ও নিরেট ছিল।

---

১০ সরকার :—ইনচার্চ্চিয়াল প্ল্যানিং অ্যাণ্ড ইকনমিক অটার্কি (ক্যালকাটা রিভিউ, আগষ্ট, ১৯৩৯)।

দি বুলেটিন অব ইণ্টার ন্যাশনাল নিউজ (রয়্যাল ইনষ্টিট্যুট অব ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, লণ্ডন, এপ্রিল ১৫, ১৯৪১)—ডিপ্রিজ অব ন্যাশনাল অ্যাণ্ড রিজার্ভাল সেল্ফ্-সাফিসিয়েন্সি প্রবন্ধ।

দুই

বিশ্বদৌলত (১৯৪৪-৬০)

এই পর্যন্ত আমরা সাম্প্রতিক আর্থিক ক্রমবিকাশের সংখ্যানিষ্ঠ গবেষণা করিলাম। তাহার ফলে দুই গোলার্দ্ধের আর্থিক গড়ন বেশ চলনসইরূপে বুঝিয়া লওয়া গেল। দেখিলাম গড়নটা বিচিত্র। উহার ভিতরে আছে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কয়েক মাত্রা আর তাহার সঙ্গে জড়িত আছে আন্তর্জাতিকতার কয়েক মাত্রা।

আজকাল দুনিয়ার বাজারে বিশেষতঃ রাষ্ট্রনৈতিক সংসারে নয়া শৃঙ্খলা বা নয়া ব্যবস্থা, বিশ্বব্যবস্থা বা বিশ্ব-শৃঙ্খলা, এবং বিশ্বফেডারেশন বা বিশ্ব-সঙ্ঘ ইত্যাদি নানা বুলি ওলস্তায় আছে। এই সবগুলার ভিতরই এই সর্ব্ব-গ্রাসী বিশ্বপ্রেমের দস্তুর বেশ-কিছু প্রকট। কিন্তু বিশ্ব-দৌলত বলিলে সেই বিশ্বপ্রেমের স্বপ্ন দেখিতে হইবে না। নেহাৎ সোজা অর্থে বিশ্বদৌলত ব্যবহার করিতেছি। একালের দুনিয়ায় যে সকল আন্তর্ধানবিক যোগাযোগ ও ক্রমবিকাশ দেখা যায় তাহার সঙ্গে খাপ খায় এমন একটা আর্থিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু বুঝিতেছি না। তাহার আকার-প্রকার নিম্নরূপ। দেখা যাইতেছে যে আর্থিক কর্ম্মভূমিতে গোটাকয়েক অর্থাৎ একাধিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা মজুত আছে ও থাকিবে। এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গুলার প্রত্যেকেই বিধিবদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত। এই সঙ্গে গোটাকয়েক আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ দুনিয়ার ধনদৌলত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ও করিবে। কোনো একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের তদ্‌বিরে আর্থিক দুনিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় চলিতে পারে না। অতিদূর লক্ষ্য বা ভবিষ্যতের জন্য আদর্শের কথা বলিতেছি না। আজকালকার সংসারে যাহা বস্তু-সৎ সেইরূপ বুঝিয়াই এই ধরণের একাধিক আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের চিত্র চোখের সম্মুখে দেখিতেছি।

এতগুলা রকমারি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সহজে বোধ-গম্য কিনা সন্দেহ। বুঝিতে হইবে যে ইহারা অল্প-বিস্তর পরস্পর-স্বাধীন। ঠিক যেন সৌরমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রের মত বাণিজ্য-জগতের এই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘগুলা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চক্রে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক সঙ্ঘের গতিবিধি কোনো-কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রভাবশালী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই কল্পনার কোনো ঐকাশীল সূর্য্যমণ্ডলের স্থান দেখিতেছি না। দুই গোলার্দ্ধের অর্থাৎ সমগ্র ভূখণ্ডের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এমন অবস্থা চিন্তার বহির্ভূত। অতএব একটা সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বদৌলতের ঠাঁই-এ আমাদিগকে কতগুলা স্থানবদ্ধ আংশিক বিশ্বদৌলতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ধরা যাক্, যে বিশ্বদৌলত বলিলে আমরা নিম্নলিখিত সাতটি স্থানবদ্ধ এবং অনৈক্যশীল বিশ্বদৌলত বুঝিব।

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক অর্থচক্র	৪। জাপানী অর্থচক্র
২। ফরাসী সাম্রাজ্যিক অর্থচক্র	৫। জার্ম্মাণ অর্থচক্র
৩। রুশ অর্থচক্র	৬। ইতালিয় অর্থচক্র

এই সকল স্থানবদ্ধ অর্থমণ্ডলকে আংশিক বিশ্বদৌলত বলিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে এই সাতটির প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন মুদ্রা চলিৎ আছে এবং প্রত্যেক চক্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জনপদ মোটামুটি একই প্রকারের শিক্কার ঐক্যবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ আমদানী রপ্তানীর শুল্কের ব্যাপারে এই প্রত্যেকটা মণ্ডল একটা নিজস্ব রূপ পাইয়াছে—অর্থাৎ আলাদা গড়ন লইয়াছে। ইহার অন্তর্গত দেশগুলি একই শুল্কের নিয়ম মানিয়া চলে। প্রত্যেক আর্থিক গ্রহমণ্ডল যেন এক-একটা স্বতন্ত্র শুল্ক-সঙ্ঘ বিশেষ। পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য সব-কিছু এই সাতটি মণ্ডলে বিভক্ত বুঝিতে হইবে। কামুফ্লাশ্ ব্যবহার না করিয়া অর্থাৎ "ঢাক ঢাক গুড় গুড়" না করিয়া এই সাতটি মণ্ডলকে প্রভাব-মণ্ডল বা স্বার্থমণ্ডল রূপে বিবেচনা করা উচিত। এই সাতটির পরস্পরের সহিত যোগ নাই এরূপ ভাবিবার কোনো কারণ নাই। ইহাদের ভিতরে সর্ব্বদাই ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, ভ্রমণ প্রভৃতি অবাধে চলিতেছে। ধনবিজ্ঞানে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে "ক্লোজড্ কমার্শিয়াল ষ্টেট" অর্থাৎ "অবরুদ্ধ বাণিজ্য-রাষ্ট্র" নামক দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন একপ্রকার রাষ্ট্রের কল্পনা করা হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্ম্মাণ দার্শনিক

বিশ্বটে এইরূপ দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন বাণিজ্য-রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। এই দাবীটি স্থানবদ্ধ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং অন্যান্য সঙ্ঘ যোগসূত্রবিহীন সমষ্টিতে হইবে না। চয় ত সময়-সময় ইহাদের কেহ-কেহ কোনো-কোনো ব্যাপারে নিজেদের ভিতর পরামর্শ করিবে, ভাবের আদান-প্রদান করিবে; কেউ কেউ হয়ত অন্যের সিভা, ব্যাঙ্কের কারবার ও যানবাহন সম্বন্ধে পারস্পরিক রীতিনীতি মানিয়া লইবে (উদাহরণ স্বরূপ "ষ্টার্লিং ব্লক" উল্লেখযোগ্য)। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের প্রত্যেকের রীতিনীতি আলাদা ধরণের হইবে এবং ইহারা পরস্পর-উপরশীল এবং যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়রূপে নিজ-নিজ গতিবিধি চালাইতে থাকিবে।

উৎপাদন ও বিক্রীর আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলি[১১] উৎপন্ন মাল ও ব্যবসাবাণিজ্যকে স্থানবদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জাতিক শর্করা-পরিষদ, পারদ-সঙ্ঘ, রেলদ্রব্য উৎপাদনের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ এবং এই রকম আরও অনেক প্রতিষ্ঠান প্রায় গোটা দুনিয়ায় কাজ করিতেছে। ইহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা চলে না এবং এই স্বদেশী আর স্বয়ং-সম্পূর্ণতার আমলেও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘগুলা নয়া জিনিস নয়, তবে ১৯২৯-৩২ সনের দুনিয়াব্যাপী মন্দার সময়েই এগুলি খুব জনপ্রিয় হয়। উল্লিখিত সঙ্ঘ অর্থচক্রে এগুলি বেমাপ না হইবারই কথা।

গোটা দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক ঐক্য বিশিষ্ট মূর্ত্তি চলিবে এই সম্ভাবনা সম্প্রতি নাই। বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্যও কোনো দিন চলিবে কিনা সন্দেহ। বহু-কেন্দ্রী বিশ্বদৌলত অর্থাৎ বহু সিক্কাশীল ও বহু গুরুশীল অর্থনৈতিক আত্ম-জাতিকতা আসন্ন হইয়াছে এবং ইহা বহু দিন চলিবে তাহা সুনিশ্চিত।

চয় বছর আগে বাইসঙ্ঘের অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে, এখন কোনো জাতীয় পরিকল্পনা হইতে পারে না যাহাতে আখিক দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠা বা বিশেষীকরণ ঘটিয়া উঠিবে[১২]। তাঁহাদের এই ধারণা যে নির্ভুল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থা আরও অনেক চয় বছর কাল চলিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

রোগী যখন বিপদে পড়ে তখন অনেক রকম সংসঙ্কল্প করে, ডাক্তার বা গুরুঠাকুরের সামনে নানা প্রতিজ্ঞা ও মানৎ করে এবং ভালো হইলে সৎপথে চলিবে বলিয়া থাকে। রোগীরা অনেক সময়ই মরেনা আর তারপর যখন চাঙ্গা হইয়া ওঠে সেই সঙ্কল্প ভুলিয়া যায়। ঠিক সেই রকম যুদ্ধের সময়ও মানুষ অনেক-কিছু ভাবে, অনেক-কিছু বলে—বন্ধু-দেশ হইতে এই জিনিসগুলি কিনিব, শত্রু-দেশ হইতে কিনিব না এই রকম অনেক-কিছু সঙ্কল্প করে। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়া যাইবার পর সেগুলি আর মনে থাকে না, দুনিয়া আবার আগের মতই চলিতে থাকে। ইন্‌ষ্টিট্যুট অব ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স প্রকাশিত লাওনেল রবিন্সের "আর্থিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অনৈক্য"[১৩] প্রবন্ধে এই কথাটার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। রবিন্স বলিয়াছেন যে, গোলমালের কারণটা অর্থনৈতিক নয়, রাষ্ট্রিক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "বিচারবুদ্ধি বা সমঝানোর দুইটারই দাম আছে কিন্তু কেবলমাত্র এই দুইটির সাহায্যেই আমরা সমাজদ্রোহী জাতীয় পরিকল্পনা এড়াইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না।"

১২। লয়কার: সেপ্টেম্বর ১৯২৭, ডিসেম্বর ১৯৩০ ও ১৯৩১ সনে প্রকাশিত "জার্ণাল অব দি রয়েল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি" (কলিকাতা)-এ প্রকাশিত "ট্রান্সফর্ম্ম অ্যাণ্ড র‍্যাশন্যালিজেশান:—আসপেক্টস্ অব দি নিউ ইনডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশন", "ইণ্টার ন্যাশনাল কার্টেলস্" ও "কার্টেল্‌স্ ইন জাপান" প্রবন্ধ।

১৩। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক সার্ভে ১৯৩৪-৩৫ (জেনীভা ১৯৩৫) পৃঃ ১৮৮। সিলবোড—"ষ্টিটনারস নিউ ইকনমিক অর্ডার অব ইউরোপ"; আইন্‌সিগ:—নিউ অর্ডার ইন থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস (ইকনমিক জার্ণাল, লণ্ডন, ডিসেম্বর ১৯৪০, এপ্রিল ১৯৪১)।

১৪। ওয়ার্ল্ড্ অর্ডার পেপার্স্ (অগাষ্ট, ১৯৪০, লণ্ডন) পৃঃ ৪৪-৪১।

বিশ্বদৌলতে যুদ্ধ বার-বার আসিবে। আর আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার মধ্যেও কৃষি-শিল্প, ব্যাঙ্ক-বীমা, যানবাহন ইত্যাদিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা বা স্বদেশী আন্দোলনের আওতা চিরস্থায়ী। ইহার ভিতরই নতুন-নতুন বিশ্বব্যবস্থা বা নতুন-নতুন শৃঙ্খলা অর্থাৎ রকমারি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কায়েম হইতে থাকিবে। অতএব এক অল্প-মেয়াদী অবস্থা হইতে আর এক অল্প-মেয়াদী অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য আর্থিক জগৎকে কার্যক্ষম দেখিতে-দেখিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এই অগ্রগতি ধাপে-ধাপে চলিতে থাকা এবং আসামী দশক ও সমীপবর্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা আকাঙ্ক্ষাও অল্প-মেয়াদের কথা ভাবিয়া স্থির করিতে হইবে। চিরস্থায়ী আদর্শ, লম্বা-মেয়াদী পরিকল্পনা বা যুগযুগান্তরব্যাপী কর্মকৌশলের কথা তুলিতে গেলে আর্থিক কর্মক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠার অভাব ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হইবে মাত্র।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থায় বহু কেন্দ্রীকরণ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এখন দরকার নিজের চরকায় তেল দেওয়া। নিজের স্থানগত বিশ্বদৌলতকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক ধান্ধা হওয়া আবশ্যক। এক কথায় নিজের ঘরোয়া আন্তর্জাতিকতা আর্থিক হিসাবে যত উপায়ে হৃষ্টপুষ্টবলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহার সুযোগ ছাড়া আর কিছুর দিকে ব্রিঃ সাম্রাজ্যিক অর্থচক্রের মাথা খেলানো উচিত নয়। আগেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, অন্যান্য অর্থচক্রের সঙ্গে ব্রিটিশ চক্রের পারস্পরিক যোগাযোগ থাকিবে। অন্যান্য বাজারের সঙ্গে ইহার সম্পর্কটা নিছক অর্থনৈতিক। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, ব্রিঃ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রিক এলাকার বাহিরে যে সকল দেশ অবস্থিত তাহাদের কোনো-কোনোটা এলাকার বৃটিশ প্রজার সঙ্গে নিজেদের সুবিধার খাতিরে যোগ রাখিতে পারে। চাকাবড়ি ও শুল্কের ব্যাপার লইয়া এই রকম যোগ রাখা সম্ভব।

যে সকল দেশের জিনিষপত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে খুব চলিৎ কিম্বা যে সকল দেশের বাণিজ্য ব্রিটিশ পুঁজির উপর নির্ভর করে সেই সকল দেশের পক্ষে সিক্কা ও শুল্ক সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রাখা সুবিধাজনক। এই অর্থনৈতিক সংযোগসাধন একমাত্র রাষ্ট্রিক বা সামরিক কারণে ঘটে এইরূপ মনে করা আহাম্মুকি। এই রকম যোগাযোগ দৈনন্দিন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার খাতিরেও ঘটিতে পারে।

দুনিয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইলে আসামী ত্রিশ বৎসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভিন্ন অংশকে আলাদা আলাদা ভাবে জোরালো করিয়া তোলা আবশ্যক। অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ যাহাতে আর্থিক হিসাবে বেশ-কিছু স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয় তাহার জন্য মাথা ঘামানো চাই। ভারতবর্ষ, ডোমিনিয়ন ও কলোনি-গুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে শক্তিশালী করিয়া গড়িতে হইবে। উহাদের আর্থিক স্বরাজ বা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা দিবার প্রয়োজন হইবে। ব্রিটিশ পুঁজি যাহাদের হাতে তাঁহারা ভারতবর্ষ, ডোমিনিয়নসমূহ ও কলোনিগুলি, এবং খোদ বিলাত এই চার জনপদকে, পরস্পর পরস্পরের অভাবপূরকরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিলে ভুল করিয়া বসিবেন। তাঁহাদের উচিত হইবে এই চারটির প্রত্যেককে উৎপাদন ও যোগান সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্ব-স্ব-প্রধান, স্বাবলম্বী, স্বরাজশীল বা স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে তৈরী করা। কোনো ডোমিনিয়ন বা কলোনিকে কতগুলা নির্দিষ্ট কৃষি-শিল্পবাণিজ্যের জন্য একচেটিয়া পারদর্শিতা অর্জন করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। হয়ত এমন হইতে পারে যে কোনো একটা বিষয়ে ভারতবাসীরা খুব করিৎকর্মা হইয়াছে, তাই বলিয়া "খেতে দাও নীতি" অর্থাৎ "যা চলছে তাই চলুক" নীতি চালানো উচিত হইবে না। ভারতবর্ষকে সুনির্দিষ্ট মতলবমাফিক আর্থিক হিসাবে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ করিয়া তোলা উচিত। তেমনি যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রেও দেখিতে হইবে যে কয়েকটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হইলেই চলিবে না—তাহাকেও যথাসম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে হইবে। তাহার পক্ষে সাম্রাজ্যিক বা

অসাম্রাজ্যিক দেশের উপর নির্ভর করা উচিত হইবে না, সব জায়গাতে দেখিতে হইবে যে, বিশেষ কয়েকটা কারবারে করিৎকর্মা হইলে চলিবে না—লক্ষ্য হইবে প্রত্যেক জায়গাতেই যেন সব রকমের কাজকর্ম চলে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোনো জনপদে ন্যূনতম প্রতিবন্ধকের পথে (অর্থাৎ সহজ-সরল-স্বাভাবিক পথে) চলিলে কাজ হইবে না। যে জনপদে যে সব বিশেষ সুযোগ আছে একমাত্র তাহার সদ্ব্যবহার করার দিকে নজর রাখিলেও সাম্রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা পুষ্ট হইতে পারে না।

সাম্রাজ্যের প্রত্যেক জনপদকেই একমাত্র এবং সকল শ্রেণীর কৃষিশিল্পবাণিজ্য সমৃদ্ধ করিয়া তোলা সমভাগভাবে অর্থনৈতিক লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর একটা রূপান্তর দরকার। এই রূপান্তর সাধনের জন্য লক্ষ্য মাফিক মুসাবিদা করা বাঞ্ছনীয়। একদলে কৃষিনিষ্ঠ ও শিল্পনিষ্ঠ জনপদসমূহের কেতারেশন বা সঙ্ঘ হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন হওয়া চাই। তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশই নানা প্রকার কারবারের মিশ্রণে বেশ-কিছু স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বরাজশীল। এই ধরণের বহুসংখ্যক স্বয়ং-সম্পূর্ণ আর্থিক কেন্দ্রের সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিলে বলিতে হইবে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আপাগোড়া অকেন্দ্রীকৃত অর্থাৎ বহুকেন্দ্রশীল হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহুকেন্দ্রীকরণ সাম্রাজ্যিক ধনদৌলত পুষ্টির সহায় হইবে এরূপ বিশ্বাস করা যাইতেছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চার শ্রেণীর জনপদে যাহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যানবাহন ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রের বহু প্রকার কারবারে পুঁজি খাটানো সম্ভব তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা হইবে পুঁজিপতিদের আসল রাষ্ট্রনীতি। অতএব মোটের উপর দেখিতেছি যে, সাম্রাজ্যিক জনপদগুলার প্রত্যেকটাতেই পুঁজি এবং আর্থিক গড়নের খোল-নলচে দুইই বদলাইয়া যাইতে বাধ্য। সর্বত্রই পুরাপুরি পুনর্গঠনের হাঙ্গামায় আসিয়া পড়িলাম। প্রত্যেক জনপদ হরেক রকম কারবারে বৈচিত্র্যশীল হইবে বুঝিতে পারিতেছি। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে বলা যাইতে পারে যে, সাম্রাজ্যের পুঁজি, যন্ত্রপাতি, লোকনিয়োগ আর উৎপাদন যুক্তিনিষ্ঠভাবে সাধিত হইতেছে। তাহার ফলে সাম্রাজ্যিক সুযোগ ও শক্তিসমূহ সকল স্থানে সমানভাবে সদ্ব্যবহৃত হইতেছে। এই হিসাবে সর্বত্র একটা ভারসাম্য চলিতেছে। অর্থাৎ যেখানে যা দরকার তাহার যোগান হইতেছে। ইহাকেই বলে "এ বিশ্ব যাবে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।" তবে ইহা প্রকৃতির খেয়াল মাফিক ব্যবস্থা করার কথা নয়—সজ্ঞানে অসম্পূর্ণতাগুলাকে হটাইয়া সর্বত্র সর্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধনের কৃত্রিম কর্মকৌশলের কথা বলিতেছি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক চেষ্টাকে কেন্দ্রীকৃত করা চলিবে না। উপনিবেশ, ভারতবর্ষ এবং যুক্তরাজ্য,—সর্বত্রই কৃষি-শিল্প-ব্যবসাবাণিজ্য সব কিছুর পুষ্টি-বিধান আদর্শ ও লক্ষ্য।

ভারতের শিল্প স্বরাজ

এইরূপ বহুকেন্দ্রী বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুঁজিব্যবস্থায় ভারতের অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইবে? তাহা দেখিতে হইলে বর্তমান অবস্থাটা প্রথমে বিচার করা দরকার। লোহা ও ইস্পাতের জন্য ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ [illegible] টন লোহা ও ইস্পাত বাহির হইতে আসিত। ইহার ভিতরে থাকিত ইস্পাতের বার, ঢালাই করা লোহার পাত, রিম, পাইপ, টিউব, টিনের পাত, ফিশ্-প্লেট্, রেল্, কাঁটা, হুপ, ষ্ট্রিপ প্রভৃতি[১৫]। কলকারখানার কাজের জন্য ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ১২৭,২০০,০০০ টাকার জিনিস বাহির হইতে আসিত। যতদিন ভারতবর্ষে মেশিন ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারী না হইবে ততদিন ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এবং আস্তে আস্তে চলিতে বাধ্য। অবশ্য বিগত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ অপেক্ষা বর্তমান যুদ্ধের সময় অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের যাঁহারা খোঁজ খবর রাখেন তাঁহাদের কথা অনুযায়ী দেখা যায় যে লড়াইয়ের জন্য ভারতবর্ষে যে সব জিনিস তৈয়ারী হইতেছে তাহার মধ্যে কলকব্জা

১৫ রিভিউ অব দি ট্রেড অব ইণ্ডিয়া (দিল্লী ১৯৩৯) পৃঃ ৯৪-৯৫, ৯৬, ৯৯-১০০, ১০৪।

ও যন্ত্রপাতি যথেষ্ট আছে। ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল বলিয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে ব্রিটিশ বাহিনী ছিল তাহাদের দরকারী জিনিসপত্রের শতকরা ৭৪ ভাগই তৈয়ারী হইয়াছে ভারতে। এই সকল জিনিসের মধ্যে রহিয়াছে বন্দুক, গোলাবারুদ, লোহালক্কড়, আর্মারপ্লেটিং, কাপড়, চামড়ার জিনিস এবং এই রকম আরোও অনেক-কিছু। যুদ্ধ প্রচেষ্টা হিসাবে ভারতে ছোট ঘাট জাহাজ, মাইন-ক্লীয়ারিং যন্ত্র, ডুবো-জাহাজ-খোদানী যন্ত্র প্রভৃতিও তৈয়ারী হইয়াছে। ভারতীয় জাহাজের কারখানায় বাণিজ্য-জাহাজের মেরামতী কাজও করা হইতেছে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এইসব যন্ত্রপাতির কারখানা-গুলির মাত্র শৈশব অবস্থা। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ নেহাৎ পিছনে পড়িয়া আছে। অন্যান্য আধুনিক কর্ম্মক্ষেত্রের মত এই সকল যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং রেল জাহাজ ইত্যাদি তৈয়ারীর বিভাগেও ভারতবর্ষ প্রায় আগের মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি গলগ্রহ বিশেষ। কাপড়ের কল, তেলের কল, মুদ্রাযন্ত্র, লেদযন্ত্র প্রভৃতি তৈয়ারী এখনও স্বল্পাতীত। মোটরকার, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ তৈয়ারী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। ১৯৩৬-৩৭ সনে ১৩,০০০ মোটরকার ও ১০,৩০০ বাস্-লরি প্রতি বৎসর ভারতে আমদানী হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গালোর শহরে সর্ব্বপ্রথম এরোপ্লেনটি তৈয়ারী হইয়াছে এবং ভিজাগাপট্টমে বঙ্গোপসাগরের কূলে প্রথম আধুনিক স্বদেশী জাহাজের কারখানা বসিয়াছে।

সোডিয়াম কার্বনেট, কষ্টিক সোডা, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, পটাসিয়াম, জিঙ্ক ও ক্যালসিয়াম কম্পাউণ্ড, ব্লিচিং পাউডার, কপার সালফেট, গ্লিসারিন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য ১৯৩৬-৩৭ সনে ভারতে আমদানী হইয়াছে ৩০,৫০০,০০০ টাকার। ভারতের এই অভাব অচিরে দূর হওয়া দরকার। চেষ্টা চরিত্র করিলেই দেশের রসায়ন শিল্পের উন্নতি করা যায়। যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্স বা তদ্রূপ কোনো প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। তখন অবশ্য যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করার পথ বাৎলাইবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকিবে না। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইবে ভারত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য যে সব স্থান শিল্পক্ষেত্রে পিছাইয়া আছে তাহাদের শিল্প-বিস্তার পাইবার পথ দেখাইয়া দেওয়া। [১৬]

যুক্তরাজ্য কৃষিকর্ম্ম

এইবার বিলাতে প্রবেশ করা যাউক।

যুক্তরাজ্যের পেশার গড়ন ও আহার-প্রকার পুনর্গঠিত হওয়া দরকার। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স-এর কর্ম্মিষ্ঠক্ষম লোক-গাল্পনীল লোকদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬·৭ জন চাষী (১৯৩১)[১৭] অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক ও সামরিক দিক হইতে সাম্রাজ্য গড়নেওয়ালাদের উচিত এই সূচীর উপর দৃষ্টি রাখা। অন্যান্য দেশের এই জাতীয় সূচীর সঙ্গে তুলনা করিলে এই বিলাতী সূচীর অর্থ দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

দেশ	চাষীর সংখ্যা শতকরা		চাষীর সংখ্যা শতকরা
ইংলণ্ড ওয়েল্‌স্	৬·৭	ইতালী	৪৬·৭
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	২২·০	জাপান	৪৯·৬
জার্ম্মানী	২৮·৮	ভারত	৬৬·৫
ফ্রান্স	৩৫·৭	রুশিয়া (১৯২৬)	৮৫·০

চাষের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শিল্প ও অন্যান্য কারবারে কেরামতি দেখাইতে পারিলে অর্থনৈতিক কোনো দোষ হয় না। চাষ ছাড়াও শুধু শিল্প ও বাণিজ্য দিয়া দেশের যথেষ্ট উন্নতি করা যায়। শিল্পদ্রব্য যথেষ্ট তৈরী হইলে এবং সস্তা হইলে তার বিনিময়ে অন্যান্য জায়গা হইতে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মাল যোগাড় করা সম্ভব। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে এই ধরণের যুক্তি সমীচীন সন্দেহ নাই।

---

১৬ সরকার : দি ইকুয়েসনস্ অব ওয়ার্ল্ড ইকনমি—কালেকটা রিভিউ, জুন ১৯৪১, "দি ওয়ার ইকনমি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম" নামক অংশ।

১৭ ষ্টাটিস্‌টিসেশ ইয়ারবুখ্ ফ্যির ডাস ডয়চে রাইখ্, ১৯৩১ (বার্লিন) পৃঃ ৩১*-৩৮*।

কিন্তু সাম্রাজ্যিক অর্থচক্রের স্বার্থ পুষ্ট করিতে হইলে একমাত্র ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা বাঞ্ছনীয় হইবে না—অন্যান্য দিকও তলাইয়া দেখা উচিত। খাদ্য-দ্রব্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কত দরকার তাহা বিগত এবং বর্তমান যুদ্ধ হইতে বেশ বোঝা যায়। ১৯২৯ সনে বিলাতের কৃষি-অনুসন্ধানী সমিতি এই ব্যাপারে মাথা ঘামাইয়াছে। সেই সময় হইতে চাষ বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। ১৯০৮ সনের কৃষ্ট খামারের আইন-মাফিক ঋণ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। উহাতে ইংরেজ জাত পুনরাবাদশীল হইবার দিকে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সনের কৃষি দ্রব্য বিক্রয় বাজার সংগ্রহের আইনের ফলে ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশের মত বিলাতেও কৃষিকর্মে সংরক্ষণ নীতি কায়েম হইয়াছে।[১৮] এই সকল কর্মকৌশল ঠিক পথেই চলিতেছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজও ব্রিটিশ খাদ্যদ্রব্যের বড় হিস্যাই বাহির হইতে আসে।[১৯] মাখন ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের যতটা দরকার হয় তাহার ভিতর শতকরা কত অংশ বিদেশ হইতে আমদানি হয় নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

খাদ্যদ্রব্য	আমদানী	খাদ্যদ্রব্য	আমদানী
মাখন	২০	ভেড়া ও ঘাস	৫০
গম	৭৫	গোমাংস	৪০
শূকরের মাংস		চিনি	৭৪
চিনি	৬৬		

বিলাতী পুঁজির গতির মোড় ফিরাইয়া এই সকল মার্শ জমানের ক্ষেত্রে পরিচালিত করা উচিত। বিলাতের পক্ষে এইসবগুলা অত্যাবশ্যক বা চাষি-ব্যবসা বিশেষ। কাজেই এই দিকে আপেক্ষিকভাবে আরো বেশী বেশী পুঁজি ঢালা ও মনোযোগ দেওয়া দরকার। এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, জাহাজ এক কথায় শিল্পসম্পদ যেমন ভারতের চাষি-ব্যবসা তেমনি কৃষিকর্ম ও পশুপালন বিলাতের চাষি-শিল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভারসাম্য রাখিতে হইলে পেশা ও লোকনিয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন প্রণালী গ্রহণ করা দরকার। ভারতে যেমন লোহালক্কর ও অন্যান্য শিল্পের দিকে নজর দেওয়ার দরকার, যুক্তরাজ্যেও তেমনি এই সকল কৃষিক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন। কাজ-কর্মের দাম রক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধারণ করে—কোথাও শিল্পোন্নতি, কোথাও কৃষির উন্নতি আবশ্যক। যুক্তরাজ্যে কৃষি বাড়াইতে হইলেই যে তাহাকে ৬·৭ হইতে কশিয়ার শতকরা ৮৫ জন কৃষক সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই—যুক্তরাজ্যের হয়ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত শতকরা ২০ জন চাষীই যথেষ্ট। এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই যুক্তরাজ্যকে বৈচিত্র্যশীল আর্থিক ব্যবস্থার জনপদে পরিণত করা সম্ভব হইবে। তাহার ফলে বর্তমানের অতিশিল্প-নিষ্ঠা অর্থাৎ অত্যধিক কারখানা-প্রধান্যের আপত্তা কমিতে পারিবে। সামরিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক দিক হইতেও এই ব্যবস্থা যুক্তরাজ্যের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

বৃটিশ শিল্পে লোকনিয়োগ সূচী

চাষ বাড়াইতে হইলে শিল্পের কাজ কমাইতে হইবে। ১৯৩১ সালে ইংলণ্ড-ওয়েলস্-এ শতকরা ৪১·৯ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫০ জন শিল্প ও খনিতে নিযুক্ত ছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে দাঁড়ায়[২০] :—

দেশ	শিল্পকর্মে নিযুক্ত শতকরা	দেশ	শিল্পকর্মে নিযুক্ত শতকরা
ইংলণ্ড-ওয়েলস্	৪১·৯	ইতালী	২৮·৭
জার্মানী	৪০·৬	জাপান	২২·০
যুক্তরাষ্ট্র	৩৫·২	ভারত	১০·৬
ফ্রান্স	৩৪·১	রুশিয়া (১৯২৬)	৮.৯

১৮ সরকার :—ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, দ্বিতীয় ভাগ (মাদ্রাজ ১৯২৬, ১৯৩৮.), "দি নিউ হেডিংস্ মুভমেণ্ট ইন্ ব্রিটিশ লাণ্ড লেজিস্‌লেসন" নামক পরিচ্ছেদ ; জে. এইচ. রিচার্ডসন্ ব্রিটিশ ইকনমিক ফরেন পলিসি (লণ্ডন ১৯৩৬), "এগ্রিকালচারাল পলিসি" নামক পরিচ্ছেদ ; জে. এইচ. ক্ল্যাপহাম—এ্যান ইকনমিক হিষ্ট্রি অব মডার্ণ ইংলাণ্ড ১৮৮৭-১৯২৯ (লণ্ডন, ১৯৩৮)

১৯ রিপোর্ট অন ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেড (পি-ই-পি, লণ্ডন ১৯৩৭), পৃঃ ২০৬।

২০ ষ্টাটিস্‌টিসেন্ ইয়ারবুখ্ ফ্যির ডাস ডয়চে রাইখ্, ১৯৩১ (বার্লিন) পৃঃ ৩৭-৩৮।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শিল্পকর্মটা ইংরেজদের খুব বেশী। এই "অতি" শিল্পহীন অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। শিল্পকর্ম কমানোর কথা শুনিলে ইংরেজরা শিহরিয়া উঠিবে। শিল্পকর্ম কমাইয়া কৃষিকর্ম বাড়ানো দরকার এই কথা বুঝিতে হইলে এবং এই ব্যবস্থা সক্ষম করিতে হইলে কতকগুলা ভাঁয়রেল অতি-সাহসী রাষ্ট্রবীর চাই। সাম্রাজ্য-রক্ষা সম্বন্ধে যাহারা গভীরভাবে মাথা ঘামাইতে সমর্থ একমাত্র তাঁহারাই এই কিম্ভূতকিমাকার ভাষ্টির মর্ম বুঝিবেন।

মানসিক ও সামাজিক দিকটাই এই পাতিতে প্রধান। ইংরেজদের ধারণা যে, শিল্পকর্ম আপেক্ষিকভাবে কমিয়া গেলে সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে দুনিয়ার বাটখারায় তাদের ওজন কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সামরিক শক্তিও হ্রাস পাইবে। ইহা যে একেবারে নিতান্ত ভুল ধারণা এই কথাটা তাহাদের মগজে ঢুকানো আবশ্যক। আপেক্ষিক শিল্পহ্রাসে সামরিক শক্তি কমেনা।

কিন্তু সাম্রাজ্যের এই নতুন অর্থনীতিতে ইংরেজদের শিল্প-প্রচেষ্টা কতটা কমানো উচিত তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। শিল্পের হারটা রুশ অথবা ভারতীয় হার এমন কি জাপানী বা ইতালিয় হারে নামাইয়া আনার কথা বলিতেছি না। ফরাসী বা আমেরিকান হার (অর্থাৎ শতকরা ৩৫ জন শিল্পকর্মী) ইংলণ্ডের পক্ষে বেমানান হইবে না। জার্মাণ হার হইতেছে শতকরা ৪০·৬। ইংলণ্ডের হয়ত জার্মাণ হারের অপেক্ষা কম হইলেও চলিবে কারণ ইংলণ্ডের অর্থনীতি গড়িয়া উঠিবে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে গোটা সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া—কিন্তু জার্মাণির সে-সব সাম্রাজ্যিক সুযোগ নাই।

যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে তাহা হইলে দুইটি জিনিস প্রয়োজন :—

১। চাষের ব্যাপারে যুক্তরাজ্যকে আপেক্ষিক ভাবে স্বাবলম্বী হইতে হইবে—ডোমিনিয়ন, কলোনি বা ভারতের উপর বেশী নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়। (যুক্তরাজ্যের কৃষি-স্বরাজ)।

শিল্পের ব্যাপারে ডোমিনিয়ন, কলোনি ভারতকে আপেক্ষিকভাবে স্বাবলম্বী হইতে হইবে—যুক্তরাজ্যের উপর বেশী নির্ভর করিলে চলিবে না। (ডোমিনিয়ন, কলোনি ও ভারতের শিল্প-স্বরাজ)।

এই দুই প্রকার স্বরাজের প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হোমরা-চোমরা লোকগুলির ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এই সঙ্গে আরও একটা সমস্যা বিচার করা প্রয়োজন। লণ্ডনের পোলিটিক্যাল ও ইকনমিক প্ল্যানিং[২১] সমিতি আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জেলায়-জেলায় সমন্বয় বিধানের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে। সেই রকম সাম্রাজ্যের ভিতরকার ভিন্ন-ভিন্ন দেশেও আর্থিক উন্নতির সমন্বয় বিধানের কথা বিবেচনা করা আবশ্যক।

বিলাতী লোকসংখ্যার পুনর্বৃদ্ধি

এখন আরেক দিকে নজর ফেলিতেছি।

সাম্রাজ্যিক অর্থমণ্ডলের পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য ইংরেজজাতের পক্ষে লোকসংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। গত ৬০ বছর ধরিয়া, বিশেষ করিয়া ১৯১০ সনের পর হইতে, ইংলণ্ড-ওয়েল্‌স্‌এ জন্মশাসন ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে।[২২] তাহার ফলে লোকহ্রাস ঘটিয়াছে। মানুষের ঝোঁক হইয়াছে শুধু জীবিকার মান বাড়াইবার দিকে। পারিবারিক নীতি আজকাল উঁচু জীবিকার সঙ্গে জড়িত। একটি ছেলের জন্ম হইলে তাহাকে মানুষ করিতে যত লাগে সেই খরচে একটি মোটরগাড়ী কিনিতে পারা যায় কিম্বা বেশভ্রমণ করিয়া আসা যায়। এই চিন্তাটা আজকাল প্রবল।

১৯১১-১৩ সনে যুক্তরাজ্যে প্রতিহাজার মানুষে মূল জন্মহার ছিল ২৪·১। তাহা ১৯৩৯ সনে ১৪·৫এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সেই সময়ে মূল মৃত্যুর হার ১৪·২ হইতে

২১ রিপোর্ট অন দি লোকেশন অব ইনডাষ্ট্রী (লণ্ডন মার্চ্চ ১৯৩৯) পৃঃ ১২৪-২১১

২২ সরকার :—কম্পারেটিভ বার্থ, ডেথ অ্যাণ্ড গ্রোথ রেটস্, নয়টি নক্সা সহ (জার্নাল অবদি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন, কলিকাতা, মে, ১৯৩২); দি সোসিওলজি অব পপিউলেশন (কলিকাতা, ১৯৩৬)।

নামিয়া ১২'১-এ আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহা হইলে মোট স্থূল "বৃদ্ধি"-হার ৯'৯ হইতে কমিয়া ৩'৪ হইয়াছে।[২৩] ইহা হইল "কোরা" জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধির হিসাব। জন্ম-মৃত্যু ও বৃদ্ধি এই তিনটা হারই "স্থূল"ভাবে লইলাম। বৃদ্ধির হারের হ্রাস যে কত মাত্রাত্মক তাহা আমরা বুঝিতে পারিব স্থূল হারগুলা ছাড়িয়া যদি "নীট" সন্তানজন্মের হারটা পরীক্ষা করি। এই "নীট" সন্তানজন্মের হার বলিলে ১৫ হইতে ৫০ বছরের ১০০০ হাজার মেয়ের কয়টি মেয়ে জন্মাইল তাহার হিসাব বুঝিব। এই দুই বয়সের ভিতর যেসকল স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটে তাহাদের সংখ্যা এই হিসাব হইতে বাদ যায়, বুঝিয়া রাখা আবশ্যক।

১৯২০-২২ সনে যুক্তরাজ্যের নীট সন্তানজন্মের হার ছিল ১'১১। ১৯৩৪ সনে ০'৭৬৪ অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৭৬৪। ১৯৩৭-এ বাড়িয়া হইল ০'৭৮২। যতক্ষণ রেট ১ না হয় অর্থাৎ ১৫ হইতে ৫০ বৎসরের এক হাজার স্ত্রীলোকের এক হাজার স্ত্রীশিশু না জন্মে ততদিন লোকসংখ্যা বর্তমান অবস্থায় স্থিতিশীল থাকিবে না। একের নীচে নামার অর্থ লোকসংখ্যার ঘাটতি।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রিকরা এই সকল তথ্য হইতে আপনিই বুঝিতে বাধ্য যে, এই আর্থিক ব্যবস্থা ও পারিবারিক নীতি বজায় রাখা ইংরেজ সমাজের পক্ষে কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। বৃহত্তর পরিবার গঠনের দিকে মতিগতি চালিত হওয়া চাই। তবেই সম্ভব হইবে ইংরেজ জাতের পক্ষে একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের কেন্দ্র হিসাবে জার্মাণি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রুশিয়ার মত বিপুল দেশের সঙ্গে টক্কর দেওয়া। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে জার্মাণির লোকসংখ্যা ৮ কোটি, মার্কিণের ১৩ কোটি আর রুশিয়ার ১৭ কোটি। ইংরেজের মাত্র কোটি পাঁচেক।

গত চার পাঁচ বছর ধরিয়া যুক্তরাজ্যে বৃহৎ পরিবার আন্দোলন চলিতেছে।[২৪] কিন্তু আন্দোলনটা আরও বেশী ব্যাপক হওয়া চাই। জন্মশাসনের পরিবর্তে জন্ম-প্রাচুর্য্য দরকার। বর্তমানে দুই সন্তানবিশিষ্ট পরিবারের নীতি চলিতেছে। তাহার ঠাঁইয়ে তিন সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের নীতি কার্যকরী হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সন্দেহ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আন্তর্জাতিক সমস্যা গভীর ভাবে আলোচনা করিলে মনে হইবে যে চার সন্তান বিশিষ্ট পরিবারই বোধ হয় ইংরেজ সমাজের পক্ষে আজকাল জরুরী।

পুনরাবাদ এবং শিল্পন্যাসের মতন চার-সন্তান-পরিবারও ইংরেজ জাতের ধাতে না সইবার কথা। সাম্রাজ্য পুষ্টির বাতিরে ইংরেজ নরনারী এই তিন পাঁতি হজম করিতে রাজী হইবে কিনা জানি না। তবে বড় বহরের পরিবার সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ১৮৯০ সন পর্য্যন্ত ইংরেজ সমাজের জন্মহার কখনও হাজারকরা ত্রিশের নীচে ছিল না। বস্তুতঃ ১৮৭১ হইতে ১৮৮০র ভিতর জন্মহার ৩৫'৫ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অতএব আজ যদি লোকসংখ্যার পুনর্বৃদ্ধি বিষয়ক মুসাবিদাটা কাজে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে "লোকবল চাইই চাই" এইরূপ মতিগতি ছাড়া আর নতুন কিছুর দরকার হইবে না। আবশ্যক মাত্র সঙ্কল্প, ইচ্ছা, মেজাজ।

যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের বিশ্বদৌলতের যে বিশ্লেষণ আমি করিলাম তাহা কল্পনার রঙীন ফানুস নহে। কল্পনা লইয়া আমার কারবার নয়। যাহা-কিছু বলিতেছি সবই বাজাইয়া দেখা যায়। ওজন করা যায়। নেহাৎ বস্তুতান্ত্রিক ও সংখ্যানিষ্ঠ হিসাবে করমায়েস করা গেল। ভাবাবেগের ছিঁচকাঁদুনি এই অধমের লেখায় আপনারা পাইবেন না।

---

২৩ স্যাতিসটিক্ অাহুয়্যার বুক অব সোসিয়েতে দে নাসিঙ্স ১৯৩৯-৪০ (জেনীভা ১৯৪০) পৃঃ ৩৭-৩৮, ৪৪-৪৯।

২৪ আর, আর, কুচিন্‌স্‌কি :—পপিউলেশন মুভমেণ্টস (অক্সফোর্ড, ১৯৩৬) ; ডি, ভি, গ্লাস :—দি স্ট্রাগল্ ফর পপিউলেশন (অক্সফোর্ড, ১৯৩৬) ; ডি, এফ, ম্যাকলিয়ারি :—দি মেনেস অব ব্রিটিশ ডিপপিউলেশন (লণ্ডন ১৯৩৭) ; টি, এচ, মার্শাল (সম্পাদিত)—দি পপিউলেশন প্রবলেম্ (লণ্ডন, ১৯৩৮)

সাম্রাজ্য গড়নে স্বরাজ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক পুনর্গঠনের যে আকার-প্রকার আমি দেখাইলাম তাহার ভিতর মামুলি স্বরাজের চিহ্ন নাই। অর্থাৎ বাহির হইতে জিনিস আমদানি করিবার কোন বাধা আমি খাড়া করিতেছি না। আন্তর্জাতিক লেন-দেন ঠিক আগের মতই চলিবে। আমি যে সকল স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ও স্বরাজের কথা বলিতেছি সেগুলি হইবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশই আপেক্ষিকভাবে স্বরাজশীল বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জনপদে ইংরেজ পুঁজির যুক্তিনিষ্ঠভাবে সদ্ব্যবহার আমার প্রস্তাবের অন্তর্গত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে ব্রিটিশ টাকা খাটিতেছে আমার পাঁতি অনুসারে তাহার বেশ-কিছু গতিপরিবর্তন আবশ্যক।

এই যেমন ভারতের কথা ধরা যাউক। কারবারে খাটাইবার মত যথেষ্ট টাকা ভারতে নাই। ভারতে পুঁজির দুর্ভিক্ষ বড় জবর। এই কারণে শিল্পকর্মে ভারত পশ্চাৎপদ হইয়া আছে। ব্রিটিশের টাকা আরও বেশী পরিমাণে ভারতে খাটানো দরকার।

—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন-স্থানের আর্থিক কার্যকলাপের গতিটা বদলাইয়া দিতে হইবে, যেখানে যেমন দরকার। যেখানে শিল্পকর্ম বাড়ানো দরকার সেখানে সেই কাজে টাকা খাটানো আবশ্যক। আবার যেখানে চাষ বাড়ানো দরকার সেখানে চাষের জন্য টাকা খাটানো বাঞ্ছনীয়। নতুন-নতুন ক্ষেত্রে আর্থিক কারবারের বখরা এই মুসাবিদার অন্তর্গত। পুঁজির পুনর্বিতরণ এমনভাবে সাধিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে বিভিন্ন জায়গায় যাবদাবাদিরা অনেকটা একই হারে বাড়িতে থাকে। আর একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ও কলোনিতে যে সকল বহির্গামী ভারতবাসী আছে তাহাদের উপর কোন জুলুম যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাহাদের জন্য চলাফেরার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। অধিকন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের মত নাগরিক অধিকার তাহাদিগকে দিতে হইবে। এই দাবীর ভিতর নয়ন-গরন সকল প্রকার ভারতীয় রাষ্ট্রিক দলের সম্মিলিত মত দেখিতে পাই।

লড়াইয়ের পরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক গড়ন আলোচনা করিয়া বিভিন্ন জনপদের স্বয়ং-সম্পূর্ণতার আদর্শ প্রচার করিলাম। এই আদর্শের মোটা কথা হইতেছে প্রত্যেক সাম্রাজ্যিক জনপদের যথাসম্ভব নানামুখী ও বৈচিত্র্যশীল গড়নের পুষ্টি। এইরূপ বৈচিত্র্যময় স্বয়ং-সম্পূর্ণতার মূখ্য উদ্দেশ্য প্রকারান্তরে মাত্র এক। আমার বিশ্বাস,—এইরূপ স্বয়ং-সম্পূর্ণতার প্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জনপদগুলা পরস্পর পরস্পরকে বেশ-কিছু কণ্ঠক্ষমে রাখিতে উপযুক্ত ও সমর্থ হইবে।[২৪]

২৪। সরকার :—ইন্সীরিয়াল প্রেফারেন্স ভিস্-আ-ভি ওয়ার্ল্ড ইকনমি (কলিকাতা, ১৯২৪) পৃঃ ১৩৭-১৪৩।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।